ইযহারুল হক

(৩য় খণ্ড)

আল্লামা রাহমাতুল্লাহ কীরানবি

অনুবাদ

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রাহিমাহুল্লাহ)

সম্পাদনা

শাইখ ইমদাদুল হক

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

ইযহারুল হক (৩য় খণ্ড)

মূল: আল্লামা রাহমাতুল্লাহ কীরানবি

অনুবাদক

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রাহিমাহুল্লাহ)

(১৯৫৮-২০১৬)

প্রকাশক : উসামা খোন্দকার

গ্রন্থস্বত্ব : আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর-আস সুন্নাহ ট্রাস্ট

আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স

৪৮ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ: মুহাররাম ১৪৪২ হি, ভাদ্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, সেপ্টেম্বর ২০২০ ঈসায়ী

পুনর্মুদ্রণ: রবিউল আউয়াল ১৪৪২ হিজরি, নভেম্বর ২০২০ ঈসায়ি

বিক্রয়কেন্দ্র

আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স

৪৮ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মোবাইল: ০১৭৩০৭৪৭০০১, ০১৭৮৮৯৯৯৬৮, ০১৭৯১৬৬৬৬৬৫, ০১৭১৬৪৮৯৯৭৫

আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স

পৌর বাস টার্মিনাল, ঝিনাইদহ-৭৩০০

আস-সুন্নাহ টাওয়ার, মোবাইল: ০১৭১৬৪৮৫৯৬৬, ০১৭৯১৬৬৬৬৬৩, ০১৭৯১৬৬৬৬৬৪

ফুরফুরা দরবার

দারুস সালাম, মিরপুর, ঢাকা, মোবাইল: ০১৮৭৩৯৩৫২৪৫, ০২-৯০০৯৭৩৮

হাদিয়া: ৪৩০.০০ (চারশত ত্রিশ) টাকা মাত্র।

ISBN: 978-984-93633-0-8

Reference: As/Ap/2022/12/02

IZHARUL HAQ (Volume-3) Written by Allama Rahmatullah Ibn Khalilur Rahman Keranvi in Arabic and translated by Professor Dr. Abdullah Jahangir (Rahimahullah) Published by As-Sunnah Pablications, As-Sunnah Trust, Bus Terminal Jhenidah-7300. Last Edition: July 2020. Price Tk. 430.00 only.

AS-SUNNAH TRUST

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

সূচিপত্র

কৈফিয়ত/৫
সম্পাদকের কথা/৭
আল্লামা রাহমাতুল্লাহ কীরানবি : জীবন ও কর্ম/২০

ষষ্ঠ অধ্যায়

মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুওয়াতের প্রমাণ ও পাদরিগণের বিভ্রান্তি অপনোদন/৪৯

প্রথম পরিচ্ছেদঃ মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুয়াতের প্রমাণ/৪৯

প্রথম পরিচ্ছেদ/৫০

মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুয়াতের প্রমাণ/৫০

প্রথম অনুচ্ছেদ

মুহাম্মাদ ﷺ-এর অলৌকিক চিহ্নসমূহ/৫০

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

মুহাম্মাদ ﷺ-এর চরিত্র ও আচরণ/১১০

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

মুহাম্মাদ ﷺ-এর ধর্মব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য/১১১

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

মুহাম্মাদ ﷺ-এর আগমন ও বিজয়ের অবস্থা/১১২

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

মানবতার প্রয়োজনের সময়েই তাঁর আগমন/১১৪

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

পূর্ববর্তী ভাববাদীদের ভবিষ্যদ্বাণী/১১৬

(১) বাইবেলীয় অন্যান্য ভবিষ্যদ্বাণী বনাম মুহাম্মাদ ﷺ বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী/১১৭

(২) ভবিষ্যদ্বাণীর প্রকৃতি ও অস্পষ্টতা/১১৮

(৩) সেই ভাববাদীর আগমনের অপেক্ষায় ইস্রায়েলীয় জাতি/১২৩

(৪) যিশুখ্রিস্টে ভাববাণী শেষ হয়নি/১২৪

(৫) যিশুবিষয়ক পূর্ববর্তী ভাববাদীগণের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে ইয়াহুদিদের ব্যাখ্যা/১২৮

(৫) নতুন নিয়মে উদ্ধৃত যিশুবিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর অবস্থা/১২৯

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(৭) বাইবেলে উল্লেখিত নামসূহের অনুবাদ, ব্যাখ্যা, সংযোজন ও পরিবর্তন/১৩৪
(৮) সাধু পৌলের বক্তব্য অগ্রহণযোগ্য/১৪৯
মুহাম্মাদ ﷺ বিষয়ক প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী/১৫১
মুহাম্মাদ ﷺ বিষয়ক দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণী/১৬৬
মুহাম্মাদ ﷺ বিষয়ক তৃতীয় ভবিষ্যদ্বাণী/১৬৯
মুহাম্মাদ ﷺ বিষয়ক চতুর্থ ভবিষ্যদ্বাণী/১৭০
মুহাম্মাদ ﷺ বিষয়ক পঞ্চম ভবিষ্যদ্বাণী/১৭২
মুহাম্মাদ ﷺ বিষয়ক ষষ্ঠ ভবিষ্যদ্বাণী/১৭৭
মুহাম্মাদ ﷺ বিষয়ক সপ্তম ভবিষ্যদ্বাণী/১৮৬
মুহাম্মাদ ﷺ বিষয়ক অষ্টম ভবিষ্যদ্বাণী/১৮৭
মুহাম্মাদ ﷺ বিষয়ক নবম ভবিষ্যদ্বাণী/১৯০
মুহাম্মাদ ﷺ বিষয়ক দশম ভবিষ্যদ্বাণী/১৯৪
মুহাম্মাদ ﷺ বিষয়ক একাদশ ভবিষ্যদ্বাণী/১৯৫
মুহাম্মাদ ﷺ বিষয়ক দ্বাদশ ভবিষ্যদ্বাণী/১৯৮
মুহাম্মাদ ﷺ বিষয়ক ত্রয়োদশ ভবিষ্যদ্বাণী/২০০
মুহাম্মাদ ﷺ বিষয়ক চতুর্দশ ভবিষ্যদ্বাণী/২০৩
মুহাম্মাদ ﷺ বিষয়ক পঞ্চদশ ভবিষ্যদ্বাণী/২০৪
মুহাম্মাদ ﷺ বিষয়ক ষষ্ঠদশ ভবিষ্যদ্বাণী/২০৫
মুহাম্মাদ ﷺ বিষয়ক সপ্তদশ ভবিষ্যদ্বাণী/২০৮
মুহাম্মাদ ﷺ বিষয়ক অষ্টাদশ ভবিষ্যদ্বাণী/২১০
(১) প্রেরিতদের নিকট আগমনকারী 'আত্মা' নয়, বরং মুহাম্মাদ-ই ﷺ ফারাক্লিত/২১৬
(২) মুহাম্মাদ ﷺ-কেই ফারাক্লিত বলার বিষয়ে প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণের আপত্তিসমূহ /২২৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ/২৪৩

মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুয়াতের বিষয়ে বিভ্রান্তি অপনোদন/২৪৩
(১) জিহাদ বিষয়ক অভিযোগ/২৮৬
(২) অলৌকিক চিহ্ন বিষয়ক অভিযোগ/৩৩৪
(৩) নারী বিষয়ক অভিযোগ/৩৫২
(৪) মুহাম্মাদ ﷺ-এর পাপ ও শাফাআত বিষয়ক অভিযোগ/৩৮৯

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

কৈফিয়ত

اَلْحَمدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ والصَّلَاةُ وَالسَّلامُ عَلى مَنْ بَعَثَهُ اللهُ رَحمَةً لِلْعَالمِيْنَ سَيّدِنَا وَنَبِيّنا مُحَمَّدٍ الأَمِيْنِ وَعَلى آلِهِ الطَّيّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَصَحَابَتِهِ الْغرِّ الْمَيَامِيْن وَمَنْ سَارَعَلى نَهْجِهِ وَلزِم سَنَّتَهُ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ.

১৭৫৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের বেদনাদায়ক অবসানের পর থেকে ইংরেজ শাসন শুরু হয়। আর এ বিদেশী শাসক গোষ্ঠীর ছত্রচ্ছায়ায় খ্রিস্টান মিশনারিরা এ উপমহাদেশে তাদের মিশনারি কার্যক্রম জোরদার করে। মিশনারিদের এই অপতৎপরতা উপমহাদেশে ব্যাপকভাবে শুরু হয়; যার ফলে দুর্বল ঈমানের মুসলমানদের পক্ষে ঈমান রক্ষা করা এবং ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে।

মুসলমানদের এ চরম দুর্দিনে আল্লামা রাহমাতুল্লাহ ইবন খলীলুর রহমান কীরানবি রাহিমাহুল্লাহ যেন মহান আল্লাহর রহমত হিসেবে আবির্ভূত হন। বক্তৃতা, বিতর্ক ও লেখনীর মাধ্যমে তিনি ইসলামের শাশ্বত বাণীকে জনসমক্ষে তুলে ধরেন এবং খ্রিস্টান মিশনারিদের অপপ্রচারের বেশির ভাগ জবাব তিনি তাদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের উদ্ধৃতির মাধ্যমে উপস্থাপন করে বিস্ময়করভাবে মিশনারি অপতৎপরতা প্রতিহত করেন।

প্রসঙ্গত, ১৮২৯ সালে খ্রিস্ট ধর্মীয় প্রচারক মি. কার্ল গোটালেব ফান্ডার খ্রিস্টান পাদরিদের গতানুগতিক মিথ্যাচার, বিকৃতি, অপপ্রচার ও বিষোদগার সম্বলিত 'মীযানুল হক' (Scale of Truth) নামক একটি পুস্তক রচনা করেন। মূল পুস্তকটি জার্মান ভাষায় রচিত হলেও তা উর্দূ ও ফারসী ভাষায় অনুবাদ করে এ উপমহাদেশের মুসলমানদের মাঝে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়। এমনকি তারা এটাও দাবি করতে থাকে যে, এ পুস্তকের যুক্তিগুলো খণ্ডন করার সাধ্য কোন মুসলমান আলিমের নেই।

আল্লামা রাহমাতুল্লাহ কিরানবী মিশনারিদের এই অপতৎপরতার জবাবে এগিয়ে আসেন। তিনি 'মীযানুল হক' এর জবাবে ইযহারুল হক (সত্যের বিজয়) শীর্ষক আরবী ভাষায় একখানি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন।

ভারতের ইংরেজ শাসকগণ এবং খ্রিস্টান প্রচারকগণ চেয়েছিলেন রাহমাতুল্লাহর কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দিতে। সাময়িকভাবে সামরিক বিজয় তাঁরা লাভ করেছিলেন। তারা ভেবেছিলেন এ বিজয়ের মাধ্যমেই তারা

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

রাহমাতুল্লাহকে থামিয়ে দিতে পারবেন। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল ভিন্ন। জিহ্বা, কলম ও তরবারীর এ মহান মুজাহিদকে আল্লাহ হেফাযত করলেন; তাঁকে তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম হিসেবে ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে সম্মানিত করলেন এবং কর্মময় দীপ্ত জীবন দান করলেন।

ইযহারুল হক গ্রন্থখানি তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি। এই মূল্যবান পুস্তকটি পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেন বিশিষ্ট আলিম ও পণ্ডিত ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রাহিমাহুল্লাহ)।

আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এ পুস্তকটি প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বিশেষ করে সম্পূর্ণ পুস্তকটি সম্পাদনা করেছেন শাইখ ইমদাদুল হক এবং সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন আল মাসুদ আব্দুল্লাহ ও মোঃ আসাদুল্লাহ আল আজাদ।

মহান আল্লাহ জাল্লা শানুহুর দরবারে সকাতরে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন দয়াকরে আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাটুকু কবুল করে নেন এবং পাঠক-পাঠিকাদের নাজাতের ওসিলা বানিয়ে দিন।

বর্তমানে এই পুস্তকটি ৩ খণ্ডের শেষ খণ্ড প্রকাশ করা হল।

AS-SUNNAH TRUST

আব্দুর রহমান
জেনারেল সেক্রেটারী
আস-সুন্নাহ ট্রাস্ট, ঝিনাইদহ।

সম্পাদকের কথা

اَلْحَمدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ والصَّلَاةُ وَالسَّلامُ عَلى مَنْ بَعَثَهُ اللهُ رَحمَةً لِلْعَالمِيْنَ سَيّدِنَا وَنَبِيّنا مُحَمَّدٍ الأَمِيْنِ وَعَلى آلِهِ الطَّيّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَصَحَابَتِهِ الْغرِّ الْمَيَامِيْن وَمَنْ سَارَعَلى نَهْجِهِ وَلزِم سَنَّتَهُ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ.

মহান আল্লাহ বলেন, হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো; আর প্রত্যেক ব্যক্তিরই ভাবতে থাকা উচিৎ ভবিষ্যতের জন্য অগ্রিম সে কী পাঠালো; এবং আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে অবগত।[১]

এ আয়াতে মহান আল্লাহ তাঁর বিশ্বাসী বান্দাদেরকে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ের কথা ভাবতে বলেছেন। আমরা দেখি, সাধারণত কোনো মানুষই নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদাসীন নয়। বরং বর্তমানকে 'পানি' করে তারা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে। কিন্তু আমাদের কাছে যেহেতু জীবন বলতে মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হওয়া থেকে কবরের গর্ভে প্রবিষ্ট হওয়া পর্যন্ত সময়টুকুই বিবেচ্য, এ কারণে আমাদের জীবনের অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎও এর মাঝেই সীমাবদ্ধ। অথচ জীবনের এ পর্ব আমাদের সমগ্র জীবনের তুলনায় খুবই ক্ষুদ্র অংশ। এবং এ জীবনের ভবিষ্যৎও একেবারেই অনিশ্চিত ও ক্ষণস্থায়ী। বর্তমানকে পানি করে যে ভবিষ্যতের জন্য আমরা যথাসাধ্য সঞ্চয় করছি, হয়ত সে ভবিষ্যতে পৌঁছনোর আগেই জীবনের এ পর্ব থেকেই আমাদেরকে বিদায় নিয়ে চলে যেতে হবে, অথবা সেখানে পৌঁছতে পারলেও তার স্থায়িত্ব হবে ক্ষণকাল মাত্র; আয়েশ করে যাপন ও উপভোগ করার আগেই ফুরিয়ে যাবে। এই ক্ষণস্থায়ী ও অনিশ্চিত জীবনের কথা মহান আল্লাহ বলেননি। বলেছেন, আমাদের জীবনের সেই শেষ ও চূড়ান্ত পর্বের কথা, যে ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত ও অনন্ত। তিনি বলেন, তোমরা বরং দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিচ্ছ; অথচ আখিরাত উত্তম ও স্থায়ী।[২]

সে জীবনের পাথেয় সঞ্চয়ের জন্য প্রয়োজন মহান আল্লাহর দেওয়া দিকনির্দেশনা বড় সতর্কতার সাথে মেনে চলা। তাঁর দেওয়া নির্দেশনার বাইরে গিয়ে হাজারো চেষ্টা-তদবির পণ্ডশ্রম বলে গণ্য হবে। তিনি তাঁর পাঠানো নবী-রাসূলদের মাধ্যমে যে স্বচ্ছ বিশ্বাস ও বিশুদ্ধ কর্মপদ্ধতি বাতলে

[১]. সূরা: (৫৯) হাশর, আয়াত: ১৮।
[২]. সূরা: (৮৭) আ'লা, আয়াত: ১৬-১৭।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

দিয়েছেন তার উপর অটল-অবিচল থাকাই মানুষের সফলতা নিশ্চিত করে।

কিন্তু মানুষের উন্নতি ও সফলতার প্রতি ঈর্ষাকাতর চিরশত্রু সুচতুর ইবলিস মানুষকে এই সরল সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করতে বদ্ধপরিকর। সে মহান আল্লাহর নিকট কিয়ামত পর্যন্ত সময় চেয়ে নিয়েছে এবং দম্ভ করে বলে এসেছে, আপনি যেহেতু আমাকে পথহারা করেছেন সুতরাং আমিও শপথ করছি যে, তাদের জন্য আপনার দেওয়া সরল পথে আমি বসে থাকব। তাদেরকে প্ররোচিত করব তাদের সামনে থেকে, পেছন থেকে, ডানদিক থেকে এবং বামদিক থেকে। আর আপনি তাদের অধিকাংশকে শুকুরগুজার পাবেন না।[৩] অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, (ইবলিস) বলল, আপনার ইজ্জতের কসম, আপনার নিষ্ঠাবান বান্দা ছাড়া আমি তাদের সবাইকে অবশ্যই বিপথ গামী করব।[৪]

একদিকে মানব জাতি, অন্যদিকে তার প্রকাশ্য শত্রু ইবলিস শয়তান। কোনো বিশেষ শ্রেণি বা গোষ্ঠী নয়, বরং সমগ্র মানব জাতির চূড়ান্ত ধ্বংস সাধন ইবলিসের সারাজীবনের একমাত্র ব্রত। সুতরাং মানুষের কর্তব্য ছিল, সিসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় ঐক্যবদ্ধ থেকে শয়তানের ষড়যন্ত্রের জালকে ছিন্ন করে সফলতার মহাসড়ক ধরে এগিয়ে চলা। মানুষের জন্য তা অসম্ভব ছিল না। কেননা তার শত্রু ইবলিস মহান রবের রহমত থেকে চিরবঞ্চিত ও বিতাড়িত। পক্ষান্তরে মানুষকে হেদায়াত ও রাহনুমায়ি করেন স্বয়ং বিশ্বজগতের প্রতিপালক। সে তুলনায় শয়তানের চক্রান্ত মাকড়সার জালের চেয়েও দুর্বল। তবুও মানুষ নিজের উদাসীনতা ও অসতর্কতায় শয়তানের প্রতারণার ফাঁদে পা দিয়ে ফেঁসে গেছে, বিভ্রান্ত হয়ে দলেদলে বিভক্ত হয়েছে। এভাবে নিজের শক্তিকে দুর্বল করে শয়তানের হাতকে করেছে শক্তিশালী। মানুষ সম্পর্কে মহান আল্লাহ যথার্থ বলেছেন, নিশ্চয় সে (নিজের প্রতি) অত্যাচারী এবং অতিশয় অজ্ঞ।[৫]

ইবলিসের ধোঁকায় সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া মানবগোষ্ঠীর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ইয়াহুদি-খ্রিস্টান জাতি। অথচ তারা তাদের এই গোমরাহিকেই হেদায়াত বলে আখ্যায়িত করেছে এবং ইবলিসের সহযোগী হিসাবে অন্যান্য মানবগোষ্ঠীকে বিভ্রান্ত করতে ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা আল্লাহর

[৩]. সূরা: (৭) আ'রাফ, আয়াত: ১৬-১৭।
[৪]. সূরা: (৩৮) সাদ, আয়াত: ৮২-৮৩।
[৫]. সূরা: (৩৩) আহযাব, আয়াত: ৭২।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

হেদায়াতকে যাচ্ছেতাই পরিবর্তন করে দিয়েছে। ঐতিহাসিক মোশিম বলেছেন, প্লেটো ও পিথাগোরাসের অনুসারীদের মধ্যে একটি কথা প্রসিদ্ধ ছিল। কথাটি হল, "সত্যের বৃদ্ধির জন্য ও ঈশ্বরের উপাসনার জন্য মিথ্যা এবং প্রবঞ্চনা শুধু বৈধ-ই নয়, উপরন্তু তা প্রশংসনীয় বলে গণ্য হওয়ার যোগ্য"। খ্রিস্টের আগমনের পূর্বেই এই কথাটি তাদের থেকে মিসরের ইয়াহুদিরা শিক্ষালাভ করে। অনেক প্রাচীন পুস্তক থেকে একথা নিশ্চিতরূপে জানা যায়।

তারা তাদের ধারণা অনুযায়ী সত্যের সমর্থন ও বাতিলের প্রতিরোধের জন্য আল্লাহর কিতাবে সংযোজন ও বিয়োজন করেছে। এভাবে তারা সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে ভুল পথে বহুদূরে ছিটকে পড়ে। এ কারণে ঈসা ﷺ আসলে তারা তাঁকে মেনে নিতে পারে না। নানাভাবে তাঁর সত্য দীনের বিরোধিতা এবং তাঁকে নির্যাতন করতে থাকে। তবে তাদের মধ্যকার কিছু সরল প্রকৃতির বোধসম্পন্ন মানুষ তাঁকে গ্রহণ করেন। তবে বিভ্রান্তদের ষড়যন্ত্র থেমে থাকেনি। ঈসা ﷺ-এর ঊর্ধ্বগমনের পরও তারা তাঁর আদর্শকে শেষ করে দেওয়ার ইবলিসি মিশন চালাতে থাকে।

সাধু পৌল ছিলেন একজন ইয়াহুদি। তিনি ছিলেন আত্মস্বীকৃত মিথ্যাবাদী। তিনি বলেছেন, "কিন্তু আমার মিথ্যায় যদি ঈশ্বরের সত্য তাঁহার গৌরবার্থে উপচিয়া পড়ে, তবে আমিও বা এখন পাপী বলিয়া আর বিচারিত হইতেছি কেন?"[৬] তিনিই সফলভাবে খ্রিস্টধর্ম বিকৃত ও বিনষ্ট করেন। প্রথমে তিনি প্রকাশ্যে খ্রিস্টের অনুসারীদেরকে কষ্ট দিতেন। মণ্ডলীর উচ্ছেদ সাধন করতেন এবং ঘরেঘরে প্রবেশ করে পুরুষ ও নারীদেরকে ধরে এনে কারাগারে সমর্পণ করতেন। কিন্তু তিনি দেখলেন যে, এভাবে প্রকাশ্যে অত্যাচার করে খ্রিস্টধর্মের বিশেষ ক্ষতি করা যাচ্ছে না। এজন্য তিনি প্রতারণামূলকভাবে খ্রিস্টধর্মে প্রবেশ করেন। তিনি খ্রিস্টের আজ্ঞালাভের কথা প্রচার করেন এবং বাহ্যিক বৈরাগ্য ও সাধুতা অবলম্বন করেন। এই বাহ্যিক সাধুতার আড়ালে তিনি খ্রিস্টের সকল শিক্ষা বিকৃত করে খ্রিস্টধর্মের বিনাশ সাধন করেন। সাধারণ খ্রিস্টানগণ তার বাহ্যিক সাধুতায় ধোঁকাগ্রস্ত হয়ে তার কথা বিশ্বাস করে। এছাড়া তিনি যেহেতু সকল কর্ম ও বিধিবিধান থেকে তাদেরকে বিমুক্ত করে দেন, এজন্য সকলেই খুশিমনে তার কথা মেনে নেয়।

[৬]. রোমান ৩/৭।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

দশম হিজরি শতকের প্রসিদ্ধ আলিম আবুল বাকা সালিহ ইবনুল হুসাইন জা'ফারি এই পৌল কীভাবে সাধারণ খ্রিস্টানগণকে প্রবঞ্চিত করেন তার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, এই পৌল তার সুক্ষ্ম ধোঁকাবাজির মাধ্যমে খ্রিস্টানদের থেকে তাদের ধর্ম ছিনিয়ে নেন। কারণ তিনি দেখতে পান যে, যিশুর নামে যাকিছু বলা হয় তা সবই নির্বিচারে গ্রহণ করার পূর্ণ মানসিকতা খ্রিস্টানদের মধ্যে বিদ্যমান।

বর্তমান খ্রিস্টধর্ম ঈসা ﷺ-এর রেখে যাওয়া আসমানি দীন নয়। বরং সাধু পৌল ঈসা ﷺ-এর দীনের পরিবর্তে সেখানে প্রতিস্থাপন করেছেন গ্রিক দর্শন ভিত্তিক রোমান প্যাগান ধর্ম। সুতরাং বর্তমান খ্রিস্টানরাও যিশুখ্রিস্ট বা ঈসা ﷺ-এর উম্মাত নয়, বরং ভক্ত পৌলের অনুসারী। এই সুদূরপ্রসারী বিভ্রান্তিতে নিপতিত জাতির সামনে যখন আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ ﷺ সত্যসহ সঠিক পথের দিশা নিয়ে আগমন করেন তারা তা অগ্রাহ্য করে ভুল পথেই চলতে থাকে। এসব ক্ষেত্রে তারাও ইয়াহুদিদের অনুসরণ করতে থাকে। ধার্মিক ও বিশ্বাসী খ্রিস্টানগণ নিজেদের নিকট গ্রহণযোগ্য ও সঠিক কোনো বিষয়কে প্রমাণিত করার জন্য, কোনো আপত্তি খণ্ডন করার জন্য এবং ভিন্নমতের প্রমাণ নষ্ট করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে বাইবেলের মধ্যে বিকৃতি ও জালিয়াতি করতেন। এমনকি এইসব ধার্মিক খ্রিস্টানগণ তাদের মূল আকীদা ত্রিত্ববাদ প্রমাণের জন্য এবং ত্রিত্ববাদবিরোধী আপত্তি খণ্ডনের জন্যও বাইবেলের মধ্যে বিকৃতি ও জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছেন বলে শক্তিশালী দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। এবং এই জঘন্য কর্ম ইয়াহুদিদের মতো সর্বকালের খ্রিস্টানদের নিকটও একটি ধর্মীয় পুণ্যকর্ম বলে গণ্য।

তারা আরেক দফা এই পুণ্যকর্মটি (?) সাধন করেন মুহাম্মাদ ﷺ-এর আগমনের পর। বাইবেলে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী ও সুসংবাদ অনুযায়ী তারা একজন নবী বা ভাববাদী আগমনের অপেক্ষা করতেন। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুত নবী হিসাবে যখন মুহাম্মাদ ﷺ আগমন করেন হঠকারিতাবশত তারা তাঁকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং বাইবেল থেকে তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত সকল ভবিষ্যদ্বাণী ও সুসংবাদ বিনষ্ট ও বিকৃত করতে এবং মুছে ফেলতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। এই বিকৃতির ধারাবাহিকতা এখনো পর্যন্ত চলমান।

ভক্ত পৌলের এইসব বিভ্রান্ত অনুসারীরা ঈসা ﷺ-এর সুস্পষ্ট নির্দেশ অমান্য করে অন্যদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য পৃথিবীর দেশেদেশে ধোঁকা,

AS-SUNNAH TRUST

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

প্রতারণা আর শঠতার ডালি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের মাতৃভূমি এই বাংলাদেশের উপরে রয়েছে তাদের লোলুপ দৃষ্টি। ক্রুশপূজারিরা সরলপ্রাণ মুসলিমদের ঈমান চুরি করে এদেশের আকাশে ত্রিত্ববাদের বিজয় পতাকা উড়াতে চায়। এক্ষেত্রে তারা তাদের গুরু ইবলিসের মতোই নিরলস ও বদ্ধপরিকর।

আল কুরআনের শুরুতেই মহান আল্লাহ প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন, "আমাদেরকে সরল সঠিক পথে পরিচালিত করুন- যাদের উপর আপনি অনুগ্রহ করেছেন তাদের পথে; যারা ক্রোধে নিপতিত এবং পথভ্রষ্ট তাদের পথে নয়"।[৭] নবীজি ﷺ বলেছেন, 'ক্রোধে নিপতিত' হচ্ছে ইয়াহুদিগণ আর 'পথভ্রষ্ট' হচ্ছে খ্রিস্টানগণ।[৮]

খ্রিস্টান সম্প্রদায় তাদের ধর্মের জন্য ত্যাগ-তিতিক্ষা, চেষ্টা-প্রচেষ্টা কম করেনি। ঈসা ﷺ-এর ঊর্ধ্বগমনের সময় তাঁর অনুসারীর সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয় কিছু লোকমাত্র। তারপর দীনের প্রচার-প্রসার ও দাওয়াত-তাবলীগের কাজে তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের বদৌলতে পৃথিবীর সকল দেশ-মহাদেশে খ্রিস্টান ধর্ম ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়েছে; বর্তমান পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্মীয় জাতিগোষ্ঠীর মাঝে তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। দীনের জন্য তাদের এত মুজাহাদা ও কুরবানি সত্ত্বেও মহান আল্লাহ তাদেরকে বিভ্রান্ত আখ্যায়িত করে তাদের থেকে বেঁচে থাকার প্রার্থনা শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু কেন?

আল্লামা ইবন কাসীর ﷺ সূরা ফাতিহার তাফসীরে লিখেছেন, "ক্রোধে নিপতিত" তারা যাদের চিন্তা বিকৃত হওয়ার কারণে সঠিক ইলম জানার পরও তা বর্জন করেছে। আর 'পথভ্রষ্ট' হচ্ছে যারা সঠিক ইলম হারিয়ে ফেলেছে; ফলে ভ্রান্ত পথে দিশাহারা হয়ে ঘুরে বেড়ায়, সঠিক পথের সন্ধান পায় না।... ইয়াহুদিরা আমল বর্জন করেছে, আর খ্রিস্টানরা ইলম হারিয়ে ফেলেছে। এ কারণেই ইয়াহুদিদের জন্য ক্রোধ, আর নাসারাদের জন্য বিভ্রান্তি। কেননা যে সঠিক জেনেও তা বর্জন করে সে ক্রোধের পাত্র। মহান আল্লাহর প্রেরিত রাসূলের পদ্ধতিতে কোনো কর্ম সম্পাদন করার মাধ্যমেই কর্মটি যথার্থ হয়েছে বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু খ্রিস্টানরা তাদের নবীর নিয়ে আসা ইলম হারিয়ে ফেলেছে। যে কারণে যখনই তারা কোনো কর্ম সম্পাদন

[৭]. সূরা: (১) ফাতিহা, আয়াত: ৬-৭।

[৮]. সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস-৬২৪৬; সুনান তিরমিযি, হাদীস-২৯৫৪; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১৯৩৮১; তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর ১৭/৯৯, হাদীস-২৩৭।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

করতে যায় ভুল পদ্ধতিতেই তা সম্পাদন করে।[৯]

আমরা জেনে এসেছি, খ্রিস্টানরা কীভাবে আসমানি ইলম থেকে বঞ্চিত হয়। তাদের অতিরিক্ত সরলতা ও অসতর্কতার কারণে যিশুখ্রিস্ট বা ঈসা ﷺ-এর নামে যে যা বলেছে তারা তা নির্দ্বিধায়-নির্বিচারে গ্রহণ করেছে। এই সুযোগে সাধু পৌল তাদের কাছ থেকে ঈসা ﷺ-এর রেখে যাওয়া ইলম ছিনতাই করে সেখানে তার বানানো মিথ্যার হালুয়া প্রতিস্থাপন করে দিয়েছে। এ কারণে যত আগ্রহ আর উদ্দীপনা নিয়ে যতবেশি তারা পথ চলেছে ততই তারা গন্তব্য থেকে দূরে সরে গেছে। আর যত লোককে তারা ডাকাডাকি করে সহযাত্রী বানিয়েছে তাদেরও একই পরিণতি হয়েছে। আমরা জানি, ভুল পথে চলার চেয়ে আপন স্থানে দাঁড়িয়ে থাকা শ্রেয়; কেননা তাতে গন্তব্যের দিকে পথ না এগোলেও দূরত্ব বাড়ে না। কিন্তু খ্রিস্টানদের দুর্মতি; তারা পথ হারানোর পরে দুর্বার গতিতে যথাসাধ্য অন্যদেরকে সাথে নিয়ে সেই ভুল পথ পাড়ি দিয়ে চলেছে। তাতে তারা যত গতি বাড়িয়েছে, যতই দিন গড়িয়েছে গন্তব্য থেকে ততই যোজন যোজন দূরে তারা ছিটকে পড়েছে।

এ থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে এবং কর্ম ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করে নিতে হবে। দীন গ্রহণের ব্যাপারে থাকতে হবে চূড়ান্ত সতর্ক। এবং ইবলিস ও তার দোসরদের খপ্পর থেকে উম্মাতকে বাঁচানোর ফিকিরও রাখতে হবে। মুহাম্মাদ ইবন সিরীন ﷺ বলেছেন, এই ইলম দীন; সুতরাং সতর্ক থাকবে, কার কাছ থেকে তোমরা তোমাদের দীনকে গ্রহণ করছ।[১০]

কোনো জনপদের প্রত্যেক মোড়ে পাহারা চৌকি থাকলে; আর সেখানে দায়িত্ব সচেতন সদাসতর্ক পাহারাদার নিযুক্ত থাকলে সেই জনপদের লোকজন নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে; বাড়িতে বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে তাদের ধনসম্পদ খোয়া যায় না।

মহান আল্লাহ প্রজ্ঞাময়। তাঁর ব্যবস্থাপনা অতিশয় প্রজ্ঞাপূর্ণ। মুসলিম জনপদের প্রত্যেক পাড়া-মহল্লায় রয়েছে ঈমানি চৌকির মসজিদ। সেখানে উম্মাহর ঈমানের প্রহরায় নিযুক্ত রয়েছেন ইমাম-খতীবগণ। এই সকল ইমাম-খতীব ও আলিম-উলামাগণ যদি দায়িত্ব সচেতন ও সদাসতর্ক থাকেন তবে দৃশ্য-অদৃশ্য, দেশি-বিদেশি কোনো প্রবঞ্চকের জন্যই উম্মাতের কোনো

[৯]. ইবন কাসীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম ১/১৪০-১৪১।
[১০]. মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-২৬৬৩৬; সহীহ মুসলিম ১/১৪।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

একজন সদস্যেরও ঈমান হরণ করা সম্ভব নয়। তবে তারা যদি হন দায়িত্বজ্ঞানহীন, অসচেতন ও আত্মকলহে নিমজ্জিত, শত্রুর জন্য সেটা সুবর্ণ সুযোগ। তারা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে; কখনো কৌশলে এই সুযোগ তারা নিজেরাই তৈরি করে নেয়। উম্মতের অভিভাবকদের এই ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হয়, খেয়াল রাখতে হয়, শত্রু যেন কিছুতেই উম্মাহর ঐক্যের দেয়ালে ফাটল ধরাতে না পারে।

আমাদের ইলয়াস সাহেব তখন কুষ্টিয়ার এক গ্রামের মসজিদের ইমাম-খতীব। মাঝেমাঝে আমার সাথে দেখা করতে আসতেন। একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার ওখানে খ্রিস্টান মিশনারির তৎপরতা কেমন? তিনি বললেন, এসব কিছু আমার ওখানে নেই। বললাম, তারপরও একটু খোঁজ নিয়ে দেখেন তো। সেদিন রাতেই তিনি আমাকে ফোন করেছেন। সকালে বাইবেল আর খ্রিস্টানদের প্রচারপত্র হাতে মাদরাসাতুত তাকওয়ায় উপস্থিত। বললেন, বাড়িতে বাড়িতে আর দোকানে দোকানে এইসব বিলি করেছে তারা। তারা গোপনে গোপনে সর্বত্র তাদের দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছে; অথচ সেখানে সর্বদা থেকেও আমি কিছুই টের পাইনি।

মিশনারির অপতৎপরতা যখন এত সূক্ষ্ম আর গতিশীল তখনও আমরা প্রচণ্ডরূপে ভ্রাতৃকলহে লিপ্ত। আমাদের সকল আবেগ-উদ্দীপনা, আগ্রহ আর কর্মতৎপরতা এই আত্মঘাতী কর্মেই শেষ করে ফেলছি। আমাদের দৃষ্টিশক্তি প্রখর নয়; বরং অতিশয় ক্ষীণ। তাই কেউ উপরের পাতা ছিঁড়লে তো টের পাই; কিন্তু তলেতলে শেকড় কেটে দিলেও বুঝতে পারি না। এ কারণেই আমাদের সকল যুদ্ধ-জিহাদ পত্রছেদকের সাথে; আর শেকড় কর্তনকারীর ব্যাপারে নমনীয়, ক্ষেত্র বিশেষে বন্ধুত্বও রয়েছে। ভাবখানা এমন যেন, বাইরের শত্রু সর্বস্ব লুটে নিয়ে গেলে যাক; কিন্তু তাই বলে নিজের ভাইকে একটি সুতা পরিমাণও ছাড় দেওয়া হবে না। এইসব অর্বাচীন কর্মকাণ্ডের আমরা নাম দিয়েছি ঈমানি দায়িত্ব পালন।

একটি শিশুর মাতৃত্বের দাবি নিয়ে দুই নারীর মধ্যে ঝগড়া। অবশেষে মামলা উঠল কাযির দরবারে। কাযি সাহেব তাদের যবানবন্দি, সাক্ষী-সবুত করেও কোনো কূলকিনারা করতে পারলেন না। অবশেষে রায় দিলেন, শিশুটিকে দুই টুকরো করে দুইজনকে ভাগ করে দেওয়া হোক। এ রায় শুনে এক নারী কালবিলম্ব না করে বলে উঠলেন, কাযি সাহেব, সন্তানটিকে দুই

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

টুকরো করবেন না। বাচ্চাটাকে ওই মহিলাকে দিয়ে দেন। তার উপর আমার কোনো দাবি নেই। কাযি সাহেব বুঝলেন, এই নারীই প্রকৃত মা। যার কাছে মাতৃত্বের দাবির জিদ রক্ষা করার তুলনায় সন্তানের জীবনের মূল্য তুচ্ছ, সে কখনো প্রকৃত মা হতে পারে না; সে নকল দাবিদার।

আমরা সকলেই প্রকৃত ইসলাম রক্ষকের দাবিদার। কিন্তু আমাদের মত রক্ষার জিদের কাছে ইসলাম ও উম্মাহর অস্তিত্বের ত্রাহি অবস্থা। সুতরাং আমাদের দাবি যা-ই হোক, আমাদের কর্মপন্থা মূলত এই গল্পের নকল মায়ের মতো। প্রকৃত মায়ের ভূমিকা আমরা দেখেছি;- ইসলাম ও উম্মাহর স্বার্থ ও অস্তিত্বের প্রশ্নে নিজের জিদ ও জিতকে অবলীলায় কুরবানি করতে পারা। বৃক্ষের পরিচয় তার ফলে। শুধু মুখের দাবির কোনো মূল্য নেই। কর্ম আর কর্মপন্থার মাধ্যমেই প্রমাণিত হয়, কে ইসলাম ও উম্মাহর দরদি অভিভাবক ও রক্ষক; আর কার কর্মপন্থা উম্মাহর অস্তিত্বের সঙ্কট তৈরি করে, কে নিজ ঘর আর ঘরানার স্বার্থে উম্মাহর স্বার্থকে বলি দিয়ে দেয়- হোক তা চেতনে কিংবা অবচেতনে।

এই গ্রন্থের লেখক ও অনুবাদক ছিলেন উম্মাতের দরদি অভিভাবক। তাঁরা ইসলাম ও উম্মাহর স্বার্থের কাছে নিজের মত ও স্বার্থ অবলীলায় কুরবানি করতে পারতেন। মহান আল্লাহ তাঁদের উত্তম কর্মগুলো কবুল করে নিন, ভুলভ্রান্তিগুলো ক্ষমা করে দিন, তাঁদেরকে তাঁর প্রিয়ভাজনদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন এবং জান্নাতে আমাদের সকলকে একত্রিত করুন। আমীন। সালাত ও সালাম আল্লাহর খলীল ও হাবীব মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবার-পরিজন, সহচর এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের একনিষ্ঠ অনুসারীদের উপর।

ইমদাদুল হক

মাদরাসাতুত তাকওয়া

আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা।

AS-SUNNAH TRUST

অনুবাদকের আরয

প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক মহান আল্লাহর নিমিত্ত। সালাত ও সালাম মহান আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর, তাঁর পরিবার-পরিজন, বংশধর, সাহাবিগণ ও অনুসারীদের উপর।

অন্য ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করা ইসলামের অন্যতম শিক্ষা। কুরআন ও হাদীসে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশাবলি রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, আল্লাহকে ছেড়ে যাদের তারা ডাকে (ইবাদত করে) তাদেরকে তোমরা গালি দিয়ো না।[১১] তিনি আরো বলেন, তোমরা উত্তম ও সৌজন্যময় পন্থা ব্যতীত কিতাবিগণের (ইয়াহুদি-খ্রিস্টানগণ) সাথে বিতর্ক কোরো না; তবে তাদের সাথে করতে পার, তাদের মধ্যে থেকে যারা সীমালঙ্ঘন করেছে।[১২]

খ্রিস্টান প্রচারকদের সীমালঙ্ঘনের প্রেক্ষাপটেই 'ইযহারুল হক' রচিত। খ্রিস্টধর্মের ধর্মগ্রন্থ, ধর্মবিশ্বাস, ধর্মীয় ইতিহাস এবং ইসলাম, কুরআন, হাদীস ও মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে খ্রিস্টান প্রচারকদের আপত্তি, অভিযোগ ও অপপ্রচারের বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনার ক্ষেত্রে এ গ্রন্থটি কালজয়ী এবং অতুলনীয়। গ্রন্থকার খ্রিস্টধর্ম বিষয়ক সকল আলোচনা অত্যন্ত নিরপেক্ষতার সাথে কেবল বাইবেলের উদ্ধৃতি ও খ্রিস্টান পণ্ডিত ও ধর্মগুরুদের বক্তব্যের আলোকে করেছেন, যা তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতা প্রমাণ করে।

আরেকটি কারণে এ গ্রন্থটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে, তা হল ইসলামের বিরুদ্ধে সমসাময়িক পাশ্চাত্য ধর্মগুরু ও রাজনৈতিক গুরুদের আপত্তি ও অভিযোগের উৎস ও জবাব। কুরআন কারীমে ধর্মপ্রাণ ইয়াহুদি-খ্রিস্টানদের প্রশংসা করা হয়েছে (সূরা আল ইমরান: ১১৩-১১৫)। বিশেষত খ্রিস্টানদের মধ্যকার নিরহংকার মানবপ্রেমী সংসার বিরাগীদের প্রশংসা করা হয়েছে (সূরা মায়িদা: ৮২)। কিন্তু এরূপ ব্যক্তিবর্গের পাশাপাশি ঈসা ﷺ-এর ঊর্ধ্বারোহনের পর থেকেই কিছু সীমালঙ্ঘনকারী মিথ্যাচারী এ ধর্মের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। এদের অন্যতম ছিলেন সাধু পৌল। তিনি ছিলেন স্বঘোষিত ও স্বীকৃত মিথ্যাচারী। 'ঈশ্বরের গৌরবার্থে' মিথ্যা বলা তিনি গৌরবের কাজ মনে করতেন। এরূপ মিথ্যা তিনি বলতেন বলে সগৌরবে স্বীকারও করেছেন (রোমান ৩/৭)। তাঁর এ নীতির ভিত্তিতেই 'সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য' বা 'ঈশ্বরের গৌরব প্রকাশের জন্য' মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা, সত্য গোপন করা ও সত্যের

[১১]. সূরা: (৬) আনআম, ১০৮ আয়াত।
[১২]. সূরা: (২৯) আনকাবূত, ৪৬ আয়াত।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

বিকৃতির মাধ্যমে অন্যান্য ধর্ম, ধর্মপ্রচারক, ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করাকে অনেক খ্রিস্টান ধর্মগুরু ও প্রচারক 'ধর্মীয় সংলাপ', গসপেল প্রচার বা ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় সহস্রাব্দের ক্রুসেডের প্রাক্কালে এরূপ জঘন্য মিথ্যাচার ও অপপ্রচারের মাধ্যমে ইউরোপের মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করে প্রায় দুই শতাব্দী স্থায়ী ক্রুসেড যুদ্ধের সূচনা করা হয়। খ্রিস্টীয় তৃতীয় সহস্রাব্দের ক্রুসেডের প্রেক্ষাপটেও আমরা একই চিত্র দেখতে পাচ্ছি। খ্রিস্টান ধর্মগুরু ও যাজকগণ এবং ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাজনীতিবিদগণ একইভাবে একইরূপ মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়ে পাশ্চাত্য জগতের জনমত তৈরি করেছেন। পোপ মুসলিম উম্মাহর প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন, জোরপূর্বক ধর্মপ্রচার ছাড়া নতুন কী এনেছেন মুহাম্মাদ ﷺ। রাজনীতিবিদগণ কুরআন কারীমকে সন্ত্রাসী ও সাম্প্রদায়িক পুস্তক হিসেবে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তা নিষিদ্ধ করার দাবি তুলেছেন। মুসলিমদেরকে ঢালাওভাবে সন্ত্রাসী এবং ইসলাম ধর্মকে সন্ত্রাসী ধর্ম বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ সকল অপপ্রচারের অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ ও বাইবেলভিত্তিক উত্তর পাঠক এ পুস্তকে দেখতে পাবেন।

আল্লামা রাহমাতুল্লাহর লেখনীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে, তিনি খ্রিস্টান পাদরি-প্রচারকদের অপপ্রচার ও অভিযোগ অপনোদনে গতানুগতিক 'আত্মরক্ষামূলক সাফাই' গাননি; বরং প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। ইসলামের জিহাদ যদি সন্ত্রাস হয় তবে বাইবেলের জিহাদ কয়েক লক্ষ গুণ বেশি সন্ত্রাস। খ্রিস্টানদের লেখা ইতিহাসই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, ইসলাম নয়, বরং খ্রিস্টধর্মই অস্ত্রের মুখে জবরদস্তিমূলকভাবে প্রচারিত হয়েছে। মুহাম্মাদ ﷺ-এর বহুবিবাহ যদি স্বেচ্ছাচারিতা হয় তবে যিশুসহ বাইবেলীয় ভাববাদীগণ বাইবেলের ভাষ্য অনুযায়ী অনেক বেশি অনাচারী ও স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। কুরআনের আলোচ্য বিষয় যদি আত্মার চাহিদা পূরণ না করে, তাহলে বুঝতে হবে সে আত্মা প্রচলিত বাইবেলের অশ্লীল, অবৈজ্ঞানিক, অযৌক্তিক ও অমানবিক গল্প ছাড়া আর কিছুতেই তৃপ্ত হবে না।... এভাবে তিনি প্রত্যেক বিষয়ে বাইবেল ও ইয়াহুদি-খ্রিস্টান লেখকদের লিখনী থেকে তাদের ধর্মের অবস্থা আগে প্রমাণ করেছেন। এরপর অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠভাবে বাইবেলের শিক্ষা, কুরআনের শিক্ষা ও ঐতিহাসিক তথ্যাদির মাধ্যমে ইসলামের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলো খণ্ডন করেছেন।

এ মহামূল্যবান পুস্তকটি বাংলায় অনুবাদ করা ছিল অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। পুস্তকটির অনুবাদের জন্য অনুবাদকের মধ্যে তিনটি বিষয়ে পাণ্ডিত্য

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

থাকার প্রয়োজন। প্রথমত কুরআন-হাদীস ও ইসলামি ধর্মতত্ত্ব, দ্বিতীয়ত আরবিভাষা ও তৃতীয়ত খ্রিস্টান ধর্মতত্ত্ব ও ইয়াহুদি-খ্রিস্টানদের ধর্মীয় ইতিহাস। এই তিনটি বিষয়েই অনুবাদকের পূর্ণ দখল ও অভিজ্ঞতা না থাকলে অনুবাদটি কখনোই মূল লেখকের অচিন্তনীয় পরিশ্রম ও অগাধ পাণ্ডিত্য ফুটিয়ে তুলতে এবং আন্তধর্মীয় সংলাপের ক্ষেত্রে কোনো অবদান রাখতে পারবে না। এ তিনটি বিষয়েই আমার যোগ্যতার ঘাটতি রয়েছে। বিশেষত তৃতীয় বিষয়ে আমার জানার পরিধি অত্যন্ত সীমিত। তারপরও আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি যেন মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে পাঠকের নিকট অনুবাদটি বোধগম্য হয়। এ গ্রন্থের সকল পাদটীকাই অনুবাদকের পক্ষ থেকে সংযোজনকৃত।[১৩] এ সকল টীকার মাধ্যমে মূল বক্তব্য স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে। কারণ গ্রন্থকার প্রসঙ্গত ইসলামি ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামের ইতিহাস এবং খ্রিস্টান ধর্মতত্ত্ব ও খ্রিস্টধর্মের ইতিহাসের অনেক বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যে সকল বিষয়ে কিছু ধারণা না থাকলে পাঠকের জন্য আলোচনা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হয়ে যায়। আশা করি, এ সকল টীকা পাঠককে গ্রন্থকারের মূল বক্তব্য বুঝতে সহায়তা করা ছাড়াও আলোচিত বিষয়ে কিছু অতিরিক্ত ধারণা প্রদান করবে।

আরবিতে ধর্মীয় পরিভাষাগুলো মুসলিম এবং খ্রিস্টান সকলের জন্যই প্রায় এক। আল্লাহ, নবী, রাসূল, মালায়িকা, আখিরাত, কিয়ামত, হাওয়ারি, সাহাবি, তাবিয়ি, তাওবা, ইসতিগফার, জান্নাত, জাহান্নাম, সালাত, সিয়াম... ইত্যাদি সকল ধর্মীয় পরিভাষা উভয় ধর্মেই এক। বাংলায় ধর্মীয় ক্ষেত্রে মুসলিমদের পরিভাষা খ্রিস্টানদের পরিভাষা থেকে ভিন্ন। খ্রিস্টীয় পরিভাষা ব্যবহার করলে মুসলিম পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য বা বিরক্তিকর হতে পারে, আবার মুসলিম পরিভাষা ব্যবহার করলে খ্রিস্টান পাঠকের কাছে তা অবোধ্য বা বিরক্তিকর হতে পারে। সুতরাং আমি যথাসম্ভব বাইবেলে ব্যবহৃত পরিভাষাই ব্যবহার করেছি। প্রয়োজনে বন্ধনীর মধ্যে ইসলামি পরিভাষা ব্যবহার করেছি। বাইবেলীয় ভাববাদীগণ বা নবীগণ ﷺ-এর নামের ক্ষেত্রে বাইবেলে ব্যবহৃত উচ্চারণ ও মুসলিমদের মধ্যে ব্যবহৃত উচ্চারণের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যেমন মোশি ও মূসা, শলোমন ও সুলায়মান ইত্যাদি। আমি অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাইবেলের উচ্চারণই ব্যবহার করেছি।

আরবিতে মুসলিম, ইয়াহুদি ও খ্রিস্টান সকলেই 'আল্লাহ' শব্দের ব্যবহার করেন। বাংলায় খ্রিস্টানগণ 'ঈশ্বর' ব্যবহার করেন বলে দেখা যায়।

[১৩]. সম্পাদকের পক্ষ থেকে সংযোজনকৃত টীকার পাশে 'সম্পাদক' শব্দ লিখিত হয়েছে।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

আমি আল্লামা রাহমাতুল্লাহ বা অন্যান্য মুসলিম আলিমদের বক্তব্যের মধ্যে ব্যবহৃত 'আল্লাহ' শব্দের অনুবাদে বাংলায় 'আল্লাহ' লিখেছি। পক্ষান্তরে খ্রিস্টান পাদরি ও পণ্ডিতদের কথার মধ্যে ব্যবহৃত 'আল্লাহ' শব্দের অনুবাদে 'ঈশ্বর' বা 'সদাপ্রভু' লিখেছি।

বাইবেলের গ্রন্থাবলি ও পত্রাবলির ক্ষেত্রে উইলিয়াম কেরির বাংলা বাইবেলে ব্যবহৃত নামগুলোই ব্যবহার করেছি। বাইবেলের উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে কেরির বাংলা বাইবেলের অনুবাদ হুবহু তুলে দিয়েছি। তবে প্রতিটি ক্ষেত্রে বাংলা, আরবি, ইংরেজি কিং জেমস ভার্শন (KJV) এবং রিভাইজড স্টান্ডার্ড ভার্শনের (RSV) ভাষা মিলিয়ে দেখেছি। যেখানে বাংলা বাইবেলের অনুবাদের মধ্যে চতুরতা বা বিকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে বা গ্রন্থকারের দেওয়া আরবি উদ্ধৃতির সাথে বাংলা অনুবাদের অমিল রয়েছে, সেখানে আমি ইংরেজি বাইবেলের উদ্ধৃতিসহ অনুবাদ করেছি।

গ্রন্থে উল্লেখিত শতশত ইয়াহুদি ও খ্রিস্টান ব্যক্তিত্বের নামের পরিচয় লাভ সবচেয়ে কঠিন বিষয়। প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত শতশত ধর্মগুরু ও পণ্ডিতের নাম গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন। পাশাপাশি অগণিত স্থানের নাম উল্লেখ করেছেন। এ সকল ব্যক্তি ও স্থানের আরবি নাম প্রচলিত ল্যাটিন বা ইংরেজি নাম থেকে ভিন্ন। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি ব্যক্তি বা স্থানের নামের ল্যাটিন বানান ও পরিচিতি প্রদান করতে এবং ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার যুগ বা মৃত্যু তারিখ উল্লেখ করতে। অনেক নামের পরিচয় জানা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। এগুলো আরবি উচ্চারণ অনুসারে বাংলা করেছি।

আল্লামা রাহমাতুল্লাহ কীরানবির জীবনী ও রচনাবলি বিষয়ক একটি প্রবন্ধ লিখেছি, যা গ্রন্থটির প্রথমে সংযোজন করা হয়েছে। ইযহারুল হকের আলোচ্যবিষয় ও পটভূমি সম্পর্কেও এ প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। আশা করি, এ আলোচনা পাঠককে গ্রন্থকারের সংগ্রামী জীবন ও মূল গ্রন্থের বিষয়বস্তু অনুধাবনে সাহায্য করবে।

মহান আল্লাহর মহান রাসূল ঈসা মসীহ ﷺ-এর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও মিথ্যাচারে লিপ্ত সাধু পৌলের অনুসারী ধর্মগুরু ও পাদরিগণ বিগত দেড় হাজার বছর ধরে জঘন্য মিথ্যা ও অপপ্রচারের মাধ্যমে সত্যের কণ্ঠকে স্তব্ধ করতে চেয়েছেন। একদিকে তারা সত্যানুসারী তাওহীদপন্থী খ্রিস্টানদেরকে বর্বরতার সাথে দমন ও নিশ্চিহ্ন করেছেন; অপরদিকে ঈসা মসীহ ﷺ-এর প্রকৃত উত্তরসূরি সত্যের আত্মা আল আমীন মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রচারিত সত্যের আলোকে মুখের ফুৎকারে নির্বাপিত করতে চেয়েছেন। পাশ্চাত্যের সরলপ্রাণ মানুষদের বিভ্রান্ত করে তারা তাদেরকে বারংবার ধর্মের নামে

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

ক্রুসেডের মধ্যে লিপ্ত করেছেন এবং করছেন। তাদের এ মিথ্যার প্রতিরোধে ও প্রতিবাদে সত্য প্রকাশের অতুলনীয় গ্রন্থ "ইযহারুল হক"। আমার মতো একজন নগণ্য ও অযোগ্য মানুষকে আল্লাহ এ গ্রন্থটির অনুবাদ করার তাওফীক দিয়েছেন বলে আমি তাঁর মহান দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

অনেকেই বইটি অনুবাদের জন্য আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন, ফোনে যোগাযোগ করেছেন, খোঁজখবর নিয়েছেন এবং বইপুস্তক ও তথ্যাদি দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। তাঁরা এ সবকিছুই করেছেন একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, জাগতিক কোনো স্বার্থ তাঁদের নেই। মহান আল্লাহ দয়া করে লেখককে ও তাঁদেরকে ক্ষমা করুন এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ তাঁদেরকে দান করুন।

সর্বশেষ মহান আল্লাহর দরবারে সকাতরে আর্‌যি, তিনি ভুলত্রুটি ক্ষমা করে এ কর্মটি কবুল করে একে আমার, আমার পিতামাতা, পরিবার-পরিজন, সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর কল্যাণ ও মুক্তির ওসিলা বানিয়ে দিন। আমীন!

আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

আল্লামা রাহমাতুল্লাহ কীরানবি : জীবন ও কর্ম

১. জন্ম ও বংশ

মুহাম্মাদ রাহমাতুল্লাহ কীরানবি ১২৩৩ হিজরি সালের জুমাদাল উলা মাসের ১ তারিখ, মোতাবেক ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চের ৮/৯ তারিখে ভারতের রাজধানী দিল্লির পার্শ্ববর্তী 'মুজাফফর নগর' জেলার 'কীরানা' বা 'কৈরানা' গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম খলীলুর রহমান। তিনি ছিলেন তৃতীয় খলীফায়ে রাশেদ যুন্-নূরাইন উসমান ইবন আফফান ﵁-এর বংশধর। তাঁর ২৪তম পিতামহ আব্দুর রাহমান ইবন আব্দুল আযীয সর্বপ্রথম সুলতান মাহমূদ গযনবির সাথে ভারতে আগমন করেন। এক পর্যায়ে তিনি পানিপথে স্থায়ীভাবে অবস্থানের সিদ্ধান্ত নেন। আল্লামা রাহমাতুল্লাহর ৭ম পিতামহ আব্দুল কারীম একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন। ভারতের মোগল সম্রাট আকবারের এক জটিল রোগের চিকিৎসায় তিনি সফল হন। পুরস্কার হিসেবে সম্রাট আকবার তাকে 'কৈরানা' গ্রামে অনেক লাখেরাজ ভূ-সম্পত্তি প্রদান করেন। তখন থেকে তারা তথায় বসবাস করতে থাকেন। পরবর্তী মোগল শাসনামলে এ বংশের অনেকেই বিভিন্ন বড়বড় প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া ইসলামি ধর্মতাত্ত্বিক জ্ঞান ও চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শিতার জন্য তাঁরা প্রসিদ্ধ ছিলেন।[১৪]

২. শিক্ষা ও জ্ঞানার্জন

রাহমাতুল্লাহর পিতা, চাচা ও বংশের অনেকেই ছিলেন ভারতের তৎকালীন প্রসিদ্ধ আলিমদের অন্যতম। ইলম, ধার্মিকতা, সম্পদ ও প্রতিপত্তি সবদিক থেকেই তারা প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাদের হাতেই রাহমাতুল্লাহর হাতেখড়ি। ১২ বছর বয়সে তিনি 'হিফযুল কুরআন' (কুরআন কারীম মুখস্থ) সম্পন্ন করেন। পাশাপাশি তিনি ইসলামি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় শিক্ষা লাভ করেন এবং তিনি আরবি, ফারসি ও উর্দু তিনটি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন।

[১৪]. ড. মালকাবি, মুহাম্মাদ আহমাদ, সম্পাদকের ভূমিকা, ইযহারুল হক (রিয়াদ, আর-রিয়াসাতুল আম্মাহ: দারুল ইফতা, ১৯৮৯) ১/১৫; আব্দুল্লাহ ইবরাহীম আনসারি, ভূমিকা, ইযহারুল হক (বৈরুত, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, তা. বি.) ২/৫-৬; ড. মোহর আলী, মুওয়াজাহাতুল মুসলিমীন লিল আনশিতাতিত তানসীরিয়্যাহ ফিল বানগাল ওয়া শিমালিল হিনদ (প্রবন্ধ), গবেষণা কেন্দ্র, আল-ইমাম মুহাম্মাদ ইবন সাউদ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, বার্ষিক জার্নাল, ১ম সংখ্যা, মুহাররাম ১৪০৩ (১৯৮২), পৃ. ৮০।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

এরপর তিনি উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক রাজধানী দিল্লি গমন করেন। তথায় প্রসিদ্ধ আলিম মুহাম্মাদ হায়াতের 'মাদ্‌রাসা' (মহাবিদ্যালয়[১৫])-এ ভর্তি হন। উক্ত মাদরাসায় ও দিল্লির অন্যান্য আলিমের নিকট ইসলামি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। শিক্ষার আগ্রহ রাহমাতুল্লাহকে এখানেই থামতে দেয়নি। দিল্লির আলিমদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ সমাপ্ত করার পরে তিনি লক্ষ্ণৌ গমন করেন। ইসলামি জ্ঞানের চর্চায় লক্ষ্ণৌও অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। তথাকার সুপ্রসিদ্ধ আলিম ও ফকীহ মুফতি সা'দুল্লাহর নিকট তিনি অধ্যয়ন করেন। ইমামবখশ সাহবায়ির নিকট ফারসি সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। তৎকালীন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক মুহাম্মাদ ফায়েযের নিকট চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করেন। এছাড়া তৎকালীন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদের নিকট গণিতশাস্ত্র ও প্রকৌশলবিদ্যা অধ্যয়ন করেন।

এভাবে দিল্লির ও লক্ষ্ণৌর শিক্ষক ও পণ্ডিতদের নিকট থেকে ইসলামি ও প্রচলিত শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় পাণ্ডিত্য ও ব্যুৎপত্তি লাভের পরে রাহমাতুল্লাহ তাঁর জন্মস্থান কৈরানায় ফিরে আসেন। তথায় তিনি একটি মাদরাসা (মহাবিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠা করেন। স্বল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন স্থান থেকে মেধাবী ছাত্ররা তাঁর মাদরাসায় ভর্তি হয়ে শিক্ষালাভ করতে থাকেন। এদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে ইসলামি শিক্ষা প্রচার, খ্রিস্টধর্ম-প্রচারকদের বিভ্রান্তি প্রতিরোধ ও বৃটিশ আধিপত্যবিরোধী আন্দোলনে তাঁর সাহচর্যে থেকেছেন এবং অনেকেই তাঁদের লেখনী, বক্তব্য ও শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে ভারতের মুসলিম জাগরণ ও প্রতিরোধ আন্দোলনে অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন। এদের একজন ছিলেন আল্লামা শাইখ আব্দুল ওয়াহ্হাব। তিনি মাদ্রাজের প্রথম ইসলামি মহাবিদ্যালয় (মাদরাসা) 'আল-বাকিয়াতুস সালিহা' প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে মাদ্রাজের সবচেয়ে বড় ইসলামি শিক্ষাপীঠ বলে গণ্য।[১৬]

৩. ভারতের তৎকালীন অবস্থা ও মিশনারি অপতৎপরতা

১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে বাংলার পতন ছিল ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের ইতিহাসের একটি মোড়। ইসলামের সাথে খ্রিস্টধর্মের প্রতিযোগিতা ও সংঘাত প্রথম থেকেই। প্রথম থেকেই ইসলামের পাল্লা ভারি থেকেছে।

[১৫]. তৎকালীন মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থায় মসজিদ ও মকতবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করা হত। আর মাদরাসা ছিল উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র। বর্তমান পরিভাষায় যা মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় বলে গণ্য। ইউরোপে 'স্কুল' শব্দটিও এই অর্থে ব্যবহৃত হত ও এখনো হয়ে থাকে।

[১৬]. ড. মালকাবি, প্রাগুক্ত, ১/১৬; আব্দুল্লাহ ইবরাহীম আনসারি, প্রাগুক্ত, ২/৬-৭।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক দুর্বলতা ও বিচ্ছিন্নতার সুযোগে খ্রিস্টীয় ইউরোপ ঐক্যবদ্ধ হয়ে ১০৯৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে পরবর্তী প্রায় দুই শতাব্দী যাবৎ ক্রুসেড নামের মহাসমর ও মহাধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েও অবস্থার পরিবর্তন করতে পারেননি, যদিও ক্রুসেডার নেতৃবৃন্দের অনেকেই প্রাথমিক বিজয়ের পরেই নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, আর অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই ইসলামকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলা সম্ভব হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ফল হয়েছিল উল্টো। অটোম্যান তুর্কিগণ ক্রমান্বয়ে ইউরোপের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে থাকে। এছাড়া দূরপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ইসলাম দ্রুত প্রসার লাভ করতে থাকে।

খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতকে অটোম্যান সাম্রাজ্যের দুর্বলতার পাশাপাশি ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধে সর্বপ্রথম ইউরোপীয় খ্রিস্টানগণ একটি মুসলিম দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। খ্রিস্টান প্রচারকগণ একে খ্রিস্টধর্মের মহাবিজয়ের সূচনা বলে গণ্য করেন। তারা অনুভব করেন যে, অচিরেই ইসলাম বিলুপ্ত হবে এবং খ্রিস্টধর্ম তার স্থান দখল করবে। বিপুল উদ্দীপনার সাথে তারা ইসলাম বিরোধী প্রচারণা ও খ্রিস্টধর্ম প্রচারের দিকে এগিয়ে আসেন। একদিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্রমান্বয়ে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে। অপরদিকে ক্রমান্বয়ে খ্রিস্টান মিশনারিগণ ভারতে আগমন করতে থাকেন। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম কেরি (Willian Carey) ব্যাপটিস্ট মিশনারির পক্ষ থেকে কলকাতায় আগমন করেন। অষ্টাদশ শতক শেষ হওয়ার আগেই মিশনারি কার্যক্রম সুনির্ধারিত রূপ লাভ করে। এ শতক শেষ হওয়ার আগেই ভারতে খ্রিস্টধর্ম, বিশেষত ইংল্যান্ডের চার্চের নিয়ন্ত্রণে প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মমত প্রচারের জন্য বিভিন্ন মিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেগুলোর মধ্যে ছিল:

১. The Baptist Missionary Society (ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটি)

২. The Church Missionary Society (চার্চ মিশনারি সোসাইটি)

৩. The London Missionary Society (লন্ডন মিশনারি সোসাইটি)

৪. The Free Church of Scotland Mission (স্কটল্যান্ডীয় ফ্রি চার্চ মিশন)

৫. Society for the Propagation of the Gospel (গসপেল প্রচার সোসাইটি).

এ সকল প্রচারক সমিতি ও সংস্থাকে অর্থ, সম্পদ, প্রচারক, রাজনৈতিক

AS-SUNNAH TRUST

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

সমর্থন ও বইপুস্তকাদি দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য বৃটিশ ও বিদেশি বাইবেল সোসাইটি (British and Foreign Bible Society) গঠন করা হয়। এছাড়া ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ও ব্রিটেনের প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের মধ্যে অনেকেই ভারতীয় হিন্দু ও মুসলিমদেরকে যেকোনোভাবে খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত করার বিষয়ে অতি-আগ্রহী ছিলেন। ভারতে বৃটিশ শাসনের স্থায়িত্বের জন্য বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বলে তারা ইংল্যান্ডে বিশেষভাবে প্রচার করেন। ফলে অভূতপূর্ব উদ্দীপনা ও উগ্রতার ভেতর দিয়ে বাংলা ও ভারতে খ্রিস্টধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার ধারা শুরু হয়।[১৭]

ধর্মান্তকরণের এ প্রচেষ্টা বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়। অগণিত মিশনারি স্কুল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা, মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বিলুপ্ত করা, মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি জবরদখল করা, 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র নামে মূল শিক্ষাব্যবস্থা থেকে ইসলামি শিক্ষা অপসারণ করা, ইংরেজি ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়া, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে ইসলাম বিরোধী বিকৃত তথ্যাদি উপস্থাপন করা, মুসলিমদের মধ্য থেকে গোলাম আহমাদ কাদিয়ানি ও অন্যান্য ভণ্ড ও প্রতারককে সাহায্য করে ইসলামকে বিকৃত করার অপচেষ্টা করা ইত্যাদি। তবে সবচেয়ে মারাত্মক বিষয় ছিল বাংলা, উর্দু ও ফারসি ভাষায় ইসলাম ধর্ম, কুরআন কারীম ও মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার জন্য বিভিন্ন পুস্তক রচনা করে মুসলিমদের মধ্যে বিতরণ করা, প্রকাশ্যে সকল মুসলিমকে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করার জন্য নিয়মিত জোরালো দাবি জানানো। এজন্য ব্যক্তিগতভাবে চাপাচাপি করা এবং মুসলিম আলিমদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বাহাস, বিতর্ক ইত্যাদির চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া।[১৮]

এভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই বাংলা ও ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রভাবাধীন সকল অঞ্চলে খ্রিস্টান মিশনারিগণ জনসমাবেশ, বাজার, মসজিদ, মাদরাসা ও সকল জনসমাগম স্থানে প্রকাশ্যে ইসলাম বিরোধী অপপ্রচার, বইপুস্তক বিতরণ ও মুসলিম আলিমদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে থাকেন। তাদের মিথ্যাচার ও অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে প্রথম দিকে কিছু মুসলিম নামধারী ব্যক্তি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে। পাদরিগণ এদের নামের আগে মৌলবি, শেখ ইত্যাদি লাগিয়ে এদের মাধ্যমে তাদের অপপ্রচারের ধারা আরো জোরদার করতে চেষ্টা করেন। অনেক সময় কিছু কথা বলার পরে পাদরিগণ সাধারণ মানুষকে জোর করে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করতে চেষ্টা করেন। বিশেষত যখন সাধারণ মানুষেরা ইসলাম ও খ্রিস্টধর্ম

[১৭]. ড. মোহর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭-৭১।
[১৮]. ড. মালকাবি, প্রাগুক্ত ১/১৩-১৫।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতার কারণে তাদের অপপ্রচারের জবাব দিতে অক্ষম হতেন তখন পাদরিরা তাদেরকে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করতে পীড়াপীড়ি করতেন।[১৯]

ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার ও অপপ্রচার আরো জোরালো হয় মি. ফানডারের আগমনের পরে। মুসলিম বিশ্বে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য প্রচারক তৈরি ও প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে সুইজারল্যান্ডের বাসেলে 'Basel Missionary Seminary' প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানে খ্রিস্টধর্মীয় ধর্মতাত্ত্বিক বিষয়াদির পাশাপাশি আরবিভাষা, কুরআন, ইসলামি ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামের ইতিহাসের বিভিন্ন দিক পড়ানো হত। কার্ল গোটালেব ফানডার (Carl Gottaleb Pfander) ১৮২৫ সালে এই প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করার পরে কিছুদিন রাশিয়ার জর্জিয়া ও পারস্যে খ্রিস্টধর্ম প্রচারে নিয়োজিত থাকেন। এ সময়ে তিনি ফারসি ভাষাও শিক্ষা করেন। ১৮২৯ সালে তিনি তার 'মীযানুল হক' (Scale of Truth) বা 'সত্যের মাপদণ্ড' নামক গ্রন্থটি জার্মান ভাষায় রচনা করেন। ইসলামের বিরুদ্ধে খ্রিস্টান পাদরিগণের গতানুগতিক মিথ্যাচার, তথ্যবিকৃতি, অপপ্রচার ও বিষোদ্গার তিনি এই পুস্তকে একত্রে সংকলন করেন। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি বইটির ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশ করেন। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি ফারসি ভাষায় পুস্তকটির অনুবাদ প্রকাশ করেন। এছাড়া তিনি একই উদ্দেশ্যে ও পদ্ধতিতে ফারসি ভাষায় 'মিফতাহুল আসরার' (রহস্যের চাবি) ও 'তরীকুল হায়াত' (জীবনের পথ) নামে দুটি পুস্তক রচনা করেন। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে রুশ সরকার জর্জিয়ায় মিশনারি কার্যক্রম বন্ধ করে দেন। তখন মি. ফানডার বাসেলে ফিরে যান এবং ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে ভারতে আগমন করেন। তার আগমনের ফলে ইসলাম বিরোধী অপপ্রচার তুঙ্গে উঠে। তিনি তার পুস্তকগুলো উর্দু ও ফারসি ভাষায় ভারতের মুসলিমদের মধ্যে প্রচার করতে থাকেন। এছাড়া মৌখিক প্রচার ও বিষোদ্গারের ধারা অব্যাহত থাকে।[২০]

৪. মিশনারি অপপ্রচারের প্রতিরোধে শাইখ রাহমাতুল্লাহ

ভারতীয় মুসলিমদের এই দুর্দিনে যে সকল মুসলিম মনীষী মিশনারি অপপ্রচারের বিরুদ্ধে কলম তুলে নেন তাদের অন্যতম ছিলেন শাইখ রাহমাতুল্লাহ। খ্রিস্টান মিশনারিদের অপপ্রচারের ব্যাপকতা, গভীরতা ও উগ্রতায় তিনি বিচলিত হয়ে উঠেন। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরে তিনি তাঁর অধ্যাপনার দায়িত্ব পরিত্যাগ করে লেখনী, ভাষণ ও বিতর্কের মাধ্যমে মিশনারিদের প্রতিরোধে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ইংরেজি,

[১৯].ড. মোহর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০-৭৭; আব্দুল্লাহ ইবরাহীম আনসারি, প্রাগুক্ত ২/৭।
[২০]. ড. মোহর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭-৮০।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

আরবি, ফারসি ও উর্দু ভাষায় লিখিত খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কীয় মৌলিক গ্রন্থাদি ব্যাপক অধ্যয়নের মাধ্যমে এ বিষয়ে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।

ডা. উযীর খান নামক একজন মুসলিম চিকিৎসক এ বিষয়ে তাঁকে বিশেষ সহযোগিতা করেন। উযীর খান বিহারে জন্মগ্রহণ করেন এবং বাংলার মুর্শিদাবাদে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা সমাপ্ত করার পরে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করেন। এসময়ে তিনি মেডিক্যাল কলেজে ও সর্বত্র খ্রিস্টান মিশনারিদের কার্যক্রমের ব্যাপকতা লক্ষ্য করে বিচলিত হন। ত্রিশের দশকে তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য ইংল্যান্ডে গমন করেন। তিনি ইংরেজি ও গ্রিক ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ইংল্যান্ডে অবস্থানের সুযোগে তিনি ইংরেজি ভাষায় রচিত খ্রিস্টধর্ম ও বাইবেল বিষয়ক সমকালীন গবেষকদের অনেক মূল্যবান গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন এবং কিছু গ্রন্থ সংগ্রহ করে ভারতে নিয়ে আসেন। এ সকল গ্রন্থের মধ্যে ছিল:

(১) T. H. Horne রচিত An Introduction to the Critical Study and Knowledge of the Holy Scripture.

(২) D. F. Strauss রচিত The Life of Jesus

(৩) Nathaiel Lardner iwPZ The Credibility of Gospel History

(৪) G. D'Oyley and R. Mant iwPZ Notes, Practical and Explanatory to the Holy Bible

(৫) M. Henry and T. Scot রচিত A Commentary Upon the Holy Bible.

১৮৩২ সালে তিনি লন্ডন থেকে উচ্চশিক্ষা লাভের পরে দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফেরার পরে তিনি আগ্রার মেডিকেল কলেজে ফার্মাকোলোজির (Pharmacology) উপরে অধ্যাপনা করতে থাকেন। মিশনারিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে রাহমাতুল্লাহ কীরানবির প্রচেষ্টা তাকে মুগ্ধ করে। তিনি তাঁকে তাঁর নিকট সংগৃহীত তথ্য ও পুস্তকাদি দিয়ে সহযোগিতা করেন। এ সকল তথ্য ও পুস্তক রাহমাতুল্লাহর জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে। তিনি মিশনারিদের অপপ্রচারের প্রতিবাদে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা শুরু করেন। ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করে ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ পর্যন্ত ৫ বছরে তিনি উর্দু, ফারসি ও আরবি ভাষায় অনেকগুলো মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাদি প্রমাণ করে যে, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে, বিশেষত ইয়াহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মের

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

বিষয়ে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ও ব্যাপকতা ছিল অতুলনীয়। তিনি সন্দেহাতীতভাবে এ বিষয়ে মুসলিম বিশ্বের অন্যতম বিশেষজ্ঞ ছিলেন।[২১]

কলমযুদ্ধ ছাড়াও তিনি খ্রিস্টান মিশনারিদের কার্যক্রম প্রতিরোধ করতে মুসলিম প্রচারকদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। এ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রচারকগণ পরবর্তীকালে খ্রিস্টান মিশনারিদের অপপ্রচার প্রতিরোধে, প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধে ও ইসলাম প্রচারমূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বিশেষ অবদান রাখেন। এছাড়া তিনি সাধারণ মানুষদের মধ্যে এ বিষয়ে ওয়ায ও আলোচনার মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট ছিলেন।

এ সকল খেদমতের পাশাপাশি তিনি প্রকাশ্য বিতর্কের মাধ্যমে খ্রিস্টান পাদরিদের অপপ্রচার রোধের পদ্ধতি গ্রহণ করেন। খ্রিস্টধর্ম ও ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানের অহঙ্কারে আক্রান্ত ছিলেন খ্রিস্টান প্রচারকগণ। তারা সর্বস্তরের মুসলিমদের কাছে প্রকাশ্যে প্রচার করতেন যে, মুসলিম আলিমগণ তাদের সাথে বিতর্কে নামতে সাহস পান না। বিতর্ক হলে তারা কখনোই জয়লাভ করতে পারবেন না। তাদের সামনে দাঁড়ানোর মতো ক্ষমতা কোনো মুসলিম আলিমের নেই... ইত্যাদি। এ সকল অপপ্রচার সাধারণ মুসলিমদের মনে গভীর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছিল। রাহমাতুল্লাহ অনুভব করলেন যে, এ নেতিবাচক প্রভাব দূর করতে প্রকাশ্য বিতর্কই সবচেয়ে কার্যকর পন্থা। এজন্য তিনি মি. ফানডারসহ ভারতের শীর্ষস্থানীয় সকল পাদরি ও প্রচারককে পত্রের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ পেশ করেন। তিনি খ্রিস্টান পাদরিদের সাথে একাধিক প্রকাশ্য বিতর্কে লিপ্ত হয়ে জয়লাভ করেন। তবে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক ছিল মি. ফানডারের সাথে তাঁর বিতর্ক।[২২]

মি. ফানডার আগ্রা ও উত্তর ভারতের ইংরেজ নিয়ন্ত্রিত সকল এলাকায় খ্রিস্টধর্ম প্রচারে রত ছিলেন। তিনি হাটবাজার, মসজিদ, মাদরাসা ও বিভিন্ন জনসমাবেশে প্রকাশ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপপ্রচার চালাচ্ছিলেন এবং সাধারণ মুসলিমদেরকে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের জোর দাবি জানাচ্ছিলেন। আল্লামা রাহমাতুল্লাহ তাকে প্রকাশ্য বিতর্কে অংশ গ্রহণের জন্য পত্রের মাধ্যমে আহ্বান জানান। ২৩ মার্চ ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে তাদের পত্রালাপ শুরু হয় এবং ৮ই এপ্রিল তা শেষ হয় এবং বিতর্কের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। মি. ফানডারের পত্রাবলি থেকে সুস্পষ্ট যে, তিনি প্রথমে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। বিভিন্ন কঠিন শর্ত জুড়ে বিতর্ক এড়াতে চেষ্টা করেন। এ সকল

[২১]. ড. মোহর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০-৮২।

[২২]. ড. মোহর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০; ড. মালকাবি, প্রাগুক্ত, ১/৩৪-৩৫; আব্দুল্লাহ ইবরাহীম আনসারি, প্রাগুক্ত ২/৮।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

শর্তের মধ্যে ছিল, যে পক্ষ হেরে যাবে তাকে অন্য পক্ষের ধর্ম গ্রহণ করতে হবে। যদি মি. ফানডার প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারেন তবে তিনি ইসলাম গ্রহণ করবেন। আর যদি আল্লামা রাহমাতুল্লাহ প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারেন তবে তিনি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করবেন। রাহমাতুল্লাহ সকল শর্ত মেনে নিয়েই বিতর্কে অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেন। অবশেষে বিতর্কের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উভয় পক্ষ সিদ্ধান্ত নেয় যে, বিতর্ক অনুষ্ঠানে মি. ফানডারকে সহযোগিতা করবেন পাদরি মি. ফ্রেঞ্চ (T. V. French)। মি. ফ্রেঞ্চ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লেখাপড়া শেষ করে মিশনারি কাজে অংশগ্রহণের জন্য ভারতে আগমন করেন। তিনি আগ্রায় মি. ফানডারের সাথে কর্মরত ছিলেন। অপরপক্ষে শাইখ রাহমাতুল্লাহকে সহযোগিতা করবেন ডা. উযীর খান।

উভয়পক্ষ সিদ্ধান্ত নেন যে, আকবারআবাদ বা আগ্রার খ্রিস্টান মিশনারি বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসের ১০ তারিখ সোমবার থেকে বিতর্ক শুরু হবে এবং নিম্নের ৫টি বিষয় নিয়ে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হবে:

(১) রহিতকরণ, অর্থাৎ ইসলামের আবির্ভাবের ফলে পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থসমূহের বিধান রহিত হওয়ার বিষয়

(২) বাইবেলের বিকৃতি

(৩) যিশুর ঈশ্বরত্ব ও ত্রিত্ববাদ

(৪) কুরআনের অলৌকিকত্ব

(৫) মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুয়াত

বিতর্ক অনুষ্ঠানে ফয়সালা দানের জন্য নিম্নের ৫ জনকে বিচারক হিসেবে গ্রহণ করা হয়, খ্রিস্টানদের পক্ষ থেকে ৩ জন ও মুসলিমদের পক্ষ থেকে দুজন:

(১) আগ্রা হাইকোর্টের ইংরেজ বিচারপতি মি. মোসলি স্মিথ (Mosley Smith)

(২) রাজ্য কোষাগারের সেক্রেটারি মি. জর্জ ক্রিস্টিয়ান (George Christian)

(৩) আগ্রার গভর্নরের সেক্রেটারি মি. উইলিয়াম মূর (William Muir)

(৪) মুফতি রিয়াযুদ্দীন

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(৫) আগ্রার উর্দু পত্রিকার সম্পাদক মুনশি খাদেম আলী।[২৩]

পাঁচ শতাধিক মুসলিম, হিন্দু, বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তা ও সাংবাদিকগণের উপস্থিতিতে পূর্ব নির্ধারিত স্থান ও সময়ে বিতর্ক অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রথম দিনের বিতর্কের বিষয়বস্তু ছিল 'রহিতকরণ ও বিকৃতি'। খ্রিস্টান পাদরিগণ সর্বদা দাবি করেন যে, ঈশ্বরের বাণী বা বিধান কখনো রহিত বা পরিবর্তিত হতে পারে না। একবার ঈশ্বর যে বিধান প্রদান করেন পরবর্তী সময়ে কখনোই তা রহিত হতে পারে না। কারণ এতে ঈশ্বরের অজ্ঞতা প্রমাণিত হয়। পক্ষান্তরে মুসলিমগণ বিশ্বাস করেন যে, পূর্ববর্তী নবীর শরীআত বা কিতাবের বিধান পরবর্তী শরীআতে রহিত হতে পারে। এ রহিতকরণ অজ্ঞতা নয়, বরং পূর্ণতা। বিশ্বাস, সংবাদ ইত্যাদির ক্ষেত্রে কোনো রহিতকরণ হয় না। তবে যুগ ও মানব সমাজের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে আদেশ-নিষেধ বিষয়ক কোনো ব্যবস্থা রহিত হতে পারে। প্রথম দিনে এ বিষয়েই বিতর্ক শুরু হয়। বিতর্ক শুরুর কিছু সময়ের মধ্যেই শাইখ রাহমাতুল্লাহ ও তাঁর সঙ্গী ডা. উযীর খানের প্রাধান্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। তাঁরা খ্রিস্টানদের বিশ্বাস ও বাইবেলের বিভিন্ন উদ্ধৃতির মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, ঈশ্বরের পূর্ববর্তী বিধান পরবর্তী বিধান দ্বারা রহিত হতে পারে এবং হয়েছে। এক পর্যায়ে মি. ফানডার ও মি. ফ্রেঞ্চ নীরব হয়ে যান এবং 'রহিতকরণ'কে 'পূর্ণকরণ' বলে অভিহিত করেন। তখন ডা. উযীর খান বলেন, সাধারণভাবে পাদরিগণ এবং বিশেষভাবে আপনি মি. ফানডার আপনার 'মীযানুল হক' গ্রন্থে দাবি করেছেন যে, ঈশ্বরের বিধান কখনো রহিত হতে পারে না। এখন প্রমাণিত হল যে, তা রহিত হতে পারে এবং হয়েছে। আর মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুয়াত প্রমাণিত হওয়ার মাধ্যমে ইঞ্জিলের বিধিবিধান রহিত হওয়ার বিষয়টিও প্রমাণিত। মি. ফানডার ও তার সাথি এ সকল প্রমাণের উত্তর প্রদানে ব্যর্থ হন। মরিয়া হয়ে অবনত মস্তকে তিনি 'রহিতকরণে'র সম্ভাবনা স্বীকার করে বলেন, 'আমাদের মতে সম্ভাবনা এক বিষয় আর বাস্তবে রহিত হওয়া অন্য বিষয়।'

এরপর উভয় পক্ষ 'বিকৃতি'র বিষয়ে আলোচনা শুরু করেন। শাইখ রাহমাতুল্লাহ ও তাঁর সঙ্গী বাইবেলের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে বিকৃতি সাধিত হওয়ার পক্ষে সুনিশ্চিত প্রমাণ পেশ করেন। এক পর্যায়ে মি. ফানডার স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, বাইবেলের কিছু বিষয়ে বিকৃতি প্রবেশ করেছে। তারা প্রকাশ্যে স্বীকার করেন যে, ৭ টি মৌলিক বিষয়ে বাইবেলের মূলপাঠে বিকৃতি ও জালিয়াতি প্রবেশ করেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ত্রিত্ববাদের মূল

[২৩]. ড. মোহর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০-৮২।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

প্রমাণ যোহনের প্রথম পত্রের ৫ম অধ্যায়ের ৭-৮ আয়াত। যেখানে বলা হয়েছে: "For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost; and the three are one. 8. And there are three that bear witness in earth, the spirit, and the water, and the blood: and these three agree in one". "৭ কারণ স্বর্গে তিনজন রহিয়াছেন যাঁহারা সাক্ষ্য সংরক্ষণ করেন: পিতা, বাক্য ও পবিত্র আত্মা; এবং তাঁহারা তিন একই। ৮ এবং পৃথিবীতে তিনজন রহিয়াছেন যাঁহারা সাক্ষ্য প্রদান করেন: আত্মা, জল ও রক্ত, এবং সেই তিনের সাক্ষ্য একই।" তাঁরা স্বীকার করেন যে, এ কথাগুলো জাল ও পরবর্তীকালে সংযোজিত।

পাশাপাশি তারা আরো স্বীকার করেন যে, বাইবেলের মধ্যে ৪০০০০ স্থানে 'লিপিকারের ভুল' (erratum) ও পাঠের বিভিন্নতা (Various readings) বিদ্যমান, যে স্থানগুলোতে মূলকথা কী ছিল তা এখন কোনোভাবেই জানা যায় না। তারা আরো বলেন যে, অনেক গবেষকের মতে এরূপ ভুলের সংখ্যা দেড় লাখের বেশি। তবে তিনি দাবি করেন যে, বাইবেলের কিছু অংশের বিকৃতির কারণে গোটা বাইবেলকে বিকৃত বলা যাবে না বা আংশিক বিকৃতির কারণে বাইবেলের গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট হয় না। এ পর্যায়ে উপস্থিত মানুষেরা বিচারকদের মন্তব্য ও রায় জানতে চান। এতে মুফতি রিয়ায উদ্দীন বলেন, কোনো ডকুমেন্টের কিছু অংশ যদি জাল ও বিকৃত বলে প্রমাণিত হয় তবে পুরো ডকুমেন্টটিই আইনের দৃষ্টিতে অগ্রহণযোগ্য ও বাতিল বলে গণ্য হবে। তখন উপস্থিত মানুষেরা ইংরেজ বিচারপতি মি. মোসলি স্মিথর (Mosley Smith) কাছে তার মতামত জানতে চান। তিনি কোনোরূপ মন্তব্য না করে নীরব থাকেন। এতে উপস্থিত শ্রোতাগণের নিকট সত্য প্রকাশিত হয়ে যায়। আল্লামা রাহমাতুল্লাহর বক্তব্য প্রমাণিত হয় এবং প্রথম দিনের মতো বিতর্ক শেষ হয়।

প্রথম দিনের বিতর্কে পাদরি মহোদয়দের পরাজয়ের কথা লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ে। এতে মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। ফলে দ্বিতীয় দিনে সহস্রাধিক ব্যক্তি বিতর্ক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়। দ্বিতীয় দিনে যখন বিতর্ক পুনরায় শুরু হল, তখন মি. ফানডার ও তার সঙ্গী নতুন কোনো তথ্য উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হন। বরং তারা বারংবার স্বীকার করেন যে, বাইবেলের মধ্যে অগণিত স্থানে লিপিকারের ভুল, পাঠের বিভিন্নতা, শব্দের পরিবর্তন, সংযোজন, ইচ্ছাকৃতভাবে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে ব্যাখ্যাকে মূল পাঠের মধ্যে সংযোজন ও অন্যান্য পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধিত হয়েছে।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

আবার তারা দাবি করেন যে, এ সকল পরিবর্তন, সংযোজন বা বিয়োজনের কারণে যিশুর ঈশ্বরত্ব, ত্রিত্ববাদ, যিশুর রক্তের মাধ্যমে মানবজাতির পাপের প্রায়শ্চিত্তবাদ ইত্যাদি বাইবেলের মূল শিক্ষাসমূহ বিকৃত হয়নি। এ পর্যায়ে উপস্থিত একজন মুসলিম পণ্ডিত মি. ফানডারকে লক্ষ্য করে বলেন, বড় অবাক বিষয় যে, কোনো পুস্তকে বিকৃতি সাধিত হবে কিন্তু তদ্বারা পুস্তকটির ত্রুটি বা অপূর্ণতা প্রমাণিত হবে না!!

এ পর্যায়ে শাইখ রাহমাতুল্লাহ উঠে বলেন, আমাদের এবং পাদরি ফানডার মহাশয়ের বক্তব্যের মধ্যে পার্থক্য একেবারেই শাব্দিক। আমরা দাবি করেছিলাম যে, বাইবেলের মধ্যে আল্লাহর নাযিলকৃত শব্দের, বাক্যের ও আয়াতের কিছুকিছু পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা বিকৃতি করা হয়েছে। মি. ফানডার তা স্বীকার করেছেন, তবে তিনি তা 'লিপিকারের ভুল' বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ পর্যায়ে মি. ফানডার ও মি. ফ্রেঞ্চ বলেন যে, এ সকল বিকৃতি বা ভুলের কারণে মূল গ্রন্থের অপূর্ণতা বা দুর্বলতা প্রমাণিত হয় না। তখন শাইখ রাহমাতুল্লাহ বলেন, আমার ও আমার সঙ্গীর দায়িত্ব এখানেই শেষ। আমরা প্রমাণ করতে পেরেছি যে, বাইবেলের মধ্যে বিকৃতি সাধিত হয়েছে এবং কোনো বক্তব্য বাইবেলে আছে বলেই তাকে সন্দেহাতীতভাবে সত্য বা ঈশ্বরের বাণী বলে গ্রহণ করা যায় না; বরং তা বিকৃত বক্তব্য না অবিকৃত বক্তব্য তা পরখ করার দরকার আছে। এখন কোন কথাটি বিকৃত নয় তা প্রমাণ করার দায়িত্ব মি. ফানডার ও মি. ফ্রেঞ্চের উপরে।

দ্বিতীয় দিনের পরিণতিতে মি. ফানডার ভীত হয়ে পড়েন। তিনি বিতর্কের দরজা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন। যদিও ইতোপূর্বের পত্রালাপে তারা ৫টি বিষয়ে বিতর্কের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং বিতর্কের সকল পূর্বশর্ত নির্ধারিত করে নেন, তবুও তিনি পরবর্তী বিতর্কের জন্য নতুন একটি শর্তারোপ করেন। তিনি শাইখ রাহমাতুল্লাহর কাছে দাবি করেন যে, পরবর্তী বিতর্কে উপস্থিত হওয়ার শর্ত এই যে, বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মে মূল বক্তব্য বিকৃতিমুক্ত বলে তাকে স্বীকার করতে হবে। বিশেষত, যিশুর ঈশ্বরত্ব ও ত্রিত্ববাদ বিষয়ক বাইবেলের সকল বক্তব্য সঠিক ও বিকৃতিমুক্ত বলে মেনে না নিলে তিনি বিতর্ক করবেন না বলে জানান। তিনি বলেন যে, এ সকল বিষয়ে কোনো যুক্তি, বিবেক বা বুদ্ধিবৃত্তিক কথা বলা চলবে না, বরং বাইবেলের সকল বক্তব্য আক্ষরিকভাবে সত্য বলে মেনে নিয়ে বিতর্ক করতে হবে; কারণ যুক্তি, বুদ্ধি বা বিবেক দিয়ে এ বিষয় প্রমাণ করা যায় না।

শাইখ রাহমাতুল্লাহ বলেন, আমরা তো প্রমাণ করেছি যে, বাইবেলের মধ্যে বিকৃতি ও জালিয়াতি সংঘটিত হয়েছে। আপনারা নিজেরাও ৭/৮ স্থানে

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

মূলপাঠ বিকৃত হয়েছে বলে স্বীকার করেছেন। এছাড়া ৪০ হাজার স্থানে লিপিকারের ভুল হয়েছে বলে স্বীকার করেছেন। যাকে আপনি লিপিকারের ভুল বলছেন, আমরা তাকেই বিকৃতি বলছি। কাজেই মূল বিষয়ে আমরা একমত হয়েছি। এরপরও কীভাবে মেনে নেব যে, বাইবেলের মূল বক্তব্য বিকৃতিমুক্ত বা অবিকৃত?

এ উদ্ভট নতুন শর্ত পেশের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল শাইখ রাহমাতুল্লাহর সাথে বিতর্ক করে সকলের সামনে লাঞ্ছিত হওয়া থেকে আত্মরক্ষা করা। শাইখ রাহমাতুল্লাহ এ উদ্ভট শর্তের উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন। এজন্য তিনি দ্বিতীয় দিনের বিতর্কের শেষে বলেন, তিনি আগামী দুইমাস পর্যন্ত একাধারে মি. ফানডারের সাথে বিতর্কে উপস্থিত হতে প্রস্তুত রয়েছেন। এমতাবস্থায় মি. ফানডার ও তার সঙ্গীর আর কিছুই বলার থাকে না। তারা পরিপূর্ণ নীরব থাকতে বাধ্য হন।[২৪]

বিতর্কের ধারাবিবরণী তাৎক্ষণিকভাবে লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সাইয়িদ আব্দুল্লাহ আকবারাবাদি ছিলেন বৃটিশ কর্তৃপক্ষের রাষ্ট্রীয় অনুবাদক। তিনি দুদিনই উপস্থিত থেকে বিতর্কের হুবহু ধারাবিবরণী উর্দুতে লিপিবদ্ধ করেন। তিনি দুভাগে বিতর্কের বিবরণী প্রকাশ করেন। প্রথম ভাগে শাইখ রাহমাতুল্লাহ ও পাদরিদের মধ্যে বিতর্কের আগে ও পরে যেসব পত্রের আদান প্রদান হয়, সেগুলো তিনি সংকলন করেন ফারসি ভাষায়। দ্বিতীয় অংশে তিনি দুদিনের বিতর্কের ধারাবিবরণী উর্দু ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। প্রথম ভাগের নাম দেন 'আল মুরাসালাতুদ দীনিয়্যা' বা 'ধর্মীয় পত্রালাপ' এবং দ্বিতীয় ভাগের নাম দেন 'আল মুবাহাসাতুদ দীনিয়্যা' বা 'ধর্মীয় বিতর্ক'। এ দ্বিতীয় অংশকে আবার তিনি ফারসি ভাষায় অনুবাদ করেন। বিতর্কের কিছুদিন পরেই, ১২৭০ হিজরিতে (১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে) তার এই পুস্তক দুটি আগ্রায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

এছাড়া অন্য একজন আলিম শাইখ উযীরুদ্দীন ইবন শারাফুদ্দীনও উক্ত বিতর্ক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বিতর্কের দুদিনের ধারাবিবরণী ফারসি ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। তিনিও বিতর্কের বিবরণের সাথে বিতর্কের আগে ও পরে উভয় পক্ষের মধ্যে যে সকল পত্র বিনিময় হয় সেগুলো সংকলন করেন। তিনি তার পুস্তকটির নামকরণ করেন 'আল বাহসুশ শারীফ ফী ইসিবাতিন নাসখি ওয়াত তাহরীফ' (রহিতকরণ ও বিকৃতির প্রমাণে মর্যাদাময় গবেষণা)। দিল্লির তৎকালীন মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহের পুত্র ও যুবরাজ মির্যা ফাখরুদ্দীন ইবন সিরাজুদ্দীন বাহাদুর শাহ এই পুস্তকটি মুদ্রণ ও প্রচারের

[২৪]. ড. মালকাবি, প্রাগুক্ত, ১/৩৪-৩৬; ড. মোহর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশে হাফিয আব্দুল্লাহ দিল্লির 'ফাখরুল মাতাবি' নামক প্রেস থেকে পুস্তকটি মুদ্রণ করেন ১২৭০ হিজরিতে (১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে)।

মি. ফানডার সহস্রাধিক মানুষের সামনে তার প্রকাশ্য পরাজয় ঢাকার জন্য মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি নিজের পক্ষ থেকে এই দু'দিনের বিতর্ক অনুষ্ঠানের একটি ধারাবিবরণী তৈরি করেন। এতে তিনি উভয় পক্ষের বক্তব্যের মধ্যে অনেক সংযোজন ও বিয়োজন করেন এবং এই বিকৃত বিবরণীটি ১৮৫৫ সালে প্রকাশ করে ভারতের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষত সে সকল স্থানের মানুষেরা বিতর্কে উপস্থিত ছিল না তাদের মধ্যে বিতরণ করেন। এজন্য সাইয়িদ আব্দুল্লাহ আকবারাবাদি তার পুস্তকের সাথে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের সাক্ষ্য ও স্বাক্ষর সংযোজন করে দেন। অনুরূপভাবে, শাইখ উযীরুদ্দীন ইবন ফাখরুদ্দীনও তার রচিত পুস্তক 'আল বাহসুশ শারীফ'র সাথে ফানডারের বিকৃতির উপরে পর্যালোচনা সংযোজন করেন এবং সাথে সাথে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের সাক্ষ্য ও স্বাক্ষর সংযুক্ত করেন।[২৫]

৫. ১৮৫৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ ও শাইখ রাহমাতুল্লাহর হিজরত

বিতর্ক অনুষ্ঠানের মাত্র তিন বছরের মধ্যেই 'সিপাহি বিদ্রোহ' নামে ১৮৫৭ সালে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়। বস্তুত পরধর্ম অসহিষ্ণুতা, পরধর্মের প্রতি বিষোদ্গার, জোরপূর্বক ধর্মান্তকরণ, অন্য ধর্মাবলম্বীদের হত্যা, নির্যাতন বা জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করা খ্রিস্টান যাজকদের ও চার্চের মূল বৈশিষ্ট্য। যেদিন থেকে রোমান সম্রাট কন্সটান্টাইন (৩১২-৩৩৭ খ্রি.) খ্রিস্টধমর্কে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দিয়েছেন, সেদিন থেকে শুরু করে আধুনিক যুগ পর্যন্ত প্রায় দু'হাজার বছরের খ্রিস্টধর্মীয় ইতিহাস মূলত ধর্মীয় সহিংসতার রক্তরঞ্জিত ইতিহাস। খ্রিস্টান পাদরিগণ এবং খ্রিস্টান চার্চ সর্বদা অন্যধর্ম ও ভিন্নমতাবলম্বী খ্রিস্টানদের প্রতি 'শূন্য সহিষ্ণুতা' (Zero tolerance) প্রদর্শন করেছেন। এমনকি ইউরোপে 'সেকুলারিজম' প্রতিষ্ঠার পরেও ইউরোপীয়রা যেখানেই উপনিবেশ গড়েছেন সেখানেই বিভিন্ন অজুহাতে জোরপূর্বক ধর্মান্তর করার চেষ্টা চালানো হয়েছে। তারা 'গসপেল প্রচারে'র নামে ভিন্ন ধর্মের প্রতি বিষোদ্গার করেছেন এবং সকল ভিন্নধর্ম ও ভিন্নমতকে "heresy" বা ধর্মবিরোধিতা নাম দিয়ে নির্মূল করতে চেষ্টা করেছেন।[২৬]

ভারতের বৃটিশ উপনিবেশের ইতিহাসও একই সূত্রে বাঁধা। ঊনবিংশ

[২৫]. ড. মালকাবি, প্রাগুক্ত, ১/৩৫-৩৬।

[২৬]. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, Religions and their Representation, Dhaka, The Independent, 22/11/2006, p 7.

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

শতাব্দীর শুরু থেকে অর্ধশতাব্দীর অধিক সময় খ্রিস্টান শাসক ও প্রচারকগণ বিভিন্নভাবে ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের প্রতি বিষোদ্গার, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত এবং জোরপূর্বক বা কৌশলে ধর্মান্তর করার চেষ্টা করেন। আর এ ছিল ১৮৫৭ সালের প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের (সিপাহি বিদ্রোহ) মূল কারণ।[২৭] স্বভাবতই আল্লামা রাহমাতুল্লাহ কিরানবি এ যুদ্ধের অগ্রনায়কদের অন্যতম ছিলেন। বর্বর হিংস্রতার মাধ্যমে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ স্বাধীনতা যুদ্ধ দমন করতে সক্ষম হন। বিদ্রোহীদের দমনের পরে বিদ্রোহের শাস্তি হিসেবে অগণিত আলিম ও নিরপরাধ মুসলিমকে বিচারের নামে তারা নির্বিচারে হত্যা করেন। এছাড়া আরো অনেককে কারারুদ্ধ বা আন্দামানে নির্বাসিত করেন। তারা শাইখ রাহমাতুল্লাহকে শাস্তি প্রদানের জন্য অতি-উদগ্রীব হয়ে পড়েন। তারা তাঁকে ধরে দেওয়ার জন্য একহাজার রুপিয়া পুরস্কার ঘোষণা করে। তৎকালীন সময়ে তা ছিল অনেক বড় অঙ্ক। এছাড়া তারা তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ১৪২০ রুপিয়ায় নিলামে বিক্রয় করে। সর্বোপরি তারা তাঁর রচিত সকল পুস্তক প্রচার, মুদ্রণ, সংগ্রহ ও পাঠ নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করে।[২৮]

সর্বশেষ এ বিষয়টি প্রমাণ করে যে, রাহমাতুল্লাহর বিরুদ্ধে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের আক্রোশ মূলত ছিল ধর্মীয়। রাহমাতুল্লাহ স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেও এ বিষয়ে তিনি কিছু লিখেননি। তাঁর লেখালেখি ছিল মূলত খ্রিস্টান পাদরিদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে। প্রকৃতপক্ষে বিদ্রোহের অজুহাতে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ খ্রিস্টান পাদরিদের মিথ্যাচার ও জালিয়াতির বিরুদ্ধে রাহমাতুল্লাহর কণ্ঠকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল ভিন্নরূপ।

শাইখ রাহমাতুল্লাহ আত্মগোপন করেন এবং ইয়ামানের পথে মক্কায় হিজরত করেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের পরের বছর ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে (১২৭৪ হিজরি) তিনি মক্কায় পৌঁছান। কিছু দিনের মধ্যেই মক্কার অন্যতম আলিম মাসজিদুল হারামের ইমাম শাইখ আহমাদ যীনী দাহলান, মক্কার শাসক শরীফ আব্দুল্লাহ ইবন আওন ও অন্যান্য আলিম ও গণ্যমান্য ব্যক্তি শাইখ রাহমাতুল্লাহর পরিচয় জেনে ফেলেন। তাঁরা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে তাঁকে গ্রহণ করেন এবং মসজিদে হারামে শিক্ষাদানের অনুমতি প্রদান করেন।[২৯]

[২৭]. ড. মোহর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩।
[২৮]. ড. মালকাবি, প্রাগুক্ত, ১/২১; ড. মোহর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩।
[২৯]. আব্দুল্লাহ ইবরাহীম আনসারি, প্রাগুক্ত ২/১১-১২; ড. মালকাবি, প্রাগুক্ত ১/২১।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

৬. ইস্তাম্বুল সফর ও 'ইযহারুল হক' রচনা

পাদরি ড. ফানডার খ্রিস্টধর্ম ও ইসলামধর্ম সম্পর্কে নিজের জ্ঞান এবং তার রচিত মীযানুল হক ও অন্যান্য পুস্তকের বিষয়ে অত্যন্ত অহঙ্কারী ছিলেন। তার বড়বড় বুলি ভারতের ইংরেজ শাসক ও খ্রিস্টীয় প্রচারকদের মোহাবিষ্ট করেছিল। তারা ভেবেছিলেন যে, সত্যই মি. ফানডারের কোনো জবাব নেই এবং তার সামনে দাঁড়ানোর মতো কোনো মুসলিম আলিম নেই। এজন্য তার বিষয়ে তাদের বিশেষ শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালোবাসা ছিল এবং তার সুনিশ্চিত বিজয় প্রত্যক্ষ করার জন্য প্রবল উদ্দীপনার সাথে তারা বিতর্কের আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু বিতর্কে শাইখ রাহমাতুল্লাহর সামনে পরাজয় ও প্রকাশ্য মঞ্চে বাইবেলের মধ্যে কিছু বিকৃতি ও জালিয়াতি আছে বলে স্বীকার করার ফলে তার প্রতি তাদের মোহ ভঙ্গ হয়। যদিও তিনি এ সকল জালিয়াতি ও বিকৃতির কারণে বাইবেলের মূল বক্তব্য বিকৃত হয়নি বলে দাবি করেন, তবে তা উপস্থিত খ্রিস্টানদেরকে তৃপ্ত করতে পারে না। ভারতের খ্রিস্টান সমাজে মি. ফানডার অগ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেন। তখন তিনি ইউরোপে ফিরে যান। জার্মান, সুইজারল্যান্ড ও ইংল্যান্ডে কিছু সময় কাটানোর পর চার্চ তাকে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য তৎকালীন ইসলামি খিলাফাতের প্রাণকেন্দ্র তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্বুলে প্রেরণ করে। ১৮৫৮ সালে তিনি তুরস্কে গমন করেন।[৩০]

'ঈশ্বরের গৌরবার্থে' মিথ্যা বলা প্রচলিত ত্রিত্ববাদী খ্রিস্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহমাতি সাধু পৌলের শিক্ষা ও নীতি। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, ঈশ্বরের গৌরব প্রমাণের জন্য তিনি মিথ্যাকথা বলতেন। তিনি বলেছেন, For if the truth of God hath more abounded through my lie unto his glory; why yet am I also judged as a sinner? কিন্তু আমার মিথ্যায় যদি ঈশ্বরের সত্য তাঁহার গৌরবার্থে উপচিয়া পড়ে, তবে আমিও বা এখন পাপী বলিয়া আর বিচারিত হইতেছি কেন?[৩১] এ নীতির ভিত্তিতেই 'সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য' বা 'ঈশ্বরের গৌরব প্রকাশের জন্য' বাইবেল বিকৃত করাকে ভালো কাজ বলে গণ্য করতেন পূর্ববর্তী খ্রিস্টান পণ্ডিতগণ। ইযহারুল হক গ্রন্থের মধ্যে খ্রিস্টান পণ্ডিতদের এরূপ জালিয়াতি ও মিথ্যাচারের অগণিত উদাহরণ পাঠক দেখবেন।

পাদরি ড. ফানডারও একই ধারা অনুসরণ করেন। 'ঈশ্বরের গৌরবার্থে' ও 'ঈশ্বরের বাণী মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করার জন্য' তিনি মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি তুরস্কে মুসলিমদের মধ্যে প্রচার করেন যে, তিনি প্রকাশ্য বিতর্কে রাহমাতুল্লাহ ও অন্যান্য ভারতীয় আলিমকে

[৩০]. ড. মালকাবি, প্রাগুক্ত, ১/৪৩; ড. মোহর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২।
[৩১]. রোমান ৩/৭।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

পরাজিত করেন। ফলে ভারতের মুসলিমগণ দলেদলে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছেন। তথাকার মসজিদগুলো গীর্জায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। কাজেই তুরস্কের মুসলিমদেরও উচিত ভারতীয় মুসলিমদের অনুসরণে দলেদলে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করা। নানান রঙ মিশিয়ে এ সকল কথা তিনি তুরস্কের বিভিন্ন স্থানে প্রচার করতে থাকেন।[৩২]

এ সকল প্রচারে তুরস্কের সাধারণ মুসলিম, এমনকি স্বয়ং খলীফা আব্দুল আযীয খান (রাজত্বঃ ১২৭৭-১২৯৩ হি./ ১৮৬০-১৮৭৬ খ্রি.) বিচলিত হন। তিনি এ বিষয়ে ভারতীয় হাজিদের নিকট থেকে সঠিক তথ্য সংগ্রহের জন্য মক্কার প্রশাসককে নির্দেশ দেন। বিশেষত মি. ফানডারের সাথে শাইখ রাহমাতুল্লাহর বিতর্ক সম্পর্কে সঠিক তথ্য তিনি জানতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। মক্কার প্রশাসক তাকে জানান যে, শাইখ রাহমাতুল্লাহ স্বয়ং মক্কায় অবস্থান করছেন। তখন খলীফা তাঁকে বিশেষ রাষ্ট্রীয় মেহমান হিসেবে ইস্তাম্বুলে প্রেরণ করার নির্দেশ প্রদান করেন। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষদিকে (১২৮০ হিজরির রজব মাসে) শাইখ রাহমাতুল্লাহ তুরস্কে পৌঁছান। তাঁর তুরস্কে আগমনের কিছুদিনের মধ্যে ড. ফানডার সবার অগোচরে তুরস্ক ছেড়ে পালিয়ে যান। দু'বছর পরে ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে তিনি লন্ডনে মৃত্যু বরণ করেন।[৩৩]

কোনো কোনো খ্রিস্টান পাদরি ড. ফান্ডারের পলায়নের এ লজ্জাজনক ইতিহাস মিথ্যা দিয়ে আবৃত করতে চেষ্টা করেন। 'লিওয়াউস সালীব' বা 'ক্রুশের পতাকা' গ্রন্থের লেখক জনৈক আরবীয় পাদরি মি. বারাকাহ উল্লেখ করেছেন যে, সুলতান আব্দুল আযীয খান মি. ফানডারকে তুরস্কে শাইখ রাহমাতুল্লাহর সাথে বিতর্কে বসতে অনুরোধ করেন। কিন্তু শাইখ রাহমাতুল্লাহ তুরস্কে পৌঁছানোর পূর্বেই মি. ফানডার মৃত্যুবরণ করেন।

উপরের তথ্যাদি থেকেই এই দাবির মিথ্যাচার স্পষ্ট হয়েছে। বস্তুত শাইখ রাহমাতুল্লাহর তুরস্কে পৌঁছানোর দু'বছর পরে পরাজিত-ভগ্নহৃদয় মি. ফানডার মৃত্যুবরণ করেন। বাস্তব ঘটনাবলির আলোকে প্রমাণিত যে শাইখ রাহমাতুল্লাহর তুরস্কে পৌঁছানোর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে মি. ফানডার তুরস্ক ত্যাগ করেন। বস্তুত বিতর্কে অংশ নিয়ে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার হাত থেকে বাঁচার জন্যই তিনি পালিয়ে যান।[৩৪]

তুরস্কের সুলতান আব্দুল আযীয খান শাইখ রাহমাতুল্লাহকে অত্যন্ত

[৩২]. ড. মালকাবি, প্রাগুক্ত, ১/৪৩; ড. মোহর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩।
[৩৩]. ড. মোহর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪; ড. মালকাবি, প্রাগুক্ত, ১/৪৩-৪৪।
[৩৪]. ড. মালকাবি, প্রাগুক্ত, ১/৪৪।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

সম্মানের সাথে গ্রহণ করেন। তিনি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও উলামায়ে কিরামের সামনে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন, মুসলিমদের বিরুদ্ধে খ্রিস্টানদের বর্বরতা, খ্রিস্টানগণের অপপ্রচারের অবস্থা, অপপ্রচারের বিরুদ্ধে মুসলিম উলামায়ে কিরামের ভূমিকা ও বিশেষ করে মি. ফানডারের সাথে তাঁর বিতর্কের ঘটনা বর্ণনা করতে অনুরোধ করেন। সকল ঘটনা শ্রবণ করার পরে সুলতান খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রতি বিরক্ত ও ক্রোধান্বিত হয়ে উঠেন। তিনি তুরস্কে তাদের কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং তাদের কেন্দ্রগুলো বন্ধ করে দেন।

পক্ষান্তরে শাইখ রাহমাতুল্লাহর প্রতি সুলতানের শ্রদ্ধাবোধ বৃদ্ধি পায়। তিনি প্রায় প্রতিদিন সালাতুল ইশার পরে প্রধানমন্ত্রী খাইরুদ্দীন পাশা তুনূসি, প্রধান মুফতি শাইখুল ইসলাম সাইয়িদ আহমাদ আসআদ মাদানি ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের সাথে নিয়ে শাইখ রাহমাতুল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতেন। ইসলাম প্রচারে ও ইসলাম বিরোধী অপপ্রচার রোধে শাইখ রাহমাতুল্লাহর কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি স্বরূপ সুলতান তাঁকে তুরস্কের রাষ্ট্রীয় খেতাব 'বিসাম মাজীদি' ও পদক প্রদান করেন এবং তাঁর জন্য পাঁচশত তুর্কি স্বর্ণমুদ্রা মাসিক ভাতা নির্ধারণ করেন। সর্বোপারি তিনি তাঁকে মক্কার রাষ্ট্রীয় পরিচালনা পরিষদের সদস্য হিসেবে নিয়োগ দান করেন।[৩৫]

তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে, বিশেষত খ্রিস্টধর্মের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে শাইখ রাহমাতুল্লাহর অতুলনীয় জ্ঞানের কথা অনুভব করে সুলতান আব্দুল আযীয খান ও প্রধানমন্ত্রী খাইরুদ্দীন পাশা তাঁকে এ বিষয়ে একটি প্রামাণ্য ও মৌলিক পুস্তক রচনার জন্য অনুরোধ করেন। পুস্তকটি রচনার জন্য যতদিন প্রয়োজন ততদিন তাঁরা তাঁকে রাষ্ট্রীয় মেহমান হিসেবে তুরস্কে অবস্থান করার জন্য অনুরোধ করেন। ইতোপূর্বে মক্কার অন্যতম আলিম মাসজিদুল হারামের ইমাম শাইখ আহমাদ যীনী দাহলান তাঁকে এ বিষয়ে অনুরোধ করেছিলেন। তাঁদের অনুরোধের ভিত্তিতে শাইখ রাহমাতুল্লাহ গ্রন্থটি রচনায় মনোনিবেশ করেন। ১২৮০ হিজরির রজব মাসের ১৬ তারিখে (২৬/১২/১৮৬৩) তিনি পুস্তকটি রচনা শুরু করেন। ১২৮০ হিজরির যুলহাজ্জ মাসের শেষে (১৮৬৪ সালের জুন মাসের শুরুতে) মাত্র ৬ মাসের মধ্যে তিনি এই মহামূল্যবান পুস্তকটি রচনা শেষ করেন।[৩৬]

পুস্তকটির রচনা সমাপ্ত করে তিনি হস্তলিখিত আরবি পাণ্ডুলিপিটি প্রধানমন্ত্রী খাইরুদ্দীন পাশাকে প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রী ভূমিকা পাঠ করে

[৩৫]. আব্দুল্লাহ ইবরাহীম আনসারি, প্রাগুক্ত ২/১২-১৪।

[৩৬]. রাহমাতুল্লাহ কীরানবি, ইযহারুল হক (বৈরুত, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, তা. বি.) ১/২৪, ২/৫৯৬-৫৯৭।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

দেখেন যে, তিনি ভূমিকায় পুস্তকটি রচনার জন্য অনুরোধকারী হিসেবে মাসজিদুল হারামের ইমাম আল্লামা সাইয়িদ আহমাদ বিন যীনী দাহ্লানের নাম উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তুরস্কের সুলতান বা প্রধানমন্ত্রীর নাম উল্লেখ করা হয়নি। এতে আশ্চর্যান্বিত হয়ে তিনি আল্লামা রাহমাতুল্লাহকে বলেন, আমি ও খলীফাই তো আপনাকে অনুরোধ করলাম, কিন্তু আপনি আমাদের নাম লেখলেন না কেন? প্রশংসা বা লোক দেখানোর জন্য নয়, কিন্তু প্রকৃত সত্য প্রকাশের জন্য এবং খলীফার অবদান স্বীকার করার জন্য তো অন্তত তাঁর নাম লেখা দরকার ছিল। উত্তরে শাইখ রাহমাতুল্লাহ বলেন, এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় বিষয়। এ বিষয়ক কর্ম অবশ্যই একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির মহান উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত। এর মধ্যে খলীফা, শাসক বা মন্ত্রীদের নাম, প্রশংসা ইত্যাদি উল্লেখ না করাই উত্তম। এছাড়া আল্লামা দাহলানই সর্বপ্রথম এ বিষয়ে লেখতে আমাকে উৎসাহ দেন। কাজেই তাঁর নামই উল্লেখ করেছি। তাঁর এ দৃঢ়তায় প্রধানমন্ত্রী ও সুলতান অত্যন্ত প্রীত হন। তাঁদের দৃষ্টিতে তাঁর মর্যাদা আরো বৃদ্ধি পায়।[৩৭]

সুলতানের নির্দেশে পুস্তকটির দ্রুত মুদ্রণ ও প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এছাড়া সুলতানের উদ্যোগে বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় গ্রন্থটির অনুবাদের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তিনি জার্মান, ফ্রেঞ্চ, ইংরেজি ও তুর্কি ভাষাসহ নয়টি ভাষায় গ্রন্থটি অনুবাদ করার নির্দেশ দেন।[৩৮]

আল্লামা রাহমাতুল্লাহর প্রতি তুর্কি সুলতান আব্দুল আযীয খান (রাজত্ব: ১২৭৭-১২৯৩ হি./ ১৮৬০-১৮৭৬ খ্রি.) ও পরবর্তী সুলতান ২য় আব্দুল হামীদ খানের (রাজত্ব : ১২৯৩-১৩২৮ হি./ ১৮৭৬-১৯১০ খ্রি.)[৩৯] ভক্তি ও ভালোবাসা ছিল অপরিসীম। তাঁরা তাঁকে স্থায়ীভাবে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ইস্তাম্বুলে অবস্থানের জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু শাইখ রাহমাতুল্লাহর কাছে খিলাফতের রাজধানীর রাষ্ট্রীয় মর্যাদার চেয়ে মক্কার পবিত্রভূমিতে ইসলামি শিক্ষা ও ইলমের খিদমত ছিল অধিক প্রিয়। তিনি ইস্তাম্বুলে অবস্থানে অপারগতা জানিয়ে মক্কায় ফিরে আসেন। প্রথমবার ১৮৬৩-১৮৬৪ সালের এ সফরের পরে পরবর্তীকালে তিনি একাধিকবার রাষ্ট্রীয় মেহমান হিসেবে তুরস্কে গমন করেন। পরবর্তী খলীফা ২য় আব্দুল হামীদও (১৮৭৬-১৯১০ খ্রি.) তাঁকে বিভিন্ন পদক, উপহার ও সম্মাননা প্রদান করেন। তিনি তাঁকে 'ইমাদুল হারামাইন আশ শারীফাইন' (দুই পবিত্র হারামের স্তম্ভ) উপাধিতে ভূষিত

[৩৭]. ড. মালকাবি, প্রাগুক্ত, ১/৪৫।

[৩৮]. ড. মোহর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪; ড. মালকাবি, প্রাগুক্ত ১/৫২, ৭২-৭৩।

[৩৯]. মাহমূদ শাকির, আত তারীখুল ইসলামি (বৈরুত, আল মাকতাবুল ইসলামি, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৬) ৮/১৮২-২১১।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

করেন এবং নির্ভেজাল স্বর্ণ দিয়ে তৈরি বিভিন্ন প্রশংসাবাক্য খচিত একটি তরবারি তাঁকে উপহার দেন।[৪০]

৭. আরব-উপদ্বীপে সর্বপ্রথম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

এ সময়ে ভারতের মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থার তুলনায় আরব উপদ্বীপের শিক্ষাব্যবস্থা অনুন্নত ছিল। আরবের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল মূলত মসজিদ-নির্ভর। মসজিদে কিছু পুস্তক পাঠদান ছাড়া সমগ্র আরব-উপদ্বীপে কোনো নিয়মতান্ত্রিক 'বিদ্যালয়' বা মাদরাসা ছিল না। মসজিদ ভিত্তিক এ সকল পাঠচক্রের জন্যও কোনো নির্ধারিত পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি ছিল না। আলিমগণ আগ্রহী ছাত্রদের নিয়ে কিছু গ্রন্থ পাঠ করতেন। পবিত্রভূমি মক্কার শিক্ষাব্যবস্থার এ দুর্বলতা শাইখ রাহমাতুল্লাহকে ব্যথিত ও চিন্তিত করে। তিনি এ অপূর্ণতা দূর করতে সচেষ্ট হন। সম্পূর্ণ নিজ উদ্যোগে ১২৮৫ হিজরির রবীউল আউয়াল মাসে (১৮৬৮ সালের জুলাই মাসে) তিনি মক্কায় একজন ভারতীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাড়িতে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। মাদরাসাটি তখন 'আল মাদরাসা আল হিনদিয়্যা' অর্থাৎ 'ভারতীয় মাদরাসা' এবং 'মাদরাসাতুশ শাইখ রাহমাতুল্লাহ' বা 'শাইখ রাহমাতুল্লাহর মাদরাসা' নামে পরিচিত ছিল। স্থানের সংকীর্ণতার কারণে শাইখ রাহমাতুল্লাহ মাদরাসাটিকে যথাযথ রূপ দিতে পারছিলেন না। এমতাবস্থায় ১২৮৯ হিজরি সালে (১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দ) 'সাওলাতুন নেসা বেগম' নামক একজন ধনাঢ্য বাঙালি মহিলা হজ্জ করতে মক্কায় আগমন করেন। তখন মক্কায় অবস্থানরত ভারতীয় 'আলিমদের মধ্যে রাহমাতুল্লাহই ছিলেন সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। উক্ত মহিলা মক্কায় একটি মুসাফিরখানা বা দরিদ্র হাজিদের জন্য 'রিবাত' প্রতিষ্ঠার জন্য রাহমাতুল্লাহর সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। রাহমাতুল্লাহ তাকে মুসাফিরখানার পরিবর্তে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। উক্ত মহিলা এ প্রস্তাবে সম্মত হয়ে রাহমাতুল্লাহকে মাদরাসা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব প্রদান করেন। সাওলাতুন নেসার অনুদানের দ্বারা রাহমাতুল্লাহ প্রয়োজনীয় জমি ক্রয় করে তাঁর মাদরাসাটি তথায় স্থানান্তরিত করেন। ১২৯০ হিজরির ১৫ই শাবান বুধবার (৮/১০/১৮৭৩) নতুন ভবনে মাদরাসাটির উদ্বোধন হয়। অনুদানকারীর নাম অনুসারে শাইখ রাহমাতুল্লাহ মাদরাসাটির নামকরণ করেন 'আল মাদরাসাতুস সাওলাতিয়্যাহ' তথা 'সাওলাতিয়্যাহ মাদরাসাহ'। মৃত্যু পর্যন্ত পরবর্তী প্রায় দুই দশক শাইখ রাহমাতুল্লাহ মাদরাসাটির পরিচালক ও প্রধান শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।[৪১]

[৪০]. আব্দুল্লাহ ইবরাহীম আনসারি, প্রাগুক্ত ২/১৭-১৮।

[৪১]. আব্দুল্লাহ ইবরাহীম আনসারি, প্রাগুক্ত ২/১৫-১৬: ড. মোহর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪; ড. মালকাবি, প্রাগুক্ত, ১/২১।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

শাইখ রাহমাতুল্লাহর প্রতিষ্ঠিত এ মাদরাসাটি ছিল মক্কার প্রথম মাদরাসা। শুধু মক্কা বা হিজাযেই নয়, উপরন্তু সমগ্র আরব উপদ্বীপে বা বর্তমান সৌদি আরবের ইতিহাসে এটিই ছিল প্রথম নিয়মতান্ত্রিক বিদ্যালয়। আরব উপদ্বীপের শিক্ষা ও সভ্যতার ইতিহাসে এবং বিশেষ করে মক্কা ও হিজাযের শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসে এ মাদরাসাটির অবদান অবিস্মরণীয় ও অতুলনীয়। পরবর্তী প্রায় অর্ধ শতাব্দী পর্যন্ত এই মাদরাসাটিই ছিল হিজায ও গোটা সৌদি আরবের শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং শিক্ষা-আন্দোলনের মূল কেন্দ্র।

৮. জীবনাবসান

ভারতের ইংরেজ শাসকগণ এবং খ্রিস্টান প্রচারকগণ চেয়েছিলেন রাহমাতুল্লাহর কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দিতে। সাময়িক সামরিক বিজয় তারা লাভ করেছিলেন। তারা ভেবেছিলেন এ বিজয়ের মাধ্যমেই তারা রাহমাতুল্লাহকে থামিয়ে দিতে পারবেন। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল ভিন্ন। জিহ্বা, কলম ও তরবারির এ মহান মুজাহিদকে আল্লাহ হেফাযত করলেন, তাঁকে তৎকালীন মুসলিম বিশ্বে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম হিসেবে ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে সম্মানিত করলেন এবং কর্মময় দীর্ঘ জীবন দান করলেন। শিক্ষা বিস্তার, ইসলাম প্রচার, খ্রিস্টান পাদরিদের অপপ্রচারের প্রতিরোধ ও সামগ্রিকভাবে ইসলামের খেদমতে বিভিন্নমুখী অবিস্মরণীয় অবদান রাখার পরে প্রায় ৭৫ বছর বয়সে ১৩০৮ হিজরির রামাদান মাসের ২২ তারিখ শুক্রবার (১/৫/১৮৯১ খ্রি.) তিনি পবিত্র মক্কায় ইন্তিকাল করেন এবং মক্কার 'মুয়াল্লা' গোরস্থানে উম্মুল মুমিনীন খাদীজাতুল কুবরা ﵂-এর কবরের নিকটে তাঁকে দাফন করা হয়।[৪২]

৯. রচনাবলি

আল্লামা রাহমাতুল্লাহ খ্রিস্টান পাদরিদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে ওয়ায-মাহফিল ও গণসংযোগের জন্য ভারতের বিভিন্ন এলাকায় ভ্রমণ করতেন। এছাড়া প্রচারকদের প্রশিক্ষণেও তিনি কর্মরত ছিলেন। এ সকল কর্মের পাশাপাশি অনেকগুলো মূল্যবান গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। সেগুলোর মধ্যে কিছু পুস্তক ছিল ইসলামি আকীদা, ফিকহ ইত্যাদি কেন্দ্রিক। যেমন, শিয়াদের আকীদা বা ধর্মবিশ্বাসের বিভ্রান্তি অপনোদনে প্রসিদ্ধ ভারতীয় আলিম শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলবি (১৭৪৬-১৮২৪ খ্রি./ ১১৫৯-১২৩৯ হি.) রচিত 'আত তুহফাতুল ইসনা আশারিয়া' নামক ফারসি গ্রন্থটি তিনি আরবিতে অনুবাদ করেন এবং সালাতের মধ্যে হাত উঠানো বা

[৪২]. ড. মোহর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪; ড. মালকাবি, প্রাগুক্ত, ১/২১; আব্দুল্লাহ ইবরাহীম আনসারি, প্রাগুক্ত ২/২২-২৩।

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

রাফউল ইয়াদাইন বিষয়ে একটি পুস্তিকা রচনা করেন। এছাড়া তিনি তুরস্কে অবস্থানকালে 'ইযহারুল হক' পুস্তক রচনার পরে 'আত তাম্বীহাত ফী ইসবাতিল ইহতিয়াজ ইলাল বি'সাতি ওয়াল হাশর' (পুনরুত্থান ও পরকালের প্রয়োজনীয়তা ও বাস্তবতার প্রমাণ) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থে তিনি তুর্কি মুসলিম সমাজে বিদ্যমান নাস্তিক ও পরকাল অস্বীকারকারীদের বিশ্বাসের বিভ্রান্তি ও পরকালের বিশ্বাসের যৌক্তিক দিক আলোচনা করেন।

আল্লামা রাহমাতুল্লাহর অবশিষ্ট রচনাবলি মূলত খ্রিস্টান প্রচারকদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে বা তাদের রচিত বিভিন্ন পুস্তকের বিভ্রান্তি অপনোদনে রচিত। এ সকল গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে:

(১) ইযালাতুল আওহাম (বিভ্রান্তি অপনোদন)। খ্রিস্টান পাদরিদের বিভিন্ন বিভ্রান্তিকর অপপ্রচার খণ্ডন করতে শাইখ রাহমাতুল্লাহ ফারসি ভাষায় পুস্তকটি রচনা করেন। ১২৬৯ হিজরি সালে (১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে) দিল্লিতে পুস্তকটি মুদ্রিত হয়। মুদ্রিত পুস্তকটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৫৬৪। শাইখ নূর মুহাম্মাদ উর্দু ভাষায় গ্রন্থটি অনুবাদ করেন। তিনি উর্দু অনুবাদটির নামকরণ করেন 'দাফিউল আসকাম' (অসুস্থতার প্রতিকার)।

(২) ইযালাতুশ শুকূক (সন্দেহ অপনোদন)। খ্রিস্টান পাদরিগণের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে উর্দু ভাষায় তিনি গ্রন্থটি রচনা করেন। আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, খ্রিস্টান পাদরিগণ ব্যাপক প্রচারণা, মিথ্যাচার, লোভ বা ভয়-প্রদর্শন ও জবরদস্তির মাধ্যমে ঊনবিংশ শতকের তৃতীয়-চতুর্থ দশকে কয়েকজন সাধারণ অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত মুসলিমকে বিভ্রান্ত করে খ্রিস্টান বানাতে সক্ষম হন। তারা এদের নামের আগে মৌলভি, মুনশি ইত্যাদি 'উপাধি' লাগিয়ে এদের নামে বিভিন্ন বইপুস্তক রচনা করে প্রচার করতেন। করাচি শহরের এরূপ একজন ধর্মান্তরিতের নামে পাদরিগণ 'সুআলাতু কারানজি' বা কারানজির প্রশ্নাবলি নামে ইসলাম ধর্ম ও মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে আপত্তিকর ও বিভ্রান্তিকর ২৯টি প্রশ্ন সম্বলিত একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। বিষয়টি জানতে পেরে দিল্লির মোগল সম্রাটের পুত্র ও যুবরাজ মির্যা ফাখরুদ্দীন বাহাদুর পুস্তকটি শাইখ রাহমাতুল্লাহর নিকট প্রেরণ করেন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদানের জন্য তাঁকে অনুরোধ করেন। তিনি সানন্দে এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১২৬৮ হিজরি সালে (১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে) প্রশ্নগুলোর উত্তরে তিনি দুই খণ্ডে ১১১৬ পৃষ্ঠার এ বিশাল পুস্তক রচনা করেন। অগণিত অকাট্য ও সুস্পষ্ট দলীলের মাধ্যমে তিনি এই পুস্তকে মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুয়াতের সত্যতা এবং বাইবেলের বিকৃতি প্রমাণ করেন। শাইখ রাহমাতুল্লাহর ছাত্র ও মাদ্রাজের 'আল বাকিয়াতুস সালিহাত' মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা শাইখ আব্দুল ওয়াহ্হাব

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

বেল্লোরি নিজ খরচে পুস্তকটি মুদ্রণের ব্যবস্থা করেন।

(৩) আল ই'জাযুল ঈসাবি (ঈসা ﷺ-এর অলৌকিক কর্ম)। আগ্রায় ১২৭০ হিজরিতে (১৮৫৩-১৮৫৪) তিনি উর্দু ভাষায় পুস্তকটি রচনা করেন এবং ১২৭১ হিজরি সালে (১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে) পুস্তকটি প্রকাশ করা হয়। ৭৭৩ পৃষ্ঠার এই বৃহৎ পুস্তকে তিনি অকাট্য প্রমাণাদির মাধ্যমে নিশ্চিত করেন যে, প্রচলিত বাইবেল বিকৃত ও পরিবর্তিত এবং মুহাম্মাদ ﷺ-এর শরীআতের দ্বারা বাইবেলের অনেক বিধান রহিত হয়ে গিয়েছে।

(৪) আহসানুল আহাদীস ফী ইবতালিত তাসলীস (ত্রিত্ববাদ খণ্ডনে সর্বোত্তম বক্তব্য)। ১২৭১ হি. (১৮৫৪ খ্রি.) তিনি পুস্তকটি রচনা করেন। এবং পরবর্তীতে তা প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে তিনি জ্ঞান, যুক্তি, বুদ্ধি ও বাইবেলের বিভিন্ন উক্তির আলোকে ত্রিত্ববাদের অসারতা ও ভিত্তিহীনতা প্রমাণ করেন।

(৫) আল বুরূকুল লামিআ (উজ্জ্বল বিদ্যুতের আলোকচ্ছটা)। তিনি আরবি ভাষায় পুস্তকটি রচনা করেন। এ পুস্তকে তিনি মুহাম্মাদ ﷺ-এর আবির্ভাব বিষয়ে বাইবেলের নতুন ও পুরাতন নিয়মের বহুসংখ্যক উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করেন যে, বাইবেলের শিক্ষা ও নির্দেশনা অনুসারেই তিনি শ্রেষ্ঠ ও শেষ নবী। পুস্তকটি মুদ্রিত হয়নি। ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে ইংরেজগণ শাইখ রাহমাতুল্লাহর সম্পত্তি লুট করে নিলামে বিক্রয় করে এবং তাঁর লিখিত বইপুস্তক পাঠ, প্রকাশ বা ঘরে রাখা নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করে। এ সময়ে তাঁর লিখিত অমুদ্রিত কয়েকটি মূল্যবান পাণ্ডুলিপি নষ্ট বা লুণ্ঠিত হয়। এগুলোর মধ্যে এই পুস্তকটিও ছিল।

(৬) মুআদ্দিলু ই'বিজাজিল মীযান (মাপযন্ত্রের বক্রতা সংশোধনকারী)। উর্দু ভাষায় তিনি পুস্তকটি রচনা করেন। ড. ফানডার রচিত 'মীযানুল হক' (Scale of Truth) বা 'সত্যের মাপদণ্ড' গ্রন্থটির কথা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। এটি ইসলামের বিরুদ্ধে লিখিত পাদরিদের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ও ধ্বংসাত্মক পুস্তক। ইচ্ছাকৃত মিথ্যাচার ও তথ্য-বিকৃতিতে পুস্তকটি পরিপূর্ণ। ১৮৩৩ সালে বইটির প্রথম ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং ১৮৩৫ সালে তিনি তার ফারসি অনুবাদ প্রকাশ করেন। পরবর্তী কালে তার উর্দু অনুবাদও প্রকাশিত হয়। ভারতের পাদরিগণ মুসলিমদের মধ্যে খ্রিস্টধর্ম প্রচারে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে বিষোদ্গারের জন্য এ পুস্তকটির উপরেই মূলত নির্ভর করতে থাকেন। ভারতের কতিপয়

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

মুসলিম আলিম এ পুস্তকের মিথ্যাচার ও তথ্য-বিকৃতির বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। সেগুলোর মধ্যে ছিল শাইখ আবু মানসূর দেহলবি লিখিত 'মীযানুল মীযান' (মাপদণ্ডের মাপদণ্ড), শাইখ মুহাম্মাদ আল হাসান রচিত 'আল ইসতিফসার' (ব্যাখ্যা অনুসন্ধান) ও শাইখ রাহমাতুল্লাহ লিখিত 'ইযালাতুল আওহাম' (বিভ্রান্তি অপনোদন)। এ সকল গ্রন্থের সমালোচনার কারণে মি. ফানডার সতর্ক হন। তিনি তার পুস্তকের কিছু তথ্য পরিবর্তন করেন এবং বিশেষ করে তথ্যাদির পুনর্বিন্যাস করেন এবং ১৮৪৯ সালে আগ্রায় ফারসি ভাষায় পুস্তকটির নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেন। পরবর্তী বছর ১৮৫০ সালে বইটির উর্দু সংস্করণ প্রকাশ করেন। মি. ফানডারের পুনর্বিন্যাসের ফলে বইটির বিষয়বস্তু ও মিথ্যাচারের বিশেষ পরিবর্তন না হলেও ভাষা ও বিন্যাস পরিবর্তিত হয়ে যায়। ফলে ইসতিফসার বা ইযালাতুল আওহাম গ্রন্থ পাঠ করে 'মীযানুল হক' গ্রন্থের সাথে মেলাতে গেলে পাঠক পৃষ্ঠা, খণ্ড ও বাক্যের মিল খুঁজে পাবেন না। এতে পাঠকের কাছে মনে হবে যে, আল হাসান বা রাহমাতুল্লাহ মি. ফানডারের পুস্তক না পড়ে আন্দাযে তার বিরুদ্ধে লিখেছেন। এজন্য শাইখ রহমাতুল্লাহ এ নতুন সংস্করণের বিভ্রান্তি ও মিথ্যাচার প্রকাশের জন্য 'মুআদ্দিলু ই'বিজাজিল মীযান বা মাপযন্ত্রের বক্রতা সংশোধনকারী' নামক এই পুস্তকটি রচনা করেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণে শাইখ রাহমাতুল্লাহ পুস্তকটি মুদ্রণ করতে পারেননি। এ সময়ে পুস্তকটির পাণ্ডুলিপি হারিয়ে যায়।

(৭) তাকলীবুল মাতাইন (অভিযোগের প্রত্যুত্তর)। মি. স্মিথ নামক জনৈক পাদরি 'তাহকীকু দীনিল হক' (সত্য ধর্ম অনুসন্ধান) নামে একটি পুস্তক রচনা করেন। ১৮৪২ সালে ভারতে তিনি পুস্তকটি প্রকাশ করেন। শাইখ মুহাম্মাদ আল হাসান পুস্তকটির প্রতিবাদে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ফলে পাদরি মি. স্মিথ তার বইয়ের বিষয়বস্তু কিছু পরিবর্তন ও পুনর্বিন্যাস করেন এবং ১৮৪৬ সালে পুস্তকটির নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেন। শাইখ রাহমাতুল্লাহ 'তাকলীবুল মাতাইন' নামক এই পুস্তকে উক্ত পুস্তকের নতুন সংস্করণের অভিযোগাদি খণ্ডন করেন ও ভুলভ্রান্তি তুলে ধরেন। এই গ্রন্থটিও অমুদ্রিত অবস্থায় হারিয়ে যায়।

(৮) 'মি'ইয়ারুত তাহকীক' (সত্যানুসন্ধানের মানদণ্ড)। পাদরি সাফদার আলী 'তাহকীকুল ঈমান' (বিশ্বাসের অনুসন্ধান) নামক একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। পুস্তকটির প্রতিবাদে শাইখ রাহমাতুল্লাহ এই পুস্তকটি রচনা করেন। এই পুস্তকটিও অমুদ্রিত অবস্থায় হারিয়ে যায়। উপরের ৮টি পুস্তকই শাইখ রাহমাতুল্লাহ ভারতে থাকা অবস্থায় রচনা করেন।[৪৩]

[৪৩]. ড. মালকাবি, প্রাগুক্ত, ১/১৮-২১; আব্দুল্লাহ ইবরাহীম আনসারি, প্রাগুক্ত ২/১০।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

(৯) ইযহারুল হক (সত্যের প্রকাশ)। আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি যে, গ্রন্থকার ইস্তাম্বুলে বসে ১৮৬৪ সালে পুস্তকটি রচনা করেন। খ্রিস্টধর্মের আলোচনায় ও ইসলামের বিরুদ্ধে পাদরিদের বিভ্রান্তি অপনোদনে গ্রন্থটি অতুলনীয়। ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই অনেক মুসলিম মনীষী তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে ও বিশেষত খ্রিস্টধর্মের আলোচনায় বিভিন্ন পুস্তক রচনা করেছেন। এছাড়া ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণকারী নওমুসলিম অনেক ইয়াহুদি-খ্রিস্টান যাজক ও পণ্ডিত এ বিষয়ে অনেক পুস্তক রচনা করেছেন। তবে বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা, আলোচনার গভীরতা, তথ্যের বিশুদ্ধতা, তথ্যসূত্রের নিরপেক্ষতা ও নির্ভরযোগ্যতা এবং সামগ্রিক উপস্থাপনায় 'ইযহারুল হক' অসাধারণ ও অতুলনীয়। ইসলামি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গভীর পাণ্ডিত্যের পাশাপাশি গ্রন্থকার খ্রিস্টীয় ধর্মগ্রন্থ, ধর্মতত্ত্ব ও ইতিহাসে যে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন তা তাকে এই অসাধারণ গ্রন্থ রচনায় সক্ষম করেছে।

গ্রন্থটি শুধু মুসলিম জনসাধারণ ও আলিমগণকেই সাহায্য করেনি, উপরন্তু অনেক আলোকপ্রাপ্ত নও মুসলিমও এই পুস্তকটি থেকে উপকৃত হয়েছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন খ্রিস্টধর্ম থেকে ইসলাম গ্রহণকারী প্রসিদ্ধ আরবীয় রাজপুত্র, সাহিত্যিক, সমাজসেবক ও রাজনৈতিক নেতা আহমাদ ফারিস শিদইয়াক (১৮৮৭ খ্রি. /১৩০৪ হি.) এবং খ্রিস্টধর্ম থেকে ইসলাম গ্রহণকারী এই শতকের প্রসিদ্ধ মিশরীয় পাদরি, প্রচারক, খ্রিস্টধর্মতত্ত্ববিদ ও ধর্মতত্ত্বের শিক্ষক ইবরাহীম খলীল আহমাদ। একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা পাঠককে গ্রন্থটির বিষয়বস্তু ও গুরুত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করবে।

গ্রন্থকার তাঁর আলোচ্য বিষয়কে একটি ভূমিকা ও ৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন।

(ক) ভূমিকা: প্রায় অর্ধশতপৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ ভূমিকায় তিনি সংক্ষেপে প্রয়োজনীয় কিছু মূলনীতি আলোচনা করেছেন, যেগুলো বইয়ের আলোচনা অনুধাবন করতে সাহায্য করবে। এ সকল বিষয়ের মধ্যে রয়েছে (১) ধর্মীয় বিতর্ক ও বাদ-প্রতিবাদের কতিপয় মূলনীতি ও শিষ্টাচার, (২) এ গ্রন্থে খ্রিস্টধর্ম বিষয়ক তথ্যাদি সংগ্রহে বাইবেল এবং খ্রিস্টান পণ্ডিতদের লেখা যে সকল পুস্তকের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করেছেন সেগুলোর তথ্যাদি বর্ণনা, (৩) মীযানুল হক ও অন্যান্য গ্রন্থে মি. ফানডারের মিথ্যাচার ও তথ্য-বিকৃতির নমুনা, (৪) ইসলামি গ্রন্থাদি থেকে উদ্ধৃতি প্রদানের সময় ড. ফানডার ও অন্যান্য খ্রিস্টান লেখকের তথ্য বিকৃতির রীতি, (৫) পরধর্ম আলোচনায় খ্রিস্টান পাদরিদের অসহিষ্ণুতা, নোংরা গালাগালি ও অপমানজনক শব্দাদি

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

ব্যবহারের রীতি এবং এ সকল বিষয় বর্জন করার বিষয়ে গ্রন্থকারের ইচ্ছা, (৬) বাইবেলীয় নবীগণের বিষয়ে বাইবেলে উল্লেখিত ঘৃণ্য পাপের বর্ণনা ও উদ্ধৃতি উল্লেখের বিষয়ে মূলনীতি, (৭) ইসলামি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পাণ্ডিত্যের বিষয়ে পাদরি মহাশয়গণের গালভরা দাবি ও প্রকৃত মূর্খতার নমুনা।

(খ) প্রথম অধ্যায়ঃ বাইবেল পরিচিতি। এ অধ্যায়ে গ্রন্থকার বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মের পুস্তকাবলির বর্ণনা দিয়েছেন। অধ্যায়টিকে তিনি চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছেন। প্রথম পরিচ্ছেদে বাইবেলের স্বীকৃত, বিতর্কিত ও সন্দেহযুক্ত পুস্তকাদির নাম উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এ সকল পুস্তকের ইতিহাস উল্লেখ করেছেন। বিভিন্ন খ্রিস্টান গবেষকের দেওয়া তথ্য ও মতামতের আলোকে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, অধিকাংশ পুস্তকের লেখক বা সঙ্কলকের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। যাদের নামে এগুলো প্রচালিত তারা এগুলো লিখেছেন বলেও প্রমাণিত নয় এবং লেখক থেকে পরবর্তী কয়েক শত বা কয়েক হাজার বছর পর্যন্ত এর কোনো বর্ণনা সূত্র পাওয়া যায় না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে তিনি বাইবেলের নতুন ও পুরাতন নিয়মের পুস্তকাদির মধ্যে বিদ্যমান অগণিত ভুলভ্রান্তি ও বৈপরীত্যের বিষয়ে আলোচনা করেছেন। প্রথমে তিনি স্ববিরোধিতা ও বৈপরীত্যের আলোচনা করেছেন এবং বাইবেলের পুস্তকাদির মধ্যে বিদ্যমান ১২৫টি বৈপরীত্য ও স্ববিরোধিতা উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে পুরাতন নিয়ম থেকে ৪৫টি স্ববিরোধিতা বা বৈপরীত্যের নমুনা উল্লেখ করেছেন এবং অবশিষ্টগুলো নতুন নিয়ম থেকে উল্লেখ করেছেন। চতুর্থ পরিচ্ছেদে তিনি বাইবেল ঈশ্বরের বাণী কি না তা আলোচনা করেছেন। খ্রিস্টান পণ্ডিত ও ধর্মগুরুদের তথ্য ও বক্তব্যের আলোকে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, খ্রিস্টানদের পক্ষে বাইবেলের সকল পুস্তক ওহি বা ঐশ্বরিক প্রেরণার মাধ্যমে লিখিত বলে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। তিনি ১৭টি বিষয়ের মাধ্যমে এ সম্পর্কে খ্রিস্টান পাদরিদের দাবির অসারতা প্রমাণ করেছেন। তিনি বাইবেলের পুস্তকাদির গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে প্রটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিকদের মতপার্থক্য উল্লেখ করেছেন। বিভিন্ন তথ্যের মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ-এর আগমনের পূর্বেই প্রকৃত তাওরাত ও ইঞ্জিল হারিয়ে গিয়েছে।

(গ) দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ বাইবেল বিকৃতি। এ অধ্যায়ে তিনি বাইবেলের বিকৃতি প্রমাণ করেছেন। অধ্যায়টিকে তিনি তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছেন। প্রথম পরিচ্ছেদে তিনি মূল শব্দের পরিবর্তে অন্য শব্দ ব্যবহারের

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

মাধ্যমে বিকৃতির বিষয়ে আলোচনা করেছেন। বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান এরূপ বিকৃতির ৩৫টি প্রমাণ তিনি উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে ৩১টি প্রমাণ পুরাতন নিয়ম থেকে ও অবশিষ্ট ৪টি প্রমাণ নতুন নিয়ম থেকে উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে মূল বক্তব্যের মধ্যে অতিরিক্ত কথা সংযোজনের মাধ্যমে বিকৃতি সাধনের বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান এ জাতীয় বিকৃতির ৪৫টি প্রমাণ উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে ২৬টি পুরাতন নিয়ম থেকে ও বাকিগুলো নতুন নিয়ম থেকে। তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি মূল বক্তব্য থেকে কিছু কথা বাদ দিয়ে বক্তব্যকে বিকৃত করার বিষয়টি আলোচনা করেছেন। তিনি বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান এ জাতীয় বিকৃতির ২০টি প্রমাণ উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে ১৫টি পুরাতন নিয়ম থেকে ও ৫টি নতুন নিয়ম থেকে।

এরপর তিনি বাইবেলেই বিশুদ্ধতার দাবিতে যে সকল বিভ্রান্তিকর ও ভিত্তিহীন কথা বলে খ্রিস্টান পাদরিগণ মুসলিমদেরকে বোকা বানানোর চেষ্টা করেন সেগুলো আলোচনা করেছেন এবং অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও শক্তিশালী দলীল-প্রমাণাদি দিয়ে তাদের এ সকল দাবি দাওয়ার অসারতা প্রমাণ করেছেন।

(ঘ) তৃতীয় অধ্যায়: রহিতকরণ। এ অধ্যায়ে তিনি রহিতকরণের বাস্তবতা প্রমাণ করেছেন। তিনি রহিতকরণের অর্থ ও ক্ষেত্র ব্যাখ্যা করেছেন। এছাড়া যুক্তি ও বিবেকের আলোকে আল্লাহর বিধান রহিত হওয়ার বাস্তবতা ও যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেছেন। এরপর তিনি বাইবেলের বহু সংখ্যক উদ্ধৃতি দিয়ে তার বাস্তবতা প্রমাণ করেছেন। বাইবেল থেকে প্রায় অর্ধশত উদাহরণ দিয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, একই ভাববাদীর (নবীর) ব্যবস্থায় (শরীআতে) আগের বিধান পরের নির্দেশ দ্বারা রহিত করা হয়েছে এবং পূর্ববর্তী ভাববাদী (নবী)-র শরীআতের বিধান পরবর্তী ভাববাদীর শরীআতে রহিত করা হয়েছে। ইয়াহুদি ও খ্রিস্টানগণ দাবি করেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ-এর ব্যবস্থার মাধ্যমে ইয়াহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মের বিধিবিধান রহিত হওয়া অসম্ভব। তিনি তাদের এই দাবির অসারতা প্রমাণ করেছেন।

(ঙ) চতুর্থ অধ্যায়: ত্রিত্ববাদ খণ্ডন। এ অধ্যায়ে গ্রন্থকার ত্রিত্ববাদের অসারতা ও ভিত্তিহীনতা প্রমাণ করেছেন। অধ্যায়টিকে তিনি ১টি ভূমিকা ও তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছেন। ভূমিকায় তিনি ত্রিত্ববাদ ও যিশুর ঈশ্বরত্ব বিষয়ে খ্রিস্টানদের বিশ্বাস আলোচনার ক্ষেত্রে ১২টি মূলনীতি উল্লেখ করেছেন। প্রথম পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধি ও যুক্তির আলোকে ত্রিত্ববাদের অসারতা প্রমাণ করেছেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তিনি

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

যিশুর বক্তব্যের দ্বারা ত্রিত্ববাদের অসারতা প্রমাণ করেছেন। তিনি যিশুর ১২টি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, যেগুলো সুস্পষ্টভাবে ত্রিত্ববাদকে ভিত্তিহীন বলে প্রমাণ করে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে তিনি যিশুর ঈশ্বরত্ব ও ত্রিত্ববাদের স্বপক্ষে ত্রিত্ববাদীরা বাইবেলের যে সকল উক্তি উদ্ধৃত করেন সেগুলোর আলোচনা করে প্রমাণ করেছেন যে এ সকল উক্তির কোনোটিই দ্ব্যর্থহীন ও সুস্পষ্ট নয়। বরং অন্যান্য সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন বক্তব্যের আলোকে এগুলোর সঠিক অর্থ ত্রিত্ববাদের অসারতা প্রমাণ করে।

(চ) পঞ্চম অধ্যায়: কুরআনের অলৌকিকত্ব। এ অধ্যায়ে গ্রন্থকার প্রমাণ করেছেন যে কুরআন সন্দেহাতীতভাবে আল্লাহর বাণী এবং কুরআনের বিষয়ে পাদরিগণের বিভ্রান্তি ও অপপ্রচারের জবাব দিয়েছেন। অধ্যায়টিকে তিনি চারটি পরিচ্ছেদে ভাগ করেছেন। প্রথম পরিচ্ছেদে বারোটি সুস্পষ্ট বিষয়ের আলোকে প্রমাণ করেছেন যে, কুরআন আল্লাহর বাণী। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তিনি কুরআনের বিষয়ে পাদরিগণের বিভ্রান্তি ও অপপ্রচারের উত্তর প্রদান করেছেন। তৃতীয় পরিচ্ছেদে তিনি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের নিকট সংরক্ষিত সহীহ হাদীসসমূহের বিশুদ্ধতা ও গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করেছেন। চতুর্থ পরিচ্ছেদে তিনি হাদীসের বিষয়ে পাদরিগণের বিভ্রান্তি ও অপপ্রচারের উত্তর প্রদান করেছেন।

(ছ) ষষ্ঠ অধ্যায়: মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুয়াত। এ অধ্যায়ে তিনি মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুয়াত প্রমাণ করেছেন এবং এ বিষয়ক সন্দেহ ও বিভ্রান্তি অপনোদন করেছেন। তিনি অধ্যায়টিকে দুটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেন। প্রথম পরিচ্ছেদে তিনি মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুয়াতের প্রমাণ আলোচনা করেছেন। ৬ দিক থেকে তিনি তা প্রমাণ করেছেন: (১) তাঁর অলৌকিক কর্মসমূহ, (২) তাঁর অসাধারণ চরিত্র ও আচরণ, (৩) তাঁর শরীআতের অসাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ, (৪) গ্রন্থ ও ব্যবস্থাবিহীন জাতির মধ্যে তাঁর আগমন, (৫) বিশ্বমানবতার প্রয়োজনের সময়ে তাঁর আগমন ও (৬) বাইবেলে পূর্ববর্তী ভাববাদীগণ কর্তৃক তাঁর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী। প্রত্যেকটি বিষয় তিনি সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন যৌক্তিক আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন এবং ষষ্ঠ বিষয়ে তিনি বাইবেল থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিষয়ে ১৮টি ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করেছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, যিশুর বিষয়ে বাইবেলের যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী খ্রিস্টানগণ উল্লেখ করেন, সেগুলোর চেয়ে মুহাম্মাদ ﷺ-এর আগমন ও পরিচয় বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণীগুলো অনেক বেশি সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিত। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তিনি মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিষয়ে পাদরিগণের উত্থাপিত অভিযোগ ও বিভ্রান্তিকর অপপ্রচারগুলোর জবাব প্রদান করেছেন।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

কুরআন ও মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিরুদ্ধে পাদরিগণের উত্থাপিত আপত্তি ও অভিযোগগুলো খণ্ডনের ক্ষেত্রে আল্লামা রাহমাতুল্লাহর অসাধারণ বৈশিষ্ট্য বাইবেলের আলোকে অভিযোগ খণ্ডন ও তুলনামূলক আলোচনা। প্রতিটি আপত্তি তিনি বাইবেলের সুস্পষ্ট বক্তব্য দিয়ে খণ্ডন করেছেন। এছাড়া তিনি পাদরিগণের প্রত্যেক অভিযোগের বিষয়ে অসংখ্য উদাহরণের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, তারা কুরআন এবং মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি ও অভিযোগ উত্থাপন করেন সেগুলোর প্রত্যেকটি আপত্তি ও অভিযোগ বাইবেল, যিশুখ্রিস্ট ও অন্যান্য বাইবেলীয় ভাববাদীর ক্ষেত্রে অনেক বেশি প্রযোজ্য। যেমন পাদরিগণ জিহাদের কারণে ইসলাম ও মুহাম্মাদ ﷺ-কে অভিযুক্ত করেন, অথচ বাইবেলের মধ্যে গণহত্যা, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, অবিশ্বাসীদের হত্যা ও নির্যাতন ও জাতিগত বিদ্বেষের অগণিত নির্দেশ রয়েছে। অনুরূপভাবে পাদরিগণ বহুবিবাহের কারণে মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করেন, অথচ বাইবেলের মধ্যে অনিয়ন্ত্রিত বহুবিবাহ ছাড়াও যিশু ও অন্যান্য বাইবেলীয় ভাববাদীর জীবনে নারীঘটিত অনেক কলঙ্ক ও অপরাধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

তুর্কি খলীফার উদ্যোগে মূল 'ইযহারুল হক' গ্রন্থ এবং বিভিন্ন ভাষায় এর অনুবাদ প্রকাশ খ্রিস্টানদেরকে অত্যন্ত বিচলিত করে। তারা সুসংগঠিতভাবে চেষ্টা করতে থাকেন, বইটিকে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখতে। এর মুদ্রিত কপিগুলো তারা বাজার থেকে ক্রয় করে নষ্ট করে ফেলতে থাকেন; যেন কোনো মুসলিম বা খ্রিস্টান সাধারণ পাঠকের হাতে তা না পৌঁছায়। তবে পুস্তকটির প্রকাশ ও প্রচারের বিষয়ে তুর্কি খলীফা ও প্রশাসনের বিশেষ মনোযোগ থাকার কারণে তাদের এই অপচেষ্টা পুরোপুরি সফলতা লাভ করতে পারে না।[৪৪]

গ্রন্থটির প্রথম ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ার পরে 'লন্ডন টাইমস' (London Times) পত্রিকায় বইটির বিষয়ে মন্তব্য করে বলা হয়, মুসলিমগণ যদি এই পুস্তকটি পাঠ অব্যাহত রাখে তবে মুসলিম সমাজে খ্রিস্টধর্মের প্রচার ও প্রসার চিরতরে থেমে যাবে। একজন মানুষও খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করবে না বরং সকলেই ইসলামকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে।[৪৫]

প্রকৃত অবস্থাও তাই হয়েছে। গ্রন্থটি অগণিত মুসলিম পাঠককে অভূতপূর্ব ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত করেছে, অনেক অমুসলিম পাঠককে ঈমানের পথে অনুপ্রাণিত করেছে, অনেক মুসলিম গবেষককে গবেষণার

[৪৪]. ড. মালকাবি, প্রাগুক্ত, ১/৭৪।
[৪৫]. আব্দুল্লাহ ইবরাহীম আনসারি, প্রাগুক্ত ২/১৫; ড. মালকাবি, প্রাগুক্ত, ১/৭৪।

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

প্রেরণা ও তথ্য প্রদান করেছে এবং সর্বোপরি এ গ্রন্থ অনেক পাঠককে উদ্বুদ্ধ করেছে খ্রিস্টান মিশনারি ও পাদরিদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ সমকালীন প্রসিদ্ধতম ইসলাম প্রচারক ও তার্কিক আহমাদ দীদাত ﵀। তিনি কাকতালীয় ভাবে এই পুস্তকটি পাঠ করার সুযোগ পান। এই পুস্তকই খ্রিস্টান প্রচারকদের বিরুদ্ধে ময়দানে অবতীর্ণ হতে তাকে অভূতপূর্ব প্রেরণা এবং অজেয় জ্ঞানের অস্ত্র প্রদান করে। এ প্রসঙ্গে আলোচনাকালে তিনি এক স্থানে বলেন, “My discovery of the book ‘IZHARUL HAQ’ was the turning point in my life. After a short while I was able to invite the trainee missionaries of Adams Mission College and cause them to perspire under the collar until they developed a respect for Islam and its Holy Apostle.”[৪৬]

মসি, অসি ও জিহ্বার মুজাহিদ আল্লামা রাহমাতুল্লাহ কিরানবিকে মহান আল্লাহ ইসলাম ও মুসলিম উম্মাতের পক্ষ থেকে সর্বোত্তম পুরস্কার প্রদান করুন এবং তাঁর গ্রন্থাবলি, বিশেষত মহামূল্যবান ‘ইযহারুল হক’ গ্রন্থটি পৃথিবীর সকল সত্যসন্ধানীর হাতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করুন। আমীন।

AS-SUNNAH TRUST

[৪৬]. Ahmed Deedat, IS THE BIBLE GOD’S WORD (Riyadh, International Islamic Publishing House), p 62.

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

ষষ্ঠ অধ্যায়

মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুওয়াতের প্রমাণ ও পাদরিগণের বিভ্রান্তি অপনোদন

এই অধ্যায়ে দুইটি পরিচ্ছেদ রয়েছে

প্রথম পরিচ্ছেদঃ মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুয়াতের প্রমাণ

এই পরিচ্ছেদে ৬টি অনুচ্ছেদে আমরা ৬ দিক থেকে তাঁর নবুয়াত প্রমাণ করব

প্রথম দিক: তাঁর অলৌকিক চিহ্নসমূহ

দ্বিতীয় দিক: তাঁর চরিত্র ও আচরণ

তৃতীয় দিক: তাঁর ধর্মব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

চতুর্থ দিক: তাঁর আগমন ও বিজয়ের অবস্থা

পঞ্চম দিক: মানবতার প্রয়োজনের সময়েই তাঁর আগমন

ষষ্ঠ দিক: পূর্ববর্তী ভাববাদীদের ভবিষ্যদ্বাণী

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ পাদরিগণের বিভ্রান্তি অপনোদন

এই পরিচ্ছেদে একটি ভূমিকা ও চারটি অভিযোগের জবাব রয়েছে

(১) জিহাদ বিষয়ক অভিযোগ

(২) অলৌকিক চিহ্ন বিষয়ক অভিযোগ

(৩) নারী বিষয়ক অভিযোগ

(৪) মুহাম্মাদ ﷺ-এর পাপ ও শাফাআত বিষয়ক অভিযোগ

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুয়াতের প্রমাণ

প্রথম অনুচ্ছেদ

মুহাম্মাদ ﷺ-এর অলৌকিক চিহ্নসমূহ

মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুয়াত প্রমাণের প্রথম দিক তাঁর অলৌকিক কথা ও কর্মসমূহ। মুহাম্মাদ ﷺ কর্তৃক বহুসংখ্যক অলৌকিক চিহ্ন প্রকাশিত হয়েছে। এ পর্যায়ে আমরা এ জাতীয় কিছু অলৌকিক কর্ম এখানে উল্লেখ করব। কুরআন ও সহীহ হাদীস থেকে আমরা এগুলো উল্লেখ করব। হাদীসের ক্ষেত্রে আমাদের আলোচনায় আমরা হাদীসের সনদ বা অবিচ্ছিন্ন সূত্র পরম্পরা ও তথ্যসূত্র উল্লেখ করব না। সহীহ হাদীসের গ্রন্থগুলোতে এগুলো সংকলিত রয়েছে। দুই শ্রেণিতে আমি এ সকল অলৌকিক বিষয় আলোচনা করব। ইতোপূর্বে ৫ম অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদ থেকে পাঠক বিস্তারিতভাবে জেনেছেন যে, এ সকল বিষয়ে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত মৌখিক বর্ণনা বা হাদীসের উপর নির্ভর করা যায়। জ্ঞান, বিবেক, যুক্তি ও ধর্মীয় নির্দেশনা সবই তা সমর্থন করে। এ জন্য আমরা কুরআনের পাশাপাশি মুহাদ্দিসগণের নিরীক্ষায় উর্ত্তীণ বিশুদ্ধতার শর্তাবলি পূর্ণকারী সহীহ হাদীস থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অলৌকিক নিদর্শনাবলি উল্লেখ করব।

প্রথম প্রকারের অলৌকিক নিদর্শনাবলি:

অতীত ও ভবিষ্যতের অজানা সংবাদ

মুহাম্মাদ ﷺ অতীত ও ভবিষ্যতের অনেক অজানা বিষয় বলেছেন। অতীত বিষয়াবলির মধ্যে অন্যতম পূর্ববর্তী নবীগণ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগণ বিষয়ক সংবাদাদি। তিনি কারো নিকট থেকে এগুলো শ্রবণ করেননি। কোনো গ্রন্থ থেকে তিনি এগুলো পাঠ করেননি। পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদের চতুর্থ বিষয় থেকে পাঠক তা জানতে পেরেছেন। এ দিকে ইঙ্গিত করে

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

কুরআনে আল্লাহ বলেছেন:

﴿تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا﴾

"এ সমস্ত অদৃশ্যলোকের সংবাদ, আমি আপনাকে ওহি দ্বারা অবহিত করছি, যা এর আগে আপনি জানতেন না এবং আপনার সম্প্রদায়ও জানত না।"[৪৭]

অতীতের নবীগণ ও জাতিগণের বর্ণনায় বাইবেলের বিবরণের সাথে কুরআনের বিবরণের কিছু পার্থক্য রয়েছে। ৫ম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে খ্রিস্টান পাদরিগণের দ্বিতীয় বিভ্রান্তির অপনোদনের সময় এ জাতীয় পার্থক্যের কারণ আলোচনা করেছি।[৪৮]

ভবিষ্যতের বিষয়ে মুহাম্মাদ ﷺ অনেক সংবাদ প্রদান করেছেন, যেগুলো পরবর্তী সময়ে যথাযথভাবে সংঘটিত হয়ে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রমাণ করেছে। প্রসিদ্ধ সাহাবি হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান ﷺ (৩৬ হি./৬৫৬ খ্রি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে কথা বললেন। সেই মুহূর্ত থেকে কিয়ামত বা মহাপ্রলয় পর্যন্ত যাকিছু ঘটবে সবই তিনি বললেন। শ্রোতাদের মধ্যে কেউ তা মনে রেখেছেন এবং কেউ তা ভুলে গিয়েছেন। আমার এ সকল সাথি এ সকল ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয়টি জানেন। তিনি যে সকল বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন সেগুলোর মধ্য থেকে কোনো বিষয় যখন আমার সামনে প্রকাশিত বা সংঘটিত হয় তখন আমি তা চিনতে পারি এবং তাঁর সেই বক্তৃতার কথা আমার মনে পড়ে। প্রবাস থেকে আগত পূর্ব পরিচিত মানুষের চেহারা দেখলে যেমন তার কথা মনে পড়ে যায় এবং তাকে চেনা যায়, ঠিক তেমনি আমি এ সকল ঘটনা যখন ঘটে তখন সেগুলোকে চিনতে পারি। বর্ণনাটি বুখারি ও মুসলিম সংকলন করেছেন।[৪৯]

পাঠক দেখেছেন যে, পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদের ৩য় বিষয়ের আলোচনায় আমরা কুরআনে উল্লেখিত ২২টি ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করেছি। মহান আল্লাহ কুরআনে আরো বলেছেন:

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ

[৪৭]. সূরা: (১১) হূদ, ৪৯ আয়াত।

[৪৮]. আমরা দেখেছি, আধুনিক গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, এ সকল পার্থক্যের ক্ষেত্রে কুরআনের বর্ণনাই সঠিক ও বাইবেলের বর্ণনা ভুল। ড. মরিস বুকাইলি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

[৪৯]. সহীহ বুখারি, হাদীস-৬৬০৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৮৯১; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৪২৪০। -সম্পাদক

AS SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوْا حَتَّى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيْبٌ﴾

"তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, যদিও এখনও তোমাদের নিকট তোমাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা আসেনি? অর্থ-সংকট ও দুঃখ-ক্লেশ তাদেরকে স্পর্শ করেছিল এবং তারা ভীত ও কম্পিত হয়েছিল। এমনকি রাসূল এবং তাঁর সাথে ঈমান আনয়নকারীগণ বলে উঠেছিল, আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? হ্যাঁ, আল্লাহর সাহায্য নিশ্চিতরূপেই নিকটবর্তী।"[৫০]

এই আয়াতে আল্লাহ মুমিনদেরকে ওয়াদা করলেন যে, ভবিষ্যতে তারা বিপদগ্রস্ত হবেন, প্রচণ্ড বিপদে প্রকম্পিত হবেন এবং আল্লাহর সাহায্য ও ত্রাণ প্রার্থনা করতে থাকবেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবিগণকে বলেন, "তোমাদের বিপদ কঠিন হয়ে উঠবে। আরবদের সম্মিলিত বাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে একত্রিত হবে। তবে চূড়ান্ত পরিণতিতে তোমরা তাদের উপর বিজয় লাভ করবে।" তিনি আরো বলেন, "আরবের সম্মিলিত বাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাবে। তারা নয় বা দশ হাজার সৈন্যের বাহিনী নিয়ে আসবে।"

পরবর্তী সময়ে এ সকল ভবিষ্যদ্বাণী সবই সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ যেভাবে বলেছিলেন, সেভাবেই ১০ হাজার সৈন্য নিয়ে আরবের সম্মিলিত বাহিনী মুসলিমদেরকে আক্রমণ করে। একমাস ধরে তারা মুসলিমদের সাথে প্রচণ্ড যুদ্ধ করে। এ দীর্ঘ সময় তারা মদীনার মুসলিমদেরকে অবরোধ করে রাখে। এ সময়ে মুসলিমগণ কঠিনতম কষ্ট, ভয় ও সঙ্কীর্ণতার মধ্যে কালাতিপাত করেন। তখন তাঁরা বলেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ আমদেরকে যে ওয়াদা করেছিলেন, এ তো সেই ওয়াদারই বাস্তবায়ন। তখন তাঁরা জান্নাত ও বিজয় লাভে নিশ্চিত হন। এ বিষয়ে কুরআনে আল্লাহ বলেন:

﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُوْنَ الْأَحْزَابَ قَالُوْا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُوْلُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيْمَانًا وَتَسْلِيْمًا﴾

"মুমিনগণ যখন সম্মিলিত বাহিনীকে দেখল, তারা বলে উঠল, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এ তো তাই এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তো সত্যই বলেছেন।' আর এতে তাঁদের ঈমান

[৫০]. সূরা: (২) বাকারা, ২১৪ আয়াত।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

ও আনুগত্য বৃদ্ধি পেল।"[৫১]

মুহাদ্দিসগণ হাদীসগ্রন্থসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী সংকলন করেছেন সেগুলোর মধ্যে রয়েছে:

(১) তিনি সাহাবিগণকে মক্কা, যিরূশালেম, ইয়ামান, সিরিয়া ও ইরাক বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করেন।[৫২]

(২) তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, নিরাপত্তাহীনতা ও বিশৃঙ্খলা দূরীভূত হয়ে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হবে, এমনকি একজন একাকী নারী উত্তর-পূর্ব আরবের হীরা শহর[৫৩] থেকে মক্কা পর্যন্ত দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করতে আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় পাবে না।[৫৪]

(৩) খাইবার বিজয়ের আগের দিন তিনি সংবাদ দেন যে, আগামীকাল আলী رضي الله عنه-এর হাতে খাইবারের পতন ঘটবে।[৫৫]

(৪) তিনি সাহাবিগণকে জানান যে, তাঁরা পারস্য সম্রাট ও রোমান (বাইজান্টাইন) সম্রাটের ধনভাণ্ডার বণ্টন করবেন।[৫৬]

(৫) পারসীয়দের মেয়েরা তাঁদের খেদমত করবে।[৫৭]

এ সকল ভবিষ্যদ্বাণী সাহাবিদের জীবদ্দশাতেই তিনি যেভাবে বলেছিলেন সেভাবেই বাস্তবায়িত হয়েছিল।

(৬) তাঁর উম্মাত ৭৩ উপদলে বিভক্ত হয়ে যাবে।[৫৮]

(৭) পারস্য সাম্রাজ্য একটি বা দুটি ধাক্কা, এরপর আর পারস্য সাম্রাজ্য থাকবে না। আর রোম অনেক শিঙ বিশিষ্ট, একটি শিঙ ধ্বংস হলে অন্য শিঙ তার স্থান দখল করবে। বহুদূর শেষ যুগ পর্যন্ত তারা পাথর ও সমুদ্রের অধিবাসী।[৫৯]

---

[৫১]. সূরা: (৩৩) আহযাব, ২২ আয়াত। [যামাখশারি, আল কাশশাফ ৩/৫৩১; যাইলায়ি, তাখরীজু আহাদীসিল কাশশাফ ৩/১০০। -সম্পাদক]

[৫২]. সুনান নাসায়ি, হাদীস-৩১৭৬। ইবনুল আসীর ও আলবানি হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। -সম্পাদক

[৫৩]. বর্তমান ইরাকের কূফা শহরের প্রায় ৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত একটি প্রাচীন আরবীয় রাজ্য।

[৫৪]. সহীহ বুখারি, হাদীস-৩৫৯৫; বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-১০১৩১। -সম্পাদক

[৫৫]. সহীহ বুখারি, হাদীস-৩৭০২; সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৪০৭। -সম্পাদক

[৫৬]. সহীহ বুখারি, হাদীস-৩০২৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৯১৮। -সম্পাদক

[৫৭]. কাযি ইয়ায, আশ শিফা ১/৬৫২-৬৫৩। -সম্পাদক

[৫৮]. সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৪৫৯৬; সুনান তিরমিযি, হাদীস-২৬৪০; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৩৯৯১। তিরমিযি, হাকিম, যাহাবি, আলবানি, শুআইব আরনাউত প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। -সম্পাদক

[৫৯]. ইসমায়ীল হাক্কি, রূহুল বায়ান ৭/৪; কাযি ইয়ায, আশ শিফা ১/৬৫৩। -সম্পাদক

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

এ হাদীসে রোম বলতে ইউরোপীয়গণকে এবং খ্রিস্টানগণকে বোঝানো হয়েছে। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেছিলেন তাই ঘটেছে। পারস্য সাম্রাজ্যের বা সাসানীয় সভ্যতার অস্তিত্ব চিরতরে বিলুপ্ত হয়েছে (ইসলামি সভ্যতার মধ্যে তা মিশে গিয়েছে)। কিন্তু রোমান সাম্রাজ্যের অবস্থা তার বিপরীত। উমার ﷺ-এর যুগে সিরিয়া-ফিলিস্তিন থেকে তাদের আধিপত্য তিরোহিত হয়েছে। রোমান সম্রাট হেরাক্লিয়াস (Heruclius II) মুসলিম বাহিনীর হাতে শোচনীয়রূপে পরাজিত হন এবং সমগ্র সিরিয়া ও ফিলিস্তিন থেকে তার আধিপত্য বিলুপ্ত হয়। কিন্তু রোমানদের রাজত্ব এতে বিলুপ্ত হয়নি। তাদের একটি শিঙের পতন ঘটলে অন্য শিঙ তার স্থান দখল করেছে।

(৮) তিনি বলেন, "মহান আল্লাহ পৃথিবীর পূর্বাঞ্চলগুলো থেকে পশ্চিমাঞ্চলগুলো পর্যন্ত আমার জন্য গুটিয়ে-সংকুচিত করেন। আমার জন্য পৃথিবীর যাকিছু গুটানো হয়েছিল আমার উম্মাতের রাজত্ব তথায় পৌঁছাবে"।[৬০]

অর্থাৎ পৃথিবীর দূরবর্তী ও নিকটবর্তী স্থানগুলো সংকুচিত করে আমাকে প্রদর্শন করান। এগুলোর মধ্যে যাকিছু আছে তা আমি দেখতে পাই। আমার উম্মাত ক্রমান্বয়ে একের পর এক এ সকল দেশ বিজয় করবেন এবং তথায় তাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। এই ভবিষ্যদ্বাণীও হুবহু বাস্তবায়িত হয়েছে। পূর্বে ভারত[৬১] থেকে পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলে অবস্থিত মরক্কোর তানজিয়ার (Tangier) পর্যন্ত সকল দেশে তাঁর উম্মাতের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাঁর ধর্ম প্রসার লাভ করে। লক্ষণীয় যে, পূর্ব ও পশ্চিমে তাঁর ধর্ম যেভাবে প্রসার লাভ করে, উত্তরে ও দক্ষিণে ঠিক সেভাবে প্রসার লাভ করেনি। আরো লক্ষণীয় যে, তিনি 'পূর্বাঞ্চলসমূহ' ও 'পশ্চিমাঞ্চলসমূহ' বহুবচন ব্যবহার করেছেন এবং আগে 'পূর্বাঞ্চলসমূহ' বলেছেন। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, পূর্ব-পশ্চিমের বিভিন্ন দেশে তার ধর্ম প্রসারিত ও প্রতিষ্ঠিত হবে, তাঁর ধর্মের অনুসারী আলিমগণ প্রকাশ লাভ করবেন এবং তা পশ্চিমের চেয়ে পূর্বে বেশি হবে।

(৯) তিনি বলেছেন, "পশ্চিমের বা প্রান্তের অধিবাসীগণ সর্বদা সত্যের উপরে বিজয়ী থাকবেন, মহাপ্রলয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত।" আবু উমামা ﷺ বর্ণিত অন্য হাদীসে তিনি বলেন, "আমার উম্মাতের একটি অংশ সর্বদা সত্যের উপরে বিজয়ী থাকবেন, তাদের নিকট আল্লাহর নির্দেশ আগমন করা পর্যন্ত।" কোনো কোনো বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, এরা কোথায়? তিনি বলেন, "বাইতুল মাকদিস বা ফিলিস্তিনে।" অন্য বর্ণনায়

[৬০]. সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৮৮৯; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৪২৫২। -সম্পাদক
[৬১]. বরং দূরপ্রাচ্য ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত ইসলামের আলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

তিনি বলেন, "তারা সিরিয়ায়"।[৬২] এজন্য অনেক ব্যাখ্যাকার মনে করেন যে, 'বাইতুল মাকদিস' বলতে সিরিয়া বোঝানো হয়েছে; কারণ সিরিয়া হিজাজ থেকে উত্তর-পশ্চিমে।

(১০) উমার ﵁ যতদিন জীবিত থাকবেন, ততদিন অশান্তি-বিশৃঙ্খলা প্রকাশিত হবে না। অবস্থা তাই হয়েছিল। উমার ﵁-এর জীবদ্দশায় মুসলিম সমাজে অশান্তি প্রকাশিত হয়নি। তিনি অশান্তি-বিশৃঙ্খলার দরজা উন্মোচনের পথে বাঁধা ছিলেন।[৬৩]

(১১) সুপথপ্রাপ্ত শাসক বা 'মাহদি'র আগমন হবে।[৬৪]

(১২) ঈসা মাসীহ ﵇ অবতরণ করবেন।[৬৫]

(১৩) দাজ্জাল বের হবে।[৬৬]

এই তিনটি বিষয় মহাপ্রলয়ের পূর্বে প্রকাশিত হবে, ইনশা আল্লাহ। আল্লাহই ভালো জানেন।

(১৪) উসমান ﵁ কুরআন পাঠরত অবস্থায় নিহত হবেন।[৬৭]

(১৫) আলী ﵁-এর দাড়িকে তাঁর মাথার রক্ত দিয়ে রঞ্জিত করবে যে ব্যক্তি, অর্থাৎ আলী ﵁-কে যে হত্যা করবে সেই সবচেয়ে দুর্ভাগা।[৬৮]

উসমান ﵁ ও আলী ﵁ উভয়েই- তিনি যেভাবে বলেছেন সেভাবেই শহীদ হন।

(১৬) আম্মার ﵁-কে বিদ্রোহী দল হত্যা করবে।[৬৯]

আলী ﵁ ও মুআবিয়া ﵁-এর মধ্যকার যুদ্ধে মুআবিয়া ﵁-এর সৈন্যদের হাতে আম্মার ﵁ নিহত হন।

(১৭) আমার পরে আমার উম্মতের মধ্যে ত্রিশ বছর যাবৎ খিলাফত

[৬২]. সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৯২০, ১৯২৫; সহীহ বুখারি, হাদীস-৩৬৪১। -সম্পাদক
[৬৩]. সহীহ বুখারি, হাদীস-৭০৯৬; বাইহাকি, আদ দালায়িল ৬/৩৮৬। -সম্পাদক
[৬৪]. সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৪২৮৩। ইবনুল আসীর হাদীসটিকে হাসান বলেছেন এবং আলবানি ও শুআইব আরনাউত সহীহ বলেছেন। -সম্পাদক
[৬৫]. সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৫৫; সহীহ বুখারি, হাদীস-২২২২; সুনান তিরমিযি, হাদীস-২২৩৩; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৪০৭৮। -সম্পাদক
[৬৬]. সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৯৩৮। -সম্পাদক
[৬৭]. সহীহ বুখারি, হাদীস-৩৬৯৩; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৩৭০৫; কাযি ইয়ায, আশ শিফা ১/৬৫৮। -সম্পাদক
[৬৮]. মুসনাদ আবী ইয়া'লা, হাদীস-৪৮৫; হাইসামি, মাজমাউয যাওয়ায়িদ ৯/১৩৬-১৩৮। বিভিন্ন শাহিদের কারণে আলবানি 'সিলসিলা সহীহাহ'য় হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। -সম্পাদক
[৬৯]. সহীহ বুখারি, হাদীস-৪৪৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৯১৫। -সম্পাদক

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

বিদ্যমান থাকবে। এরপর স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের আগমন ঘটবে।[৭০]

পরবর্তীকালে ঘটনা তাই ঘটেছে বলে আমরা দেখতে পাই। সত্যিকার খিলাফত তাঁর পরে ত্রিশ বছর বিদ্যমান ছিল। এই ত্রিশ বছরের মধ্যে ইমাম হাসানের খিলাফতের সময়কালও গণ্য। আবু বাকর ﷺ-এর খিলাফত ২ বছর তিন মাস ২০ দিন, উমার ﷺ-এর খিলাফত ১০ বছর ৬ মাস ৪ দিন, উসমান ﷺ-এর খিলাফত ১১ বছর ১১ মাস ১৮ দিন, আলী ﷺ-এর খিলাফত ৪ বছর ১০ মাস বা ৯ মাস কয়েক দিন এবং বাকি দিনগুলো হাসান ﷺ-এর খিলাফত।[৭১]

(১৮) আমার উম্মাতের পতন আসবে কুরাইশ বংশের কিছু যুবকের হাতে।[৭২]

এখানে ইয়াযীদ ও মারওয়ানের বংশধরকে বোঝানো হয়েছে।

(১৯) আনসারগণ কমতে থাকবেন, এমনকি শেষ পর্যন্ত তাঁরা খাদ্যের মধ্যে লবণের মতো হয়ে যাবেন।[৭৩]

প্রকৃত অবস্থা তাই হয়েছে বলে আমরা দেখতে পাই। আনসারগণ বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন, শেষ পর্যন্ত তাঁদের কোনো একত্রিত রূপ আর অবশিষ্ট থাকেনি।

(২০) সাকীফ গোত্রের মধ্যে একজন মিথ্যাবাদী ও একজন ধ্বংসকারী খুনির আবির্ভাব হবে।[৭৪]

মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, এই মিথ্যাবাদী ব্যক্তি ছিল সাকীফ গোত্রের মুখতার ইবন আবু উবাইদ (৬৭ হি./৬৮৭ খ্রি.) এবং ধ্বংসকারী খুনি ছিল হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ (৯৫ হি./৭১৪ খ্রি.)।

(২১) ফিলিস্তিন বা যিরূশালেম বিজয়ের পরে মহামারি দেখা দেবে।[৭৫]

উমার ﷺ-এর শাসনামলে ফিলিস্তিন বিজয়ের তিনবছর পরে

[৭০]. সুনান তিরমিযি, হাদীস-২২২৬। ইবন আসীর ও শুআইব আরনাউত হাদীসটিকে হাসান বলেছেন এবং আলবানি সহীহ বলেছেন। -সম্পাদক

[৭১]. সাধারণভাবে চার খলীফার মাধ্যমেই ত্রিশবছর পূর্ণ হয়। হাসানের খিলাফত ধরলে আক্ষরিকভাবেই ৩০ বছর পূর্ণ হয়। ১১ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তিকাল করেন। ৪০ হিজরির রামাযান মাসে আলী ﷺ শহীদ হন। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র হাসান ﷺ-কে খলীফ নির্বাচিত করা হয়। ৬ মাস পরে ৪১ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে হাসান ﷺ শান্তি স্থাপনের জন্য স্বেচ্ছায় খিলাফত পরিত্যাগ করে মুআবিয়া ﷺ-কে খিলাফতের দায়িত্ব প্রদান করেন।

[৭২]. সহীহ বুখারি, হাদীস-৩৬০৫। -সম্পাদক

[৭৩]. সহীহ বুখারি, হাদীস-৩৬২৮। -সম্পাদক

[৭৪]. সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৫৪৫; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-৫৬০৭।-সম্পাদক

[৭৫]. সহীহ বুখারি, হাদীস-৩১৭৬। -সম্পাদক

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

ফিলিস্তিনের আমওয়াস শহরে এই মহামারির আবির্ভাব ঘটে। এ ছিল ইসলামের আগমনের পরে মুসলিম সমাজের প্রথম মহামারি। এতে তিনদিনের মধ্যে ফিলিস্তিন ও সিরিয়ায় প্রায় ৭০ হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটে।[৭৬]

(২২) 'সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজাগণের ন্যায় তাঁরা সমুদ্রে অভিযান করবেন'। বুখারি ও মুসলিম সংকলিত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দুধ-খালা উম্মু হারাম বিনতু মিলহান ﵂-এর বাড়িতে মাঝেমাঝে বেড়াতে যেতেন। তিনি উবাদাহ ইবন সামিত ﵁ স্ত্রী ছিলেন। একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মু হারামের বাড়িতে এভাবে বেড়াতে যান। তিনি তাঁকে আপ্যায়ন করেন। এরপর তিনি তথায় ঘুমিয়ে পড়েন। উম্মু হারাম তাঁর শিয়রে বসে মাথার চুল আঁচড়ে দিচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুম থেকে উঠে হাসতে থাকেন। তখন উম্মু হারাম বলেন, আপনি হাসছেন কেন? তিনি বলেন, আমার কিছু উম্মাতকে আমার সামনে পেশ করা হল, যারা আল্লাহর রাস্তায় অভিযান করে এই সমুদ্রের মধ্যস্থল দিয়ে সিংহাসনারোহী রাজাগণের ন্যায় গমন করবে। উম্মু হারাম বলেন, আমার জন্য প্রার্থনা করুন, যেন আল্লাহ আমাকে এদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি তাঁর জন্য প্রার্থনা করেন এবং পুনরায় ঘুমিয়ে যান। এরপর আবার তিনি হাসতে হাসতে ঘুম থেকে উঠেন। উম্মু হারাম জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কেন হাসছেন? তিনি বলেন, তিনি পূর্বের মতোই বলেন, আমার কিছু উম্মাতকে আমার সামনে পেশ করা হল, যারা আল্লাহর রাস্তায় অভিযান করে এই সমুদ্রের মধ্যস্থল দিয়ে সিংহাসনারোহী রাজাগণের ন্যায় গমন করবে। উম্মু হারাম বলেন, আমার জন্য প্রার্থনা করুন, যেন আল্লাহ আমাকে এদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বলেন, আপনি তো প্রথম দলেই থাকবেন।

পরবর্তী সময়ে (২৭ হিজরিতে, ৬৪৭ খ্রিস্টাব্দে) উসমান ﵁-এর শাসনামলে যখন মুআবিয়া ﵁ সিরিয়ার গভর্নর ছিলেন, তখন তিনি সিরিয়া থেকে মুসলিম যোদ্ধাদের সাথে সাইপ্রাস অভিযানে বের হন। সমুদ্র পার হয়ে সাইপ্রাসের উপকূলে অবতরণের পরে তাঁর বাহন থেকে পড়ে তিনি তথায় নিহত হন।[৭৭]

(২৩) ঈমান যদি সপ্তর্ষিমণ্ডলে বা নক্ষত্রেও থাকে তবে পারস্যের কিছু মানুষ তা তথা থেকে গ্রহণ করবে।[৭৮]

---

[৭৬]. অন্য বর্ণনায় ২৫ হাজার মানুষ এই মহামারিতে মৃত্যুবরণ করেন, যাদের মধ্যে ফিলিস্তিন ও সিরিয়ায় অবস্থানরত অনেক মুসলিম যোদ্ধাও ছিলেন।

[৭৭]. সহীহ বুখারি, হাদীস-২৭৮৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৯১২; সুনান তিরমিযি, হাদীস-১৬৪৫; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৩১৭১; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-২৪৯০। -সম্পাদক

[৭৮]. সহীহ বুখারি, হাদীস-৪৮৯৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৫৪৬। -সম্পাদক

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

এ হাদীসে পারস্যবাসীদের মধ্যে ইমাম আবু হানীফা ﵀ ও তাঁর মতো মহাজ্ঞানীদের আবির্ভাবের ইঙ্গিত রয়েছে।

(২৪) তাঁর বংশের মধ্যে সর্বপ্রথম ফাতিমাই ﵀ তাঁর কাছে গমন করবেন।[৭৯]

কার্যত তা-ই হয়। তাঁর মৃত্যুর ৬ মাস পরেই ফাতিমা ﵀ মৃত্যুবরণ করেন।

(২৫) 'আমার এই সন্তান, অর্থাৎ হাসান ইবন আলী ﵁ একজন মহান নেতা; আল্লাহ তাঁর দ্বারা আমার উম্মতের দুটি বৃহৎ দলের মধ্যে শান্তি ও সন্ধি স্থাপন করবেন'।[৮০]

কার্যত তা-ই হয়েছিল। ৪১ হিজরিতে মুআবিয়া ﵁-এর নেতৃত্বাধীন সিরিয়ার মুসলিমগণ এবং হাসানের নেতৃত্বাধীন অন্যান্য এলাকার মুসলিমগণের মধ্যে সন্ধি ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় হাসান ﵁-এর কারণে।

(২৬) আবু যার গিফারি ﵁ একাকী জীবন যাপন করবেন এবং একাকী মৃত্যুবরণ করবেন।[৮১]

কার্যত তা-ই হয়েছিল।

(২৭) তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে যার হাত সবচেয়ে দীর্ঘ সেই সর্বপ্রথম মৃত্যুবরণ করে তাঁর কাছে গমন করবেন।[৮২]

কার্যত তা-ই হয়েছিল। তাঁর স্ত্রী যাইনাব বিনতু যাহশ ﵂ ছিলেন দানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রশস্তহস্ত। তাঁর স্ত্রীদের মধ্য থেকে তিনিই সর্বপ্রথম ইন্তিকাল করেন।

(২৮) হুসাইন ইবন আলী ﵁ তাফ্ফ নামক স্থানে শহীদ হবেন।[৮৩]

ফুরাত নদীর তীরে কুফার নিকটবর্তী একটি এলাকার নাম তাফ্ফ। বর্তমানে তা কারবালা নামে খ্যাত। পরবর্তীকালে ৬১ হিজরিতে (৬৮০ খ্রিস্টাব্দে) হুসাইন ﵁ তথায় শহীদ হন।

(২৯) তিনি সুরাকাহ ইবন জু'শুম ﵁-কে বলেন, তুমি যখন কিসরার

[৭৯]. সহীহ বুখারি, হাদীস-৩৬২৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৪৫০। -সম্পাদক

[৮০]. সহীহ বুখারি, হাদীস-২৭০৪; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৩৭৭৩; সুনান নাসায়ি, হাদীস-১৪১০; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৪৬৬২। -সম্পাদক

[৮১]. কাযি ইয়ায, আশ শিফা ১/৩৪৩। -সম্পাদক

[৮২]. সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৪৫২। -সম্পাদক

[৮৩]. কাযি ইয়ায, আশ শিফা ১/৬৭৩; হাইসামি, মাজমাউয যাওয়ায়িদ ৯/১৮৭-১৯০। বিভিন্ন শাহিদের কারণে শায়খ আলবানি বর্ণনাটিকে সহীহ বলেছেন। দেখুন: আলবানি, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩/১৫৯-১৬২। -সম্পাদক

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

বালাগুলো পরিধান করবে তখন তোমার অবস্থা কেমন হবে?

পারস্য বিজয়ের পরে যখন কিসরার মহামূল্যবান মনিমুক্তখচিত বালাগুলো উমার ﵁-এর নিকট আনয়ন করা হয় তখন তিনি তা সুরাকাকে পরিধান করান এবং বলেন, প্রশংসা আল্লাহর, যিনি এগুলোকে কিসরার নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন এবং সুরাকাহকে পরিধান করিয়েছেন।[৮৪]

(৩০) উত্তর আরবের দাওমাতুল জান্দালের শাসক উকাইদিরের নিকট খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ ﵁-কে প্রেরণ করার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ খালিদকে বলেন, তুমি গিয়ে দেখতে পাবে যে, সে মরুভূমিতে বন্যগরু শিকারে ব্যস্ত রয়েছে। খালিদ তথায় গিয়ে তাকে সে অবস্থাতেই পান।[৮৫]

(৩১) বুখারি, মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস সংকলিত হাদীসে আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হিজায থেকে একটি অগ্নি নির্গত হবে, যার আভায় সিরিয়ার বুসরা শহরের উটগুলোর ঘাড় আলোকিত হয়ে যাবে। এই ঘটনা ঘটার আগে কিয়ামত বা মহাপ্রলয় হবে না।[৮৬]

৬৫৪ হিজরির জুমাদাল উলা মাসের ১ তারিখ রবিবার (২৫/৬/১২৫৬খ্রি.) মদীনার নিটকবর্তী প্রান্তর থেকে একটি বিশাল আগুন প্রকাশিত হয়।[৮৭] রবিবার থেকে মঙ্গলবার তিনদিন তিনরাত এই আগুন কিছুটা হালকা ছিল। এজন্য কেউ কেউ তা লক্ষ্য করেননি। এরা বলেন, ৩ তারিখ মঙ্গলবার দিনগত বুধবারের রাত থেকেই এই অগ্নির আবির্ভাব। বুধবার থেকে তা অত্যন্ত ব্যাপকতা ও প্রসারতা লাভ করে। অগ্নির প্রকম্পন ও আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করে। বারংবার ভূকম্পন হয়। লোকজন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে আল্লাহর কাছে কাঁদাকাটা করতে থাকে। অগ্নির আন্দোলন অব্যাহত থাকে। মদীনাবাসীগণ নিশ্চিত হন যে, তাদের ধ্বংস সন্নিকটে। শুক্রবার দিন দ্বিপ্রহরে আকাশে গভীর ধুম্র ছড়িয়ে পড়ে। এরপর আগুনের শিখা ছড়িয়ে পড়ে। আগুনের শিখা উপরে উঠতে উঠতে এমন তীব্রতা ধারণ করে যে, মানুষের দৃষ্টি আবৃত করে ফেলে। মদীনার উপকণ্ঠে তানয়ীমের

[৮৪]. বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-১৩০৩৩; আবু সা'দ, শারফুল মুস্তাফা ৪/৩৯; কাযি ইয়ায, আশ শিফা ১/৬৭৪। ইসলাম মানসুর হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। -সম্পাদক

[৮৫]. বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-১৮৬৪২; সীরাত ইবন হিশাম ২/৫২৬। ইসলাম মানসুর হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। -সম্পাদক

[৮৬]. সহীহ বুখারি, হাদীস-৭১১৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৯০২। -সম্পাদক

[৮৭]. সমসাময়িক সুপ্রসিদ্ধ সিরীয় ঐতিহাসিক আব্দুর রাহমান ইবন ইসমায়ীল আবু শামা (৫৯৯-৬৬৫হি./১২০২-১২৬৭খ্রি.) এ বিষয়ে অসংখ্য অগণিত প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর সাক্ষ্য ও লিখিত বিবরণ সংকলন করেন। সমসাময়িক অন্য প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক ইয়াহইয়া ইবন শারাফ নববি (৬৩১-৬৭৬হি.) এবং অন্যান্য সমসাময়িক ঐতিহাসিক ও আলিম এ বিষয়ে লিখেছেন। গ্রন্থকার তাদের বর্ণনার সারসংক্ষেপ এখানে উদ্ধৃত করেছেন।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

প্রান্তরে নিম্নভূমিতে আগুন থেমে থাকে। আগুনের মধ্যে একটি বড় শহরের ছবি দেখা যায়। শহরের চারদিকে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। বড়বড় কেল্লার মতো, তাতে গ্যালারি, টাওয়ার ও মিনার রয়েছে। কিছু মানুষ সেই আগুন টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের সামনে কোনো পাহাড় পড়লে তা গুড়িয়ে ও গলিয়ে দিচ্ছে। আর এসব কিছুর ভেতর থেকে একটি লাল ও একটি সবুজ নদী বেরিয়ে আসছে, যেখান থেকে মেঘের গর্জনের মতো গর্জন শোনা যায়। তার সম্মুখস্থ পাথর ও পাহাড় তা গ্রাস করে নিচ্ছিল। মদীনাবাসীরা এভাবে অগ্নি দর্শন করতে থাকেন, তবে অগ্নির উত্তাপ অনুভব করেননি। বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বরকতে মদীনায় ঠাণ্ডা বাতাস প্রবাহিত হতে থাকে। (মক্কা থেকে এবং সিরিয়ার বুসরা থেকেও এই অগ্নি দৃষ্ট হয়)।[৮৮] প্রায় তিনমাস প্রজ্জ্বলিত থাকার পরে রজব মাসের ২৭ তারিখে, মি'রাজের রাত্রিতে[৮৯] আগুন নিভে যায়।

এই শতকের প্রসিদ্ধ মিসরীয় আলিম শাইখ কুতুবুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ কাসতালানি (৬১৪-৬৮৬হি./১২১৮-১২৮৭খ্রি.) এই আগুনের বর্ণনায় একটি পুস্তিকা রচনা করেন। এই পুস্তিকার নাম 'জুমালুল ঈজায ফিল ই'জায বি-নারিল হিজায', অর্থাৎ 'হিজাযের অগ্নির অলৌকিত্বের বিষয়ে কিছু কথা'।

এই ভবিষ্যদ্বাণীও গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর অন্যতম। কারণ এই অগ্নি প্রকাশিত হওয়ার প্রায় ৬৫০ বছর পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ এ বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। ঘটনাটি প্রকাশিত হওয়ার ৪০০ বছর পূর্বে ইমাম বুখারি তার সংকলিত হাদীসগ্রন্থে হাদীসটি সংকলন করেছেন। ইমাম বুখারির সংকলিত এই হাদীসগ্রন্থটি সঙ্কলনের যুগ থেকেই অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করে। মুসলিমগণ গ্রন্থটিকে নির্ভরযোগ্য হিসেবে গ্রহণ করেন। এমনকি ইমাম বুখারির জীবদ্দশাতেই প্রায় ৯০ হাজার মানুষ সরাসরি তার নিকট থেকে গ্রন্থটি শিক্ষালাভ করেন। কাজেই এই ভবিষ্যদ্বাণীটির সত্যতার বিষয়ে কোনোরূপ সন্দেহ পোষণ করা বা কোনোরূপ গোয়ার্তুমি করার কোনো সুযোগ নেই।

(৩২) ইমাম মুসলিম তার 'সহীহ' গ্রন্থে মাসীহ দাজ্জালের বিষয়ে তাবিয়ি আবু কাতাদার সূত্রে তাবিয়ি ইউসাইর ইবন জাবির থেকে নিম্নের

[৮৮]. ইবন হাজার আসকালানি, ফাতহুল বারি ১৩/৭৯।

[৮৯]. হাদীস বা ইতিহাসের কিতাবে মি'রাজের তারিখ বিষয়ে গ্রহণযোগ্য সনদ বা সূত্রে কিছুই বর্ণিত হয়নি। এ বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মাঝে অনেক মতবিরোধ রয়েছে। দেখুন: ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, হাদীসের নামে জালিয়াতি, পৃ. ৫৩০-৫৩১; মাওলানা আবদুল মালেক, নির্বাচিত প্রবন্ধ ২/১০২। -সম্পাদক

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

হাদীসটি সংকলন করেছেন। তাবিয়ি ইউসাইর ইবন জাবির বলেন, কুফায় প্রচণ্ড লাল বালুঝড় প্রবাহিত হয়। তখন একজন সাধারণ মানুষ সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবন মাস'ঊদের (৩২ হি.) নিকট আগমন করে বলে, হে আব্দুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ, কিয়ামত বা মহাপ্রলয় কি এসে গেল? তিনি তখন হেলান দিয়ে ছিলেন। তিনি সোজা হয়ে বসে বলেন, না, কিয়ামত বা মহাপ্রলয়ের পূর্বে এমন অবস্থা হবে যে, উত্তরাধিকার বণ্টন হবে না এবং যুদ্ধে জয়লাভ করে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ পেয়ে কেউ খুশি হবে না। এরূপ অবস্থা না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না।

অতঃপর তিনি তাঁর হাত দিয়ে শামের (বৃহত্তর সিরিয়া, ফিলিস্তিন, লেবানন ও জর্ডান) দিকে ইশারা করে বলেন, 'শত্রুগণ মুসলিমদের বিরুদ্ধে জমায়েত হবে এবং মুসলিমগণও তাদের জন্য জমায়েত হবে।' আমি বললাম, আপনি কি রোমানদের বোঝাচ্ছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এ সময় কঠিন যুদ্ধ হবে এবং যুদ্ধে কঠিন পরাজয় আসবে। তখন মুসলিমগণ একদল সৈন্য প্রেরণ করবে যারা প্রতিজ্ঞা করবে যে, বিজয় অথবা মৃত্যু পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবে এবং জয়লাভ না করে ফেরবে না। তারা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকবে। অবশেষে রাত এসে তাদের মাঝে আড়াল হয়ে দাঁড়াবে। তখন বিজয় নিশ্চিত না করেই রোমান সৈন্যরা এবং মুসলিম সৈন্যরা পরস্পরের শিবিরে ফিরে যাবে এবং উক্ত মরণপণ সৈন্যরা সকলেই শেষ হয়ে যাবে।

এরপর মুসলিমগণ আবারো মরণপণ আরেকদল সৈন্য প্রেরণ করবেন, যারা প্রতিজ্ঞা করবে যে, বিজয় অর্জন না করে তারা ফেরবে না। সারাদিন যুদ্ধের পরে রাতের আগমনে অমীমাংসিত যুদ্ধ বন্ধ রেখে উভয় পক্ষের সৈন্যগণ নিজনিজ শিবিরে প্রত্যাবর্তন করবে এবং মরণপণ সৈন্যরা সকলেই শেষ হয়ে যাবে।

তৃতীয় দিনেও মুসলিমগণ অনুরূপভাবে একদল মরণপণ সৈন্য প্রেরণ করবেন যারা বিজয় ছাড়া ফেরবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করবেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ হলেও জয়-পরাজয় নির্ধারিত হবে না। উভয় পক্ষ নিজনিজ শিবিরে প্রত্যাবর্তন করবে এবং মরণপণ সৈন্যগণ শেষ হয়ে যাবেন।

চতুর্থ দিনে মুসলিম শিবিরের অবশিষ্ট সৈন্যগণ শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন। তখন আল্লাহ যুদ্ধের চাকা রোমানদের বিরুদ্ধে ঘুরিয়ে দিবেন। তারা কঠিন পরাজয় বরণ করবে এবং দলেদলে নিহত হতে থাকবে। এমনভাবে তারা পরাজয় বরণ করবে যা পূর্বে কখনো দেখা যায়নি। এমনকি পাখি তাদের পাশ দিয়ে উড়ে যখন তাদেরকে অতিক্রম করে চলে যাবে তখন তারা মৃত্যুবরণ করবে, লুটিয়ে পড়বে।

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

বিজয়ী মুসলিম বাহিনীরও অপূরণীয় ক্ষতি হবে। শতপুত্রের পিতা জীবিতদের মধ্যে গণনা করে মাত্র একজন পুত্রকে জীবিত দেখতে পাবে। তখন কোন উত্তরাধিকার বণ্টন করা হবে? আর যুদ্ধলব্ধ কোন সম্পদই বা আনন্দ প্রদান করবে?

বিজয়ী মুসলিমগণ যখন এমন অবস্থায় থাকবে তখন হঠাৎ তারা এর চেয়েও বড় বিপদের সংবাদ পাবেন। তাদের কাছে সংবাদ পৌঁছবে যে, তাদের পরিবার পরিজনের মধ্যে দাজ্জাল আগমন করেছে। তখন তারা তাদের সবকিছু ফেলে সেদিকে ছুটে যাবেন।...[৯০]

মহান আল্লাহ আমাদেরকে দাজ্জালের ফিতনা থেকে রক্ষা করুন।

সুপ্রিয় পাঠক, প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণের অভ্যাস যে, তারা সাধারণ মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য কুরআন ও হাদীসে উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর বিষয়ে অস্পষ্ট ও ঘোরানো প্যাঁচানো আপত্তি উত্থাপন করে সেগুলোর সত্যতা ও নির্ভুলতা সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেন। এজন্য আমি এখানে বাইবেল থেকে কিছু ভবিষ্যদ্বাণী উদ্ধৃত করছি। বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে ইস্রায়েলীয় ভাববাদীগণ এ সকল সংবাদ বলেছেন। এগুলো থেকে পাঠক বুঝতে পারবেন যে, কুরআন ও হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর বিরুদ্ধে তাদের এ সকল ঘোরানো-প্যাঁচানো বিভ্রান্তি কিছুই নয়।

এখানে ইস্রায়েলীয় নবীদের বক্তব্য সম্পর্কে খারাপ ধারণা সৃষ্টি করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমরা জেনেছি যে, বাইবেলের পুস্তকগুলোর কোনো কথাই নিশ্চিতরূপে এ সকল নবী বা ভাববাদী থেকে বর্ণিত হয়নি। এগুলোর কোনো সনদ বা সূত্র নেই। এগুলোর অবস্থা একক বর্ণনায় বর্ণিত যয়ীফ হাদীসের মতো। এগুলোতে যে ভুল পাওয়া যায়, তা ভাববাদীগণের ভুল নয়, বরং তা প্রচলিত বাইবেলের ভুল। এগুলোর বিরুদ্ধে আপত্তি করা বৈধ।

প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী: আদিপুস্তকের ৬ অধ্যায়ের উদ্ধৃত ভবিষ্যদ্বাণী।[৯১]

[৯০]. গ্রন্থকার হাদীসটির যতটুকু অংশ উল্লেখ করেছেন তা ইবন মাস'উদ ﷺ-এর বাচনিক। তবে হাদীসটি মারফূ বা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী। হাদীসটির শেষে ইবন মাস'উদ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুসলিম সৈন্যদের সম্পর্কে বলেছেন, "আমি তাদের নাম, তাদের পিতাদের নাম, তাদের বংশ-গোত্র এবং তাদের ঘোড়াগুলোর রঙও জানি। সেসময় ভূপৃষ্ঠে তারাই সর্বোত্তম অশ্বারোহী।" সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৮৯৯; মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-২৯০; জামি' মা'মার ইবন রাশিদ, হাদীস-২০৮১২; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-৩৬৪৩; মুসনাদ আবু ইয়া'লা, হাদীস-৫২৫৩; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস-৬৭৮৬; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-৮৪৭১। -সম্পাদক

[৯১]. সম্ভবত গ্রন্থকার মানুষের আয়ু বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী বোঝাচ্ছেন। আদিপুস্তকের ৬ অধ্যায়ের ৩ আয়াতে মানুষদের আয়ু সম্পর্কে বলা হয়েছে, "তাহাদের সময় একশত বিংশতি বৎসর হইবে।" অর্থাৎ মানুষের সর্বোচ্চ আয়ু ১২০ বছর হবে। এই ভবিষ্যদ্বাণীটি নিঃসন্দেহে ভুল। কারণ বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে পূর্ববর্তী যুগের মানুষদের বয়স আরো অনেক দীর্ঘ ছিল। নোহ

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণীঃ যিশাইয়র পুস্তকের ৭ অধ্যায়ের ৮ আয়াতের ভবিষ্যদ্বাণী।[৯২]

তৃতীয় ভবিষ্যদ্বাণীঃ যিরমিয় ভাববাদীর পুস্তকের ২৯ অধ্যায়ের ভবিষ্যদ্বাণী।[৯৩]

চতুর্থ ভবিষ্যদ্বাণীঃ যিহিষ্কেল ভাববাদীর পুস্তকের ২৬ অধ্যায়ের ভবিষ্যদ্বাণী।[৯৪]

---

৯৫০ বছর জীবিত ছিলেন। শেম ৬০০ বছর জীবিত ছিলেন। অর্ফক্ষদ ৩৩৮ বছর আয়ু লাভ করেন। এভাবে অন্যান্যরা দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন। আর বর্তমান যুগে ৭০ বা ৮০ বছর আয়ু পাওয়ার ঘটনাও কম ঘটে। প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে ২৪ নং ভুলের আলোচনা দেখুন।

[৯২]. দাউদের পুত্র রাজা শলোমনের পরে প্যালেস্টাইনে ইয়াহুদিদের রাজ্য বিভক্ত হয়ে যায়। উত্তর প্যালেস্টাইনের রাজ্যকে শামেরা বা ইস্রাইল রাজ্য বলা হত। এর রাজধানী ছিল নাবলুস। আর দক্ষিণ প্যালেস্টাইনের রাজ্যকে 'যিহুদা রাজ্য' বলা হত। এর রাজধানী ছিল যিরূশালেম। উত্তর রাজ্য শামেরা বা ইস্রাইলকে 'ইফ্রমিয়' বলা হত। এই রাজ্যের পতনের ভবিষ্যদ্বাণী করে এই আয়াতে বলা হয়েছে, "আর পঁয়ষট্টি বৎসর গত হইলে ইফ্রমিয় বিনষ্ট হইবে, আর জাতি থাকিবে না।" এই ভবিষ্যদ্বাণীটি ভুল প্রমাণিত হয়েছে। কারণ এই ভবিষ্যৎদ্বাণী করা হয়েছে যিহুদা-রাজ আহসের সময়। বাইবেলের সুস্পষ্ট বর্ণনা অনুসারেই আহস ষোলো বছর রাজত্ব করেন। এরপর তার পুত্র হিষ্কিয় রাজা হন। হিষ্কিয়ের রাজত্বের ষষ্ঠ বছরে অশুর-রাজের হাতে ইফ্রমিয় বা উত্তর প্যালেস্টাইনের ইয়াহুদিদের শমরীয় রাজ্যের পতন ঘটে। (২ রাজাবলি ১৮/৯-১০; ২ বংশাবলি ২৮/১, ২৭, ২৯/১) এভাবে দেখা যায় যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীর ২১ বছরের মধ্যে ইফ্রমিয় বিনষ্ট হয়ে যায়। প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে ২২ নং ভুলের আলোচনা দেখুন।

[৯৩]. সম্ভবত গ্রন্থকার ব্যাবিলনে ইয়াহুদিদের ৭০ বছর দাসত্ব করার ভবিষ্যদ্বাণী বোঝাতে চেয়েছেন। যিরমিয়র পুস্তকের ২৯ অধ্যায়ের ১০ আয়াত নিম্নরূপ, "১০ বস্তুত সদাপ্রভু এই কথা কহেন, বাবিলের সম্বন্ধে সত্তর বৎসর সম্পূর্ণ হইলে (After seventy years be accomplished at Babylon) আমি তোমাদের তত্ত্বাবধান করিব এবং তোমাদের পক্ষে আমার মঙ্গলবাক্য সিদ্ধ করিব, তোমাদিগকে পুনর্বার এই স্থানে ফিরাইয়া আনিব।" এই ভবিষ্যদ্বাণীটি ভুল প্রমাণিত হয়েছে। তারা তথায় ৬৩ বছর অবস্থান করেছিলেন, ৭০ বছর নয়। বিস্তারিত আলোচনার জন্য প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদের ২৬, ২৭ ও ২৮ নং ভুল দেখুন।

[৯৪]. সম্ভবত গ্রন্থকার বাবিল-রাজ কর্তৃক সোর ধ্বংস বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণীর কথা বলছেন। যিহিষ্কেল ভাববাদীর পুস্তকের ২৬ অধ্যায়ে ১-১৪ আয়াতে বলা হয়েছে, "আর একাদশ বৎসরে, মাসের প্রথম দিবসে, সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল,... সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি উত্তরদিক হইতে অশ্ব, রথ ও অশ্বারোহীগণের এবং জনসমাজের ও অনেক সৈন্যের সহিত রাজাধিরাজ বাবিল-রাজ নবুখদ্‌রিৎসরকে আনাইয়া সোরে (Tyrus) উপস্থিত করিব। সে জনপদে অবস্থিতা তোমার কন্যাদিগকে খড়্গাঘাতে বধ করিবে, তোমার বিরুদ্ধে গড় গাঁথিবে, তোমার বিরুদ্ধে জাঙ্গাল বাঁধিবে, ও তোমার বিরুদ্ধে ঢাল উত্তোলন করিবে। আর সে তোমার প্রাচীরে দুর্গভেদক যন্ত্র স্থাপন করিবে, ও আপন তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা তোমার উচ্চগৃহ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিবে।... সে আপন অশ্বগণের খুরে তোমার সমস্ত পথ দলিত করিবে, খড়্গ দ্বারা তোমার প্রজাদিগকে বধ করিবে, ও তোমার পরাক্রমসূচক স্তম্ভ সকল ভূমিসাৎ হইবে। উহারা তোমার সম্পত্তি লুট করিবে, তোমার বাণিজ্যদ্রব্য হরণ করিবে, তোমার প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিবে ও তোমার মনোরমা গৃহ সকল ধ্বংস করিবে; এবং তাহারা তোমার প্রস্তর, কাষ্ঠ ও ধুলি জলমধ্যে নিক্ষেপ করিবে।... আমি তোমাকে শুষ্ক পাষাণ করিব; তুমি জাল বিস্তার করিবার স্থান হইবে; তুমি আর নির্মিত হইবে না...।" এই ভবিষ্যদ্বাণীটিও মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। কারণ সোরকে (Tyrus) চিরতরে বিধ্বংস করা তো দূরের কথা নেবুকাদনেজার সোর অধিকারই করতে

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

পঞ্চম ভবিষ্যদ্বাণী: দানিয়েলের পুস্তকের ৮ম অধ্যায়ে উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণী।[৯৫]

ষষ্ঠ ভবিষ্যদ্বাণী: দানিয়েলের পুস্তকের ৯ম অধ্যায়ে উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণী।[৯৬]

সপ্তম ভবিষ্যদ্বাণী: দানিয়েলের পুস্তকের ১২ অধ্যায়ে উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণী।[৯৭]

অষ্টম ভবিষ্যদ্বাণী: ২ শমুয়েলের ৭ অধ্যায়ের ভবিষ্যদ্বাণী।[৯৮]

পারেননি। নেবুকাদনেজার ১৩ বছর যাবৎ সোর অবরোধ করে রাখেন। তিনি তা অধিকার করার জন্য অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি তা দখল করতে অক্ষম হন এবং ব্যর্থ হয়ে ফিরে যান। যিহিষ্কেল ভাববাদীর পুস্তকের ২৯ অধ্যায়ে তা উল্লেখ করা হয়েছে। বিস্তারিত আলোচনার জন্য প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদের ২৯ নং ভুল দেখুন।

[৯৫]. দানিয়েলের পুস্তকের ৮ম অধ্যায়ে দানিয়েলের স্বপ্নের বিবরণে বলা হয়েছে, "১৩ পরে আমি এক পবিত্র ব্যক্তিকে কথা কহিতে শুনিলাম। এবং যিনি কথা কহিতেছিলেন, তাঁহাকে আর এক পবিত্র ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই নিত্য নৈবেদ্যের অপহরণ ও সেই ধ্বংসজনক অধর্ম, দলিত হইবার জন্য ধর্মধামের ও বাহিনীর সমর্পণ সম্বন্ধীয় দর্শন কত লোকের জন্য? ১৪ তিনি তাঁহাকে কহিলেন, দুই সহস্র তিনশত সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালের নিমিত্ত (Unto two thousand and three hundred days); পরে ধর্মধামের পক্ষে বিচার নিস্পত্তি হইবে।" এই ভবিষ্যদ্বাণীও সফল হয়নি। ২৩০০ দিন পরে ধর্মধার্মের পক্ষে বিচার নিস্পত্তি হয়নি। বিস্তরিত দেখুন: ১ম অধ্যায়ের ৩য় পরিচ্ছেদে ৩০ নং ভুলের আলোচনা।

[৯৬]. দানিয়েলের ৯ম অধ্যায়ে রয়েছে, "তোমার জাতির ও তোমার পবিত্র নগরের সম্বন্ধে সত্তর সপ্তাহ নিরূপিত হইয়াছে- অধর্ম সমাপ্ত করিবার জন্য, পাপ শেষ করিবার জন্য, অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য, অনন্তকালস্থায়ী ধার্মিকতা আনয়ন করিবার জন্য, দর্শন ও ভাববাণী মুদ্রাঙ্কিত (খতম) করিবার জন্য (seal up vision and prophecy) এবং মহাপবিত্রকে অভিষেক করিবার জন্য (and to anoint the Most Holy)।" এই ভবিষ্যদ্বাণীটিও বাস্তবায়িত হয়নি। (খ্রিস্টপূর্ব ৫৩৬ সালে সাইরাস কর্তৃক) ইয়াহুদিদের ব্যাবিলন থেকে মুক্তিপ্রাপ্তির বা যিরূশালেমের পুনঃস্থাপনের নির্দেশ প্রাপ্তির ৭০ সপ্তাহ শেষে দুই খ্রিস্টের এক খ্রিস্টও আবির্ভূত হননি। খ্রিস্টানদের খ্রিস্টের আবির্ভাব ঘটেছে এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রায় ২৮০০০ সপ্তাহ পরে, কিন্তু দর্শন ও ভাববাণী তাঁর দ্বারা শেষ হয়নি। আর ইয়াহুদিদের খ্রিস্ট তো এখন পর্যন্ত আবির্ভূত হননি। বিস্তারিত দেখুন: ১ম অধ্যায়ের ৩য় পরিচ্ছেদের ৩২ নং ভুল।

[৯৭]. দানিয়েলের ১২ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, "১১ আর যে সময়ে নিত্য নৈবেদ্য নিবৃত্ত ও ধ্বংসকারী ঘৃণার্হ বস্তু স্থাপিত হইবে, তদবধি এক সহস্র দুইশত নব্বই দিন হইবে। ১২ ধন্য সেই, যে ধৈর্য ধরিয়া সেই এক সহস্র তিনশত পঁয়ত্রিশ দিন পর্যন্ত থাকিবে।" এই ভবিষ্যদ্বাণীও মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। এই সময়সীমার শেষে খ্রিস্টানদের খ্রিস্টেরও আগমন ঘটেনি এবং ইয়াহুদিদের খ্রিস্টেরও আগমন ঘটেনি। বিস্তারিত দেখুন: প্রথম অধ্যায়ের ৩য় পরিচ্ছেদের ৩১ নং ভুল।

[৯৮]. এই অধ্যায়ের ১২-১৬ আয়াতে দাউদের বিষয়ে নিম্নরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, "তোমার দিন সম্পূর্ণ হইলে যখন তুমি আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইবে, তখন আমি তোমার পরে তোমার বংশকে, যে তোমার ঔরসে জন্মিবে তাহাকে স্থাপন করিব এবং তাহার রাজ্য সুস্থির করিব। আমার নামের নিমিত্ত সে এক গৃহ নির্মাণ করিবে এবং আমি তাহার রাজসিংহাসন চিরস্থায়ী করিব। আমি তাহার পিতা হইব ও সে আমার পুত্র হইবে; সে অপরাধ করিলে আমি মনুষ্যগণের দণ্ড ও মনুষ্য-সন্তানদের প্রহার দ্বারা তাহাকে শাস্তি দিব। কিন্তু আমি তোমার সম্মুখ হইতে যাহাকে দূর করিলাম, সেই শৌল হইতে আমি যেমন আপন দয়া অপসারণ করিলাম, তেমনি আমার দয়া তাহা হইতে দূরে যাইবে না। আর তোমার কুল ও তোমার রাজত্ব তোমার

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

নবম ভবিষ্যদ্বাণী: মথিলিখিত সুসমাচারের ১২ অধ্যায়ের ৩৯ ও ৪০ আয়াতে উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণী।[৯৯]

দশম ভবিষ্যদ্বাণী: মথিলিখিত সুসমাচারের ১৬ অধ্যায়ের ২৭ ও ২৮ আয়াতে উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণী।[১০০]

একাদশ ভবিষ্যদ্বাণী: মথিলিখিত সুসামাচরের ২৪ অধ্যায়ে উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণী।[১০১]

সম্মুখে চিরকাল স্থির থাকিবে; তোমার সিংহাসন চিরস্থায়ী হইবে।" আমরা জানি যে, দাউদের বংশের রাজত্ব চিরস্থায়ী হয়নি। মাত্র কয়েক শতবছর রাজত্ব করার পর গত প্রায় ২০০০ বছর পূর্বেই তা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। পুনরায় ইস্রায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলেও দাউদ বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ১ম অধ্যায়ের ৩য় পরিচ্ছেদে ৩৪ নং ভুল দেখুন।

[৯৯]. মথিলিখিত সুসমাচারের ১২ অধ্যায়ে রয়েছে, "৩৯ তিনি উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, এই কালের দুষ্ট ও ব্যভিচারী লোকে চিহ্নের অন্বেষণ করে (অলৌকিক নিদর্শন দেখতে চায়), কিন্তু যোনা ভাববাদীর চিহ্ন ছাড়া আর কোনো চিহ্ন ইহাদিগকে দেওয়া যাইবে না। ৪০ কারণ যোনা যেমন তিন দিবারাত্র (three days and three nights) বৃহৎ মৎস্যের উদরে ছিলেন, তেমনি মনুষ্যপুত্রও তিন দিবারাত্র (three days and three nights) পৃথিবীর গর্ভে থাকিবেন।" এখানে যিশু স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তিন দিবস ও তিনরাত্র পৃথিবীর গর্ভে অবস্থান করার পরে পুনরুত্থিত হবেন। কিন্তু বাস্তবে এই ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। যোহনের সুসমাচারের ১৯ অধ্যায় থেকে জানা যায় যে, শুক্রবার দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি সময়ে (বেলা অনুমান ছয় ঘটিকা) যিশুকে ক্রুশে দেওয়া হয়। নয় ঘটিকায় তিনি মৃত্যু বরণ করেন। 'পরে সন্ধ্যা হইলে' অরিমাথিয়ার যোষেফ গভর্নর পিলাতের নিকট গিয়ে যিশুর দেহ প্রার্থনা করেন। মার্কের সুসমাচারে তা স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে আমরা নিশ্চিতরূপে জানতে পারছি যে, শুক্রবার দিবাগত রাত্রে যিশুকে কবরস্থ করা হয়। এরপর রবিবার প্রত্যুষে সূর্যোদয়ের পূর্বেই এই দেহটি কবর থেকে অদৃশ্য হয়। যোহনের সুসমাচারে তা স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে আমরা দেখছি যে, যিশুর দেহ কোনো অবস্থাতেই পৃথিবীর গর্ভে তিনদিন ও তিনরাত্র (three days and three nights) থাকেনি; বরং একদিন ও দুইরাত্রি তা পৃথিবীর গর্ভে ছিল। বিস্তারিত দেখুন: ১ম অধ্যায়ের ৩য় পরিচ্ছেদের ৬০-৬২ নং ভুল।

[১০০]. মথির সুসমাচারের ১৬ অধ্যায়ে রয়েছে, "২৭ কেননা মনুষ্যপুত্র আপন দূতগণের (angels) সহিত আপন পিতার প্রতাপে আসিবেন, আর তখন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার ক্রিয়ানুসারে প্রতিফল দিবেন। ২৮ আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যাহারা এখানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে এমন কয়েক জন আছে, যাহারা কোনো মতে মৃত্যুর আস্বাদ পাইবে না, যে পর্যন্ত মনুষ্যপুত্রকে আপনার রাজ্যে আসিতে না দেখিবে।" এই ভবিষ্যদ্বাণীও মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। কারণ সেখানে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তাদের সকলেই মৃত্যুর আস্বাদ পেয়েছেন, প্রাচীন অস্থি ও মাটিতে পরিণত হয়েছেন এবং তাদের মৃত্যুর পরে ২০০০ বছরেরও বেশি সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউই ঈশ্বরের পুত্রকে ফিরিশতাগণের সাথে আপন পিতার প্রতাপে আপনার রাজ্যে এসে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার ক্রিয়ানুসারে প্রতিফল দিতে দেখেননি। উপর্যুক্ত পরিচ্ছেদের ৬৩ নং ভুল দেখুন।

[১০১]. মথিলিখিত সুসমাচারের ২৪ অধ্যায়ে যিরূশালেমের বিনাশ, যিশুর পুনরাগমন এবং কিয়ামত বা যুগান্তর বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। যিশু ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, যিরূশালেমের ধ্বংসের পরপরই তাঁর পুনরাগমন ঘটবে। তিনি বলেন, "২৯ আর সেই সময়ের ক্লেশের পরেই (Immediately after the tribulation of those days) সূর্য অন্ধকার হইবে, চন্দ্র জ্যোৎস্না দিবে না, আকাশ হইতে তারাগণের পতন হইবে ও আকাশমণ্ডলের পরাক্রম সকল বিচলিত হইবে। ৩০ আর তখন মনুষ্য পুত্রের চিহ্ন আকাশে দেখা যাইবে, আর তখন পৃথিবীর সমুদয় গোষ্ঠী বিলাপ করিবে এবং মনুষ্যপুত্রকে আকাশীয় মেঘরথে পরাক্রম ও মহাপ্রতাপে আসিতে

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

দ্বাদশ ভবিষ্যদ্বাণী: মথিলিখিত সুসমাচারের ১০ অধ্যায়ে উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণী।[১০২]

এ সকল ভবিষ্যদ্বাণী সবই ভুল প্রমাণিত হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে পাঠক তা জানতে পেরেছেন। যদি কোনো খ্রিস্টান পাদরি কুরআন বা হাদীসে উল্লেখিত কোনো ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয়ে আপত্তি তুলতে চান, তবে তাকে প্রথমে তার নিজের ধর্মগ্রন্থে উল্লেখিত উপর্যুক্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর সত্যতা প্রমাণ করতে হবে এবং এরপর আমরা তার আপত্তির বিষয়ে আলোচনা করব।

দ্বিতীয় প্রকারের অলৌকিক নির্দশনাবলি:

অলৌকিক কর্মসমূহ

মুহাম্মাদ ﷺ থেকে অনেক অলৌকিক কর্ম প্রকাশিত হয়েছে। এগুলোর সংখ্যা এক হাজারেরও বেশি। আমি এখানে মাত্র ৪০টি এরূপ অলৌকিক কর্ম উল্লেখ করব।

অলৌকিক কর্ম-১

ইসরা ও মি'রাজ: অলৌকিকভাবে রাত্রিভ্রমণ ও ঊর্ধ্বগমন

মহান আল্লাহ কুরআনে সূরা বনী ইসরাইলে বলেছেন:

﴿سُبْحَانَ الَّذِيْ أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ

দেখিবে। ৩১ আর তিনি মহা তূরীধ্বনি সহকারে আপন দূতগণকে (ফিরিশতাগণকে) প্রেরণ করিবেন; তাঁহারা আকাশের একসীমা অবধি অন্যসীমা পর্যন্ত চারি বায়ু হইতে তাঁহার মনোনীতদিগকে একত্র করিবেন।... ৩৪ আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, এই কালের লোকদের (this generation) লোপ হইবে না, যে পর্যন্ত না এ সমস্ত সিদ্ধ হয়। ৩৫ আকাশের ও পৃথিবীর লোপ হইবে, কিন্তু আমার বাক্যের লোপ কখনও হইবে না।" এই ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। যিশুর শিষ্যগণের জীবদ্দশাতেই ধর্মধাম ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু তার পরপরই উপর্যুক্ত কোনো ঘটনা ঘটেনি বা যিশুর পুনরাগমন ঘটেনি। সেই প্রজন্মের মানুষেরা লুপ্ত হয়েছে কিন্তু যিশুর বাক্য বাস্তবায়িত হয়নি। এভাবে বস্তুত যিশুর বাক্য বাস্তবায়িত না হয়ে লুপ্ত হয়েছে, কিন্তু আকাশের ও পৃথিবীর লোপ হয়নি। বিস্তারিত দেখুন: ১ম অধ্যায়ের ৩য় পরিচ্ছেদের ৭৬-৭৮ নং ভুল।

[১০২]. এই অধ্যায়ে যিশু ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, শিষ্যদের ইস্রায়েলের গ্রামসমূহ পরিভ্রমণ শেষ করার আগেই তিনি তাদের নিকট ফিরে আসবেন। মথির ১০ অধ্যায়ের ২৩ আয়াতে বলা হয়েছে যে, যিশু তাঁর ১২ জন শিষ্যকে ভুত ছাড়ানোর ও রোগ ভালো করার ক্ষমতা দিয়ে পাঠানোর সময় তাদেরকে নির্দেশ দেন "কোনো গ্রামের লোকেরা যখন তোমাদের উপর অত্যাচার করিবে, তখন অন্য গ্রামে পলাইয়া যাইও। আমি তোমাদের সত্যই বলিতেছি, ইস্রায়েল দেশের সমস্ত গ্রামে তোমাদের যাওয়া শেষ হইবার আগেই মনুষ্যপুত্র আসিবেন।" (বাংলা ইঞ্জিল শরীফের অনুবাদ)। এই ভবিষ্যদ্বাণীও মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে। যিশুর প্রেরিতগণ ইস্রায়েলের সকল গ্রামে যাওয়া শেষ করেছেন, সকলেই মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তাদের মৃত্যুর পরে প্রায় দুই হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু মনুষ্যপুত্র তাঁর রাজত্বে আসেননি। দেখুন: ১ম অধ্যায়ের ৩য় পরিচ্ছেদের ৬৪ নং ভুল।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

الْأَقْصَى الَّذِيْ بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ﴾

"পবিত্র ও মহিমাময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দাকে রজনীযোগে ভ্রমণ করিয়েছেন মসজিদুল হারাম (মক্কার মসজিদ) থেকে মসজিদুল আকসা (যিরূশালেমের মসজিদ) পর্যন্ত, যার পরিবেশ আমি করেছিলাম বরকতময়, তাঁকে আমার নিদর্শন দেখাবার জন্য।"[১০৩]

এই আয়াত এবং বহুসংখ্যক সহীহ হাদীস প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে মি'রাজে গমন করেন। বিভিন্ন সহীহ হাদীস থেকে তা সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণিত। উপরন্তু এই আয়াতটিও তা প্রমাণ করে। কারণ 'বান্দা' বলতে আত্মা ও দেহের সমন্বিত মানুষকেই বোঝানো হয়। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿أَرَأَيْتَ الَّذِيْ يَنْهَى ۝٩ عَبْدًا إِذَا صَلَّى ۝١٠﴾

"তুমি কি তাকে দেখেছ, যে বাধা দেয় এক বান্দাকে, যখন সে সালাত আদায় করে?"[১০৪] অন্যত্র সূরা জিন্নের মধ্যে তিনি বলেন:

﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا﴾

"আর এই যে, যখন আল্লাহর বান্দা তাঁকে ডাকার জন্য দণ্ডায়মান হল তখন তারা তাঁর নিকট ভিড় জমাল।"[১০৫] নিঃসন্দেহে উপরের দুই স্থানেই 'বান্দা' বলতে দেহ ও আত্মার সমন্বিত ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে। এ থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, এখানেও 'বান্দা' বলতে দেহ ও আত্মার সমন্বিত ব্যক্তিকেই রজনীযোগে ভ্রমণ করানোর কথা বলা হয়েছে।

এছাড়া আমরা জানি যে, কাফিরগণ ইসরা ও মি'রাজ (নৈশভ্রমণ ও ঊর্ধ্বারোহণ) অস্বীকার করে এবং একে অসম্ভব বলে দাবি করে। এছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মি'রাজের কথা বললেন তখন কতিপয় দুর্বল ঈমান মুসলিম একে অসম্ভব মনে করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়াতের বিষয়ে সন্দীহান হয়ে ইসলাম পরিত্যাগ করে। এ থেকে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জাগ্রত অবস্থায় দৈহিকভাবে মি'রাজ সংঘটিত হওয়ার কথাই বলেছিলেন। নইলে কাফিরদের অস্বীকার করার ও দুর্বল ঈমান মুসলিমদের ঈমান হারানোর কোনো কারণই থাকে না। স্বপ্নে এরূপ নৈশভ্রমণ বা স্বর্গারোহণ কোনো অসম্ভব বা অবাস্তব বিষয় নয় এবং এরূপ স্বপ্ন দেখার দাবি করলে তাতে অবাক হওয়ার মতো কিছু থাকে না। যদি কেউ দাবি করে

[১০৩]. সূরা: (১৭) ইসরা (বনী ইসরাঈল), ১ আয়াত।
[১০৪]. সূরা: (৯৬) আলাক, ৯-১০ আয়াত।
[১০৫]. সূরা: (৭২) জিন্ন, ১৯ আয়াত।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

যে, ঘুমের মধ্যে সে একবার পৃথিবীর পূর্বপ্রান্তে এবং একবার পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে চলে গিয়েছে, তবে তার দেহ স্বস্থানেই রয়েছে এবং দৈহিক অবস্থার পরিবর্তন হয়নি, তবে কেউ তার এরূপ স্বপ্ন দেখার সম্ভাবনা অস্বীকার করবে না বা এতে অবাকও হবে না।

জ্ঞান, বিবেক বা মানবীয় বুদ্ধির দৃষ্টিতে এবং ধর্মগ্রন্থাবলির নির্দেশনার আলোকে জাগ্রত অবস্থায় সশরীরের এরূপ অলৌকিক নৈশভ্রমণ ও ঊর্ধ্বারোহণ অসম্ভব নয়।

জ্ঞান, যুক্তি ও বিবেকের দৃষ্টিতে তা অসম্ভব নয় এজন্য যে, এই মহাবিশ্বের স্রষ্টা সকল যৌক্তিক ও বিবেকগ্রাহ্য কাজ করতে সক্ষম। অতিদ্রুতগতিতে কোনো প্রাণি বা জড় পদার্থকে স্থানান্তর করা জ্ঞান-বিবেকের দৃষ্টিতে অসম্ভব নয়। মুহাম্মাদ ﷺ-কে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে স্থানান্তর করা একটি যৌক্তিক ও সম্ভব বিষয়, যা আল্লাহ করতে পারেন।[১০৬] শুধু এতটুকু বলা যায় যে, বিষয়টি অসম্ভব নয়, তবে অস্বাভাবিক বা সাধারণ নিয়মের বাইরে। সকল অলৌকিক কর্মই অস্বাভাবিক; এবং অস্বাভাবিক বলেই তো অলৌকিক চিহ্ন বলে গণ্য করা হয়।

ধর্মগ্রন্থাদির নির্দেশনার আলোকেও তা অসম্ভব নয়। ইয়াহুদি-খ্রিস্টানগণ বিশ্বাস করেন যে, মানুষের জন্য সশরীরে বা জড় দেহসহ ঊর্ধ্বালোকে বা স্বর্গে গমন সম্ভব।

(১) পাদরি উইলিয়াম স্মিথ 'তরীকুল আউলিয়া' (ঈশ্বরপ্রেমিকদের পথ) গ্রন্থে হনোক (Enoch) ভাববাদী (ইদরীস ﷺ) এর বিষয়ে আলোচনা করেছেন। যিশুখ্রিস্টের ৩৩৮২ বছর পূর্বে তিনি পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁর বিষয়ে আলোচনাকালে এই পাদরি বলেন, "ঈশ্বর জীবিত অবস্থায় তাঁকে স্বর্গে তুলে নেন, যেন তিনি মৃত্যু না দেখেন। এজন্য লিখিত হয়েছে যে, 'তিনি আর রহিলেন না, কেননা ঈশ্বর তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন'। এভাবে হনোক কোনোরূপ রোগব্যধি, অসুস্থতা, কষ্ট বা মৃত্যু ভোগ না করেই পৃথিবী পরিত্যাগ করেন। তিনি সশরীরে স্বর্গের রাজ্যে প্রবেশ করেন।

এখানে 'লিখিত হয়েছে' বলতে তিনি আদিপুস্তকের ৫ অধ্যায়ের ২৪ আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।[১০৭]

(২) ২ রাজাবলির ২ অধ্যায়ে রয়েছে, "১ পরে যখন সদাপ্রভু এলিয়কে

[১০৬]. গ্রন্থকারের যুগে আলোর গতি, সময় ও স্থান সম্পর্কে আধুনিক তথ্যাদি আবিষ্কৃত না হওয়ায় তাকে শুধু সম্ভাবনার কথাই বলতে হয়েছে। পরবর্তী বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিষ্কার মি'রাজের সত্যতা প্রমাণিত করেছে।

[১০৭]. "হনোক ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন করিতেন। পরে তিনি আর রহিলেন না, কেননা ঈশ্বর তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।"

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

(Elijah) ঘূর্ণবায়ুতে স্বর্গে তুলিয়া লইতে উদ্যত হইলেন, তখন এলিয় ও ইলিশায় (Elisha) গিল্‌গল হইতে যাত্রা করিলেন।... ১১ পরে এইরূপ ঘটিল; তাঁহারা যাইতে যাইতে কথা কহিতেছেন, ইতিমধ্যে দেখ, অগ্নিময় একরথ ও অগ্নিময় অশ্বগণ আসিয়া তাঁহাদিগকে পৃথক করিল এবং এলিয় ঘূর্ণবায়ুতে স্বর্গে উঠিয়া গেলেন।"

বাইবেল-ব্যাখ্যাকার আদম ক্লার্ক এই স্থানের ব্যাখ্যায় বলেন, "নিঃসন্দেহে এলিয় জীবিত অবস্থায় স্বর্গে উত্থিত হয়েছেন।"

(৩) মার্কের সুসমাচারের ১৬ অধ্যায়ের ১৯ আয়াত নিম্নরূপ, "তাঁহাদের সহিত কথা কহিবার পর প্রভু যিশু ঊর্ধ্বে, স্বর্গে গৃহীত হইলেন এবং ঈশ্বরের দক্ষিণে বসিলেন।"

(৪) ২ করিন্থীয় ১২ অধ্যায়ে সাধু পৌল তার নিজের ঊর্ধ্বারোহণ সম্পর্কে বলেছেন, "২ আমি খ্রিস্টের আশ্রিত এক ব্যক্তিকে জানি, চৌদ্দ বৎসর হইল- সশরীরে কি না, জানি না; অশরীরে কি না, জানি না; ঈশ্বর জানেন- এমন ব্যক্তি তৃতীয় স্বর্গ (third heaven: তৃতীয় আসমান[১০৮]) পর্যন্ত নীত হইয়াছিল। ৩ আর এমন ব্যক্তির বিষয়ে আমি জানি- সশরীরে কি অশরীরে, তাহা আমি জানি না, ঈশ্বর জানেন- সে পরমদেশে (paradise) নীত হইয়া অকথনীয় কথা শুনিয়াছিল, তাহা বলা মনুষ্যের বিধেয় নয়।"

এভাবে পৌল তৃতীয় স্বর্গ পর্যন্ত এবং পরমদেশ (paradise) ঊর্ধ্বারোহণের দাবি করলেন এবং মানুষের বলা বিধেয় নয় এমন সব অকথ নীয় কথা শ্রবণের দাবি করলেন।

(৫) প্রকাশিত বাক্যের ৪র্থ অধ্যায়ে যোহন বলেছেন, "১ ইহার পরে আমি দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ, স্বর্গে এক দ্বার খোলা রহিয়াছে (a door was opened in heaven) এবং প্রথম যে রব শুনিয়াছিলাম, যেন তূরীর রব আমার সহিত কথা কহিতেছিল, সেই রব শুনিলাম, কেহ বলিতেছেন, এই স্থানে উঠিয়া আইস, ইহার পরে যাহা যাহা অবশ্য ঘটিবে, সেই সকল আমি তোমাকে দেখাই। ২ আমি তখনই আত্মাবিষ্ট হইলাম; আর দেখ, স্বর্গে এক সিংহাসন স্থাপিত, সেই সিংহাসনের উপরে এক ব্যক্তি বসিয়া আছেন।"

এ সকল বিষয় সবই খ্রিস্টানগণের নিকট স্বীকৃত সত্য। কাজেই জ্ঞান, বিবেক, যুক্তি বা ধর্মের দোহাই দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মি'রাজ অস্বীকার

[১০৮]. এখানে লক্ষণীয় হিব্রু ও আরবি 'سماء'-কে আমরা বাংলায় 'আকাশ' বা 'আসমান' বলে থাকি। আর স্বর্গ বলতে আমরা 'জান্নাত' বা 'ফিরদাউস' বুঝি। বাইবেলের পরিভাষায় কিছু ব্যতিক্রম আছে। বাইবেলের ইংরেজি অনুবাদের 'سماء' অর্থাৎ 'আকাশ' বা 'আসমান'কে 'heaven' বলা হয়েছে। বাংলা বাইবেলে একে স্বর্গ বলা হয়েছে। আর জান্নাতকে ফিরদাউস (paradise) বলা হয়েছে এবং বাংলায় 'পরমদেশ' বলা হয়েছে।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

করার কোনো সুযোগ পাদরিগণের নেই।

তবে তাদের নিজেদের বিশ্বাস অনুসারে তাদেরই বিরুদ্ধে কিছু আপত্তি এখানে উত্থাপিত হতে পারে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের (astronomy) তত্ত্ব অনুসারে 'আকাশ' বা আসমানের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। তাহলে তাদের বিশ্বাসে হনোক, এলিয় এবং যিশুর আকাশে আরোহণ কীভাবে সত্য হতে পারে? কীভাবেই বা যিশু ঈশ্বরের ডানদিকে উপবেশন করলেন?

খ্রিস্টানদের মহাপুরুষ সাধু পৌল তৃতীয় আসমান পর্যন্ত এবং এরপর ফিরদাউস পর্যন্ত উত্থিত হয়েছিলেন। ইতোপূর্বে ৫ম অধ্যায়ের ২য় পরিচ্ছেদে আমরা পোপগণের নরক ও প্রায়শ্চিত্ত-স্থান (purgatory) সম্পর্কে জানতে পেরেছি। তবে তাদের ফিরদাউস সম্পর্কে জানতে পারিনি। তাদের এই ফিরদাউস কি উপকথার রাক্ষসের মতো কাল্পনিক তৃতীয় আসমানেই অবস্থিত নাকি তার ঊর্ধ্বে অবস্থিত?

এমনও হতে পারে যে, ফিরদাউস বা পরমদেশ বলতে তারা জাহান্নাম বা নরককেই বোঝান। বাইবেলের নতুন নিয়মের বা সুসমাচারের বক্তব্য ও খ্রিস্টানগণের ধর্মবিশ্বাস বিষয়ক পুস্তকাদির বক্তব্য সমন্বয় করলে তাই বোঝা যায়। কারণ যিশুর সাথে যে দুই দুষ্কর্মকারীকে (malefactors) ক্রুশে টাঙানো হয়েছিল ক্রুশবিদ্ধ যিশু তাদের একজনকে বলেছিলেন, "আমি তোমাকে সত্য বলিতেছি, অদ্যই তুমি পরমদেশে আমার সঙ্গে উপস্থিত হইবে (Today shalt thou be with me in paradise)।"[১০৯]

খ্রিস্টানগণ তাদের ধর্মবিশ্বাসের তৃতীয় বিশ্বাসে সুস্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন যে, যিশু মৃত্যুর পরে নরকে গমন করেছিলেন। উভয় বিষয়কে সমন্বিত করলে আমরা বুঝতে পারি যে, খ্রিস্টীয় বিশ্বাসে নরককেই ফিরদাউস (paradise) বা পরমদেশ বলা হয়েছে।

জাওয়াদ বিন সাবাত তারা 'আল বারাহীনুস সাবাতিয়া' পুস্তকের দ্বিতীয় পর্বে ১৬শ প্রমাণে বলেন, "অনুবাদকদের উপস্থিতিতে পাদরি কিয়ারোস আমাকে প্রশ্ন করেন, মুসলিমগণ মুহাম্মাদ ﷺ-এর মি'রাজ সম্পর্কে কী বিশ্বাস পোষণ করে? আমি বললাম, তারা বিশ্বাস করে যে, মি'রাজ হয়েছিল মক্কা থেকে যিরূশালেম পর্যন্ত এবং তথা থেকে ঊর্ধ্বাকাশে। তিনি বলেন, জড় দেহের পক্ষে তো আকাশে ওঠা অসম্ভব। আমি বললাম, আমি জনৈক মুসলিমকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলাম, তিনি বলেন, যিশুর পক্ষে যেমন সশরীরে আসমানে ঊর্ধ্বগমন সম্ভব হয়েছিল সেভাবে মুহাম্মাদ ﷺ-এর

[১০৯]. লুক ২৩/৪৩।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

পক্ষেও সম্ভব হয়েছিল। তিনি বলেন, আপনি কেন বললেন না যে, আকাশের জন্য খোলা বা বন্ধ হওয়া সম্ভব নয়? আমি বললাম, আমি সে কথা বলেছিলাম, কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন যে, যিশুর ক্ষেত্রে যেমন তা সম্ভব হয়েছিল, তেমনি মুহাম্মাদ ﷺ-এর পক্ষেও তা সম্ভব হয়েছিল। পাদরি বলেন, আপনি কেন বললেন না যে, যিশু তো ঈশ্বর, কাজেই তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যা ইচ্ছা করতে পারেন? আমি বললাম, আমি সে কথা বলেছিলাম, কিন্তু তিনি উত্তরে বলেন যে, যিশুর ঈশ্বরত্ব বাতিল ও ভিত্তিহীন কথা; কারণ ঈশ্বরের মধ্যে অক্ষমতা প্রকাশ পেতে পারে না। প্রহৃত হওয়া, ক্রুশবিদ্ধ হওয়া, মৃত্যুবরণ করা, কবরস্থ হওয়া ইত্যাদি বিষয় কখনোই ঈশ্বরের ক্ষেত্রে ঘটতে পারে না।"

আমার এক প্রিয়জন আমাকে বলেছেন যে, ভারতের বেনারস শহরে এক পাদির ছিলেন। তিনি সাধারণ মূর্খ গ্রাম্য মুসলিমদের বিভ্রান্ত করার জন্য বিভিন্ন মাজলিসে বলতেন, আপনারা কীভাবে মি'রাজকে সত্য বলে বিশ্বাস করেন, অথচ তা একেবারে অসম্ভব বিষয়। তখন একজন ভারতীয় অগ্নিউপাসক (Magian, adherent of Mazdaism) তার কথার প্রতিবাদ করে বলেন, কুমারী মহিলার স্বামী ছাড়া গর্ভবতী হওয়ার চেয়ে মি'রাজের ঘটনা বেশি অসম্ভব নয়! যদি কোনো বিষয় অসম্ভব হলেই মিথ্যা বলে গণ্য হয় তবে কুমারী মেরির গর্ভধারণের ঘটনাও মিথ্যা! তাহলে আপনারা একথা সত্য বলে বিশ্বাস করেন কীভাবে? একথায় উক্ত পাদরি মহাশয় নির্বাক হয়ে যান।

অলৌকিক কর্ম-২: চন্দ্র খণ্ডিত করা

মহান আল্লাহ কুরআনে বলেছেন:

﴿اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ۝١ وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ۝٢﴾

"কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। তারা কোনো নিদর্শন (অলৌকিক চিহ্ন) দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এ তো চিরাচরিত যাদু।"[১১০]

এখানে মহান আল্লাহ অতীত কালের ক্রিয়ার মাধ্যমে জানিয়েছেন যে, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে; কাজেই তা সংঘটিত হয়েছিল বলে স্বীকার করা অত্যাবশ্যক। এখানে অতীত কালের ক্রিয়াকে 'ভবিষ্যৎ কালে'র ক্রিয়া বলে ব্যাখ্যা করা বা 'বিদীর্ণ হয়েছে' অর্থ 'বিদীর্ণ হবে' বলে মনে করা অবাস্তব ও

[১১০]. সূরা: (৫৪) কামার, ১-২ আয়াত।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

ভিত্তিহীন অপব্যাখ্যা। চারটি কারণে এই ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রথম কারণঃ সাহাবি হুযাইফা ﷺ বর্ণিত কিরাআত বা পাঠে এই আয়াতটি নিম্নরূপ, (وقد انشق القمر) "কিয়ামত নিকটবর্তী এবং ইতোমধ্যেই চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে।" এক্ষেত্রে মূলনীতি যে, উভয় পাঠের অর্থ একই প্রকার হবে।

দ্বিতীয় কারণঃ উপর্যুক্ত আয়াতে আল্লাহ বলেছেন যে, কাফিরগণ কোনো অলৌকিক নিদর্শন দেখলে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং যাদু বলে প্রত্যাখ্যান করে। এ থেকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, ঘটনাটি ঘটেছিল এবং তারা যাদু বলে প্রত্যাখ্যান করেছিল। কোনো ঘটনা ঘটার আগেই তাকে যাদু বলে প্রত্যাখ্যান করার প্রশ্ন আসে না।

তৃতীয় কারণঃ প্রসিদ্ধ মুফাসসির বা কুরআন ব্যাখ্যাকারগণ সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, এখানে 'বিদীর্ণ হয়েছিল' বলতে অতীত কালই বুঝতে হবে। 'বিদীর্ণ হয়েছিল' অর্থ 'বিদীর্ণ হবে' বলে অতীত কালের ক্রিয়ার অর্থ ভবিষ্যত কালে নিয়ে যাওয়ার মতকে তারা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

চতুর্থ কারণঃ সর্বোপরি বিভিন্ন সহীহ হাদীসে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, চন্দ্র বাস্তবিকই বিদীর্ণ ও খণ্ডিত হয়েছিল। এজন্য 'শারহুল মাওয়াকিফ' গ্রন্থের লেখক[১১১] বলেন, "চন্দ্র খণ্ডিত হওয়ার বিষয়টি 'মুতাওয়াতির' বা অতিপ্রসিদ্ধভাবে বর্ণিত। ইবন মাস'ঊদ ও আরো অনেক সাহাবি তা বর্ণনা করেছেন"।[১১২]

আল্লামা তাজ উদ্দীন আবু নাস্‌র আব্দুল ওয়াহ্‌হাব ইবন ইমাম আলী ইবন আব্দুল কাফি ইবন তামাম আল-আনসারী আস-সুবকি (৭৭১হি./১৩৭০খ্রি.) তার প্রণীত 'শারহু মুখতাসারি ইবনিল হাজিব' নামক উসূলুল ফিকহের গ্রন্থে বলেন, "আমার নিকট সঠিক মত যে, চন্দ্র খণ্ডিত হওয়ার বিষয়টি মুতাওয়াতির। কুরআনে সুস্পষ্টভাবেই তা উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া বুখারি, মুসলিম ও অন্যান্য সহীহ হাদীসের গ্রন্থে এই অর্থের হাদীসগুলো সংকলিত হয়েছে।"[১১৩]

---

[১১১]. সাইয়িদ শরীফ আলী ইবন মুহাম্মাদ আল জুরজানি (৮১৬ হি.)।

[১১২]. বুখারি, মুসলিম ও অন্যান্য সহীহ হাদীসের গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ ﷺ, আব্দুল্লাহ ইবন উমার ﷺ, আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস ﷺ, আনাস ইবন মালিক ﷺ, জুবাইর ইবন মুতয়িম ﷺ ও হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান- এই ৬ জন সাহাবি থেকে প্রায় ২০টি পৃথক সনদে এ বিষয়ক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

[১১৩]. দেখুন: সহীহ বুখারি, হাদীস-৩৬৩৬-৩৬৩৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৮০০-২৮০৩; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৩২৮৫-৩২৮৯; তাহাবি, শারহু মুশকিলিল আসার, হাদীস-৬৯৬-৭০৮; ইবনুল আসীর, জামিউল উসূল ১১/৩৯৬-৩৯৮। -সম্পাদক

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

কুরআনে উল্লেখিত ও মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এই অলৌকিক চিহ্ন পাদরিগণ অস্বীকার করতে চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে তাদের সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী বিভ্রান্তি নিম্নরূপ, "গ্রহ, উপগ্রহ বা নক্ষত্রাদির ক্ষেত্রে খণ্ডিত হওয়া বা জোড়া লাগার কোনো অবকাশ নেই। এছাড়া যদি চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনাটি সত্যই ঘটত, তবে পৃথিবীর কারো কাছেই তা অজ্ঞাত থাকত না এবং বিশ্বের ঐতিহাসিকগণ তা উল্লেখ করতেন।"

এই বিভ্রান্তির অপনোদনে আমাদের বক্তব্য এই যে, পাদরিগণের এই মহাযুক্তি এবং সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণটি ধর্মগ্রন্থাদির নির্দেশনার আলোকে অত্যন্ত দুর্বল এবং জ্ঞান-বিবেক ও যুক্তির আলোকেও অত্যন্ত দুর্বল।

ধর্মগ্রন্থাদির নির্দেশনার আলোকে নিম্নোক্ত ৭টি বিষয় এই মহাযুক্তিটিকে অচল ও ভিত্তিহীন বলে প্রমাণ করে।

প্রথম বিষয়ঃ বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে নোহের জলপ্লাবন ছিল বিশ্বব্যাপী, যা এক বছরকাল স্থায়ী ছিল। এই মহাপ্লাবনে ভূচর, খেচর সকল মানুষ, পশু, পাখি ও কীটপতঙ্গ ধ্বংস হয়ে যায়, শুধু নোহের জাহাজে অবস্থানকারীগণই জীবিত থাকে।[১১৪] মানুষদের মধ্য থেকে এই প্লাবনের পরে কেবলমাত্র ৮ জন মানুষই[১১৫] জীবিত থাকে। আদিপুস্তকের ৭ম ও ৮ম অধ্যায়ে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

পিতরের প্রথম পত্রের ৩ অধ্যায়ের ২০ আয়াতে রয়েছে, "যাহারা পূর্বকালে, নোহের সময়ে, জাহাজ প্রস্তুত হইতে হইতে যখন ঈশ্বরের দীর্ঘসহিষ্ণুতা বিলম্বিত করিতেছিল, তখন তাহারা অবাধ্য ছিল। সেই জাহাজে অল্প লোক অর্থাৎ আটটি প্রাণ, জল দ্বারা রক্ষা পাইয়াছিল।"

পিতরের দ্বিতীয় পত্রের ২য় অধ্যায়ের ৫ আয়াত নিম্নরূপ, "আর তিনি পুরাতন জগতের প্রতি মমতা করেন নাই, কিন্তু যখন ভক্তিহীনদের জগতে জলপ্লাবন আনিলেন, তখন আর সাতজনের সহিত ধার্মিকতার প্রচারক নোহকে রক্ষা করিলেন।"

বাইবেলের বিবরণ অনুসারে ইয়াহুদি-খ্রিস্টানগণ বিশ্বাস করেন যে, এই মহাজলপ্লাবনের পরে মাত্র ৪২১২ সৌর বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। অর্থাৎ মাত্র ৪২১২ বছর পূর্বে এই মহাপ্লাবন সংঘটিত হয়েছিল বলে তারা বিশ্বাস করেন। অথচ এই ঘটনার কোনো বিবরণ ভারতীয় ঐতিহাসিকদের ইতিহাসে

[১১৪]. এইরূপে ভূমণ্ডল-নিবাসী সমস্ত প্রাণি, মনুষ্য, পশু, সরীসৃপ জীব ও আকাশের পক্ষী সকল উচ্ছিন্ন হইল, পৃথিবী হইতে উচ্ছিন্ন হইল, কেবল নোহ ও তাঁহার সঙ্গী জাহাজস্থ প্রাণিরা বাঁচিলেন। আদিপুস্তক ৭/২৩।

[১১৫]. নোহ, তাঁর স্ত্রী, তাঁর তিনপুত্র ও তিন পুত্রবধু।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

ও গ্রন্থাবলিতে লিপিবদ্ধ নেই। ভারতীয় পণ্ডিতগণ মহাপ্লাবনের ঘটনা ও তারিখের বিষয়টি কঠিনভাবে অস্বীকার করেন। তাদের পণ্ডিতগণ সকলেই এই বিষয়টি নিয়ে উপহাস করেন। তারা বলেন, পূর্ববর্তী সময়ের কথা যদি আমরা বাদও দিই, তবে অবতার কৃষ্ণের যুগ পর্যন্ত আমরা দেখতে পারি। ভারতীয় পণ্ডিতদের পুস্তকাদির হিসাব অনুসারে বর্তমান সময়ের (১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দের) ৪৯৬০ বছর পূর্বে কৃষ্ণের আগমন করেন। তারা বলেন, আমরা যদি এই সময়কালের ইতিহাসের দিকে তাকাই তাহলে নিশ্চিতরূপে জানতে পারি যে, এইরূপ সর্বভূমণ্ডলব্যাপী মহাপ্লাবন এই সময়ের মধ্যে সংঘটিত হওয়ার কোনো অবকাশ নেই। কারণ কৃষ্ণের যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত অনেক শহর এখনো বিদ্যমান। তাদের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, সেই যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত সকল যুগে ভারতের লক্ষলক্ষ মানুষ বিদ্যমান। এমনকি তারা দাবি করেন যে, কৃষ্ণের যুগের এত ঐতিহাসিক তথ্য বিদ্যমান রয়েছে যে, তা যেন গতকালের ঘটনা।

ইবন খালদুন [৮০৮হি./১৪০৬খ্রি.] তার ইতিহাস গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বলেন, "জেনে রাখো, পারসীয় ও ভারতীয়গণ মহাপ্লাবনের কথা জানে না। পারস্যের কোনো কোনো পণ্ডিত বলেন, এই প্লাবন শুধু ব্যাবিলনে সংঘটিত হয়েছিল।"[১১৬]

প্রসিদ্ধ মিসরীয় ঐতিহাসিক আল্লামা তাকিউদ্দীন আহমাদ ইবন আলী ইবন আব্দুল কাদির ইবন মুহাম্মাদ মাকরীযি (৮৪৫হি./১৪৪১খ্রি.) 'কিতাবুল মাওয়ায়িয ওয়াল ই'তিবার বি-যিকরিল খুতাতি ওয়াল আসার' নামক ইতিহাস গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বলেন, "পারস্যের অধিবাসীগণ এবং অন্যান্য দেশের সকল অগ্নিউপাসক (Magian, adherent of Mazdaism), (দক্ষিণ ইরাকের) কালদীয়গণ (Chaldeans), ব্যাবিলনীয়গণ, ভারতীয়গণ, চীনাগণ এবং অন্যান্য বিভিন্ন প্রাচ্যদেশীয় জনগোষ্ঠী মহাপ্লাবনের কথা অস্বীকার করেন। পারস্যের কিছু মানুষ তা স্বীকার করেন, তবে তারা বলেন, এই প্লাবন সিরিয়া ও পশ্চিমাঞ্চল ছাড়া কোথাও হয়নি। এই প্লাবন সর্বাত্মক বা সর্বব্যাপী ছিল না। এতে কিছু মানুষ ডুবে মারা যায়। এই প্লাবন সিরিয়ার হুলওয়ান এলাকা অতিক্রম করেনি। পূর্বাঞ্চলীয় দেশগুলোতে এই প্লাবন আসেনি।"[১১৭]

পাদরিগণের স্বজাতি ইউরোপীয় নাস্তিকগণ এই মহাজলপ্লাবনের কথা অস্বীকার করেন এবং এ বিষয়ক বাইবেলীয় বর্ণনা নিয়ে উপহাস করেন। নাস্তিক জন ক্লার্ক লিডসে ১৮৩৯ সালে মুদ্রিত তার পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত তৃতীয়

[১১৬]. তারীখ ইবন খালদুন ২/৭। -সম্পাদক

[১১৭]. মাকরীযি, আল মাওয়াইয ওয়াল ই'তিবার ২/২০। -সম্পাদক

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

পুস্তিকার ৫৪ পৃষ্ঠায় বলেন, "দর্শন-বিজ্ঞানের সাক্ষ্য অনুসারে মহাপ্লাবনের এ সকল কাহিনী অসত্য। আমি শুধু অবাক হই, এই প্লাবনে পানির মাছগুলো কি মৃত্যুবরণ করেছিল?

আদিপুস্তকের ৬ অধ্যায়ের ৫ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষের অন্তরের চিন্তার সমস্ত কল্পনাই নিরন্তর কেবল মন্দ (every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually)। তাহলে ঈশ্বর কেন এই ৮ জন মানুষকে বাঁচিয়ে রাখলেন। তিনি কেন সবাইকে ধ্বংস করে নতুন করে মানুষ সৃষ্টি করলেন না? কেন ঈশ্বর তাঁর পুরাতন সৃষ্টিকে অবশিষ্ট রাখলেন, যার ফলে নিরন্তর মন্দ চিন্তা ও কল্পনা পৃথিবীতে চিরস্থায়ী হয়ে গেল? কারণ খারাপ বৃক্ষ কখনো ভালো ফল দিতে পারে না। এজন্যই মথি তার সুসমাচারের ৭ অধ্যায়ের ১৬ আয়াতে বলেছেন, "লোকে কি কাঁটা গাছ হইতে দ্রাক্ষাফল, কিম্বা শিয়ালকাঁটা হইতে ডুমুর ফল সংগ্রহ করে?"।

নোহ মদ্যপ, পাশবিক ও অত্যাচারী ছিলেন (নাঊযু বিল্লাহ!!)। আদি পুস্তকের ৯ অধ্যায়ের ২১ ও ২৫ আয়াত থেকে তা জানা যায়। তাহলে কীভাবে আশা করা যায় যে, তাঁর বংশধর সৎ হবে? নোহের বংশধর যে সৎ নয় তা ইফিষীয় ২ অধ্যায়ের ৩ আয়াতে পৌলের বক্তব্য থেকে জানা যায়।[১১৮] এছাড়া তিত ৩ অধ্যায়ের ৩ আয়াত,[১১৯] ১ পিতরের ৪ অধ্যায়ের ৩ আয়াত[১২০] থেকে এবং গীতসংহিতার ৫১ গীতের ৫ আয়াত[১২১] থেকেও তা জানা যায়।"

এরপর জন ক্লার্ক ৯৩ পৃষ্ঠায় অত্যন্ত অভদ্রভাবে উপহাস করেছেন এ বিষয়ক বাইবেলীয় বর্ণনা নিয়ে। তার অশোভনীয় কথা উদ্ধৃত করতে আমি ইচ্ছুক নই।

দ্বিতীয় বিষয়: যিহোশুয়ের পুস্তকের ১০ অধ্যায়ে রয়েছে (১৮৪৪ সালের আরবি অনুবাদ অনুসারে):[১২২] "১২ তৎকালে যে দিন সদাপ্রভু ইস্রায়েল-সন্তানগণের সম্মুখে ইমোরীয়দিগকে সমর্পণ করেন, সেই দিন যিহোশুয় (Joshua) সদাপ্রভুর কাছে নিবেদন করিলেন; আর তিনি (যিহোশুয়) ইস্রায়েলের সাক্ষাতে কহিলেন, সূর্য, তুমি স্থগিত হও গিবিয়োনে,

[১১৮]. "সেই লোকদের মধ্যে আমরাও সকলে পূর্বে আপন আপন মাংসের অভিলাষ অনুসারে আচরণ করিতাম, মাংসের ও মনের বিবিধ ইচ্ছা পূর্ণ করিতাম এবং অন্য সকলের ন্যায় স্বভাবতঃ ক্রোধের সন্তান ছিলাম"।

[১১৯]. "কেননা পূর্বে আমরাও নির্বোধ, অবাধ্য, ভ্রান্ত, নানাবিধ অভিলাষের ও সুখভোগের দাস, হিংসাতে ও মাৎসর্যে কালক্ষেপকারী, ঘৃণার্হ ও পরস্পর দ্বেষকারী ছিলাম।"

[১২০]. "কেননা পরজাতীয়দের বাসনা সাধন করিয়া, লম্পটতা, সুখাভিলাষ, মদ্যপান, রঙ্গরস পানার্থক সভা ও ঘৃণার্হ প্রতিমাপূজারূপ পথে চলিয়া যে কাল অতীত হইয়াছে...।"

[১২১]. "দেখ, অপরাধে আমার জন্ম হইয়াছে, পাপে আমার মাতা আমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন।"

[১২২]. বাংলা অনুবাদ বাংলা বাইবেল থেকে।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

আর চন্দ্র, তুমি অয়ালোন তলভূমিতে। ১৩ তখন সূর্য স্থগিত হইল, ও চন্দ্র স্থির থাকিল, যাবৎ সেই জাতি শত্রুদের প্রতিশোধ না লইল। এই কথা কি যাশের গ্রন্থে লিখিত নাই? আর আকাশের মধ্যস্থানে সূর্য স্থির থাকিল, অস্তগমন করিতে প্রায় সম্পূর্ণ এক দিবস অপেক্ষা করিল (So the sun stood still in the midst of heaven, and hasted not to go down about a whole day)"।

১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত 'তাহকীকু দীনিল হক' নামক পুস্তকের ৩য় অংশের ৪র্থ অধ্যায়ে ৩৬২ পৃষ্ঠায় রয়েছে, "যিহোশুয়ের প্রার্থনার কারণে সূর্যের অস্তগমন ২৪ ঘণ্টা থেমে থাকে।"

এই ঘটনাটি খুবই বড় ঘটনা। খ্রিস্টানগণ বিশ্বাস করেন যে, খ্রিস্টের জন্মের ১৪৫০ বছর পূর্বে এই ঘটনা ঘটে। যদি তা সত্যিই ঘটে থাকত, তবে বিশ্বের সকলের জন্যই তা প্রকাশ পেত। একথা তো স্পষ্ট যে, গভীর মেঘ থাকলেও এই ঘটনা কারো অজ্ঞাত থাকে না। আবার দূরত্বের কারণেও তা না জানার কোনো সুযোগ নেই। এ সময়ে যে সকল দেশে রাত ছিল সে সকল দেশের মানুষেরাও বিষয়টি নিশ্চিত জানতেন; কারণ কোথাও যদি ২৪ ঘণ্টা রাত দীর্ঘায়িত হয় তবে তা তাদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করবে এবং তারা সকলেই তা জানবেন। অথচ এত বড় ঘটনাটি ভারতের হিন্দুদের কোনো গ্রন্থে লিখিত হয়নি। চীন ও পারস্যের মানুষেরাও তা জানতে পারেনি। আমি ভারতীয় হিন্দু পণ্ডিতদেরকে এই বিষয়টি অস্বীকার করতে শুনেছি। তারা বলেন যে, ঘটনাটি নিঃসন্দেহে ভিত্তিহীন ও বাতুল। পাদরিগণের স্বজাতি ইউরোপীয় নাস্তিকগণ এই ঘটনা অস্বীকার করেন এবং এ নিয়ে উপহাস করেন। তারা এ বিষয়ক বাইবেলীয় বর্ণনার বিষয়ে বিভিন্ন আপত্তি উত্থাপন করেন।

প্রথম আপত্তিঃ যিহোশুয় বলেছেন, 'সূর্য, তুমি স্থগিত হও', এরপর বাইবেলে বলা হয়েছে, 'তখন সূর্য স্থগিত হইল'। এই বক্তব্য দুটি প্রমাণ করে যে, সূর্য আবর্তনশীল ও পৃথিবী স্থির, কারণ তা না হলে বলা হত 'পৃথিবী, তুমি স্থগিত হও... পৃথিবী স্থগিত হইল...'। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের (astronomy) তত্ত্ব অনুসারে বাইবেলের এ সকল বক্তব্য ভুল। ইউরোপের সকল পণ্ডিতই আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করেন এবং এ বিষয়ক প্রাচীন তত্ত্বাবলি ভুল বলে বিশ্বাস করেন। সম্ভবত যিহোশুয় এসব জানতেন না, অথবা পুরো কাহিনীটিই বানোয়াট।

দ্বিতীয় আপত্তিঃ বাইবেলে বলা হয়েছে, 'আকাশের মধ্যস্থানে সূর্য স্থির থাকিল'। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ সময় ছিল ঠিক দ্বিপ্রহর বা মধ্যাহ্ন।

AS-SUNNAH TRUST

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

কিন্তু বিভিন্ন কারণে তা অবাস্তব বলে বোঝা যায়।

প্রথমত, সূর্যকে স্থগিত করার আগেই এসব শত্রুর বিরুদ্ধে ইস্রায়েলীয়গণ যুদ্ধ করে 'মহাসংহারে তাহাদিগকে সংহার করিয়া বৈৎহোরোণের আরোহণ পথ দিয়া তাহাদিগকে তাড়না করিলেন, এবং অসেকা ও মক্কেদা পর্যন্ত তাহাদিগকে আঘাত করিলেন। আর ইস্রায়েলের সম্মুখ হইতে পলায়নকালে যখন তাহারা বৈৎহোরোণের অবরোহণ-পথে ছিল, তখন সদাপ্রভু অসেকা পর্যন্ত আকাশ হইতে তাহাদের উপরে মহাশিলা বর্ষাইলেন, তাহাতে তাহারা মারা পড়িল; ইস্রায়েল-সন্তানগণ যাহাদিগকে খড়্গ দ্বারা বধ করিল, তদপেক্ষা অধিক লোক শিলাপাতে মরিল।'[১২৩] বাইবেলের এই অধ্যায়ে স্পষ্টতই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ সকল ঘটনা সব দ্বিপ্রহরের পূর্বেই সম্পন্ন হয়েছিল। কাজেই এরপর যিহোশুয়ের আর অস্থির হওয়ার কোনো কারণ ছিল না। বিজয়ী ইস্রায়েল-সন্তানগণ ছিল সংখ্যায় অনেক। পক্ষান্তরে পরাজিত অবশিষ্ট শত্রুদের সংখ্যা অতি সামান্য। কারণ তাদের প্রায় সকলেই ইস্রায়েলীয়দের হাতে বা শিলাপাতে মৃত্যুবরণ করেছে। এই সামান্য সংখ্যক শত্রুকে নিধন করতে দিবসের অর্ধেকই অবশিষ্ট রয়েছে। কাজেই সূযাস্তের পূর্বেই এদেরকে শেষ করে দেওয়া ইস্রায়েলীয়দের জন্য অত্যন্ত সহজ ব্যাপার ছিল।

দ্বিতীয়ত, এ সময় ছিল দ্বিপ্রহর। এ সময়ে তারা কীভাবে চন্দ্র দেখতে পেলেন? সর্বোপরি এ অবস্থায় দিবসের আলো রক্ষার জন্য চন্দ্রকে স্থগিত করা যুক্তির দৃষ্টিতে অর্থহীন কর্ম।

তৃতীয়ত, এ সময় দ্বিপ্রহর ছিল। ইস্রায়েল সন্তানগণ যুদ্ধে লিপ্ত ছিল এবং অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল। দিবসের বাকি সময়ের বিষয়ে তাদের কোনো সন্দেহ ও দ্বিধা ছিল না। আর তাদের কাছে ঘড়িও ছিল না। তাহলে তারা কীভাবে জানলেন যে, সূর্য ঠিক দ্বিপ্রহরের স্থানেই অবস্থান করছিল, এই দীর্ঘ সময়ে পশ্চিম দিকে একটুও হেলে যায়নি?

তৃতীয় আপত্তিঃ জন ক্লার্ক বলেন, ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, যতদিন পৃথিবী থাকবে দিবারাত্রির আবর্তন কখনো থামনে না। আদিপুস্তকের ৮ অধ্যায়ের ২৩ আয়াতে বলা হয়েছে, "যাবৎ পৃথিবী থাকিবে, তাবৎ শস্য বপনের ও শস্য ছেদনের সময় এবং শীত ও উত্তাপ এবং গ্রীষ্মকাল ও হেমন্তকাল, এবং দিবা ও রাত্রি, এই সকলের নিবৃত্তি হইবে না (While the earth remaineth, seedtime and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease)।"

[১২৩]. যিহোশুয় ১০/৮-১১।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

যদি এই দীর্ঘ সময় সূর্য অস্ত না যায়, তবে তো এই দীর্ঘ সময় রাত্রি থেমে থাকল!

তৃতীয় বিষয়: যিশাইয় ভাববাদীর অলৌকিক চিহ্ন হিসেবে সূর্যের পিছিয়ে আসা সম্পর্কে যিশাইর পুস্তকের ৩৮ অধ্যায়ের ৮ আয়াতে বলা হয়েছে, "পরে সূর্য যত ধাপ নামিয়া গিয়াছিল, তাহার দশ ধাপ ফিরিয়া গেল।"

এ ঘটনাও অত্যন্ত বড় ঘটনা। দিবসে এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, কাজেই বিশ্বের অধিকাংশ মানুষেরই তা জানার কথা। খ্রিস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে যিশুখ্রিস্টের জন্মের ৭১৩ সৌর বছর পূর্বে এই ঘটনা ঘটেছিল। এ ঘটনাও পারস্য, চীন ও ভারতের কোনো ইতিহাসে লেখা হয়নি।

এছাড়া বাইবেলের এই বক্তব্য থেকেও বোঝা যায় যে, সূর্য আবর্তনশীল ও পৃথিবী স্থির। এ বিষয়টিও আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বাতিল। তবে এ বিষয় বাদ দিলেও প্রশ্ন থাকে, সূর্যের দশধাপ ফিরে যাওয়া কীভাবে ঘটেছিল? হয় দিবস দশধাপ পিছিয়ে গিয়েছিল, অথবা সূর্য আকাশে দশধাপ ফেরত গিয়েছিল, অথবা পৃথিবী তার আবর্তনে পূর্ব থেকে পশ্চিমে দশধাপ পিছিয়ে গিয়েছিল। এই তিনটি বিষয়ই দর্শন-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অবাস্তব।

উপরের তিনটি ঘটনা ইয়াহুদি ও খ্রিস্টান উভয় সম্প্রদায়ের নিকটেই স্বীকৃত। পরবর্তী ঘটনাগুলো কেবলমাত্র খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট।

চতুর্থ বিষয়: মথিলিখিত সুসমাচারের ২৭ অধ্যায়ে রয়েছে, "৫১ আর দেখ, মন্দিরের তিরস্করিণী (veil) উপর হইতে নিচ পর্যন্ত চিরিয়া দুইখান হইল, ভূমিকম্প হইল ও শৈল সকল বিদীর্ণ হইল, ৫২ এবং কবর সকল খুলিয়া গেল, আর অনেক নিদ্রাগত পবিত্র লোকের দেহ উত্থাপিত হইল (many bodies of the saints which slept arose), ৫৩ এবং তাঁহার পুনরুত্থানের পর তাঁহারা কবর হইতে বাহির হইয়া পবিত্র নগরে প্রবেশ করিলেন, আর অনেক লোককে দেখা দিলেন (And came out of the graves after his resurrection, and went into the holy city, and appeared unto many)।"[১২৪]

প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে পাঠক জেনেছেন যে, নিঃসন্দেহে এটি একটি বানোয়াট মিথ্যা কাহিনী। ইয়াহুদি, রোমান ও অন্যান্য অখ্রিস্টান জাতির কোনো ইতিহাসে এ ঘটনার অস্তিত্ব নেই। মার্ক ও লুক উভয়েই

[১২৪]. একথা থেকে বোঝা যায় যে, কবর থেকে উত্থিত হওয়ার পরে তিন দিবস তারা কবরের নিকটেই বসে ছিলেন। যিশুর পুনরুত্থানের পরে তারা দলবেঁধে যিরূশালেমে প্রবেশ করে মানুষদেরকে দেখা দেন। আর যিশু গোপনে শুধু তাঁর শিষ্যদেরকে সাক্ষাত দেন!

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

মৃত্যুর সময়ে যিশুর উচ্চরবে চিৎকারের ঘটনা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তারা কেউই 'শৈল বিদীর্ণ হওয়া, কবর সকল খুলিয়া যাওয়া, অনেক নিদ্রাগত পবিত্র লোকদের দেহ উত্থাপিত হওয়া এবং তাদের যিরূশালেমে প্রবেশ করার' কথা উল্লেখ করেননি। অথচ যিশুর চিৎকারের চেয়ে এ সকল বিষয় অধিক উল্লেখযোগ্য। শৈল বিদীর্ণ হওয়া এমন বিষয়, যা ঘটনা ঘটার পরেও দেখা যায় (তা সত্ত্বেও তারা এ বিষয়ে কিছুই লেখলেন না)।

অবাক বিষয় যে, এ সকল মৃত সাধু কবর থেকে পুনরুত্থিত হওয়ার পরে কী করলেন, তা কিছুই মথি লেখলেন না! তারা কাদেরকে দেখা দিয়েছিলেন? তাদের তো উচিত ছিল ইয়াহুদিগণ এবং পিলাতের সাথে দেখা করবেন; যাতে তারা যিশুকে বিশ্বাস করেন। অনুরূপভাবে যিশুর জন্যও তো যৌক্তিক দায়িত্ব ছিল যে, মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের পরে তিনিও এদের সাথে সাক্ষাত করবেন; যেন তাঁর বিষয়ে সকল সন্দেহের অবসান হয় এবং তাঁর শিষ্যরা রাত্রিবেলায় তাঁর মৃতদেহ চুরি করেছে বলে অভিযোগ করার কোনো সুযোগ ইয়াহুদিদের থাকত না।[১২৫]

এখানে আরো লক্ষণীয় যে, এ সকল সাধু বা পবিত্র মানুষ যিরূশালেমের মানুষদেরকে দেখা দেওয়ার পরে কী করলেন, তা মথি লিখেননি। তারা কি পুনরায় তাদের কবরে ফিরে গিয়েছিলেন? না কি তারা জীবিতই রয়ে গিয়েছিলেন?

কোনো কোনো রসিক ব্যক্তি বলেন, সম্ভবত মথি একাই এ সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন ঘুমন্ত অবস্থায়!

এখানে উল্লেখ্য যে, লুকের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, মন্দিরের তিরস্করিণী (veil) চিরে গিয়েছিল যিশুর মৃত্যুর পূর্বে। পক্ষান্তরে মথি ও মার্কের বিবরণ এর বিপরীত।

পঞ্চম বিষয়: মথি, মার্ক ও লুক যিশুর ক্রুশারোহণের বিবরণে লিখেছেন, "বেলা ছয় ঘটিকা হইতে নয় ঘটিকা পর্যন্ত সমুদয় দেশ অন্ধকারময় হইয়া রহিল। সূর্যের আলো রহিল না।"[১২৬]

এ ঘটনাটি সত্যিই ঘটে থাকলে তা বিশ্বের অধিকাংশ মানুষই জানতে

[১২৫]. খ্রিস্টানগণের দাবি অনুসারে পারলৌকিক মুক্তির জন্য কোনো কর্ম, সততা বা ধর্মপালন জরুরি নয়, বরং একটিমাত্র বিশ্বাস জরুরি, যে, যিশু ঈশ্বরের পুত্র, তিনি মানুষের পাপের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। আর যিশুর আগমনের উদ্দেশ্যও ছিল এই উৎসর্গ। মূলত যিশু কোনো আদর্শ বা কর্ম শিক্ষা দিতে আসেননি। বরং নিজেকে উৎসর্গ করে মানব জাতিকে মুক্তি দেওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। আর এক্ষেত্রে পুনরুত্থানের পরে যিরূশালেমের সকলকে, বিশেষত পিলাত ও ইয়াহুদিগণের সাথে সাক্ষাত করলে তাঁর উৎসর্গের বিষয়টি তারা নিশ্চিতরূপে জানতেন এবং কোনোরূপ সন্দেহ ছাড়াই বিশ্বের সকলেই তা জানতে পারতেন। মানুষের মুক্তি নিশ্চিত হত!

[১২৬]. মথি ২৭/৪৫; মার্ক ১৫/৩৩; লুক ২৩/৪৪।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

পারত; কারণ বাইবেলে দাবি করা হয়েছে যে, ঘটনাটি দিবসে ঘটেছিল এবং দীর্ঘ ৪ ঘণ্টা স্থায়ী ছিল। অথচ ভারত, চীন, পারস্য ইত্যাদি দেশের ইতিহাসে এ ঘটনার কোনো উল্লেখ নেই।[১২৭]

ষষ্ঠ বিষয়: মথি তার সুসমাচারে ২য় অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন যে, পূর্বদেশীয় পণ্ডিতগণের মুখে ইয়াহুদিদের রাজার, অর্থাৎ যিশুর জন্মের সংবাদ পেয়ে হেরোদ রাজা বৈৎলেহম ও তার সমস্ত পরিসীমার মধ্যে দুইবছর বা তার কম বয়সের যত বালক ছিল সবাইকে হত্যা করেন।[১২৮] এরূপ একটি নির্মম পৈশাচিক গণহত্যার কথা অন্তত রোমান রাজ্যের সকলেরই জানার কথা। অথচ কোনো ইতিহাসে এ ঘটনার কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। এমনকি মথি ছাড়া অন্য কোনো সুসমাচার লেখকও এই ঘটনার কথা লিখেননি।

সপ্তম বিষয়: মথি ও লুকের সুসমাচারের ৩য় অধ্যায়ে এবং মার্কের সুসমাচারের ১ম অধ্যায়ে যোহন বাপ্তাইজকের নিকট যিশুর বাপ্তাইজিত হওয়ার বিবরণে নিম্নের কাহিনীটি রয়েছে, "১০ আর তৎক্ষণাৎ জলের মধ্য হইতে উঠিবার সময়ে দেখিলেন, আকাশ দুইভাগ হইল এবং আত্মা কপোতের ন্যায় তাঁহার উপরে নামিয়া আসিতেছেন। ১১ আর স্বর্গ হইতে এই বাণী হইল, তুমিই আমার প্রিয় পুত্র, তোমাতেই আমি প্রীত।" এ মার্কের ভাষা (অন্যদের ভাষাও প্রায় একই)।[১২৯]

এভাবে আমরা দেখছি যে, প্রকাশ্য দিবালোকে আকাশ দুইভাগ হয়ে গেল! কাজেই বিষয়টি বিশ্বের অধিকাংশ মানুষের কাছেই অজানা থাকার কথা নয়। অনুরূপভাবে কপোতের নেমে আসা প্রত্যক্ষ করা এবং ঊর্ধ্বাকাশ থেকে আগত বাণী বা শব্দ শ্রবণ করাও কারো একক বিষয় নয়। অন্তত উপস্থিত সকলেই তা দেখবেন ও শুনবেন। অথচ সুসমাচার লেখকগণ ছাড়া বিশ্বের আর কেউই এ সকল বিষয়ে কিছুই লিখেননি!

এই ঘটনা সম্পর্কে উপহাস করে জন ক্লার্ক বলেন, "মথি আমাদেরকে অত্যন্ত বড় সংবাদ থেকে বঞ্চিত করেছেন। যখন আকাশের দরজা খুলে গেল, তখন কি আকাশের বড় দরজাগুলো খুলেছিল? না মাঝারি দরজাগুলো? না ছোট দরজাগুলো? আর এই দরজাগুলো সূর্যের এদিকে ছিল না ওদিকে? মথির এই ভুলের কারণে আমাদের পাদরিগণ দিক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কিংকতর্ব্যবিমূঢ় হয়ে মাথা নাড়াতে থাকেন।"

---

[১২৭]. যিশুর সমকালীন রোমান ও ইয়াহুদি ইতিহাসেও এ ঘটনার সামান্যতম কোনো উল্লেখ নেই।
[১২৮]. মথি ২/১৬-১৮। -সম্পাদক
[১২৯]. মার্ক ১/১০-১১; মথি ৩/১৬-১৭; লুক ৩/২১-২২।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

এরপর তিনি বলেন, "মথি আমাদের এই কপোতের সংবাদও দিলেন না! কপোতটিকে কি কেউ ধরে খাঁচায় ভরেছিল? নাকি সেটিকে তারা আবার আকাশে ফিরে যেতে দেখেছিলেন? যদি ফিরে যেতে দেখেন, তবে বুঝতে হবে যে, আকাশের দরজাগুলো এই দীর্ঘ সময় উন্মুক্তই ছিল। সেক্ষেত্রে জানা গেল যে, তারা আকাশের অভ্যন্তরভাগ ভালো করেই দেখে নিয়েছিলেন। কারণ পিতরের তথায় পৌঁছানোর পূর্ব পর্যন্ত তথায় কোনো দারোয়ান ছিল বলে জানা যায় না। সম্ভবত এই কপোতটি ছিল একটি জিন!"

উপরের ৭টি বিষয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, চন্দ্রবিদীর্ণ করার বিষয়ে পাদরিগণের আপত্তি ধর্মগ্রন্থের নির্দেশনার আলোকে ভিত্তিহীন ও বাতিল। এছাড়া নিম্নের ৮টি বিষয় প্রমাণ করবে যে, জ্ঞান, যুক্তি ও বিবেকের দৃষ্টিতেও তাদের আপত্তি ভিত্তিহীন ও বাতিল।

প্রথম বিষয়: চন্দ্রখণ্ডিত করার ঘটনাটি ঘটেছিল রাত্রিতে। আর রাত সাধারণভাবে ঘুম, বিশ্রাম ও ঘরে থাকার সময়। এ সময়ে মানুষ ঘরের বাইরে বা রাস্তাঘাটে চলাচল করে কম। আর যদি আবহাওয়া ঠাণ্ডা হয় বা শীতকাল হয় তবে সব মানুষ জানালা-দরজা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে আরাম করেন। এমতাবস্থায় প্রায় কেউই আকাশের অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানতে পারেন না। শুধু যে ব্যক্তি আকাশের দিকে লক্ষ্য রাখে বা কোনো কিছুর অপেক্ষায় থাকে সে-ই আকাশের অবস্থা জানতে পারে। এজন্য অনেক সময় দেখা যায় যে, রাতে চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল, অথচ অধিকাংশ মানুষই সে বিষয়ে কিছুই জানে না। সকালে কেউ তাকে সংবাদ দিলে সে তা জানতে পারে।

দ্বিতীয় বিষয়: চন্দ্রখণ্ডিত করার ঘটনাটি সামান্য সময়ের জন্য ঘটেছিল। দুইতিন ঘণ্টা বা দীর্ঘ সময়ের ঘটনা হলে মানুষ নিজে তা প্রত্যক্ষ করার পরে অন্যকে ডেকে তা দেখাতে পারে বা ঘুমন্ত মানুষকে তা দেখার জন্য ঘুম থেকে উঠিয়ে আনতে পারে। এ ঘটনাটি সেরূপ ছিল না।

তৃতীয় বিষয়: বিশ্বের কেউই এ ঘটনাটি ঘটবে বলে অপেক্ষায় ছিল না। পূর্ব থেকে যে ঘটনার অপেক্ষায় থাকা হয় সে ঘটনা অনেকেই দেখতে বা জানতে পারে। যেমন রমাযানের চাঁদ, দুই ঈদের চাঁদ দেখা বা চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ অবলোকন করা। সাধারণত আগে থেকেই আগ্রহী সকলে জানেন যে, অমুক সময়ে চাঁদ দেখা যেতে পারে বা অমুক সময়ে গ্রহণ হবে। এজন্য অনেকেই তা দেখতে পারেন। দিবসেও সকল মানুষ সব সময় আকাশের দিকে দৃষ্টি রাখেন না, রাতে তো দূরের কথা। এ কারণে যারা এই অলৌকিক চিহ্ন দাবি করেছিল তারা তা দেখেছিল; কারণ তারা তার অপেক্ষায় ছিল। এছাড়া এ সময়ে যাদের দৃষ্টি কাকতালীয়ভাবে আকাশের দিকে গিয়েছিল

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

তারাও তা দেখেছিলেন।

সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, কাফিরদের দাবি অনুসারে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ চন্দ্রখণ্ডিত করে দেখালেন, তখন তারা বলল, মুহাম্মাদ ﷺ তোমাদেরকে যাদু করেছে। আবু জাহ্‌ল বলে, এ যাদু মাত্র। তোমরা পার্শ্ববর্তী এলাকায় খবর নিয়ে দেখ, তারা চন্দ্রকে খণ্ডিত দেখেছে কি না? এরূপ অনুসন্ধানের সময় মক্কার পার্শ্ববর্তী এলাকার কোনো কোনো মানুষ বলে যে, তারা চাঁদকে খণ্ডিত অবস্থায় দেখেছিল। আরবের পথিকগণ অধিকাংশ সময় দিনে বিশ্রাম করত এবং রাতে পথ চলত। এজন্য এরূপ পথিকদের কেউ কেউ তা অবলোকন করে। এজন্য তারা বলে 'এ তো চিরাচরিত যাদু'।[১৩০]

একাদশ হিজরি শতকের (সপ্তদশ খ্রিস্টীয় শতকের) প্রসিদ্ধ ভারতীয় ঐতিহাসিক মুহাম্মাদ ইবন কাসিম ফিরিশতা (৯৫৯-১০৩২ হি./ ১৫৫২-১৬২৩ খৃ.) তার রচিত 'তারিখ ফিরিশতা' নামক ইতিহাস গ্রন্থের ১১শ প্রবন্ধে লিখেছেন, ভারতের মালিবারের কেউ কেউ তা দেখতে পায়। এ দেশের শাসক ছিলেন অগ্নি-উপাসক। এ বিষয়ে খোঁজ-খবর নিয়ে নিশ্চিত হওয়ার পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

৮ম হিজরি শতকের (খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকের) প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক হাফিয ইউসুফ ইবন আব্দুর রাহমান মিয্‌যি ﷺ (৬৫৪-৭৪২ হি./১২৫৬-১৩৪১ খ্রি.) তার শিক্ষক তাকীউদ্দীন আহমাদ ইবন আব্দুল হালীম ইবন তাইমিয়া ﷺ (৬৬১-৭২৮হি./১২৬৩-১৩২৮খ্রি.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, কোনো কোনো পরিব্রাজক তাকে বলেছেন, তিনি ভারতে একটি প্রাচীন স্থাপনা দেখেছেন, যার উপরে লেখা রয়েছে, 'যে রাত্রে চন্দ্রখণ্ডিত হয়েছিল সে রাতে স্থাপিত'।

চতুর্থ বিষয়: অনেক সময় অনেক স্থানে আকাশের ঘন মেঘ বা পাহাড়ের কারণে চাঁদ দেখা যায় না। অনেক সময় এরূপ হয় যে, একই দেশের এক এলাকায় প্রবল বৃষ্টিপাত হচ্ছে বা আকাশে ঘন মেঘ রয়েছে, ফলে দিবসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সূর্য দেখা যায় না এবং সবুজ রঙের যে আবরণকে সাধারণ মানুষ আকাশ বলে মনে করে তাও দেখা যায় না এবং রাতেও ঘণ্টার পর ঘণ্টা চাঁদ বা সবুজ 'আকাশ' দৃশ্যগোচর হয় না, কিন্তু সে দেশেরই অন্য এলাকায় বৃষ্টি বা মেঘের কোনো চিহ্নও দেখা যায় না, অথচ দুই এলাকার মধ্যে দূরত্ব হয়ত খুবই কম। ইউরোপ ও অন্যান্য উত্তরাঞ্চলের মানুষেরা বৃষ্টি ও তুষারপাতের মৌসুমে চন্দ্র তো দূরের কথা, অনেক দিন

[১৩০]. মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১২৬৮৮; নুআইম ইবন হাম্মাদ, আল ফিতান, হাদীস-১৬৮০ ও ১৬৮২। -সম্পাদক

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

যাবৎ সূর্যও দেখতে পান না।

পঞ্চম বিষয়: চাঁদ পৃথিবীর সকল দেশে একই সময়ে উঠে না বা একইভাবে দৃষ্টিগোচর হয় না। এক দেশের আগে আরেক দেশে চাঁদ উদিত হয় এবং এক দেশ থেকে যে সময়ে দেখা যায় অন্য দেশে তখন দেখা যায় না। এজন্যই চন্দ্রগ্রহণের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে, এক দেশে তা দৃষ্ট হলেও অন্য দেশে তা দেখা যায় না। কখনো বা কোথাও আংশিক চন্দ্র গ্রহণ দেখা যায়, কোথাও পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ দৃষ্টিগোচর হয় এবং কোথাও কেবলমাত্র জ্যোতির্বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ মানুষ ছাড়া কেউ এ বিষয়ে কিছুই জানতে পারেন না। অনেক সময় আমরা শুনতে পাই যে, জ্যোতির্বিদগণ রাত্রিবেলায় মহাকাশের বিশাল আলোকপিণ্ড, বিশাল নতুন নক্ষত্রের প্রকাশ ইত্যাদি অদ্ভুত বিষয় দর্শন করে সে বিষয়ে আলোচনা করেন, অথচ অন্যান্য মানুষ সে বিষয়ে কিছুই জানে না।

ষষ্ঠ বিষয়: চন্দ্র বিদীর্ণ করার মতো কয়েক মুহূর্তের অলৌকিক ঘটনা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্য কোনো এলাকার কোনো মানুষ হঠাৎ করে দেখতে পেলেও এরূপ দর্শকদের সংখ্যা সাধারণত খুব কম হয়। (কারণ কেউ দেখে অন্যদেরকে ডেকে এনে দেখানোর মতো সময় থাকে না)। এরূপ অল্প সংখ্যক মানুষের কথা সাধারণত ঐতিহাসিকগণ বিশ্বাস করেন না। ঝড়, প্লাবন, কঠিন তুষারপাত, বৃষ্টিপাত, হিমবাহ ইত্যাদি যে সকল ঘটনা ঘটার পরেও তার প্রভাব থেকে যায় এবং পরিবেশ থেকে কিছু তথ্য সংগ্রহ করা যায়, সে সকল বিষয়ে ঐতিহাসিকগণ যেভাবে সাধারণ মানুষদের বর্ণনা গ্রহণ করেন, অলৌকিক বা অস্বাভাবিক ঘটনার ক্ষেত্রে তারা সেভাবে সাধারণ মানুষদের বক্তব্যকে গ্রহণ করেন না। এজন্য এমন হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, চন্দ্রখণ্ডিত হওয়ার ঘটনা অন্যান্য দেশের কিছু মানুষ দেখে অন্যদেরকে বলেছিলেন, কিন্তু ঐতিহাসিকগণ তাদের বর্ণনা গ্রহণ করেননি, বরং এ সকল বর্ণনা সাধারণ মানুষের দৃষ্টিবিভ্রম বলে মনে করেছেন। অথবা মনে করেছেন যে, চন্দ্রগ্রহণ জাতীয় কিছু হয়ত ঘটেছিল।

সপ্তম বিষয়: ঐতিহাসিকগণ বিশেষত পূর্ব যুগের ঐতিহাসিকগণ অধিকাংশ সময় ভূপৃষ্ঠের ঘটনাবলি লিপিবদ্ধ করতেন, আকাশ, গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদির ঘটনা সাধারণত তারা ইতিহাসে উল্লেখ করতেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ইত্যাদি ইউরোপীয় দেশগুলো অজ্ঞতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগের অনেক পরে এ সকল দেশে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও শিল্পের বিকাশ ঘটেছে।

অষ্টম বিষয়: যখন কোনো মানুষ কোনো অস্বাভাবিক কর্ম বা প্রাকৃতিক

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

অবস্থাকে নিজের অলৌকিক চিহ্ন হিসেবে দাবি করেন, তখন যিনি উক্ত ব্যক্তির দাবি সত্য বলে মানেন না, তিনি সাধারণত উক্ত ঘটনা গোপন করতে চেষ্টা করেন। সাধারণত তিনি তা লেখতে বা উল্লেখ করতে রাযি হন না। যোহনলিখিত সুসমাচারের ১১ অধ্যায় এবং প্রেরিতগণের কার্যবিবরণের ৪ ও ৫ অধ্যায় পাঠ করলে তা অনুধাবন করা যায়।

উপরের আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ধর্মগ্রন্থের নির্দেশনা এবং যুক্তি ও বিবেকের দৃষ্টিতে চন্দ্রখণ্ডিত করার ঘটনায় আপত্তি উত্থাপনের কোনো অবকাশ নেই।

'মীযানুল হক' গ্রন্থের প্রণেতা ড. ফানডার তার এ গ্রন্থের ১৮৪৩ সালে মির্জাপুর থেকে প্রকাশিত সংস্করণে লিখেন, "তাফসীর শাস্ত্রের মূলনীতি অনুসারে এ আয়াতের অর্থ হবে কিয়ামতের সাথে সংশ্লিষ্ট। কারণ আরবি 'الساعة' (সময়, মুহূর্ত) শব্দটি নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হলে তার অর্থ হয় সুনির্দিষ্ট দিনের সুনির্দিষ্ট সময়, অর্থাৎ কিয়ামতের সময়। এই অর্থেই এই শব্দটি এই সূরার শেষের আয়াতগুলোতে ব্যবহৃত হয়েছে। এজন্যই কাযি বাইযাবি ও অন্যান্য মুফাস্সির এই আয়াতে 'الساعة' অর্থ কিয়ামত বলেছেন। এবং তারা বলেছেন, এই আয়াত থেকে জানা যায় যে, কিয়ামত বা মহাপ্রলয়ের চিহ্নসমূহের মধ্যে এটিও একটি চিহ্ন যে ভবিষ্যতে চন্দ্র খণ্ডিত হবে"।

এখানে ফানডার সাহেব দুটি বিষয় দাবি করেছেন।

প্রথম বিষয়: তাফসীর শাস্ত্রের মূলনীতি অনুসারে এখানে 'চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে' অর্থ হবে 'চন্দ্র বিদীর্ণ হবে'।

দ্বিতীয় বিষয়: কাযি বাইযাবি ও অন্যান্য মুফাস্সির এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন।

ফানডার সাহেবের দুটি দাবিই বাতিল ও মিথ্যা। কারণ প্রথমত, এখানে অতীত কালের ক্রিয়া দ্বারা অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে, 'চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে'। এই সুস্পষ্ট অতীতকালের ক্রিয়াকে ভবিষ্যতের অর্থে গ্রহণ করার অর্থ স্পষ্ট অর্থ পরিত্যাগ করে রূপক অর্থ গ্রহণ করা। আর কোনো কথা আভিধানিক ও স্বাভাবিক অর্থে গ্রহণ করা সম্ভব হলে কখনোই তার রূপক অর্থ গ্রহণ করা বৈধ নয়; বরং তা স্বাভাবিক অর্থেই গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। একটু আগে পাঠক তা জেনেছেন।

দ্বিতীয় বিষয়টি কাযি বাইযাবির নামে একটি জঘন্য মিথ্যাচার ও বানোয়াট অপবাদ মাত্র। তিনি কখনোই 'বিদীর্ণ হয়েছে' অর্থ 'বিদীর্ণ হবে'

AS-SUNNAH TRUST

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

বলে ব্যাখ্যা করেননি। বরং তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে বলেই ব্যাখ্যা করেছেন। এভাবে তার নিকট গৃহীত সঠিক ব্যাখ্যা উল্লেখ করার পরে তিনি বলেছেন যে, কোনো কোনো অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি এ আয়াতের ব্যাখ্যা বলেছেন যে, এখানে 'বিদীর্ণ হয়েছে' কথাটির অর্থ 'বিদীর্ণ হবে'। এরপর তিনি এই মতটি প্রত্যাখ্যান করেছেন।[১৩১] এভাবে আমরা দেখছি যে, বাইযাবি যে মতটি বাতিল করেছেন, ফানডার সাহেব সেই মতটিকে বাইযাবির নামে চালিয়েছেন।

১৮৪৩ সালে ফানডার সাহেব তার বইটি প্রকাশ করলে সেই বছরেই (১৮৪৩খ্রি./১২৫৯হি.) শায়খ মুহাম্মাদ আল-হাসান (১২৮৭হি./১৮৭০খ্রি.) 'মীযানুল হক' পুস্তকটির মিথ্যাচার ও বিভ্রান্তির প্রতিবাদে 'আল-ইসতিফসার' নামক পুস্তক প্রকাশ করেন। এই পুস্তকে তিনি ফানডার সাহেবের এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন, 'পাদরি মহাশয় হয় অজ্ঞ ও বিভ্রান্ত, অথবা তিনি জেনেশুনে সাধারণ মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য এরূপ মিথ্যাচারে লিপ্ত হয়েছেন।'

পাদরি ফানডার সাহেব এই প্রতিবাদে সচেতন হয়ে পরবর্তী সংস্করণগুলোতে তার বক্তব্য পরিবর্তন করেন। ১৮৪৯ সালে মুদ্রিত ফারসি সংস্করণ এবং ১৮৫০ সালে মুদ্রিত উর্দু সংস্করণে তিনি লিখেছেন, 'الساعة' শব্দটি সুনির্দিষ্টভাবে একবচনে কুরআনে সর্বদা কিয়ামত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে' বাক্যটি 'এবং' সংযোজক অব্যয় (Conjunction) দ্বারা 'কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে' বাক্যটির সাথে সংযোজিত হয়েছে। প্রথম ক্রিয়াটি (নিকটবর্তী হয়েছে) ভবিষ্যতের অর্থে 'ভবিষ্যতে আগমন করবে' বলা হয়েছে। তদ্রূপভাবে দ্বিতীয় ক্রিয়াটিও ভবিষ্যতের অর্থে 'বিদীর্ণ হবে' অর্থে গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ যখন কিয়ামত আসবে তখন চন্দ্র বিদীর্ণ হবে।[১৩২] কোনো কোনো তাফসীরকারক এরূপ

[১৩১]. বাইযাবি, আনওয়ারুত তানযীল ৫/১৬৪। -সম্পাদক

[১৩২]. এখানে ফানডার সাহেব অদ্ভুত পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করেছেন। 'السَّاعَةُ' অর্থ যে কিয়ামত একথা প্রমাণ করার জন্য তিনি নিজের অনেক পাণ্ডিত্য যাহির করেছেন। অথচ যে কোনো আরবি পাঠক বা আরবি জানা মানুষই বোঝেন যে, 'السَّاعَةُ' অর্থ কিয়ামত। এরপর তিনি দাবি করেছেন যে, কিয়ামতের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার কারণে 'বিদীর্ণ হয়েছে' অর্থ হবে 'বিদীর্ণ হবে'। তার এই দাবিটি একেবারেই ভিত্তিহীন। এখানে দুটি ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে এবং দুটি ক্রিয়াই অতীত কালের- 'নিকটবর্তী হয়েছে' এবং 'বিদীর্ণ হয়েছে'। দুটি ক্রিয়াই অতীতের অর্থ প্রকাশ করছে। প্রথম ক্রিয়াটিকে ভবিষ্যতের অর্থে গ্রহণ করার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। এখানে বলা হয়নি যে, 'কিয়ামত আগমন করেছে', তাহলে আমরা বুঝতে পারতাম যে, এর অর্থ 'কিয়ামত আগমন করবে'। বরং এখানে স্পষ্টতই বলা হয়েছে 'কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে'। কিয়ামত তো আসলেই নিকটবর্তী হয়েছে এবং কিয়ামতের বিভিন্ন চিহ্ন প্রকাশিত হয়েছে। কুরআনের অন্যান্য স্থানেও একথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। কাজেই এর অর্থ 'কিয়ামত নিকটবর্তী হবে' মনে করা পাগলামি বৈ কিছু নয়। আর প্রথম ক্রিয়াটি যেহেতু সুস্পষ্টভাবে অতীতকালের অর্থে ব্যবহৃত,

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

ব্যাখ্যা করেছেন, যেমন যামাখশারি ও বাইযাবি। তারা যদিও বিশ্বাস করেছেন যে, এই আয়াতটি মুহাম্মাদ ﷺ-এর মু'জিযা বা অলৌকিক চিহ্ন, কিন্তু তারা একথাও স্পষ্টত বলেছেন। এবং তারা কোনো কোনো মানুষ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এর অর্থ, কিয়ামতের দিন চন্দ্র খণ্ডিত হবে। হুযাইফার কিরাআতে রয়েছে, 'এবং ইতোমধ্যে চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে'। অর্থাৎ কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে এবং কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার চিহ্নও পাওয়া গিয়েছে যে, ইতোমধ্যে চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। বাইযাবি বলেন, কথিত আছে যে, এর অর্থ, কিয়ামতের দিন চন্দ্র বিদীর্ণ হবে।"

এভাবে ফানডার সাহেব তার পূর্ববর্তী ভুলের বিষয়ে সচেতন হয়ে নিজের বক্তব্য সংশোধন করেছেন। তবে তিনি এখানে যেভাবে কাশ্‌শাফের বক্তব্যের সংক্ষেপ করেছেন তাতে আমি বিস্মিত হই। কারণ তিনি কিছুকথা বাদ দিয়েছেন। তিনি ভেবেছেন কথাগুলো বাদ দেওয়াতে তার দাবি প্রমাণ সহজ হবে। এরপর তিনি হুযাইফার কিরাআত সম্পর্কীয় কথাগুলো উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন, "হুযাইফার কিরাআতে রয়েছে, 'এবং ইতোমধ্যে চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে...।' একথাগুলো দ্বারা তার বক্তব্য অপ্রমাণিত ও খণ্ডিত হয়েছে। কারণ এ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, চন্দ্র বিদীর্ণকরণ ইতোমধ্যে সম্পাদিত হয়েছে।"

কেউ হয়ত বলতে পারেন যে, হুযাইফার কিরাআতের বিষয়টি ফানডার সাহেব তার দাবির প্রমাণ হিসেবে পেশ করেননি, তবে যামাখশারির বক্তব্য উদ্ধৃত করতে গিয়ে অপ্রাসঙ্গিক উল্লেখ করেছেন। সেক্ষেত্রে আমি বলব যে, তাহলে তিনি যামাখশারির কিছুকথা বাদ দিলেন কেন? তাফসীরে কাশ্‌শাফে যামাখশারির বক্তব্য নিম্নরূপ, "কোনো কোনো মানুষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এর অর্থ, কিয়ামতের দিন চন্দ্র খণ্ডিত হবে। পরবর্তী আয়াত এই ব্যাখ্যা বাতিল করে দেয়, কারণ পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, 'তারা কোনো নিদর্শন (অলৌকিক চিহ্ন) দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এ তো চিরাচরিত যাদু'। এ ব্যাখ্যা বাতিল করতে এই আয়াতই যথেষ্ট। হুযাইফার কিরাআতে রয়েছে, 'এবং ইতোমধ্যে চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে'। অর্থাৎ কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে এবং কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার চিহ্নও পাওয়া গিয়েছে যে, ইতোমধ্যে চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। যেমন আপনি বলেন, 'আমীর এ মুখি হয়েছেন, ইতোমধ্যে তার আগমনের সংবাদ নিয়ে বার্তাবাহক এসে গিয়েছে'। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মাদায়েনে অবস্থানকালে একদিন হুযাইফা ﷺ বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর তিনি বলেন, 'জেনে রাখো!

সেহেতু দ্বিতীয় ক্রিয়াটিকে ভবিষ্যতের বলে মনে করার কোনো অবকাশ নেই।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে। তোমাদের নবীর যুগেই চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে।"[১৩৩] যামাখশারির বক্তব্য এখানেই শেষ।

ফানডার সাহেব বলেছেন, 'الساعة' শব্দটি সুনির্দিষ্টভাবে একবচনে...', আরো বলেছেন, 'চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে' বাক্যটি 'এবং' সংযোজক অব্যয় (Conjunction) দ্বারা...'। এ সকল কথা দ্বারা তিনি কিছুই প্রমাণ করতে পারেননি। সম্ভবত তিনি বুঝেছেন যে, 'الساعة' অর্থ কিয়ামত, আর চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া কিয়ামতের চিহ্ন, কাজেই তা অবশ্যই কিয়ামতের সাথেই কিয়ামতের মধ্যেই সংঘটিত হতে হবে। তার এই চিন্তা ভুল। ভালোভাবে চিন্তা ও অনুধাবন না করার ফলে তিনি এই বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হয়েছেন। সূরা মুহাম্মাদে ﷺ মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾

"তারা কি কেবল এজন্য অপেক্ষা করছে যে, কিয়ামত তাদের নিকট এসে পড়ুক আকস্মিকভাবে? কিয়ামতের লক্ষণসমূহ তো ইতোমধ্যে এসেই পড়েছে!"[১৩৪]

এখানে আল্লাহ বলেছেন, 'কিয়ামতের লক্ষণসমূহ তো ইতোমধ্যে এসেই পড়েছে'। অতীত কালের ক্রিয়ার পূর্বে 'قد' শব্দ ব্যবহার উক্ত ক্রিয়াটি নিকট অতীতে সংঘটিত হয়েছে বলে নিশ্চয়তা দেয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, কিয়ামতের চিহ্ন ইতোমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। এজন্য মুফাস্সিরগণ এভাবেই আয়াতটির ব্যাখ্যা করেছেন। বাইযাবি বলেন, "কারণ ইতোমধ্যেই কিয়ামতের লক্ষণ বা চিহ্নসমূহ প্রকাশিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগমন, চন্দ্র বিদীর্ণ বা খণ্ডিত হওয়া ইত্যাদি।"[১৩৫] ফাখরুদ্দীন রাযি (৬০৬হি./১২১০খ্রি.) 'আত-তাফসীরুল কাবীর' গ্রন্থে বলেন, "লক্ষণসমূহ অর্থ চিহ্নসমূহ। মুফাস্সিরগণ বলেছেন, এ সকল লক্ষণের মধ্যে রয়েছে চন্দ্র খণ্ডিত হওয়া এবং মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুয়াত প্রকাশিত হওয়া।"[১৩৬] তাফসীরুল জালালাইনে বলা হয়েছে, "লক্ষণসমূহ অর্থাৎ চিহ্নসমূহ। এগুলোর মধ্যে রয়েছে মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুয়াত, চন্দ্র খণ্ডিত হওয়া এবং ধুম্র।"[১৩৭] তাফসীরকার হুসাইনিও বাইযাবির অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন।

[১৩৩]. যামাখশারি, আল কাশ্শাফ ৪/৪৩১। -সম্পাদক
[১৩৪]. সূরা: (৪৭) মুহাম্মাদ, ১৮ আয়াত।
[১৩৫]. বাইযাবি, আনওয়ারুত তানযীল ৫/১২২। -সম্পাদক
[১৩৬]. রাযি, আত তাফসীরুল কাবীর ২৮/৫১। -সম্পাদক
[১৩৭]. তাফসীরুল জালালাইন, পৃ. ৬৭৫। -সম্পাদক

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

ফানডার সাহেব বলেছেন, 'প্রথম ক্রিয়াটি (নিকটবর্তী হয়েছে) ভবিষ্যতের অর্থে 'ভবিষ্যতে আগমন করবে' বলা হয়েছে'। তার এই কথাটি ভুল। এই ক্রিয়াটির অতীতের অর্থই প্রকাশ করছে। এর অর্থ 'ভবিষ্যতে কিয়ামত আগমন করবে' বলা ভুল। কোনো কোনো মানুষ এ বিষয়ে যা বলেছে তাফসীরকারগণ তা বাতিল বলে উল্লেখ করেছেন।

ফানডার সাহেব এরপর বলেন, "যদি আমরা স্বীকার করি যে, চন্দ্র বাস্তবিকই খণ্ডিত বা বিদীর্ণ হয়েছিল, তবুও তা মুহাম্মাদ ﷺ-এর অলৌকিক চিহ্ন বলে প্রমাণিত হয় না। কারণ এ আয়াতে বা অন্য কোনো আয়াতে বলা হয়নি যে, তা মুহাম্মাদ ﷺ কর্তৃক খণ্ডিত বা বিদীর্ণ হয়েছিল।"

তার একথার উত্তরে আমি বলব যে, এই আয়াতের পরবর্তী আয়াতই প্রমাণ করে যে, তা মুহাম্মাদ ﷺ-এর অলৌকিক চিহ্ন ছিল। এছাড়া সহীহ হাদীস সমূহও তা প্রমাণ করে।

বুদ্ধিবৃত্তিক-বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষা ও বিচারে এ সকল সহীহ হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা প্রচলিত বিকৃত, অগণিত বৈপরীত্য ও ভুলভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ একক বর্ণনায় বর্ণিত সুসমাচারগুলোর চেয়ে অনেক বেশি। এ সকল সুসমাচারের লেখকগণ থেকে কে তা শিক্ষা করেছে তা জানা যায় না, তাদের থেকে কে বা কারা তা শিক্ষা ও অনুলিপি করেছে তাও জানা যায় না। এভাবে প্রায় দুই শতাব্দী যাবৎ এই পুস্তকগুলোর কোনো সূত্র জানা যায় না। পাঠক প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে তা জেনেছেন। (পক্ষান্তরে প্রতিটি হাদীস সুস্পষ্ট সূত্রসহ বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কে কে তা শুনেছেন এবং বলেছেন, তাঁদের থেকে কারা শিখেছেন, তাদের থেকে কারা বর্ণনা করেছেন তা সবই চুলচেরা বিশ্লেষণসহ সংকলিত রয়েছে)।

মাননীয় পাদরি মহাশয় অতঃপর বলেন, "প্রথম আয়াতের সাথে দ্বিতীয় আয়াতের সম্পর্ক এই যে, শেষ যুগে যখন অবিশ্বাসীরা কিয়ামতের লক্ষণগুলো দেখবে তখন তারা তা বিশ্বাস করবে না এবং পূর্ববর্তী অবিশ্বাসীদের রীতি অনুসারে বলবে, এগুলো নোংরা যাদু ছাড়া কিছুই নয়।"

পাদরি মহোদয়ের এই কথা দুই কারণে ভুল।

প্রথমত, কোনো অস্বীকারকারী অকারণে কিছু অস্বীকার করে না এবং কোনো অবিশ্বাসী কোনো অস্বাভাবিক বা অদ্ভুত ঘটনা দেখলেই তাকে যাদু বলে অভিহিত করে না। বরং যদি কেউ দাবি করে যে, এই অস্বাভাবিক কর্মটি আমি করেছি বা তা আমার অলৌকিক চিহ্ন, তাহলেই শুধু কেউ তাকে 'যাদু' বলে অভিহিত করতে পারে। শেষ যুগে যখন প্রাকৃতিকভাবে কিয়ামতের লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাবে এবং কেউ দাবি করবে না যে, এই লক্ষণটি আমি প্রকাশ করেছি

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

তখন কীভাবে এবং কেনই বা অস্বীকারকারীগণ তা অস্বীকার করবে? আর কীভাবে বা কেনই বা তারা বলবে যে, এগুলো নোংরা যাদু ছাড়া কিছুই নয়?

দ্বিতীয়ত, ভবিষ্যতে চন্দ্র খণ্ডিত ও বিদীর্ণ হবে কিয়ামতের দিন। কিয়ামত বা মহাপ্রলয়ের দিনের আগে তো চাঁদ বিদীর্ণ হবে না। আর মহাপ্রলয় শুরু হলে তো সকলের সামনেই সব প্রকাশিত হয়ে যাবে। তখন অবিশ্বাসীরা কেউ বলবে না যে 'এ তো চিরাচরিত যাদু'। তবে যদি কেউ মি. ফানডারের মতো একগুঁয়ে অহঙ্কারী বুদ্ধিমান পণ্ডিত হন তবে তা ভিন্ন কথা। তিনি বা তার মতো কোনো প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিত এ সময়ে কবর থেকে উঠে প্রথমেই মনেমনে কল্পনা করবেন বা মুখেও হয়ত বলবেন যে, 'এ তো চিরচারিত যাদু'। তাদের মনের মধ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে যেরূপ একগুঁয়ে বিরোধিতা বিদ্যমান তাতে হয়ত তারা এরূপই করবেন।

মি. ফানডার এরপর বলেন, "মুহাম্মাদ ﷺ কর্তৃক যদি চন্দ্র খণ্ডিত করার ঘটনা সত্যিই ঘটত তবে যে সকল বিরোধী তাঁর নিকট অলৌকিক চিহ্ন প্রদর্শনের দাবি করতেন তাদেরকে তিনি বলতেন, আমি তো অমুক দিনে চাঁদ খণ্ডিত করেছি, কাজেই তোমরা অবিশ্বাস কোরো না।"

একথার জবাব পাঠক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে জানতে পারবেন, ইনশা আল্লাহ।

অন্য একজন খ্রিস্টান পাদরি 'বিজহাতুল ঈমান' (বিশ্বাসের দিক) নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেন। এই পুস্তিকায় তিনি চন্দ্র খণ্ডিত করার মু'জিযা অস্বীকার করে বলেন, "কয়েকজন তাফসীরকারক, যেমন যামাখশারি ও বাইযাবি, এখানে ব্যাখ্যা করেছেন যে, কিয়ামতের দিনে চাঁদ বিদীর্ণ হবে। যদি এ ঘটনা সত্যিই ঘটে থাকত তবে সারাবিশ্বে তা প্রসিদ্ধি লাভ করত। শুধু এক এলাকায় প্রসিদ্ধি লাভের কোনো অর্থ হয় না।"

পাঠক, পূর্বের আলোচনা থেকে জেনেছেন যে, পাদরি মহাশয়ের দুটি কথাই সন্দেহাতীতভাবে বাতিল। তবে এই পাদরি যুক্তি ও পুস্তকের সূত্র প্রদানে 'মীযানুল হকে'র প্রণেতা ফানডার সাহেবের চেয়েও অধিক পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন। তিনি 'কাশ্‌শাফে'র নামও স্পষ্টত উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত তিনি 'মীযানুল হক' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে পড়েছিলেন, 'কাযি বাইযাবি ও অন্যান্য মুফাস্‌সির এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন'। এ থেকে তিনি ধারণা করেন যে, নিশ্চয় অন্যান্য মুফাসসির বলতে তাফসীরে কাশ্‌শাফ বোঝানো হয়েছে। কারণ অন্যান্য তাফসীরের চেয়ে তাফসীরে কাশ্‌শাফের সাথে তাফসীরে বাইযাবির সম্পর্ক একটু বেশি। এই ধারণার ভিত্তিতে তিনি 'কাশ্‌শাফ' নামটিও যোগ করে দিয়েছেন। যেন 'মীযানুল হক' গ্রন্থের প্রণেতা মি.

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

ফানডারের চেয়েও তার পাণ্ডিত্যের আধিক্য প্রকাশ পায়।

তাফসীরে কাশ্‌শাফের প্রণেতা আল্লামা যামাখশারি এই সূরার তাফসীরের শুরুতেই বলেছেন, "চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মহান অলৌকিক চিহ্নসমূহের এবং আলোকোজ্জ্বল মু'জিযাগুলোর অন্যতম।"[১৩৮]

ভারতীয় পণ্ডিত নিআমত আলীর একটি পুস্তিকার প্রতিবাদে তৃতীয় একজন পাদরি একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এই পাদরি চন্দ্র বিদীর্ণ করার মু'জিযা অস্বীকার করে লিখেছেন, "এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় না যে, এই মু'জিযাটি মুহাম্মাদ ﷺ কর্তৃক সংঘটিত হয়েছিল। তাফসীরগ্রন্থগুলো থেকেও তা প্রমাণিত হয় না।"

এই তৃতীয় পাদরি তার পাণ্ডিত্য পূর্বোক্ত দুই পাদরি থেকেই গ্রহণ করেছেন। তবে তিনি পাণ্ডিত্যে পূর্বোক্ত দুইজনকেই অতিক্রম করেছেন এবং বলেছেন, 'তাফসীরগ্রন্থগুলো থেকেও তা প্রমাণিত হয় না'। তিনি দেখেছেন যে, প্রথম পাদরি মি. ফানডার 'বাইযাবি'র কথা বলেছেন এবং দ্বিতীয় পাদরি 'বাইযাবি ও কাশ্‌শাফে'র কথা বলেছেন। সম্ভবত তিনি মনে করেছেন যে, উভয়েই সত্য বলেছেন। এরপর তিনি বাকি সকল তাফসীরগ্রন্থকে এই দুই তাফসীরের মতোই ধরে নিয়েছেন এবং এই মনে করা ও ধরে নেওয়ার ভিত্তিতে তিনি বলেছেন 'তাফসীরগ্রন্থগুলো থেকেও তা প্রমাণিত হয় না'। যেন এভাবে উপর্যুক্ত দুই পাদরির চেয়ে তার পাণ্ডিত্যের আধিক্য প্রমাণিত হয়। তার সম্প্রদায়ের মানুষেরা যেন একথা ভেবে বিমুগ্ধ হন যে, তিনি সকল তাফসীরগ্রন্থ পাঠ করেছেন।

এভাবে আমরা দেখছি যে, এই তিন পাদরির প্রত্যেকেই ভিত্তিহীন ও মিথ্যা দাবির ক্ষেত্রে তার পূর্ববর্তীকে অতিক্রম করেছেন এবং কিছু নতুন সংযোজন করেছেন। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এ বিষয়টি প্রথম শতাব্দী থেকেই খ্রিস্টানদের মধ্যে প্রসার লাভ করে। প্রেরিতগণের পত্রগুলো পাঠ করলেই তা বোঝা যায়। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে এরূপ মিথ্যাচার খ্রিস্টানদের মধ্যে ধর্মীয় নেককর্ম বলে গণ্য হতে থাকে।

ঐতিহাসিক মোশিম (Mosheim)[১৩৯] ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত তার ইতিহাসের প্রথম খণ্ডের ৬৫ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় খ্রিস্টীয় শতাব্দীর পণ্ডিতগণের বর্ণনায় বলেন, "প্লেটো ও পিথাগোরাসের (Pythagoras) অনুসারীদের

[১৩৮]. যামাখশারি, আল কাশ্‌শাফ ৪/৪৩০। -সম্পাদক

[১৩৯]. গ্রন্থকার সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ জার্মান প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিক Mosheim, Johann Lorenz von-কে বোঝাচ্ছেন। জার্মান ও ল্যাটিন ভাষায় তিনি ৮৫টি গ্রন্থ রচনা করেন। সেগুলোর একটি Institutiones Historiae Ecclesiasticae Antiquae et Recentioris (Institutes of Ecclesiastical History).

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

মধ্যে একটি কথা প্রসিদ্ধ ছিল। কথাটি হল, 'সত্যের বৃদ্ধির জন্য ও ঈশ্বরের উপাসনার জন্য মিথ্যা এবং প্রবঞ্চনা শুধু বৈধ-ই নয়, উপরন্তু তা প্রশংসনীয় বলে গণ্য হওয়ার যোগ্য।' খ্রিস্টের আগমনের পূর্বেই এই কথাটি তাদের থেকে প্রথমে মিসরের ইয়াহুদিরা শিক্ষালাভ করে। অনেক প্রাচীন পুস্তক থেকে একথা নিশ্চিতরূপে জানা যায়। এরপর এই ঘৃণিত মহামারি খ্রিস্টানগণের মধ্যে প্রভাব ফেলে। মহান ধর্মগুরুদের নামে জালিয়াতি করে প্রচারিত বিপুল সংখ্যক পুস্তক থেকে একথা স্পষ্টরূপে বোঝা যায়।"

আদম ক্লাক তার ব্যাখ্যাগ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডে গালাতীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্রের প্রথম অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় বলেন, "একথা সুপ্রমাণিত-সুনিশ্চিত যে, প্রথম খ্রিস্টীয় শতাব্দীতে অনেক মিথ্যা সুসমাচার প্রচলিত ছিল। অসত্য ও মিথ্যা 'সুসমাচারে'র আধিক্যই লুককে তার সুসমাচার লেখতে উদ্বুদ্ধ করে। সত্তরেরও বেশি এইরূপ মিথ্যা সুসমাচারের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ সকল সুসমাচারের অনেক অংশ এখনো অবশিষ্ট রয়েছে।"

যেখানে তাদের পূর্বপুরুষগণ যিশুখ্রিস্ট ও তাঁর প্রেরিতদের নামে ৭০টিরও বেশি মিথ্যা সুসমাচার চালিয়ে দিয়েছিলেন, সেখানে এই তিন পাদরি যদি সাধারণ মুসলিমদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য কুরআনের তাফসীরের নামে কিছু মিথ্যাকথা চালিয়ে দেন, তাহলে অবাক হওয়ার কী আছে?

এখানে উল্লেখ্য যে, সর্বশেষ পুস্তিকাটি পাদরিগণ ভারতে বহুল প্রচার করতেন। তারা ভারতের বিভিন্ন এলাকায় পুস্তিকাটি বিতরণ করতেন। কিন্তু যখন কয়েকজন মুসলিম আলিম পুস্তিকাটির জবাব লিখে ছাপালেন এবং তাদের জবাবগুলো মুসলিমদের মধ্যে প্রচার লাভ করল, তখন পাদরিগণ পুস্তিকাটি পরিত্যাগ করেন। পুস্তিকাটির জবাবে নিম্নের তিনটি পুস্তিকা ছাপা হয়।

প্রথম: 'আত-তুহফাতুল মাসীহিয়্যাহ', সাইয়িদ উদ্দীন হাশিমি রচিত।

দ্বিতীয়: 'তা'য়ীদুল মুসলিমীন', লাখনৌয়ের শীআ নেতার জনৈক আত্মীয় রচিত।

তৃতীয়: 'খুলাসাতু সাইফিল মুসলিমীন', হাইদার আলী কোরেশি রচিত।

অলৌকিক কর্ম-৩

একমুষ্টি মাটি দ্বারা শত্রুবাহিনী পরাজিত করা

বাইযাবি তার তাফসীর গ্রন্থে বলেন, "বর্ণিত হয়েছে যে, বদরের যুদ্ধের সময় যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দেখলেন যে, 'আকানকাল' নামক টিলার

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

পথ ধরে কুরাইশ বাহিনী আগমন করছে, তখন তিনি বললেন, 'এই তো কুরাইশ বাহিনী, তারা তাদের অহঙ্কার এবং গৌরব নিয়ে এগিয়ে আসছে এবং তারা আপনার রাসূলের সত্যতা অস্বীকার করছে। হে আল্লাহ, আপনি আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আমি তা আপনার কাছে প্রার্থনা করছি।' তখন জিবরীল আগমন করেন এবং তাঁকে বলেন, আপনি একমুষ্টি মাটি নিয়ে তাদের দিকে ছুড়ে মারবেন। এরপর যখন উভয় বাহিনী যুদ্ধের ময়দানে পরস্পরের সম্মুখীন হল তখন তিনি একমুষ্টি কাঁকর নিয়ে কুরাইশ বাহিনীর মুখে ছুড়ে মারলেন এবং বললেন, 'মুখগুলো কদাকার হোক।' তখন মুশরিকদের প্রত্যেক সৈন্যের চোখই কাঁকর-বালিতে আক্রান্ত হয়। তারা হতবিহ্বল ও হতবল হয়ে পড়ে এবং পালাতে শুরু করে। তখন মুসলিমগণ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে তাদেরকে হত্যা ও বন্দি করতে থাকেন। এরপর যখন যুদ্ধ শেষে ফেরার পরে তাদের কেউ বলেন আমি হত্যা করেছি এবং আমি বন্দি করেছি।"[১৪০]

এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন:

﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾

"এবং তুমি যখন নিক্ষেপ করেছিলে তখন তুমি নিক্ষেপ করনি, আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন।"[১৪১] অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ, আপনি যখন কাঁকরগুলো তাদের চক্ষুতে পৌঁছানোর জন্য নিক্ষেপ করেছিলেন তখন আপনি শুধু নিক্ষেপ করার বাহ্যিক কর্মটুকু করেছিলেন মাত্র, কিন্তু আপনি সেগুলো প্রত্যেক শত্রুর চক্ষুতে পৌঁছাননি, বরং আল্লাহই মূল নিক্ষেপণ কাজটি সম্পন্ন করেন। কারণ তিনিই নিক্ষেপের উদ্দেশ্য পূরণ করেন এবং প্রত্যেক শত্রুসৈন্যের চোখে কাঁকর পৌঁছে দেন, ফলে তারা পরাজিত হয় এবং আপনারা তাদের বিধ্বস্ত করতে সক্ষম হন।

ফাখরুদ্দীন রাযি ﵀ বলেন, "সঠিক বর্ণনা অনুসারে এই ঘটনাটি বদরের যুদ্ধের সময় ঘটেছিল। কুরআনে এ স্থলে বদরের যুদ্ধের বর্ণনার মধ্যেই একথা বলা হয়েছে। যদি দাবি করা হয় যে, এ ঘটনা অন্য কোনো সময়ে ঘটেছিল, তবে দাবি করতে হবে যে, কুরআনে বদর যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনার মধ্যে অপ্রাসঙ্গিক অন্য বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। সাধারণভাবে এরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। বরং আগেপরে সবই যেহেতু বদর যুদ্ধের বর্ণনা, সেহেতু এ বিষয়টি অন্য কোনো ঘটনার বর্ণনা বলে দাবি করা সঠিক নয়। সর্বোপরি কোন ঘটনায় তা অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর নির্ভর করার চেয়ে অর্থের

[১৪০]. বাইযাবি, আনওয়ারুত তানযীল ৩/৫৩। -সম্পাদক
[১৪১]. সূরা: (৮) আনফাল, ১৭ আয়াত।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

ব্যাপকতার উপর বেশি নির্ভর করতে হবে।"[১৪২]

পাদরি মি. ফানডার এই মু'জিযাও অস্বীকার করতে চেষ্টা করেছেন। এই গ্রন্থের ভূমিকায় তার বক্তব্য ও তার বক্তব্যের অসারতা আলোচনা করেছি। কাজেই পুনর্বার তা আলোচনা করব না।

অলৌকিক কর্ম-৪

আঙুলের মধ্য থেকে পানি প্রবাহিত হওয়া

বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন স্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র আঙুলগুলোর মধ্য থেকে পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হয়েছে। এই মু'জিযা বা অলৌকিক কর্ম মোশির জন্য পাথরের মধ্য থেকে পানি নির্গত হওয়ার চেয়েও মহত্তর। কারণ পাথর থেকে পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হওয়া মূলত একটি প্রাকৃতিক কর্ম যা প্রকৃতপক্ষে অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু দেহ ও মাংসের মধ্য থেকে পানির ঝর্ণা নির্গত হওয়া কেবলমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ ছাড়া আর কারো ক্ষেত্রে কখনো ঘটেনি।

আনাস ইবন মালিক ﷺ বলেন, "আসরের সালাতের সময় ঘনিয়ে আসল। লোকজন অনুসন্ধান করেও ওযুর জন্য কোনো পানি যোগাড় করতে পারলেন না। তখন আমি দেখলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট একটি পাত্রে অল্পকিছু ওযুর পানি আনয়ন করা হল। তিনি তাঁর পবিত্র হস্ত সেই পাত্রের মধ্যে রাখেন এবং সকল মানুষকে নির্দেশ দেন সেখান থেকে ওযু করার। তখন আমি দেখলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আঙুলগুলোর মধ্য দিয়ে ঝর্ণার মতো পানি প্রবাহিত হচ্ছে। উপস্থিত মানুষেরা সেই পানি দিয়ে ওযু করলেন। এমনকি সর্বশেষ মানুষটিও তা দিয়ে ওযু করে নিলেন।"[১৪৩]

এই মু'জিযাটি সংঘটিত হয়েছিল মদীনার বাজারের নিকট যাওরা নামক স্থানে।

অলৌকিক কর্ম-৫

আঙুলের মধ্য থেকে পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হওয়া

জাবির ﷺ বলেন, হুদাইবিয়ার দিনে মানুষজন পিপাসার্ত হয়ে পড়েন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট একটি ছোট্ট পাত্রে সামান্য কিছু পানি ছিল। তিনি সেই পানি দিয়ে ওযু করলেন। তখন লোকজন তাঁর নিকট এসে বলেন, আপনার এই পাত্রের পানিটুকু ছাড়া আমাদের নিকট আর কোনো পানি নেই। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হস্ত পাত্রটির মধ্যে রাখেন। এতে তাঁর

[১৪২]. রাযি, আত তাফসীরুল কাবীর ১৫/৪৬৭। -সম্পাদক

[১৪৩]. সহীহ বুখারি, হাদীস-৩৫৭৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস-২২৭৯; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৩৬৩১; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৭৬। -সম্পাদক

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

আঙুলগুলোর ফাঁক দিয়ে ঝর্ণার মতো পানির ফোয়ারা বেরিয়ে আসতে লাগল। তখন উপস্থিত সকলেই সেই পানি পান করলেন এবং তা দিয়ে ওযু করলেন। উপস্থিত মানুষদের সংখ্যা ছিল ১৪০০।"[১৪৪]

অলৌকিক কর্ম-৬

আঙুলের মধ্য দিয়ে পানির প্রবাহ

জাবির ﷺ বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, জাবির, তুমি ওযুর জন্য ঘোষণা দাও। তিনি বলেন, শিবিরে কারো কাছে কোনো পানি ছিল না। অনুসন্ধান করে একটি চামড়ার পাত্রে তলানিতে একফোঁটা পানি পাওয়া গেল। একফোঁটা পানিসহ সেই পাত্রটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আনয়ন করা হয়। তিনি পাত্রের উপর হাত রাখলেন এবং কিছু কথা বললেন, যা আমি বুঝতে পারলাম না। এরপর তিনি বললেন, কাফেলার বড় পাত্রটি নিয়ে এসো। তখন পাত্রটি এনে তাঁর সামনে রাখা হল। তিনি তাঁর হাতটি পাত্রটির মধ্যে রাখলেন এবং আঙুলগুলো ফাঁক করলেন। জাবির তাঁর নির্দেশে একফোঁটা পানি তাঁর হাতের উপর ঢাললেন। তিনি বললেন, বিসমিল্লাহ। জাবির বলেন, তখন আমি দেখলাম যে, তাঁর আঙুলের মধ্য দিয়ে পানির ফোয়ারা বের হয়ে আসছে। পাত্রটি পানিতে ভরে গেল এবং পানি পাত্রের বাইরে প্রবাহিত হতে লাগল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সকল মানুষকে নির্দেশ দিলেন পানি পান করতে। তখন সকলেই তৃপ্তির সাথে পানি পান করলেন। যখন তিনি নিশ্চিত হলেন যে, শিবিরে আর কারোরই কোনো পানির প্রয়োজন নেই তখন তিনি পাত্রটির মধ্য থেকে তাঁর হাত উঠিয়ে নিলেন। পাত্রটি তখনও পরিপূর্ণ ছিল।"[১৪৫]

এই মু'জিযাটি বুওয়াত যুদ্ধের সময় ঘটেছিল।

অলৌকিক কর্ম-৭

মৃত স্রোতস্বিনীতে পানির সঞ্চার

তাবুক যুদ্ধের বিবরণে মুআয ইবন জাবাল ﷺ বলেন, "পানির জন্য তাঁরা তাবুকের একটি স্রোতস্বিনী বা মরুভূমির ছোট্ট ঝর্ণার (spring) নিকট গমন করেন। ঝর্ণাটি মৃতপ্রায় হয়ে গিয়েছিল এবং এর তলায় পায়ের গোড়ালি পরিমাণ সামান্য পানির প্রবাহ ছিল। তখন তাঁরা হাত দিয়ে অল্পঅল্প করে কিছু পানি একটি পাত্রে জমা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই পানি দিয়ে তাঁর হাত ও মুখ ধৌত করে আবার তা উক্ত ঝর্ণার মধ্যে ফেরত দেন। তখন

[১৪৪]. সহীহ বুখারি, হাদীস-৩১৫২; সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৮৫৬। -সম্পাদক
[১৪৫]. সহীহ মুসলিম, হাদীস-৩০১৩; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস-৬৫২৪। -সম্পাদক

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

ঝর্ণাটি পানিতে ভরে যায়। শিবিরের সকল মানুষ সেই পানি পান করেন। ইবন ইসহাকের বর্ণনায়, পানির গতি এমন বৃদ্ধি পেল যে, পানির মধ্য থেকে মেঘগর্জনের ন্যায় গর্জন শোনা গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মুআয, তোমার আয়ু দীর্ঘ হলে হয়ত তুমি দেখতে পেতে যে, এই স্থানের সবকিছু গাছপালা ও ফল-ফসলের সবুজে ভরে গিয়েছে।"[১৪৬]

অলৌকিক কর্ম-৮

দুইপাত্র পানি থেকে হাজার হাজার পাত্র পূর্ণ করা

ইমরান ইবন হুসাইন ﷺ বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ এক সফরে ছিলেন। তাঁর সঙ্গীগণ পানি সঙ্কটে নিপতিত হন ও পিপাসায় কষ্ট পেতে থাকেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দুজন সাহাবিকে বলেন, তোমরা অমুক স্থানে গমন করো। সেখানে দেখবে যে, একজন মহিলার সাথে একটি উট আছে এবং তার উপর দুটি পানির মশক (চামড়ার পাত্র) রয়েছে। তোমরা তাকে অনুরোধ করে এখানে নিয়ে আসবে। তাঁরা দুজন তথায় গমন করে বর্ণনানুসারে মহিলাকে দেখতে পান। তাঁরা তাকে অনেক অনুরোধ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে আসেন। তিনি তার মশকদ্বয় থেকে কিছু পানি একটি পাত্রে ঢালেন। এরপর আল্লাহর ইচ্ছানুসারে সেই পানিতে কিছু দুআ পাঠ করেন। এরপর পানিটুকু পুনরায় মশকে ঢেলে দেন। এরপর মশক থেকে পানি ঢালার মুখ খুলে মানুষদেরকে নির্দেশ দেন যে, যার কাছে যত মশক বা পাত্র আছে সবাই যেন তা ভরে নেয়। মানুষেরা উক্ত মশকদ্বয় থেকে পানি নিয়ে তাদের সকলের মশক ও পাত্র ভরে নিলেন। এমনকি একটি পাত্রও খালি থাকল না। ইমরান ইবন হুসাইন ﷺ বলেন, মানুষেরা যখন তাদের মশক ও পাত্রগুলো উক্ত মশকদ্বয় থেকে পানি নিয়ে ভরছিল, তখন আমার মনে হচ্ছিল যে, উক্ত মশকদ্বয় যেন ক্রমেই পানিতে ভরে উঠছে। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশে উক্ত মহিলার জন্য উপহার হিসেবে খাদ্য সংগ্রহ করা হল। এমনকি সংগৃহীত খাদ্যে তার কাপড় ভরে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তুমি এখন যেতে পার। আমরা তোমার মশকদ্বয় থেকে একফোঁটা পানিও গ্রহণ করিনি। কিন্তু আল্লাহই আমাদেরকে পানি দান

[১৪৬]. এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে তাবুকের এ সকল অঞ্চল ভবিষ্যতে সবুজে ভরে যাবে। দেড়হাজার বছর পরে বর্তমানে তার ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। সহীহ মুসলিমে সংকলিত অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের আগে আরবদের দেশ ফল-ফসল ও নদী-ঝর্ণায় ভরে যাবে। বর্তমানে আমরা তা দেখতে পাচ্ছি। ক্রমান্বয়ে আরবদেশ কৃষিক্ষেত ও ফল-ফসলের বাগানে ভরে যাচ্ছে।

[মুআত্তা মালিক, হাদীস-৩৬৫; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-২২০৭০; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৭০৬; মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হাদীস-৪৩৯৯; কাযি ইয়ায, আশ শিফা ১/২৮৮। -সম্পাদক]

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

করেছেন।"[১৪৭]

অলৌকিক কর্ম-৯

অলৌকিক বৃষ্টিপাত

উমার ﷺ বলেন, "তাবুকের যুদ্ধে যাত্রার সময়ে পথিমধ্যে তাঁরা পানিসঙ্কটে নিপতিত হন। দীর্ঘ কয়েকদিন যাবৎ তাঁরা পানির কোনো সন্ধান না পাওয়াতে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, কেউ কেউ তার নিজের উট জবাই করে তার পেটের নাড়ি ও গোবর চিপে তা পান করছিলেন। এই কঠিন বিপদের কথা জানিয়ে আবু বাকর ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অনুরোধ করেন প্রার্থনা করার জন্য। তখন তিনি তাঁর দুহাত তুলে প্রার্থনা করেন। তাঁর হস্তদ্বয় নামানোর পূর্বেই আকাশ মেঘে ভরে গেল। এরপর বৃষ্টি হল এবং মানুষেরা নিজেদের পাত্রগুলোতে পানি ভরে নিল। এই বৃষ্টি মুসলিম সৈন্যদের শিবির অতিক্রম করেনি।"[১৪৮]

অলৌকিক কর্ম-১০

খাদ্যে অলৌকিক বৃদ্ধি

জাবির ﷺ বলেন, "একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করে খাদ্য প্রার্থনা করে। তিনি তাকে প্রায় অর্ধ ওয়াসাক (প্রায় দেড়মণ) যব প্রদান করেন। লোকটি যব নিয়ে বাড়িতে রাখে এবং নিজের পরিবার ও আত্মীয়-মেহমানসহ তা ভক্ষণ করতে থাকে। অনেক দিন যাবৎ এভাবে চলার পরে লোকটি হঠাৎ একদিন অবশিষ্ট যব ওযন করে। সে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সংবাদ দেয় (যে, এতদিন খাওয়ার পরেও তার যব আগের মতোই রয়েছে)। তিনি তখন বলেন, তুমি যদি তা ওযন না করতে তবে আজীবনই তা থেকে তোমরা আহার করতে পারতে এবং তোমাদের মৃত্যুর পরেও তা থেকে যেত।"[১৪৯]

অলৌকিক কর্ম-১১

কয়েকটি রুটি ৮০ ব্যক্তিকে খাওয়ানো

আনাস ﷺ বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ক্ষুধার্ত দেখে তিনি তাঁর বাড়ি থেকে কয়েকটি যবের রুটি তাঁর বগলের মধ্যে করে এনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে

[১৪৭]. সহীহ বুখারি, হাদীস-৩৪৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৬৮২। -সম্পাদক

[১৪৮]. মুসনাদ বাযযার, হাদীস-২১৪; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-৫৬৬; যিয়া মাকদিসি, আল আহাদীসুল মুখতারাহ, হাদীস-১৬৮; বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-১৯৬৪১; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস-১৩৮৩। হাকিম, যাহাবি, যিয়া মাকদিসি, শুআইব আরনাউত প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। -সম্পাদক

[১৪৯]. সহীহ মুসলিম, হাদীস-২২৮১; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১৪৬২১। -সম্পাদক

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

খাওয়ার জন্য প্রদান করেন। তিনি সে রুটিগুলো দিয়ে উপস্থিত ৮০ জন সাহাবিকে পরিতৃপ্তির সাথে আহার করান।"[১৫০]

অলৌকিক কর্ম-১২

এক সা' যব দিয়ে একহাজার মানুষ খাওয়ানো

জাবির ﷺ বলেন, "খন্দকের যুদ্ধের সময় একটি ছাগল ছানা এবং এক সা' (প্রায় আড়াই কেজি) যব দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ ১০০০ মানুষকে খাওয়ান। জাবির ﷺ বলেন, আল্লাহর কসম করে বলছি, তারা সকলেই পরিতৃপ্তির সাথে খেয়ে তা রেখে চলে গেলেন, অথচ আমাদের হাঁড়ি চুলার উপরেই ছিল এবং রুটি বানানোর জন্য মাখানো আটা তখনো শেষ হয়নি, বরং রুটি বানানোর কাজ চলছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ আটা এবং হাঁড়িতে থুতু দিয়েছিলেন এবং বরকতের জন্য দুআ করেছিলেন।"[১৫১]

অলৌকিক কর্ম-১৩

দুজনের জন্য প্রস্তুত খাদ্যে ১৮০ জনকে খাওয়ানো

আবু আইউব আনসারি ﷺ বলেন, "(হিজরত করে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বাকরের মদীনায় আগমনের পরে) তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বাকর ﷺ-কে দাওয়াত দেন এবং তাঁদের দুজনের পরিমাণ খাদ্য প্রস্তুত করেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বলেন, আপনি আনসারদের নেতৃস্থানীয় (অধ্যক্ষগণ) ব্যক্তিদের মধ্য থেকে ৩০ জনকে ডেকে আনুন। তিনি নির্দেশ মতো ত্রিশজন আনসার নেতাকে ডেকে আনেন। তারা তৃপ্তির সাথে খাদ্য গ্রহণ করে অবশিষ্ট খাদ্য রেখে চলে যান। অতঃপর তিনি বলেন, এবার ৬০ জনকে ডাকুন। তিনি এবার ৬০ জনকে ডেকে আনেন এবং তারাও অনুরূপভাবে খাদ্য গ্রহণ করেন। এরপর তিনি বলেন, এবার ৭০ জনকে ডাকুন। তারাও এভাবে খাদ্য গ্রহণ করেন এবং বাকি খাবার রেখে চলে যান। যারা সেই খাদ্য ভক্ষণ করে চলে যান তারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে বাইআত গ্রহণ করে বেরিয়ে যান। আবু আইউব আনসারি ﷺ বলেন, এভাবে আমার সেই খাদ্য ১৮০ ব্যক্তি ভক্ষণ করেন।"[১৫২]

---

[১৫০]. মুআত্তা মালিক, হাদীস-১৯৪৮; সহীহ বুখারি, হাদীস-৫৩৮১; সহীহ মুসলিম, হাদীস-২০৪০; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৩৬৩০। -সম্পাদক

[১৫১]. সহীহ বুখারি, হাদীস-৪১০১; সহীহ মুসলিম, হাদীস-২০৩৯। -সম্পাদক

[১৫২]. তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস-৪০৯০। হাইসামি বলেছেন, হাদীসটির সনদে একজন রাবি আছেন যার পরিচয় আমি জানতে পারিনি। ইবন কাসীর বলেন, সনদ ও মতন উভয়দিক থেকেই হাদীসটি 'গরীব'। দেখুন: হাইসামি, মাজমাউয যাওয়ায়িদ ৮/৩০৩; ইবন কাসীর, আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৬/১২১। -সম্পাদক

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

অলৌকিক কর্ম-১৪

একবাটি গোশত বহুসংখ্যক মানুষকে খাওয়ানো

সামুরা ইবন জুনদুব ﷺ বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট একবাটি (bowl) গোশত আনয়ন করা হয়। সাহাবিগণ সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দলেদলে তা থেকে ভক্ষণ করেন। একদল উঠে গেলে অন্যদল আহার করত বসেন।"[১৫৩]

অলৌকিক কর্ম-১৫

১ সা' খাদ্য ১৩০ জনকে খাওয়ানো

আব্দুর রাহমান ইবন আবু বাকর ﷺ বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আমরা ১৩০ ব্যক্তি ছিলাম। এমতাবস্থায় তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কারো কাছে কি কোনো খাবার আছে? তখন একব্যক্তি প্রায় এক সা' (প্রায় আড়াই কিলোগ্রাম) যবের আটা নিয়ে আসেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি মেশ ক্রয় করে তা রান্নার জন্য প্রস্তুত করেন। আটা দিয়ে রুটি বানানো হয় এবং মেষটিকে সেঁকা (রোস্ট করা) হয়। আল্লাহর কসম, একশত ত্রিশ জনের প্রত্যেককেই সেঁকা মাংস থেকে অংশ প্রদান করা হয়। এরপর অবশিষ্ট খাদ্য দুটি বড় খাঞ্চায় রাখা হয়। আমরা সকলেই সেই খাদ্য ভক্ষণ করি। এরপরও খাঞ্চা দুটিতে খাদ্য অবশিষ্ট থাকে। আমি তা উটের পিঠে করে নিয়ে যায়।"[১৫৪]

অলৌকিক কর্ম-১৬

খাদ্যে অলৌকিক বৃদ্ধি

সালামা ইবনুল আকওয়া ﷺ, আবু হুরাইরা ﷺ এবং উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ বলেন, "এক যুদ্ধের সফরে তাঁরা খাদ্যের সঙ্কটে নিপতিত হন। সকলের খাদ্য নিঃশেষ হয়ে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দেন যার কাছে যাকিছু খাদ্য অবশিষ্ট আছে তা তাঁর নিকট জমা করতে। তখন সবাই একমুষ্টি বা তার চেয়ে সামান্য বেশি খাবার এনে জমা করেন। কেউ কেউ এক সা' (প্রায় আড়াই কেজি) পরিমাণ খেজুর জমা দিলেন, যা ছিল সর্বোচ্চ পরিমাণ। তখন সকল খাদ্য একটি চামড়ার পাটির উপরে রাখা হল। সালামা ইবনুল আকওয়া বলেন, আমি দেখলাম যে একটি ছাগী মাটিতে শয়ন করলে যে স্থান দখল করে জমাকৃত সকল খাদ্য আনুমানিক সেই পরিমাণ স্থান দখল

[১৫৩]. সুনান তিরমিযি, হাদীস-৩৬২৫; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-২০১৯৬; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-৪২৩৩। তিরমিযি, হাকিম, যাহাবি, আলবানি, শুআইব আরনাউত প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। -সম্পাদক

[১৫৪]. সহীহ বুখারি, হাদীস-২৬১৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস-২০৫৬। -সম্পাদক

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

করল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সবাইকে সেই খাদ্য থেকে নিজনিজ পাত্র ভরে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। পুরো শিবিরে একটি পাত্রও আর অপূর্ণ থাকল না। এরপরও সেখানে খাদ্য অবশিষ্ট রয়ে গেল।"[১৫৫]

অলৌকিক কর্ম-১৭

ওয়ালীমার খাদ্যে অলৌকিক বৃদ্ধি

আনাস ইবন মালিক ﷺ বলেন, "যাইনাব বিনতু জাহশ ﷺ-এর সাথে বিবাহের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ অনেক মানুষের নাম বলে তাঁদেরকে দাওয়াত করতে তাঁকে নির্দেশ দেন। এত মানুষকে তিনি দাওয়াত দেন যে, নিমন্ত্রিত অতিথিগণ আগমন করলে তার বাড়ি ও বিশ্রামস্থল ভরে যায়। তখন তিনি তাদের সামনে একটি মগ এগিয়ে দেন, যে মগের মধ্যে পনির মিশ্রিত এক মুদ্দ (প্রায় অর্ধ কেজি) পরিমাণ খেজুরের ছাতু ছিল। তিনি মগটি অভ্যাগতদের সামনে রেখে তার মধ্যে নিজের তিনটি আঙুল ডুবিয়ে দেন। এরপর নিমন্ত্রিত অতিথিগণ সেই ছাতু ভক্ষণ করে প্রস্থান করেন। সকলের খাওয়ার পরেও মগের মধ্যে প্রায় আগের মতোই ছাতু অবশিষ্ট থাকে।"[১৫৬]

অলৌকিক কর্ম-১৮

খাদ্যে অলৌকিক বৃদ্ধি

আলী ইবন আবু তালিব ﷺ বলেন, "ফাতিমা ﷺ একটি হাঁড়িতে তাঁদের দুজনের দুপুরের খাদ্য রান্না করেন। এরপর আলী ﷺ-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট প্রেরণ করে তাঁকে তাঁদের সাথে আহার করার জন্য দাওয়াত দেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ফাতিমাকে নির্দেশ দেন, তাঁর প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য একটি করে খাঞ্চায় খাবার বাড়তে। এরপর তাঁর জন্য, তারপর আলী ﷺ-এর জন্য এবং সবশেষে ফাতিমা ﷺ-এর নিজের জন্য খাবার বাড়তে বলেন। এরপর ফাতিমা ﷺ হাঁড়িটি উঠান। তখনও হাঁড়িটি খাদ্যে পরিপূর্ণ ছিল। ফাতিমা ﷺ বলেন, আমরা আল্লাহর মর্যিমতো অনেক দিন সেই খাবার ভক্ষণ করি।"[১৫৭]

অলৌকিক কর্ম-১৯

ফসলে অলৌকিক বৃদ্ধি

জাবির ইবন আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, "তাঁর পিতা মৃত্যুর সময় অনেক

[১৫৫]. সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৭২৯; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১৫৪৪৯। -সম্পাদক
[১৫৬]. সহীহ বুখারি, হাদীস-৫১৬৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৪১২৮। -সম্পাদক
[১৫৭]. কাযি ইয়ায, আশ শিফা ১/৫৬৭। 'আশ শিফা'র টীকায় টীকাকার লিখেছেন, হাদীসটি ইবন সা'দ 'বিচ্ছিন্ন' সনদে বর্ণনা করেছেন। -সম্পাদক

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

ঋণ রেখে যান। তাঁদের যে পরিমাণ ফল ও ফসল উৎপন্ন হয় কয়েক বছর ধরে তা প্রদান করলেও তাতে তাদের ঋণ শোধ হয় না। তিনি মূল সম্পত্তিই পাওনাদারদের দিয়ে দিতে চান, কিন্তু পাওনাদারগণ তাতে রাযি হন না। বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অবগত করালে তিনি তাঁকে খেজুর বাগানে খেজুর কর্তনের নির্দেশ দেন। এরপর কয়েকটি খেজুরগাছের নিচে সেগুলো জমা করেন। তিনি তথায় গমন করেন এবং দুআ করেন। তখন জাবির ﷺ সেই খেজুর দিয়ে পাওনাদারদের সকল পাওনা পরিশোধ করার পরেও প্রতি বছর তারা যে পরিমাণ খেজুর কর্তন করতেন সেই পরিমাণ খেজুরই অবশিষ্ট থাকে"।[১৫৮]

অলৌকিক কর্ম-২০

খাদ্যে অলৌকিক বৃদ্ধি

আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, "একবার (এক যুদ্ধের সফরে) মানুষেরা খাদ্যসঙ্কটে নিপতিত হয়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেন, কিছুই কি নেই? আমি বললাম, পাত্রের মধ্যে সামান্য পরিমাণ খেজুর আছে। তিনি বললেন, তুমি তা আমার কাছে নিয়ে এসো। তখন তিনি পাত্রের খেজুরগুলোর মধ্যে নিজের হাত ঢুকিয়ে একমুষ্টি খেজুর বের করলেন। তিনি মুষ্টি খুলে বরকতের জন্য প্রার্থনা করলেন। এরপর বললেন, দশজনকে ডাকো। দশজন পরিতৃপ্তির সাথে খেয়ে চলে যাওয়ার পরে তিনি আবার দশজনকে ডাকতে বললেন। এভাবে তিনি পুরো সেনাবাহিনীকে খাওয়ালেন। সকলেই পরিতৃপ্তির সাথে ভক্ষণ করেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেন, 'তুমি যে খেজুর এনেছিলে তা ফেরত নিয়ে যাও। তুমি এর মধ্যে হাত ঢুকিয়ে নিয়ে নিয়ে খাবে, কিন্তু কখনো পাত্র থেকে খেজুরগুলো ঢালবে না'। তখন আমি খেজুরগুলো নিয়ে দেখলাম, আমি যে পরিমাণ খেজুর এনেছিলাম তার চেয়ে বেশি খেজুর সেখানে রয়েছে। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায়, আবু বাকর ﷺ-এর যুগে ও উমার ﷺ-এর যুগে আমি এই পাত্র থেকে খেজুর নিয়ে নিজে খেয়েছি এবং অন্যদের খাইয়েছি। উসমান ﷺ-এর শাহাদতের সময় এগুলো আমার ঘর থেকে লুট হয়ে যায়।"[১৫৯]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রার্থনায় ও তাঁর কারণে অলৌকিকভাবে খাদ্য ও পানীয়ে বৃদ্ধি পাওয়ার ঘটনা প্রায় ২০ জন সাহাবি থেকে বর্ণিত হয়েছে।

[১৫৮]. সহীহ বুখারি, হাদীস-২৭৮১; কাযি ইয়ায, আশ শিফা ১/৫৬৮। -সম্পাদক

[১৫৯]. আজুর্‌রি, আশ শারীআহ, হাদীস-১০৬০; আবু নুআইম ইস্পাহানি, দালায়িলুন নুবুওয়াত, হাদীস-৩৪২; ইসমায়ীল ইস্পাহানি, দালায়িলুন নুবুওয়াত, হাদীস-১৪০; কাযি ইয়ায, আশ শিফা ১/৫৬৯। ইমাম তিরমিযিও (আস সুনান, হাদীস-৩৮৩৯) অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। শায়খ আলবানি তিরমিযির সনদ হাসান বলেছেন। -সম্পাদক

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

প্রত্যেক সাহাবি থেকে কয়েকজন তাবিয়ি তা বর্ণনা করেছেন। এরপর তৃতীয় প্রজন্মে অগণিত মানুষ তা বর্ণনা করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরূপ ঘটনা ঘটেছে বড়বড় যুদ্ধাভিযানে ও অনেক মানুষের সামনে। এ সকল বিষয়ে কেউ সত্য ছাড়া মিথ্যা বলতে সাহস পান না। কারণ মিথ্যা বললে এ সকল অভিযানে বা ঘটনায় উপস্থিত অন্য কেউ তার প্রতিবাদ করতে পারেন বলে ভয় থাকে।

এ সকল ঘটনায় আমরা দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ শূন্য থেকে বা অনস্তিত্ব থেকে খাদ্য বা পানীয়র অস্তিত্ব প্রদান করেননি। বরং অতি সামান্য হলেও কিছু খাদ্য বা সামান্য পরিমাণ পানি নিয়ে তা বৃদ্ধি করেছেন। কারণ এটিই স্রষ্টার সাথে বিনয়ের রীতি; যেন সকলেই বুঝতে পারে যে, সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহই, তিনিই খাদ্য বা পানিকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব প্রদান করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রার্থনার কারণে আল্লাহ তা বৃদ্ধি করেছেন। আর এই বৃদ্ধিকরণও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর পক্ষ থেকে সৃষ্টি।

মুহাম্মাদ ﷺ-এর পূর্ববর্তী নবী বা ভাববাদীগণও এভাবেই খাদ্য বা পানীয়কে অল্প থেকে অধিক করেছেন। এভাবেই এলিয়র মু'জিযা বা অলৌকিক কর্মে আমরা দেখি যে, তিনি বিধবা মহিলার ময়দা ও তৈল অল্প থেকে বৃদ্ধি করেছিলেন। ১ রাজাবলি ১৭ অধ্যায়ে তা বর্ণিত হয়েছে।[১৬০]

অনুরূপভাবে ইলিশায় ভাববাদীর মু'জিযায় বা অলৌকিক চিহ্নে 'আশুপক্ক শস্যের রুটি, যবের কুড়িখানা রুটি ও ছালায় ভরা শস্যের তাজা শীষ' বৃদ্ধিলাভ করে এবং ১০০ লোকে তা ভোজন করার পরেও কিছু অবশিষ্ট থাকে। ২ রাজাবলি ৪ অধ্যায়ে তা বর্ণিত হয়েছে।[১৬১]

অনুরূপভাবে যিশুর মু'জিযা বা অলৌকিক চিহ্নে 'পাঁচখানি রুটি ও দুইটি মাছে' বরকত প্রদান করা হয় এবং অনুমান ৫ হাজার মানুষ তা ভক্ষণ করে। মথিলিখিত সুসমাচরের ১৪ অধ্যায়ে তা উল্লেখ করা হয়েছে।[১৬২]

অলৌকিক কর্ম-২১

বৃক্ষের কথা বলা ও সাক্ষ্য দেওয়া

ইবন উমার ﷺ বলেন, "আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। এক বেদুঈন চলতে পথে আমাদের কাছে আসে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হে বেদুঈন, তুমি কোথায় চলেছ? সে উত্তর দেয়, আমার

[১৬০]. ১ রাজাবলি ১৭/৮-১৬।
[১৬১]. ২ রাজাবলি ৪/৪২-৪৪।
[১৬২]. মথি ১৪/১৪-২১।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

পরিবারের কাছে যাচ্ছি। তখন তিনি বলেন, তুমি কি কোনো কল্যাণ লাভ করতে চাও? সে বলে, কি সেই কল্যাণ? তিনি বলেন, তুমি সাক্ষ্য দিবে যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। বেদুঈন বলে, তুমি যা বলছ তার পক্ষে কে সাক্ষ্য দিবে? তিনি বলেন, মরুভূমির ওই সবুজ গাছটি আমার কথার সত্যতার সাক্ষ্য দিবে। গাছটি ছিল নিম্নভূমির অপর প্রান্তে। তখন গাছটি মাটির মধ্য দিয়ে নিজেকে টেনে নিয়ে বেদুঈন লোকটির সামনে এসে দাঁড়ায়। লোকটি তিনবার গাছটিকে প্রশ্ন করে এবং তিনবারই গাছটি সাক্ষ্য প্রদান করে। এরপর গাছটি তার পূর্বস্থানে ফিরে যায়।"[১৬৩]

অলৌকিক কর্ম-২২

ময়দানের বৃক্ষের আনুগত্য

জাবির ইবন আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, "এক সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য বের হন। আমি পানির একটি পাত্র নিয়ে তাঁর পিছেপিছে গমন করি। তিনি ময়দানে আড়াল করার মতো কিছুই দেখতে পেলেন না। এমন সময় তিনি লক্ষ্য করলেন যে, নিম্নভূমির প্রান্তে দুটি গাছ রয়েছে। তিনি একটি গাছের নিকট গিয়ে গাছটির একটি ডাল ধরে টান দিয়ে বললেন, আল্লাহর অনুমতিতে আমার অনুগত হও। তখন গাছটি নাকে রশি পরানো উটের ন্যায় তাঁর পিছেপিছে চলে এল। তখন তিনি অন্য বৃক্ষটির কাছে গিয়ে তাকেও অনুরূপভাবে বললেন, আল্লাহর অনুমতিতে আমার অনুগত হও। অতঃপর তিনি বৃক্ষ দুটি কাছাকাছি হওয়ার পরে তাদেরকে বললেন, আল্লাহর অনুমতিতে তোমরা উভয়ে একত্রিত হয়ে আমাকে আড়াল করো। তখন গাছ দুটি একে অপরের সাথে একত্রিত হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের আড়ালে বসলেন। আমি দৌড়ে সেখান থেকে সরে এলাম। আমি দূরে বসে নিজের মনে চিন্তা করছিলাম। হঠাৎ দৃষ্টি করে দেখি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার দিকে এগিয়ে আসছেন এবং গাছ দুটি বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজনিজ স্থানে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।"[১৬৪]

অলৌকিক কর্ম-২৩

খেজুরগাছ থেকে কাঁদির আগমন

[১৬৩]. সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস-৬৫০৫; তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস-১৩৫৮২; মুসনাদ আবু ইয়া'লা, হাদীস-৫৬৬২; সুনান দারিমি, হাদীস-১৬; ফাকিহি, আখবারু মাক্কাহ, হাদীস-২৩২৮; ইবন কাসীর, আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৬/১৩৭-১৩৮। ইবন কাসীর বলেছেন, হাদীসটির সনদ উত্তম (جَيِّدٌ); হুসাইন সালীম আসাদ বলেছেন, হাসান সহীহ। -সম্পাদক

[১৬৪]. সহীহ মুসলিম, হাদীস-৩০১২; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস-৬৫২৪। -সম্পাদক

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

ইবন আব্বাস ﷺ বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ একজন বেদুঈনকে বলেন, তুমি বলো তো, আমি যদি ওই খেজুরগাছ থেকে তার কাঁদিটিকে ডেকে নিয়ে আসি, তাহলে কি তুমি বিশ্বাস করবে যে, আমি আল্লাহর রাসূল? লোকটি বলে, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ খেজুরের কাঁদিটিকে ডাক দিলেন। কাঁদিটি লাফাতে লাফাতে তাঁর নিকট উপস্থিত হল। তিনি বললেন, ফিরে যাও। তখন কাঁদিটি আবার তার নিজের জায়গায় ফিরে গেল।"[১৬৫]

অলৌকিক কর্ম-২৪

খেজুরের গুড়ির ক্রন্দন

জাবির ﷺ বলেন, "খেজুর গাছের গুড়ি কেটে খুটি বানিয়ে তার উপর মসজিদে নববির ছাউনি দেওয়া ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন খুতবা দিতেন তখন এরূপ একটি গুড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়াতেন। যখন তাঁর খুতবা দেওয়ার জন্য মিম্বার বানানো হল এবং তিনি মিম্বারে উঠে খুতবা দিতে শুরু করলেন, তখন আমরা শুনলাম যে, নবজাতক বাচ্চা হারানো উটের মতো গুড়িটি কাঁদছে। আনাস (রা,) এর বর্ণনায়: 'এমনকি তার ক্রন্দনের আওয়াজে মসজিদ কম্পিত হচ্ছিল'। সাহল ﷺ এর বর্ণনায়: 'এ দৃশ্য দেখে সমবেত মানুষেরা কাঁদতে লাগলেন'। মাতলিব ﷺ এর বর্ণনায়: 'এমনকি গুড়িটি ফেটে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ গুড়িটির কাছে এসে তার উপরে নিজের হাত রাখেন। এতে গুড়িটি শান্ত হয়ে যায়।"[১৬৬]

খেজুরের গুড়ির ক্রন্দনের এই সংবাদ অত্যন্ত প্রসিদ্ধ সংবাদ। সাহাবিদের যুগ থেকে শুরু করে পরবর্তী সকল যুগেই তা প্রসিদ্ধ ছিল। অর্থের দিক থেকে তা মুতাওয়াতির বা অতিপ্রসিদ্ধ হাদীস, যে হাদীস থেকে নিশ্চিত জ্ঞান ও সন্দেহাতীত বিশ্বাস জন্মে। প্রায় ২০ জন সাহাবি হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন উবাই ইবন কা'ব ﷺ, আনাস ইবন মালিক ﷺ, আব্দুল্লাহ ইবন উমার ﷺ, আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস ﷺ, সাহল ইবন সা'দ আস-সায়িদি ﷺ, আবু সায়ীদ খুদরি ﷺ, বুরাইদা ﷺ, উম্মু সালামা ﷺ এবং মুত্তালিব ইবনু ওয়াদাআ ﷺ। এ সকল সাহাবি সকলেই এই অর্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁদের বর্ণিত হাদীসের শব্দের মধ্যে কিছু

[১৬৫]. সুনান তিরমিযি, হাদীস-৩৬২৮; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস৪২৩৭-; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১৯৫৪; তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস-১২৬২২; যিয়া মাকদিসি, আল আহাদীসুল মুখতারাহ, হাদীস-৫২৭। হাকিম, যাহাবি, আলবানি, শুআইব আরনাউত প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। -সম্পাদক

[১৬৬]. সহীহ বুখারি, হাদীস-৩৫৮৩, ৩৫৮৪, ৩৫৮৫; বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-৫৬৯৬; সুনান দারিমি, হাদীস-৪২; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-১৪১৪; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৫০৫; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-২১২৪৮। -সম্পাদক

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

পার্থক্য থাকলেও সব হাদীসের অর্থ এক। এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এই অর্থটি নিঃসন্দেহে মুতাওয়াতির।

অলৌকিক কর্ম-২৫

ইঙ্গিতে প্রতিমাসমূহের পতন

ইবন আব্বাস ﷺ বলেন, "কাবা ঘরের চতুর্পার্শ্বে ৩৬০টি প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ সকল পাথরের মূর্তির পাগুলো সীসা দিয়ে পাথুরে মেঝের সাথে আটকানো ছিল। মক্কা বিজয়ের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে হারামে প্রবেশ করেন। তিনি তাঁর হাতের খেজুরের ডালটি দিয়ে এ সকল প্রতিমা স্পর্শ না করে শুধু সেগুলোর দিকে ইশারা করলেন এবং বললেন:

﴿جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا﴾

'সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, মিথ্যা তো বিলুপ্ত হওয়ারই।"[১৬৭] তিনি যখনই কোনো প্রতিমার মুখের দিকে ইশারা করলেন তখনই প্রতিমাটি চিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। আর যখনই তিনি কোনো প্রতিমার পিঠের দিকে ইশারা করলেন, তখনই প্রতিমাটি উপুড় হয়ে পড়ে গেল। এভাবে সকল প্রতিমা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।"[১৬৮]

অলৌকিক কর্ম-২৬

মৃত কন্যার পুনরুজ্জীবন

রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে ইসলাম গ্রহণের জন্য আহ্বান করেন। লোকটি বলে, আপনি আমার মৃত কন্যাকে জীবিত করে না দেখালে আমি আপনার প্রতি বিশ্বাস আনয়ন করব না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তার কবরটি আমাকে দেখাও। তখন লোকটি তাঁকে কবরটি দেখিয়ে দেয়। তিনি কবরস্থ মেয়েটিকে তার নাম ধরে ডাক দেন। মেয়েটি কবরের অভ্যন্তর থেকে বলে, লাব্বাইকা, আমি উপস্থিত। তিনি বলেন, তুমি কি পৃথিবীতে ফিরে আসতে ভালোবাস? মেয়েটি বলে, হে আল্লাহর রাসূল, আমি তা চাই না। আমার পিতামাতার চেয়ে আল্লাহকে আমি অধিক স্নেহময় পেয়েছি এবং পৃথিবীর চেয়ে আখিরাত উত্তম বলে জানতে পেরেছি।[১৬৯]

অলৌকিক কর্ম-২৭

মৃত মেষকে জীবন দান

[১৬৭]. সূরা: (১৭) বানী ইসরাঈল (ইসরা), ৮১ আয়াত।

[১৬৮]. ইবন কাসীর, আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৪/৩৪৬; তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস-১০৬৫৬। হাইসামি তাবারানির রাবিদেরকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। -সম্পাদক

[১৬৯]. কাযি ইয়ায, আশ শিফা ১/৬১৪; মুল্লা আলী, শারহুশ শিফা ১/৬৫০-৬৫১। -সম্পাদক

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

জাবির ﵁ একটি মেষ জবাই করে রান্না করেন এবং একটি খাঞ্চায় রুটির সারিদ তৈরি করেন। এই খাদ্য তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত করেন। উপস্থিত মানুষেরা তা ভক্ষণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বলেন, তোমরা গোশত খাও, তবে হাড় ভেঙ্গো না। খাওয়ার পরে তিনি হাড়গুলো জমা করে তাতে হাত বোলান এবং কিছু কথা বলেন। তখনই দেখা গেল যে, ভক্ষিত মেষটি সেখানে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়ছে।[১৭০]

অলৌকিক কর্ম-২৮

ক্ষত চক্ষু সুস্থ করা

সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস ﵁ বলেন, "(উহদের যুদ্ধের দিন) রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে লৌহ বিহীন তীর এগিয়ে দিয়ে বলছিলেন, তুমি তীর ছুড়তে থাক। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও অনেক তীর ছুড়েছিলেন, এমনকি তাঁর ধনুকটি ভেঙ্গে যায়। এ দিনে কাতাদাহ ইবন নু'মান নামক সাহাবির চোখে আঘাত লেগে চোখটি বেরিয়ে তাঁর কপোলের উপর এসে পড়ে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ চোখটিকে যথাস্থানে ঢুকিয়ে দেন। চোখটি তখনি সুস্থ হয়ে যায় এবং পরবর্তীকালে তাঁর দুই চোখের মধ্যে এটিই অধিক সুস্থ ও ভালো ছিল।"[১৭১]

অলৌকিক কর্ম-২৯

অন্ধ ব্যক্তিকে দৃষ্টি দান

উসমান ইবন হানীফ ﵁ বলেন, "এক অন্ধ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলে, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন, যেন তিনি আমাকে দৃষ্টিশক্তি দান করেন। তিনি তাকে বলেন, তুমি গিয়ে ওযু করো এবং দুই রাকআত সালাত আদায় করো। অতঃপর বলো, 'হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি, আমি আপনার দিকে মনোনিবেশ করছি আপনার নবী, রহমতের নবী মুহাম্মাদের দ্বারা। হে মুহাম্মাদ, আমি আপনার দ্বারা আপনার প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করছি, যেন তিনি আমার দৃষ্টি উন্মুক্ত করেন। হে আল্লাহ, আমার বিষয়ে তাঁর সুপারিশ কবুল করুন।' উসমান ইবন হানীফ ﵁ বলেন,

[১৭০]. আবু নুআইম, দালায়িলুন নুবুওয়াত, হাদীস-৫৬০। আলবানি হাদীসটির মৃত মেষকে জীবনদানের অংশটুকুকে 'মুনকার' বলেছেন। দেখুন: সিলসিলাহ যয়ীফাহ ১১/৪৫৭-৪৬০। -সম্পাদক

[১৭১]. মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-৩২৩৬৪; তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস-১২; বাইহাকি, দালায়িলুন নুবুওয়াত ৩/২৫১; তারীখ তাবারি ২/৫১৬; কাযি ইয়ায, আশ শিফা ১/৬১৭-৬১৮; সীরাত ইবন ইসহাক, পৃ. ৩২৮। মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবার টীকায় মুহাম্মাদ আওয়ামাহ লিখেছেন, হাদীসটি বহু সনদে বর্ণিত হয়েছে, তাতে বোঝা যায়, এটির ভিত্তি আছে। -সম্পাদক

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

তখন আল্লাহ তাকে দৃষ্টিশক্তি দান করেন এবং সে সুস্থ দৃষ্টিশক্তি নিয়ে ফিরে আসল।"[১৭২]

অলৌকিক কর্ম-৩০

মৃত্যুপথযাত্রী রোগীর আরোগ্য

মুলায়িবুল আসিন্নার পুত্র বলেন, "তিনি জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট একজন দূত প্রেরণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ একটু মাটি নিয়ে তাতে থুতু নিক্ষেপ করে তা উক্ত দূতকে প্রদান করেন। দূত অবাক হয়ে মাটিটুকু গ্রহণ করে এবং মনে করে যে, তার সাথে উপহাস করা হয়েছে। সে যখন মাটি নিয়ে মুলায়িবের নিকট পৌঁছায় তখন তিনি মৃত্যুপথ যাত্রী। তাকে মাটিটুকু খাওয়ানো হলে আল্লাহ তাকে সুস্থ করে দেন।"[১৭৩]

অলৌকিক কর্ম-৩১

অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি দান

হাবীব ইবন ফুদাইক বলেন, "তার পিতার চক্ষু সাদা হয়ে যায় এবং তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চোখে ফুঁক দেন। এতে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান। আমি দেখেছি যে, ৮০ বছর বয়সেও তিনি সুচের মধ্যে সুতা ঢুকাতেন।"[১৭৪]

অলৌকিক কর্ম-৩২

চোখের অসুস্থতা নিরাময়

খাইবার যুদ্ধের সময় আলী ﷺ চক্ষুপ্রদাহে আক্রান্ত হন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী ﷺ-এর চোখে থুতু দেন। এতে আলী আরোগ্য লাভ করেন।[১৭৫]

অলৌকিক কর্ম-৩৩

[১৭২]. মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১৭২৪১; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৩৫৭৮; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-১৩৮৫; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-১৯৩০; সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস-১২১৯। তিরমিযি, হাকিম, ইবনুল আসীর, মুস্তাফা আযমি, আলবানি, শুআইব আরনাউত প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। -সম্পাদক

[১৭৩]. কাযি ইয়ায, আশ শিফা ১/৬১৯। মুল্লা আলী কারি ﷺ 'আশ শিফা'র গ্রন্থে বলেন, হাদীসটি আবু নুআইম ও ওয়াকিদি উরওয়াহ থেকে বর্ণনা করেছেন। -সম্পাদক

[১৭৪]. মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-২৩৫৬৩; তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস-৩৫৪৬। হাইসামি বলেন, হাদীসটির সনদে একজন অজ্ঞাতপরিচয় রাবি রয়েছে। -সম্পাদক

[১৭৫]. সহীহ বুখারি, হাদীস-২৯৪২; সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৪০৬; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৩৭২৪; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১৬০৮। -সম্পাদক

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

উরুর ক্ষত নিরাময়

সালামা ইবনুল আকওয়া ﷺ খাইবারের যুদ্ধে তাঁর উরুতে আঘাত পান। রাসূলুল্লাহ ﷺ আহত স্থানে থুতু দেন এবং সালামা তৎক্ষণাৎ সুস্থ হয়ে যান।[১৭৬]

অলৌকিক কর্ম-৩৪

বাকশক্তিহীনকে কথা বলানো

খাসআম গোত্রের একজন মহিলার পুত্র নির্বোধ ও বাকশক্তিহীন ছিল। মহিলাটি তার সেই পুত্রকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু পানি নিয়ে পানির মধ্যে কুলি করেন এবং নিজের হস্তদ্বয় ধৌত করেন। এরপর তিনি পানিটুকু উক্ত বালককে প্রদান করে তাকে তা পান করাতে এবং তা দিয়ে তার দেহ মুছে দিতে নির্দেশ দেন। এতে বালকটি সুস্থ হয়ে যায় এবং সাধারণ মানুষদের চেয়েও অধিক বুদ্ধির অধিকারী হয়।[১৭৭]

অলৌকিক কর্ম-৩৫

পাগলকে সুস্থ করা

ইবন আব্বাস ﷺ বলেন, "এক মহিলা তার এক পাগল পুত্র নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করেন। তিনি ছেলেটির বুকে হাত বুলিয়ে দেন। এতে ছেলেটি বমি করে এবং তার পেট থেকে কালো কুকুর ছানার মতো কিছু বের হয়। এরপর ছেলেটি সুস্থ হয়ে যায়।"[১৭৮]

অলৌকিক কর্ম-৩৬

অগ্নিক্ষত নিরাময়

কিশোর মুহাম্মাদ ইবন হাতিবের বাহুর উপর একটি গরম হাঁড়ি উল্টে পড়ে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে হাত বুলিয়ে দেন, তার জন্য প্রার্থনা

[১৭৬]. সহীহ বুখারি, হাদীস-৪২০৬; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৩৮৯৪। -সম্পাদক

[১৭৭]. মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-২৩৫৮৪; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৩৫৩২। আলবানি ও শুআইব আরনাউত হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। -সম্পাদক

[১৭৮]. মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-২৩৫৮০; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-২১৩৩; সুনান দারিমি, হাদীস-১৯। ফারকাদ সাবাখির কারণে মুহাদ্দিসগণ হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। হাইসামি বলেন, ফারকাদকে ইবন মায়ীন ও ইজলি নির্ভরযোগ্য বলেছেন এবং অন্যান্য মুহাদ্দিস দুর্বল বলেছেন। মুহাম্মাদ আওয়ামাহ বলেন, তিনি মুতাবাআতের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য আর তার এই হাদীসটির অনেক শাহিদ রয়েছে। -সম্পাদক

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

করেন এবং সেখানে থুতু দেন। এতে সে তৎক্ষণাৎ সুস্থ হয়ে যায়।[১৭৯]

অলৌকিক কর্ম-৩৭

হাতের অসুস্থতা নিরাময়

শুরাহবীল আল-জু'ফি ﷺ-এর হাতের তালুতে একটি আব (tumour) ছিল, যে কারণে তিনি ঘোড়ার লাগাম, তরবারি ইত্যাদি ধরতে পারতেন না। তিনি বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলে তাঁর সহানুভূতি কামনা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর টিউমারটি ডলতে থাকেন। এভাবে টিউমারটি মিলিয়ে যায় এবং তার কোনো চিহ্নই তাঁর হাতে আর থাকে না।[১৮০]

অলৌকিক কর্ম-৩৮

সন্তান-সম্পদে বরকতের প্রার্থনা

আনাস ইবন মালিক ﷺ বলেন, "আমার মা (উম্মু সুলাইম) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনার খাদেম আনাসের জন্য প্রার্থনা করুন। তিনি বলেন, 'হে আল্লাহ, তুমি তাঁর সম্পদ ও সন্তান বেশি করে দাও এবং তাঁকে যাকিছু প্রদান কর সব কিছুতে বরকত প্রদান করো।' আনাস ﷺ বলেন, আল্লাহর শপথ, আমার সম্পদ অনেক। আর আমার নিজের সন্তান ও সন্তানদের সন্তানগণের সংখ্যা প্রায় একশত।"[১৮১]

অলৌকিক কর্ম-৩৯

পারস্য সাম্রাজ্যের পতন

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়ে পারস্য-সম্রাট কেসরার (Khosrau) নিকট পত্র লিখেন। পারস্য সম্রাট অত্যন্ত অভদ্রতার সাথে পত্রটি ছিড়ে ফেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সে যেমন আমার পত্র ছিড়ে ফেলেছে, আল্লাহ তার সাম্রাজ্য ছিড়ে বিনষ্ট করবেন। ফলে অচিরেই পারস্য সাম্রাজ্যের বিনাশ ঘটে। পৃথিবীর কোথাও পারস্য সাম্রাজ্যের বা পারসিক আধিপত্যের কোনো অস্তিত্ব থাকে না।[১৮২]

[১৭৯]. কাযি ইয়ায, আশ শিফা ১/৬২৩। মুল্লা আলী কারি 'আশ শিফা'র ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেছেন যে, হাদীসটি নাসায়ি, তায়ালিসি ও বাইহাকি বর্ণনা করেছেন। -সম্পাদক

[১৮০]. তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস-৭২১৫; বাইহাকি, দালায়িলুন নবুওয়াত ৬/১৭৬; সুয়ূতি, আল খাসায়িসুল কুবরা ২/১১৬; মাকরীযি, ইমতিনাউল আসমা' ১১/৩৩৯। হাইসামি বলেছেন, হাদীসটির কয়েকজন রাবির পরিচয় আমি জানতে পারিনি। -সম্পাদক

[১৮১]. সহীহ বুখারি, হাদীস-৬৩৩৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৪৮১; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৩৮২৯। -সম্পাদক

[১৮২]. সহীহ বুখারি, হাদীস-২৯৩৯; কাযি ইয়ায, আশ শিফা ১/৬৩১। -সম্পাদক

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

অলৌকিক কর্ম-৪০

পোশাকের বরকত

আসমা বিনতু আবু বাকর ﵂ তাঁর নিজের ঘর থেকে একটি শালের জুব্বা বের করে বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ এই জুব্বাটি পরিধান করতেন। তাঁর ইন্তিকালের পরে আমরা একটি সংরক্ষণ করে রেখেছি। আমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে জুব্বাটি ধুয়ে সেই পানি তাকে প্রদান করি। এতে সে সুস্থ হয়ে যায়।"[১৮৩]

এ সকল মু'জিযা বা অলৌকিক চিহ্ন প্রত্যেকটি পৃথকভাবে মুতাওয়াতির রূপে বর্ণিত হয়নি। তবে নিঃসন্দেহে সামগ্রিকভাবে তা মুতাওয়াতির, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগ থেকেই বহুসংখ্যক ব্যক্তি কর্তৃক বর্ণিত। যেমন আলী ﵁-এর বীরত্ব বা হাতিম তায়ির দানশীলতা বিষয়ক বর্ণনাদি।

মার্ক ও লুক তাদের সুসমাচারে যে সকল বিষয় লিপিবদ্ধ করেছেন সেগুলোর চেয়ে একক সূত্রে বর্ণিত সহীহ হাদীস অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য। মার্ক ও লুক লোকমুখে শোনা কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু তাদের লেখা পুস্তক তাদের নিকট থেকে কেউ গ্রহণ, পাঠ বা শ্রবণ করেছেন কিনা, করলে কতটুকু করেছেন, নাকি অন্য কেউ তাদের নামে লিখে চালিয়েছেন ইত্যাদি কোনো তথ্যই সংরক্ষিত নেই। পক্ষান্তরে একক বর্ণনায় বর্ণিত হাদীসগুলোর সনদ বা অবিচ্ছিন্ন সূত্র পরম্পরা সংরক্ষিত রয়েছে। বরং চারটি সুসমাচারের লেখক সকলেই যে ঘটনাবলি লিখেছেন সেগুলোও একক সূত্রে বর্ণিত। এগুলোর মূল্যও আমাদের নিকট 'খাবারুল ওয়াহিদ' বা একক সূত্রে বর্ণিত হাদীসের চেয়ে বেশি কিছুই নয়। প্রথম অধ্যায়ে পাঠক তা জানতে পেরেছেন।

AS-SUNNAH TRUST

[১৮৩]. সহীহ মুসলিম, হাদীস-২০৬৯; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-২৬৯৪২। -সম্পাদক

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

মুহাম্মাদ ﷺ-এর চরিত্র ও আচরণ

দ্বিতীয় যে বিষয়টি মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুয়াত প্রমাণ করে তা তাঁর মহান চরিত্র ও অতুলনীয় সদাচারণ। তাঁর মধ্যে সকল মহান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও সর্বোত্তম মানবীয় গুণাবলির সমন্বয় ঘটেছিল। জ্ঞান, কর্ম, বংশমর্যাদা, দেশের মর্যাদা, দৈহিক গুণাবলি ও মানসিক গুণাবলির চরম উৎকর্ষতা ও পূর্ণতা তিনি লাভ করেন। তাঁর গুণাবলি বিচার করলে যে কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, সকল গুণের এরূপ সমন্বয় একজন নবী বা ভাববাদী ভিন্ন কারো মধ্যে হতে পারে না।

কারণ এ সকল গুণাবলির কোনো একটি দিক হয়ত অন্য মানুষদের মধ্যেও পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু সকল গুণের এরূপ সমন্বয় নবীগণ ছাড়া অন্যদের মধ্যে সম্ভব নয়। এজন্য এরূপ সকল পূর্ণতর গুণের সমন্বয় তাঁর নবুয়াতের অন্যতম প্রমাণ। মুহাম্মাদ ﷺ-এর চরম বিরোধীরাও তাঁর মধ্যে এ সকল গুণের অধিকাংশই বিদ্যমান ছিল বলে স্বীকার করেছেন।

খ্রিস্টান যাজক স্পানহিম্মিস রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কঠিনতম বিরোধীদের অন্যতম ছিলেন। তিনি অনেক আপত্তিকর কথা তাঁর বিষয়ে বলেছেন। কিন্তু এ সকল মানবীয় ও চারিত্রিক গুণাবলির অধিকাংশ যে তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল তা তিনিও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। ১৮৫০ সালে মুদ্রিত জর্জ সেল (George Sale)[১৮৪] প্রণীত কুরআনের ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকায় স্পানহিম্মিসের নিম্নোক্ত বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে:

"তিনি সৌন্দর্যময় চেহারার অধিকারী ছিলেন এবং বুদ্ধিমান ছিলেন। তাঁর রীতিপদ্ধতি ছিল সন্তোষজনক ও আকর্ষণীয়। দরিদ্রদের প্রতি দয়া ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সকলের সাথেই তিনি অমায়িক ও সুন্দর আচরণ করতেন। শত্রুদের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সাহসী। তিনি আল্লাহর নামকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। নিরপরাধ মানুষদেরকে মিথ্যা অপবাদদানকারী, ব্যভিচারী, হত্যাকারী, অকারণ কৌতুহলের কারণে অন্য মানুষের অধিকার নষ্টকারী, লোভী ও মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন কঠোর। তাঁর অধিকাংশ ওয়ায-উপদেশই ছিল ধৈর্য, দানশীলতা, দয়াপ্রদর্শন, মানব-কল্যাণ, পরোপকার, পিতামাতা ও বয়স্কদের মর্যাদা প্রদান ও সম্মান প্রদর্শন বিষয়ক। ইবাদত-বন্দেগির বিষয়ে তাঁর সাধনা ছিল চূড়ান্ত পর্যায়ের।"

[১৮৪]. ইংরেজ পাদরি ও প্রাচ্যবিদ। ১৭৩৬ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তার রচিত কুরআনের অনুবাদটি প্রথম ১৭৩৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

মুহাম্মাদ ﷺ-এর ধর্মব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

তৃতীয় যে বিষয়টি মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুয়াত প্রমাণ করে তা তাঁর ধর্মব্যবস্থা বা শরীআতের বৈশিষ্ট্য। বিশ্বাস, ইবাদত-উপাসনা, জাগতিক ও সামাজিক দায়িত্ব ও কর্মকাণ্ড, রাষ্ট্র, বিচার ও প্রশাসন, ব্যক্তিগত ও সামাজিক শিষ্টাচার, জ্ঞান, প্রজ্ঞা ইত্যাদি সকল দিকে ইসলামের যে বৈশিষ্ট্য ও পূর্ণতা রয়েছে তা নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করলে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মাবে যে, এগুলো অবশ্যই আল্লাহর প্রদত্ত ও ওহির মাধ্যমে প্রাপ্ত এবং যিনি এগুলো নিয়ে আগমন করেছেন তিনি নিঃসন্দেহে আল্লাহর পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত নবী বা ভাববাদী।

পঞ্চম অধ্যায়ে পাঠক জেনেছেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ-এর শরীআত বা কুরআন ও ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে পাদরিগণের আপত্তি অত্যন্ত দুর্বল ও ভিত্তিহীন। একান্তই বিদ্বেষ, অযৌক্তিক পক্ষপাত এবং বিরোধিতার জন্য বিরোধিতার কারণেই তারা এ সকল কথা বলে।

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

মুহাম্মাদ ﷺ-এর আগমন ও বিজয়ের অবস্থা

অন্য যে বিষয়টি মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুয়াত প্রমাণ করে, তা তাঁর প্রকাশ ও বিজয়ের অবস্থা। তিনি এমন এক সমাজে নবুয়াত দাবি করেন, যে সমাজের মানুষদের কোনো ধর্মগ্রন্থ বা ধর্মীয় প্রজ্ঞা ছিল না। তাদের মধ্যে আবির্ভূত হয়ে তিনি ঘোষণা দেন যে, আমি আল্লাহর নিকট থেকে আলোকময় গ্রন্থ ও মহান প্রজ্ঞা নিয়ে আগমন করেছি। আমি সমস্ত বিশ্বকে বিশ্বাস ও সততার আলোকে আলোকিত করব। তিনি ছিলেন সামাজিক শক্তিতে দুর্বল এবং তাঁর সাহায্যকারীগণ ও অনুসারীগণও ছিলেন নগণ্য ও দুর্বল। তা সত্ত্বেও তিনি জগতের সকল মানুষের বিরুদ্ধে সুদৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হন। ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র, শক্তিধর রাষ্ট্রপ্রধান, সমাজপতি সকলের বিরুদ্ধে তিনি অবস্থান নেন। তাদের মতামত ভ্রান্ত, তাদের বুদ্ধি অপরিপক্ক ও তাদের ধর্ম বাতিল বলে তিনি ঘোষণা করেন। তিনি তাদের রাষ্ট্রগুলোকে পরাজিত করেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত তাঁর ধর্ম সকল ধর্মের উপর প্রকাশ ও বিজয় লাভ করে। সময়ের আবর্তনের সাথেসাথে সকল দেশে তাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে।

তাঁর শত্রুগণ ছিল সংখ্যায়, অস্ত্রে, শক্তিতে ও সামর্থ্যে অনেক বেশি। তাঁর ধর্ম ইসলামের আলো নিভিয়ে দেওয়ার জন্য এবং তাঁর ধর্মের সকল চিহ্ন মুছে ফেলার জন্য তাদের আগ্রহ, উদ্দীপনা, দৃঢ়তা, গোঁড়ামি, অন্ধ আবেগ ও উন্মাদনা ছিল সীমাহীন ও অপ্রতিরোধ্য। তা সত্ত্বেও তারা সফল হতে পারেননি। আল্লাহর সাহয্য ও আসমানি সহযোগিতা ছাড়া কি তা সম্ভব ছিল?

ইয়াহুদিদেরকে তাদের ব্যবস্থাগুরু গমলিয়েল হাওয়ারিদের সম্পর্কে (Gamaliel) খুব সুন্দর কথা বলেছেন, "৩৫ হে ইস্রায়েল-লোকেরা, সেই লোকদের বিষয়ে তোমরা কি করিতে উদ্যত হইয়াছ, তদ্বিষয়ে সাবধান হও। ৩৬ কেননা ইতোপূর্বে থুদা (Theudas) উঠিয়া আপনাকে মহাপুরুষ করিয়া বলিয়াছিল, এবং কমবেশ চারিশত জন তাহার সঙ্গে যোগ দিয়াছিল; সে হত হইল, এবং যত লোক তাহার অনুগত হইয়াছিল সকলে ছিন্নভিন্ন হইয়া

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

পড়িল, কেহই রহিল না। ৩৭ সেই ব্যক্তির পরে নাম লিখিয়া দিবার সময়ে গালিলীয় যিহুদা (Judas of Galilee) উঠিয়া কতকগুলি লোককে আপনার পশ্চাৎ টানিয়া লইয়াছিল; সেও বিনষ্ট হইল এবং যত লোক তাহার অনুগত হইয়াছিল, সকলে ছড়াইয়া পড়িল। ৩৮ এক্ষণে আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা এই লোকদের হইতে ক্ষান্ত হও, তাহাদিগকে থাকিতে দেও; কেননা এই মন্ত্রণা কিম্বা এই ব্যাপার যদি মনুষ্য হইতে হইয়া থাকে, তবে লোপ পাইবে; ৩৯ কিন্তু যদি ঈশ্বর হইতে হইয়া থাকে, তবে তাহাদিগকে লোপ করা তোমাদের সাধ্য নয়, কি জানি, দেখা যাইবে যে, তোমরা ঈশ্বরের সহিত যুদ্ধ করিতেছ (if this counsel or this work be of men, it will come to nought: But if it be of God, ye cannot overthrow it; lest haply ye be found even to fight against God)।" এ বিষয়টি প্রেরিতদের পত্রের ৫ম অধ্যায়ে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখিত হয়েছে।[১৮৫]

গীতসংহিতার প্রথম গীতের ৬ আয়াত নিম্নরূপ, "কারণ সদাপ্রভু ধার্মিকগণের পথ জানেন, কিন্তু দুষ্টের পথ বিনষ্ট হইবে (For the LORD knoweth the way of the righteous: but the way of the ungodly shall perish)।"

গীতসংহিতার ৫ গীতের ৬ আয়াত নিম্নরূপ, "তুমি মিথ্যাবাদীদিগকে বিনষ্ট করিবে, সদাপ্রভু রক্তপাতীকে ও ছলপ্রিয়কে ঘৃণা করেন (Thou shalt destroy them that speak leasing: the LORD will abhor the bloody and deceitful man)।"

গীতসংহিতার ৩৪ গীতের ১৬ আয়াতে রয়েছে, "সদাপ্রভুর মুখ দুরাচারদের প্রতিকূল; তিনি ভূতল হইতে তাহাদের স্মরণ উচ্ছেদ করিবেন।"

গীতসংহিতার ৩৭ গীতে রয়েছে, "১৭ কারণ দুষ্টদের বাহু ভগ্ন হইবে; কিন্তু সদাপ্রভু ধার্মিকদিগকে (the righteous) ধরিয়া রাখেন।... ২০ কিন্তু দুষ্টগণ বিনষ্ট হইবে, সদাপ্রভুর শত্রুগণ মাঠের তৃণশোভার সমান হইবে; তাহারা অন্তর্হিত, ধূমের ন্যায় অন্তর্হিত হইবে।"

মুহাম্মাদ ﷺ যদি ধার্মিক (righteous) না হতেন তবে সদাপ্রভু তাঁর পথ বিনষ্ট করতেন, লাঞ্ছিত করতেন এবং 'ভূতল হইতে তাহাদের স্মরণ উচ্ছেদ' করতেন। কিন্তু তিনি সেসব কিছুই করেননি। এতে প্রমাণিত যে, মুহাম্মাদ ﷺ ধার্মিক। এতে সন্দেহ নেই যে, প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণ মুহাম্মাদ ﷺ-এর ধর্মের প্রতি অবিশ্বাস করে ঈশ্বরের সাথেই যুদ্ধ করছেন। তবে সময় নিকটবর্তী এবং অচিরেই তারা জানতে পারবেন। মহান আল্লাহ বলেন:

[১৮৫]. প্রেরিত ৫/৩৪-৩৯। -সম্পাদক

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُوْنَ﴾

"অত্যাচারীরা শীঘ্রই জানবে তাদের গন্তব্যস্থল কোথায়।"[১৮৬]

তারা কখনোই ইসলামকে মুছে ফেলতে পারবেন না। আল্লাহই তো প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন:

﴿يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوْا نُوْرَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللهُ مُتِمُّ نُوْرِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ﴾

"তারা আল্লাহর আলো (Allah's Light) ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর আলো পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন, যদিও কাফিররা তা অপসন্দ করে।"[১৮৭]

ইসলাম ধর্মই আল্লাহর আলো। আর আল্লাহ তাঁর এই আলো দীন ইসলামকে তার চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছে তাকে পরিপূর্ণতা দেবেনই, যদিও ইয়াহুদি, খ্রিস্টান ও পৌত্তলিক অবিশ্বাসীগণ তা অপসন্দ করে। একজন কবি বড় সুন্দর কথা বলেছেন:

أَلَا قُلْ لِمَنْ ظَلَ لِيْ حَاسِدًا * أَتَدرِيْ على مَنْ أسأتَ الأدَبَ

أَسَأتَ عَلَى اللهِ فِيْ فِعْلِهِ * لِأَنَّكَ لَمْ تَرْضَ لِيْ مَا وَهَبَ.

যে আমাকে সর্বদা হিংসা করে তাকে বলো/ তুমি কি জান কার সাথে তুমি অভদ্রতায় লিপ্ত হয়েছ?

তুমি তো মূলত আল্লাহর সাথেই অভদ্রতা করছ/ মনে হচ্ছে তিনি আমাকে যা দিয়েছেন তাতে তুমি রাযি নও।

AS-SUNNAH TRUST

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

মানবতার প্রয়োজনের সময়েই তাঁর আগমন

[১৮৬]. সূরা: (২৬) শুআরা, ২২৭ আয়াত।
[১৮৭]. সূরা: (৬১) সাফ্ফ, ৮ আয়াত।

পঞ্চম যে দিকটি প্রমাণিত করে যে, মুহাম্মাদ ﷺ সত্যিই আল্লাহর প্রেরিত নবী বা ভাববাদী ছিলেন তা তাঁর আগমনের সময় ও মানবতার প্রয়োজন বিবেচনা করা। তিনি এমন এক সময়ে আবির্ভূত হলেন, যখন বিশ্বের মানব জাতির জন্য একজন পথ প্রদর্শকের প্রয়োজন ছিল যিনি সঠিক পথের নির্দেশনা দেবেন এবং তাদেরকে সত্য ধর্মের দিকে আহ্বান করবেন।

আরবগণ ছিল পৌত্তলিকতা ও কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়ার মতো ঘৃণ্য কর্মে লিপ্ত। পারস্যবাসীরা ছিল দুইঈশ্বরবাদ ও মাতা ও কন্যাকে বিবাহ করার মতো ঘৃণ্য কমে লিপ্ত। তুর্কি-মঙ্গোল জাতি ছিল জনপদ ধ্বংস ও মানবসভ্যতার বিনাশে লিপ্ত। ভারতের মানুষ ছিল গরু, গাছপালা ও পাথর-মূর্তির পূজা-অর্চনায় লিপ্ত। ইয়াহুদি জাতি ছিল ধর্মের বিকৃতি, ঈশ্বরের প্রতি মানবীয় গুণারোপ, সত্যের অস্বীকার ও মিথ্যার প্রচারে লিপ্ত। খ্রিস্টান জাতি ছিল ত্রিত্ববাদ, ক্রুশপূজা এবং সাধু ও সাধ্বীদের মূর্তির উপাসনায় লিপ্ত। অনুরূপভাবে পৃথিবীর সকল জাতি ও ধর্মের অনুসারীগণ বিভ্রান্তি ও কুসংস্কারের চোরাবালিতে ডুবে ছিল। সত্যকে ভুলে তারা অসত্য ও অসম্ভবকে নিয়ে মেতে ছিল।

মহান মহিমান্বিত প্রজ্ঞাময় আল্লাহ কি এমতাবস্থায় তাঁর প্রিয় সৃষ্টি মানুষকে পরিত্যাগ করবেন? বিশ্ববাসীর প্রতি করুণার প্রতীক কাউকে তিনি পাঠাবেন না? তা তো হতে পারে না!

আর মানবতার এই কঠিন সময়ে একমাত্র মুহাম্মাদ ﷺ ছাড়া আর কেউই আবির্ভূত হননি। তিনিই এই মহান ধর্ম ও ব্যবস্থা দিয়ে যান এবং এই সুমহান সৌধ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সকল বিভ্রান্ত আচার-রীতি এবং বাতিল ধর্মবিশ্বাস অপসারিত করেন। একত্ববাদের সূর্য উদিত হয় এবং আল্লাহর পবিত্রতার জ্যোতি উদ্ভাসিত হয়। বহুঈশ্বরবাদিতা, দ্বিত্ববাদ, ত্রিত্ববাদ, ঈশ্বরের প্রতি মানবীয় গুণাবলি আরোপ ইত্যাদি সকল বিভ্রান্তির অন্ধকার অপসারিত হয়। তাঁর উপর আল্লাহর অগণিত সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক এবং তিনি লাভ করুন পরিপূর্ণ মর্যাদা। এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেন:

﴿يَاأَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيْرٍ وَلَا نَذِيْرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيْرٌ وَنَذِيْرٌ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ﴾

“হে গ্রন্থানুগামী ইয়াহুদি-খ্রিস্টানগণ, রাসূল প্রেরণে বিরতির পর আমার রাসূল তোমাদের নিকট এসেছেন, তিনি তোমাদের নিকট স্পষ্ট

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

ব্যাখ্যা করছেন, যাতে তোমরা বলতে না পার, 'কোনো সুসংবাদবাহী ও সাবধানকারী আমাদের নিকট আসে নি'; এখন তো তোমাদের নিকট একজন সুসংবাদবাহী ও সাবধানকারী এসেছেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।"[১৮৮]

প্রসিদ্ধ মুফাসসির ফাখরুদ্দীন রাযি ﵀ (৬০৬হি./১২১০খ্রি.) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, "রাসূল প্রেরণে বিরতির পর মুহাম্মাদ ﷺ -কে প্রেরণ করার উপকারিতা এই যে, সময়ের আবর্তনে ও দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার কারণে পূর্ববর্তী ধর্মসমূহের বিশ্বাস ও বিধিবিধানের মধ্যে বিকৃতি ও পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। সত্য মিথ্যার সাথে এবং হক্ক বাতিলের সাথে সংমিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল। ফলে আল্লাহর ইবাদত পরিত্যাগের জন্য মানুষদের একটি বাস্তব ওযর-ওজুহাত তৈরি হয়ে গিয়েছিল। মানুষ বলতে পারত, হে আমাদের মা'বূদ, আমার জানি যে, আপনার ইবাদত করা অত্যাবশ্যক। তবে আমরা বুঝতে পারছি না যে, কীভাবে আপনার ইবাদত করব?! এই সময়ে এই অজুহাত অপসারিত করার জন্য আল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ-কে প্রেরণ করেন।"[১৮৯]

AS-SUNNAH TRUST

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

পূর্ববর্তী ভাববাদীদের ভবিষ্যদ্বাণী

পূর্ববর্তী ভাববাদী বা নবীগণ মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিষয়ে অনেক ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, যেগুলো তাঁর নবুয়াতের সত্যতা প্রমাণ করে। এ সকল ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয়ে পাদরিগণ বিভিন্ন অপপ্রচারের মাধ্যমে সাধারণ

[১৮৮]. সূরা মায়িদা, ১৯ আয়াত।

[১৮৯]. রাযি, আত তাফসীরুল কাবীর ১১/৩৩০। -সম্পাদক

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

মানুষদেরকে কঠিন বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত করেন। এজন্য আমি মুহাম্মাদ ﷺ বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণীগুলো আলোচনার পূর্বে ভূমিকা হিসেবে আটটি বিষয় আলোচনা করব, যেগুলো এ বিষয়ে পাঠকের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করবে।

প্রথম বিষয়

বাইবেলীয় অন্যান্য ভবিষ্যদ্বাণী বনাম মুহাম্মাদ ﷺ বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী

যিশাইয়, যিরমিয়, দানিয়েল, যিহিষ্কেল, যিশু প্রমুখ ইস্রায়েলীয় ভাববাদী আগামী দিনের অনেক বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। তাঁরা নবুখদ্‌নিৎসর (নেবুকাদনেজার, Nebuchadnezzar), কোরস (সাইরাস: Cyrus), আলেকজান্ডার এবং তার উত্তরাধিকারীগণ, ইদোম, মিসর, নিনবি, বাবিল প্রভৃতি দেশ ও অন্যান্য বিষয়ে অনেক ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। কাজেই তাঁরা মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করবেন না এরূপ চিন্তা করা অবাস্তব ও অযৌক্তিক।

মুহাম্মাদ ﷺ ছিলেন তাঁর প্রকাশের সময়ে 'একটি সরিষা-দানার তুল্য', 'অতি ক্ষুদ্র বীজ', কিন্তু পরে তিনি এমন বৃক্ষ হয়ে উঠলেন যে, 'আকাশের পক্ষিগণ আসিয়া তাহার শাখায় বাস করল'।[১৯০] তিনি প্রতাপশালী পরাক্রান্ত ক্ষমতাধর অধিপতি ও সম্রাটদের ক্ষমতা চূর্ণ করেছেন। পূর্ববর্তী ভাববাদীগণের মূল আবাসস্থল সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও যিরূশালেমে তাঁর ধর্ম পরিপূর্ণরূপে বিকশিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত তা প্রসারিত ও প্রচারিত হয়েছে। সকল ধর্মের উপরে তা প্রাধান্য লাভ করেছে। যুগের পর যুগ তা প্রতিষ্ঠিত থাকল। এ পর্যন্ত তাঁর আবির্ভাবের পরে ১২৮০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। ইনশা আল্লাহ, কিয়ামত পর্যন্ত তা প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তাঁর অনুসারীদের মধ্যে হাজার হাজার ধার্মিক সত্যনিষ্ঠ আলিম, জ্ঞানী, বিজ্ঞানী, মহান আধ্যাত্মিক অনুশীলন ও অলৌকিক চিহ্নের অধিকারী ওলি-আউলিয়া ও মহান শাসক-প্রশাসক প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

এ সকল ঘটনা অন্যান্য ঘটনার চেয়ে অনেক বড় ও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। ইদোম, নিনবি ও অন্যান্য দেশের ঘটনার চেয়ে পরিমাণে ও গুরুত্বে এগুলো কোনো অংশেই কম নয়। এজন্য সুস্থ জ্ঞান একথা স্বীকার করতে পারে না যে, এ সকল ভাববাদী ক্ষুদ্র ও কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করবেন, অথচ সেগুলোর চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ এত বড় বিষয় সম্পর্কে কিছুই বলবেন না।

[১৯০]. মথি ১৩/৩১-৩২ শ্লোকে যিশুর বাক্য থেকে গৃহীত।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

দ্বিতীয় বিষয়

ভবিষ্যদ্বাণীর প্রকৃতি ও অস্পষ্টতা

ভবিষ্যদ্বাণী সাধারণত ইঙ্গিতময় হয়, পূর্ণ ব্যাখ্যাত হয় না। পূর্ববর্তী ভাববাদী পরবর্তী ভাববাদী সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেন, সাধারণত সেই ভবিষ্যদ্বাণী তিনি বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন না। সাধারণত ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয় না যে, অমুক সালে, অমুক দেশে, অমুক গোত্রে, অমুক আকৃতি ও প্রকৃতির অধিকারী অমুক নামে একজন ভাববাদী আগমন করবেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষদের জন্য ভবিষ্যদ্বাণীগুলো অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য থাকে। তবে বিশেষভাবে জ্ঞানী ও ধর্মপুস্তক সম্পর্কে গভীর অভিজ্ঞ মানুষেরা পারিপার্শ্বিক ইঙ্গিত ও সূত্রাদির মাধ্যমে তা সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারেন। অনেক সময় ভবিষ্যদ্বাণী এত অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হয় যে, সর্বোচ্চ জ্ঞানী ও ধর্মজ্ঞ মানুষেরাও তা বুঝতে পারেন না। পরবর্তী ভাববাদী আবির্ভূত হয়ে, নিজে যখন দাবি করেন যে, আমিই সেই ভাববাদী যার বিষয়ে পূর্ববর্তী ভাববাদী অমুক ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন এবং তার এই দাবি বিভিন্ন অলৌকিক চিহ্নের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, তখনই কেবল তারা বুঝতে পারেন যে, উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে একেই বোঝানো হয়েছিল। এরূপ ভাববাদীর আবির্ভাব, দাবি পেশ ও দাবি প্রমাণের আগে তারা কিছুই বুঝতে পারেন না। এজন্য এ সকল ধর্মজ্ঞ ও অভিজ্ঞ মানুষদেরকে তিরস্কারও করা হয়।

এ কারণেই যিশু ইয়াহুদি পণ্ডিত ও ধর্মগুরুদেরকে তিরস্কার করেছেন। তিনি তাদেরকে তিরস্কার করে বলেন, "হা ব্যবস্থাবেত্তারা, ধিক্ তোমাদিগকে, কেননা তোমরা জ্ঞানের চাবি হরণ করিয়া লইয়াছ; আপনারা প্রবেশ করিলে না, এবং যাহারা প্রবেশ করিতেছিল, তাহাদিগকেও বাধা দিলে।" লুকলিখিত সুসমাচারের ১১ অধ্যায়ে এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[১৯১]

শুধু তাই নয়, খ্রিস্টানগণের বর্ণনা ও বিশ্বাস অনুসারে আমরা দেখতে পাই যে, পরবর্তী ভাববাদীগণের বিষয়ে পূর্ববর্তী ভাববাদীগণের ভবিষ্যদ্বাণী অনেক সময় ভাববাদীগণও বুঝতে পারেন না, ধর্মজ্ঞ পণ্ডিতগণ তো দূরের কথা। যে ভাববাদী ভবিষ্যদ্বাণী করেন বা যার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে স্বয়ং সেই ভাববাদীও ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাখ্যা বুঝতে পারেন না বা ভবিষ্যদ্ববাণী অনুসারে যিনি আগমন করেছেন তাকে চিনতে পারেন না।

যোহনের সুসমাচারের ১ম অধ্যায়ে রয়েছে, "১৯ আর যোহনের সাক্ষ্য এই, যখন যিহুদিগণ কয়েক জন যাজক ও লেবীয়কে দিয়া যিরূশালেম হইতে তাঁহার কাছে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইল, আপনি কে? ২০

[১৯১]. লুক ১১/৫২।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

তখন তিনি স্বীকার করিলেন, অস্বীকার করিলেন না; তিনি স্বীকার করিলেন যে, আমি সেই খ্রিস্ট (the Christ/the Messiah/the annointed) নই। ২১ তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তবে কি? আপনি কি এলিয় (Elias)? তিনি বলিলেন, আমি নই। আপনি কি সেই ভাববাদী (that prophet)? তিনি উত্তর করিলেন, না। ২২ তখন তাহারা তাঁহাকে কহিল, আপনি কে? যাঁহারা আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে যেন উত্তর দিতে পারি। আপনার বিষয়ে আপনি কি বলেন? ২৩ তিনি কহিলেন, আমি প্রান্তরে এক জনের রব, যে ঘোষণা করিতেছে, তোমরা প্রভুর পথ সরল কর, যেমন যিশাইয় ভাববাদী বলিয়াছিলেন। ২৪ তাহারা ফরিশিগণের নিকট হইতে প্রেরিত হইয়াছিল (And they which were sent were of the Pharisees)। ২৫ আর তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি যদি সেই খ্রিস্ট নহেন, এলিয়ও নহেন, সেই ভাববাদীও নহেন, তবে বাপ্তাইজ করিতেছেন কেন?"

খ্রিস্টান পাদরি ও ধর্মগুরু পণ্ডিতগণ বলেছেন যে, এখানে ২১ ও ২৫ আয়াতে 'সেই ভাববাদী' বলতে সেই প্রতিশ্রুত ও আকাঙ্ক্ষিত ভাববাদীকে বোঝানো হয়েছে, যার বিষয়ে দ্বিতীয় বিবরণের ১৮ অধ্যায়ে মোশি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।[১৯২]

যাজক ও লেবীয়গণ ইয়াহুদিদের ধর্মগুরু এবং তাদের ধর্মপুস্তকাদির বিষয়ে সর্বোচ্চ অভিজ্ঞ মানুষ ছিলেন। তারা জানতে পেরেছিলেন যে, যোহন একজন ভাববাদী। কিন্তু তিনি কি খ্রিস্ট না এলিয় না মোশির ভবিষ্যদ্বাণীর সেই প্রতিশ্রুত ভাববাদী সে বিষয়ে তাদের সন্দেহ ছিল। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, এই তিন ভাববাদীর বিষয়ে ইয়াহুদিদের ধর্মগ্রন্থসমূহে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে সেগুলোতে এঁদের কোনো বিস্তারিত বিবরণ, লক্ষণ বা চিহ্ন বর্ণনা করা হয়নি। যার ফলে বিশিষ্ট পণ্ডিত ও ধর্মজ্ঞদের নিকটেই তাঁদের বিষয় অস্পষ্ট ও ঘোলাটে ছিল, সাধারণ মানুষের তো কথাই নেই। আর এ কারণেই তারা তাঁকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কি খ্রিস্ট? যোহন যখন তাঁর খ্রিস্ট হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করলেন তখন তারা তাঁকে প্রশ্ন করলেন, তাহলে আপনি কি এলিয়? যখন যোহন তাঁর এলিয় হওয়ার বিষয়টিও অস্বীকার করলেন তখন তারা তাঁকে প্রশ্ন করলেন, আপনি কি সেই প্রতিশ্রুত ভাববাদী? যদি এই তিন জনের লক্ষণ ও চিহ্নগুলো ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে সুস্পষ্টরূপে বলা থাকত তবে এই সন্দেহের কোনো অবকাশই থাকত না।

[১৯২]. দ্বিতীয় বিবরণ ১৮/১৫-২২।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

শুধু তাই নয়, এ থেকে আমরা আরো জানতে পারছি যে, যোহন নিজেই জানতে পারেননি যে, তিনি এলিয়। এজন্য তিনি তাঁর এলিয় হওয়ার কথা অস্বীকার করে বলেছেন, 'আমি নই'। অথচ যিশু সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, যোহনই এলিয়। মথিলিখিত সুসমাচারের ১১শ অধ্যায়ে যোহনের বিষয়ে যিশু বলেছেন, "আর তোমরা যদি গ্রহণ করিতে সম্মত হও, তবে জানিবে, যে এলিয়ের আগমন হইবে, তিনি এই ব্যক্তি (this is Elias, which was for to come)।"[১৯৩]

মথিলিখিত সুসমাচারের ১৭ অধ্যায়ে রয়েছে, "১০ তখন শিষ্যেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে অধ্যাপকেরা কেন বলেন যে, প্রথমে এলিয়ের আগমন হওয়া আবশ্যক? ১১ তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, সত্য বটে, এলিয় আসিবেন এবং সকলই পুনঃস্থাপন করিবেন; ১২ কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, এলিয় আসিয়া গিয়াছেন এবং লোকেরা তাঁহাকে চিনে নাই, বরং তাঁহার প্রতি যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিয়াছে; তদ্রূপ মনুষ্যপুত্রকেও তাহাদের হইতে দুঃখভোগ করিতে হইবে। ১৩ তখন শিষ্যেরা বুঝিলেন যে, তিনি তাঁহাদিগকে যোহন বাপ্তাইজকের বিষয় বলিয়াছেন।"

এই বক্তব্য থেকে প্রকাশ পেল যে, ইয়াহুদি অধ্যাপক ও যাজকগণ চিনতে পারেনি যে, যোহনই এলিয় এবং তাঁর প্রতি যা ইচ্ছা তাই তারা করেছেন। অনুরূপভাবে যিশুর প্রেরিত শিষ্যগণও চিনতে পারেননি যে, তিনি এলিয়, অথচ খ্রিস্টানগণের বিশ্বাস অনুসারে প্রেরিতগণ মোশির চেয়ে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন ভাববাদী ছিলেন। প্রেরিতগণ যোহনের নিকট বাপ্তাইজিত হয়েছেন এবং অনেকবার তাঁকে দেখেছেন, তা সত্ত্বেও তারা তাঁকে এলিয় বলে চিনতে পারেননি। অথচ তারা জানতেন যে, তাদের ঈশ্বর ও খ্রিস্টের আগমনের পূর্বে এলিয়ের আগমন আবশ্যক।

যোহনের সুসমাচারের ১ম অধ্যায়ের ৩৩ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যিশুর বিষয়ে যোহন বাপ্তাইজক বলেন, "আর আমি তাঁহাকে চিনিতাম না (I knew him not), কিন্তু যিনি আমাকে জলে বাপ্তাইজ করিতে পাঠাইয়াছেন, তিনিই আমাকে বলিলেন, যাঁহার উপরে পবিত্র আত্মাকে নামিয়া অবস্থিতি করিতে দেখিবে, তিনিই সেই ব্যক্তি, যিনি পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজ করেন। ৩৪ আর আমি দেখিয়াছি ও সাক্ষ্য দিয়াছি যে, ইনিই ঈশ্বরের পুত্র।"

পাদরিগণের ব্যাখ্যা অনুসারে 'আমি তাঁহাকে চিনিতাম না' অর্থ আমি ভালোভাবে চিনতে পরিনি যে, ইনিই প্রতিশ্রুত খ্রিস্ট।

[১৯৩]. মথি ১১/১৪।

AS-SUNNAH TRUST

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

এ থেকে জানা গেল যে, যিশুর উপরে কপোতের ন্যায় পবিত্র আত্মা অবতরণ করার পূর্ব পর্যন্ত ত্রিশবছর যাবৎ যোহন বাপ্তাইজকও নিশ্চিতরূপে জানতে পারেননি যে, যিশুই প্রতিশ্রুত খ্রিস্ট। সম্ভবত কুমারী মাতার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করা খ্রিস্টের বিশেষ লক্ষণ বা চিহ্নরূপে পরিচিত ছিল না। তা না হলে যোহন বাপ্তাইজকের একথা কীভাবে ঠিক হতে পারে?

তবে এ বিষয়টি বাদ দিলেও এখানে আমরা নিশ্চিতরূপে জানতে পারছি যে, যোহন খ্রিস্টকে চিনতে পারেননি। যিশুখ্রিস্টের সাক্ষ্য অনুযায়ী যোহন ছিলেন ইস্রায়েলীয় ভাববাদীগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। মথিলিখিত সুসমাচারের ১১ অধ্যায়ে একথা উল্লেখ করা হয়েছে।[১৯৪] আর খ্রিস্টানগণের বিশ্বাস অনুসারে যিশু ছিলেন যোহনের ঈশ্বর ও প্রভু। খ্রিস্টের আগমনের পূর্বে তাঁর আগমন ছিল অপরিহার্য। আর তাঁর এলিয় হওয়ার বিষয়টিও ছিল সুনিশ্চিত। এত কিছু সত্ত্বেও ইস্রায়েলীয় কুলের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাববাদী যোহন বাপ্তাইজ তাঁর শেষজীবন পর্যন্ত নিজেকেই নিজে চিনতে পারলেন না। এই দীর্ঘ সময় তিনি তাঁর প্রভু ও ঈশ্বরকেও তিনি চিনতে পারলেন না। অনুরূপভাবে মোশি এবং সকল ইস্রায়েলীয় ভাববাদীর চেয়ে মর্যাদাবান ভাববাদীগণ, অর্থাৎ প্রেরিতগণও যোহন বাপ্তাইজকের জীবদ্দশায় তাঁকে চিনতে পারলেন না। তাহলে পূর্ববর্তী ভাববাদীর ভবিষ্যদ্বাণীর ভিত্তিতে পরবর্তী ভাববাদীকে চেনার ব্যাপারে বা এ বিষয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে নিপতিত হওয়ার ক্ষেত্রে ধর্মগুরু, ধর্মজ্ঞ পণ্ডিত ও সাধারণ মানুষের অবস্থা কী হতে পারে তা সহজেই বোঝা যায়।

যোহনের সাক্ষ্য অনুসারে মহাযাজক কায়াফা (Caiaphas) একজন ভাববাদী ছিলেন। যোহনলিখিত সুসমাচারের ১১ অধ্যায়ের ৫১ আয়াতে তা বলা হয়েছে।[১৯৫] এই ভাববাদী যিশুকে 'ঈশ্বর-নিন্দা'র (blasphemy) অভিযোগে অভিযুক্ত করে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের নির্দেশ দেন এবং তাঁকে অপমান করেন। মথিলিখিত সুসমাচারের ২৬ অধ্যায়ে তা উল্লেখ করা হয়েছে।[১৯৬] যদি বাইবেলের পুরাতন নিয়মের পুস্তকাবলির মধ্যে বিদ্যমান খ্রিস্টের আগমন বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণীগুলো সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন হত, তবে 'নিজ ঈশ্বরকে ঈশ্বর-নিন্দুক হিসেবে মৃত্যুদণ্ড প্রদানকারী এই ভাববাদী' কায়াফা কখনোই এভাবে নিজের ঈশ্বরকে ঈশ্বর-নিন্দুক বলে ফতোয়া দিতেন না এবং তাঁকে মৃত্যুদণ্ডও দিতেন না।

[১৯৪]. মথি ১১/১১: "আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, স্ত্রীলোকের গর্ভজাত সকলের মধ্যে যোহন বাপ্তাইজক হইতে মহান কেহই উৎপন্ন হয় নাই।"

[১৯৫]. যোহন ১১/৪৯-৫১, ১৮/১৪।

[১৯৬]. মথি ২৬/৫৭-৮৬।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

মথি ও লুক তাদের সুসমাচারের তৃতীয় অধ্যায়ে এবং মার্ক ও যোহন তাদের সুসমাচারের প্রথম অধ্যায়ে যোহন বাপ্তাইজকের বিষয়ে যিশাইয় ভাববাদীর ভবিষ্যদ্বাণী উদ্ধৃত করেছেন। যোহন নিজেও স্বীকার করেছেন যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর বিষয়েই বলা হয়েছে। এই ভবিষ্যদ্বাণীটি যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তকের ৪০ অধ্যায়ের ৩য় আয়াতে নিম্নরূপ, "এক জনের রব, সে ঘোষণা করিতেছে, তোমরা প্রান্তরে সদাপ্রভুর পথ প্রস্তুত কর, মরুভূমিতে আমাদের ঈশ্বরের জন্য রাজপথ সরল কর।"

এই ভবিষ্যদ্বাণীটিতে যোহন বাপ্তাইজকের বিশেষ কোনো চিহ্ন বা লক্ষণ উল্লেখ করা হয়নি। তাঁর কোনো বিশেষ চিহ্ন, বৈশিষ্ট্য, তাঁর আবির্ভাবের সময়, স্থান ইত্যাদি কিছুই বলা হয়নি। এ বিষয়টি যে যোহনের সাথে সম্পৃক্ত তা বোঝার কোনো উপায় নেই। এই ভবিষ্যদ্বাণীটি যে যোহনের বিষয়ে বলা হয়েছে যোহন নিজে এবং সুসমাচার লেখকগণ দাবি না করলে খ্রিস্টান পণ্ডিতগণও তা নিশ্চিতরূপে জানতে পারতেন না, সাধারণ খ্রিস্টানগণ তো দূরের কথা। কারণ যিশাইয় ভাববাদীর পরে যত ইস্রায়েলীয় ভাববাদীর আগমন ঘটেছে তাঁদের অধিকাংশে ক্ষেত্রেই 'প্রান্তরে রব করা'র বিষয়টি প্রযোজ্য। বরং তা যিশুর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তিনি নিজেও যোহনের মতো রব করতেন, 'মন ফিরাও কেননা স্বর্গরাজ্য সন্নিকট হইল (Repent: for the kingdom of heaven is at hand)'।[১৯৭]

সুসমাচার লেখকগণ পূর্ববর্তী ভাববাদীগণের যে সকল বক্তব্যকে যিশুর বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী বলে উল্লেখ করেছেন সেগুলোর অবস্থা পাঠক ষষ্ঠ বিষয়ের আলোচনা থেকে জানতে পারবেন। আমরা দাবি করি না যে, মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে পূর্ববর্তী ভাববাদীগণ যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন সেগুলোর প্রত্যেক বাণীই এরূপ দ্ব্যর্থহীন বা সুস্পষ্ট যে, তা অর্থ নির্ধারণ ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ভিন্নমতের কোনো অবকাশ নেই।

মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾

"তোমরা সত্যকে মিথ্যার দ্বারা মিশ্রিত কোরো না এবং জেনে শুনে সত্য গোপন কোরো না।"[১৯৮]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ফাখরুদ্দীন রাযি (৬০৬হি.) বলেন, "বাহ্যত বোঝা যায় যে, 'মিথ্যার দ্বারা' কথাটির মধ্যে যে আরবি 'বা' (بِ) অব্যয়টি (preposition) রয়েছে তা এখানে 'দ্বারা' বা 'সাহায্যে' অর্থ প্রকাশ

[১৯৭]. মথি ৪/১৭।

[১৯৮]. সূরা: (২) বাকারা, ৪২ আয়াত।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

করছে। যেমন আরবিতে বলা হয়, 'كتبت بالقلم' আমি কলম দ্বারা লিখেছি, অর্থাৎ আমি কলমের সাহায্যে লেখন কর্মটি সম্পাদন করেছি। তাহলে এই আয়াতের অর্থ, শ্রোতাদের সামনে বিভিন্ন প্রকারের অস্পষ্ট আপত্তি, ঘোরালো কূটর্তক ইত্যাদির সাহায্যে তোমরা সত্যকে অস্পষ্ট, ঘোলাটে বা মিথ্যা-মিশ্রিত করে ফেলো না। কারণ তোরাহ ও ইনজীলে বা ইয়াহুদি-খ্রিস্টানদের ধর্মপুস্তকসমূহে মুহাম্মাদ ﷺ-এর আগমন বিষয়ক সংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণীগুলো ইঙ্গিতময় ও অস্পষ্ট। এগুলোর সঠিক অর্থ বোঝার জন্য চিন্তা-গবেষণার প্রয়োজন। কিন্তু ইয়াহুদি-খ্রিস্টান পণ্ডিত ও ধর্মগুরুগণ এগুলোর বিষয়ে কূটতর্ক করতেন এবং আগ্রহী ব্যক্তি যেন এগুলোর সঠিক অর্থ না বুঝতে পারে সেজন্য বিভিন্ন ঘোরালো ব্যাখ্যা, আপত্তি ও বিভ্রান্তি দিয়ে সত্যের সামনে ধুম্রজাল সৃষ্টি করতেন।"[১৯৯]

একাদশ হিজরি শতকের (সপ্তদশ খ্রিস্টীয় শতকের) প্রসিদ্ধ ভারতীয় আলিম আব্দুল হাকীম শিয়ালকোটি (১০৬৭হি./১৬৫৬খ্রি.) তাফসীরে বাইযাবির টীকায় লিখেছেন, "এ বিষয়টি বোঝার জন্য বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। একথা বুঝতে হবে যে, প্রত্যেক নবীই মুহাম্মাদ ﷺ-এর আগমন সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত এবং অস্পষ্ট কিছু পূর্বাভাস প্রদান করেছেন। এ সকল ইঙ্গিত ও পূর্বাভাসের অর্থ শুধু গভীর জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিরাই বুঝতে পারেন। আল্লাহর প্রজ্ঞা ও রীতি এরূপই। আলিমগণ বলেছেন, সকল আসমানি কিতাবেই কোনো না কোনোভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কিত সংবাদ, পূর্বাভাস বা ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান। কিন্তু এগুলো ইঙ্গিতময়। যদি এগুলো সাধারণদের কাছে সুস্পষ্ট হত তবে তাদের আলিম-পণ্ডিতগণ এগুলো গোপন করার অভিযোগে অভিযুক্ত হতেন না। এরপর ভাষান্তরের ফলে অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্যতা বৃদ্ধি পায়। হিব্রু থেকে সিরীয় ভাষায়, সিরীয় থেকে আরবি ভাষায়, এভাবে একভাষা থেকে অন্যভাষায় অনুবাদের সাথেসাথে এ সকল ভবিষ্যদ্বাণী আরো বেশি দুর্বোধ্য হয়ে যায়। তোরাহ ও ইনজীলের বেশকিছু বক্তব্য রয়েছে যেগুলোর অর্থ চিন্তা করলে দেখা যায় যে, সেগুলো মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করছে। গভীর জ্ঞানের অধিকারীদের নিকট সুস্পষ্ট যে, এগুলো মুহাম্মাদ ﷺ-এর আগমনের পূর্বাভাস। তবে সাধারণ পণ্ডিত ও জ্ঞানীদের নিকট তা অস্পষ্ট।"[২০০]

তৃতীয় বিষয়

সেই ভাববাদীর আগমনের অপেক্ষায় ইস্রায়েলীয় জাতি

[১৯৯]. রাযি, আত তাফসীরুল কাবীর ৩/৪৮৫। -সম্পাদক

[২০০]. তাফসীর রাগিব ইস্পাহানি ১/২৪১; কাসিমি, মাহাসিনুত তা'বীল ১/৩৪০। -সম্পাদক

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

খ্রিস্টান পাদরিগণ বিভ্রান্তিমূলকভাবে দাবি করে থাকেন যে, ইয়াহুদিগণ বা ইস্রায়েলীয় জাতি খ্রিস্ট ও এলিয় ছাড়া অন্য কোনো ভাববাদীর বা 'আখেরি যামানার নবী'র আগমনের আশা করত না। তাদের এই দাবি ভিত্তিহীন ও মিথ্যা। বরং বাইবেলই প্রমাণ করে যে, তারা খ্রিস্ট ও এলিয় ছাড়াও অন্য একজন ভাববাদীর আগমনের অপেক্ষায় ছিলেন। উপর্যুক্ত দ্বিতীয় বিষয়ের আলোচনায় পাঠক দেখেছেন যে, যিশুর সমসাময়িক ইয়াহুদি পণ্ডিত ও ধর্মগুরুগণ যোহন বাপ্তাইজককে প্রথমে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কি খ্রিস্ট? যখন তিনি তা অস্বীকার করলেন তখন তারা প্রশ্ন করেন, তবে আপনি কি এলিয়? যখন তিনি তাও অস্বীকার করেন তখন তারা প্রশ্ন করেন, তবে আপনি কি সেই ভাববাদী? অর্থাৎ মোশি যে ভাববাদীর আগমনের সংবাদ দিয়ে গিয়েছেন আপনি কি সেই ভাববাদী? এ থেকে জানা যায় যে, খ্রিস্ট ও এলিয়ের ন্যায় আরো একজন ভাববাদীর আগমনের অপেক্ষা তারা করতেন। আর এই ভাববাদীর বিষয়টি তাদের মধ্যে এত প্রসিদ্ধ ছিল যে, তার কোনো নাম-পরিচয় বলার প্রয়োজন হত না, শুধু 'সেই ভাববাদী' বললেই সকলে বুঝতে পারতেন।

যোহনলিখিত সুসমাচারের ৭ অধ্যায়ে পর্বের প্রধান দিনে যিশুর উপদেশ প্রদানের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, "৪০ সেই সকল কথা শুনিয়া লোকসমূহের মধ্যে কেহ কেহ বলিল, ইনি সত্যই সেই ভাববাদী। ৪১ আর কেহ কেহ বলিল, ইনি সেই খ্রিস্ট।"

একথা থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায়, তাদের বিশ্বাস ছিল যে, খ্রিস্ট এবং সেই ভাববাদী দুজন দুই ব্যক্তি হবেন। এজন্যই তারা একজনের বিপরীতে অন্যের কথা বলেছেন।

AS-SUNNAH TRUST

চতুর্থ বিষয়

যিশুখ্রিস্টে ভাববাণী শেষ হয়নি

পাদরি মহোদয়গণ দাবি করেন যে, যিশুখ্রিস্টই শেষ ভাববাদী ছিলেন, কাজেই তাঁর পরে আর কোনো ভাববাদী বা নবী আগমন করবেন না বা ভাববাদীর প্রয়োজন নেই। তাদের এই দাবিটিও বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে মিথ্যা। কারণ উপরের আলোচনা থেকে পাঠক দেখলেন যে, ইস্রায়েলীয় জাতি খ্রিস্ট ও এলিয় ছাড়াও একজন ভাববাদীর অপেক্ষায় ছিল। আর একথা কোনোভাবে প্রমাণিত হয়নি যে, 'সেই ভাববাদী' খ্রিস্টের আগে আগমন করেছেন। কাজেই একথা নিশ্চিত যে, তিনি খ্রিস্টের পরেই আগমন করবেন।

এছাড়া খ্রিস্টানগণ নিজেরাই খ্রিস্টের পরেও অন্য মানুষের নবুয়াত বা

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

ভাববাদিত্ব স্বীকার করেন। তারা খ্রিস্টের ১২ জন প্রেরিতকে ভাববাদী বলে বিশ্বাস করেন। এছাড়া পৌলকেও তারা ঐশ্বরিক প্রেরণা বা ভাববাণীপ্রাপ্ত ভাববাদী বলে বিশ্বাস করেন। শুধু তাই নয় তারা পরবর্তী অন্য অনেক মানুষের ভাববাদিত্ব স্বীকার করেন।

প্রেরিতগণের কার্যবিবরণের ১১ অধ্যায়ে রয়েছে, "২৭ সেই সময়ে কয়েক জন ভাববাদী (prophets) যিরূশালেম হইতে আন্তিয়খিয়াতে (Antioch) আসিলেন। ২৮ তাঁহাদের মধ্যে আগাব (Agabus) নামে একব্যক্তি উঠিয়া আত্মার আবেশে জানাইলেন যে, সমুদয় পৃথিবীতে মহাদুর্ভিক্ষ হইবে; তাহা ক্লৌদিয়ের (Claudius Caesar)[২০১] অধিকার সময়ে ঘটিল।"

তাহলে যিশু ও তাঁর শিষ্যদের বাইরেও 'কয়েক জন ভাববাদী'র কথা তারা স্বীকার করলেন। এ সকল ভাববাদীর একজনের নাম আগাব, যিনি মহাদুর্ভিক্ষের সংবাদ প্রদান করলেন।

এই পুস্তকের ২১ অধ্যায়ে রয়েছে, "১০ সেই স্থানে আমরা অনেক দিন অবস্থিতি করিলে যিহূদিয়া (Judaea)[২০২] হইতে আগাব নামে একজন ভাববাদী উপস্থিত হইলেন। ১১ আর তিনি আমাদের নিকটে আসিয়া পৌলের কটিবন্ধন লইয়া তাঁহার নিজের হাত পা বাঁধিয়া কহিলেন, পবিত্র আত্মা এই কথা কহিতেছেন, যে ব্যক্তির এই কটিবন্ধন, তাঁহাকে যিহূদিরা যিরূশালেমে এইরূপে বাঁধিবে এবং পরজাতীয়দের হস্তে সমর্পণ করিবে।"

এখানেও সুস্পষ্টতই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আগাব একজন ভাববাদী ছিলেন।

যিশু বিভিন্ন সময়ে ভণ্ড ভাববাদীগণ থেকে সতর্ক করেছেন। অনেক সময় পাদরিগণ ভণ্ড ভাববাদীগণ বিষয়ক এ সকল বক্তব্য 'যিশুখ্রিস্টের পরে আর কোনো ভাববাদী আগমন করবেন না' এই দাবির পক্ষে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন। মথিলিখিত সুসমাচারের ৭ অধ্যায়ের ১৫ আয়াতে যিশুর নিম্নোক্ত বাণী উদ্ধৃত করা হয়েছে, "ভাক্ত ভাববাদীগণ (false prophets) হইতে সাবধান; তাহারা মেষের বেশে তোমাদের নিকটে আইসে, কিন্তু অন্তরে গ্রাসকারী কেন্দুয়া (ravening wolves)।" একথা দিয়ে তারা প্রমাণ করতে চান যে, যিশুর পরে আর কোনো ভাববাদী আগমন করবেন না।

---

[২০১]. রোমান সম্রাট Claudius (Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus)। শাসনকাল: ৪১-৫৪ খ্রিস্টাব্দ।

[২০২]. যিরূশালেমসহ ফিলিস্তিনের দক্ষিণ অংশকে 'যিহূদিয়া' বলা হত। অনেক সময় সমগ্র ফিলিস্তিনকেও যিহূদিয়া বলা হয়েছে।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

বস্তুত এই আয়াত দিয়ে যিশুকে সর্বশেষ ভাববাদী বলে দাবি করা বা যিশুর পরে আর কোনো সত্য ভাববাদী আবির্ভূত হবে না বলে দাবি করা সত্যই অদ্ভুত বিষয়! কারণ যিশু এখানে ভাক্ত ভাববাদী বা ভণ্ড নবী থেকে সাবধান করেছেন, সত্য ভাববাদী থেকে নয়।[২০৩] এজন্য তিনি 'ভাক্ত' কথাটি উল্লেখ করেছেন। হ্যাঁ, যদি তিনি বলতেন, 'আমার পরে যত ভাববাদী আগমন করবে সকলের থেকে সাবধান থাকবে' তবে সে কথা বাহ্যত তাদের দাবির পক্ষে প্রমাণ হতে পারত। কিন্তু যিশু এরূপ কোনো কথা বললেও, পাদরিগণ সে কথা ব্যাখ্যা করতে বাধ্য হতেন; কারণ যিশুর পরে অনেক ভাববাদীর ভাববদিত্ব তারা বিশ্বাস করেন বলে আমরা দেখেছি।

যিশুখ্রিস্টের ঊর্ধ্বারোহণের পরে প্রথম শতাব্দীতে অনেক ভাক্ত ভাববাদীর আবির্ভাব হয়। নতুন নিয়মের পত্রাবলি থেকে আমরা তা জানতে পারি। করিন্থীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের দ্বিতীয় পত্রের ১১ অধ্যায়ে রয়েছে, "১২ কিন্তু যাহা করিতেছি, তাহা আরও করিব; যাহারা সুযোগ পাইতে ইচ্ছা করে, তাহাদের সুযোগ যেন খণ্ডন করিতে পারি; তাহারা যে বিষয়ের শ্লাঘা করে, সেই বিষয়ে যেন আমাদের সমান হইয়া পড়ে। ১৩ কেননা এইরূপ লোকেরা ভাক্ত প্রেরিত, প্রতারক কর্মকারী, তাহারা খ্রিস্টের প্রেরিতদের বেশ ধারণ করে।"

এভাবে খ্রিস্টানদের পবিত্র পুরুষ সাধু পৌল উচ্চরবে ঘোষণা করছেন যে, ভাক্ত প্রেরিত ও প্রতারকগণ তার যুগেই আবির্ভূত হয়েছিল এবং তারা খ্রিস্টের প্রেরিতের বেশ ধারণ করেছিল।

বাইবেল ব্যাখ্যাকার আদম ক্লার্ক এই স্থানের ব্যাখ্যায় বলেন, "এ সকল ব্যক্তি দাবি করতেন যে, তারা খ্রিস্টের প্রেরিত। প্রকৃতপক্ষে তারা খ্রিস্টের প্রেরিত ছিলেন না। তারা ধর্ম প্রচার করতেন এবং এজন্য কষ্ট করতেন। কিন্তু তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল কিছু জাগতিক অর্জন।"

যোহনের প্রথম পত্রের ৪র্থ অধ্যায়ের রয়েছে, "প্রিয়তমেরা, তোমরা সকল আত্মাকে (spirit) বিশ্বাস করিও না, বরং আত্মা সকলের পরীক্ষা করিয়া দেখ, তাহারা ঈশ্বর হইতে কি না, কারণ অনেক ভাক্ত ভাববাদী (false prophets) জগতে বাহির হইয়াছে।"[২০৪]

উপরের দুটি বক্তব্য প্রমাণ করে যে ভাক্ত ভাববাদীগণ প্রেরিতদের যুগেই আগমন করে।

[২০৩]. বরং উপর্যুক্ত আয়াতের পরবর্তী আয়াতগুলোতে যিশু স্পষ্টতই বলেছেন যে, তাঁর পরে অনেক ভাববাদী আগমন করবেন, কেউ ভাক্ত এবং কেউ সঠিক, যারা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করবে এবং কেউ ভাক্ত। ফলের মাধ্যমেই সত্য ভাববাদী থেকে ভণ্ডকে পৃথক করা যাবে।

[২০৪]. ১ যোহন ৪//১।

প্রেরিতগণের কার্যবিবরণের ৮ অধ্যায়ে রয়েছে, "৯ কিন্তু শিমোন (Simon) নামে একব্যক্তি ছিল, সে পূর্বাবধি সেই নগরে যাদুক্রিয়া (sorcery) করিত ও শমরীয় জাতিকে (the people of Samaria) চমৎকৃত করিত, আপনাকে একজন মহাপুরুষ (great one) বলিত; ১০ তাহার কথায় ছোট বড় সকলে অবধান করিত, বলিত, এ ব্যক্তি ঈশ্বরের সেই শক্তি, যাহা মহতী নামে আখ্যাত (This man is the great power of God)।"

এই পুস্তকের ১৩ অধ্যায়ে রয়েছে, "আর তাঁহারা সমস্ত দ্বীপের মধ্য দিয়া গমন করিয়া পাফঃ (Paphos) নগরে উপস্থিত হইলে একজন যিহুদি মায়াবী ও ভাক্ত ভাববাদীকে দেখিতে পাইলেন, তাহার নাম বর্-যিশু (a certain sorcerer, a false prophet, a Jew, whose name was Barjesus)।"[২০৫]

এছাড়া অনেক মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব হবে, যারা নিজেদেরকে খ্রিস্ট বলে দাবি করবে। এ বিষয়ে যিশু বলেছেন, "দেখিও, কেহ যেন তোমাদিগকে না ভুলায়। ৫ কেননা অনেকে আমার নাম ধরিয়া আসিবে, বলিবে, আমিই সেই খ্রিস্ট আর অনেক লোককে ভুলাইবে।" মথির সুসমাচারের ২৪ অধ্যায়ে একথা রয়েছে।[২০৬]

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, যিশু মূলত এ সকল ভাক্ত ভাববাদী ও ভাক্ত খ্রিস্ট থেকে সাবধান করেছেন। তিনি সত্য ভাববাদী থেকে সতর্ক করেননি। আর এজন্যই তিনি উপর্যুক্ত বক্তব্যে ভাক্ত ভাববাদীগণ থেকে সাবধান করার পরে বলেছেন, "(ভাক্ত ভাববাদীগণ হইতে সাবধান; তাহারা মেষের বেশে তোমাদের নিকটে আইসে, কিন্তু অন্তরে গ্রাসকারী কেন্দুয়া।) তোমরা তাহাদের ফল দ্বারাই তাহাদিগকে চিনিতে পারিবে (Ye shall know them by their fruits)। লোকে কি কাঁটা গাছ হইতে দ্রাক্ষাফল, কিম্বা শিয়ালকাঁটা হইতে ডুমুর ফল সংগ্রহ করে?"

মুহাম্মাদ ﷺ ছিলেন সত্য ভাববাদী। তাঁর ফলই তা প্রমাণ করে। উপর্যুক্ত অনুচ্ছেদগুলো থেকে পাঠক তা জানতে পেরেছেন। বিরোধীগণ মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিষয়ে যে সকল অপবাদ ও বিভ্রান্তি প্রচার করেন, সেগুলো অগ্রহণযোগ্য। এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকে পাঠক তা জানতে পারবেন।

এছাড়া বিরোধীদের অপবাদ নেই কার বিরুদ্ধে? সকলেই জানেন যে, ইয়াহুদিগণ মরিয়মের পুত্র যিশুকে অবিশ্বাস করেন এবং তাঁকে মিথ্যাবাদী ও

[২০৫].প্রেরিত ১৩/৬।
[২০৬]. মথি ২৪/৪-৫।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

ভণ্ড বলে বিশ্বাস করেন। তাদের বিশ্বাস অনুসারে বিশ্বের শুরু থেকে তাঁর আবির্ভাব পর্যন্ত তাঁর চেয়ে খারাপ আর কোনো মানুষ পৃথিবীতে জন্ম নেয়নি। অনুরূপভাবে পাদরিগণের স্বদেশীয় ইউরোপীয় হাজার হাজার পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক ও গবেষক যিশুর নিন্দা করেন। তারা প্রথমে খ্রিস্টান ছিলেন। পরে তারা খ্রিস্টধর্মকে ঘৃণা করে তা পরিত্যাগ করেন। তারা তাঁকে অবিশ্বাস করেন এবং তাঁকে ও তাঁর ধর্মকে নিয়ে উপহাস করেন। তাদের মতামতের পক্ষে তারা অনেক বইপুস্তক রচনা করেছেন। এ সকল বইপুস্তক বিশ্বের সর্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ইউরোপে প্রতিদিন এদের সংখ্যা বাড়ছে। যিশুর বিরুদ্ধে ইয়াহুদিদের নিন্দা এবং ইউরোপীয় নাস্তিক পণ্ডিতদের নিন্দা যেমন খ্রিস্টান পাদরিগণের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়, তেমনি মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিরুদ্ধে ত্রিত্ববাদী খ্রিস্টান পাদরি ও পণ্ডিতগণের অপবাদ আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।

পঞ্চম বিষয়

যিশুবিষয়ক পূর্ববর্তী ভাববাদীগণের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে ইয়াহুদিদের ব্যাখ্যা

খ্রিস্টান পণ্ডিত ও ধর্মগুরুগণ পুরাতন নিয়মের পুস্তকাবলি থেকে যিশুর বিষয়ে পূর্ববর্তী ভাববাদীগণের অনেক ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করেন। ইয়াহুদিদের ব্যাখ্যা অনুসারে এ সকল ভবিষ্যদ্বাণীর একটিও যিশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এজন্য তারা যিশুকে অবিশ্বাস করেন এবং যিশুর খ্রিস্টত্বের দাবি কঠিনভাবে অস্বীকার করেন। খ্রিস্টান পণ্ডিতগণ পুরাতন নিয়মের এ সকল আয়াতের ক্ষেত্রে ইয়াহুদি পণ্ডিত ও ধর্মগুরুদের ব্যাখ্যা মোটেও গ্রহণ করেন না। বরং তারা তাদের বিশ্বাস অনুসারে এগুলোকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করেন যাতে বোঝা যায় যে, এগুলো যিশুর বিষয়েই বলা হয়েছে।

মীযানুল হক গ্রন্থের প্রণেতা মি. ফানডার তার পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে, ১৮৪৯ সালে মুদ্রিত ফারসি সংস্করণের ৪৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "খ্রিস্টধর্মের প্রাচীন ধর্মগুরুগণ শুধু এতটুকু দাবি করেছেন যে, যিশুখ্রিস্টের বিষয়ে ইঙ্গিত করে পুরতান নিয়মের পুস্তকগুলোতে যে সকল আয়াত রয়েছে ইয়াহুদিগণ সেগুলোর ভুল ও অন্যায় ব্যাখ্যা করে এবং তারা এগুলোর বাস্তবতা বিবর্জিত ব্যাখ্যা প্রদান করে। তাদের এই দাবি যথাযথ ও সঠিক ছিল।"

এখানে পাদরি মহাশয় প্রাচীন ধর্মগুরুদের দাবিকে শুধু ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রেখে তাকে যথাযথ ও সঠিক বলেছেন। কিন্তু তার এই বক্তব্য

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

নিঃসন্দেহে অসত্য। কারণ প্রাচীন খ্রিস্টান ধর্মগুরুগণ যেমন দাবি করছেন যে, ইয়াহুদিগণ এ সকল আয়তের বিকৃত ব্যাখ্যা করেছে, তেমনি তারা দাবি করেছেন যে, ইয়াহুদিরা এ সকল আয়াতের শব্দ ও বাক্যও বিকৃত করেছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাঠক তা জানতে পেরেছেন।

তবে আমি এ বিষয়টি বাদ দিচ্ছি। আমি শুধু বলতে চাই যে, ইয়াহুদিদের ধর্মগ্রন্থ পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলোর যিশু বিষয়ক আয়াতের ব্যাখ্যায় ইয়াহুদিদের মত যেমন খ্রিস্টানদের নিকট অগ্রহণযোগ্য, অশুদ্ধ ও অন্যায়, তেমনি নতুন ও পুরাতন নিয়মের মুহাম্মাদ ﷺ বিষয়ক আয়াতগুলোর ব্যাখ্যায় ইয়াহুদি-খ্রিস্টান পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যাও আমাদের নিকট অগ্রহণযোগ্য, অশুদ্ধ ও অন্যায়। পাঠক অচিরেই দেখবেন যে, পুরাতন নিয়মের যে সকল বক্তব্য 'যিশু বিষয়ক' বলে খ্রিস্টান পণ্ডিত ও ধর্মগুরুগণ দাবি করেন, যিশুর সাথে সেগুলোর সম্পৃক্ততা তত স্পষ্ট নয়। পক্ষান্তরে নতুন ও পুরাতন নিয়মের যে সকল বক্তব্য 'মুহাম্মাদ ﷺ বিষয়ক' বলে আমরা পেশ করব মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাথে সেগুলোর সম্পৃক্ততা অধিকতর স্পষ্ট। কাজেই তাদের ভিত্তিহীন ব্যাখ্যাগুলোকে অবজ্ঞা করতে আমাদের কোনো অসুবিধা নেই।

পুরাতন নিয়মের কিছু বক্তব্যকে খ্রিস্টানগণ যিশুর বিষয়ে কথিত বলে দাবি করেন। ইয়াহুদিগণ দাবি করেন যে, এগুলো যিশু বা খ্রিস্টানদের খ্রিস্টের বিষেয় কথিত নয়, বরং ইয়াহুদিগণ যে প্রতিশ্রুত মসীহ বা খ্রিস্টের জন্য অপেক্ষা করছেন তাঁর বিষয়ে কথিত, অথবা অন্য কোনো ব্যক্তির বিষয়ে কথিত। খ্রিস্টানগণ দাবি করেন যে, এগুলো যিশুখ্রিস্টের বিষয়েই কথিত। তারা ইয়াহুদিদের বিরোধিতার তোয়াক্কা করেন না। অনুরূপভাবে মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিষয়ে কথিত পুরাতন ও নতুন নিয়মের বিভিন্ন বক্তব্যের বিষয়ে খ্রিস্টান ধর্মগুরুগণ দাবি করেন যে, এগুলো যিশুর বিষয়ে কথিত। আমরা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি যে, এগুলো মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিষয়ে কথিত। খ্রিস্টানদের বিরোধিতার আমরা তোয়াক্কা করি না। আর পাঠক অচিরেই দেখবেন যে, এ সকল বক্তব্যের অর্থ মুহাম্মাদ ﷺ-এর অবস্থার সাথে যেভাবে মানানসই হয় বা মিলে যায়, যিশুর অবস্থার সাথে সেভাবে খাপ খায় না। কাজেই এগুলোর ব্যাখ্যায় তাদের দাবির চেয়ে আমাদের দাবি অগ্রগণ্য।

ষষ্ঠ বিষয়

নতুন নিয়মে উদ্ধৃত যিশুবিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর অবস্থা

খ্রিস্টানগণ বিশ্বাস করেন যে, নতুন নিয়মের লেখকগণ ঐশ্বরিক

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

প্রেরণাপ্রাপ্ত। এ সকল লেখক তাদের লেখার মধ্যে পুরাতন নিয়মের বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী বা বক্তব্য উদ্ধৃত করে দাবি করেছেন যে, সেগুলো যিশুর বিষয়ে কথিত। খ্রিস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে তাদের উদ্ধৃতিও ঐশ্বরিক প্রেরণা নির্ভর। আমি এখানে এ জাতীয় কিছু উদ্ধৃতি নমুনা হিসেবে উল্লেখ করব। যেন পাঠক এ সকল ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিষয়ে আমি যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করব সেগুলোর তুলনা করতে পারেন। যিশুর অবস্থার সাথে তাঁর বিষয়ে নতুন নিয়মে উদ্ধৃত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো কতটুকু মেলে এবং মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিষয়ে আমাদের উদ্ধৃত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো তাঁর অবস্থার সাথে কতটুকু মেলে তা পাঠক তুলনা করতে পারবেন।

যদি কোনো পাদরি অযৌক্তিক গোঁড়ামির পথ অনুসরণ করেন এবং মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিষয়ে আমি যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী উদ্ধৃত করব সেগুলো মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিষয়ে নয় বলে ব্যাখ্যা করে উড়িয়ে দিতে চান, তবে যিশুর বিষয়ে নতুন নিয়মের লেখকগণ যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী উদ্ধৃত করেছেন সেগুলো যিশুর বিষয়ে কতটুকু প্রযোজ্য তা তাকে প্রথমে প্রমাণ করতে হবে। এতে ন্যায়পরায়ণ পাঠকের কাছে উভয় পক্ষের উদ্ধৃত ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর অবস্থা প্রকাশিত হবে এবং কোন পক্ষের ভবিষ্যদ্বাণীগুলো বেশি জোরালো বা বেশি দুর্বল তা বুঝতে পারবেন। কিন্তু সেই পাদরি মহাশয় যদি নতুন নিয়মে উদ্ধৃত যিশুবিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর বিশুদ্ধতা প্রমাণের দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়ে শুধু আমাদের উদ্ধৃত মুহাম্মাদ ﷺ বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণীগুলো ব্যাখ্যা করে বাতিল করতে চেষ্টা করেন তবে তা তার অক্ষমতা, অযৌক্তিক গোঁড়ামি ও উগ্রতাই প্রমাণ করবে। পাঠক ইতোপূর্বে দ্বিতীয় ও পঞ্চম বিষয়ের আলোচনা থেকে জেনেছেন যে, ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষেত্রে বিভিন্নমুখি ব্যাখ্যার অবকাশ থাকে। এজন্য বিরুদ্ধমতাবলম্বী এগুলোকে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ পান।

আমি এখানে শুধু নতুন নিয়মের লেখকগণ উদ্ধৃত যিশুবিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী থেকে কিছু নমুনা আলোচনা করব। আমরা দেখব যে, এ সকল ভবিষ্যদ্বাণীর কিছু সন্দেহাতীতভাবে ভুল এবং কিছু বিকৃত। আর কিছু ভবিষ্যদ্বাণীর অর্থ যিশুর অবস্থার সাথে মোটেও মেলে না। একান্তই দূরবর্তী ব্যাখ্যা ও অপ্রাসঙ্গিক দাবি ছাড়া কোনোভাবেই তাকে যিশুর সাথে সম্পৃক্ত করা যায় না। যখন প্রমাণিত হবে যে, নতুন নিয়মের মধ্যে উদ্ধৃত ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর অবস্থা এরূপ, তখন আমরা বুঝতে পারব যে, ঐশ্বরিক প্রেরণাবিহীন অন্যান্য খ্রিস্টান ধর্মগুরু যিশুর বিষয়ে অন্যান্য যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করেন সেগুলোর অবস্থাও এর চেয়ে ভালো নয়। কাজেই

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

সেগুলো উল্লেখ করে অযথা সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নেই।

প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী: মথিলিখিত সুসমাচারের ১ম অধ্যায়ে রয়েছে, "এই সকল ঘটিল, যেন ভাববাদী দ্বারা কথিত প্রভুর এই বাক্য পূর্ণ হয়, "দেখ, সেই কুমারী[২০৭] গর্ভবতী হইবে এবং পুত্র প্রসব করিবে, আর তাঁহার নাম রাখা যাইবে ইম্মানুয়েল; অনুবাদ করিলে ইহার অর্থ, 'আমাদের সহিত ঈশ্বর'।"[২০৮]

প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান ভুলভ্রান্তির আলোচনায় ৫০ নং ভুল হিসেবে এই ভবিষ্যদ্বাণীটি উল্লেখ করেছি। পাঠক সেখানে দেখেছেন যে, এই কথাটি ভুল, কোনোভাবেই বক্তব্যটি যিশুর সাথে সম্পৃক্ত নয়। তবে এক্ষেত্রে আরো উল্লেখ্য যে, যিশুকে গর্ভধারণের সময় মরিয়ম যে কুমারী ছিলেন তা ইয়াহুদিগণ এবং খ্রিস্টধর্মের বিরোধী নাস্তিক পণ্ডিতগণ মানেন না। কাজেই তাদের কাছে এই ভবিষ্যদ্বাণীটি যিশুর বিষয়ে মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ বাইবেলের বিবরণ অনুসারেই মরিয়ম যিশুর জন্মের আগে থেকেই সূত্রধর যোষেফের বিবাহিত স্ত্রী ছিলেন। যিশুর সমসাময়িক ইয়াহুদিগণ তাঁর বিষয়ে বলতেন যে, তিনি সূত্রধর যোষেফের পুত্র। মথিলিখিত সুসমাচারের ১৩ অধ্যায়ের ৫৫ আয়াতে এবং যোহনলিখিত সুসমাচারের ১ অধ্যায়ের ৪৫ আয়াতে ও ৬ অধ্যায়ের ৪২ আয়াতে তা স্পষ্টত উল্লেখ করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত ইয়াহুদিরা একথাই বলেন। বরং তারা এর চেয়ে অনেক জঘন্য ও নোংরা কথা তাঁর বিষয়ে বলেন। যিশুর অন্য কোনো বৈশিষ্টের কথা এই ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়নি।

দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণী: মথি তার সুসমাচারে ২ অধ্যায়ের বৈথলেহমে যিশুর জন্ম হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন। মথি বলেন, "(৫ তাঁহারা তাঁহাকে বলিলেন, যিহুদিয়ার বৈৎলেহমে, কেননা ভাববাদী দ্বারা এইরূপ লিখিত হইয়াছে, ৬ আর তুমি, হে যিহুদা দেশের বৈৎলেহম, তুমি যিহুদার অধ্যক্ষদের মধ্যে কোনো মতে ক্ষুদ্রতম নও, কারণ তোমা হইতে সেই অধ্যক্ষ উৎপন্ন হইবেন, যিনি আমার প্রজা ইস্রায়েলকে পালন করিবেন।"

এখানে মথি মিখা ভাববাদীর পুস্তকের ৫ম অধ্যায়ের ২য় আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কিন্তু মিখার পুস্তকের মূল বক্তব্যের সাথে উদ্ধৃত বক্তব্যের মিল নেই।[২০৯] নিঃসন্দেহে দুটি বক্তব্যের একটি বিকৃত। দ্বিতীয় অধ্যায়ের

[২০৭]. এখানে ইংরেজি বাইবেলে (KJV) 'virgin' বা কুমারী বলা হয়েছে। বাংলা বাইবেলের পরবর্তী সংস্করণগুলোতে কুমারীর পরিবর্তে 'কন্যা' লেখা হয়েছে। যিশাইয় ৭/১৪-তেও একইভাবে ইংরেজিতে 'virgin' ও বাংলায় 'কন্যা' লেখা হয়েছে।

[২০৮]. মথি ১/২২-২৩।

[২০৯]. মিখার বক্তব্য, "আর তুমি, হে বৈৎলেহম-ইফ্রাথা, তুমি যিহুদার সহস্রগণের মধ্যে ক্ষুদ্রা বলিয়া

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

প্রথম পরিচ্ছেদের ২৩শ প্রমাণের আলোচনায় পাঠক দেখেছেন যে, খ্রিস্টান গবেষকগণ দাবি করেছেন যে, মিখার বক্তব্যকে বিকৃত করা হয়েছে। কিন্তু তাদের এই দাবি প্রমাণবিহীন। শুধু নতুন নিয়মের বাক্যটির বিশুদ্ধতা প্রমাণের জন্য কোনো প্রমাণ ছাড়াই তারা মিখার বক্তব্যকে বিকৃত বলে দাবি করেন। কাজেই ভিন্নমতাবলম্বীর কাছে এই দাবি মূল্যহীন।

তৃতীয় ভবিষ্যদ্বাণী: মথিলিখিত সুসমাচারের ২ অধ্যায়ের ১৫ আয়াতে উদ্ধৃত ভবিষ্যদ্বাণীটি ("যেন ভাববাদী দ্বারা কথিত প্রভুর এই বচন পূর্ণ হয়, আমি মিসর হইতে আপন পুত্রকে ডাকিয়া আনিলাম")।[২১০]

চতুর্থ ভবিষ্যদ্বাণী: মথিলিখিত সুসমাচারের ২ অধ্যায়ের ১৭ ও ১৮ আয়াতে উদ্ধৃত ভবিষ্যদ্বাণীটি ("তখন যিরমিয় ভাববাদী দ্বারা কথিত এই বচন পূর্ণ হইল, 'রামায় শব্দ শুনা যাইতেছে, হাহাকার ও অত্যন্ত রোদন; রাহেল আপন সন্তানদের জন্য রোদন করিতেছেন, সান্তনা পাইতে চান না, কেননা তাহারা নাই")।[২১১]

পঞ্চম ভবিষ্যদ্বাণী: মথিলিখিত সুসমাচারের ২ অধ্যায়ে ২৩ আয়াতে উদ্ধৃত ভবিষ্যদ্বাণী ("এবং নাসরৎ নামক নগরে গিয়া বসতি করিলেন; যেন ভাবাবদীগণের দ্বারা কথিত এই বচন পূর্ণ হয় যে, তিনি নসরতীয় বলিয়া আখ্যাত হইবেন")।[২১২]

উপর্যুক্ত তিনটি ভবিষ্যদ্বাণীই ভুল। প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদ থেকে পাঠক তা জানতে পেরেছেন।

ষষ্ঠ ভবিষ্যদ্বাণী: মথিলিখিত সুসমাচারের ২৭ অধ্যায়ের ৯ আয়াত ("তখন যিরমিয় ভাববাদী দ্বারা কথিত এই বচন পূর্ণ হইল, 'আর তাহার সেই ত্রিশ রৌপ্যমুদ্রা লইল; তাহা তাঁহার মূল্য, যাঁহার মূল্য নিরূপিত

অগণিতা"।

[২১০]. এখানে ভাববাদী বলতে হোশেয় ভাববাদীকে বোঝানো হয়েছে। মথি এখানে হোশেয় ভাববাদীর পুস্তকের ১১ অধ্যায়ের ১ম আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এই আয়াতটিকে যিশুর জন্য প্রয়োগ করা ভুল। যিশুর সাথে এই আয়াতের কোনোরূপ সম্পর্ক নেই। প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় অংশে ভুলভ্রান্তির বর্ণনায় ৫১ নং ভুলটির আলোচনা দেখুন।

[২১১]. এই কথাটিও ভুল এবং সুসমাচার লেখক একে বিকৃত করেছেন। কারণ এই কথাটি যিরমিয় ভাববাদীর পুস্তকের ৩১ অধ্যায়ের ১৫ আয়াত। যে কোনো পাঠক যদি যিরমিয়ের এই আয়াতটির পূর্বের ও পরের আয়াতগুলো পাঠ করেন তাহলে জানতে পারবেন যে, এই আয়াতটি হোরোদের ঘটনার বিষয়ে বলা হয়নি, বরং যিরমিয় ভাববাদীর সময়ে সংঘটিত নেবুকাদনেজারের ঘটনার বিষয়ে বলা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় অংশে ভুলভ্রান্তির বর্ণনায় ৫৩ নং ভুলটির আলোচনা দেখুন।

[২১২]. মথির এই কথাটি অসত্য। কোনো ভাববাদীর কোনো পুস্তকেই একথা নেই। খ্রিস্টান পণ্ডিতগণ এখানে বিভিন্ন বাতুল ও বাজে ওযর-আপত্তি পেশ করে থাকেন। প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় অংশে ভুলভ্রান্তির বর্ণনায় ৫৪ নং ভুলটির আলোচনা দেখুন।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

হইয়াছিল, ইস্রায়েল সন্তানদের কতক লোক যাঁহার মূল্য নিরূপণ করিয়াছিল")। দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ২৯শ প্রমাণের আলোচনা থেকে পাঠক জেনেছেন যে, এই উদ্ধৃতিটি ভুল। (এই বাক্যটি বা এ অর্থে কোনো বাক্য যিরমিয় ভাববাদীর পুস্তকের কোথাও নেই। এমনকি এই শব্দে ও এই অর্থে কোনো কথা পুরাতন নিয়মের কোনো পুস্তকেই নেই)। সখরিয় ভাববাদীর পুস্তকের ১১শ অধ্যায়ের ১৩ আয়াতের অর্থ মথির উদ্ধৃত এই কথার সাথে আংশিক মেলে। কিন্তু মথির উদ্ধৃত বক্তব্য ও সখরিয়র বক্তব্যের মধ্যে অনেক মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। সখরিয়র পুস্তকের বক্তব্যের সাথে মথির লিখিত ঈষ্করিয়োতীয় যিহুদা কর্তৃক খ্রিস্টকে ধরিয়ে দেওয়ার মূল্য গ্রহণের কাহিনীর কোনোরূপ সম্পর্ক নেই। কারণ এখানে সখরিয় ভাববাদী তাঁর দুটি পাচন (staff) বা লাঠির নাম এবং সেগুলো দিয়ে মেষপাল চরানোর ঘটনা বর্ণনা করার পরে বলেন, "১২ তখন আমি তাহাদিগকে কহিলাম, যদি তোমাদের ভালো বোধ হয়, তবে আমার বেতন দেও, নতুবা ক্ষান্ত হও। অতএব তাহারা আমার বেতন বলিয়া ত্রিশ রৌপ্য মুদ্রা তৌল করিয়া দিল। ১৩ তখন সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, উহা কুম্ভকারের নিকটে ফেলিয়া দেও, বিলক্ষণ মূল্য, উহাদের বিচারে আমি এইরূপ মূল্যবান; আর আমি সেই ত্রিশ রৌপ্যমুদ্রা লইয়া সদাপ্রভুর গৃহে কুম্ভকারের কাছে (to the potter in the house of the LORD) ফেলিয়া দিলাম।"

এভাবে আমরা দেখছি যে, সখরিয় ভাববাদীর বক্তব্য কোনো ভবিষ্যদ্বাণী নয়, বরং একটি অতীত অবস্থার বর্ণনা মাত্র। এছাড়া এখানে বৈধ কর্মের বিনিময়ে সখরিয় ভাববাদীর মতো ধার্মিক কর্তৃক মূল্য গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে, অবৈধ কাজের বিনিময়ে ঈষ্করিয়োতীয় যিহুদার মতো অবিশ্বাসীর মূল্য গ্রহণের কথা বলা হয়নি।

সপ্তম ভবিষ্যদ্বাণী: মথিলিখিত সুসমাচারের ৪ অধ্যায়ে রয়েছে, "১৪ যেন যিশাইয় ভাববাদী দ্বারা কথিত এই বচন পূর্ণ হয়, ১৫ 'সবুলুন দেশ ও নপ্তালি দেশ, সমুদ্রের পথে, যর্দনের পরপারে, পরজাতিগণের গালিল, ১৬ যে জাতি অন্ধকারে বসিয়াছিল, তাহারা মহা আলো দেখিতে পাইল, যাহারা মৃত্যুর দেশে ও ছায়াতে বসিয়াছিল, তাহাদের উপরে আলো উদিত হইল।"

এখানে যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তকের ৯ অধ্যায়ের ১ ও ২ আয়াতের উদ্ধৃতি প্রদান করা হয়েছে। আয়াতদ্বয় নিম্নরূপ, "১ কিন্তু যে [দেশ] পূর্বে যাতনাগ্রস্ত ছিল, তাহার তিমির আর থাকিবে না; তিনি পূর্বকালে সবুলুন দেশ ও নপ্তালি দেশকে তুচ্ছাস্পদ করিয়াছিলেন, কিন্তু উত্তরকালে সমুদ্রের

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

নিকটবর্তী সেই পথ, যর্দনের তীরস্থ প্রদেশ, জাতিগণের গালিলকে, গৌরবান্বিত করিয়াছেন। ২ যে জাতি অন্ধকারে ভ্রমণ করিত, তাহারা মহা-আলোক দেখিতে পাইয়াছে; যাহারা মৃত্যুচ্ছায়ার দেশে বাস করিত, তাহাদের উপরে আলোক উদিত হইয়াছে।"

দুটি বক্তব্যের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। উভয়ের একটি বিকৃত। সে কথা বাদ দিলেও, যিশাইয়র এই বক্তব্যে কোনো ব্যক্তির আগমনের কোনোরূপ পূর্বাভাষ নেই। বরং যিশাইয়র বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান যে, তিনি সবুলুন ও নপ্তালি দেশের তৎকালীন অবস্থা বর্ণনা করছেন। অতীতকালে তাদের অবস্থা খারাপ ছিল এবং এরপর তা উন্নত হয়। এখানে ব্যবহৃত ক্রিয়াগুলো অতীত কালের হওয়াতে তা স্পষ্টতই বোঝা যায়, যেমন, 'তুচ্ছাস্পদ করিয়াছিলেন, গৌরবান্বিত করিয়াছেন, মহা-আলোক দেখিতে পাইয়াছে, আলোক উদিত হইয়াছে'।

যদি আমরা মনে করি যে, এগুলো অতীতের সংবাদ নয়, বরং রূপকার্থে ভবিষ্যতের সংবাদ প্রদান করা হয়েছে, তবে 'মহা-আলোক দেখতে পাওয়া' এবং 'আলোক উদিত হওয়া'র অর্থ সে দেশে অনেক ধার্মিক মানুষ গমন করবেন এবং সত্যিকার ধার্মিকতা তথায় বিকশিত হবে। তবে এই ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা যিশুকে বোঝানো হয়েছে বলে দাবি করার কোনোরূপ ভিত্তি নেই। কারণ এসব দেশে অনেক ধার্মিক মানুষ গমন করেছেন। বিশেষত, মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাথিগণ এবং তাঁর উম্মাতের অগণিত ওলি-আওলিয়া তথায় গমন করেছেন। তাঁদের কারণে এ সকল দেশ থেকে অবিশ্বাস ও ত্রিত্ববাদের অন্ধকার দূরীভূত হয় এবং একত্ববাদ ও খ্রিস্টের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাসের মহা-আলোক প্রকাশিত হয়।

সুসমাচার লেখকগণ পুরাতন নিয়মের পুস্তকাদি থেকে যিশুখ্রিস্ট বিষয়ক যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী উদ্ধৃত করেছেন সেগুলো থেকে উপরের ৯টি উদাহরণ উল্লেখ করলাম। দীর্ঘসূত্রিতার ভয়ে অন্যান্য উদাহরণ উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকলাম। 'ইযালাতুল আওহাম' নামক পুস্তকে আমি আরো অনেক উদাহরণ উল্লেখ করেছি এবং সেগুলোর দুর্বলতা ও যিশুর অবস্থার সাথে সেগুলোর অসামঞ্জস্যতা ব্যাখ্যা করেছি।

সপ্তম বিষয়

বাইবেলে উল্লেখিত নামসূহের অনুবাদ, ব্যাখ্যা, সংযোজন ও পরিবর্তন

অতীতে ও বর্তমানে সকল যুগে ইয়াহুদি-খ্রিস্টান ধর্মগুরু ও

পণ্ডিতগণের অতি পরিচিত একটি অভ্যাস যে, তারা ধর্মগ্রন্থের অনুবাদে অধিকাংশ সময়ে নামগুলোর অনুবাদ করেন এবং নামের পরিবর্তে নামের অর্থ উল্লেখ করেন। এ বিষয়টি অত্যন্ত বড় অন্যায় ও বিভ্রান্তিকর। এছাড়া এ সকল পুস্তকের যে বাণীকে তারা ঈশ্বরের বাণী বলে বিশ্বাস করেন সেগুলোর সাথে কখনো কখনো নিজেদের পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা সংযোগ করেন, অথচ মূল ঐশ্বরিক বাক্য ও ব্যাখ্যার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেন না। এই দুটি বিষয় তাদের কাছে অত্যন্ত সহজ ও অতি পরিচিত অভ্যস্ত কর্ম। যদি কেউ বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত বাইবেলের বিভিন্ন সংস্করণ পাঠ ও তুলনা করেন তবে এ জাতীয় অনেক উদাহরণ দেখতে পারবেন। আমি এখানে অল্প কয়েকটি নমুনা উল্লেখ করছি।

প্রথম: আদিপুস্তকের ১৬ অধ্যায়ের ১৪ আয়াতের অনুবাদে, ১৬২৫ সালে, ১৮৩১ সালে ও ১৮৪৪ সালে প্রকাশিত আরবি অনুবাদে লেখা হয়েছে, "এই কারণ সেই কূপের নাম: (بير الحي الناظرني) 'বের-লিহায়-আন-নাযিরুনি' হইল।"

এখানে অনুবাদকগণ মূল হিব্রু নামটিকেই আরবিতে অনুবাদ করেছেন।[২১৩]

দ্বিতীয়: আদিপুস্তকের ২২ অধ্যায়ের ১৪ আয়তটি ১৮১১ প্রকাশিত আরবি অনুবাদে নিম্নরূপ, "আর অব্রাহাম সেই স্থানের নাম: (مكان يرحم الله زائره) 'মাকান ইয়ারহামুল্লাহু যায়িরাহু' রাখিলেন।"

১৮৪৪ সালে প্রকাশিত আরবি অনুবাদে আয়াতটি নিম্নরূপ, "সেই স্থানের নাম: (الرب يرى) 'আর-রাব্বু ইউরা' রাখিলেন।"

এভাবে উভয় অনুবাদেই অনুবাদকগণ মূল হিব্রু নামটি আরবিতে অনুবাদ করে লিখেছেন। প্রথম অনুবাদে 'মাকান ইয়ারহামুল্লাহু যায়িরাহু' ও দ্বিতীয় অনুবাদে 'আর-রাব্বু ইউরা' বলা হয়েছে।[২১৪]

তৃতীয়: আদিপুস্তকের ৩১ অধ্যায়ের ২০ আয়াতটি ১৬২৫ সালে এবং ১৮৪৪ সালে প্রকাশিত আরবি অনুবাদে নিম্নরূপ, "আর যাকোব আপন পলায়নের কোনো সংবাদ নিজ শ্বশুরকে দিলেন না।"

---

[২১৩]. ইংরেজিতে 'Beerlahairoi'। বাংলা বাইবেলে, "বের-লহয়-রোয়ী [জীবন্ত দর্শক; যিনি আমায় দেখিতেছেন, তাঁহার কূপ] সম্ভবত 'বেরলহয়রোয়ী' কূপটির হিব্রু নাম। উপর্যুক্ত আরবি সংস্করণগুলোতে অনুবাদকগণ মূল নামটিই অনুবাদ করেছেন, মূল নামটি উল্লেখ করে এরপর তা ব্যাখ্যা করেননি।

[২১৪]. ইংরেজি বাইবেলে: Jehovahjireh, বাংলায়: যিহোবা-যিরি [সদাপ্রভু যোগাইবেন] সম্ভবত এটিই মূল হিব্রু নাম। তাদের উচিত ছিল মূল হিব্রু নামটি উল্লেখ করার পরে তার আরবি অর্থ বর্ণনা করা, কিন্তু তারা তা করেননি।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

আর ১৮২৫ সালে মুদ্রিত উর্দু অনুবাদে 'নিজ শ্বশুর' স্থলে 'লাবন' লেখা হয়েছে।[২১৫] এভাবে আরবি অনুবাদকগণ নামের পরিবর্তে নামের মর্ম হিসেবে 'শ্বশুর' লিখেছেন।

চতুর্থ: আদিপুস্তকের ৪৯ অধ্যায়ের ১০ আয়াতটি ১৬২৫ সালে ও ১৮৪৪ সালে মুদ্রিত আরবি অনুবাদে নিম্নরূপ, "যিহুদা হইতে রাজদণ্ড যাইবে না, তাহার চরণযুগলের মধ্য হইতে বিচারদণ্ড যাইবে না, যে পর্যন্ত যাঁহার জন্য সব তিনি না আইসেন; জাতিগণ তাঁহারই অপেক্ষা করিবে।"

এখানে 'যাহার জন্য সব' কথাটি 'শিলো' (Shiloh) শব্দের অনুবাদ। এখানে মূল নামটিই অনুবাদ করা হয়েছে। এই অনুবাদ গ্রিক অনুবাদ অনুসারে।

১৮১১ সালে প্রকাশিত আরবি অনুবাদে আয়াতটি নিম্নরূপ, "যিহুদা হইতে রাজদণ্ড যাইবে না, তাহার চরণযুগলের মধ্য হইতে বিচারদণ্ড যাইবে না, যে পর্যন্ত যাঁহার অধিকার আছে তিনি না আইসেন; জাতিগণ তাঁহারই কাছে সমবেত হইবে।"

এই অনুবাদে 'শিলো' নামের অনুবাদ করা হয়েছে, 'যাহার অধিকার আছে'। এই অনুবাদ সিরীয় অনুবাদ অনুসারে। প্রসিদ্ধ খ্রিস্টান গবেষক পণ্ডিত লেক্লার্ক এই নামটির অনুবাদ করেছেন, 'শেষফল যাহার'। ১৮২৫ সালে প্রকাশিত উর্দু অনুবাদে 'শায়লা' লেখা হয়েছে। ল্যাটিন বাইবেল ভলগেটে (Vulgate) এর অনুবাদ করা হয়েছে, 'যিনি প্রেরিত হইবেন'। এভাবে বাইবেলের অনুবাদকগণ এই (শিলো) শব্দটির অনুবাদের ক্ষেত্রে যার নিকট যা ভালো মনে হয়েছে তা লিখেছেন, অথচ প্রকৃতপক্ষে শব্দটি একটি নাম হিসেবে গণ্য, যার আগমনের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে।

পঞ্চম: যাত্রাপুস্তকের ৩ অধ্যায়ের ১৪ আয়াত ১৬২৫ খ্রিস্টাব্দে ও ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত আরবি অনুবাদে নিম্নরূপ, "(১৩ পরে মোশি ঈশ্বরকে কহিলেন, দেখ, আমি যখন ইস্রায়েল-সন্তানদের নিকটে গিয়া বলিব, তোমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর তোমাদের নিকটে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তখন যদি তাহারা জিজ্ঞাসা করে, তাঁহার নাম কি? তবে তাহাদিগকে কি বলিব?) ঈশ্বর মোশিকে কহিলেন: (أهيه أشراهيه) য়াহইয়াহ আশার য়াহইয়াহ (Yahweh-Asher-Yahweh)"।

কিন্তু ১৮১১ সালে মুদ্রিত আরবি অনুবাদের এখানে রয়েছে, "ঈশ্বর

[২১৫]. ইংরেজি Authorised Version/ King James Version-এ Laban the Syrian লেখা হয়েছে। Revised Standard Version-এ রয়েছে Laban the Aramean। বাংলা বাইবেলে 'অরামীয় লাবন'। এখানেও মূল নাম অনুবাদের অভ্যাস স্পষ্ট।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

মোশিকে কহিলেন, (الأزلي الذي لا يزال) 'অনাদি অনন্ত' (আমি যে আছি সেই আছি/ I AM THAT I AM)।"

এখানে 'য়াহইয়াহ আশার য়াহইয়াহ (Yahweh-Asher-Yahweh)' ঈশ্বরের নাম, অথচ দ্বিতীয় অনুবাদে নামটিকেই অনুবাদ করা হয়েছে, 'অনাদি অনন্ত' বা 'আমি যে আছি সেই আছি'।

ষষ্ঠ: যাত্রাপুস্তকের ৮ অধ্যায়ের ১১ আয়াত ১৬২৫ খ্রিস্টাব্দে ও ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত আরবি অনুবাদে নিম্নরূপ, "(ভেকগুলো) কেবল নদীতেই থাকিবে (they shall remain in the river only)।"

১৮১১ সালে মুদ্রিত আরবি অনুবাদে এখানে বলা হয়েছে, "(ভেকগুলো) কেবল নীলেই থাকিবে।"[২১৬]

সপ্তম: যাত্রাপুস্তকের ১৭ অধ্যায়ের ১৫ আয়াত ১৬২৫ খ্রিস্টাব্দে ও ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত আরবি অনুবাদে নিম্নরূপ, "পরে মোশি এক বেদি নির্মাণ করিয়া তাহার নাম 'সদাপ্রভু আমাকে সম্মান করিলেন' রাখিলেন।"

১৮১১ সালে মুদ্রিত আরবি অনুবাদে এখানে লেখা হয়েছে, "পরে মোশি এক বেদি নির্মাণ করিয়া তাহার নাম 'ঈশ্বর আমার পতাকা' রাখিলেন।" উর্দু অনুবাদ এই অনুবাদের অনুরূপ।[২১৭]

এখানে 'ঈশ্বর, সদাপ্রভু, সম্মান, পতাকা ইত্যাদি শব্দের মধ্যে পার্থক্যের কথা বাদ দিলেও আমরা দেখছি যে, অনুবাদকগণ মূল হিব্রু নামটিরই অনুবাদ করেছেন।

অষ্টম: যাত্রাপুস্তকের ৩০ অধ্যায়ের ২৩ আয়াতে ১৬২৫ ও ১৮৪৪ সালের অনুবাদে রয়েছে, "উত্তম গন্ধরস (Storax)"। কিন্তু ১৮১১ সালে মুদ্রিত আরবি অনুবাদে রয়েছে, "নির্মল মেশ্‌ক (musk)"। গন্ধরস (Storax) ও মেশক (musk) এক নয়। এতে বোঝা যায় যে, মূল হিব্রু নামটির অনুবাদ করেছেন অনুবাদকগণ। যার নিকট যে অর্থ অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছে তিনি সেই অর্থ গ্রহণ করেছেন।

নবম: দ্বিতীয় বিবরণের ৩৪ অধ্যায়ের ৫ আয়াত ১৬২৫ ও ১৮৪৪ সালের আরবি অনুবাদে নিম্নরূপ, "সদাপ্রভুর দাস মোশি (Moses the

[২১৬]. ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত আরবি অনুবাদের অনুবাদক 'নীলনদ' নামের পরিবর্তে নামের মর্ম হিসেবে 'নদী' লিখেছেন। -সম্পাদক

[২১৭]. ইংরেজি অনুবাদে এ স্থানের নাম 'Jehovahnissi' বলা হয়েছে। বাংলায়: যিহোবা-নিঃষি [সদাপ্রভু আমার পতাকা] বলা হয়েছে। সম্ভবত, 'যিহোবানিষি' স্থানটির নাম। কিন্তু আরবি অনুবাদকগণ মূল নামটির অনুবাদ করেছেন। শুধু তাই নয়, 'যিহোবা' শব্দটিকে অনুবাদ না করে, তার বদলে 'আল্লাহ' শব্দের অনুবাদ করেছেন।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

servant of the LORD) ...সেই স্থানে... মরিলেন।"। কিন্তু ১৮১১ সালে প্রকাশিত আরবি অনুবাদে এখানে বলা হয়েছে, "আল্লাহর রাসূল মোশি... সেই স্থানে... মরিলেন।"

এভাবে তারা 'আল্লাহর রাসূল' স্থলে 'প্রভুর দাস' লিখেছেন। কাজেই তারা যদি মুহাম্মাদ ﷺ বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণীগুলোতে 'আল্লাহর রাসূল' স্থলে অন্য কোনো শব্দ ব্যবহার করে থাকেন তবে তাতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই।

দশম: যিহোশুয়ের পুস্তকের ১০ অধ্যায়ের ১৩ আয়াতে ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দের আরবি অনুবাদে রয়েছে, "এই কথা কি 'পূণ্যবানদের গ্রন্থে' (Book of uprights) লিখিত হয় নাই?"

১৮১১ সালে মুদ্রিত আরবি অনুবাদে এখানে বলা হয়েছে, "এই কথা কি 'সুপথপ্রাপ্তের গ্রন্থে' (Book of straight) লিখিত হয় নাই?" ১৮৩৮ সালে প্রকাশিত ফারসি অনুবাদে এখানে রয়েছে, "এই কথা কি যাশারের গ্রন্থে (Book of Jasher) লিখিত হয় নাই?" ১৮২৫ সালে মুদ্রিত উর্দু অনুবাদে 'যাশা' লেখা হয়েছে।

সম্ভবত যাসার, অথবা যাশার, অথবা যাশা গ্রন্থটির রচয়িতার নাম। আর আরবি অনুবাদের অনুবাদকগণ তাদের মতামত অনুসারে এই নামটির অনুবাদ করেছেন পুন্যবান বা সুপথপ্রাপ্ত।

একাদশ: যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তকের ৮ম অধ্যায়ের অনুবাদে ১৮৩৯ সালে প্রকাশিত ফারসি সংস্করণে[২১৮] বলা হয়েছে, "১ পরে সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, তুমি একখানি বৃহৎ ফলক লও এবং প্রচলিত অক্ষরে তাহাতে লিখ, 'মহের-শালল-হাশ-বসের (Mahershalalhashbaz) উদ্দেশে।... ৩ ... উহার নাম 'মহের-শালল-হাশ-বস' রাখ।"

১৮২৫ সালে প্রকাশিত উর্দু অনুবাদও ফারসি অনুবাদের অনুরূপ।

১৮৪৪ সালে প্রকাশিত আরবি অনুবাদে এখানে লেখা হয়েছে, "১ পরে সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, তুমি একখানি বৃহৎ ফলক লও এবং মানুষের অক্ষরে তাহাতে লিখ, 'লুট কর ব্যবহার করে অপহরণ কর ত্বরা করে'।... ৩ ...উহার নাম রাখ 'লুট কর দ্রুত ও অপহরণ কর তাড়াতাড়ি'।

১৮১১ সালে প্রকাশিত আরবি অনুবাদে এখানে লেখা হয়েছে, "১ পরে সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, তুমি একখানি ভালো ফলক বৃহৎ লৌহ লও এবং কঠিন মানুষের অক্ষরে তাহাতে লিখ, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লুট করা হোক কারণ তা উপস্থিত।... ৩ ...উহার নাম রাখ 'লুট কর দ্রুত ও অপহরণ

[২১৮]. এখানে বাংলা বাইবেল থেকে অনুবাদ দেওয়া হয়েছে।

কর তাহলে পাবে'।

এভাবে আমরা দেখছি যে, এই পুত্রের নাম ছিল 'মহের-শালল-হাশ-বসের (Mahershalalhashbaz)। কিন্তু আরবি অনুবাদের অনুবাদকগণ এই নামটিকে নিজেদের ইচ্ছামতো অনুবাদ করে লিখেছেন। তাদের অনুবাদগুলোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তবে পার্থক্যের কথা বাদ দিলেও, আমরা দেখছি যে, ১৮১১ সালে প্রকাশিত আরবি অনুবাদে অনুবাদক কিছুকথা নিজের থেকে বৃদ্ধি করেছেন। কাজেই তারা যদি মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলোতে তাঁর কোনো নাম এভাবে অনুবাদ করেন অথবা নিজেদের পক্ষ থেকে কিছু সংযোজন বিয়োজন করেন, তবে তাতে অবাক হওয়ার কোনো কারণ নেই। এরূপ কর্ম তাদের অত্যন্ত সুপরিচিত অভ্যাস।

দ্বাদশ: মথিলিখিত সুসমাচারের ১১ অধ্যায়ের ১৪ আয়াত ১৮১১ ও ১৮৪৪ সালে মুদ্রিত আরবি অনুবাদে নিম্নরূপ, "আর তোমরা যদি গ্রহণ করিতে সম্মত হও, তবে জানিবে, যে এলিয়ের আগমন হইবে, তিনি এই ব্যক্তি।"

কিন্তু ১৮১৬ সালে প্রকাশিত আরবি অনুবাদে এখানে বলা হয়েছে, "আর তোমরা যদি গ্রহণ করিতে সম্মত হও, তবে জানিবে, যাহার আগমন হইবে, তিনি এই ব্যক্তি।"

এখানে এই অনুবাদক 'এলিয়' শব্দটির পরিবর্তে ইঙ্গিতবাচক সর্বনাম ব্যবহার করেছেন। কাজেই এরূপ অনুবাদকগণ যদি মুহাম্মাদ ﷺ বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোনো নাম পরিবর্তন করেন তবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

ত্রয়োদশ: যোহনলিখিত সুসমাচারের চতুর্থ অধ্যায়ের ১ আয়াতে ১৮১১, ১৮৩১ ও ১৮৪৪ সালে মুদ্রিত আরবি অনুবাদে রয়েছে, "যিশু যখন জানিলেন"। কিন্তু ১৮১৬ ও ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত আরবি অনুবাদে এখানে রয়েছে, "প্রভু যখন জানিলেন"।

এখানে শেষের দুই সংস্করণের অনুবাদকগণ যিশুর নাম 'যিশু' শব্দের পরিবর্তের তাঁর ভক্তিমূলক উপাধি 'প্রভু' শব্দ ব্যবহার করছেন। কাজেই এভাবে যদি তারা মুহাম্মাদ ﷺ বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণীতে তাঁর নাম পরিবর্তন করে তাদের অভ্যাস ও গোঁড়ামির কারণে তদস্থলে কোনো অসম্মানজনক শব্দ ব্যবহার করেন তবে তাতে অবাক হওয়া যাবে না।

উপরের উদ্ধৃতিগুলো প্রমাণ করে যে, বাইবেলের অনুবাদকগণ নামের অনুবাদ করেন এবং এক শব্দের পরিবর্তে অন্য শব্দ ব্যবহার করেন। নিম্নের

AS SUNNAH PUBLISHERS

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

উদ্ধৃতিগুলো প্রমাণ করবে যে, তারা অনুবাদের মধ্যে ব্যাখ্যা সংযোজন করেন।

(১) মথিলিখিত সুসমাচারের ২৭ অধ্যায়ে রয়েছে, "আর নয় ঘটিকার সময়ে যিশু উচ্চ রবে চিৎকার করিয়া ডাকিয়া কহিলেন, 'এলী এলী লামা শবক্তানী', অর্থাৎ ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ?"[২১৯]

মার্কলিখিত সুসমাচারের ১৫ অধ্যায়ে রয়েছে, "আর নয় ঘটিকার সময়ে যিশু উচ্চরবে ডাকিয়া কহিলেন, এলোই, এলোই, লামা শবক্তানী; অনুবাদ করিলে ইহার অর্থ এই, ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ?"

এখানে মথির সুসমাচারে 'অর্থাৎ ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ?' এবং মার্কের সুসমাচারে 'অনুবাদ করিলে ইহার অর্থ এই, ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ?' কথাগুলো ক্রুশবিদ্ধ ব্যক্তির মুখনিসৃত নয়, বরং সুসমাচার লেখক তা নিজের পক্ষ থেকে সংযোগ করেছেন।

(২) মার্কলিখিত সুসমাচারের ৩ অধ্যায়ের ১৭ আয়াতে রয়েছে, "এবং সিবদিয়ের পুত্র যাকোব ও সেই যাকোবের ভ্রাতা যোহন, এই দুই জনকে বোনেরগশ, অর্থাৎ মেঘধ্বনির পুত্র, এই উপনাম দিলেন।"

এখানে 'অর্থাৎ মেঘধ্বনির পুত্র' কথাটুকু যিশুর বক্তব্য নয়। অর্থাৎ যিশু তাদেরকে 'বোনেরগশ অর্থাৎ মেঘধ্বনির পুত্র' উপনাম প্রদান করেননি। বরং তিনি তাদেরকে 'বোনেরগশ' উপনাম প্রদান করেছেন। বাকি কথাটুকু অতিরিক্ত সংযোজিত।

(৩) মার্কলিখিত সুসমাচারের ৫ অধ্যায়ের ৪১ আয়াত নিম্নরূপ, "পরে তিনি বালিকার হাত ধরিয়া তাহাকে কহিলেন, টালিথা কুমী; অনুবাদ করিলে ইহার অর্থ এই, বালিকা, তোমাকে বলিতেছি, উঠ।"

এখানেও ব্যাখ্যাটুকু সংযোজিত, যিশুর বাক্য নয়।

(৪) মার্কলিখিত সুসমাচারের ৭ অধ্যায়ে ৩৪ আয়াত ১৮১৬ সালে মুদ্রিত আরবি অনুবাদে নিম্নরূপ, "আর তিনি স্বর্গের দিকে ঊর্ধ্বদৃষ্টি করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া তাহাকে কহিলেন, 'ইফ্ফাত্তা' অর্থাৎ খুলিয়া যাউক।"

১৮১১ সালের আরবি অনুবাদে এখানে বলা হয়েছে, "আর তিনি স্বর্গের দিকে ঊর্ধ্বদৃষ্টি করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া তাহাকে কহিলেন, 'ইফ্ফাথ

[২১৯]. মথি ২৭/৪৬।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

া' আর তা হল, খুলিয়া যাউক।"

১৮৪৪ সালে মুদ্রিত আরবি অনুবাদে এখানে রয়েছে, "আর তিনি স্বর্গের দিকে ঊর্ধ্বদৃষ্টি করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া তাহাকে কহিলেন, 'ইথ ফাতিহ', আর তা হল, খুলিয়া যাউক।"

১৮৬০ সালে মুদ্রিত আরবি অনুবাদে এখানে রয়েছে, "আর তিনি স্বর্গের দিকে ঊর্ধ্বদৃষ্টি করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া তাহাকে কহিলেন, 'ইফ্ফথ া', আর তা হল, খুলিয়া যাউক।"

এখানে হিব্রু ভাষায় যিশু ঠিক কী বলেছিলেন তা আমরা বুঝতে পারছি না। তিনি 'ইফ্ফাত্তা', না ইফ্ফাথা, না ইথফাতিহ, না ইফ্ফথা বলেছিলেন তা আমরা জানি না। কারণ একেক সংস্করণে একেক শব্দ প্রদান করা হয়েছে। আর অনুবাদগুলোর বৈপরীত্যের কারণ যে সকল মূল পাণ্ডুলিপির উপর নির্ভর করে অনুবাদ করা হয়েছে সেগুলোর বৈপরীত্য ও বিশুদ্ধতার ঘাটতি। তবে সর্বাবস্থায় আমরা জানছি যে, 'অর্থাৎ খুলিয়া যাউক', 'আর তা হল, খুলিয়া যাউক' ইত্যাদি কথা যিশুর বক্তব্য নয়, বরং তা অতিরিক্ত সংযোজিত।

১ থেকে ৪ পর্যন্ত উপরের চারটি উদ্ধৃতি প্রমাণ করে যে, যিশু হিব্রু ভাষায় কথা বলতেন। হিব্রু ভাষাই ছিল তাঁর জাতির ভাষা এবং মাতৃভাষা। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি গ্রিক ভাষায় কথা বলতেন না। যুক্তি ও বিবেকও তা সমর্থন করে। কারণ তাঁর পিতা ছিলেন হিব্রু এবং মাতাও ছিলেন হিব্রু। হিব্রু ভাষাভাষী মানুষদের মধ্যেই তিনি বেড়ে উঠেছেন। আমরা জানি যে, সুসমাচারগুলো গ্রিক ভাষায় রচিত। এ সকল সুসমাচারে যিশুর বক্তব্যের অনুবাদ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আমরা জানি যে, সুসমাচারগুলো একক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, ফলে এগুলোর বিশুদ্ধতা ও যথার্থতা নিশ্চিত নয়। এর সাথে অনুবাদের বিষয়টি সংযুক্ত হয়ে এগুলোর গ্রহণযোগ্যতা দুর্বল করে দেয়।[২২০]

[২২০]. অনুবাদক যত আন্তরিক, সৎ ও ভাষাবিদই হোন না কেন, মূল বক্তব্য আর অনুবাদ কখনোই এক হতে পারে না। শ্রোতার বুঝের ভুল বা অনুবাদকের ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভুলের কথা বাদ দিলেও মূল বক্তব্যের শব্দাবলি ও বাক্য একাধিক অর্থ ও ভাব প্রকাশ করতে পারে। অনুবাদক শুধু একটি অর্থ সঠিক মনে করে অনুবাদ করেন। মূল বক্তব্য হুবহু সংরক্ষিত হলে তা থেকে শ্রোতা বা সঙ্কলক যা বুঝেছেন, পাঠক বা পরবর্তী গবেষক অন্য অর্থ বুঝতে পারেন। আর এজন্যই মুসলিম উম্মাহ কুরআনের ক্ষেত্রে মূলপাঠ বাদ দিয়ে শুধু অনুবাদ প্রকাশ করা অবৈধ মনে করেন। মূল আরবি পাঠের পাশাপাশি অনুবাদ থাকলে যে কোনো আগ্রহী পাঠক যে কোনো আয়াতের অর্থ মূলের সাথে মিলিয়ে দেখতে পারেন বা ভিন্ন অর্থ ও নির্দেশনা বুঝতে পারেন। কুরআনের অনেক আয়াতের ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর মুফাস্সিরগণ নির্দিষ্ট অর্থ করেন। তা সত্ত্বেও প্রাচ্যবিদগণ বা আরবিতে অভিজ্ঞ খ্রিস্টান পাদরিগণ এ সকল আয়াতের ভিন্ন অর্থ দাবি করে থাকেন। মূলপাঠ সংরক্ষিত থাকার ফলেই তা সম্ভব হয়। বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে স্পষ্টতই

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(৫) যোহনলিখিত সুসমাচারের ১ অধ্যায়ের ৩৮ আয়াতে বলা হয়েছে, "তাঁহারা কহিলেন, রব্বি- অনুবাদ করিলে ইহার অর্থ গুরু"।

এখানে 'অনুবাদ করিলে ইহার অর্থ গুরু' কথাটুকু অতিরিক্ত সংযোজিত, তাদের বক্তব্যের অংশ নয়।

(৬) যোহনলিখিত সুসমাচারের ১ অধ্যায়ের ৪১ আয়াতে ১৮১১ সালে ও ১৮৪৪ সালে প্রকাশিত আরবি অনুবাদে বলা হয়েছে, "আমরা মাসিয়্যার দেখা পাইয়াছি, ইহার অর্থ মাসীহ"।[২২১]

১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ফারসি অনুবাদে এখানে লেখা হয়েছে, "আমরা মসীহের দেখা পাইয়াছি- অনুবাদ করিলে ইহার অর্থ খ্রিস্ট।" ১৮১৪ সালে প্রকাশিত উর্দু অনুবাদও এরূপ।

উপরের আরবি অনুবাদদ্বয় থেকে জানা যায় যে, আন্দ্রিয় যে শব্দটি বলেছিলেন তা ছিল 'মাসিয়্যা' এবং 'মাসীহ' শব্দটি তার অনুবাদ। আর ফারসি ও উর্দু অনুবাদ থেকে আমরা জানতে পারি যে, আন্দ্রিয় যে শব্দটি বলেছিলেন তা ছিল 'মাসীহ' এবং 'খ্রিস্ট' শব্দটি তার অনুবাদ। কিন্তু ১৮৩৯ সালে প্রকাশিত উর্দু অনুবাদ থেকে জানা যায় যে, আন্দ্রিয় যে শব্দটি বলেছিলেন তা ছিল 'খ্রিস্ট' এবং অনুবাদ করলে তার অর্থ হয় মাসীহ। এভাবে আমরা নিশ্চিতরূপে জানতে পারছি না যে, আন্দ্রিয় কী বলেছিলেন? তিনি কী মাসিয়্যা বলেছিলেন, না মাসীহ বলেছিলেন না খ্রিস্ট বলেছিলেন! এ শব্দগুলোর অর্থ যদিও এক, কিন্তু আন্দ্রিয় তো তিনটি শব্দ বলেননি, তিনি নিঃসন্দেহে এই তিনটির মধ্য থেকে একটি শব্দই বলেছিলেন। যদি কোনো শব্দ লিখে এরপর তার ব্যাখ্যা লেখতে হয়, তবে অবশ্যই প্রথমে মূল শব্দটি লিখে এরপর তার ব্যাখ্যা উল্লেখ করতে হয়। এ বিষয় বাদ দিলেও আমরা নিশ্চিত বুঝতে পারি, এখানে যে ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে তা আন্দ্রিয়ের বক্তব্যের অংশ নয়, বরং তা অতিরিক্ত সংযোজন।

(৭) যোহনলিখিত সুসমাচারের ১ অধ্যায়ের ৪১ আয়াতে ১৮১১ সালে

বলা হয়েছে যে, যিশুর বক্তব্য শিষ্যরা ভালো বুঝতে পারতেন না। এছাড়া অধিকাংশ শিষ্য উচ্চশিক্ষিত ও ভাষাবিদ ছিলেন না। যদি নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হত যে, মথি, মার্ক, লুক ও যোহন এ সুসমাচারগুলো লিখেছিলেন এবং তাদের লেখা সুসমাচারগুলো হুবহু ও নির্ভুলভাবেই বর্ণিত হয়েছে, তবুও আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হতাম যে, গ্রিক সুসমাচারগুলোতে যিশুর বক্তব্যের যে অনুবাদ লেখা হয়েছে তাতে যিশুর শিক্ষা পুরোপুরি প্রকাশিত হয়নি। এর পাশাপাশি যখন আমরা দেখি যে, সুসমাচারগুলো কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হয়নি এবং এগুলোর কোনো প্রাচীন পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপিও পাওয়া যায় না, তখন আমরা এগুলোর নির্ভরযোগ্যতার বিষয়ে আস্থা হারিয়ে ফেলি।

[২২১]. ইংরেজি পাঠ: We have found the Messias, which is, being interpreted, the Christ. বাংলায়: আমরা মসীহের দেখা পাইয়াছি- অনুবাদ করিলে ইহার অর্থ খ্রিস্ট [অভিষিক্ত]।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

প্রকাশিত আরবি অনুবাদ অনুসারে যিশু তাঁর শিষ্য পিতরের বিষয়ে বলেন, "তোমাকে পিতর বলা যাইবে, অনুবাদ করিলে যাহার অর্থ পাথর।"

১৮১৬ সালে মুদ্রিত আরবি অনুবাদে এখানে বলা হয়েছে, "তোমাকে 'সাফা' বলা যাইবে, যাহার অর্থ 'পিতর'।

১৮১৬ সালে মুদ্রিত ফারসি অনুবাদে এখানে বলা হয়েছে, "তোমাকে কৈফা বলা যাইবে, অনুবাদ করিলে ইহার অর্থ পাথর।"[২২২]

তাদের এই গবেষণা ও সংশোধনের উপর আল্লাহ পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করুন! এত বেশি গবেষণা ও সংশোধন যে, কোনটি যিশুর মূল বক্তব্য ও এবং কোনটি তার ব্যাখ্যা, তা জানার কোনো উপায় নেই। তবে সে কথা বাদ দিয়ে আমরা অনন্ত এতটুকু নিশ্চিত যে, ব্যাখ্যা যিশুর বক্তব্যের অংশ নয়, বরং তা অতিরিক্ত সংযোজন।

তাদের ঈশ্বরের নাম ও উপাধি অনুবাদের ক্ষেত্রে এবং তাঁর প্রেরিত ও স্থলাভিষিক্ত 'পিতরে'র নাম ও উপাধির অনুবাদের ক্ষেত্রে যদি তাদের এই অবস্থা হয়, তবে আমরা কীভাবে আশা করতে পারি যে, তারা তাদের পুস্তকাদিতে বিদ্যমান মুহাম্মাদ, আহমাদ বা মুহাম্মাদ ﷺ-এর অন্য কোনো নাম বা উপাধি তারা যথাযথভাবে রেখে দেবেন?

(৮) যোহনলিখিত সুসমাচারের ৫ অধ্যায়ের ২ আয়াতে উল্লেখিত পুকুরের বিষয়ে ১৮৪৪ সালে প্রকাশিত আরবি অনুবাদে লেখা হয়েছে, "ইব্রীয় ভাষায় সেটির নাম 'বৈতসাইদা'..."। ১৮৬০ সালে মুদ্রিত আরবি অনুবাদে এখানে লেখা হয়েছে, "ইব্রীয় ভাষা তাকে বলা হয় 'বৈতহাসদা'..."। ১৮১১ সালে মুদ্রিত আরবি অনুবাদে এখানে বলা হয়েছে, "ইব্রীয় ভাষায় সেটির নাম 'বৈতহাসাদা, অর্থাৎ করুণার বাড়ি।"

এখানেও বৈতসাইদা, বৈতহাসদা ও বৈতহাসাদার মধ্যে পার্থক্য ঐশ্বরিক পুস্তকগুলোর সংশোধন ও পরিমার্জনে তাদের আগ্রহ ও প্রচেষ্টার ফল। তবে এ বিষয়টি বাদ দিলেও আমরা দেখছি যে, সর্বশেষ অনুবাদক অনুবাদের সাথে নিজের পক্ষ থেকে কিছু কথা বৃদ্ধি করেছেন (অর্থাৎ করুণার বাড়ি)। যে কথাকে তিনি ঈশ্বরের কথা বলে বিশ্বাস করেন, সেই ঈশ্বরের বাণীর অনুবাদের মধ্যে তিনি নিজের পক্ষ থেকে কিছু সংযোজন করেছেন। এরূপ অনুবাদকগণ যদি মুহাম্মাদ ﷺ বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর মধ্যে এরূপ কিছু সংযোজন করেন তবে তা খুবই স্বাভাবিক বলে বিবেচিত হবে।

(৯) প্রেরিতগণের কার্যবিবরণের ৯ অধ্যায়ের ৩৬ আয়াতে রয়েছে,

[২২২]. thou shalt be called Cephas, which is by interpretation, A stone. তোমাকে কৈফা বলা যাইবে- অনুবাদ করিলে ইহার অর্থ পিতর [পাথর]।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

"আর যাফোতে এক শিষ্যা ছিলেন, তাঁহার নাম টাবিথা, অনুবাদ করিলে এই নামের অর্থ হরিণী।"

(১০) প্রেরিতগণের কার্যবিরণের ১৩ অধ্যায়ের ৮ আয়াতে ১৮৪৪ সালের আরবি অনুবাদে বলা হয়েছে, "কিন্তু আলিমাস, সেই মায়াবী কেননা অনুবাদ করিলে ইহাই তাহার নামের অর্থ (Elymas the sorcerer (for so is his name by interpretation)), সেই দেশাধ্যক্ষকে বিশ্বাস হইতে ফিরাইবার চেষ্টায় তাঁহাদের প্রতিরোধ করিতে লাগিল।"

১৮৬০ সালে প্রকাশিত আরবি অনুবাদে এখানে লেখা হয়েছে, "কিন্তু আলিম, সেই মায়াবী, কেননা অনুবাদ করিলে ইহাই তাহার নামের অর্থ, সেই দেশাধ্যক্ষকে বিশ্বাস হইতে ফিরাইবার চেষ্টায় তাঁহাদের প্রতিরোধ করিতে লাগিল।"

কোনো কোনো উর্দু অনুবাদে বলা হয়েছে 'আলমাস' আর কোনো কোনো অনুবাদে 'আলমা' বলা হয়েছে।

এখানে তার নাম আলিমাস, আলিম, আলমাস বা আলমা যা-ই হোক, নামের অনুবাদ সংযোজিত।

(১১) করিন্থীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের ১ম পত্রের শেষে ১৮১৬ সালে প্রকাশিত আরবি অনুবাদে রয়েছে, "কোনো ব্যক্তি যদি আমাদের প্রভু খ্রিস্টকে ভালো না বাসে, তবে সে শাপগ্রস্ত হউক; মারাণ আতি।"

১৮৪৪ সালে প্রকাশিত আরবি অনুবাদে এখানে রয়েছে, "কোনো ব্যক্তি যদি আমাদের প্রভু যিশুখ্রিস্টকে ভালো না বাসে, তবে সে বঞ্চিত হউক, মারাণ আতা।"

১৮৬০ সালে প্রকাশিত আরবি অনুবাদে এখানে রয়েছে, "কোনো ব্যক্তি যদি প্রভু যিশুখ্রিস্টকে ভালো না বাসে, তবে সে হউক আনাথিমা মারাণ আথা।"

১৮১১ সালে প্রকাশিত আরবি অনুবাদে এখানে রয়েছে, "কোনো ব্যক্তি যদি প্রভু যিশুখ্রিস্টকে ভালো না বাসে, তবে সে বিচ্ছিন্ন হউক; মারাণ আথা, অর্থাৎ প্রভু এসেছেন।"

মূল পাঠের বিশুদ্ধতা যাই হোক না কেন, সর্বশেষ অনুবাদক এখানে নিজের পক্ষ থেকে কিছু ব্যাখ্যা (অর্থাৎ প্রভু এসেছেন) সংযোজন করেছেন।

উপরের উদ্ধৃতিগুলো প্রমাণ করে, কীভাবে বাইবেলের অনুবাদকগণ নিজেদের পক্ষ থেকে ইচ্ছামতো বিভিন্ন ব্যাখ্যা বাইবেলের পাঠের মধ্যে সংযোজন করেন। এভাবে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, বাইবেলের মধ্যে

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

বিদ্যমান নামসমূহের অনুবাদ করা, নামের পরিবর্তে অর্থের ভিত্তিতে অন্য শব্দ ব্যবহার করা এবং তাদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ব্যাখ্যা সংযোজন করা অতীত-বর্তমান সকল যুগে বাইবেল লেখক ও অনুবাদকগণের চিরাচরিত স্বভাবজাত রীতি। কাজেই তাদের পক্ষে মোটেও অস্বাভাবিক নয় যে, তারা বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান মুহাম্মাদ ﷺ বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর মধ্যে তাঁর কোনো নাম অনুবাদ করে নামের পরিবর্তে অর্থ লেখবেন, বা এক শব্দের পরিবর্তে অন্য শব্দ লেখবেন, বা ব্যাখ্যা হিসেবে বা ব্যাখ্যা ছাড়াই কোনো কথা সংযোগ করবেন। আর এরূপ পরিবর্তনের ফলে এ সকল ভবিষ্যদ্বাণীর অর্থ পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে এবং বাহ্যত এগুলোর সাথে মুহাম্মাদ ﷺ-এর সম্পৃক্ততা অনুধাবন করা অসুবিধাজনক হয়ে গিয়েছে।

নিঃসন্দেহে মুহাম্মাদ ﷺ বিষয়ে প্রযোজ্য হতে পারে এমন সকল ভবিষ্যদ্বাণীকে এভাবে পরিবর্তন করার বিষয়ে তাদের আগ্রহ ছিল খুবই বেশি। তাদের অভ্যন্তরীণ দল উপদলের মতামতের পক্ষের প্রমাণ বিকৃত করার যে আগ্রহ তাদের ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি আগ্রহ ছিল মুসলিমদের পক্ষের প্রমাণ বিকৃত করার। আর পাঠক দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখেছেন যে, তাদের অভ্যন্তরীণ দল-উপদলের পক্ষের প্রমাণ বিকৃত বা বিনষ্ট করার ক্ষেত্রে তারা কখনোই কোনো দুর্বলতা বা অবসাদ প্রদর্শন করেননি।

পাঠক দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখেছেন যে, এ বিষয়ে হর্ন বলেছেন, "একথা সুনিশ্চিত যে, মূলধারার অনেক গোঁড়া ধর্মপ্রাণ ও সৎ খ্রিস্টানও কিছুকিছু ইচ্ছাকৃত বিকৃতি সাধন করেছেন। পরবর্তীকালে অনেকেই এ সকল ধার্মিক খ্রিস্টানদের ইচ্ছাকৃত বিকৃতিগুলোকে সমর্থন করতেন ও বিশুদ্ধ পাঠের চেয়ে বিকৃত পাঠকেই অগ্রাধিকার প্রদান করতেন। কারণ এগুলো দিয়ে কোনো সঠিক বিষয়কে সমর্থন করা হত অথবা সে বিষয়ক কোনো আপত্তিকে খণ্ডন করা হত।

যেমন লুকলিখিত সুসমাচারের ২২ অধ্যায়ের ৪৩ আয়াতটি ইচ্ছাকৃতভাবে ফেলে দেওয়া হয়।[২২৩] কারণ কোনো কোনো ধর্মপ্রাণ বিশ্বাসী খ্রিস্টান মনে করতেন যে, 'স্বর্গের দূত এসে প্রভু যিশুকে সবল করবে' এই কথাটি যিশুখ্রিস্টের ঈশ্বরত্বের সাথে সাংঘর্ষিক।

মথিলিখিত সুসমাচারের প্রথম অধ্যায়ের ১৮ আয়াত থেকে 'তাঁহাদের

[২২৩]. লুকের ২২ অধ্যায়ের ৩৯-৪৪ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শত্রুহস্তে সমর্পিত হওয়ার পূর্বরাতে যিশু শত্রুদের ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে নিজের শিষ্যদেরকে প্রহরায় নিযুক্ত করেন এবং নিজে মর্মভেদী দুঃখে কাতর হয়ে ঈশ্বরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছিলেন। তিনি এত বেশি ব্যথিত ও কাতর হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁর 'ঘাম যেন রক্তের ঘনীভূত বড়বড় ফোঁটার মতো মাটিতে পড়ছিল।' এ সময়ে একজন স্বর্গদূত বা ফিরিশতা এসে তাঁকে শক্তি যোগান। ৪২ আয়াতটি নিম্নরূপ, "তখন স্বর্গ হইতে এক দূত দেখা দিয়া তাঁহাকে সবল করিলেন।"

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

সহবাসের পূর্বে' কথাটুকু ফেলে দেওয়া হয়[২২৪] এবং ২৫ আয়াত থেকে 'ইনি পুত্র প্রসব না করিলেন (her firstborn son)' কথাটুকু ফেলে দেওয়া হয়।[২২৫] এইরূপ বিকৃতির উদ্দেশ্য হল, যেন মরিয়মের চিরস্থায়ী কুমারিত্বে কোনো সন্দেহ না আসে।

করিন্থীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের ১ম প্রত্রের ১৫ অধ্যায়ের ৫ আয়াতে উল্লেখিত 'সেই বারো জনকে' কথাটি পরিবর্তন করে 'এগারো জন' লেখা হয়। এই বিকৃতির উদ্দেশ্য ছিল যেন পৌল মিথ্যা বলেছেন বলে প্রমাণিত না হয়। কারণ ১২ শিষ্যের একজন বিশ্বাসঘাতক ঈষ্করিয়োতীয় যিহুদা (Judas Iscar'i-ot) ইতোপূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছিল।

মার্কলিখিত সুসমাচারের ১৩ অধ্যায়ের ৩২ আয়াতের কিছু শব্দ ফেলে দেওয়া হয়। পরবর্তী যুগেও কোনো কোনো ধর্মগুরু এই কথাগুলো প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং ফেলে দেওয়াকে সমর্থন করেছেন। কারণ তারা মনে করেন যে, এই কথাগুলো আরিয়ান সম্প্রদায়ের (Arians)[২২৬] মত সমর্থন করে।[২২৭]

লুকলিখিত সুসমাচারের প্রথম অধ্যায়ের ৩৫ আয়াতের মধ্যে কিছুকথা বৃদ্ধি করা হয়। সিরীয় অনুবাদ, ফারসি অনুবাদ, ইথিওপীয় অনুবাদ ও অন্যান্য অনেক অনুবাদে এই শব্দগুলো বাড়ানো হয়। অনেক ধর্মগুরুর উদ্ধৃতিতেও এই সংযোজনটুকু বিদ্যমান। এই সংযোজনের উদ্দেশ্য ছিল ইউটিকিয়ান (Eutychian) সম্প্রদায়ের[২২৮] বিরোধিতা করা, কারণ তারা যিশুর মধ্যে দুইটি সত্তা বিদ্যমান বলে মানতেন না"।[২২৯] পণ্ডিত হর্নের বক্তব্য

[২২৪]. মথি ১/১৮: "তাঁহার মাতা মরিয়ম যোষেফের প্রতি বাগদত্তা হইলে তাঁহাদের সহবাসের পূর্বে জানা গেল, তাঁহার গর্ভ হইয়াছে পবিত্র আত্মা থেকে।"

[২২৫]. মথি ১/২৫: "আর যে পর্যন্ত ইনি পুত্র প্রসব না করিলেন, সেই পর্যন্ত যোষেফ তাঁহার পরিচয় লইলেন না..."।

[২২৬]. ৩য়-৪র্থ শতকের প্রসিদ্ধ খ্রিস্টান ধর্মগুরু আরিউসের (Arius) অনুসারীগণ, যারা যিশুখ্রিস্টকে ইশ্বরের সত্তার অংশ নয়, বরং তাঁর সৃষ্ট 'পুত্র' বলে বিশ্বাস করতেন। সাধারণভাবে এরা একেশ্বরবাদী খ্রিস্টান বলে পরিচিত।

[২২৭]. পুনরুত্থান বা কিয়ামত সম্পর্কে এই আয়াতে যিশু বলেন, "কিন্তু সেই দিনের বা সেই দণ্ডের কথা কেহই জানে না; স্বর্গস্থ দূতগণও জানেন না, পুত্রও জানেন না, কেবল পিতা জানেন।" এতে প্রমাণিত হয় যে, খ্রিস্টের সত্তা ঈশ্বরে সত্তা থেকে পৃথক, এজন্য ঈশ্বর যা জানেন তা খ্রিস্ট জানেন না। খ্রিস্ট স্বর্গস্থ দূতগণের মতোই পৃথক সৃষ্টিমাত্র, ঈশ্বরের সত্তার অংশ নন। আরিয়ান সম্প্রদায় এই মতই পোষণ করতেন।

[২২৮]. ৪র্থ-৫ম শতাব্দীর খ্রিস্টান সাধু ইউটিশাসের (Eutyches 375-454) অনুসারীগণ। এরা 'একসত্তাবাদী' (Monophysites)। তারা বিশ্বাস করেন যে, খ্রিস্টের মধ্যে একটিমাত্র ঐশ্বরিক সত্তা বিরাজমান ছিল। তাঁর মধ্যে কোনো মানবীয় সত্তার অস্তিত্ব ছিল না। বিস্তারিত দেখুন: Encyclopaedia Britannica, artcles: Eutychian; Eutyches; Monophysite.

[২২৯]. প্রচলিত বাইবেলেও যিশু নিজেকে সরাসরি ঈশ্বর বলে দাবি করেননি। কোথাও তিনি বলেননি যে, আমি ঈশ্বরের সত্তার অংশ। তবে তিনি বলেছেন, "যে তোমাদিগকে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে, আর যে আমাকে গ্রহণ করে সে আমার প্রেরণকর্তাকেই গ্রহণ করে" (মথি

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

এখানেই শেষ।

এ যদি হয় ধার্মিক, সৎ ও বিশ্বস্ত খ্রিস্টানগণের কর্ম, তাহলে অধার্মিক খ্রিস্টানগণের বিষয়ে পাঠকের ধারণা কী হতে পারে? বস্তুত, পরিবর্তন, সংযোজন ও বিয়োজনের মাধ্যমে ধর্মগ্রন্থে বিকৃতি সাধন করা ধার্মিক-অধার্মিক নির্বিশেষে সকল খ্রিস্টানের অতিপরিচিত অভ্যাস।

ইমাম মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ কুরতুবি (১২৭৩ খ্রি.) ও মুসলিম উম্মাহর পূর্ববর্তী অন্যান্য লেখকগণ খ্রিস্টধর্ম বিষয়ক তাদের পুস্তকাদিতে বাইবেল থেকে যে সকল উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন, সেগুলোর সাথে বর্তমান যুগে প্রচলিত অনুবাদগুলোর অনেক স্থানে মিল পাওয়া যায় না। বাহ্যত এর কারণ এইরূপ পরিবর্তন ও বিকৃতি। এ সকল মুসলিম আলিম তাদের যুগে প্রচলিত আরবি অনুবাদ থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। পরবর্তী যুগে অনুবাদের মধ্যে পরিবর্তন ও সংশোধনের ধারা অব্যাহত থেকেছে। অনুবাদের পার্থক্যের কারণেও এরূপ হতে পারে। তবে পরিবর্তনের বিষয়টিই অন্যতম কারণ। কারণ আমরা দেখছি যে, খ্রিস্টান ধর্মগুরুগণের লেখনী ও অনুবাদের মধ্যে পরিবর্তন, সংযোজন ও সংশোধনের এই অভ্যাস এখন পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে।

আমাদের সমসাময়িক একটি উদাহরণ দেখুন। পাদরি মি. ফানডার রচিত 'মীযানুল হক' গ্রন্থের তিনটি সংস্করণ রয়েছে। (১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে) বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পরে শাইখ মুহাম্মাদ আল-হাসান মুহানি (১৭৮৭-১৮৭০খ্রি.) 'আল-ইসতিফসার' গ্রন্থে তার বক্তব্য খণ্ডন করেন। (১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে) 'আল-ইসতিফসার' প্রকাশিত হওয়ার পরে মি. ফানডার নিজের বইটি সংশোধন করেন। তিনি অনেক বিষয় পরিবর্তন

১০/৪০)। এইরূপ কিছু কথায় তিনি তাঁকে মানলেই ঈশ্বরকে মানা হবে বলে উল্লেখ করেছেন। এ সকল কথার ভিত্তিতে পৌলপন্থী খ্রিস্টনগণ বিশ্বাস করেন যে, খ্রিস্ট ঈশ্বরের সত্তার অংশ এবং তিনিই ঈশ্বর (God Incarnate)। কিন্তু সমস্যা হল, প্রচলিত বাইবেলেই খ্রিস্ট বারংবার বলছেন যে, আমি মানুষ, আমাকে ভালো বলবে না, আমি কিছুই জানি না, ঈশ্বরই ভালো, তিনিই সব জানেন, একমাত্র তাঁরই ইবাদত করো... ইত্যাদি। তিনি অসময়ে ডুমুর গাছে ফল খুঁজেছেন, কিন্তু জানতে পারেননি যে, গাছে ফল নেই। তিনি শত্রুদের ভয়ে সন্ত্রস্থ হয়ে বেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়েছেন...। ইত্যাদি অগণিত বিষয় প্রমাণ করে যে, তিনি ঈশ্বর ছিলেন না, বরং একজন মানুষ ছিলেন। এ সকল সুস্পষ্ট প্রমাণাদিকে পাশ কাটানোর জন্য ত্রিতত্ত্ববাদী খ্রিস্টানগণ 'দ্বৈত-প্রকৃতির' তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। তারা বলেন, যিশুর মধ্যে দুইটি পৃথক সত্তা ও প্রকৃতি বিদ্যমান ছিল- মানবীয় ও ঐশ্বরিক। এর ব্যাখ্যায় তাদের মধ্যে রয়েছে অনেক মতভেদ ও গোঁজামিল। কোনো কোনো সম্প্রদায় বিশ্বাস করত যে, তাঁর একটি মাত্র সত্তাই ছিল, তা হল ঐশ্বরিক সত্তা। লুকের এই আয়াতের মধ্যে দুইটি শব্দ বৃদ্ধি করে তাঁর মানবীয় সত্তা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়। লুকের প্রথম অধ্যায়ের ৩৫ আয়াতে বলা হয়েছে, "এই কারণ যে পবিত্র সন্তান জন্মিবেন তাঁহাকে ঈশ্বরের পুত্র বলা যাইবে।" এই আয়াতের মধ্যে 'তোমার থেকে' শব্দ দুইটি বৃদ্ধি করা হয়েছে। ইংরেজি বাইবেলে (KJV) শব্দ দুইটি রয়েছে: that holy thing which shall be born of thee shall be called the son of God.

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

করেন, কোথাও কিছু বাদ দেন এবং কোথাও কোথাও নতুন বিষয় সংযোজন করেন। সংশোধনের পরে (১৮৪৯ সালে) তিনি পুস্তকটি নতুন করে প্রকাশ করেন। এছাড়া তিনি 'হাল্লুল ইশকাল' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন 'আল-ইসতিফসার' গ্রন্থের প্রতিবাদে।

মীযানুল হক গ্রন্থের এই দ্বিতীয় সংস্করণের বক্তব্য খণ্ডন করে আমি 'মুআদ্দিলু ই'বিজাজিল মীযান' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করি। এই পুস্তকে আমি মীযানুল হক গ্রন্থের প্রথম এবং দ্বিতীয় সংস্করণের মধ্যে বিদ্যমান বৈপরীত্যগুলোও উল্লেখ করি। কিন্তু বিভিন্ন কারণে[২৩০] আমার এই পুস্তকটি ভারতে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। আমার একজন প্রিয় বন্ধু (শাইখ মুহাম্মাদ আল-হাসান মুহানি) মি. ফানডারের 'হাল্লুল ইশকাল' গ্রন্থের বক্তব্য খণ্ডন করে 'আল-ইসতিবশার' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটি (১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে) প্রকাশিত হয় এবং ভারতে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই পুস্তকটি প্রকাশের সময়ে এবং পরবর্তীকালে যখন পুস্তকটি ভারতে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে তখন মীযানুল হকের প্রণেতা ড. ফানডার ভারতেই ছিলেন। এই পুস্তকটি প্রকাশের পরে দশ বছর তিনি ভারতে অবস্থান করেন, কিন্তু এর প্রতিবাদে বা এর বক্তব্য খণ্ডন করে তিনি কিছুই লিখেননি।

কোনো কোনো বিশ্বস্ত ব্যক্তি আমাকে বলেছেন যে, মি. ফানডার তার 'মীযানুল হক' গ্রন্থটি তৃতীয়বারের মতো সংশোধন ও পরিমার্জন করে তুর্কি ভাষায় প্রকাশ করেছেন। এই সংস্করণে তিনি যে সকল স্থানে প্রয়োজন মনে করেছেন সে সকল স্থানে পরিবর্তন ও সংশোধন করেছেন। যেমন প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শুরুতে এবং অন্যান্য স্থানে পরিবর্তন করেছেন।

এখন যদি কোনো গবেষক পাঠক 'আল-ইসতিফসার' গ্রন্থ পাঠ করেন, কিন্তু মীযানুল হক গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ তার হস্তগত না হয়, বরং পুস্তকটির দ্বিতীয় বা তৃতীয় সংস্করণ তার হাতে থাকে এবং তিনি 'আল-ইসতিফসার' গ্রন্থে মীযানুল হক গ্রন্থের যে সকল উদ্ধৃতি প্রদান করা হয়েছে তা মিলিয়ে দেখে নিশ্চিত হতে চান, তবে কিছুকিছু স্থানে তিনি অমিল দেখবেন।

অনুরূপভাবে যদি কেউ আমার লেখা 'মুআদ্দিলু ই'বিজাজিল মীযান' পুস্তকটি পাঠ করেন, কিন্তু মীযানুল হকের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ তার হস্তগত না হয়, বরং তৃতীয় তুর্কি সংস্করণটি তার হাতে থাকে, এবং মুআদ্দিল গ্রন্থে মীযানুল হক গ্রন্থের যে সকল উদ্ধৃতি প্রদান করা হয়েছে তা মিলিয়ে

[২৩০]. প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ বা সিপাহী বিদ্রোহের পরিস্থিতিতে ইংরেজ সরকারের অত্যাচারের কারণে।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

দেখে নিশ্চিত হতে চান, তবে তিনি কোনো কোনো স্থানে গরমিল দেখবেন। তিনি যদি মীযানুল হকের লেখকের এই পরিবর্তন, পরিমার্জনের বিষয়ে অবগত না থাকেন তবে হয়ত চিন্তা করবেন, এ সকল স্থানে উদ্ধৃতি প্রদানকারী উদ্ধৃতি প্রদানে ভুল করেছে। অর্থাৎ আল-ইসতিফসার বা মুআদ্দিল গ্রন্থের লেখক মীযানুল হক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি প্রদানে বিশ্বস্ততা রক্ষা করেননি বলে পাঠকের কাছে মনে হতে পারে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তার উল্টা। প্রতিবাদ প্রকাশের পরে মি. ফানডার তার নিজের পুস্তকে, কোনোরূপ স্বীকৃতি বা ইঙ্গিত ব্যতিরেকেই, পরিবর্তন সাধন করেন। ফলে এই অমিল দেখা দিয়েছে। প্রতিবাদকারী ও উদ্ধৃতি প্রদানকারী বিশ্বস্ততার সাথেই উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন।

এভাবে আমরা দেখছি যে, সংশোধন, পরিবর্তন বা বিকৃতি খ্রিস্টান পণ্ডিতগণের চিরাচরিত অভ্যাস ও রীতি।

অষ্টম বিষয়

সাধু পৌলের বক্তব্য অগ্রহণযোগ্য

ত্রিত্ববাদী খ্রিস্টানগণ পৌলকে খ্রিস্টের দ্বাদশ প্রেরিতের পর্যায়ভুক্ত বলে বিশ্বাস করেন। কিন্তু আমাদের নিকট তিনি অগ্রহণযোগ্য। আমরা তাকে বিশ্বাসী বা ধার্মিক বলে বিশ্বাস করি না। বরং আমরা তাকে ভণ্ড, দুষ্ট ও মিথ্যাবাদী প্রতারক বলে মনে করি। চতুর্থ বিষয়ের আলোচনায় পাঠক দেখেছেন যে, যিশুখ্রিস্টের স্বর্গারোহণের পরে অনেক দুষ্ট অধার্মিক ভাক্ত ভাববাদী ও ভাক্ত গুরুর আবির্ভাব হয়। পৌল ছিলেন এ সকল ভাক্ত ভাববাদী ও ভাক্ত গুরুদের অন্যতম।[২৩১] তিনিই খ্রিস্টধর্ম বিকৃত ও বিনষ্ট করেন। তিনি তার অনুসারীদের জন্য সকল প্রকার নিষিদ্ধ ও অশুচি দ্রব্য বৈধ করে

[২৩১]. যিশু নিজে ও পূর্ববর্তী অন্যান্য ভাববাদীগণ ভাক্ত বা ভণ্ড ভাববাদীর আগমনের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। যিশু বলেছেন, "কেননা ভাক্ত খ্রিস্টেরা ও ভাক্ত ভাববাদীরা উঠিবে এবং এমন মহৎ মহৎ চিহ্ন ও অদ্ভুত অদ্ভুত লক্ষণ দেখাইবে যে, যদি হইতে পারে, তবে মনোনীতদিগকেও ভুলাইবে।" মথি ২৪/২৪। মথির সুসমাচারের ৭ অধ্যায়ে তিনি বলেন, "১৫ ভাক্ত ভাববাদীগণ হইতে সাবধান; তাহারা মেষের বেশে তোমাদের নিকটে আইসে, কিন্তু অন্তরে গ্রাসকারী কেন্দুয়া।... ২১ যাহারা আমাকে হে প্রভু, হে প্রভু বলে, তাহারা সকলেই যে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে, এমন নয়, কিন্তু যে ব্যক্তি আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে, সেই পারিবে। ২২ সেই দিন অনেকে আমাকে বলিবে, হে প্রভু, হে প্রভু, আপনার নামেই আমরা কি ভাববাণী বলি নাই? আপনার নামেই কি ভূত ছাড়াই নাই? আপনার নামেই কি অনেক পরাক্রম-কার্য করি নাই? ২৩ তখন আমি তাহাদিগকে স্পষ্টতই বলিব, আমি কখনও তোমাদিগকে জানি নাই; হে অধর্মাচারীরা, আমার নিকট হইতে দূর হও।" এ বিষয়ে যিশুর আরো অনেক বক্তব্য রয়েছে, যেগুলো পর্যালোচনা করলে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, পৌল একজন ভাক্ত ভাববাদী ছিলেন। বিশেষত বাইবেলে ভণ্ডদের দুটি চিহ্ন উল্লেখ করা হয়েছে: (১) ভণ্ড ভাববাদী নিহত হবে বা তার অপমৃত্যু হবে এবং (২) তার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হবে না। এ দুটি চিহ্নই পৌলের ক্ষেত্রে কার্যকর হয়েছে।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

দেন। প্রথমে তিনি প্রকাশ্যে খ্রিস্টের অনুসারীদেরকে কষ্ট দিতেন। (মণ্ডলীর উচ্ছেদ সাধন করতেন এবং ঘরেঘরে প্রবেশ করে পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগকে ধরে এনে কারাগারে সমর্পণ করতেন)[২৩২]। কিন্তু তিনি দেখলেন যে, এভাবে প্রকাশ্যে অত্যাচার করে খ্রিস্টধমের বিশেষ ক্ষতি করা যাচ্ছে না। এজন্য তিনি প্রতারণামূলকভাবে খ্রিস্টধর্মে প্রবেশ করেন। তিনি খ্রিস্টের আজ্ঞালাভের কথা প্রচার করেন এবং বাহ্যিক বৈরাগ্য ও সাধুতা অবলম্বন করেন। এই বাহ্যিক সাধুতার আড়ালে তিনি খ্রিস্টের সকল শিক্ষা বিকৃত করে খ্রিস্টধমের বিনাশ সাধন করেন। সাধারণ খ্রিস্টানগণ তার বাহ্যিক সাধুতায় ধোঁকাগ্রস্ত হয়ে তার কথা বিশ্বাস করেন। এছাড়া তিনি যেহেতু সকল কর্ম ও বিধিবিধান থেকে তাদেরকে বিমুক্ত করে দেন, এজন্য সকলেই খুশিমনে তার কথা মেনে নেন। যেমন দ্বিতীয় খ্রিস্টীয় শতকে মন্টানাস (গড়হঃধহঁং) নামক এক খ্রিস্টান সাধু বৈরাগ্য ও আধ্যাত্মিক অনুশীলনের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি দাবি করেন যে, তিনিই প্রতিশ্রুত ফারাক্লীত (চধৎধপষবঃব)। তার বাহ্যিক বৈরাগ্য ও সাধুতার কারণে অনেক খ্রিস্টান তার অনুগামী হয়ে যায়।[২৩৩]

অতীত ও বর্তমান সকল যুগেই মুসলিম আলিম ও গবেষকগণ পৌলের দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং তার ভণ্ডামির মুখোশ উন্মোচন করেছেন। ইমাম মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ কুরতুবি তার পুস্তকে কতিপয় পাদরির প্রশ্নের উত্তরে সিয়াম বা উপবাস বিষয়ক আলোচনায় পৌলের বিষয়ে বলেন, "আমাদের বক্তব্য যে, এই লোকটিই (পৌল) আপনাদের ধর্ম বিনষ্ট করেছে। সে আপনারে বুদ্ধি ও বিবেক অন্ধ করে দিয়েছে। এই ব্যক্তিই যিশুখ্রিস্টের সত্য ধর্মকে বিকৃত করেছে। ফলে খ্রিস্টের বিশুদ্ধ ধর্ম আপনাদের নিকট পৌঁছেনি। আপনারা তাঁর কথা শোনেননি এবং তাঁর কোনো চিহ্নও দেখতে পাননি। পূর্বে এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। এই পৌলই আপনাদেরকে কিবলা থেকে সরিয়ে দেয় এবং মোশির ব্যবস্থা ও আসমানি কিতাবের নির্দেশ অনুসারে খ্রিস্টের ধর্মে যাকিছু অবৈধ ও অশুচি ছিল সবই আপনাদের জন্য বৈধ করে দেয়। আর এজন্যই আপনাদের মধ্যে পৌলের মতামত ও নির্দেশাবলি বেশি প্রচলিত এবং আপনারা এগুলোই বেশি চর্চা করেন"।[২৩৪]

১০ম হিজরি শতকের, ১৬শ খ্রিস্টীয় শতকের প্রসিদ্ধ আলিম আবুল বাকা সালিহ ইবনুল হুসাইন জা'ফারি 'তাখজীলু মান হার্‌রাফাল ইনজীল' (ইনজীল বিকৃতকারীকে লজ্জা প্রদান) নামক পুস্তকের নবম অধ্যায়ে এই

[২৩২]. প্রেরিত ৮/১-৩।

[২৩৩]. দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকের প্রসিদ্ধতম খ্রিস্টান পণ্ডিত ও ধর্মগুরু টার্টুলিয়ান (Tertullian) পর্যন্ত মন্টানাসের অনুসারী হয়ে যান।

[২৩৪]. কুরতুবি, আল ই'লাম বিমা ফী দীনিন নাসারা মিনাল ফাসাদ, পৃ. ৪২৩। -সম্পাদক

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

পৌল কীভাবে সাধারণ খ্রিস্টানগণকে প্রবঞ্চিত করেন তার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, "এই পৌল তার সূক্ষ্ম ধোঁকাবাজির মাধ্যমে খ্রিস্টনদের থেকে তাদের ধর্ম ছিনিয়ে নেন। কারণ তিনি দেখতে পান যে, যিশুর নামে যাকিছু বলা হয় তা সবই নির্বিচারে গ্রহণ করার পূর্ণ মানসিকতা খ্রিস্টানদের মধ্যে বিদ্যমান। এই অপবিত্র ব্যক্তি তোরাহের সকল ব্যবস্থা ও বিধিবিধান মুছে দেন।"[২৩৫]

অন্যান্য মুসলিম আলিম ও গবেষকও অনুরূপ কথা বলেছেন। এজন্য পৌলের বক্তব্য আমাদের নিকট বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য। বাইবেলের নতুন নিয়মের মধ্যে পৌলের যে পত্রগুলো রয়েছে সবই অগ্রহণযোগ্য। ঐশ্বরিক প্রেরণা বা যিশুখ্রিস্টের ধর্মের সাথে এগুলোর কোনো সম্পর্ক আমরা স্বীকার করি না। একটি শরিষার দানা দিয়েও আমরা তার বক্তব্য ক্রয় করতে ইচ্ছুক নই। এজন্য আমি এই অনুচ্ছেদে, মুহাম্মাদ ﷺ বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী আলোচনার মধ্যে, পৌলের কোনো বক্তব্য আমার বক্তব্যের পক্ষে প্রমাণ হিসেবে পেশ করব না। অনুরূপভাবে আমার বক্তব্যের বিপক্ষে তার বক্তব্য প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

উপরের ৮টি বিষয় অনুধাবন করার পরে আমরা এখন মূল বিষয়, অর্থাৎ বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান মুহাম্মাদ ﷺ বিষয়ক সুসমাচার ও ভবিষ্যদ্বাণীগুলো আলোচনা করব। বস্তুত বাইবেলের পুস্তকগুলোতে বহুবিধ বিকৃতি সাধিত হওয়ার পরেও বাইবেলের পুস্তকসমূহের মধ্যে মুহাম্মাদ ﷺ বিষয়ক অনেক সুসংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান রয়েছে। দ্বিতীয় বিষয়ের আলোচনায় পাঠক দেখেছেন যে, পূর্ববর্তী ভাববাদী পরবর্তী ভাববাদীর বিষয়ে যে সুসংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণী প্রদান করেন তা অস্পষ্ট ও ইঙ্গিতময় হয়। ষষ্ঠ বিষয়ের আলোচনায় পাঠক দেখেছেন যে, সুসমাচার লেখকগণ পুরাতন নিয়মের পুস্তকাদি থেকে যিশুর বিষয়ে পূর্ববর্তী ভাববাদীগণের যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করেছেন, যিশুর ক্ষেত্রে সেগুলোর প্রয়োগযোগ্যতা বা যিশুর সাথে সেগুলোর সংশ্লিষ্টতা খুবই অস্পষ্ট ও দুর্বল। এই দুটি বিষয় সামনে রেখে মুহাম্মাদ ﷺ বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণীগুলো পর্যালোচনা করলে পাঠক নিশ্চিত হবেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণীগুলো অত্যন্ত স্পষ্ট ও জোরালো।

আমি এ অনুচ্ছেদে প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মগুরুদের নিকট স্বীকৃত (canonical) পুস্তকাদি থেকে মুহাম্মাদ ﷺ বিষয়ক ১৮টি সুসংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করব।

মুহাম্মাদ ﷺ বিষয়ক প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী

[২৩৫]. জা'ফারি, তাখজীলু মান হার্‌রাফাল ইনজীল ২/৫৮৯। -সম্পাদক

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

দ্বিতীয় বিবরণের ১৮ অধ্যায়ে রয়েছে, "১৭ তখন সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, উহারা ভালোই বলিয়াছে। ১৮ আমি উহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী (a Prophet from among their brethren, like unto thee) উৎপন্ন করিব ও তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব; আর আমি তাঁহাকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিব, তাহা তিনি উহাদিগকে বলিবেন। ১৯ আর আমার নামে তিনি আমার যে সকল বাক্য বলিবেন, তাহাতে যে কেহ কর্ণপাত না করিবে, তাহার কাছে আমি প্রতিশোধ লইব। ২০ কিন্তু আমি যে বাক্য বলিতে আজ্ঞা করি নাই, আমার নামে যে কোনো ভাববাদী দুঃসাহসপূর্বক তাহা বলে, কিম্বা অন্য দেবতাদের নামে যে কেহ কথা বলে, সেই ভাববাদীকে মরিতে হইবে।[২৩৬] ২১ আর তুমি যদি মনে মনে বল, সদাপ্রভু যে বাক্য বলেন নাই, তাহা আমরা কি প্রকারে জানিব? ২২ [তবে শুন,] কোনো ভাববাদী সদাপ্রভুর নামে কথা কহিলে যদি সেই বাক্য পরে সিদ্ধ না হয় ও তাহার ফল উপস্থিত না হয়, তবে সেই বাক্য সদাপ্রভু বলেন নাই; ঐ ভাববাদী দুঃসাহসপূর্বক তাহা বলিয়াছে, তুমি তাহা হইতে উদ্বিগ্ন হইও না।"

ইয়াহুদিগণ দাবি করেন যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী ও সুসংবাদটি যিহোশুয়ের বিষয়ে বলা হয়েছে। আর খ্রিস্টানগণ দাবি করেন যে, কথাটি যিশুর[২৩৭] বিষয়ে বলা হয়েছে। উভয় দাবিই ভিত্তিহীন। নিঃসন্দেহে একথাগুলো মুহাম্মাদ ﷺ-এর আগমন বিষয়ক সুসংবাদ ছাড়া কিছুই নয়। নিম্নোক্ত দশটি বিষয় তা প্রমাণ করে।

প্রথম বিষয়: তৃতীয় বিষয়ের আলোচনা থেকে পাঠক জেনেছেন যে, যিশুর সমসাময়িক ইয়াহুদিগণ এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে প্রতিশ্রুত একজন ভাববাদীর আগমনের অপেক্ষায় ছিলেন এবং তারা নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করতেন যে, প্রতিশ্রুত এই ভাববাদী মসীহ বা খ্রিস্ট নন, বরং অন্য একজন হবেন। কাজেই এখানে যে ভাববাদীর আগমনের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে তিনি কখনোই যিহোশুয় হতে পারেন না বা যিশুও হতে পারেন না।[২৩৮]

দ্বিতীয় বিষয়: এই ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে, 'তোমার সদৃশ (like unto thee)'। যিহোশুয় ও যিশু কেউই মোশির সদৃশ বা মোশির তুল্য হতে

[২৩৬]. গ্রন্থকারের প্রদত্ত আরবি পাঠে বলা হয়েছে, 'তাকে নিহত হতে হবে'।

[২৩৭]. একই ব্যক্তি স্বয়ং ঈশ্বর এবং তিনিই আবার ঈশ্বরের ভাববাদী!

[২৩৮]. যিশুকে এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিশ্রুত ভাববাদী বলে দাবি করলে খ্রিস্টানদেরকে স্বীকার করতে হবে যে, তিনি 'খ্রিস্ট' ছিলেন না; কারণ প্রতিশ্রুত মসীহ (খ্রিস্ট) ও প্রতিশ্রুত ভাববাদী দুই ব্যক্তি হবেন, এক ব্যক্তি নন। আর এখানে যিহোশুয়কে বোঝানো হলে তো আর ইয়াহুদিগণ হাজার হাজার বছর ধরে 'সেই ভাববাদী'র আগমনের অপেক্ষায় থাকতেন না।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

পারেন না।

কারণ প্রথমত, যিহোশুয় ও যিশু উভয়েই ইস্রায়েল সন্তানগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আর ইস্রায়েল সন্তানগণের মধ্যে কেউ মোশির তুল্য বা সদৃশ হতে পারেন না। দ্বিতীয় বিবরণের ৩৪ অধ্যায়ের ১০ আয়াত তা প্রমাণ করে। এই আয়াতে বলা হয়েছে, "মোশির তুল্য কোনো ভাববাদী ইস্রায়েলের মধ্যে আর উৎপন্ন হয় নাই (there arose not a prophet since in Israel like unto Moses)।"

দ্বিতীয়ত, মোশি ও যিহোশুয়ের মধ্যে কোনো সাদৃশ্য নেই। কারণ মোশি ছিলেন ঐশ্বরিক গ্রন্থ ও বিধিনিষেধময় নতুন ব্যবস্থাপ্রাপ্ত একজন ভাববাদী। পক্ষান্তরে যিহোশুয় এরূপ কিছুই লাভ করেননি। বরং তিনি মোশির ব্যবস্থার অনুসারী একজন ভাববাদী ছিলেন।

অনুরূপভাবে মোশি ও যিশুর মধ্যেও পূর্ণ সাদৃশ্য নেই। কারণ খ্রিস্টানগণের বিশ্বাস অনুসারে যিশু ছিলেন ঈশ্বর ও প্রভু আর মোশি ছিলেন তাঁর দাস মাত্র।

খ্রিস্টানগণের বিশ্বাস অনুসারে যিশু সৃষ্টিজগতের মুক্তির জন্য নিজে শাপগ্রস্ত বা অভিশপ্ত (Cursed) হয়েছেন। গালাতীয়দের প্রতি প্রেরিত প্রত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে পৌল তা স্পষ্টতই লিখেছেন।[২৩৯] পক্ষান্তরে মোশি তাঁর জাতির মুক্তির জন্য শাপগ্রস্ত হননি।

খ্রিস্টানগণের বিশ্বাস অনুসারে যিশু মৃত্যুর পরে নরকে গমন করেন। ত্রিত্ববাদীদের ধর্মবিশ্বাস বিষয়ক পুস্তকে তা স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে মোশি নরকে গমন করেননি।

খ্রিস্টানগণের বিশ্বাস অনুসারে যিশু ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন তাঁর অনুসারীদের পাপমুক্তির জন্য। মোশি তাঁর অনুসারীদের পাপমুক্তির জন্য ক্রুশে আরোহণ করেননি।

এছাড়া মোশির ব্যবস্থায় শাস্তি, দণ্ড, গোসলের বিধান, পবিত্রতা ও শুচিতার বিধান, শুচি ও অশুচি খাদ্য ও পানীয় ইত্যাদির বিধান রয়েছে। প্রচলিত নতুন নিয়ম থেকে প্রমাণিত হয় যে, যিশুর ব্যবস্থায় এসব কিছুই নেই।

মোশি তাঁর জাতির মানুষের কাছে সম্মানিত মর্যাদাময় নেতা ছিলেন, সকলেই তাঁর আনুগত্য করত এবং তাঁর আদেশ ও নিষেধ কার্যকর করা হত। যিশু এরূপ ছিলেন না।

---

[২৩৯]. গালাতীয় ৩/১৩।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

তৃতীয় বিষয়ঃ এই ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে, "উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে (from among their brethren)"। আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে, ইস্রায়েল সন্তানদের দ্বাদশ বংশ সকলেই তখন মোশির নিকট উপস্থিত ছিলেন। যদি এই ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্দেশ্য হত যে, এই প্রতিশ্রুত ভাববাদী ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশের কোনো বংশে জন্মগ্রহন করবেন, তবে এখানে ঈশ্বর 'উহাদের মধ্য হইতে' বলতেন, 'উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে' বলতেন না। 'ভ্রাতৃগণ' কথাটি থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, প্রতিশ্রুত ভাববাদী ইস্রায়েলীদের দ্বাদশ বংশের কোনো বংশের অন্তর্ভুক্ত হবেন না, বরং দ্বাদশ বংশের সকলের 'ভ্রাতৃগণে'র মধ্যে তিনি জন্মগ্রহণ করবেন। 'ভ্রাতৃগণ' কথাটির প্রকৃত ও আভিধানিক অর্থ এরূপই। আর এই অর্থে এই শব্দটি বাইবেলের অন্যত্র ব্যবহৃত হয়েছে। সদাপ্রভু ঈশ্বর হাগারকে (Hagar) তাঁর পুত্র ইসমাঈলের বিষয়ে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেই প্রতিশ্রুতিতে 'ভ্রাতৃগণ (brethren)' শব্দটি এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আদিপুস্তকের ১৬ অধ্যায়ের ১২ আয়াতে ১৮৪৪ সালে প্রকাশিত আরবি অনুবাদ অনুসারে বলা হয়েছে, "সে তাহার ভ্রাতৃগণের সকলের সম্মুখে বসতি স্থাপন করিবে।" ১৮১১ সালে প্রকাশিত আরবি অনুবাদে বলা হয়েছে, "তাহার সকল ভ্রাতার উপস্থিতিতে সে বসবাস করিবে (he shall dwell in the presence of all his brethren)।"

অনুরূপভাবে আদিপুস্তকের ২৫ অধ্যায়ের ১৮ আয়াতেও ইসমাঈলের বিষয়ে 'ভ্রাতৃগণ' শব্দটি এই অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। ১৮৪৪ সালে মুদ্রিত আরবি অনুবাদে এখানে বলা হয়েছে, "তাহার সকল ভ্রাতার (all his brethren) প্রান্তে তিনি বসবাস করিলেন।"

১৮১১ সালে মুদ্রিত আরবি অনুবাদে এখানে বলা হয়েছে, "তাহার সকল ভ্রাতার (all his brethren) উপস্থিতিতে তিনি বসতি স্থাপন করিলেন।"

এখানে ভ্রাতৃগণ বলতে এষৌয়ের বংশধর, ইসহাকের বংশধর ও অবরাহামের অন্যান্য পুত্রের বংশধরদের বোঝানো হয়েছে।

গণনাপুস্তকের ২০ অধ্যায়ের ১৪ আয়াত নিম্নরূপ, "পরে মোশি কাদেশ হইতে ইদোমীয় রাজার নিকটে দূত দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন, তোমার ভ্রাতা ইস্রায়েল কহিতেছে, আমাদের যে সমস্ত কষ্ট ঘটিয়াছে, তাহা তুমি জ্ঞাত আছ।"

AS-SUNNAH TRUST

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

দ্বিতীয় বিবরণের ২ অধ্যায়ে রয়েছে, "২ পরে সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন,... ৪ আর তুমি লোকসমূহকে এই আজ্ঞা কর, সেয়ীর-নিবাসী তোমাদের ভ্রাতৃগণের, অর্থাৎ এষৌ-সন্তানদের সীমার নিকট দিয়া তোমাদিগকে যাইতে হইবে, আর তাহারা তোমাদের হইতে ভীত হইবে... ৮ পরে আমরা... সেয়ীর-নিবাসী আমাদের ভ্রাতৃগণ এষৌ-সন্তানদের সম্মুখ দিয়া গমন করিলাম।"

এভাবে ইস্রায়েল সন্তানদের ভ্রাতৃগণ বলতে এষৌ-সন্তানদেরকে বোঝানো হয়েছে। এভাবে আমরা দেখতে পাই ইস্রায়েল সন্তানদের ভ্রাতৃগণ বলতে ইশ্মায়েল সন্তানগণ, এষৌ-সন্তানগণ বা অবরাহাম ও ইসহাকের অন্যান্য সন্তানদের বংশধরকে বোঝানো হয়। এ হল 'ভ্রাতৃগণ' শব্দের আভিধানিক ও প্রকৃত অর্থ। এতে সন্দেহ নেই যে, রূপকার্থে 'ইস্রায়েল সন্তানগণের ভ্রাতৃগণ' বলতে বাইবেলে কোথাও কোথাও 'ইস্রায়েল সন্তানগণের মধ্যকার' কাউকে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু কোনো স্থানে কোনো শব্দ মূল ও প্রকৃত অর্থে গ্রহণ করা অসম্ভব হলেই শুধু সেখানে তার রূপকার্থ গ্রহণ করা যায়। এখানে প্রকৃত অর্থকে বাদ দিয়ে রূপকার্থ গ্রহণের কোনো যৌক্তিকতা নেই। আর যিহোশুয় ও যিশু প্রকৃত অর্থে ইস্রায়েল-সন্তানদের ভ্রাতা নন, বরং তাদের অন্তর্ভুক্ত; কাজেই এই ভবিষ্যদ্বাণী তাদের জন্য প্রযোজ্য নয়।

চতুর্থ বিষয়: উপর্যুক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে যে, 'আমি উৎপন্ন করিব (আরবি বাইবেলের ভাষ্য অনুসারে: আগামীতে উৎপন্ন করিব)'। আর একথা বলার সময় যিহোশুয় ইস্রায়েল সন্তানগণের সাথে মোশির নিকট উপস্থিত ছিলেন এবং মোশির স্থলাভিষিক্ত ভাববাদী তিনি। কাজেই এই ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর ক্ষেত্রে কীভাবে প্রযোজ্য হবে?

পঞ্চম বিষয়: এ ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে, 'তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব'। একথা থেকে বোঝা যায় যে, এই ভাববাদীর উপর পৃথক 'আসমানি কিতাব' অবতীর্ণ হবে এবং নিরক্ষর হওয়ার কারণে তিনি তা মুখস্থ রেখে মুখে পাঠ করবেন। এই দুটি বিষয়ের কোনোটিই যিহোশুয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

ষষ্ঠ বিষয়: এ ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে, 'আর আমার নামে তিনি আমার যে সকল বাক্য বলিবেন, তাহাতে যে কেহ কর্ণপাত না করিবে, তাহার কাছে আমি প্রতিশোধ লইব'। এই ভাববাদীর বৈশিষ্ট্য বোঝানোর জন্য একথা বলা হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, এই প্রতিশোধ বিশেষ ধরনের শাস্তি, যা সাধারণ ভাববাদীগণের কথা অমান্য করলে প্রযোজ্য নয়। কাজেই এই প্রতিশোধ বলতে শুধু পারলৌকিক জাহান্নামের শাস্তি বা প্রাকৃ

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

তিক দুর্যোগ বা শাস্তি হতে পারে না। কারণ যে কোনো ভাববাদীর কথায় কর্ণপাত না করলেই এরূপ প্রতিশোধ বা শাস্তি আল্লাহ প্রদান করেন। এভাবে বোঝা যায় যে, এখানে প্রতিশোধ বলতে 'ব্যবস্থা' নির্ধারিত প্রতিশোধ বোঝানো হয়েছে। এই ভাববাদী আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশিত হবেন তাঁর কথায় কর্ণপাত না করলে তাকে শাস্তি প্রদানের। এ বিষয়টি যিশুর ক্ষেত্রে কোনোভাবেই প্রয়োজ্য নয়। কারণ তাঁর ব্যবস্থায় তাঁর কথায় কর্ণপাত না করলে বা ব্যবস্থা পালন না করলে কোনো শাস্তি, দণ্ড বা যুদ্ধের বিধান নেই।

সপ্তম বিষয়: প্রেরিতগণের কার্যবিবরণের ৩ অধ্যায়ে ১৮৪৪ সালে প্রকাশিত আরবি অনুবাদে[২৪০] বলা হয়েছে, "১৯ অতএব তোমরা মন ফিরাও, ও ফির, যেন তোমাদের পাপ মুছিয়া ফেলা হয়, ২০ যেন এইরূপে প্রভুর সম্মুখ হইতে তাপশান্তির সময় উপস্থিত হয় এবং তোমাদের নিমিত্ত পূর্বনিরূপিত খ্রিস্টকে, যিশুকে, তিনি যেন প্রেরণ করেন। ২১ যাঁহাকে স্বর্গ নিশ্চয়ই গ্রহণ করিয়া রাখিবে, যে পর্যন্ত না সমস্ত বিষয়ের পুনঃস্থাপনের কাল উপস্থিত হয়, যে কালের বিষয় ঈশ্বর নিজ পবিত্র ভাববাদীগণের মুখ দ্বারা বলিয়াছেন, যাঁহারা পূরাকাল হইতে হইয়া গিয়াছেন। ২২ মোশি তো বলিয়াছিলেন, 'প্রভু ঈশ্বর তোমাদের জন্য তোমাদের ভ্রাতৃগণের মধ্যে হইতে আমার সদৃশ এক ভাববাদীকে উৎপন্ন করিবেন, তিনি তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিবেন, সেই সমস্ত বিষয়ে তোমরা তাঁহার কথা শুনিবে; ২৩ আর এইরূপ হইবে, যে কোন প্রাণি সেই ভাববাদীর কথা না শুনিবে, সে প্রজা লোকদের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন হইবে।"

এই বক্তব্য থেকে, বিশেষত ১৮১৬, ১৮২৮, ১৮৪১ ও ১৮৪২ সালে মুদ্রিত ফারসি অনুবাদের ভাষ্য থেকে, একথা স্পষ্ট যে এই প্রতিশ্রুত ভাববাদী খ্রিস্ট নন, বরং অন্য একজন এবং এই প্রতিশ্রুত ভাববাদীর আবির্ভাব পর্যন্তই স্বর্গ খ্রিস্টকে গ্রহণ করবে। প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণ দাবি করেন যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীটি যিশুর বিষয়ে বলা হয়েছে। যে কোনো খ্রিস্টান যদি ভিত্তিহীন গোঁড়ামি পরিত্যাগ করে পিতরের বক্তব্য ভালোভাবে চিন্তা করেন তবে তিনি বুঝতে পারবেন যে, পিতরের এই বক্তব্যই প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতদের উক্ত দাবি খণ্ডন করার জন্য যথেষ্ট।

উপরের ৭ টি বিষয় থেকে প্রমাণিত হয় যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীটি মুহাম্মাদ ﷺ-এর ক্ষেত্রে পরিপূর্ণরূপে প্রযোজ্য এবং তাঁর অবস্থার সাথে পরিপূর্ণরূপে মেলে। কারণ,

[২৪০]. এখানে প্রচলিত বাংলা বাইবেলের অনুবাদ উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রন্থকারের দেওয়া আরবি পাঠের অর্থ প্রায় কাছাকাছি।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

প্রথমত, তিনি খ্রিস্ট নন।

দ্বিতীয়ত, নিম্নের বহু বিষয়ে তিনি মোশির সদৃশ ও তুল্য:

(১) মোশির মতো তিনিও আল্লাহর বান্দা ও রাসূল (দাস ও ভাববাদী)।

(২) পিতা ও মাতার সন্তান।

(৩) বিবাহিত ও সন্তান-সন্ততির পিতা।

(৪) তাঁর ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিধিবিধান রয়েছে।

(৫) তাঁকে জিহাদ বা যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

(৬) তাঁর ব্যবস্থায় প্রার্থনা বা ইবাদতের সময় পবিত্রতা অর্জনের বিধান রয়েছে।

(৭) অপবিত্রতা, মহিলাদের মাসিক বা প্রসবোত্তর অপবিত্রতা থেকে গোসল করার নির্দেশ রয়েছে।

(৮) মলমূত্র থেকে পোশাক পবিত্র রাখার নির্দেশ রয়েছে।

(৯) মৃতপ্রাণি, জবাই না করা প্রাণি ও প্রতিমার জন্য উৎসর্গীত প্রাণি অবৈধ করা হয়েছে।

(১০) তাঁর ব্যবস্থায় দৈহিক ইবাদত ও অনুশীলনের বিধান রয়েছে।

(১১) ব্যভিচারের শাস্তি প্রদানের নির্দেশ রয়েছে।

(১২) অপরাধের নির্ধারিত শাস্তি ও দণ্ড প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে।

(১৩) তিনি এগুলো প্রয়োগ করতে সক্ষম ছিলেন।

(১৪) সুদ নিষিদ্ধ করেছেন।

(১৫) আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করলে তার আপত্তি করতে আদিষ্ট হয়েছেন।

(১৬) বিশুদ্ধ একত্ববাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

(১৭) তাঁর উম্মাতকে নির্দেশ দিয়েছেন তাঁকে আল্লাহর বান্দা ও রাসূল (ঈশ্বরের ভাববাদী ও ঈশ্বরের দাস) বলতে। তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বা ঈশ্বর (নাঊযু বিল্লাহ!) বলতে নির্দেশ দেননি।

(১৮) তিনি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছেন।

(১৯) মোশির ন্যায় তিনি স্বাভাবিকভাবে কবরস্থ হয়েছেন।

(২০) তিনি তাঁর অনুসারীদের জন্য শাপগ্রস্ত হননি।

(২১) তিনিও মোশির মতো নিজ জাতির মধ্যে সম্মানিত নেতা

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

ছিলেন, যাকে সকলেই মান্য করেছেন এবং তাঁর আদেশ ও নিষেধ পালন করেছেন।

তাঁদের উভয়ের জীবন ও ধর্মব্যবস্থা (শরীআত) সম্পর্কে চিন্তা ও তুলনা করলে এরূপ আরো অনেক সাদৃশ্য ও মিল আমরা দেখতে পাই। এজন্যই মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُوْلًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا﴾

"আমি তোমাদের নিকট পাঠিয়েছি এক রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী স্বরূপ, যেরূপ রাসূল পাঠিয়েছিলাম ফিরাউনের নিকট।"[২৪১]

তৃতীয়ত, তিনি ইস্রায়েল সন্তানদের ভ্রাতৃগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, কারণ তিনি ইসমাঈলের বংশধর ছিলেন।

চতুর্থত, তাঁর উপরে পৃথক 'আসমানি গ্রন্থ' বা আল্লাহর বাণী অবতীর্ণ হয়েছে এবং তিনি আল্লাহর বাণী পাঠ করতেন। মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ۝٣ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوْحَى ۝٤﴾

"তিনি মনগড়া কথা বলেন না। (তিনি যা বলেন) তা তো ওহি, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।"[২৪২]

পঞ্চমত, তাঁকে জিহাদের বা যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায় কর্ণপাত না করার কারণে কুরাইশ বংশের প্রতাপশালী নেতৃবৃন্দ, পারস্যের সম্রাটবৃন্দ, রোমান সম্রাটবৃন্দ ও অন্যান্যদের থেকে আল্লাহ প্রতিশোধ নিয়েছেন।

ষষ্ঠত, যিশুখ্রিস্টের পুনরাগমণের পূর্বে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছে।

সপ্তমত, তাঁর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত স্বর্গ খ্রিস্টকে গ্রহণ করেছে। এরপর তিনি আগমন করে সকল বিষয় পুনঃস্থাপন করেছেন। তিনি শিরক বা বহু-ঈশ্বরবাদ, ত্রিত্ববাদ ও মূর্তিপূজা অপসারণ করেছেন। বর্তমান যুগে ত্রিত্ববাদী খ্রিস্টানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে যেন কেউ সন্দিহান না হন। কারণ মহাসত্যবাদী সত্যঘোষিত মুহাম্মাদ ﷺ আমাদেরকে সুনিশ্চিতভাবে কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশ না রেখে বিস্তারিত বর্ণনা সহকারে জানিয়েছেন যে, ইমাম মাহদি বা সুপথপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপ্রধানের[২৪৩]

[২৪১]. সূরা: (৭৩) মুয্যাম্মিল, ১৫ আয়াত।

[২৪২]. সূরা: (৫৩) নাজম, ৩-৪ আয়াত।

[২৪৩]. মুসলিম বিশ্বাস অনুসারে কিয়ামতের পূর্বে মুসলিম উম্মাহর বিপর্যয়ের এক পর্যায়ে একজন ন্যায়পরায়ণ শাসকের আবির্ভাব হবে, যিনি যুলুম অত্যাচার দূরীভূত করে বিশ্বে ন্যায়বিচার

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

আবির্ভাবের পূর্বে ইয়াহুদি-খ্রিস্টানগণের সংখ্যা-শক্তি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে। ইনশা আল্লাহ, এই সময় নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছে। ইমাম মাহদির আবির্ভাব ঘটবে এবং সত্য প্রকাশিত হবে। এরপর আল্লাহর দীনই একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ করবে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে এই দীনের সাহায্যকারী ও সেবক বানিয়ে দিন। আমীন।

অষ্টম বিষয়: উপর্যুক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে স্পষ্টতই উল্লেখ করা হয়েছে, ঈশ্বর যে কথা বলেননি, সে কথা যদি কোনো ভাববাদী ঈশ্বরের নামে বলে তবে তাকে নিহত হতে হবে। মুহাম্মাদ ﷺ যদি সত্য ভাববাদী না হতেন তবে তিনি অবশ্যই নিহত হতেন। পবিত্র কুরআনেও আল্লাহ এ বিষয়ে বলেছেন:

﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴿٤٤﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٤٥﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿٤٦﴾﴾

"সে যদি আমার নামে কিছু রচনা করে চালাতে চেষ্টা করত, আমি অবশ্যই তার দক্ষিণ হস্ত ধরে ফেলতাম এবং কেটে দিতাম তার জীবন-ধমনী।"[২৪৪]

কিন্তু তিনি নিহত হননি বা বিনষ্ট হননি। বরং তাঁর বিষয়ে আল্লাহ বলেছেন:

﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾

"আল্লাহ তোমাকে মানুষ হতে রক্ষা করবেন।"[২৪৫] আর আল্লাহ তাঁর এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন। কেউ তাঁকে হত্যা করতে সক্ষম হয়নি। স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করে তিনি সর্বোচ্চ সঙ্গীর সাথে মিলিত হয়েছেন।[২৪৬] পক্ষান্তরে খ্রিস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে যিশু নিহত হয়েছেন এবং ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন। এজন্য যদি কেউ দাবি করেন যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীটি যিশুর বিষয়ে

প্রতিষ্ঠা করবেন। এ বিষয়ে কোনো কথা কুরআন কারীমে নেই। বুখারি ও মুসলিম সংকলিত কোনো হাদীসেও ইমাম মাহদি বিষয়ক কিছু বর্ণিত হয়নি। অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে এ বিষয়ক হাদীসসমূহ সংকলিত হয়েছে।

[২৪৪]. সূরা: (৬৯) হাক্কা, ৪৪-৪৬ আয়াত।

[২৪৫]. সূরা: (৫) মায়িদা, ৬৭ আয়াত।

[২৪৬]. এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অলৌকিক চিহ্নসমূহের অন্যতম। খ্রিস্টানগণ বিশ্বাস করেন যে, যিশু তাঁর মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং সেভাবেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। পক্ষান্তরে চারিদিকে শত্রুপরিবেষ্টিত অবস্থাতেই আল্লাহ ঘোষণা করলেন যে, তিনি তাঁকে রক্ষা করবেন, কেউ তাঁকে হত্যা করতে পারবে না। একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে সুনিশ্চিত না হলে কেউ এরূপ নিশ্চয়তা দিতে পারেন না। আর আমরা দেখছি যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং কেউ তাঁকে হত্যা করতে সক্ষম হয়নি।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

কথিত, তবে তাতে প্রমাণিত হবে যে, তিনি মিথ্যাবাদী ভাববাদী ছিলেন বা ঈশ্বরের নামে তিনি মিথ্যা বলেছিলেন। ইয়াহুদিরা তাঁর বিষয়ে এরূপ বিশ্বাসই পোষণ করে। নাঊযু বিল্লাহ!

নবম বিষয়: উপরের ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি কোনো ভাববাদী সদাপ্রভুর নামে মনগড়া কিছু বলেন, তবে তিনি তা কখনো সিদ্ধ হতে দেন না, বরং তার ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়। প্রথম অনুচ্ছেদে পাঠক দেখেছেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ অনেক বিষয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন এবং এ সকল ভবিষ্যদ্বাণী সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি সত্য নবী ছিলেন।

দশম বিষয়: ইয়াহুদি পণ্ডিতগণ স্বীকার করেছেন যে, তোরাহে যে ভাববাদী আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে মুহাম্মাদ ﷺ-ই সেই প্রতিশ্রুত ভাববাদী। তবে তাদের কেউ তার প্রতি ঈমান আনয়ন করেছেন এবং কেউ অবিশ্বাসের মধ্যেই থেকেছেন। সুসমাচার লেখক যোহনের সাক্ষ্য অনুসারে মহাযাজক কায়াফা (Caiaphas) একজন ভাববাদী ছিলেন। তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, যিশুই প্রতিশ্রুত মসীহ বা খ্রিস্ট। কিন্তু তিনি তাঁর প্রতি ঈমান আনেননি। বরং তাঁকে 'ঈশ্বর-নিন্দা'র (blasphemy) অভিযোগে অভিযুক্ত করে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের নির্দেশ দেন। যোহনলিখিত সুসমাচারের ১১ ও ১৮ অধ্যায়ে তা বলা হয়েছে।[২৪৭]

মুখাইরিক নামক একজন ইয়াহুদি ধর্মগুরু পণ্ডিত মদীনায় বাস করতেন। তিনি অনেক অর্থ-সম্পদ ও খেজুরের বাগানের মালিক ছিলেন। তাদের ধর্মগ্রন্থের বর্ণনার আলোকে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রতিশ্রুত ভাববাদী বা নবী বলে চিনতে পারেন। কিন্তু নিজ ধর্মের মায়া তাকে আটকে রাখে। তিনি নিজের ধর্মের উপর অটল থাকেন। অবশেষে (৩য় হিজরির শাওয়াল মাসের ১৫ তারিখ, মোতাবেক ৩০/৩/৬২৫খ্রি.) উহুদের যুদ্ধের দিন তিনি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। দিনটি ছিল শনিবার। তিনি বলেন, হে ইয়াহুদিগণ, আল্লাহর শপথ, তোমরা তো জান যে, এই যুদ্ধে মুহাম্মাদ ﷺ-কে সাহায্য করা তোমাদের দায়িত্ব। তারা বলেন, কিন্তু আজ তো শনিবার। তিনি বলেন, কোনো বিশ্রাম নেই। অতঃপর তিনি তার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়েন এবং উহুদের প্রান্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করেন। তিনি তাঁর আত্মীয়দেরকে বলে যান যে, যদি আমি এই যুদ্ধে নিহত হই, তবে আমার সম্পদ মুহাম্মাদ ﷺ লাভ করবেন। তিনি এই সম্পদ আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে যেভাবে চান ব্যবহার করবেন। তিনি উহুদের মাঠে

[২৪৭]. যোহন ১১/৪৯-৫৭, ১৮/১-২৪।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

যুদ্ধ করতে করতে নিহত হন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মুখাইরিক শ্রেষ্ঠ ইয়াহুদি। তিনি তাঁর সম্পদ গ্রহণ করেন। মদীনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যে সকল জনকল্যাণমূলক ওয়াকফ ছিল তার অধিকাংশই ছিল মুখাইরিকের সম্পদ।[২৪৮]

আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ [ইয়াহুদিদের মিদরাস (Midrash)] গৃহে[২৪৯] গমন করে বলেন, আপনাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অভিজ্ঞ ও জ্ঞানী ব্যক্তিকে আমার নিকট পাঠান। তারা বলেন, আব্দুল্লাহ ইবন সোরিয়াই এরূপ ব্যক্তি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে নিয়ে একত্রে বসে বলেন, আপনার ধর্মের কথা চিন্তা করে এবং আপনাদেরকে আল্লাহ যে মান্ন ও সালওয়া প্রদান করেছেন এবং প্রান্তরে ছায়া দিয়েছেন সেই নিয়ামতের কথা চিন্তা করে বলুন, আপনি কি জানেন যে আমি আল্লাহর রাসূল? আব্দুল্লাহ ইবন সোরিয়া বলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই তা জানি। আমি যা বুঝেছি আমার সম্প্রদায়ের মানুষেরাও তা বোঝেন। আপনার বর্ণনা ও গুণাবালি তোরাহের মধ্যে ব্যাখ্যাত রয়েছে। কিন্তু এরা আপনার প্রতি ঈর্ষান্বিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তাহলে আপনি কেন সত্য প্রকাশ করছেন না? আব্দুল্লাহ ইবন সোরিয়া বলেন, আমি আমার সম্প্রদায়ের সাথে বিরোধিতা করতে চাই না। আশা করছি এক সময়ে তারা আপনাকে স্বীকার করে নেবে এবং ইসলাম গ্রহণ করবে, তখন আমিও ইসলাম গ্রহণ করব।"[২৫০]

সাফিয়্যা বিনতু হুয়াই ﷺ বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় আগমন করে কুবায় অবস্থান করেন, তখন আমার পিতা (মদীনার প্রসিদ্ধ ইয়াহুদি নেতা) হুয়াই ইবন আখতাব এবং আমার চাচা আবু ইয়াসির ইবন আখতাব অতিপ্রত্যুষে তথায় গমন করেন। সূর্যাস্তের পরে তারা ক্লান্ত অবসন্ন অবস্থায় আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে বাড়িতে প্রবেশ করেন। আমি আনন্দিত চিত্তে তাঁদের কাছে দৌড়ে যাই। তাঁরা এতই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন যে, তাঁদের কেউই আমার দিকে কোনো দৃষ্টিপাত করলেন না। আমি শুনলাম যে, আমার চাচা আবু ইয়াসির আমার পিতাকে বলছেন, ইনিই কি তিনি? (অর্থাৎ ইনিই কি তোরাহের প্রতিশ্রুত ভাববাদী?) আমার পিতা বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ, ইনিই তিনি। আমার চাচা বললেন, আপনি কি ভালো করে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং নিশ্চিতরূপে চিনতে পেরেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমার চাচা বললেন, তাহলে তাঁর বিষয়ে আপনি কী করবেন বলে ভাবছেন? আমার

[২৪৮]. সীরাতে ইবন হিশাম ১/৫১৮; আবু নুআইম, দালায়িলুন নুবুওয়াত, হাদীস-৩৮। -সম্পাদক
[২৪৯]. তোরাহ ও তালমুদ বিষয়ক গবেষণা ও পড়াশোনার জন্য নির্ধারিত স্থান।
[২৫০]. সুয়ুতি, আল খাসায়িসুল কুবরা ১/২৯; ইবন কাসীর, আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ২/৩৯৫-৩৯৬। -সম্পাদক

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

পিতা উত্তর দেন, আল্লাহর শপথ, যতদিন জীবিত থাকব তাঁর বিরোধিতা করে যাব।[২৫১]

উপরের দশটি বিষয় প্রমাণ করে যে, দ্বিতীয় বিবরণের ১৮ অধ্যায়ে মুহাম্মাদ ﷺ-এর আগমনেরই সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে এবং তিনিই সেই প্রতিশ্রুত ভাববাদী।

এখানে কেউ বলতে পারেন যে, 'ইস্রায়েল সন্তানগণের ভ্রাতৃগণ' বলতে শুধু ইসমাঈল সন্তানগণকেই বোঝানো হবে এমন তো নয়। বরং ইসমাঈল সন্তানগণ ছাড়াও এষৌয়ের[২৫২] বংশধর এবং অব্রাহামের অন্য স্ত্রী কটুরার পুত্রদের বংশধরগণও 'ইস্রায়েল সন্তানগণের ভ্রাতৃগণ' বলে গণ্য (কাজেই এই প্রতিশ্রুত ভাববাদী তো এদের মধ্য থেকেও আসতে পারেন)।

এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য যে, হ্যাঁ, তারাও 'ইস্রায়েল সন্তানগণের ভ্রাতৃ গণ' বলে গণ্য। তবে তাদের মধ্য থেকে এ সকল বৈশিষ্ট্যসহ কোনো ভাববাদী আবির্ভূত হননি। এছাড়া ইশ্মায়েলের বংশধরদের জন্য আল্লাহ যেভাবে কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাদের জন্য সেরূপ কোনো প্রতিশ্রুতি দেননি। পক্ষান্তরে ইশ্মায়েলের বংশধরদেরকে মহামর্যাদা দানের বিষয়ে হাগার (Hagar)[২৫৩] এবং অবরাহামকে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।[২৫৪]

এছাড়া ইসহাক যাকোবকে যে আশীর্বাদ করেন এবং এরপর এষৌকে যে আশীর্বাদ করেন তা থেকে জানা যায় যে, এষৌয়ের বংশধরদের মধ্যে এই প্রতিশ্রুত ভাববাদীর আগমন সম্ভব নয়। আদিপুস্তকের ২৭ অধ্যায়ে তা উল্লেখ করা হয়েছে।[২৫৫]

---

[২৫১]. আবু নুআইম, দালায়িলুন নুবুওয়াত, হাদীস-৩৭; সুয়ূতি, আল খাসায়িলুল কুবরা ১/৩১৫। -সম্পাদক

[২৫২]. ইসহাকের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং যাকোব বা ইস্রায়েল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

[২৫৩]. বিবি হাজেরা

[২৫৪]. আদিপুস্তকের ১৭ অধ্যায়ের ২০ আয়াতে ঈশ্বর অবরাহামকে বলেন, "আর ইশ্মায়েলের বিষয়েও তোমার প্রার্থনা শুনিলাম; দেখ, আমি তাহাকে আশীর্বাদ করিলাম, এবং তাহাকে ফলবান করিয়া তাহার অতিশয় বংশবৃদ্ধি করিব; তাহা হইতে দ্বাদশ রাজা উৎপন্ন হইবে, ও আমি তাহাকে বড় জাতি করিব (I will make him a great nation)।"

[২৫৫]. বাইবেল থেকে জানা যায় যে, ঈশ্বরকে প্রতারণা করা ও ধোঁকা দেওয়া খুবই সহজ! শেষ বয়সে ইসহাক অন্ধ হয়ে যান। তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র এষৌকে বলেন, আমাকে প্রান্তর থেকে মৃগ শিকার করে সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করে খাওয়াও, যেন আমার প্রাণ তোমাকে আশীর্বাদ করে। এষৌ প্রান্তরে গমন করলে ছোট ভাই যাকোব বড় ভাইয়ের পোশাক পরে, নিজেকে এষৌ বলে দাবি করে পিতার নিকট আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। পিতা বারংবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন যে সেই এষৌ কিনা। বারংবার নিশ্চয়তা প্রদানের পরে পিতা তাঁকে আশীর্বাদ করেন। তিনি মূলত এষৌকেই আশীর্বাদ করেন। এরপর প্রকাশ পায় যে, সবই ছিল প্রবঞ্চনা ও ধোঁকা। কিন্তু ঈশ্বর এই ধোঁকায় প্রবঞ্চিত হয়ে প্রবঞ্চক যাকোবকেই দুধ, মধু ও সকল কর্তৃত্ব দিতে বাধ্য হন! আর সহজ, সরল, সত্যবাদী ও পিতার নির্দেশ যথাযথ পালনকারী এষৌয়ের ভাগ্যে জোটে সকল

AS-SUNNAH TRUST

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণ এখানে দুটি আপত্তি উত্থাপন করেন। মীযানুল হক পুস্তকের প্রণেতা ড. ফানডার "হাল্লুল ইশকাল ফী জাওয়াবিল ইসতিফসার" (ইসতিফসার পুস্তকের উত্তরে সমস্যার সমাধান) নামক পুস্তকে আপত্তি দুটি উল্লেখ করেছেন।

প্রথম আপত্তি: দ্বিতীয় বিবরণের ১৮ অধ্যায়ের ১৫ আয়াতে মোশি বলেছেন, "তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার মধ্য হইতে, তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে, তোমার জন্য আমার সদৃশ এক ভাববাদী (a Prophet from the midst of thee, of thy brethren) উৎপন্ন করিবেন...।" এখানে 'তোমার মধ্য হইতে' কথাটি দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, এই প্রতিশ্রুত ভাববাদী ইস্রায়েল সন্তানগণের মধ্য থেকে আবির্ভূত হবেন, ইশ্মায়েল সন্তানগণের মধ্য থেকে নয়।

দ্বিতীয় আপত্তি: স্বয়ং যিশু নিজেই এই ভবিষ্যদ্বাণীটি তাঁর বিষয়ে কথিত বলে দাবি করেছেন। যোহনলিখিত সুসমাচারের ৫ অধ্যায়ের ৪৬ আয়াতে তিনি বলেন, "কেননা আমার[২৫৬] বিষয়ে তিনি (মোশি) লিখিয়াছেন (for he wrote of me)।"

উপর্যুক্ত আপত্তিদ্বয়ের বিষয়ে আমার বক্তব্য নিম্নরূপ:

প্রথম আপত্তির উত্তর

ফারসি ও উর্দু অনুবাদে উপর্যুক্ত আয়াতটি নিম্নরূপ, "তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার মধ্য হইতে, তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে, তোমার জন্য আমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিবেন, তাঁহারই কথায় তোমরা কর্ণপাত করিবে।" আর এই বক্তব্য মূলত আমাদের বক্তব্যের বিরোধী নয়।[২৫৭] কারণ মুহাম্মাদ ﷺ মদীনায় আগমন করেন এবং সেখানেই তাঁর প্রতিশ্রুত অবস্থা

অভিশাপ। আর ঈশ্বর সদাপ্রভু সেই অভিশাপ বাস্তবায়ন করতে বাধ্য হলেন!!! যাইহোক যাকোবের জন্য ইসহাক আশীর্বাদ করেন, "তুমি আপন জ্ঞাতিদের কর্তা হও, তোমার মাতৃ পুত্রেরা তোমার কাছে প্রণিপাত করুক।" আর এষৌকে তিনি আশীর্বাদ করে বলেন, "তুমি খড়্গজীবী এবং আপন ভ্রাতার দাস হইবে"। এ থেকে বোঝা যায় যে, এষৌয়ের বংশে কোনো মহান ভাববাদী জন্ম নিতে পারেন না।

[২৫৬]. বাংলা বাইবেলে 'আমারই' বলা হয়েছে। আরবি ও ইংরেজি পাঠ থেকে তা বোঝা যায় না।

[২৫৭]. 'তোমার মধ্য হইতে, তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে' বক্তব্যটির দুটি অংশ বাহ্যত পরস্পর বিরোধী। হয় একটি বাক্যাংশ পরবর্তী কালে সংযোজিত, অথবা দুটির একটি রূপক। পরবর্তী কালে সংযোজিত হলে প্রথম বাক্যাংশটিই 'তোমার মধ্য হইতে' সংযোজিত বলে গণ্য হবে, কারণ পরবর্তী ১৮ আয়াতে ঈশ্বরের নিজের ভাষায় যে বক্তব্য রয়েছে তাতে একথাটুকু নেই। আর যদি দুটি বাক্যাংশই সঠিক বলে গণ্য হয় তবে একটি রূপক বা প্রশস্ত অর্থে গ্রহণ করতে হবে। সে ক্ষেত্রেও প্রথম বাক্যাংশটিই রূপক বলে গণ্য হবে। কারণ পরবর্তী আয়াতে এই কথাটুকু নেই এবং ব্যাকারণ ও ভাষার দিক থেকে পরবর্তী শব্দ বা বাক্যাংশই মূল বলে গণ্য করা হয়। গ্রন্থকার তা ব্যাখ্যা করেছেন।

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

পূর্ণতা লাভ করে। মদীনার মধ্যে ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ইয়াহুদিগণ বসবাস করতেন। খাইবার, বনু কাইনুকা, বনু নাযীর ও অন্যান্য ইয়াহুদি গোত্র তথায় বসবাস করতেন। তাদের অভ্যন্তরে বা তাদের মধ্যেই রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতিষ্ঠিত হন। এভাবে তিনি একদিকে ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে আবির্ভূত হলেন এবং অন্যদিকে ইস্রায়েল সন্তানদের ভ্রাতৃগণের মধ্য থেকে আবির্ভূত হলেন। এছাড়া ভ্রাতৃগণের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অর্থই নিজেদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া।

সর্বোপরি 'তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে' কথাটি ব্যাকরণের পরিভাষায় 'তোমার মধ্য হইতে' কথাটির আংশিক বা সংশোধন মূলক প্রতিকল্প বাক্যাংশ। আরবি ব্যাকারণবিদগণের মধ্য থেকে ইবনুল হাজিব ও তার অনুসারীগণের মতানুসারে একে 'বদল ইশতিমাল' বা 'আংশিক পরিবর্তন' বলে গণ্য করা যায়। আর ইবন মালিকের মতানুসারে একে 'বদল ইদরাব' বা 'সংশোধনমূলক পরিবর্তন' বলে গণ্য করা যায়। আর উভয় ক্ষেত্রেই প্রথম শব্দ বা বাক্যাংশটি বক্তার উদ্দেশ্য বহির্ভূত বলে গণ্য।

আর প্রথম বাক্যাংশটুকু 'তোমার মধ্য হইতে' যে বক্তার উদ্দেশ্য বহির্ভূত তার প্রমাণ এই যে, মোশি পরবর্তী ১৮ আয়াতে যখন এই প্রতিশ্রুতি ঈশ্বরের ভাষায় পুনরাবৃত্তি করেন তখন সেখানে এই কথাটুকু উল্লেখ করেননি। অনুরূপভাবে যিশুর প্রেরিত শিষ্য পিতর এই প্রতিশ্রুতি উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু তার উদ্ধৃতির মধ্যে 'তোমার মধ্য হইতে' কথাটুকু উল্লেখ করেননি।[২৫৮] ইতোপূর্বে ৭ম বিষয়ে পাঠক পিতরের উদ্ধৃতি পাঠ করেছেন। আবার স্তিফানও (Stephen) এই প্রতিশ্রুতি উদ্ধৃত করেছেন।[২৫৯] তার উদ্ধৃতিতেও এই কথাটুকু নেই। প্রেরিতদের কার্যবিবরণের ৭ম অধ্যায়ে তা রয়েছে। তাঁর বক্তব্য নিম্নরূপ, "ইনি সেই মোশি, যিনি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে এই কথা বলিয়াছিলেন, ঈশ্বর তোমাদের জন্য তোমাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে আমার সদৃশ একজন ভাববাদীকে উৎপন্ন করিবেন; যাহার কথা তোমরা শ্রবণ করিবে।"[২৬০]

এ সকল স্থানে 'তোমার মধ্য হইতে' কথাটুকুর অনুপস্থিতি প্রমাণ করে যে, এই কথাটুকু বক্তার উদ্দেশ্যের বহির্ভূত এবং 'তোমাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে' কথাটুকুই মূল উদ্দেশ্য।

[২৫৮]. দেখুন: প্রেরিত ৩/২২।

[২৫৯]. দেখুন: প্রেরিত ৭/৩৭।

[২৬০]. 'যাহার কথা তোমরা শ্রবণ করিবে (him shall ye hear)' এই কথাটুকু ইংরেজি বাইবেলে (AV/KJV), গ্রন্থকার প্রদত্ত আরবি পাঠে ও এবং ১৯৯২ সালে মুদ্রিত আরবি বাইবেলে বিদ্যমান। কিন্তু বাংলা বাইবেলে ও ইংরেজি 'revised standard version'-এ কথাগুলো নেই। এভাবে আমরা বুঝতে পারি যে, বাইবেল লেখকগণ ও অনুবাদকগণ ইচ্ছামতো কিছু শব্দ ও বাক্য বৃদ্ধি করেন এবং ইচ্ছা হলে তা আবার ফেলে দেন।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

'আল-ইসতিফসার' গ্রন্থের লেখক বলেছেন, "তোমার মধ্য হইতে' কথাটুকু পরবর্তীকালে সংযোজিত বিকৃতি মাত্র। তিনটি বিষয় তা প্রমাণ করে:[২৬১]

প্রথমত: এই বক্তব্যের স্থলে ইস্রায়েল সন্তানদের সকল বংশই উপস্থিত ছিলেন। এমন নয় যে, কোনো কোনো বংশ উপস্থিত ছিল এবং অন্যান্য বংশ অনুপস্থিত ছিল। ফলে 'তোমার মধ্য হইতে' কথা দ্বারা ইস্রায়েলের সকল বংশকেই বোঝানো হয়েছে। এরপর 'তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে' কথাটির কোনো অর্থই থাকে না। কথাটি অর্থহীন সংযোজনে পরিণত হয়। কিন্তু পরের আয়াতে 'তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে' কথ াটিই এসেছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, এই কথাটিই মূল এবং 'তোমার মধ্য হইতে' কথাটুকু পরবর্তীকালে সংযোজন করে মূল পাঠকে বিকৃত করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: মোশি যখন ঈশ্বরের জবানিতে বক্তব্যটি উদ্ধৃত করেছেন তখন 'তোমার মধ্য হইতে' কথাটুকু বলেননি। আর মোশির কথা তো ঈশ্বরের বক্তব্যের বিপরীত হতে পারে না।

তৃতীয়ত: প্রেরিতগণ যখন এই বক্তব্যটি উদ্ধৃত করেছেন তখন 'তোমার মধ্য হইতে' কথাটুকু উদ্ধৃত করেননি।

আপনারা হয়ত বলবেন যে, বিকৃতিকারী যখন ভবিষ্যদ্বাণীটি বিকৃত করলেন, তখন পুরো বক্তব্যটিই বিকৃত করলেন না কেন? এক্ষেত্রে আমি বলব যে, বিচারালয়গুলোতে আমরা দেখতে পাই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিকৃত প্রমাণাদি ধরা পড়ে এক প্রমাণের সাথে অন্য প্রমাণ বা এক স্থানের সাথে অন্য স্থানের অসঙ্গতি প্রকাশ পাওয়ার মাধ্যমে। মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারীগণের কোনো কোনো বক্তব্য তাদের মিথ্যা প্রকাশ করে দেয়। আল্লাহর নিয়ম যে, তিনি প্রবঞ্চক ও বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র সফল করেন না। ধর্মের বিশ্বস্ততা বিনষ্টকারীর বিকৃতি তিনি ধরিয়ে দেন। এই নিয়ম অনুসারে প্রবঞ্চক বা বিশ্বাসঘাতক থেকে এমন কিছু কথা বা কর্ম ঘটে যায় যার মাধ্যমে তার বিকৃতি ও প্রবঞ্চনা প্রকাশ পেয়ে যায়। তবে কোনো ধর্মের সকলেই তো আর প্রবঞ্চক বা বিশ্বাসঘাতক নন। এজন্য যে সকল বিশ্বাসঘাতক পুরাতন ও নতুন নিয়মের পুস্তকাবলি বিকৃত করতেন, তারা ধার্মিক ও সৎমানুষদের দিকে লক্ষ্য রাখতেন। এজন্য তারা সবকিছু বিকৃত

[২৬১]. 'তোমার মধ্য হইতে' কথাটি যে পরবর্তী কালে অতিরিক্ত সংযোজন করা হয়েছে তার আরেকটি প্রমাণ এই যে, শমরীয় তোরাহের এই আয়াতটির মধ্যে 'তোমার মধ্য হইতে' কথাটুকু নেই। শমরীয় আয়াতের পাঠ নিম্নরূপ, "তোমার সকল ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে আমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিবেন, তাঁহারই কথায় তোমরা কর্ণপাত করিবে।"

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

করেননি।" আল-ইসতিফসার গ্রন্থের বক্তব্য এখানেই শেষ।

সপ্তম বিষয়ের আলোচনায় পাঠক দেখেছেন যে, বাইবেলের বক্তব্যের মধ্যে অনুবাদ, ব্যাখ্যা ইত্যাদি সংযোজন ও বিয়োজন ইয়াহুদি-খ্রিস্টান পণ্ডিতগণের চিরাচরিত ও সুপরিচিত অভ্যাস। এই অভ্যাসের আলোকে আল-ইসতিফসার গ্রন্থের এই মতটিই জোরালো বলে বোঝা যায়।

দ্বিতীয় আপত্তির উত্তর

এ বিষয়ে যিশুর বক্তব্য নিম্নরূপ, "কারণ যদি তোমরা মোশিকে বিশ্বাস করিতে, তবে আমাকেও বিশ্বাস করিতে, কেননা আমার বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন (For had ye believed Moses, ye would have believed me: for he wrote of me)"। এখানে কোনোরূপ উল্লেখ নেই যে, মোশি অমুক স্থানে (বা অমুক কথা) আমার বিষয়ে লিখেছেন। বরং এখানে তিনি শুধু বলেছেন যে, মোশি তাঁর বিষয়ে কিছু লিখেছেন। যদি তোরাহের কোনো এক স্থানে তাঁর বিষয়ে কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় তবে তাই যথেষ্ট। আর আমরা তো একথা স্বীকার করি যে, যিশুর বিষয়ে তোরাহের মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে। তৃতীয় ভবিষ্যদ্বাণীর আলোচনায় পাঠক তা জানতে পারবেন। কিন্তু আমরা কখনোই স্বীকার করি না যে, যিশুর এই কথাটি দ্বারা তিনি দ্বিতীয় বিবরণের উপর্যুক্ত ভবিষ্যদ্বাণীটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কারণ উপরের দশটি বিষয় প্রমাণ করে যে, কথাটি যিশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, বরং তা মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিষয়েই বলা হয়েছে।

এই আপত্তি উত্থাপনকারী ড. ফানডার তার 'মীযানুল হক' পুস্তকের ২য় অধ্যায়ের ৩য় পরিচ্ছেদে দাবি করেছেন যে, আদিপুস্তকের তৃতীয় অধ্যায়ের ১৫ আয়াতটি যিশুর প্রতি ইঙ্গিত করে।[২৬২] আর যিশুর উপর্যুক্ত বক্তব্য 'তিনি আমার বিষয়ে লিখিয়াছেন' একথার সত্যতা প্রমাণের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। হ্যাঁ, যদি যিশু বলতেন যে, মোশি তাঁর পাঁচ পুস্তকের কোনো পুস্তকেই আমার বিষয়ে ছাড়া অন্য কোনো ভাববাদীর বিষয়ে কিছুই লিখেননি বা কোনো ইঙ্গিত করেননি তবে হয়ত কেউ দাবি করতে পারতেন যে, উপর্যুক্ত ভবিষ্যদ্বাণীটিও তাঁর বিষয়েই বলা হয়েছে।

মুহাম্মাদ ﷺ বিষয়ক দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণী

দ্বিতীয় বিবরণের ৩২ অধ্যায়ের ২১ আয়াত নিম্নরূপ, "উহারা অনীশ্বর দ্বারা (with that which is not God) আমার অন্তর্জ্বালা জন্মাইল, স্ব স্ব

[২৬২]. আর আমি তোমাতে ও নারীতে, এবং তোমার বংশে ও তাহার বংশে পরস্পর শত্রুতা জন্মাইব; সে তোমার মস্তক চূর্ণ করিবে, এবং তুমি তাহার পাদমূল চূর্ণ করিবে।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

অসার বস্তু (অসার উপাস্য: idols)[২৬৩] দ্বারা আমাকে অসন্তুষ্ট করিল; আমিও নজাতি দ্বারা (with those which are not a people) উহাদের অন্তর্জ্বালা জন্মাইব, মূঢ় জাতি (a foolish nation) দ্বারা উহাদিগকে অসন্তুষ্ট করিব।"

এখানে মূঢ় (আরবি বাইবেলে: জাহিল) জাতি বলতে আরবদেরকে বোঝানো হয়েছে। কারণ তারা ছিল মূঢ়তা, মূর্খতা, ও বিভ্রান্তির চূড়ান্ত পর্যায়ে। তাদের নিকট কোনো জ্ঞান-বিজ্ঞান ছিল না। ধর্মীয় জ্ঞান বা বুদ্ধিবৃত্তিক দর্শন-বিজ্ঞান কিছুই তাদের ছিল না। তারা মূর্তি বা জড়-পূজা ছাড়া কিছুই জানত না। দাসী হাগারের (হাজেরার) পুত্র ইশ্মাইলের বংশধর হওয়ার কারণে ইয়াহুদিগণ তাদেরকে ঘৃণা করত।

তাহলে এই আয়াতের অর্থ, ইস্রায়েলীয়গণ তাদের স্ব স্ব অসার দেবদেবীর পূজা-অর্চনা করে আমাকে অসন্তুষ্ট করে। এজন্য তাদেরই নিকট ঘৃণিত একটি মূর্খ ও মূঢ় জাতির দ্বারা আমি তাদেরকে অসন্তুষ্ট করব।[২৬৪] তিনি তাঁর এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন। তিনি ইয়াহুদিগণ কর্তৃক ঘৃণিত এই মূঢ় জাতির মধ্যে মুহাম্মাদ ﷺ-কে প্রেরণ করেন। তাঁর মাধ্যমে তিনি তাদেরকে সত্য পথের নির্দেশনা দান করেন। এ বিষয়ে কুরআনের সূরা জুমুআর মধ্যে আল্লাহ বলেন:

﴿هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْأُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلَالٍ مُبِيْنٍ﴾

"তিনিই উম্মিদের (নিরক্ষরদের) মধ্যে তাদের একজনকে পাঠিয়েছেন রাসূলরূপে, যিন তাদের নিকট আবৃত্তি করেন তাঁর আয়াত, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে শিক্ষা দেন গ্রন্থ ও প্রজ্ঞা, যদিও ইতোপূর্বে তারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তির মধ্যে।"[২৬৫]

---

[২৬৩]. ইংরেজি কিং জেমস ভার্শন বা অথরাইজড ভার্শনে 'with their vanities' এবং রিভাইজড স্টান্ডার্ড ভার্শনে 'with their idols' লেখা হয়েছে। আরবি বাইবেলে 'তাদের অসার উপাস্যগণ দ্বারা' লেখা হয়েছে।

[২৬৪]. এখানে অন্য একটি বিষয় লক্ষণীয়। ইয়াহুদিগণ একত্ববাদ বিনষ্ট করে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে। এর বিপরীতে একটি মূঢ় জাতিকে প্রকৃত ও সত্য একত্ববাদ প্রদান করে তাদের মাধ্যমে আল্লাহ ইস্রায়েলীয়গণকে অসন্তুষ্ট করেন। আর এজন্যই মুসলিমদের প্রতি ইয়াহুদিদের অন্তজ্বালা ও অসন্তুষ্টি চিরন্তন। তাত্ত্বিকভাবে তারা স্বীকার করতে বাধ্য যে, খ্রিস্টান ধর্ম, হিন্দু ধর্ম ইত্যাদি অত্যন্ত বিকৃত, ঘৃণ্য ও ঈশ্বরের অবমাননাকর বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। পক্ষান্তরে ইসলামি একত্ববাদ, মূর্তিপূজার বিরোধিতা, ইবাদত-বন্দেগি, শুচিতা-অশুচিতা ইত্যাদি সবই বিশুদ্ধ একত্ববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ও ইয়াহুদি ধর্ম-ব্যবস্থার কাছাকাছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মুসলিমদের প্রতি তাদের অসন্তুষ্টি এতই বেশি ও চিরস্থায়ী যে, এদের ধ্বংস করার জন্য তারা যে কোনো অপবিত্র, মূর্তিপূজক ও বহু-ঈশ্বরবাদী জাতির সাথে সকল প্রকার সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।

[২৬৫]. সূরা: (৬২) জুমুআ ২ আয়াত।

AS SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

এখানে 'মূঢ় জাতি' বলতে কখনোই গ্রিক জাতি হতে পারে না। খ্রিস্টানদের পবিত্রপুরুষ সাধু পৌলের কথা থেকে এরূপ মনে হতে পারে যে, 'মূঢ় জাতি' বলতে হয়ত গ্রিক জাতিকেই বোঝানো হয়েছে।[২৬৬] কিন্তু এই দাবি একেবারেই ভিত্তিহীন।[২৬৭] কারণ যিশুর আগমনের তিন শতাধিক বছর পূর্ব থেকে গ্রিকগণ জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন ও শিল্পে সমগ্র বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন।

যিশুর আগমনের পূর্বেই এদের মধ্যে সক্রেটিস (Socrates), হিপোক্রাটিস (Hippocrates), পিথাগোরাস (Pythagoras), প্লেটো (plato), এরিস্টটল (Aristotle/Aristoteles), আর্কিমিডিস (Archimedes), ব্যালিনাস, ইউক্লিড (Euclid/ Eukleides), গ্যালেন (Galen/Galenos/Galenus) ও অন্যান্য জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও পণ্ডিত আবির্ভূত হন, যারা ধর্ম, দর্শন, চিকিৎসা ও জ্ঞানের অন্যান্য শাখায় বিশ্ববরেণ্য ছিলেন। যিশুর যুগে গ্রিক-রোমানগণ জ্ঞানবিজ্ঞানের শীর্ষে ছিলেন। এমনকি তারা তোরাহ ও পুরাতন নিয়মের অন্যান্য পুস্তকের শিক্ষা, নির্দেশ, কাহিনী, ইতিহাস ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। বাইবেলের পুরাতন নিয়মের গ্রিক অনুবাদ সেপ্টুয়াজিন্ট (the Septuagint: LXX) বা 'সত্তরের' অনুবাদটি যিশুর আবির্ভাবের ২৮৬ বছর পূর্বে প্রকাশিত হয়। এই অনুবাদের মাধ্যমেই গ্রিকগণ বাইবেলের জ্ঞান অর্জন করে। তবে তারা মোশির ধর্ম বা ব্যবস্থার অনুসারী ছিলেন না। তারা সর্বদা জ্ঞানের চর্চা ও অনুসন্ধান করতেন। এজন্য খ্রিস্টানগণের মহাপুরুষ সাধু পৌল করিন্থীয়দের প্রতি প্রেরিত প্রথম পত্রের ১ম অধ্যায়ে বলেছেন, "২২ কেননা যিহুদিরা চিহ্ন চায় এবং গ্রিকেরা জ্ঞানের অন্বেষণ করে (the Jews require a sign, and

[২৬৬]. পৌল রোমীয়দের প্রতি তার পত্রে এই ভবিষ্যদ্বাণীটি উল্লেখ করে গ্রিকদেরকে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের উৎসাহ দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, ঈশ্বরের কাছে ইয়াহুদি ও গ্রিকদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এ থেকে মনে হতে পারে যে, তিনি গ্রিকদেরকে এই মূঢ় জাতি বলে বোঝাতে চেয়েছেন। দেখুন প্রেরিত ১০/১২-১৯।

[২৬৭]. যে সকল জাতি দ্বারা ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়গণকে অসন্তুষ্ট করেছেন তাদের অন্যতম ব্যাবিলনীয় জাতি, গ্রিক-রোমান জাতি ও আরব জাতি। এদের মধ্যে আরবগণই ছিল মূঢ় বা জাহিল হিসেবে সুপ্রসিদ্ধ। অন্যান্যরা শিক্ষা, সভ্যতা ও জ্ঞান-দর্শনে ইস্রায়েলীগণের সমপর্যায়ের বা তার চেয়েও অধিক উন্নত ছিল। বাইবেলের এই আয়াতের ব্যাখ্যা ছাড়া অন্য কোথাও কোনো ইউরোপীয় গবেষক, পণ্ডিত বা পাদরি স্বীকার করবেন না যে, ব্যাবিলনীয়গণ বা গ্রিকগণ মূর্খ জাতি বা তারা আরবগণ বা ইয়াহুদিগণের তুলনায় মূর্খ ছিল। এছাড়া আমরা দেখেছি যে, অসন্তুষ্টির মূল বিষয়- অসার দেবদেবীর উপাসনা বনাম প্রকৃত একত্ববাদ লাভ। এদিক থেকে আরবগণ ছাড়া অন্য কোনো জাতি তাদেরকে অসন্তুষ্ট করেনি। সর্বোপরি এরূপ চিরন্তন অসন্তুষ্টি আর কোনো জাতির প্রতি তাদের নেই। খ্রিস্টানগণ দীর্ঘদিন তাদেরকে অসন্তুষ্ট করেন বটে, তবে খ্রিস্টানগণ তো ইস্রায়েলীয়দেরই অন্তর্ভুক্ত, তাদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত। কাজেই তাদেরকে ভিন্ন জাতি বা মূঢ় জাতি বলে গণ্য করার কোনো উপায় নেই।

AS-SUNNAH TRUST

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

the Greeks seek after wisdom) ২৩ কিন্তু আমরা ক্রুশে হত খ্রিস্টকে প্রচার করি; তিনি যিহুদিদের কাছে বিঘ্ন ও পরজাতিদের কাছে মূর্খতাস্বরূপ।"

কাজেই মূঢ় জাতি বা মূর্খ জাতির অর্থ কখনোই গ্রিক জাতি হতে পারে না। কাজেই রেমীয়দের প্রতি প্রেরিত পত্রে সাধু পৌলের বক্তব্য হয় ব্যাখ্যা করতে হবে অথবা বাতিল বলে গণ্য করতে হবে। ইতোপূর্বে অষ্টম বিষয়ের আলোচনা থেকে পাঠক জেনেছেন যে, আমাদের নিকট সাধু পৌলের বক্তব্যের কোনো মূল্যই নেই।

মুহাম্মাদ ﷺ বিষয়ক তৃতীয় ভবিষ্যদ্বাণী

দ্বিতীয় বিবরণের ৩৩ অধ্যায়ের অনুবাদে ১৮৪৪ সালে প্রকাশিত আরবি বাইবেলে[২৬৮] বলা হয়েছে, "সদাপ্রভু সিনয় হইতে আসিলেন, সেয়ীর হইতে তাহাদের প্রতি উদিত হইলেন; পারণ পর্বত হইতে আপন তেজ প্রকাশ করিলেন, অযুত অযুত পবিত্রের সহিত (নিকট হইতে)[২৬৯] আসিলেন; তাহাদের জন্য তাঁহার দক্ষিণ হস্তে অগ্নিময় ব্যবস্থা ছিল। (The LORD came from Sinai, and rose up from Seir unto them; he shined forth from mount Paran, and he came with ten thousands of saints: from his right hand went a fiery law for them)"।[২৭০]

এখানে 'সিনয় হইতে সদাপ্রভুর আগমনে'র অর্থ মোশিকে তোরাহ প্রদান করা এবং 'সেয়ীর হইতে উদিত হওয়া'র অর্থ যিশুকে সুসমাচার বা ইনজীল প্রদান করা। আর পারণ পর্বত হইতে আপন তেজ প্রকাশ করার অর্থ মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর কুরআন অবতীর্ণ করা। কারণ 'পারণ পর্বত' মক্কার একটি পর্বত।

আদিপুস্তকের ২১ অধ্যায়ে ইশ্মায়েলের অবস্থা বর্ণনায় বলা হয়েছে, "২০ পরে ঈশ্বর বালকটির সহবর্তী হইলেন, আর সে বড় হইয়া উঠিল, এবং প্রান্তরে থাকিয়া ধনুর্ধর হইল। ২১ সে পারণ প্রান্তরে বসতি করিল (he dwelt in the wilderness of Paran)। আর তাহার মাতা তাহার বিবাহার্থে মিসর দেশ হইতে এক কন্যা আনিল।"

নিঃসন্দেহে ইশ্মায়েলের অবস্থান মক্কায় ছিল (যদ্বারা জানা যায় যে, পারণ প্রান্তর বলতে মক্কাকেই বোঝানো হয়েছে এবং পারণ মক্কার একটি

[২৬৮]. এখানে বাংলা বাইবেলের অনুবাদ উল্লেখ করেছি এবং ইংরেজি অথোরাইজড ভার্শনের ইংরেজি অনুবাদ উল্লেখ করেছি।

[২৬৯]. বাংলা বাইবেলে 'নিকট হইতে' লেখা হয়েছে। তবে ইংরেজি অথোরাইজড ভার্শনের ভাষ্য অনুসারে 'সহিত' হওয়া বাঞ্ছনীয়।

[২৭০]. দ্বিতীয় বিরণ ৩৩/২।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

পর্বতের নাম)।[২৭১]

এই আয়াতের অর্থ এই নয় যে, অগ্নি যখন সিনয়ে প্রকাশ পেয়েছিল, তখনই সেয়ীর ও পারণ পর্বতেও প্রকাশ পেয়েছিল এবং এভাবে এই তিন স্থানে একই সময়ে অগ্নি প্রকাশিত বা প্রসারিত হয়েছিল। কারণ যদি আল্লাহ কোথাও অগ্নি সৃষ্টি করেন, তবে বলা হয় না যে, আল্লাহ তথা হইতে আসিলেন। বরং 'আল্লাহর আগমন' বা প্রকাশের অর্থ তথায় ওহি বা প্রত্যাদেশ প্রকাশ পেয়েছে, অথবা তথায় কোনো শাস্তি অবতীর্ণ হয়েছে অথ বা অনুরূপ কোনো 'ঐশ্বরিক প্রতাপ' প্রকাশিত হয়েছে। ইয়াহুদি-খ্রিস্টানগণ স্বীকার করেন যে, সিনয়ে মোশির উপর ওহি বা প্রত্যাদেশ আগমন করেছিল। তাহলে সেয়ীর ও পারণেও এরূপ কিছু অবশ্যই হতে হবে।[২৭২]

মুহাম্মাদ ﷺ বিষয়ক চতুর্থ ভবিষ্যদ্বাণী

আদিপুস্তকের ১৭ অধ্যায়ের ২০ আয়াতে ঈশ্বর অবরাহামকে ইশ্মায়েলের বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ১৮৪৪ সালে প্রকাশিত আরবি অনুবাদে আয়াতটি নিম্নরূপ, "আর ইশ্মায়েলের বিষয়েও তোমার প্রার্থনা গ্রহণ করিলাম (শুনিলাম); দেখ, আমি তাহাকে আশীর্বাদ করিলাম, এবং তাহাকে ফলবান করিয়া তাহার অতিশয় বংশবৃদ্ধি করিব; তাহা হইতে দ্বাদশ রাজা উৎপন্ন হইবে, ও আমি তাহাকে বড় জাতির জন্য বানাইব (বড় জাতি করিব) (And as for Ishmael, I have heard thee: Behold, I have blessed him, and will make him fruitful, and will multiply him exceedingly; twelve princes shall he beget, and I will make him a great nation)"।

এখানে 'আমি তাহাকে একটি বড় জাতির জন্য বানাইব (আরবি অনুবাদ অনুসারে) বা আমি তাকে একটি বড় জাতি করিব (I will make him a great nation)' বলতে মুহাম্মাদ ﷺ-এর আগমনের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। কারণ ইশ্মায়েলের বংশে তিনি ছাড়া আর কোনো ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেনি যিনি এই জাতিকে বড় জাতি (great nation) করেছেন।

[২৭১]. এ বিষয়ে হবক্কুক ভাববাদীর পুস্তকের ৩ অধ্যায়ের তিন আয়াতে বলা হয়েছে, "ঈশ্বর তৈমন হইতে আসিতেছেন, পারণ পর্বত হইতে পবিত্রতম আসিতেছেন। [সেলা] আকাশমণ্ডল তাঁহার প্রভায় সমাচ্ছন্ন, পৃথিবী তাঁহার প্রশংসায় পরিপূর্ণ (God came from Teman, and the Holy One from mount Paran. Selah. His glory covered the heavens, and the earth was full of his praise)"। মুহাম্মাদ অর্থই প্রশংসিত: praised।

[২৭২]. এখানে আরো দুটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমত দশ সহস্র পবিত্র ব্যক্তিসহ আগমন মোশি বা যিশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, বরং মুহাম্মাদ ﷺ-এর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি দশ সহস্র সাথিসহ মক্কায় আগমন করেন। দ্বিতীয়ত, অগ্নিময় ব্যবস্থা বা শরীআতও তিনি প্রদান করেছেন।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

ইশ্মায়েল বংশে তিনিই একমাত্র নবী যাঁর আগমনের মধ্য দিয়েই ইশ্মায়েল বংশ বড় জাতিতে পরিণত হয়। মহান আল্লাহ কুরআনে মুহাম্মাদ ﷺ-এর জন্য অবরাহাম ও ইশ্মায়েলের প্রার্থনা উদ্ধৃত করেছেন। কুরআনের ভাষায় তাঁরা বলেন:

﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

"হে আমাদের প্রতিপালক, তাদের মধ্য হতে তাদের নিকট এক রাসূল প্রেরণ করুন, যে তোমার আয়াতসমূহ তাদের নিকট আবৃত্তি করবে, তাদেরকে গ্রন্থ ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেবে এবং তাদেরকে পবিত্র করবে। তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[২৭৩]

ইমাম কুরতুবি তার পুস্তকের দ্বিতীয় অংশের প্রথম পরিচ্ছেদে বলেন, "ইয়াহুদিদের ভাষা (হিব্রু ভাষা) সম্পর্কে অভিজ্ঞ এবং তাদের ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ করেছেন এরূপ কতিপয় প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বলেছেন, ইয়াহুদিদের মধ্যে সংখ্যার একটি হিসাব প্রচলিত। প্রত্যেক বর্ণের একটি সংখ্যা রয়েছে এবং শব্দের মধ্যে ব্যবহৃত অক্ষরগুলোর সংখ্যা হিসাব করে তারা বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ করেন। এই হিসাব অনুসারে তোরাহের এই আয়াতে সংখ্যার ভাষায় দুইবার মুহাম্মাদ ﷺ-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে:

প্রথমবার: 'অতিশয়' বা অনেক অনেক (exceedingly)। হিব্রু ভাষায় শব্দটি 'বিমাদমাদ'। হিব্রু ও আরবি বর্ণমালার সংখ্যাতত্ত্ব অনুসারে এই শব্দটির সংখ্যা ৯২: বা=২, মীম=৪০, আলিফ=১, দাল=৪, দ্বিতীয় মীম=৪০, আলিফ=১, দাল=৪, মোট ৯২। মুহাম্মাদ শব্দের অক্ষরগুলোর গণনাফলও ৯২: মীম=৪০, হা=৮, মীম=৪০, দাল=৪।

দ্বিতীয়বার: 'বড় জাতি' (great nation)। হিব্রু ভাষায় এখানে বলা হয়েছে: "লুগাই গাদূল"। হিব্রু ভাষায় জীম ও সাদ নেই। এজন্য হিব্রু ভাষায় গাইনই জীমের স্থলাভিষিক্ত। হিব্রু ভাষায় লাম=৩০ ও গাইন=৩, ওয়াও=৬, ইয়া=১০, গাইন=৩, দাল=৪, ওয়াও=৬, লাম=৩০। এখানেও মোট ৯২।[২৭৪]

ইমাম কুরতুবির বক্তব্যের সারসংক্ষেপ এখানেই শেষ।

আব্দুস সালাম ছিলেন একজন ইয়াহুদি ধর্মগুরু ও পণ্ডিত। তুর্কি

[২৭৩]. সূরা: (২) বাকারা, ১২৯ আয়াত।
[২৭৪]. কুরতুবি, আল ই'লাম বিমা ফী দীনিন নাসারা মিনাল ফাসাদ, পৃ. ২৬৫। -সম্পাদক

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

সুলতান বায়েজিদ খানের[২৭৫] সময়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি 'আর-রিসালাতুল হাদিয়াহ' (পথনির্দেশক পুস্তিকা) নামে একটি ছোট্ট পুস্তিকা রচনা করেন। এই পুস্তিকায় তিনি বলেন, "ইয়াহুদি ধর্মগুরুদের অধিকাংশ দলীলপ্রমাণের ভিত্তি বর্ণমালার বর্ণগুলোর সংখ্যাতাত্ত্বিক মানের উপর। শলোমন যখন যিরূশালেমের ধর্মধাম নির্মাণ করেন তখন তারা সমবেত হয়ে বলেন, এই ধর্মধাম ৪১০ বছর বিদ্যমান থাকবে। এরপর তা বিনষ্ট হবে। হিব্রু 'বাযাত' শব্দটির অক্ষরগুলোর সংখ্যা থেকে তারা এই ভবিষ্যদ্বাণী বের করেন।

অতঃপর তিনি বলেন, 'বিমাদমাদ' শব্দ থেকে মুহাম্মাদ শব্দের ভবিষ্যদ্বাণী বের করার বিষয়ে ইয়াহুদি পণ্ডিতগণ আপত্তি উত্থাপন করে বলেন, 'বিমাদমাদ' শব্দের মধ্যে যে 'বা' অক্ষরটি বিদ্যমান, এই অক্ষরটি শব্দের মধ্যকার অক্ষর নয়, বরং অতিরিক্ত অব্যয়, যা শব্দের প্রথমে সংযুক্ত হয়েছে। এখন এই শব্দ দ্বারা 'মুহাম্মাদ' শব্দ প্রমাণ করতে হলে আরেকটি 'বা' অক্ষর এর সাথে সংযুক্ত করতে হবে। এই আপত্তির উত্তরে আমরা বলব, হিব্রু ভাষার সুপরিচিত নিয়ম যে, যদি দুটি 'বা' অক্ষর পাশাপাশি একত্রিত হয় এবং তন্মধ্যে একটি শব্দের মূল অক্ষর এবং অন্যটি অতিরিক্ত অব্যয় হয়, তবে অব্যয়টি বিলুপ্ত করতে হবে এবং শব্দের মধ্যকার 'বা' অবশিষ্ট থাকবে। এই নিয়ম তাদের ভাষায় অতি পরিচিত ও বহুল ব্যবহৃত। কাজেই এর জন্য কোনো প্রমাণ পেশের প্রয়োজন নেই।" আব্দুস সালামের বক্তব্য এখানেই শেষ।

এখানে আমি অতিরিক্ত সংযোজন করতে চাই যে, মুসলিম আলিমগণ বলেছেন, 'মাদমাদ' মুহাম্মাদ ﷺ-এর একটি নাম। ৫ম হিজরি শতকের (খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকের) প্রসিদ্ধ আলিম কাযি ইয়ায (৫৪৪হি./১১৪৯খ্রি.) তার 'আশ-শিফা' গ্রন্থে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

মুহাম্মাদ ﷺ বিষয়ক পঞ্চম ভবিষ্যদ্বাণী

আদিপুস্তকের ৪৯ অধ্যায়ের ১০ আয়াতটি ১৮২২ সালে, ১৮৩১ সালে ও ১৮৪৪ সালে প্রকাশিত আরবি অনুবাদ অনুসারে নিম্নরূপ, "যিহুদা হইতে রাজদণ্ড যাইবে না, তাহার চরণযুগলের মধ্য হইতে পরিচালনাকারী (ব্যবস্থা-প্রদানকারী)[২৭৬] যাইবে না (The sceptre shall not depart

[২৭৫]. সুলতান দ্বিতীয় বায়েজিদ (Bayezid II), ১৪৪৭ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৮১ থেকে ১৫১২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তুর্কি সাম্রাজ্যের প্রতাপশালী শাসক ছিলেন।

[২৭৬]. উইলিয়াম কেরির বাংলা বাইবেলে 'বিচারদণ্ড' লেখা হয়েছে।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

from Judah, nor a lawgiver (ruler's staff[২৭৭]) from between his feet), যে পর্যন্ত যাঁহার জন্য সব তিনি না আইসেন; জাতিগণ তাঁহারই অপেক্ষা করিবে।"

১৮১১ সালে প্রকাশিত আরবি অনুবাদে আয়াতটি নিম্নরূপ, "যিহুদা হইতে রাজদণ্ড যাইবে না, তাহার চরণযুগলের মধ্য হইতে রীতি-ব্যবস্থা যাইবে না, যে পর্যন্ত যাঁহার অধিকার আছে তিনি না আইসেন; জাতিগণ তাঁহারই কাছে সমবেত হইবে।"

এখানে 'যাহার জন্য সব' বা 'যাঁহার অধিকার আছে তিনি' কথাটি 'শিলো' (Shiloh) শব্দের অনুবাদ।[২৭৮] এই শব্দের অনুবাদে খ্রিস্টান পণ্ডিতদের মধ্যে অনেক মতভেদ রয়েছে। ইতোপূর্বে ৭ম বিষয়ের আলোচনা থেকে পাঠক সে বিষয়ে কিছু জানতে পেরেছেন।

আব্দুস সালাম তার 'আর-রিসালাতুল হাদিয়াহ' বা পথনির্দেশক পুস্তিকায় এই আয়াতটির অনুবাদ ও ব্যাখ্যায় লিখেছেন, "যিহুদা হইতে শাসক যাইবে না এবং তাহার চরণযুগলের মধ্য হইতে ব্যবস্থাপক (রীতি-প্রদানকারী) যাইবে না, যে পযন্ত যাঁহার জন্য তিনি না আইসেন, জাতিগণ তাঁহারই কাছে সমবেত হইবে।"

বাইবেলের এই আয়াতটি প্রমাণ করে যে, মোশি ও যিশুর যুগের পূর্ণতার পরে মুহাম্মাদ ﷺ আগমন করবেন। এখানে শাসক বা রাজদণ্ড বলতে মোশিকে বোঝানো হয়েছে; কারণ যাকোবের পরে মোশির যুগ পর্যন্ত তাঁর বংশধরের মধ্যে ব্যবস্থা ও রাজত্ব নিয়ে আর কেউই আগমন করেননি। আর ব্যবস্থাপক বা রীতি-প্রদানকারী বলতে যিশুকে বোঝানো হয়েছে; কারণ মোশির পরে যিশু পর্যন্ত আর কোনো ভাববাদী ব্যবস্থাসহ আগমন করেননি। তাঁদের উভয়ের পরে ব্যবস্থাসহ মুহাম্মাদ ﷺ ছাড়া কেউ আগমন করেননি।[২৭৯] এ থেকে জানা যায় যে, যাকোবের কথার অর্থ, শেষযুগে আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ আগমন করবেন। কারণ শাসক ও ব্যবস্থাপকের পরে আমাদের নেতা মুহাম্মাদ ﷺ ভিন্ন আর কেউ আগমন করেননি। এছাড়া এখানে বলা হয়েছে, 'যাঁহার জন্য তিনি'। বাক্যের সামগ্রিক অর্থ থেকে বোঝা যায় যে এর অর্থ, রাজত্ব বা রাজদণ্ড যাহার জন্য তিনি। এ কথাও প্রমাণ করে যে, এখানে মুহাম্মাদ ﷺ-কে বোঝানো হয়েছে।

[২৭৭]. Revised Standard Version.

[২৭৮]. উইলিয়াম কেরির বাংলা বাইবেলে, 'যে পর্যন্ত শিলো না আইসেন'। ইংরেজি অথোরাইজড ভার্শনে, 'until Shiloh come'।

[২৭৯]. মোশির ব্যবস্থায় রাজত্ব ও রাষ্ট্র-পরিচালনার বিধিবিধান ছিল। যিশুর ব্যবস্থায় শুধু ধর্মবিশ্বাসের ব্যবস্থা ছিল। মুহাম্মাদ ﷺ-এর ব্যবস্থায় উভয়েরই সমন্বয় ছিল।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

উপরের আয়াতে এরপর বলা হয়েছে, 'জাতিগণ তাঁহারই কাছে সমবেত হইবে'। একথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, এখানে মুহাম্মাদ ﷺ-কেই বোঝানো হয়েছে। কারণ তিনি ছাড়া আর কারো কাছে জাতিগণ সমবেত হয় নিদখানে যাবুর বা গীতসংহিতার উল্লেখ না করার কারণ এর মধ্যে কোনো ব্যবস্থা বা শরীআত নেই। দাউদ ছিলেন মোশির ব্যবস্থার অনুসারী একজন ভাববাদী। আর এখানে যাকোব শরীআত বা ব্যবস্থাসহ যে সকল ভাববাদী আগমন করবেন তাদের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।"

আমি এখানে সংযোগ করতে চাই যে, মোশি ইস্রায়েলীয়দেরকে তাঁর ব্যবস্থা মানতে বাধ্য করতে পারতেন এবং কেউ ব্যবস্থা না মানলে তাকে শাস্তি দিতে পারতেন। এজন্য মোশিকে 'শাসক' বলে অভিহিত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে যিশু মূলত তোরাহের ব্যবস্থা পালনের জন্য আহ্বান করতেন, কিন্তু ব্যবস্থা পালনে কাউকে বাধ্য করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। কেউ পালন না করলে তাকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতাও তাঁর ছিল না। এজন্য তাঁকে 'রীতি-প্রদানকারী' বলা হয়েছে। এভাবে আমরা দেখছি যে, এই আয়াতে 'রাজদণ্ড ও ব্যবস্থা' বলতে মূলত আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত শরীআত বোঝানো হয়েছে।

প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের কোনো কোনো পাদরির লেখনী এবং কোনো কোনো অনুবাদ থেকে বোঝা যায় যে, এখানে 'রাজদণ্ড' বলতে তারা জাগতিক রাষ্ট্রক্ষমতা বোঝান এবং 'ব্যবস্থাপক' বলতে জাগতিক শাসক বোঝান। এই ব্যাখ্যা অনুসারে ইয়াহুদিগণ যে 'খ্রিস্টে'র আগমনের অপেক্ষা করতেন তিনি এবং যিশুখ্রিস্ট কাউকেই শিলোহ বলে দাবি করার কোনো উপায় নেই।

ইয়াহুদিগণ যে খ্রিস্টের জন্য অপেক্ষা করছেন এখানে তাকে শিলোহ বলে দাবি করা হয়েছে বলে দাবি করা এজন্য সম্ভব নয় যে, যিহুদার বংশধরদের মধ্য থেকে জাগতিক রাষ্ট্রক্ষমতা ও জাগতিক শাসক অপসারিত হয়েছে দুই হাজার বছরের বেশি আগে নেবুকাদনেজারের সময়ে। এই দীর্ঘ সময় ইয়াহুদিদের খ্রিস্টের কোনো সাড়াশব্দ কেউ শুনতে পায়নি। কাজেই একথা স্পষ্ট যে, শিলোহকে ইয়াহুদিদের খ্রিস্ট বলে মনে করা এবং তার আগমন পর্যন্ত জাগতিক রাষ্ট্রক্ষমতা যিহুদার বংশে বিদ্যমান থাকবে বলে দাবি করার কোনো উপায় নেই।

অনুরূপভাবে যিশুখ্রিস্টকে শিলোহ বলে দাবি করা এবং তার আগমন পর্যন্ত যিহুদার বংশে জাগতিক রাষ্ট্রক্ষমতা ও শাসক বিদ্যমান থাকার কথা দাবি করাও অসম্ভব। কারণ যিশুর আগমনের ছয়শত বছর পূর্বে নেবুকাদনেজারের

সময়ে যিহুদা বংশ থেকে জাগতিক রাষ্ট্রক্ষমতা অপসারিত হয়েছে।

তিনি যিহুদার বংশধরদেরকে ব্যাবিলনে নির্বাসিত করেন। তারা নির্বাসনে ৬৩ বছর অবস্থান করেন। কোনো কোনো প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিত সাধারণ মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য বলেন যে, তারা নির্বাসনে ৭০ বছর অবস্থান করেছিলেন। তাদের এই দাবিটি ভুল। পাঠক প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে তা জানতে পেরেছেন (এরপর আবার তারা যিরূশালেমে বসবাস শুরু করলেও রাজত্ব পাননি। বরং পারস্য, সিরিয়া, মিসর, গ্রিস বা রোমের অধীনে অবস্থান করেছেন)।

এরপর সিরিয়ার গ্রিক শাসক চতুর্থ এন্টিয়কের (Antiochus Epiphanes) শাসনামলে তাদের উপর অবর্ণনীয় ধ্বংসলীলা নেমে আসে। এন্টিয়ক ইয়াহুদিদের মহাযাজক (high priest) উনিয়াসকে অপসারণ করেন। তার পরিবর্তে তার ভাই জেসনকে (Jason/ Joshua) বার্ষিক ৩৬০ তৌল স্বর্ণ খাজনা প্রদানের বিনিময়ে মহাযাজক নিয়োগ করেন। এরপর আবার জেসনকে অপসারণ করে তার ভাই মেনিলসকে (Menelaus) ৬৬০ তৌল স্বর্ণ বার্ষিক খাজনা প্রদানের বিনিময়ে মহাযাজক নিয়োগ করেন। এরপর মেনিলসের মৃত্যুর সংবাদ প্রচারিত হলে জেসন পুনরায় তার মহাযাজকের পদ ফেরত পাওয়ার চেষ্টা করেন। তিনি এক হাজার সৈন্য নিয়ে যিরূশালেমে প্রবেশ করেন এবং যাকেই তার শত্রু মনে করেন তাকেই হত্যা করেন।

মেনিলসের মৃত্যুর সংবাদ মূলত মিথ্যা ছিল। এমতাবস্থায় জেসনের বিদ্রোহের সংবাদে খ্রিস্টপূর্ব ১৭০ সালে এন্টিয়ক পুনরায় যিরূশালেম আক্রমণ করেন এবং অধিকার করেন। এবার তিনি যিরূশালেমের ৪০ হাজার ইয়াহুদি হত্যা করেন। অনুরূপ সংখ্যক ইয়াহুদিকে তিনি ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করেন।

খ্রিস্টান পণ্ডিতদের লেখা 'মুরশিদুত তালিবীন' গ্রন্থের ১৮৫২ সালে মুদ্রিত সংস্কারণের দ্বিতীয় খণ্ডের ২০ পরিচ্ছেদে ৪৮১ পৃষ্ঠায় ঐতিহাসিক ঘটনাবলির বর্ণনায় বলা হয়েছে, "এ সময়ে যিরূশালেম লুণ্ঠিত হয় এবং ৮০ হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়।"

মন্দির বা ধর্মধামের মধ্যে যাকিছু ধনরত্ন ও মূল্যবান দ্রব্য ছিল সবই এ সময়ে লুণ্ঠিত হয়। এর পরিমাণ ছিল ৮০০ তৌল স্বর্ণ। ধর্মধামকে অবমাননা করার জন্য বেদির উপরে শূকর জবাই করা হয়। এরপর এন্টিয়ক এন্টাকিয়ায় (Antioc) ফিরে যান। (তার দুধভ্রাতা ও বন্ধু) ফিলিপ নামক একজন অত্যন্ত দুষ্ট ও নোংরা প্রকৃতির মানুষকে যিরূশালেম ও যিহুদা রাজ্যের

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

দায়িত্বভার প্রদান করেন।

মিসরে তার চতুর্থ অভিযানের সময় এন্টিয়ক এপোলোনিয়াসকে ২০০০০ সৈন্যের এক বাহিনীসহ যিরূশালেমে প্রেরণ করেন। তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন, যিরূশালেম ধ্বংস করে তথাকার সকল পুরুষকে হত্যা করতে এবং শিশু ও নারীদেরকে দাস-দাসীরূপে বন্দি করতে। তারা যিরূশালেমে আগমন করে। শনিবার দিবসে যখন শহরের মানুষেরা প্রার্থনার প্রস্তুতি নিচ্ছিল তখন তাদের অসাবধানতার সুযোগে এন্টিয়কের বাহিনী তাদের উপর আক্রমণ করে। তারা সবাইকে হত্যা করে। কেবলমাত্র দুই চার জন যারা পাহাড়ে পালিয়ে যেতে পারে বা কোনো গুহায় লুকিয়ে পড়তে পারে তারাই শুধু রক্ষা পায়। তারা শহরের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে এবং শহরে অগ্নিসংযোগ করে ভস্মীভূত করে। শহরের প্রাচীরগুলো তারা ভেঙ্গে ফেলে এবং শহরের অভ্যন্তরের বাড়িঘরগুলো ধ্বংস করে। এ সকল ধ্বংসাবশেষের মধ্যে তারা আকরা পাহাড়ের উপরে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ তৈরি করে। এই দুর্গের মধ্যে সৈন্যরা অবস্থান গ্রহণ করে। এখান থেকে তারা ধর্মধামের চারদিকে নজর রাখতে থাকে। কোনো মানুষ ধর্মধামের নিকট গমন করলে তারা তাকে হত্যা করে।

এরপর এন্টিয়ক ইয়াহুদিদেরকে (গ্রিক ধর্মব্যবস্থা অনুসারে) মূর্তিপূজার নিয়মকানুন শিক্ষা প্রদানের জন্য এথানিয়াসকে প্রেরণ করেন। এথানিয়াস এই দায়িত্ব নিয়ে যিরূশালেমে আগমন করেন। ধর্মত্যাগী কিছু ইয়াহুদি তাকে এ বিষয়ে সাহায্য করে। তিনি ইয়াহুদিদের দৈনন্দিন পশুবলি বন্ধ করে দেন। ইয়াহুদি ধর্মের সকল প্রকার বিধিবিধান তিনি বন্ধ করে দেন। পুরাতন নিয়মের সকল কপি খুঁজে বের করে তা পুড়িয়ে ফেলা হয়। এগুলো খোঁজার ব্যাপারে তিনি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। মন্দির বা ধর্মধামের স্থলে তিনি গ্রিক-রোমান পিতা ঈশ্বর বা বড় দেবতা জুপিটারের (Jupiter, Jove, Zeus Olympios) বেদি তৈরি করেন এবং তার মূর্তি স্থাপন করেন। ইয়াহুদিদের বেদির উপরেও জুপিটারের মূর্তি স্থাপন করেন।

যারা এন্টিয়কের আদেশের বিরোধিতা করে তাদের সকলকেই তিনি নির্মমভাবে হত্যা করেন। এই মহা ধ্বংসযজ্ঞ থেকে যাজক মাত্তাথিয়াস (Mattathias) তার পাঁচ পুত্রসহ[২৮০] আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হন। তারা তাদের আবাসস্থলে দান বংশীয়দের মধ্যে পালিয়ে যান।

এভাবে অবিশ্বাসী এন্টিয়ক ও তার সেনাবাহিনী ইস্রায়েলীদেরকে

[২৮০]. এদের অন্যতম ছিলেন Judas Maccabeus, Jonathan Maccabeus, Simon Maccabeus। এন্টিয়কের বাহিনীর বিরুদ্ধে ম্যাকাবীযদের বিদ্রোহের নেতা ছিলেন তারা।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

নির্মমভাবে ধ্বংস করে, তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। কিন্তু যিহুদার বংশধরেরা তাকে শাস্তিও দিতে পারে না বা তার ক্ষমতাও হরণ করতে পারে না। ইতিহাসের পুস্তকাদিতে এসব ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। এ সকল ঘটনা প্রমাণ করে যে, যিশু আগমনের অনেক আগেই যিহুদার বংশধরদের মধ্য থেকে জাগতিক ক্ষমতা ও রাজদণ্ড অপসারিত হয়েছে। কাজেই এই ভবিষ্যদ্বাণী যিশুর ক্ষেত্রে কীভাবে প্রযোজ্য হবে?

কোনো খ্রিস্টান পাদরি হয়ত বলতে পারেন, এখানে রাজদণ্ড ও বিচারদণ্ড বিদ্যমান থাকার অর্থ জাতির স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান থাকা। আজকাল কোনো কোনো পাদরি-মিশনারি একথা বলেন। সেক্ষেত্রে আমরা বলব যে, এ ব্যাখ্যাও প্রমাণ করে যে, মুহাম্মাদ ﷺ-ই শিলোহ, যিশু নন। কারণ, যিশুর পরেও (প্রায় ৭ শতাব্দী) মুহাম্মাদ ﷺ-এর আগমন পর্যন্ত ইয়াহুদিদের জাতিগত স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বজায় ছিল। (ফিলিস্তিন থেকে বিতাড়িত হলেও) পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন আরব দেশে তারা জায়গাজমি, কেল্লা ও দুর্গ নিয়ে স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যসহ বসবাস করত। কারো অধীনতা বা আনুগত্য তাদের স্বীকার করতে হত না। ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে, খাইবার ও অন্যান্য কয়েক স্থানে তাদের এরূপ ছোটখাট 'রাজ্য' বিদ্যমান ছিল। মুহাম্মাদ ﷺ-এর আবির্ভাবের পরে তাদের এই জাতিগত স্বাতন্ত্র্যও বিলুপ্ত হয়। তারা লাঞ্ছনা ও দুর্বলতার নাগপাশে আবদ্ধ হয়। বিশ্বের সর্বত্র তারা অন্যান্য জাতির অধীনতায় বসবাস করতে থাকে।

এভাবে সকল ব্যাখ্যা ও অর্থই নির্দেশ করে যে, মুহাম্মাদ-ই ﷺ ছিলেন শিলোহ। ইয়াহুদিদের খ্রিস্ট বা খ্রিস্টানদের খ্রিস্ট শিলোহ নন।[২৮১]

মুহাম্মাদ ﷺ বিষয়ক ষষ্ঠ ভবিষ্যদ্বাণী

গীতসংহিতার ৪৫ নং গীত নিম্নরূপ, "১ আমার হৃদয়ে শুভকথা উথ লিয়া উঠিতেছে; আমি রাজার বিষয়ে আপন রচনা বিবৃত করিব; আমার জিহ্বা দ্রুত লেখকের লেখনীস্বরূপ। ২ তুমি মনুষ্য-সন্তানগণ অপেক্ষা পরম সুন্দর; তোমার ওষ্ঠাধরে অনুগ্রহ সেচিত হয়; এই নিমিত্ত ঈশ্বর চিরকালের জন্য তোমাকে আশীর্বাদ করিয়াছেন (grace is poured into thy lips:

[২৮১]. এখানে লক্ষণীয় যে, রাজত্ব (sceptre) ও ব্যবস্থা বা শরীআত প্রদানকারী (lawgiver) উভয়ই ভাববাণী বা নবুয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট। এই আয়াতের অর্থ যিহুদার বংশের শরীআতভিত্তিক রাজত্ব এবং শরীআত-প্রদানকারী নবীগণের আগমন শেষ হওয়ার পরে শিলোহের আগমন ঘটবে বা তাঁর আগমনেই এর পরিসমাপ্তি ঘটবে। যিশুর ক্ষেত্রে এই বিষয়টি প্রযোজ্য নয়। কারণ যিশুর পরেও ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে ভাববাদীর আগমন ঘটেছে। রাজত্ব না থাকলেও 'ব্যবস্থাপক' (lawgiver) বা ভাববাদী তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু মুহাম্মাদ ﷺ-এর আগমনের পরে যিহুদার বংশে আর কোনো ব্যবস্থাপক বা ভাববাদীর আবির্ভাব হয়নি।

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

therefore God hath blessed thee for ever)। ৩ হে বীর, তোমার খড়্গ কটিদেশে বন্ধন কর, তোমার প্রভা ও প্রতাপ [গ্রহণ কর] (Gird thy sword upon thy thigh, O most mighty, with thy glory and thy majesty)। ৪ আর স্বীয় প্রতাপে কৃতকার্য হও, বাহনে চড়িয়া যাও, সত্যের ও ধার্মিকতাযুক্ত নম্রতার পক্ষে, তাহাতে তোমার দক্ষিণ হস্ত তোমাকে ভয়াবহ কার্য শিখাইবে। ৫ তোমার বাণ সকল তীক্ষ্ণ জাতিরা তোমার নিচে পতিত হয়, রাজার শত্রুগণের হৃদয় বিদ্ধ হয় (Thine arrows are sharp in the heart of the king's enemies; whereby the people fall under thee)। ৬ তোমার ঐশ্বরিক সিংহাসন অনন্তকালস্থায়ী (your divine throne endures for ever and ever);[২৮২] তোমার রাজদণ্ড সাম্যের-ন্যায়ের দণ্ড (Your royal sceptre is a sceptre of equity)[২৮৩] ৭ তুমি ধার্মিকতাকে প্রেম করিয়া আসিতেছ, দুষ্টতাকে ঘৃণা করিয়া আসিতেছ; এই কারণ ঈশ্বর, তোমার ঈশ্বর, তোমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন তোমার সখাগণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে আনন্দতৈলে (therefore God, thy God, hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellows)। ৮ গন্ধরস, অগুরু ও দারুচিনিতে তোমার সকল বস্ত্র সুবাসিত হয়, হস্তিদন্তময় প্রাসাদসমূহ হইতে তারা[২৮৪] তোমাকে আনন্দিত করিয়াছে (out of the ivory palaces, whereby they have made thee glad)। ৯ তোমার মহিলারত্নদের মধ্যে রাজকন্যারা আছেন (daughters of Kings are among your ladies of honour/ Kings' daughters were among thy honourable women) তোমার দক্ষিণ দিকে দাঁড়াইয়া আছেন রাণী, ওফিরির সুবর্ণে ভূষিতা। ১০ বৎস (O daughter), শ্রবণ কর, দেখ, কর্ণপাত কর; তোমার জাতি ও তোমার পিতৃকুল ভুলিয়া যাও। ১১ তাহাতে রাজা তোমার সৌন্দর্য বাসনা করিবেন; কেননা তিনিই তোমার প্রভু, তুমি তাঁহার কাছে প্রণিপাত কর। ১২ সোর-কন্যা (the daughter of Tyre) উপঢৌকন লইয়া আসিবেন, ধনী প্রজারা তোমার কাছে বিনতি করিবেন। ১৩ রাজকন্যা অন্তঃপুরে সর্বতোভাবে সুশোভিতা; তাঁহার পরিচ্ছদ স্বর্ণসূত্র খচিত। ১৪ তিনি সূচীশিল্পিত বস্ত্র পরিয়া রাজার

[২৮২]. ইংরেজি রিভাইজড ভার্শনের পাঠ। টীকায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই আয়াতটির অনুবাদ আরো দুই প্রকার হতে পারেঃ your throne is a throne of God. Or. thy throne, O God. কিং জেমস ভার্শনে এই আয়াতটির পাঠ নিম্নরূপঃ Thy throne, O God, is for ever and ever : হে ঈশ্বর, তোমার সিংহাসন অনন্তকালস্থায়ী।

[২৮৩]. রিভাইজড ভার্শনের পাঠ। কিং জেমস ভার্শনের পাঠ নিম্নরূপঃ the sceptre of thy kingdom is a right sceptre :তোমার রাজদণ্ড সরলতার দণ্ড।

[২৮৪]. বাংলা বাইবেলে এখানে রয়েছে, "তারযুক্ত যন্ত্র সকল"। কিং জেমস ভার্শনে কথাটি নেই। রিভাইজড স্টান্ডার্ড ভার্শনে তা যোগ করা হয়েছে।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

নিকটে আনীতা হইবেন, তাঁহার পশ্চাদ্বর্তিনী সহচরী কুমারীদিগকে তোমার নিকটে লওয়া যাইবে। ১৫ তাহারা আনন্দে ও উল্লাসে আনীতা হইবে, তাহারা রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিবে। ১৬ তোমার পিতৃগণের পরিবর্তে তোমার পুত্রেরা থাকিবে; তুমি তাহাদিগকে সমস্ত পৃথিবীতে অধ্যক্ষ করিবে। ১৭ আমি তোমার নাম সমস্ত পুরুষ পরম্পরায় স্মরণ করাইব, এই জন্য জাতিরা যুগেযুগে চিরকাল তোমার স্তব করিবে।"

ইয়াহুদি ও খ্রিস্টানগণ একমত যে এই গীতে দাউদ তাঁর পরের যুগে আগত একজন ভাববাদীর বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। ইয়াহুদিগণের মতে এ সকল গুণাবলির অধিকারী এই প্রতিশ্রুত ভাববাদী এখনো আগমন করেননি। প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণ দাবি করেন যে, যিশুই এই প্রতিশ্রুত ভাববাদী। আর অতীত ও বর্তমানে সকল যুগে মুসলিমগণ দাবি করেন যে, মুহাম্মাদ-ই ﷺ এই ভাববাদী।

এখানে আমার বক্তব্য যে, এই গীতে এই প্রতিশ্রুত ভাববাদীর নিম্নোক্ত গুণাবলি উল্লেখ করা হয়েছে।

(১) তিনি সুন্দর, (২) তিনি মানব জাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, (৩) তাঁর ওষ্ঠাধরে অনুগ্রহ সেচিত (তাঁর কথা মধুর ও করুণামিশ্রিত), (৪) তিনি চিরকালের জন্য আশীর্বাদপ্রাপ্ত, (৫) তিনি তরবারি বহন করবেন বা তাঁর কটিদেশে খড়্গ বন্ধন করবেন, (৬) তিনি প্রতাপশালী, (৭) তিনি সত্য, ধার্মিকতা ও নম্রতার পক্ষে, (৮) তাঁর দক্ষিণ হস্ত ভয়াবহ বা আশ্চর্য কাজ করবে, (৯) তাঁর বাণগুলো তীক্ষ্ণ, (১০) জাতিগণ তাঁর নিচে পতিত, (১১) তিনি ধার্মিকতাকে প্রেম করবেন এবং দুষ্টতাকে ঘৃণা করবেন, (১২) রাজকন্যারা তাঁর সেবা করবেন, (১৩) তাঁর নিকট উপহার-উপঢৌকন আসবে, (১৪) ধনী প্রজারা তাঁর কাছে বিনতি করবে, (১৫) তাঁর পিতৃগণের পরিবর্তে তাঁর পুত্রেরা পৃথিবীর অধ্যক্ষ হবেন, (১৬) পুরুষ পরম্পরায় তাঁর নাম স্মরণ করা হবে, (১৭) জাতিরা যুগেযুগে চিরকাল তাঁর স্তব করবে।

এ সকল বিশেষণ মুহাম্মাদ ﷺ-এর মধ্যে সর্বোত্তমভাবে বিদ্যমান।

প্রথম বিষয় 'সৌন্দর্য' সম্পর্কে আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেয়ে অধিক সুন্দর আর কিছুই আমি দেখিনি। মনে হত সূর্য তার কপালে চমকাচ্ছে। আর যখন তিনি হাসতেন তখন চারিদিক উদ্ভাসিত হয়ে যেত।"[২৮৫] উম্মু মা'বাদ তাঁর সৌন্দর্যের বর্ণনায় বলেন, "দূর থেকে দেখলে তিনি ছিলেন সুন্দরতম, আর নিকট থেকে দেখলে তিনি ছিলেন মধুরতম ও

[২৮৫]. মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-৮৯৪৩; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৩৬৪৮; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস-৬৩০৯; বাইহাকি, দালায়িলুন নুবুওয়াত ১/২৭৫; কাযি ইয়ায, আশ শিফা ১/১৪৯। -সম্পাদক

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

প্রিয়তম।"[২৮৬]

দ্বিতীয় বিষয় 'শ্রেষ্ঠত্ব' সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাঁর প্রজ্ঞাময় বাণীতে বলেন:

﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ... وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ﴾

"এই রাসূলগণ, তাদের মধ্যে কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি... আবার কাউকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছেন।"[২৮৭] তাফসীরকারগণ বলেছেন যে, এখানে 'কাউকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছেন' বলতে মুহাম্মাদ ﷺ-কে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তাঁকে বিভিন্ন দিক থেকে সকল নবী-রাসূল বা ভাববাদীর উপরে মর্যাদা দান করেছেন। ইমাম ফাখরুদ্দীন রাযী 'তাফসীরে কাবীরে' এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

এ বিষয়ে মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন, "কিয়ামদের দিন আমি আদম-সন্তানদের নেতা, এতে কোনো অহঙ্কার নেই।"[২৮৮] অর্থাৎ আমি একথা অহঙ্কার করে বলছি না, একান্তই আল্লাহর করুণা ও অনুগ্রহ বর্ণনা করার জন্য তা বলছি।

তৃতীয় বিষয় 'তাঁর কথার মাধুর্য বা ওষ্ঠের অনুগ্রহ' কোনো বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। শত্রুমিত্র সকলেই তাঁর কথার মাধুর্য ও ভাষার আকর্ষণীয়তার বিষয়ে একমত হয়েছেন। তাঁর কথার বর্ণনায় বর্ণনাকারীরা বলেছেন, সবচেয়ে সত্যবাদী মানুষ ছিলেন তিনি এবং সঠিক স্থানে সবচেয়ে মধুর ও আকর্ষণীয়ভাবে তিনি সঠিক কথাটি বলতেন।

চতুর্থ বিষয় 'চিরস্থায়ী আশীর্বাদ' সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا﴾

"আল্লাহ নবীর প্রতি অনুগ্রহ (আশীর্বাদ) করেন এবং তাঁর ফিরিশতাগণও নবীর জন্য অনুগ্রহ (আশীর্বাদ) প্রর্থনা করে। হে মুমিনগণ, তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ (আশীর্বাদ) প্রার্থনা করো এবং তাঁকে যথাযথ ভাবে সালাম জানাও।"[২৮৯] হাজার হাজার মুসলিম প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে তাঁর জন্য সালাত [দরূদ] পাঠ করছে বা আশীর্বাদ প্রার্থনা করছে।

[২৮৬]. আজুররি, আশ শারীআহ ৩/১৪৯৬; কাযি ইয়ায, আশ শিফা ১/১৫০। -সম্পাদক
[২৮৭]. সূরা: (২) বাকারা, ২৫৩ আয়াত।
[২৮৮]. সহীহ মুসলিম, হাদীস-২২৭৮; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৩৬১৫। -সম্পাদক
[২৮৯]. সূরা: (৩৩) আহযাব, ৫৬ আয়াত।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

পঞ্চম বিষয় 'তরবারি বা খড়্গ বহন' অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তিনি নিজেই বলেছেন, "আমি আল্লাহর প্রেরিত ভাববাদী খড়্গসহ।"[২৯০]

ষষ্ঠ বিষয় 'শক্তি ও প্রতাপ' সম্পর্কে আমরা জানি যে, তিনি পরিপূর্ণ দৈহিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। রুকানা ইবন আব্দ ইয়াযীদ ছিলেন মক্কার প্রসিদ্ধ বীর ও শ্রেষ্ঠ মল্লযোদ্ধা ও কুস্তিগীর। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে একদিন মক্কার প্রান্তরে তাঁর সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাক্ষাৎ হয়। তিনি বলেন, রুকানা, আল্লাহকে কি ভয় করবে না? আমি তোমাকে যে বিষয়ের দিকে আহ্বান করছি তা কি তুমি গ্রহণ করবে না? রুকানা বলেন, আল্লাহর শপথ, যদি আমি জানতান যে, তুমি যা বলছ তা সত্যি তবে আমি তোমার অনুসরণ করতাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আচ্ছা, বলো তো, আমি যদি তোমাকে কুস্তিতে হারিয়ে দিতে পারি তবে কি তুমি আমার দীনকে সত্য বলে মানবে? রুকানা বলেন, হ্যাঁ। তখন মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর সাথে কুস্তিতে লিপ্ত হয়ে তাঁকে ধরাশায়ী করেন। রুকানা অসহায় হয়ে পড়েন। রুকানা বলেন, হে মুহাম্মাদ, পুনরায় আরেকবার। দ্বিতীয়বারেও রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকানাকে পরাজিত করেন। রুকানা বলেন, বিষয়টি খুবই আশ্চর্যজনক! রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তুমি যদি চাও তবে তোমাকে এর চেয়েও বেশি আশ্চর্য বিষয় দেখাব, যদি তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর। রুকান বলেন, তা কী? তিনি বলেন, আমি তোমার জন্য ওই গাছটিকে ডেকে আনব। তখন তিনি গাছটিকে ডাক দেন। গাছটি এসে তাঁর সামনে দাঁড়ায়। তখন তিনি তাকে বলেন, তুমি তোমার স্থানে ফিরে যাও। অতঃপর রুকানা নিজ গোত্রের কাছে ফিরে গিয়ে বলেন, হে আব্দু মানাফের সন্তানেরা, আমি মুহাম্মাদের চেয়ে বড় যাদুকর আর কাউকে দেখিনি। এরপর রুকানা যাকিছু ঘটেছে তা সবাইকে বলেন।[২৯১]

দৈহিক শক্তির পাশাপাশি মুহাম্মাদ ﷺ অতুলনীয় বীরত্ব ও সাহসের অধিকারী ছিলেন। ইবন উমার ﷺ বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেয়ে অধিক সাহসী, বিপদগ্রস্ত মানুষকে রক্ষার জন্য অধিক আগ্রহী ও অধিক দানশীল আর কাউকে দেখিনি।"[২৯২]

আলী ﷺ বলেন, "যখন যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ কঠিন রূপ ধারণ করত এবং চক্ষুগুলো রক্তবর্ণ হয়ে যেত তখন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর

[২৯০]. মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-৫১১৪। সম্পাদক

[২৯১]. ফাকিহি, আখবারু মাক্কাহ, হাদীস-২৩২৬; ইসমায়ীল ইস্পাহানি, দালায়িলুন নুবুওয়াত, হাদীস-২৪৫; ইবন কাসীর, আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৩/১২৮-১২৯। -সম্পাদক

[২৯২]. আবু নুআইম, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৭/২৪৪; সুনান দারিমি, হাদীস-৬০। হুসাইন সালীম দারানি বলেন, সনদের রাবিগণ নির্ভরযোগ্য। -সম্পাদক

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

পেছনে আশ্রয় নিতাম। তিনিই সবার সামনে শত্রুদের সবচেয়ে কাছে থাকতেন। বদরের যুদ্ধের দিনে আমি দেখেছি যে, আমরা সকলেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে আর তিনি সবার অগ্রবর্তী হয়ে শত্রুদের সবচেয়ে কাছে রয়েছেন। সেদিন তিনিই সবচেয়ে বেশি বীরত্ব দেখিয়েছিলেন।"[২৯৩]

সপ্তম বিষয় 'সততা ও ধার্মিকতা' সম্পর্কে আমরা জানি যে, বিশ্বস্ততা ও সত্যবাদিতা তাঁর প্রকৃতিগত গুণ ছিল। তাঁর জন্মগত সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার বিষয়ে মক্কার প্রসিদ্ধ কাফির নেতা নাদর ইবনুল হারিস কুরাইশদেরকে বলেছিলেন, "মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যেই বড় হয়েছে। কিশোর বয়স থেকেই সে তোদের মধ্যে সবচেয়ে সন্তোষজনক স্বভাব ও আচরণের অধিকারী, সে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সত্যপরায়ণ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ আমানতদার। এভাবে ছোট থেকে বড় হয়ে যখন তার মাথার চুল পাকার উপক্রম করল এবং তার নতুন ধর্ম নিয়ে সে আসল, তখন তোমরা বলছ যে, সে যাদুকর। আল্লাহর শপথ, সে কখনোই যাদুকর নয়।"[২৯৪]

বাইজান্টাইন সম্রাট হেরাক্লিয়াস (Heraclius) রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে কাফির নেতা আবু সুফিয়ানকে প্রশ্ন করেন,[২৯৫] "তিনি যে কথা বলছেন, সে কথা বলার আগে আপনারা কি তাঁকে কখনো মিথ্যা বলার কারণে অভিযুক্ত করেছেন?" আবু সুফিয়ান বলেন, "না।"[২৯৬]

অষ্টম বিষয় 'দক্ষিণ হস্তের আশ্চর্য কাজ' সম্পর্কে আমরা জানি যে, বদরের যুদ্ধের দিনে এবং হুনাইনের যুদ্ধের দিনে তিনি তাঁর ডানহাতে একমুষ্টি মাটি নিয়ে যুদ্ধরত কাফির সেনাবাহিনীর প্রতি নিক্ষেপ করেন। এতে শত্রুবাহিনীর প্রত্যেক যোদ্ধার চক্ষু আক্রান্ত হয় এবং তারা চক্ষু সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এতে মুসলিম বাহিনীর সামনে তারা পরাজিত হয় এবং মুসলিম বাহিনী যুদ্ধরত অনেক শত্রুকে হত্যা করতে এবং অনেককে বন্দি করতে সক্ষম হয়। এরূপ অনেক ঘটনা আমরা দেখি যা তার দক্ষিণ হস্তের ভয়াবহ কর্ম বলে গণ্য।

[২৯৩]. মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-৬৫৪; মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-৩২৬১৪; নাসায়ি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-৮৫৮৫; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-২৬৩৩; কাযি ইয়ায, আশ শিফা ১/২৩৭। হাকিম, যাহাবি, শুআইব আরনাউত, মুহাম্মাদ আওয়ামা প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। -সম্পাদক

[২৯৪]. সীরাত ইবন ইসহাক, পৃ. ২০০-২০১; সীরাত ইবন হিশাম, পৃ. ২৯৯-৩০০; বাইহাকি, দালায়িলুন নুবুওয়াত ২/২০১। -সম্পাদক

[২৯৫]. ৭ হিজরি সালে (৬২৮ খ্রিস্টাব্দে) রাসূলুল্লাহ ﷺ ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে তৎকালীন সকল রাজা ও শাসককে পত্র লিখেন। বাইজান্টাইন সম্রাট হেরাক্লিয়াস (Heraclius) যখন পত্র পান তখন মক্কার কাফিরদের নেতা আবু সুফিয়ান বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়ায় অবস্থান করছিলেন। হেরাক্লিয়াস তাকে ডেকে নিয়ে পত্র-প্রেরক সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করেন।

[২৯৬]. সহীহ বুখারি, হাদীস-৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৭৭৩। -সম্পাদক

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

নবম বিষয় 'বাণগুলোর তীক্ষ্মতা' সম্পর্কে আমরা জানি যে, ইশ্মায়েলের বংশধররা প্রাচীনকাল থেকেই বাণ ব্যবহারের জন্য প্রসিদ্ধ। এ বিষয়টি কোনো ব্যাখ্যা-বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। তীরন্দাযি বা তীর নিক্ষেপ ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রিয় কর্ম। তিনি বলতেন, "অচিরেই রোমান সাম্রাজ্য তোমাদের অধীনে আসবে। আল্লাহই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবেন (তিনিই তোমাদের বিজয় নিশ্চিত করবেন)। কাজেই তোমাদের কেউ যেন তার তীরগুলো নিয়ে খেলা করতে অক্ষম না হয়।"[২৯৭] তিনি আরো বলতেন, "হে ইসমাঈলের সন্তানগণ, তোমরা নিক্ষেপ করো, কারণ তোমাদের পিতা (ইসমাঈল) তীরন্দায ছিলেন।"[২৯৮] তিনি আরো বলতেন, "যে ব্যক্তি বাণ নিক্ষেপ শিক্ষা করার পরে তা ছেড়ে দেয় সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"[২৯৯]

দশম বিষয় 'জাতিগণের অধিনতা'ও সুস্পষ্ট। তাঁর জীবদ্দশাতেই বিভিন্ন জাতির ও গোত্রের মানুষেরা দলেদলে আল্লাহর দীনের মধ্যে প্রবেশ করে।

একাদশ বিষয় 'ধার্মিকতার প্রেম ও দুষ্টতার ঘৃণা' অতি প্রসিদ্ধ। মুহাম্মাদ ﷺ-এর ঘোর বিরোধী ও শত্রুগণও তাঁর এ বিষয়টি স্বীকার করেন। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে আমরা তা দেখেছি।

দ্বাদশ বিষয় 'রাজকন্যাদের সেবা' সম্পর্কে আমরা জানি যে, পার্শ্ববর্তী সম্রাট, শাসক ও আমীরগণের কন্যারা মুসলিমদের সেবায় নিয়োজিত হয়েছিলেন প্রথম প্রজন্ম থেকেই। একটি উদাহরণ, পারস্য সম্রাট তৃতীয় ইয়াযদাগির্দের কন্যা শাহারবানু মুহাম্মাদ ﷺ-এর দৌহিত্র ইমাম হুসাইনের গৃহে ছিলেন।

ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ বিষয় 'উপহার-উপঢৌকন, ধনী প্রজাদের বিনতি' সুস্পষ্ট। ইথিওপিয়ার সম্রাট নাজাশি (the Negus of Ethiopia), ওমান ও বাহরাইনের রাজা মুনযির ইবন সাবি প্রমুখ 'ধনী প্রজা' তাঁর অধীনতা স্বীকার করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। রোমান সম্রাট হেরাক্লিয়াস তাঁর নিকট উপঢৌকন প্রেরণ করেন। মিসরের আলেকজেন্ড্রীয়ার রোমান শাসক মুকাওকিস (Cyrus) তাঁর জন্য তিনজন দাসী, একজন কাফ্রি দাস, একটি সাদা-কালো রঙের খচ্চর, একটি সাদাকালো রঙের গাধা, একটি ঘোড়া, মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ ও অন্যান্য দ্রব্য উপঢৌকন প্রেরণ করেন।

[২৯৭]. মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১৭৪৩৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৯১৮; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৩০৮৩। -সম্পাদক

[২৯৮]. সহীহ বুখারি, হাদীস-২৮৯৯। -সম্পাদক

[২৯৯]. মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১৭৩৩৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৯১৯; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-২৮১৪। -সম্পাদক

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

পঞ্চদশ বিষয় 'পুত্রদের অধ্যক্ষ হওয়া'ও তাঁর ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হয়েছে। তাঁর সন্তানদের মধ্য থেকে ইমাম হাসান খিলাফত লাভ করেন। এরপর তাঁর হাজার হাজার বংশধর ইয়ামান, হিজায, মিসর, মরক্কো, সিরিয়া, পারস্য, ভারত ও অন্যান্য দেশে সর্বোচ্চ শাসনক্ষমতা থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রকারের নেতৃত্ব ও অধ্যক্ষত্ব লাভ করেছেন। এখানো পর্যন্ত হিজায, ইয়ামান ও অন্যান্য দেশে তাঁর বংশধরদের মধ্যে অনেকে শাসনক্ষমতা বা অন্যান্য নেতৃস্থানীয় অধ্যক্ষ পদ অলঙ্কৃত করছেন। ইনশা আল্লাহ, ভবিষ্যতে তাঁরই বংশ থেকে 'মাহদি' আবির্ভূত হবেন। তিনি পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফা হবেন এবং তাঁর সময়ে পৃথিবীর সর্বত্র আল্লাহর দীন বিজয়ী হবে।

ষষ্টদশ ও সপ্তদশ বিষয় 'পুরুষ পরম্পরায় তাঁর নাম স্মরণ ও জাতিগণ কর্তৃক চিরকাল তাঁর স্তব' সুস্পষ্ট। যুগের পর যুগ হাজার হাজার মানুষ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতিদিন পাঁচবার সুউচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করছে, 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল'। অগণিত মুসল্লি প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে অগণিতবার তাঁর জন্য সালাত পাঠ করছে। তাঁর দেওয়া কুরআন পাঠ ও মুখস্থ করছে অগণিত কারি এবং ব্যাখ্যা করছে অগণিত ব্যাখ্যাকার। অগণিত প্রচারক তাদের ওয়ায-নসীহতের মাধ্যমে তাঁরই বাণী প্রচার করছেন। জ্ঞানী, গুণী, শাসক, প্রশাসক সকলেই তাঁর দরবারে উপস্থিত হচ্ছেন, দরজার বাইরে থেকে তাঁকে সালাম জানাচ্ছেন, তাঁর রাওযা (রাওযাতুম মিন রিয়াযিল জান্নাত) বা সালাতের স্থানের মাটি মুখে মাখছেন[৩০০] এবং তাঁর শাফাআত লাভের আশা করছেন।

উপরের এই ভবিষ্যদ্বাণীটি যিশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যদিও প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণ তা দাবি করেন, কিন্তু তাদের দাবি বাতিল ও ভিত্তিহীন। মজার ব্যাপার যে, যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তকের ৫৩ অধ্যায়ের অন্য একটি বক্তব্যের বিষয়েও এ সকল পণ্ডিত দাবি করেন যে তা যিশুর বিষয়েই কথিত। যিশাইয় ভাববাদীর বক্তব্যটি নিম্নরূপ, "তাঁহার এমন রূপ কি শোভা নাই যে, তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করি এবং এমন আকৃতি নাই যে, তাঁহাকে ভালোবাসি। তিনি অবজ্ঞাত ও মনুষ্যদের ত্যাজ্য, ব্যথার পাত্র ও যাতনা (ব্যাধি) পরিচিত হইলেন; লোকে যাহা হইতে মুখ আচ্ছাদন করে, তাহার ন্যায় তিনি অবজ্ঞাত হইলেন, আর আমরা তাঁহাকে মান্য করি নাই।... আমরা মনে করিলাম, তিনি আহত, ঈশ্বরকর্তৃক প্রহারিত ও দুঃখার্ত।... তথাপি তাঁহাকে চূর্ণ করিতে সদাপ্রভুরই মনোরথ ছিল। (he hath no form nor comeliness; and

[৩০০]. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র কবর ও মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থান রাওযাতুম মিন রিয়াযিল জান্নাত বা জান্নাতের একটি বাগান এবং সংক্ষেপে 'রাওযা' নামে পরিচিত। এখানে মুসলিমগণ সালাত আদায়ের জন্য সাজদা করেন বা ভূলুণ্ঠিত হন।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. He is despised and rejected of men; a man of sorrows, and acquainted with grief: and we hid as it were our faces from him; he was despised, and we esteemed him not. ... we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. ... Yet it pleased the LORD to bruise him)"।

যিশাইর পুস্তকের এখানে যে গুণাবলি উল্লেখ করা হয়েছে তা গীতসংহিতার উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিতে উল্লেখিত গুণাবলির সম্পূর্ণ বিপরীত। আর যিশাইয় কথিত এ সকল গুণাবলি যেহেতু যিশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সেহেতু যিশুর ক্ষেত্রে একথা বলা যায় না যে, তিনি সুন্দর ছিলেন। একথাও সত্য নয় যে, তিনি শক্তিশালী ও প্রতাপশালী ছিলেন, অথবা তিনি খড়্গ পরিধান করেছিলেন, অথবা তাঁর বাণ তীক্ষ্ণ ছিল। একথাও সত্য নয় যে, ধনী প্রজারা তাঁর কাছে বিনতি করেছিল, অথবা তারা তাঁর কাছে উপঢৌকন পাঠিয়েছিল। বরং তাঁর অনুসারীদের বিশ্বাস অনুসারে তারা তাঁকে গ্রেফতার করেছিল, লাঞ্ছিত করেছিল, উপহাস করেছিল, বেত্রাঘাত করেছিল এবং সবশেষে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল।

এছাড়া যিশুর স্ত্রীও ছিল না পুত্রও ছিল না। কাজেই একথা বলা যাচ্ছে না যে, তাঁর মহিলারত্নদের মধ্যে রাজকন্যারা ছিলেন বা রাজকন্যারা তাঁর সেবা করেছিলেন। অনুরূপভাবে তাঁর ক্ষেত্রে একথাও বলা যাচ্ছে না যে, তাঁর পিতৃগণের পরিবর্তে তাঁর পুত্রেরা পৃথিবীতে অধ্যক্ষ হয়েছিলেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: গীতসংহিতার উপর্যুক্ত উদ্ধৃতির ৮ম (বাংলা অনুবাদে ৭ম) আয়াতটি (তুমি ধার্মিকতাকে প্রেম করিয়া আসিতেছ, দুষ্টতাকে ঘৃণা করিয়া আসিতেছ; এই কারণ ঈশ্বর, তোমার ঈশ্বর, তোমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন তোমার সখাগণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে আনন্দতৈলে) আমি আরবিতে যেভাবে উদ্ধৃত করেছি, আমার নিকট সংরক্ষিত গীতসংহিতার ফারসি অনুবাদও একইরূপ। খ্রিস্টানদের মহাপুরুষ পৌলও আয়াতটি এভাবেই উদ্ধৃত করেছেন। তিনি ইব্রীয়দের প্রতি পত্রের প্রথম অধ্যায়ে এই আয়াতটি, ১৮২১, ১৮৩১, ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত আরবি অনুবাদ বাইবেলে অনুসারে, এভাবেই উদ্ধৃত করেছেন, "তুমি ধার্মিকতাকে প্রেম করিয়া আসিতেছ, দুষ্টতাকে ঘৃণা করিয়া আসিতেছ; এই কারণ ঈশ্বর, তোমার ঈশ্বর, তোমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন তোমার সখাগণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে আনন্দতৈলে।"[৩০১] ১৮১৬, ১৮২৮ ও ১৮৪১ সালে প্রকাশিত

[৩০১]. ইব্রীয় ১/৯।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

ফারসি অনুবাদে এবং ১৮৩৯, ১৮৪০ ও ১৮৪১ সালে প্রকাশিত উর্দু অনুবাদে এভাবেই আয়াতটির অনুবাদ করা হয়েছে। কাজেই কেউ যদি উক্ত আয়াতটি অন্যভাবে অনুবাদ করেন তবে তার অনুবাদ প্রত্যাখ্যাত হবে এবং ভুল বা বিকৃতি বলে গণ্য হবে। তার অনুবাদ প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদের মহাপুরুষ পৌলের উদ্ধৃতিই যথেষ্ট।

চতুর্থ অধ্যায়ের ভূমিকা থেকে পাঠক জেনেছেন যে, বাইবেলে সাধারণ মানুষদেরকেও 'ঈশ্বর', 'প্রভু' ইত্যাদি বলা হয়েছে, অসাধারণ মানুষদের তো কথাই নেই। গীতসংহিতার ৮২ গীতের ৬ আয়াত নিম্নরূপ, "তোমরা ঈশ্বর, তোমরা সকলে পরাৎপরের সন্তান (Ye are gods; and all of you are children of the most High)।"

উপরের বিষয় দুটি দ্বারা ড. ফানডারের বক্তব্যের অসারতা প্রমাণিত হচ্ছে। গীতসংহিতার উপর্যুক্ত ভবিষ্যদ্বাণীটি মুহাম্মাদ ﷺ-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, বরং যিশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, এই দাবি প্রমাণ করার জন্য তিনি তার 'মিফতাহুল আসরার' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, "উল্লেখিত আয়াতটিতে বলা হয়েছে, 'তুমি ধার্মিকতাকে প্রেম করিয়া আসিতেছ, দুষ্টতাকে ঘৃণা করিয়া আসিতেছ; এই কারণ, হে ঈশ্বর, তোমার ঈশ্বর, তোমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন তোমার সখাগণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে আনন্দতৈলে', আর যিশুখ্রিস্ট ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে 'হে ঈশ্বর, তোমার ঈশ্বর তোমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন' বলা যায় না।"

তাঁর এই দাবির বিভ্রান্তি ও অসারতা দুইদিক থেকে প্রমাণিত। প্রথ মত, তিনি আয়াতটি যেভাবে অনুবাদ করেছেন তা ভুল; কারণ তা তাঁদের ধর্মের মহাপুরুষ পৌলের উদ্ধৃতির বিপরীত। দ্বিতীয়ত, তার অনুবাদ সঠিক হোক বা ভুল হোক সেদিকে না তাকালেও তার পরবর্তী দাবির অসারতা সুস্পষ্ট। কারণ, 'তোমার ঈশ্বর' কথাটি প্রমাণ করে যে, এখানে 'হে ঈশ্বর' বাক্যাংশে 'ঈশ্বর' শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে; কারণ প্রকৃত ঈশ্বরের তো আর ঈশ্বর থাকে না। আর রূপক অর্থে যিশুকে যেমন ঈশ্বর বলা যায়, মুহাম্মাদ ﷺ-কেও তেমনি ঈশ্বর বলা যায়।

মুহাম্মাদ ﷺ বিষয়ক সপ্তম ভবিষ্যদ্বাণী

গীতসংহিতার ১৪৯ গীত নিম্নরূপ, "১ তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর। সদাপ্রভুর উদ্দেশে নূতন গীত গাও; সাধুগণের সমাজে তাঁহার প্রশংসা গাও। ২ ইস্রায়েল আপন নির্মাণকর্তাতে আনন্দ করুক, সিয়োন-সন্তানগণ আপনাদের রাজাতে উল্লসিত হউক। ৩ তাহারা নৃত্যযোগে তাঁহার নামের

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

প্রশংসা করুক, তবল ও বীণাযোগে তাঁহার প্রশংসা গান করুক। ৪ কেননা সদাপ্রভু আপন প্রজাদের প্রতি প্রীত, তিনি নম্রদিগকে পরিত্রাণে ভূষিত করিবেন। ৫ সাধুগণ গৌরবে উল্লসিত হউক; তাহারা আপন আপন শয্যাতে আনন্দগান করুক। ৬ তাহাদের কণ্ঠে ঈশ্বরের উচ্চ প্রশংসা, তাহাদের হস্তে দ্বিধার (দ্বিমুখি) খড়্গ থাকুক; ৭ যেন তাহারা জাতিগণকে প্রতিফল দেয়, লোকবৃন্দকে শাস্তি দেয়; ৮ যেন তাহাদের রাজগণকে শৃঙ্খলে, তাহাদের মান্যগণ্য লোকদিগকে লৌহনিগড়ে বদ্ধ করে; ৯ যেন তাহাদের বিরুদ্ধে লিখিত বিচার নিষ্পন্ন করে; ইহাই তাঁহার সমস্ত সাধুর মর্যাদা। (Let the high praises of God be in their mouth, and a twoedged sword in their hand; To execute vengeance upon the heathen, and punishments upon the people; 8 To bind their kings with chains, and their nobles with fetters of iron; 9 To execute upon them the judgment written: this honour have all his saints.)"।

এই গীতে এমন একজনের আগমনের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে যিনি এবং যার অনুগত সাধুগণ রাজত্ব লাভ করবেন। এখানে তাঁদের গুণাবলি ও মর্যাদার কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, তাদের কণ্ঠে থাকবে ঈশ্বরের প্রশংসা এবং হস্তে থাকবে দুধারি তরবারি। তারা জাতিগণ থেকে প্রতিশোধ নেবে এবং মানুষদেরকে শাস্তি দেবে। তারা রাজা ও মান্যগণ্য মানুষদেরকে শৃঙ্খলে ও লৌহনিগড়ে বন্দি করবে।

আমার বক্তব্য এই যে, এখানে মুহাম্মাদ ﷺ ও সাহাবিগণের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। উপর্যুক্ত গুণাবলি সবই তাঁদের ক্ষেত্রে পুরোপুরি প্রযোজ্য। এখানে শলোমনের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়নি। কারণ ইয়াহুদি-খ্রিস্টানগণের বিশ্বাস অনুসারে শলোমন তাঁর নিজের রাজ্য পিতার রাজ্যের চেয়ে বড় করতে পারেননি। এছাড়া তাদের বিশ্বাস অনুসারে তিনি শেষ জীবনে ধর্মত্যাগ করে মূর্তিপূজায় লিপ্ত হন।

এই ভবিষ্যদ্বাণী যিশুর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য নয়। এখানে উল্লেখিত গুণাবলি থেকে তিনি শত যোজন দূরে। এছাড়া খ্রিস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে, (রাজাগণ ও মান্যগণ্যদেরকে শৃঙ্খলে বা লৌহনিগড়ে বদ্ধ করা তো দূরের কথা) তিনি নিজেই ধৃত, বন্দি ও নিহত হন। অনুরূপভাবে তাঁর প্রেরিতদের অধিকাংশই ধৃত এবং শৃঙ্খলে ও লৌহনিগড়ে বদ্ধ হয়েছিলেন, অতঃপর কাফির রাজাগণ ও মান্যগণ্যগণ দ্বারা নিহত হয়েছিলেন।

মুহাম্মাদ ﷺ বিষয়ক অষ্টম ভবিষ্যদ্বাণী

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

যিশাইয়র পুস্তকের ৪২ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, "৯ দেখ, পূর্বকার বিষয় সকল সিদ্ধ হইল; আর আমি নূতন নূতন ঘটনা জ্ঞাত করি, অঙ্কুরিত হইবার পূর্বে তোমাদিগকে তাহা জানাই। ১০ হে সমুদ্রগামীরা ও সাগরস্থ সকলে, হে উপকূলসমূহ ও তন্নিবাসীরা, তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে নূতন গীত গাও, পৃথিবীর প্রান্ত হইতে তাঁহার প্রশংসা গাও। ১১ প্রান্তর ও তথাকার নগর সকল উচ্চৈঃস্বর করুক, কেদরের (Kedar) বসতি গ্রাম সকল তাহা করুক, শেলা-নিবাসীরা আনন্দ-রব করুক (প্রশংসা গাও, হে গুহাবাসীগণ), পর্বতগণের চূড়া হইতে মহানাদ করুক; ১২ তাহারা সদাপ্রভুর গৌরব স্বীকার করুক, উপকূল সমূহের মধ্যে তাঁহার প্রশংসা প্রচার করুক। ১৩ সদাপ্রভু বীরের ন্যায় যাত্রা করিবেন, যোদ্ধার ন্যায় উদ্যোগ উত্তেজিত করিবেন; তিনি জয়ধ্বনি করিবেন, হাঁ, মহানাদ করিবেন; তিনি শত্রুদের বিপরীতে পরাক্রম দেখাইবেন; ১৪ আমি অনেক দিন চুপ করিয়া আছি, নীরব আছি, ক্ষান্ত রহিয়াছি; এখন প্রসবকারিণী স্ত্রীর ন্যায় কোঁকাইয়া উঠিব; আমি এককালে নিশ্বাস টানিয়া ফুৎকার করিব। ১৫ আমি পর্বত ও উপপর্বতগণকে ধ্বংস করিব, তদুপরিস্থ সমস্ত তৃণ শুষ্ক করিব এবং নদনদীকে উপকূল, ও জলাশয় সকল শুষ্ক করিব। ১৬ আমি অন্ধদিগকে তাহাদের অবিদিত পথ দিয়া লইয়া যাইব; যে সকল মার্গ তাহারা জানে না, সেই সকল মার্গ দিয়া তাহাদিগকে চালাইব; আমি তাহাদের অগ্রে অন্ধকারকে আলোক ও বক্রভূমিকে সরল করিব; এই সমস্ত আমি করিব, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিব না। ১৭ যাহারা ক্ষোদিত প্রতিমার উপর নির্ভর করে, যাহারা ছাঁচেঢালা প্রতিমাদিগকে বলে, তোমরা আমাদের দেবতা, তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া যাইবে, তাহারা নিতান্ত লজ্জিত হইবে।"

নবম আয়াত থেকে প্রকাশ পেয়েছে যে, যিশাইয় ভাববাদী প্রথমে কিছু বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন। এরপর ভবিষ্যতের নতুন কিছু বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন। পূর্বের আয়াতগুলোতে যে বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে সেগুলো থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও নতুন কিছু বিষয়ে পরের ১০ আয়াত থেকে অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত, আয়াতগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে। এজন্যই তিনি পরবর্তী ২৩ আয়াতে বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কে ইহাতে কর্ণপাত করিবে? কে অবধান করিয়া ভাবীকালের নিমিত্ত তাহা শুনিয়া রাখিবে?"

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিতে 'নতুন গীত' অর্থ নতুন ধর্মব্যবস্থা এবং ইবাদত-বন্দেগির নতুন পদ্ধতি, আর এই নতুন ব্যবস্থা বলতে মুহাম্মাদ ﷺ-এর শরীআত বা ব্যবস্থা বোঝানো হয়েছে। সমুদ্রগামী, সাগরস্থ, উপকূলবাসী, গ্রামবাসী, নগরবাসী, গুহাবাসী ইত্যাদি সকলকে এই নির্দেশের

অধীন করে জানানো হয়েছে যে, মুহাম্মাদ ﷺ-এর ব্যবস্থা বিশ্বজনীন ও সর্বজনীন। এখানে 'কেদরে'র (Kedar) কথা উল্লেখই মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি সবচেয়ে জোরালো ইঙ্গিত; কারণ মুহাম্মাদ ﷺ এই কেদরেরই বংশধর, যিনি ছিলেন ইসমাঈলের দ্বিতীয় পুত্র।[৩০২]

উপর্যুক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে, 'পর্বতগণের চূড়া হইতে মহানাদ করুক'। একথা দ্বারা হজ্জের সময় পালিত বিশেষ ইবাদতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। হাজার হাজার মানুষ মহানাদ করেন "লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা...।"

'উপকূল সমূহের মধ্যে তাঁহার প্রশংসা প্রচার করুক (declare his praise)' বলতে আযানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বিশ্বের সর্বত্র হাজার হাজার মানুষ প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময়ে উচ্চস্বরে আযানের মাধ্যমে আল্লাহর প্রশংসা ও মর্যাদা ঘোষণা করেন।

'সদাপ্রভু বীরের ন্যায় যাত্রা করিবেন, যোদ্ধার ন্যায় উদ্যোগ উত্তেজিত করিবেন' বলে অত্যন্ত সুন্দরভাবে জিহাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তিনি এবং তাঁর অনুসারীগণ একমাত্র আল্লাহর জন্য এবং তাঁরই নির্দেশে জিহাদ করবেন। তাঁদের জিহাদ প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বিমুক্ত থাকবে। এজন্যই এই ভাববাদী ও তাঁর অনুসারীদের আবির্ভাব ও যাত্রাকে সদাপ্রভুর আবির্ভাব ও যাত্রা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৪ আয়াতে জিহাদের বৈধতার কারণ বলা হয়েছে। ১৬ আয়াতে আরবদের অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আরবরা দীন, ধর্মব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে অজ্ঞ ও অনবহিত ছিল। তারা মূর্তিপূজা করত। বর্বর যুগের বিভিন্ন সুসংস্কার ও বিভ্রান্ত রীতিনীতির মধ্যে তারা নিপতিত ছিল। তাদের এই অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ কুরআনে বলেছেন:

﴿وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلَالٍ مُبِيْنٍ﴾

"যদিও তারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে ছিল।"[৩০৩]

'তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিব না' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই জাতি স্থায়ীভাবে আল্লাহর করুণা লাভ করবে। তারা ক্রোধে নিপতিত বা পথভ্রষ্ট হবে না। এখানে আরো ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাঁর ব্যবস্থা চিরস্থায়ী হবে।

'যাহারা ক্ষোদিত প্রতিমার উপর নির্ভর করে, যাহারা ছাঁচেঢালা

[৩০২]. আদিপুস্তক ২৫/১৩।

[৩০৩]. সূরা: (৩) আল ইমরান ১৬৪ আয়াত ও সূরা: (৬২) জুমুআ, ২ আয়াত।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

প্রতিমাদিগকে বলে, তোমরা আমাদের দেবতা, তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া যাইবে, তাহারা নিতান্ত লজ্জিত হইবে' বলে আরবদের মধ্যে যারা মূর্তিপূজা পরিত্যাগ না করে এবং অন্যান্য মূর্তিপূজকগণ যেমন ক্রুশের পূজারিগণ ও সাধু-সন্তদের মূর্তির পূজারিগণ কি প্রকারের লজ্জা, লাঞ্ছনা ও পরাজয় লাভ করবে তা জানানো হয়েছে।

আল্লাহ তাঁর এই ওয়াদা পূর্ণ করেছেন। আরবের মূর্তিপূজকগণ, বাইজান্টাইন সম্রাট হেরাক্লিয়াস এবং পারস্য-সম্রাট মুহাম্মাদ ﷺ-এর আলো ফুৎকারে নিভিয়ে দেওয়া জন্য চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখেনি। কিন্তু পরিপূর্ণ লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই তাদের ভাগ্যে জোটেনি। চূড়ান্ত পরিণতিতে আরব উপদ্বীপ থেকে মূর্তিপূজা ও শির্ক চিরতরে বিদায় নিয়েছে। পারস্যে কিসরার সাম্রাজ্য বিলীন হয়েছে। সিরিয়া থেকে ক্রুশের পূজারিদের রাজত্ব একেবারে তিরোহিত হয়েছে। বুখারা, কাবুল ও অন্যান্য অনেক এলাকা থেকে শিরক ও মূর্তিপূজা চিরতরে বিলীন হয়েছে। ভারত, সিন্ধু ও অন্যান্য অনেক দেশে তা কমে গিয়েছে। পূর্ব থেকে পশ্চিমে সর্বত্র তাওহীদ বা একত্ববাদ প্রসারিত হয়েছে।

মুহাম্মাদ ﷺ বিষয়ক নবম ভবিষ্যদ্বাণী

যিশাইয়র পুস্তকের ৫৪ অধ্যায়ে রয়েছে, "১ অয়ি বন্ধ্যে, অপ্রসূতে, তুমি আনন্দগান কর, অয়ি গর্ভব্যথা-রহিতে, তুমি উচ্চৈঃস্বরে আনন্দগান কর, ও হর্ষনাদ কর; কেননা সধবার সন্তান অপেক্ষা অনাথার সন্তান অধিক (more are the children of the desolate than the children of the married wife), ইহা সদাপ্রভু কহেন। ২ তুমি আপন তাম্বুর স্থান পরিসর কর, তোমার শিবিরের যবনিকা বিস্তারিত হউক, ব্যয়শঙ্কা করিও না; তোমার রজ্জু সকল দীর্ঘ কর, তোমার গোঁজ সকল দৃঢ় কর। ৩ কেননা তুমি দক্ষিণে ও বামে বিস্তীর্ণা হইবে, তোমার বংশ জাতিগণের অধিকার পাইবে এবং ধ্বংসিত নগরসমূহে লোক বসাইবে। ৪ ভয় করিও না, কেননা তুমি লজ্জা পাইবে না; বিষণ্ন হইও না, কেননা তুমি অপ্রতিভ হইবে না; কারণ তুমি আপন যৌবনের অপমান ভুলিয়া যাইবে, আর তোমার বৈধব্যের দুর্নাম স্মরণে থাকিবে না। ৫ কেননা তোমার নির্মাতা তোমার পতি, তাঁহার নাম বাহিনীগণের সদাপ্রভু; আর ইস্রায়েলের পবিত্রতম তোমার মুক্তিদাতা, তিনি সমস্ত পৃথিবীর ঈশ্বর বলিয়া আখ্যাত হইবেন। ৬ কারণ সদাপ্রভু তোমাকে পরিত্যক্তা ও আত্মায় দুঃখিতা স্ত্রীর ন্যায়, কিম্বা দূরীকৃতা যৌবনকালীয় ভার্যার ন্যায় ডাকিয়াছেন; ইহা তোমার ঈশ্বর কহেন। ৭ আমি ক্ষুদ্র নিমেষ কালের জন্য তোমাকে ত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু মহাকরুণায় তোমাকে সংগ্রহ করিব।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

৮ আমি কোপাবেশে এক নিমেষমাত্র তোমা হইতে আপন মুখ লুকাইয়াছিলাম, কিন্ত অনন্তকালস্থায়ী দয়াতে তোমার প্রতি করুণা করিব, ইহা তোমার মুক্তিদাতা সদাপ্রভু কহেন। ৯ বস্তুতঃ আমার নিকটে ইহা নোহের জলসমূহের সদৃশ; কারণ আমি যেমন শপথ করিয়াছি যে, নোহের জলসমূহ আর ভূতল প্লাবিত করিবে না, তেমনি এই শপথ করিলাম যে, তোমার প্রতি আর ক্রুদ্ধ হইব না, তোমাকে আর ভর্ৎসনাও করিব না। ১০ বস্তুতঃ পর্বতগণ সরিয়া যাইবে, উপপর্বতগণ টলিবে; কিন্তু আমার দয়া তোমা হইতে সরিয়া যাইবে না, এবং আমার শান্তি-নিয়ম টলিবে না; যিনি তোমার প্রতি অনুকম্পা করেন, সেই সদাপ্রভু ইহা কহেন। ১১ অয়ি দুঃখিনী, অয়ি ঝটিকা-দুলিতে ও সান্তনাবিহীনে, দেখ, আমি রসাঞ্জন দিয়া তোমার প্রস্তর বসাইব, নীলকান্তমণি দ্বারা তোমার ভিত্তিমূল স্থাপন করিব; ১২ আর পদ্মরাগমণি দ্বারা তোমার আলিসা, ও সূর্যকান্তমণি দ্বারা তোমার পুরদ্বার সকল, ও মনোহর প্রস্তর দ্বারা তোমার সমস্ত পরিসীমা নির্মাণ করিব। ১৩ আর তোমার সন্তানেরা সকলে সদাপ্রভুর কাছে শিক্ষা পাইবে, আর তোমার সন্তানদের পরম শান্তি হইবে। ১৪ তুমি ধার্মিকতায় স্থিরীকৃত হইবে; তুমি উপদ্রব হইতে দূরে থাকিবে, বস্তুতঃ তুমি ভীত হইবে না; এবং ত্রাস হইতে দূরে থাকিবে, বাস্তবিক তাহা তোমার নিকটে আসিবে না। ১৫ দেখ, লোকে যদি দল বাঁধে, তাহা আমা হইতে হয় না; যে কেহ তোমার বিপক্ষে দল বাঁধে, সে তোমা হেতু পতিত হইবে। ১৬ দেখ, যে কর্মকার জ্বলন্ত অঙ্গারে বাতাস দেয়, আর আপন কার্যের জন্য অস্ত্র গঠন করে, আমিই তাহার সৃষ্টি করিয়াছি, বিনাশ করণার্থে নাশকের সৃষ্টিও আমিই করিয়াছি। যে কোনো অস্ত্র তোমার বিপরীতে গঠিত হয়, তাহা সার্থক হইবে না; যে কোনো জিহ্বা বিচারে তোমার প্রতিবাদিনী হয়, তাহাকে তুমি দোষী করিবে। সদাপ্রভুর দাসদের এই অধিকার, এবং আমা হইতে তাহাদের এই ধার্মিকতা লাভ হয়, ইহা সদাপ্রভু কহেন।”

আমার বক্তব্য এই যে, এখানে প্রথম আয়াতে ‘বন্ধ্যে’ বলতে পবিত্র মক্কা বোঝানো হয়েছে। কারণ ইসমাঈল ﷺ-এর পরে তথায় কোনো ভাববাদী (নবী) আগমন করেননি এবং কোনো ওহি বা প্রত্যাদেশও তথায় আগমন করেনি। যিরূশালেমের অবস্থা ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তথায় অসংখ্য ভাববাদী আগমন করেছেন এবং ভাববাণী অবতরণ ঘটেছে।

এ আয়াতে ‘অনাথার সন্তানগ’ বা ‘পরিত্যক্তার সন্তানগণ’ (children of the desolate) বলতে হাগারের সন্তানগণকে বোঝানো হয়েছে; কারণ তাকে এমনভাবে বাড়ি থেকে বের করে প্রান্তরে বসবাস করতে দেওয়া হয়েছিল যে, তিনি পরিত্যক্তা অনাথার মতোই ছিলেন। এজন্যই ইশ্মায়েলের

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

বিষয়ে হাগারকে ঈশ্বর যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন, সেখানে ইশ্মায়েলকে 'বন্য' বা 'বন্য গর্দভ স্বরূপ মনুষ্য' বলে উল্লেখ করে বলা হয়েছে, "আর সে বন্য গর্দভ স্বরূপ মনুষ্য হইবে (And he will be a wild man[৩০৪]/He shall be a wild ass as a man[৩০৫])"। আদি পুস্তকের ১৬ অধ্যায়ে একথা বলা হয়েছে।[৩০৬] আর এখানে 'সধবার সন্তানগণ' (the children of the married wife) বলতে সারার সন্তানদেরকে বোঝানো হয়েছে।

এভাবে 'সদাপ্রভু' মক্কাকে সম্বোধন করে তাকে ঈশ্বরের বন্দনা ও আনন্দগান করতে নির্দেশ দিলেন; কারণ হাগারের সন্তানদের মধ্যে অনেকেই সারার সন্তানদের চেয়ে অধিক মর্যাদাবান হয়েছেন। এভাবে মক্কার অধিবাসীদের মর্যাদালাভের মাধ্যমে মক্কা মর্যাদাবান হয়েছে। আল্লাহ তাঁর এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন। মক্কার অধিবাসীদের মধ্য থেকে এবং হাগারের সন্তানদের মধ্য থেকে মুহাম্মাদ ﷺ-কে শ্রেষ্ঠ মানুষ ও সর্বশেষ নবী (ভাববাদী) হিসেবে প্রেরণ করার মাধ্যমে এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছে। 'যে কর্মকার জ্বলন্ত অঙ্গারে বাতাস দেয় (the smith that bloweth the coals in the fire)' বলতে তাঁকেই বোঝানো হয়েছে। তিনিই নাশক যাকে অবিশ্বাসীদের বিনাশ করণার্থে সৃষ্টি করা হয়েছে (the waster to destroy)।

এই নবীর মাধ্যমেই মক্কা যে প্রশস্ততা ও বিস্তার লাভ করেছে তা পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্মধাম লাভ করেনি। মুহাম্মাদ ﷺ-এর আবির্ভাবের পর থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্বের কোথাও কাবা ঘরের মতো দ্বিতীয় কোনো ধর্মধাম নেই। বিগত ১২৮০ বছর যাবৎ ধরে পবিত্র কাবাকে কেন্দ্র করে আল্লাহর জন্য প্রতি বছর যে পরিমাণ কুরবানি পেশ করা হয় এবং যে মর্যাদা তা লাভ করে যিরূশালেমের ধর্মধাম তা মাত্র দুবার লাভ করেছে। প্রথমবার শলোমনের সময়ে, যখন তিনি ধর্মধামের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন (খ্রিস্টপূর্ব ৯৬০ সালের দিকে)। দ্বিতীয়বার যিহুদা (Judah) রাজ্যের রাজা যোশিয়র (Josiah) রাজত্বের (খ্রি. পূ. ৬৪০-৬০৯) ১৮শ বছরে (খ্রিস্টপূর্ব ৬২১ অব্দের দিকে, প্রথম বারের প্রায় সোয়া তিনশত বছর পরে)।

আল্লাহর ইচ্ছায় মক্কার এই মর্যাদা চিরকাল স্থায়ী থাকবে। এই স্থায়িত্বের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি বলেছেন, 'ভয় করিও না, কেননা তুমি লজ্জা পাইবে না; বিষণ্ন হইও না, কেননা তুমি অপ্রতিভ হইবে না'। তিনি আরো বলেছেন, 'মহাকরুণায় তোমাকে সংগ্রহ করিব... অনন্তকালস্থায়ী দয়াতে তোমার প্রতি করুণা করিব'। তিনি আরো বলেছেন, 'এই শপথ করিলাম যে,

[৩০৪]. KJV (AV)
[৩০৫]. RSV
[৩০৬]. আদিপুস্তক ১৬/১২।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

তোমার প্রতি আর ক্রুদ্ধ হইব না, তোমাকে আর ভর্ৎসনাও করিব না'। তিনি আরো বলেছেন, 'কিন্তু আমার দয়া তোমা হইতে সরিয়া যাইবে না, এবং আমার শান্তি-নিয়ম টলিবে না'। এভাবেই তিনি মক্কার মর্যাদার স্থায়িত্বের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে, হিজরতের ২২ বছরের মধ্যে মক্কার সন্তানেরা (seed of Makkah) পূর্ব থেকে পশ্চিমের বিস্তৃতি ও অধিকার লাভ করেছেন, জাতিসমূহের উত্তরাধিকার তারাই লাভ করেছেন এবং তারা দেশ, শহর ও জনপদ প্রতিষ্ঠিত ও আবাদ করেছেন। আদম ﷺ থেকে শুরু করে মুহাম্মাদ ﷺ-এর যুগ পর্যন্ত অন্য কোনো ভাববাদী বা নতুন ধর্মের প্রবর্তক কখনোই এত অল্প সময়ে এরূপ বিজয় লাভ করেছেন বলে শোনা যায়নি। এরই ভবিষ্যদ্বাণী করে সদাপ্রভু বললেন, 'তোমার বংশ জাতিগণের অধিকার পাইবে এবং ধ্বংসিত নগরসমূহে লোক বসাইবে (thy seed shall inherit the Gentiles, and make the desolate cities to be inhabited)'।

আল্লাহ উপর্যুক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে বলেছেন, 'যে কোনো অস্ত্র তোমার বিপরীতে গঠিত হয়, তাহা সার্থক হইবে না'। তিনি তাঁর এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন। যে ব্যক্তিই মক্কার বা কাবার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে তাকেই আল্লাহ লাঞ্ছিত করেছেন। হস্তীবাহিনীকে তিনি এভাবেই পর্যুদস্ত করেছিলেন। হস্তীবাহিনীর ঘটনার বর্ণনা নিম্নরূপ-

আরবের দক্ষিণাঞ্চল বিশেষত ইয়ামান ছিল ইথিওপিয়ার প্রভাবাধীন। ইথিওপিয়ার সম্রাট বা নাজাশি (the Negus of Ethiopia) আসহামার নির্দেশে ইয়ামানের শাসক আবরাহা ইবন সাবাহ আল-আশরাম ইয়ামানের রাজধানী 'সানআ'তে একটি গির্জা তৈরি করেন। তিনি গির্জাটির নাম রাখেন 'আল-কুলাইস'। তার ইচ্ছা ছিল যে, আরবদের হজ্জ হবে এই নতুন 'গির্জাকে' কেন্দ্র করে। এজন্য তিনি কাবাঘর ভেঙ্গে ফেলার প্রতিজ্ঞা করেন। তিনি ইথিওপীয় সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মক্কা অভিমুখে অগ্রসর হন। তার সাথে কিছু হাতি ছিল, সেগুলোর মধ্যে একটি বিশাল শক্তিশালী হাতি ছিল, যার নাম 'মাহমুদ' ছিল বলে বর্ণিত হয়েছে। আবরাহার আগমনের সংবাদে (মক্কার প্রসিদ্ধ গোত্রপতি ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাদা) আব্দুল মুত্তালিব তার নিকট গমন করে তাকে তিহামা অঞ্চলের উৎপাদিত সম্পদের একতৃতীয়াংশ কর হিসেবে গ্রহণ করে ফিরে যাওয়ার প্রস্তাব করেন। কিন্তু আবরাহা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং তার বাহিনীকে কাবা ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত করেন। তিনি তার প্রধান হস্তীকে অগ্রবর্তী করেন। হাতিটিকে কাবামুখি করলেই সে বসে পড়ছিল। আর ইয়ামান বা অন্য কোনো দিকে মুখ

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

করালে সে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল। এ সময়ে আল্লাহ কিছু পাখি প্রেরণ করেন। প্রতিটি পাখির মুখে একটি ও দুইপায়ে দুটি ছোট কাঁকর ছিল। কাঁকরগুলো ছিল মসুরের দানার চেয়ে বড় এবং মটর দানার চেয়ে ছোট। একেকটি পাথর একেকজন সৈন্যের মাথার উপরে পড়ে তার গুহ্যদ্বার দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। প্রত্যেক পাথরের গায়ে যে ব্যক্তির মাথায় তা পড়ছিল তার নাম লেখা ছিল। এই অবস্থায় আবরাহার সৈন্যরা পালাতে থাকে এবং পথে প্রান্তরে তারা মৃত্যুবরণ করে। আবরাহা নিজে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পচন ধরে। অবশেষে তার বুক ফেটে হৃদযন্ত্র বেরিয়ে তার মৃত্যু ঘটে। আবরাহার উযির আবু ইয়াকসুম পালিয়ে ইথিওপিয়ায় নাজাশির নিকট যাত্রা শুরু করে। একটি পাখি তার মাথার উপর চক্কর দিতে থাকে। সে নাজাশির নিকট পৌঁছে তাকে ঘটনার বিবরণ প্রদান করে। তার বর্ণনা শেষ হওয়ার পরে তার মাথার উপরে কাঁকর নিপতিত হয় এবং নাজাশির সামনেই সে মৃত্যুবরণ করে। মহান আল্লাহ সূরা ফীলে এদের অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

উপর্যুক্ত প্রতিশ্রুতির কারণেই কানা দাজ্জাল (Anti-Christ) মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে না। সে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবে। বিভিন্ন সহীহ হাদীসে তা বলা হয়েছে।

মুহাম্মাদ ﷺ বিষয়ক দশম ভবিষ্যদ্বাণী

যিশাইয়র পুস্তকের ৬৫ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, "১ যাহারা জিজ্ঞাসা করে নাই, আমি তাহাদিগকে আমার অনুসন্ধান করিতে দিয়াছি; যাহারা আমার অন্বেষণ করে নাই, আমি তাহাদিগকে আমার উদ্দেশ পাইতে দিয়াছি; যে জাতি আমার নামে আখ্যাত হয় নাই, তাহাকে আমি কহিলাম, 'দেখ, এই আমি, দেখ এই আমি।'। ২ আমি সমস্ত দিন বিদ্রোহী প্রজাবৃন্দের প্রতি আপন অঞ্জলি বিস্তার করিয়া আছি; তাহারা আপন আপন কল্পনার অনুসরণ করিয়া কুপথে গমন করে। ৩ সেই প্রজারা আমার সাক্ষাতে নিত্যনিত্য আমাকে অসন্তুষ্ট করে, উদ্যানের মধ্যে বলিদান করে, ইষ্টকের উপরে সুগন্ধিদ্রব্য জ্বালায়। ৪ তাহারা কবরস্থানে বসে, গুপ্তস্থানে রাত্রি যাপন করে (Which remain among the graves, and lodge in the monuments); তাহারা শূকরের মাংস ভোজন করে ও তাহাদের পাত্রে ঘৃণার্হ মাংসের ঝোল থাকে; ৫ তাহারা বলে, স্বস্থানে থাক, আমার নিকটে আসিও না, কেননা তোমা অপেক্ষা আমি পবিত্র। ইহারা আমার নাসিকার ধূম, সমস্ত দিন প্রজ্বলিত অগ্নি। ৬ দেখ, আমার সম্মুখে ইহা লিখিত আছে; আমি নীরব থাকিব না, প্রতিফল দিব; ইহাদের কোলেই প্রতিফল দিব।"

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

এখানে 'যাহারা জিজ্ঞাসা করে নাই' এবং 'যাহারা আমার অন্বেষণ করে নাই' বলতে আরবদেরকে বোঝানো হয়েছে। কারণ আল্লাহর সত্তা, গুণাবলি ও ব্যবস্থা সম্পর্কে তারা অজ্ঞ ছিল। তারা আল্লাহর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত না এবং অনুসন্ধানও করত না। এ বিষয়ে কুরআন কারীমে বলা হয়েছে:

﴿لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلَالٍ مُبِيْنٍ﴾

"আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অবশ্য অনুগ্রহ করেছেন, তাদের নিজেদের মধ্য হতে তাদের জন্য রাসূল প্রেরণ করে, তিনি তাঁর আয়াত তাদের নিকট আবৃত্তি করেন, তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং কিতাব (গ্রন্থ) ও হিকমাহ (প্রজ্ঞা) শিক্ষা দেন, যদিও তারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিল।"[৩০৭]

পাঠক দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণীর আলোচনা থেকে জানতে পেরেছেন যে, 'যাহারা জিজ্ঞাসা করে নাই' এবং 'যাহারা অনুসন্ধান করে নাই' বলতে গ্রিক জাতিকে বোঝানো হয়েছে বলে দাবি করার কোনো সুযোগ নেই।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াতে 'বিদ্রোহী প্রজাবৃন্দের' যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তা ইয়াহুদি ও খ্রিস্টান উভয় জাতির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। চতুর্থ আয়াতে উল্লেখিত বিশেষণগুলো (কবর ও সমাধির প্রতি অতিভক্তি, স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করা ও ভক্তি করা, শূকরের মাংস ভক্ষণ করা ইত্যাদি) খ্রিস্টানদের ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য। আর পঞ্চম আয়াতে উল্লেখিত বিষয়াদি (আমার নিকট এসো না, আমি তোমার চেয়ে পবিত্র...) ইয়াহুদিদের ক্ষেত্রে বেশি প্রযোজ্য। এ সকল কারণে মহান প্রতিপালক এই দুই বিদ্রোহী জাতিকে পরিত্যাগ করে উম্মাতে মুহাম্মাদিকে বেছে নিয়েছেন।

মুহাম্মাদ ﷺ বিষয়ক একাদশ ভবিষ্যদ্বাণী

দানিয়েলের পুস্তকের ২ অধ্যায়ে ব্যাবিলনের রাজা নবুখদ্‌নিৎসরের (Nebuchadnezzar) স্বপ্ন ও তাঁর ব্যাখ্যা বর্ণনা করা হয়েছে। নবুখদ্‌নিৎসর স্বপ্ন দর্শন করে এ বিষয়ে বিদ্বান মানুষদের নিকট ব্যাখ্যা জানতে চান। অবশেষে দানিয়েল ভাববাদী ঈশ্বরের পক্ষ থেকে ভাববাণীর মাধ্যমে স্বপ্নের বর্ণনা ও ব্যাখ্যায় বলেন, "৩১ হে মহারাজ, আপনি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, আর দেখুন, এক প্রকাণ্ড প্রতিমা; সেই প্রতিমা বৃহৎ এবং অতিশয় তেজোবিশিষ্ট; তাহা আপনার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল; আর তাহার দৃশ্য

[৩০৭]. সূরা: (৩) আল ইমরান, ১৬৪ আয়াত।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

ভয়ঙ্কর। ৩২ সেই প্রতিমার বৃত্তান্ত এই; তাহার মস্তক সুবর্ণময়, তাহার বক্ষ ও বাহু রৌপ্যময়, তাহার উদর ও উরুদেশ পিত্তলময়; ৩৩ তাহার জঙ্ঘা লৌহময় এবং তাহার চরণ কিছু লৌহময় ও কিছু মৃত্তিকাময় ছিল। ৩৪ আপনি দৃষ্টিপাত করিতে থাকিলেন, শেষে বিনা হস্তে খনিত এক প্রস্তর সেই প্রতিমার লৌহ ও মৃন্ময় দুই চরণে আঘাত করিয়া সেইগুলো চূর্ণ করিল। ৩৫ তখন সেই লৌহ, মৃত্তিকা, পিত্তল, রৌপ্য ও সুবর্ণ একসঙ্গে চূর্ণ হইয়া গ্রীষ্মকালীন খামারের তুষের ন্যায় হইল, আর বায়ু সেই সকল উড়াইয়া লইয়া গেল, তাহাদের জন্য আর কোথাও স্থান পাওয়া গেল না। আর যে প্রস্তরখানি ঐ প্রতিমাকে আঘাত করিয়াছিল, তাহা বাড়িয়া মহাপর্বত হইয়া উঠিল, এবং সমস্ত পৃথিবী পূর্ণ করিল। ৩৬ স্বপ্নটি এই; এখন আমরা মহারাজের সাক্ষাতে ইহার তাৎপর্য জ্ঞাত করি। ৩৭ হে মহারাজ, আপনি রাজাধিরাজ, স্বর্গের ঈশ্বর আপনাকে রাজ্য, ক্ষমতা, পরাক্রম ও মহিমা দিয়াছেন। ৩৮ আর যে কোনো স্থানে মনুষ্য-সন্তানগণ বাস করে, সেই স্থানে তিনি মাঠের পশু ও আকাশের পক্ষীগণকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন এবং তাহাদের সকলের উপরে আপনাকে কর্তৃত্ব দিয়াছেন; আপনিই সেই স্বর্ণময় মস্তক। ৩৯ আপনার পশ্চাতে আপনা হইতে ক্ষুদ্র আর এক রাজ্য উঠিবে; তাহার পরে পিত্তলময় তৃতীয় এক রাজ্য উঠিবে, তাহা সমস্ত পৃথিবীর উপরে কর্তৃত্ব করিবে। ৪০ আর চতুর্থ রাজ্য লৌহবৎ দৃঢ় হইবে; কারণ লৌহ যেমন সমস্ত দ্রব্য চূর্ণ করে ও পাড়িয়া ফেলে, লৌহ যেমন এই সকল চূর্ণ করে, তদ্রূপ সেই রাজ্য সকলই ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিবে। ৪১ আর আপনি দেখিয়াছেন, দুই চরণ ও চরণের অঙ্গুলি সকল কিছু কুম্ভকারের মৃত্তিকার ও কিছু লৌহের, ইহাতে বিভক্ত রাজ্য বোঝায়; কিন্তু সেই রাজ্যে লৌহের দৃঢ়তা থাকিবে, কেননা আপনি কর্দমে মিশ্রিত লৌহ দেখিয়াছেন। ৪২ আর চরণের অঙ্গুলি সকল যেরূপ কিছু লৌহময় ও কিছু মৃন্ময় ছিল, তদ্রূপ রাজ্যের একাংশ দৃঢ় ও একাংশ ভঙ্গুর হইবে। ৪৩ আর আপনি যেমন দেখিয়াছেন, লৌহ কর্দমে মিশ্রিত হইয়াছে, তদ্রূপ সেই লোকেরা মনুষ্যের বীর্যে পরস্পর মিশ্রিত হইবে; কিন্তু যেমন লৌহ মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হয় না, তদ্রূপ তাহারা পরস্পর মিশ্রিত থাকিবে না। ৪৪ আর সেই রাজগণের সময়ে স্বর্গের ঈশ্বর এক রাজ্য স্থাপন করিবেন, তাহা কখনও বিনষ্ট হইবে না এবং সেই রাজত্ব অন্য জাতির হস্তে সমর্পিত হইবে না; তাহা ঐ সকল রাজ্য চূর্ণ ও বিনষ্ট করিয়া আপনি চিরস্থায়ী হইবে। ৪৫ কারণ আপনি তো দেখিয়াছেন, পর্বত হইতে একখানি প্রস্তর বিনা হস্তে খনিত হইল এবং ঐ লৌহ, পিত্তল, মৃত্তিকা, রৌপ্য ও সুবর্ণকে চূর্ণ করিল; মহান ঈশ্বর মহারাজকে ভাবী ঘটনা জানাইয়াছেন; স্বপ্নটি নিশ্চিত ও তাহার তাৎপর্য সত্য।”

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

এখানে প্রথম রাজ্য রাজা নবুখদ্‌নিৎসরের (Nebuchadnezzar) রাজ্য (Chaldean dynasty)। দ্বিতীয় রাজ্য মাদীয়দের (Medes/ Median kingdom) রাজ্য। দানিয়েলের পুস্তকের ৫ অধ্যায়েই উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাজা নবুখদ্‌নিৎসরের (Nebuchadnezzar) পুত্র বেল্‌শৎসরের (Belshazzar) হত্যার পর মাদীয়গণ তার রাজ্য অধিকার করে।[৩০৮] কেলদীয়ের রাজ্যের তুলনায় মাদীয়দের রাজ্য দুর্বলতর ছিল। তৃতীয় রাজ্য ছিল আকিয়ামেনিয়ান (Achaemenian) রাজ্য। খ্রিস্টপূর্ব ৫৩৬ সালে পারস্যের রাজা সাইরাস (Cyrus) ব্যাবিল অধিকার করেন। এই সাইরাসকেই পাদরিগণ 'কায়খসরু' বলে ধারণা করেন। পারসীয় আকিয়ামিনিয়ান শাসকগণ সমস্ত পৃথিবীর[৩০৯] উপরে কর্তৃত্বশীল বলে গণ্য হওয়ার মতো প্রবল প্রতাপের অধিকারী ছিলেন। চতুর্থ রাজ্য বলতে গ্রিক সম্রাট ফিলিপের পুত্র আলেক্‌জান্ডারের রাজ্য বোঝানো হয়েছে। তিনি খ্রিস্টপূর্ব ৩৩০ সালের দিকে সাইরাসের রাজ্য অধিকার করেন। এই রাজ্য ক্ষমতা ও প্রতাপে লৌহের মতোই ছিল। আলেকজান্ডারের অধিকারের ফলে পারস্য সাম্রাজ্য কতগুলো আঞ্চলিক রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। এভাবে সাসানীয়দের আবির্ভাব পর্যন্ত এদের প্রতাপ দুর্বলই থাকে। এদের আবির্ভাবের পরে তা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এভাবে পারস্য রাজ্য দুর্বলতা ও প্রতাপের মধ্য দিয়ে এগোতে থাকে। প্রসিদ্ধ সাসানি সম্রাট খসরু আনুশেরওঁার (Khosrow Anūshirvan/ Khosrow/Chosroes I) শাসনামলে (৫৩১-৫৭৯খ্রি.) মুহাম্মাদ ﷺ-এর জন্ম হয় এবং আল্লাহ তাঁকে প্রকাশ্য ও অভ্যন্তরীণ রাজত্ব প্রদান করেন। যে পারস্য রাজ্য সম্পর্কে এ স্বপ্ন দেখা হয়েছিল ও ব্যাখ্যা করা হয়েছিল, অতি অল্প সময়ের মধ্যে সেই রাজ্যের পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সকল স্থান তাঁর অনুসারীরা অধিকার করেন। এই চিরস্থায়ী রাজ্য, যা কখনো বিনষ্ট হবে না এবং এ রাজত্ব অন্য জাতির হস্তে সমর্পিত হবে না। অচিরেই ইমাম মাহদির সময়ে এই রাজ্যের পরিপূর্ণতা পূর্ণরূপে প্রকাশিত হবে। তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে কিছু দুর্বলতা ও অস্থিতিশীলতা দেখা যাবে, যার কিছু আলামত বর্তমানে দেখা যাচ্ছে। ইমাম মাহদির আবির্ভাবের সাথেসাথে যে দুর্বলতা দূরীভূত হবে এবং দীন সব আল্লাহরই হবে। মুহাম্মাদ-ই ﷺ সেই প্রস্তর, যা 'পর্বত হইতে বিনা হস্তে খনিত হইল এবং ঐ লৌহ, পিত্তল, মৃত্তিকা, রৌপ্য ও সুবর্ণকে চূর্ণ করিল'।

[৩০৮]. দানিয়েল ৫/২৮-৩১।

[৩০৯]. বস্তুত এই স্বপ্নে ও ব্যাখ্যায় নেবুকাদনেজারের রাজ্যের কথায় বলা হয়েছে। সমস্ত পৃথিবী বলতেও মূলত তার রাজ্যের সমস্ত অঞ্চল বোঝানো হয়েছে বলেই মনে হয়। অর্থাৎ ইরান, ইরাক, সিরিয়া, মিশর, এশিয়া মাইনর ইত্যাদি।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

মুহাম্মাদ ﷺ বিষয়ক দ্বাদশ ভবিষ্যদ্বাণী

যিশুর প্রেরিত শিষ্য যিহুদা তার পত্রের হনোক (Enoch) ভাববাদীর (ইদরীস ﷺ) একটি ভবিষ্যদ্বাণী উদ্ধৃত করেছেন। হনোক ছিলেন আদমের পরে সপ্তম পুরুষ বা সপ্তম প্রজন্মের মানুষ। খ্রিস্টান ঐতিহাসিকদের ধারণা অনুসারে হনোকের স্বর্গারোহণের ৩০১৭ বছর পরে যিশুখ্রিস্ট জন্মগ্রহণ করেন। আমি এখানে যিহুদা ভাববাদীর এই উদ্ধৃতিটি ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত আরবি বাইবেল থেকে হুবহু উদ্ধৃত করছি।

"প্রভু আপন অযুত অযুত পবিত্র লোকের (ten thousands of his saints(AV)/ holy myriads (RSV)) সহিত আসিলেন, যেন সকলের বিচার করেন (execute judgment upon all); আর ভক্তিহীন সকলে আপনাদের যে সকল ভক্তিবিরুদ্ধ কার্য দ্বারা ভক্তিহীনতা দেখাইয়াছে, এবং ভক্তিহীন পাপীগণ তাঁহার বিরুদ্ধে যে সকল কঠোর বাক্য কহিয়াছে, তৎপ্রযুক্ত তাহাদিগকেযেনভর্ৎসনাকরেন(toconvince(AV)/toconvict(RSV))।"[৩১০]

পাঠক চতুর্থ অধ্যায়ের ভূমিকা থেকে জেনেছেন যে, গুরু, ভক্তিভাজন ও শিক্ষককে 'প্রভু' বা 'রাব্ব' (Lord) বলা বাইবেলে খুবই ব্যাপক। কাজেই এ বিষয়ে আর নতুন কথা বলার প্রয়োজন নেই। আর বাইবেলের পুরাতন ও নতুন উভয় নিয়মেই পবিত্র লোক (saint) শব্দের ব্যবহার বিশ্বাসী মানুষদের ক্ষেত্রে ব্যাপক। যেমন,

(১) ইয়োবের (আইউব ﷺ) পুস্তকের ৫ অধ্যায়ের ১ম আয়াত নিম্নরূপ, "তুমি ডাক দেখি, কেহ কি তোমাকে উত্তর দিবে? পবিত্রগণের মধ্যে তুমি কাহার স্মরণ লইবে (to which of the saints wilt thou turn)?"

এখানে পবিত্রগণ বলতে ইয়োবের একথা বলার সময়ে তাঁর সমাজে বিরাজমান বিশ্বাসী ও ধার্মিকগণকে বোঝানো হয়েছে। প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যা অনুসারে একথা সুস্পষ্ট। আর ক্যাথলিকগণের বিশ্বাস অনুসারেও এ ব্যাখ্যাই গ্রহণ করতে হবে। কারণ তাদের বিশ্বাস এই যে, মৃত্যু-পরবর্তী শাস্তি ও প্রায়শ্চিত্তের স্থান (purgatory) বা পৃথিবীর নরক (hell on earth) যেখানে ধার্মিক মানুষদের আত্মাকে শাস্তি প্রদান করা হবে এবং পোপের পক্ষ থেকে ক্ষমাপত্র লাভের পরই এই শাস্তি থেকে ধার্মিক মানুষরা মুক্তি লাভ করবে। তাদের বিশ্বাস অনুসারে ইয়োবের যুগে এই শাস্তিস্থান (purgatory)-এর অস্তিত্ব ছিল না, যিশুর পরেই তা অস্তিত্ব পেয়েছে।

(২) করিন্থীয়দের প্রতি লিখিত পৌলের প্রথম পত্রের ১ম অধ্যায়ের ২

[৩১০]. যিহুদা ১৪-১৫। -সম্পাদক

AS-SUNNAH TRUST

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

আয়াত নিম্নরূপ, "করিন্থে স্থিত ঈশ্বরের মণ্ডলীর সমীপে, খ্রিস্ট যিশুতে পবিত্রীকৃত (sanctified) ও আহূত পবিত্রগণের (saints) সমীপে"।

এখানে পবিত্রকৃত ও পবিত্রগণ বলতে করিন্থে বিদ্যমান বিশ্বাসী খ্রিস্টানদেরকে বোঝানো হয়েছে।

(৩) রোমীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্রের ১২ অধ্যায়ের ১৩ আয়াতে বলা হয়েছে, "পবিত্রগণের অভাবের সহভাগী হও (Distributing to the necessity of saints (AV)/ Contribute to the needs of the saints (RSV))।"

(৪) ও (৫) রোমীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্রের ১৫ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, "২৫ কিন্তু এক্ষণে পবিত্রগণের (saints) পরিচর্যা করিতে যিরূশালেমে যাইতেছি। ২৬ কারণ যিরূশালেমস্থ পবিত্রগণের মধ্যে যাহারা দীনহীন (the poor saints), তাহাদের জন্য মাকিদনিয়া (Macedonia) ও আখায়া (Achaia) দেশীয়েরা প্রীত হইয়া সহভাগিতা-সূচক কিছু চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছে।"

এই দুই আয়াতেও পবিত্রগণ বলতে যিরূশালেমে বিদ্যমান জীবিত মুমিনগণকে বোঝানো হয়েছে।

(৬) ফিলিপীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্রের ১ম অধ্যায়ের প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, "পৌল ও তিমথীয়, খ্রিস্ট যিশুর দাস-খ্রিস্ট যিশুতে স্থিত যত পবিত্র লোক (saints) ফিলিপিতে আছেন, তাঁহাদের... সমীপে।"

এখানেও পবিত্রগণ বলতে ফিলিপিতে বসবাসরত বিশ্বাসীগণকে বোঝানো হয়েছে।

(৭) তিমথীয়ের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্রের ৫ অধ্যায়ের ১০ আয়াতে চার্চের বিধবা সেবিকাদের বিষয়ে বলা হয়েছে, "যদি পবিত্রদিগের পা ধুইয়া থাকে (if she have washed the saints' feet)...।"

দুটি বিষয় নিশ্চিত করে যে, এখানেও 'পবিত্রগণ' বলতে জীবিত বিশ্বাসীদেরকে বোঝানো হয়েছে।

প্রথমত, স্বর্গে বিদ্যমান বা স্বর্গীয় পবিত্রগণ তো আত্মা, তাদের দেহ বা পা নেই।

দ্বিতীয়ত, বিধবা সেবিকাদের পক্ষে আকাশে গিয়ে স্বর্গের পবিত্রগণের পা ধুইয়ে দেওয়া সম্ভব নয়।

উপরের আলোচনা থেকে পাঠক 'প্রভু' ও 'পবিত্র' শব্দদ্বয়ের অর্থ ও ব্যবহার জানলেন। এর আলোকে আমরা নিশ্চিত বলতে পারি যে, এখানে

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

'প্রভু' বলতে মুহাম্মাদ ﷺ-কে বোঝানো হয়েছে এবং 'পবিত্র লোকগণ' বলতে সাহাবিগণকে বোঝানো হয়েছে। তাদের ভবিষ্যত আগমনকে সুনিশ্চিত ও সন্দেহাতীত বলে বোঝানোর জন্য 'আসিবেন' না বলে 'আসিলেন' বা অতীতকালের ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে।[৩১১]

বস্তুতই মুহাম্মাদ ﷺ আসলেন তাঁর অযুত অযুত পবিত্রগণকে নিয়ে।[৩১২] এসে তিনি সকল শ্রেণির অবিশ্বাসীর বিচার করলেন। মুনাফিক ও পাপীগণকে ভর্ৎসনা করেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে কঠোর বাক্যসমূহের কারণে। মুশরিক বা অংশীবাদীগণকে ভর্ৎসনা করেন আল্লাহর একত্ব ও তাঁর রাসূলগণের ভাববাদিত্ব গ্রহণ না করার কারণে। ইয়াহুদিদেরকে ভর্ৎসনা করেন যিশু ও মরিয়মের বিষয়ে কঠোর বাক্য এবং তাদের অন্যান্য বাতিল বিশ্বাসের কারণে। আর তিনি খ্রিস্টানগণকে ভর্ৎসনা করেন আল্লাহর একত্বের বিষয়ে অবহেলা করা, যিশু বিষয়ে তাদের বাড়াবাড়ি, তাদের অনেকের ক্রুশ ও প্রতিমা পূজা এবং তাদের অন্যান্য বাতিল ও ভিত্তিহীন বিশ্বাসের কারণে।

মুহাম্মাদ ﷺ বিষয়ক ত্রয়োদশ ভবিষ্যদ্বাণী

মথিলিখিত সুসমাচারের ৩য় অধ্যায়ে বলা হয়েছে, "১ সেই সময়ে যোহন বাপ্তাইজক উপস্থিত হইয়া যিহুদিয়ার (Judaea) প্রান্তরে প্রচার করিতে লাগিলেন; ২ তিনি বলিলেন, 'মন ফিরাও' কেননা স্বর্গরাজ্য সন্নিকট হইল (Repent ye: for the kingdom of heaven is at hand)।"

মথিলিখিত সুসমাচারের চতুর্থ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, "১২ পরে যোহন কারাগারে সমর্পিত হইয়াছেন শুনিয়া, তিনি গালিলে চলিয়া গেলেন;... ১৭ সেই অবধি যিশু প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন; বলিতে লাগিলেন, 'মন ফিরাও, কেননা স্বর্গ-রাজ্য সন্নিকট হইল (Repent: for the kingdom of heaven is at hand)।... ২৭ পরে যিশু সমুদয় গালিলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; তিনি লোকদের সমাজগৃহে সমাজগৃহে উপদেশ দিলেন, রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিলেন (preaching the gospel of the kingdom)।"

মথিলিখিত সুসমাচারের ৬ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যিশু তাঁর শিষ্যদেরকে নিম্নরূপ প্রার্থনা করতে শিক্ষা দেন, "অতএব তোমরা এই মত প্রার্থনা করিও; হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ,... তোমার রাজ্য আইসুক (Thy kingdom come)।"[৩১৩]

[৩১১]. কিতাবুল মোকাদ্দসের সর্বশেষ সংস্করণে 'আসছেন' ক্রিয়াযোগে অনুবাদ করা হয়েছে। -সম্পাদক

[৩১২]. বিশেষ করে, মক্কা বিজয়ের দিনে তিনি দশ সহস্র সাহাবি নিয়েই আগমন করেছিলেন।

[৩১৩]. মথি ৬/৯-১০।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

যিশু তাঁর দ্বাদশ প্রেরিত শিষ্যকে ইস্রায়েলীয়দের দেশেদেশে প্রচার করতে প্রেরণ করেন। এ সময়ে তিনি তাদেরকে বিভিন্ন নির্দেশ প্রদান করেন। এ সকল নির্দেশের মধ্যে রয়েছে, "আর তোমরা যাইতে যাইতে এই কথা প্রচার কর, 'স্বর্গ-রাজ্য সন্নিকট হইল' (The kingdom of heaven is at hand)"। মথিলিখিত সুসমাচারের ১০ অধ্যায়ে একথা রয়েছে।[৩১৪]

লুকলিখিত সুসমাচারের ৯ অধ্যায়ে রয়েছে, "১ পরে তিনি সেই বারোজনকে একত্রে ডাকিয়া তাঁহাদিগকে সমস্ত ভূতের উপরে এবং রোগ ভালো করিবার জন্য শক্তি ও কর্তৃত্ব দিলেন ২ আর ঈশ্বরের রাজ্য প্রচার করিতে (to preach the kingdom of God) এবং আরোগ্য করিতে তাঁহাদিগকে প্রেরণ করিলেন।"

লুকলিখিত সুসমাচারের ১০ অধ্যায়ে রয়েছে, "১ তৎপরে প্রভু আরও সত্তর জনকে নিযুক্ত করিলেন,... তাহাদিগকে প্রেরণ করিলেন। ৮ আর তোমরা যে কোনো নগরে প্রবেশ কর, লোকেরা যদি তোমাদিগকে গ্রহণ করে, তবে যাহা তোমাদের সম্মুখে রাখা হইবে, তাহাই ভোজন করিও। ৯ আর সেখানকার পীড়িতদিগকে সুস্থ করিও, এবং তাহাদিগকে বলিও, ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের সন্নিকট হইল (The kingdom of God is come nigh unto you)। ১০ কিন্তু তোমরা যে কোনো নগরে প্রবেশ কর, লোকেরা যদি তোমাদিগকে গ্রহণ না করে, তবে বাহির হইয়া সেই নগরের পথেপথে গিয়া এই কথা বলিও, ১১ তোমাদের নগরের যে ধুলা আমাদের পায়ে লাগিয়াছে, তাহাও তোমাদের বিরুদ্ধে ঝাড়িয়া দিই; তথাপি ইহা জানিও যে, ঈশ্বরের রাজ্য সন্নিকট হইল (the kingdom of God is come nigh unto you)।"

উপরের উদ্ধৃতিগুলো থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে, যোহন বাপ্তাইজক, যিশুখ্রিস্ট, তাঁর দ্বাদশ প্রেরিত এবং তাঁর ৭০জন শিষ্য সকলেই 'ঈশ্বরের রাজ্যে'র আগমনবার্তা প্রচার করছিলেন। যোহন বাপ্তাইজক যে শব্দে এই রাজ্যের আগমন বার্তা প্রচার করেছেন, অবিকল সেই শব্দেই যিশু তার আগমন বার্তা ঘোষণা করেছেন। এ থেকে জানা গেল যে, এই রাজ্যের আগমন বা প্রকাশ যোহনের জীবদ্দশায় ঘটেনি। অনুরূপভাবে যিশুর সময়েও এই রাজ্যের আগমন বা প্রকাশ ঘটেনি। প্রেরিতগণ ও শিষ্যগণের যুগেও তা আগমন করেনি বা প্রকাশিত হয়নি। কারণ তারা সকলেই আগমনের সুসংবাদ প্রচার করছেন, আগত 'রাজ্যে'র মর্যাদা ও গুরুত্ব বর্ণনা করছেন এবং তার আগমনের আশা প্রকাশ করছেন।

[৩১৪]. মথি ১০/৭।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

এ থেকে জানা গেল যে, 'ঈশ্বরের রাজ্য' বা 'স্বর্গের রাজ্য' বলতে যিশুখ্রিস্ট প্রচারিত ধর্ম বা এই ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রাপ্ত 'মুক্তির পথ' বোঝানো হয়নি। যদি ঈশ্বরের রাজ্য বা স্বর্গের রাজ্য বলতে যিশুর প্রচারিত ধর্ম বা মুক্তির পথ বোঝানো হত তবে কখনোই যিশু বা তাঁর প্রেরিত ও শিষ্যগণ বলতেন না যে, 'ঈশ্বরের রাজ্য সন্নিকট হইল'। অনুরূপভাবে সেক্ষেত্রে তিনি কখনোই তাঁর শিষ্যদিগকে 'তোমার রাজ্য আইসুক' বলে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করতে শেখাতেন না। কারণ যিশুর প্রচারের শুরুতেই তো তাঁর প্রচারিত 'মুক্তির পথ' বা নতুন ব্যবস্থা প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে; কাজেই তা সন্নিকটে বলার বা তার আগমনের জন্য প্রার্থনা করার কোনো অর্থ হয় না।

বস্তুত, উপরের উদ্ধৃতিগুলোতে 'ঈশ্বরের রাজ্য' বা 'স্বর্গরাজ্য' বলতে বোঝানো হয়েছে মুহাম্মাদ ﷺ-এর ব্যবস্থা এবং তাঁর ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রকাশিত 'মুক্তির পথ'। এভাবে তাঁরা সকলেই এই মহান ব্যবস্থা ও চূড়ান্ত মুক্তির পথের আগমন বার্তা প্রচার করে গিয়েছেন। আর 'স্বর্গরাজ্য' শব্দ থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, এই ব্যবস্থা ও 'মুক্তির পথ' জাগতিক রাজত্ব আকারে প্রকাশিত হবে, অসহায়ত্ব বা দুর্বলতার রূপে নয়। এই রাজ্যের কারণে বিরোধীদের সাথে বিতর্ক ও যুদ্ধ হবে এবং এই রাজ্যের ভিত্তি হবে স্বর্গীয় বা ঐশ্বরিক গ্রন্থ বা আসমানি কিতাবের উপরে। এ সকল বিষয় সবই মুহাম্মাদ ﷺ-এর ব্যবস্থার মধ্যে বিদ্যমান।

খ্রিস্টান পণ্ডিতগণ হয়ত বলতে পারেন, এ সকল উদ্ধৃতিতে 'স্বর্গরাজ্য' বা 'ঈশ্বরের রাজ্য' বলতে খ্রিস্টের দ্বিতীয় আগমনের পরে সারা বিশ্বে খ্রিস্টধর্মের প্রসার বোঝানো হয়েছে। এরূপ ব্যাখ্যা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত দুর্বল ও এ সকল উদ্ধৃতির বাহ্যিক অর্থের সাথে সাংঘর্ষিক। শুধু তাই নয়, উপরন্তু স্বয়ং যিশু 'স্বর্গরাজ্যে'র যে দৃষ্টান্ত প্রদান করেছেন তা খ্রিস্টান পণ্ডিতদের এরূপ ব্যাখ্যা বাতিল বলে প্রমাণ করে।

যেমন মথির সুসমাচারের ১৩ অধ্যায়ে যিশু বলেছেন, "স্বর্গরাজ্যকে এমন একব্যক্তির সহিত তুলনা করা যায়, যিনি আপন ক্ষেত্রে ভালো বীজ বপন করিলেন।" এরপর তিনি বলেছেন, "স্বর্গরাজ্য এমন একটি সরিষা-দানার তুল্য, যাহা কোনো ব্যক্তি লইয়া আপন ক্ষেত্রে বপন করিল।" এরপর তিনি বলেছেন, "স্বর্গরাজ্য এমন তাড়ীর তুল্য, যাহা কোনো স্ত্রীলোক লইয়া তিনমণ ময়দার মধ্যে ঢাকিয়া রাখিল, শেষে সমস্তই তাড়ীময় হইয়া উঠিল।"[৩১৫]

এভাবে যিশু প্রথমে 'স্বর্গরাজ্য'কে তুলনা করেছেন একজন বপনকারী

[৩১৫]. মথি ১৩/২৪, ৩১, ৩৩।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

ব্যক্তির সাথে, ফসলের বৃদ্ধির সাথে তুলনা করেননি। এরপর তিনি স্বর্গরাজ্যকে তুলনা করেছেন সরিষাদানার সাথে, সরিষাদানার বেড়ে উঠার সাথে তুলনা করেননি। এরপর তিনি স্বর্গরাজ্যকে তুলনা করেছেন 'তাড়ী'র সাথে, সমস্ত ময়দার তাড়িময় হওয়ার সাথে নয়।

মথিলিখিত সুসমাচারের ২১ অধ্যায়ে যিশু যে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন তাও খ্রিস্টান পণ্ডিতদের উপর্যুক্ত ব্যাখ্যা বাতিল বলে প্রমাণ করে। যিশু বলেছেন, "এই জন্য আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমাদের নিকট হইতে ঈশ্বরের রাজ্য কাড়িয়া লওয়া যাইবে এবং এমন এক জাতিকে দেওয়া হইবে, যে জাতি তাহার ফল দিবে।"[৩১৬]

একথাও প্রমাণ করে যে, 'স্বর্গরাজ্য' বা 'ঈশ্বরের রাজ্য' বলতে 'মুক্তির পথ' বোঝানো হয়েছে, 'মুক্তির পথের প্রসারতা বা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া' বোঝানো হয়নি। তা না হলে 'কেড়ে নেওয়া'র কোনো অর্থ হয় না। 'মুক্তির পথের প্রসারতা ও ব্যাপকতা' এক জাতির নিকট থেকে কেড়ে নিয়ে অন্য জাতিকে প্রদান করার কি কোনো অর্থ হয়?

এভাবে আমরা দেখছি যে, যোহন, যিশু, প্রেরিতগণ ও শিষ্যগণের বক্তব্যে যে 'স্বর্গরাজ্য' বা 'ঈশ্বরের রাজ্যে' আগমন সংবাদ প্রদান করা হয়েছে তা মূলত মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুয়াত ও ইসলামের আগমন সংবাদ। ইসলামই পৃথিবীতে 'ঈশ্বরের রাজ্য' বা স্বর্গরাজ্য। এই রাজ্যেরই সুসংবাদ দিয়েছেন দানিয়েল ﷺ তাঁর পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে। এই রাজ্য ও সেই রাজ্য উভয়েরই প্রতিপাদ্য মুহাম্মাদ ﷺ। আর আল্লাহই ভালো জানেন এবং তাঁর জ্ঞানই পরিপূর্ণ।

মুহাম্মাদ ﷺ বিষয়ক চতুর্দশ ভবিষ্যদ্বাণী

মথিলিখিত সুসমাচারের ১৩ অধ্যায়ে রয়েছে, "৩১ তিনি আর এক দৃষ্টান্ত তাহাদের কাছে উপস্থিত করিলেন, কহিলেন, স্বর্গরাজ্য এমন একটি সরিষা-দানার তুল্য, যাহা কোনো ব্যক্তি লইয়া আপন ক্ষেত্রে বপন করিল। ৩২ সকল বীজের মধ্যে ঐ বীজ অতি ক্ষুদ্র; কিন্তু বাড়িয়া উঠিলে পর তাহা শাক হইতে বড় হয় এবং এমন বৃক্ষ হইয়া উঠে যে, আকাশের পক্ষীগণ আসিয়া তাহার শাখায় বাস করে।"

তাহলে স্বর্গরাজ্য সেই মুক্তিপথ যা মুহাম্মাদ ﷺ-এর ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। কারণ তিনি এমন এক জাতির মধ্যে আগমন করেন যে জাতি বিশ্বের সামনে অত্যন্ত অবহেলিত ও ক্ষুদ্র ছিল। যাদের অধিকাংশই

[৩১৬]. মথি ২১/৪৩।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

ছিল যাযাবর। তারা জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প ইত্যাদির জ্ঞান থেকে অজ্ঞ ছিল এবং দৈহিক আনন্দ-উপভোগ ও জাগতিক বিলাসিত থেকে বঞ্চিত ছিল। বিশেষত ইয়াহুদিরা তাদেরকে খুবই ক্ষুদ্র ভাবত, কারণ তারা ছিল হাগারের সন্তান। আল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ-কে তাদের মধ্যে প্রেরণ করেন। এজন্য অন্যান্য ব্যবস্থার তুলনায় বাহ্যত তাঁর ব্যবস্থা ছিল শুরুতে অতি ক্ষুদ্র। কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যে তা বেড়ে উঠে, সর্বজনীন হয় এবং অন্যান্য ব্যবস্থার চেয়ে বড় হয়ে যায়। পূর্ব থেকে পশ্চিমে সর্বত্র তা ছড়িয়ে পড়ে। যাদের কোনো ব্যবস্থা বা ধর্ম ছিল না তারাও এই ধর্মের অনুগামী হয়ে যায়।

মুহাম্মাদ ﷺ বিষয়ক পঞ্চদশ ভবিষ্যদ্বাণী

মথিলিখিত সুসমাচারের ২০ অধ্যায়ে রয়েছে, "১ কেননা স্বর্গরাজ্য এমন একজন গৃহকর্তার তুল্য, যিনি প্রভাতকালে আপন দ্রাক্ষাক্ষেত্রে মজুর লাগাইবার জন্য বাহিরে গেলেন। ২ তিনি মজুরদের সহিত দিনে এক সিকি বেতন স্থির করিয়া তাহাদিগকে আপন দ্রাক্ষাক্ষেত্রে প্রেরণ করিলেন। ৩ পরে তিনি তিন ঘটিকার সময়ে বাহিরে গিয়া দেখিলেন, অন্য কয়েক জন বাজারে নিষ্কর্মে দাঁড়াইয়া আছে, ৪ এবং তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরাও দ্রাক্ষাক্ষেত্রে যাও, যাহা ন্যায্য, তোমাদিগকে দিব; তাহাতে তাহারা গেল। ৫ আবার তিনি ছয় ও নয় ঘটিকার সময়েও বাহিরে গিয়া তদ্রূপ করিলেন। ৬ পরে এগার ঘটিকার সময়ে বাহিরে গিয়া আর কয়েক জনকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলেন, আর তাহাদিগকে বলিলেন, কি জন্য সমস্ত দিন এখানে নিষ্কর্মে দাঁড়াইয়া আছ? ৭ তাহারা তাঁহাকে বলিল, কেহই আমাদিগকে কাজে লাগায় নাই। তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরাও দ্রাক্ষাক্ষেত্রে যাও। ৮ পরে সন্ধ্যা হইলে সেই দ্রাক্ষাক্ষেত্রের কর্তা আপন দেওয়ানকে কহিলেন, মজুরদিগকে ডাকিয়া মজুরি দেও, শেষ জন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথম জন পর্যন্ত দেও। ৯ তাহাতে যাহারা এগার ঘটিকার সময়ে লাগিয়াছিল, তাহারা আসিয়া এক এক জন এক এক সিকি পাইল। ১০ পরে যাহারা প্রথমে লাগিয়াছিল, তাহারা আসিয়া মনে করিল, আমরা বেশি পাইব; কিন্তু তাহারাও এক এক সিকি পাইল। ১১ পাইয়া তাহারা সেই গৃহকর্তার বিরুদ্ধে বচসা করিয়া বলিতে লাগিল, ১২ শেষের ইহারা তো একঘণ্টা মাত্র খাটিয়াছে, আমরা সমস্ত দিন খাটিয়াছি ও রৌদ্রে পুড়িয়াছি, আপনি ইহাদিগকে আমাদের সমান করিলেন। ১৩ তিনি উত্তর করিয়া তাহাদের একজনকে কহিলেন, হে বন্ধু! আমি তোমার প্রতি কোনো অন্যায় করি নাই; তুমি কি আমার নিকটে এক সিকিতে স্বীকার কর নাই? ১৪ তোমার যাহা পাওনা, তাহা লইয়া চলিয়া যাও; আমার ইচ্ছা, তোমাকে যাহা, ঐ শেষের জনকেও তাহাই দিব। ১৫ আমার নিজের যাহা,

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

তাহা আপনার ইচ্ছামতো ব্যবহার করিবার অধিকার কি আমার নাই? না আমি দয়ালু বলিয়া তোমার চক্ষু টাটাইতেছে? ১৬ এইরূপে যাহারা শেষের, তাহারা প্রথম হইবে এবং যাহারা প্রথম, তাহারা শেষে পড়িবে। কারণ অনেককেই ডাকা হইবে, কিন্তু অল্পই নির্বাচিত হইবে (for many be called, but few chosen)।"[৩১৭]

আর মুহাম্মাদের উম্মাতরাই শেষের এবং তারাই পুরস্কার ও পারিশ্রমিকে প্রথম। তারাই শেষ কিন্তু প্রথম। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমরাই শেষে এসে অগ্রবর্তী।"[৩১৮] তিনি আরো বলেন, "আমি জান্নাতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত পূর্ববর্তী ভাববাদীগণের জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ থাকবে এবং আমার উম্মাত জান্নাতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত পূর্ববর্তী উম্মাতদের জন্য জান্নাতে প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকবে।"[৩১৯]

মুহাম্মাদ ﷺ বিষয়ক ষষ্ঠদশ ভবিষ্যদ্বাণী

মথির সুসমাচারের ২১ অধ্যায়ে রয়েছে, "৩৩ আর একটি দৃষ্টান্ত শুন; একজন গৃহকর্তা ছিলেন, তিনি দ্রাক্ষার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তাহার চারিদিকে বেড়া দিলেন ও তাহার মধ্যে দ্রাক্ষাকুণ্ড খনন করিলেন, এবং উচ্চগৃহ নির্মাণ করিলেন; পরে কৃষকদিগকে তাহা জমা দিয়া অন্য দেশে চলিয়া গেলেন। ৩৪ আর ফলের সময় সন্নিকট হইলে তিনি আপন ফল গ্রহণ করিবার জন্য কৃষকদের নিকটে নিজ দাসদিগকে প্রেরণ করিলেন। ৩৫ তখন কৃষকেরা তাঁহার দাসদিগকে ধরিয়া কাহাকেও প্রহার করিল, কাহাকেও বধ করিল, কাহাকেও পাথর মারিল। ৩৬ আবার তিনি পূর্বাপেক্ষা আরও অনেক দাস প্রেরণ করিলেন; তাহাদের প্রতিও তাহারা সেই মতো ব্যবহার করিল। ৩৭ অবশেষে তিনি আপনার পুত্রকে তাহাদের নিকটে প্রেরণ করিলেন, বলিলেন, তাহারা আমার পুত্রকে সমাদর করিবে। ৩৮ কিন্তু কৃষকেরা পুত্রকে দেখিয়া পরস্পর বলিল, এই ব্যক্তিই উত্তরাধিকারী, আইস, আমরা

[৩১৭]. শেষের নিম্নরেখ বাক্যটি গ্রন্থকার প্রদত্ত আরবি পাঠে ও ইংরেজি বাইবেলে (AV/KJV) বিদ্যমান। তবে বাংলা বাইবেলে বাক্যটি নেই। অনুরূপভাবে ইংরেজি 'RSV'-এও বাক্যটি নেই।

[৩১৮]. সহীহ বুখারি, হাদীস-২৩৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৮৫৫; সুনান নাসায়ি, হাদীস-১৩৬৭; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-৭৪০১। -সম্পাদক

[৩১৯]. তাবারানি, আল মু'জামুল আওসাত, হাদীস-৯৪২; ইবন আবী হাতিম, ইলালুল হাদীস, হাদীস-২১৬৭। হাইসামি বলেন, 'হাদীসটির সনদে সাদাকাহ ইবন আব্দুল্লাহ আস সামীন রয়েছেন। আবু হাতিম প্রমুখ তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন, অন্যরা দুর্বল বলেছেন। সুতরাং হাদীসটির সনদ হাসান'। তবে ইবন হাজার বলেছেন 'দুর্বল' আর আলবানি বলেছেন 'মুনকার'। দেখুন: হাইসামি, মাজমাউয যাওয়ায়িদ ১০/৬৯; ইবন হাজার, আল মাতালিবুল আলিয়াহ ১৭/১২; আলবানি, সিলসিলাহ যয়ীফাহ ৫/৩৫৪-৩৫৫। -সম্পাদক

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

ইহাকে বধ করিয়া ইহার অধিকার হস্তগত করি। ৩৯ পরে তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া দ্রাক্ষাক্ষেত্রের বাহিরে ফেলিয়া বধ করিল। ৪০ অতএব দ্রাক্ষাক্ষেত্রের কর্তা যখন আসিবেন, তখন সেই কৃষকদিগকে কি করিবেন? ৪১ তাহারা তাঁহাকে বলিল, সেই দুষ্টদিগকে নিদারুণরূপে বিনষ্ট করিবেন এবং সেই ক্ষেত্র এমন অন্য কৃষকদিগকে জমা দিবেন, যাহারা ফলের সময়ে তাঁহাকে ফল দিবে। ৪২ যিশু তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা কি কখনও শাস্ত্রে পাঠ কর নাই 'যে প্রস্তর গাঁথকেরা অগ্রাহ্য করিয়াছে, তাহাই কোণের প্রধান প্রস্তর হইয়া উঠিল; ইহা প্রভু হইতেই হইয়াছে, ইহা আমাদের দৃষ্টিতে অদ্ভুত?' ৪৩ এই জন্য আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমাদের নিকট হইতে ঈশ্বরের রাজ্য কাড়িয়া লওয়া যাইবে এবং এমন এক জাতিকে দেওয়া হইবে, যে জাতি তাহার ফল দিবে। ৪৪ আর এই প্রস্তরের উপরে যে পড়িবে, সে ভগ্ন হইবে; কিন্তু এই প্রস্তর যাহার উপরে পড়িবে, তাহাকে চূরমার করিয়া ফেলিবে। ৪৫ তাঁহার এই সকল দৃষ্টান্ত শুনিয়া প্রধান যাজকেরা ও ফরিশিরা বুঝিল যে, তিনি তাহাদেরই বিষয় বলিতেছেন।"

এখানে 'গৃহকর্তা' বলতে আল্লাহকে বোঝানো হয়েছে। 'দ্রাক্ষাক্ষেত্র' বলতে ধর্মব্যবস্থা বা শরীআত বোঝানো হয়েছে। 'তাহার চারিদিকে বেড়া দিলেন ও তাহার মধ্যে দ্রাক্ষাকুণ্ড খনন করিলেন এবং উচ্চগৃহ নির্মাণ করিলেন' বলতে ব্যবস্থার বিধিবিধান ও আদেশ-নিষেধ বোঝানো হয়েছে। 'দুষ্ট কৃষকগণ' বলতে ইয়াহুদিদেরকে বোঝানো হয়েছে, প্রধান যাজকগণ, ফরিশিগণ যাদের অন্তর্ভুক্ত। 'নিজ দাসগণ' বলতে ভাববাদীগণকে বোঝানো হয়েছে। 'পুত্র' বলতে যিশুকে বোঝানো হয়েছে, আর চতুর্থ অধ্যায়ে পাঠক জেনেছেন যে, যিশুকে পুত্র বলা বাইবেলীয় পরিভাষা অনুসারে কোনো আপত্তিকর বিষয় নয়। খ্রিস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে ইয়াহুদিরা তাঁকে হত্যা করেছে। 'যে প্রস্তর গাঁথকেরা অগ্রাহ্য করিয়াছে' বলতে মুহাম্মাদ ﷺ-কে বোঝানো হয়েছে। 'যে জাতি তাহার ফল দিবে' বলতে মুসলিম জাতিকে বোঝানো হয়েছে। 'এই সেই প্রস্তর যার উপরে কেউ পড়লে সে ভগ্ন হবে; কিন্তু এই প্রস্তর যার উপরে পড়বে, তাকে চূরমার করে ফেলবে'।

খ্রিস্টান পণ্ডিতগণ দাবি করেছেন যে, 'যে প্রস্তর গাঁথকেরা অগ্রাহ্য করিয়াছে' বলতে যিশুকে বোঝানো হয়েছে। বিভিন্ন কারণে তাদের দাবি বাতিল বলে প্রমাণিত হয়।

প্রথমত, দাউদ ১১৮ গীতে বলেছেন, '২২ গাঁথকেরা যে প্রস্তর অগ্রাহ্য করিয়াছে, তাহা কোণের প্রধান প্রস্তর হইয়া উঠিল। ২৩ ইহা সদাপ্রভু হইতেই হইয়াছে, ইহা আমাদের দৃষ্টিতে অদ্ভুত'।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

যিশু ইয়াহুদি ছিলেন, যিহুদার বংশধর ছিলেন এবং দাউদেরই বংশধর ছিলেন। কাজেই যদি এই পাথর বলতে যিশুকেই বোঝানো হত তবে তা সাধারণভাবে ইয়াহুদিদের দৃষ্টিতে তা অদ্ভুত বলে গণ্য হত না। বিশেষত দাউদের দৃষ্টিতে তা কখনোই অদ্ভুত বলে গণ্য হত না; কেননা খ্রিস্টান ধর্মগুরুগণ দাবি করেন যে, দাউদ তাঁর গীতসমূহে অত্যন্ত জোরালোভাবে যিশুর মর্যাদা বর্ণনা করেছেন এবং তিনি যিশুর ঈশ্বরত্ব বিশ্বাস করতেন। পক্ষান্তরে ইশ্মায়েলের বংশধরের বিষয় অন্যরকম। ইস্রায়েলীয়গণ সর্বদা তাদেরকে অত্যন্ত অবহেলা ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখেছে। কাজেই তাদের মধ্য থেকে যদি কেউ কোণের প্রধান প্রস্তর হয়ে যায় তবে তা তাদের দৃষ্টিতে অদ্ভুত বলে প্রতীয়মান হওয়াই স্বাভাবিক।

দ্বিতীয়ত, এই প্রস্তর সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে, 'আর এই প্রস্তরের উপরে যে পড়িবে, সে ভগ্ন হইবে; কিন্তু এই প্রস্তর যাহার উপরে পড়িবে, তাহাকে চূরমার করিয়া ফেলিবে'। এ বিষয়টি যিশুর ক্ষেত্রে কোনোভাবেই প্রযোজ্য নয়। কারণ তিনি বলেছেন, "আর যদি কেহ আমার কথা শুনিয়া পালন না করে, আমি তাহার বিচার করি না, কারণ আমি জগতের বিচার করিতে নয়, কিন্তু জগতের পরিত্রাণ করিতে আসিয়াছি।" যোহনের সুসমাচারের ১২ অধ্যায়ে কথাটি রয়েছে।[৩২০] পক্ষান্তরে মুহাম্মাদ ﷺ-এর ক্ষেত্রে এই বিষয়টির প্রযোজ্যতা বুঝতে কোনো ব্যাখ্যা লাগে না। দুষ্ট ও পাপীদেরকে বোঝানো এবং ভর্ৎসনা করার জন্য তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। যদি কেউ তাঁর উপরে পতিত হয়েছে তবে সে ভগ্ন হয়েছে। আর যদি তিনি কারো উপরে পতিত হয়েছেন তবে সে চুরমার হয়েছে।

তৃতীয়ত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমার ও ভাববাদীগণের (নবীগণের) দৃষ্টান্ত একটি প্রাসাদের ন্যায়, যা সুন্দর করে নির্মাণ করা হয়েছে এবং এক কোণে একটি প্রস্তরের স্থান খালি রাখা হয়েছে। দর্শকগণ উক্ত প্রাসাদের চতুর্দিকে চক্কর দিয়ে দেখতে থাকেন এবং প্রাসাদের নির্মাণশৈলী তাদের মুগ্ধ করে। কিন্তু উক্ত প্রস্তরের খালি স্থানটি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমিই এই সর্বশেষ প্রস্তর, আমাকে দিয়েই প্রাসাদটির নির্মাণ সমাপ্ত হয় এবং আমার মাধ্যমেই ভাববাদীগণের পরিসমাপ্তি ঘটে।"[৩২১]

অন্যান্য অনেক বিষয় মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুয়াত প্রমাণ করেছে। তন্মধ্যে কিছু বিষয় আমরা পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে আলোচনা করেছি।

[৩২০]. যোহন ১২/৪৭।

[৩২১]. সহীহ বুখারি, হাদীস-৩৫৩৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস-২২৮৭; সুনান তিরমিযি, হাদীস-২৮২৬; বাগাবি, শারহুস সুন্নাহ, হাদীস-৩৬২০; তাবারানি, মুসনাদুশ শামিয়্যীন, হাদীস-৩০৩৭; আজুররি, আশ শারীআহ, হাদীস-৯৯২। -সম্পাদক

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

এভাবে তাঁর নবুয়াত প্রমাণিত হওয়ার পরে তাঁর এই বাণীটি বাইবেলের উপর্যুক্ত বাণীর ব্যাখ্যায় প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

চতুর্থত, যিশুর উপর্যুক্ত বক্তব্য থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, পুত্র ও প্রস্তর এক নয়, বরং ভিন্ন।

মুহাম্মাদ ﷺ বিষয়ক সপ্তদশ ভবিষ্যদ্বাণী

প্রকাশিত বাক্যের ২ অধ্যায়ে রয়েছে, "২৬ আর যে জয় করে, ও শেষ পর্যন্ত আমার আদিষ্ট কার্য সকল পালন করে, তাহাকে আমি আপনি পিতা হইতে যেরূপ পাইয়াছি, তদ্রূপ 'জাতিগণের উপরে কর্তৃত দিব; ২৭ তাহাতে সে লৌহদণ্ড দ্বারা তাহাদিগকে এমনি শাসন করিবে যে, কুম্ভকারের মৃৎপাত্রের ন্যায় চূরমার হইয়া যাইবে' ২৮ আর আমি প্রভাতীয় তারা (the morning star) তাহাকে দিব। ২৯ যাহার কর্ণ আছে, সে শুনুক, আত্মা মণ্ডলীগণকে কি কহিতেছেন।"

এই প্রতিশ্রুত ব্যক্তি, যাকে জাতিগণের উপর কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে এবং যিনি লৌহদণ্ড দ্বারা তাদেরকে শাসন করেছেন তিনি মুহাম্মাদ ﷺ ভিন্ন কেউ নন। এই অর্থেই তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন:

﴿وَيَنْصُرَكَ اللهُ نَصْرًا عَزِيْزًا﴾

"এবং আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করেন পরাক্রান্ত বিজয় দ্বারা।"[৩২২]

প্রসিদ্ধ আরবীয় গণক সাতীহ মুহাম্মাদ ﷺ-কে 'যষ্টির অধিকারী' বলে অভিহিত করেন। বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্মের রাতে পারস্য সম্রাট কেসরা আনুশেরওঁয়ার (Khosrow Anūshirvan/ Khosrow/ Chosroes I) রাজদরবার ফেঁটে যায় এবং তা থেকে ১৪টি ঝুল বারান্দা ভেঙ্গে পড়ে। পারস্যের অগ্নিপূজকদের পূজিত 'চিরন্তন অগ্নিশিখা' নিভে যায়, যা বিগত হাজার বছরে একবারও নেভেনি। ইরানের সাওয়া হ্রদের পানি শুকিয়ে যায়। পারসিক প্রধান পুরোহিত স্বপ্নে দেখেন যে, কতকগুলো দুর্দমনীয় উট কতকগুলো আরবীয় ঘোড়াকে চালিয়ে নিয়ে দজলা অতিক্রম করে তার দেশে ছড়িয়ে পড়ে। পারস্য-সম্রাট ভয় পান যে, কোনো অঘটন ঘটবে। তখন তিনি আব্দুল মাসীহ নামে একজন দূত সিরিয়ায় অবস্থানরত গণক সাতীহের নিকট প্রেরণ করেন। আব্দুল মাসীহ সিরিয়া পৌঁছে দেখেন যে, সাতীহ তার মৃত্যু শয্যায়। তখন সে উক্ত বিষয়গুলো সাতীহের নিকট উল্লেখ করে। সাতীহ উত্তরে বলে, 'যখন পাঠ বেড়ে যাবে, যষ্ঠির অধিকারী প্রকাশিত হবেন, সাওয়া হ্রদ পানিশূন্য হবে, পারস্যে অগ্নি নির্বাপিত হবে,

[৩২২]. সূরা: (৪৮) ফাতহ, ৩ আয়াত।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

তখন আর ব্যাবিলে পারসিকদের স্থান হবে না এবং সিরিয়াতেও সাতীহ নিদ্রা যেতে পারবে না। ভগ্ন ব্যালকনির সংখ্যা অনুসারে তাদের মধ্য থেকে সম্রাট বা সম্রাজ্ঞী ক্ষমতা গ্রহণ করবে। আর যাকিছু আসার তা আসবেই।' একথা বলার পরে সাতীহ মৃত্যুবরণ করে। আব্দুল মাসীহ ফিরে গিয়ে পারস্য রাজ আনুশেরওঁয়াকে সবকিছু অবগত করায়। পারস্য-রাজ বলেন, ১৪ জন রাজার ক্ষমতাগ্রহণ অনেক সময়ের ব্যাপার। ততদিনে অনেক কিছু ঘটে যাবে। কিন্তু ৪ বছরের মধ্যে তাদের মধ্য থেকে ১০ জন রাজা ক্ষমতা গ্রহণ করে। অন্যান্যরা উসমান ﷺ-এর খিলাফতের সময়ে ক্ষমতা গ্রহণ করে। সর্বশেষ রাজা ইয়াযদাগির্দ (Yazdegerd III) খলীফা উসমানের খিলাফতকালে (৬৫১খ্রি./৩১হি.) নিহত হয়।[৩২৩]

প্রভাতীয় তারা (the morning star) বলতে এখানে কুরআন বোঝানো হয়েছে। মহান আল্লাহ সূরা নিসায় বলেন:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوْرًا مُبِيْنًا﴾

"এবং তোমাদের প্রতি একটি স্পষ্ট জ্যোতি অবতীর্ণ করেছি।"[৩২৪]

আর সূরা তাগাবুনে রয়েছে:

﴿فَآمِنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَالنُّوْرِ الَّذِيْ أَنْزَلْنَا﴾

"অতএব তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং ওই জ্যোতির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো যা আমরা অবতীর্ণ করেছে।"[৩২৫]

'সাওলাতুদ দাইগাম আলা আদায়ি ইবনি মারইয়াম' (মরিয়ম পুত্রের শত্রুদের বিরুদ্ধে সিংহের আক্রমণ) গ্রন্থের লেখক উপর্যুক্ত ভবিষ্যদ্বাণীটি উদ্ধৃত করার পরে বলেন, 'আমি বিতর্ক অনুষ্ঠানের সময় পাদরি ওয়েট ও উইলিয়াম উভয়কে বললাম, এই 'লৌহদণ্ডধারী' শাসক মুহাম্মাদ ﷺ। একথা শুনে তারা অস্থির হয়ে যান। তারা বলেন, যিশু তো এ নির্দেশ প্রদান করেন থুয়াতীরাস্থ মণ্ডলীকে (church in Thyatira); কাজেই এরূপ ব্যক্তির আবির্ভাব সেখানেই হতে হবে। মুহাম্মাদ ﷺ তথায় গমন করেননি। আমি বললাম, এই মণ্ডলীটি কোন অঞ্চলে অবস্থিত ছিল? তারা অভিধান গ্রন্থাদি দেখে বলেন, মণ্ডলীটি ছিল রোমানদের দেশে (এশিয়া মাইনরে) ইস্তাম্বুলের নিকটে। তখন আমি বললাম, মুহাম্মাদের সঙ্গীরা (সাহাবিগণ) উমার ফারূক

[৩২৩]. বাইহাকি, দালায়িলুন নবুওয়াত ১/১২৬-১২৯; আবু নুআইম, দালায়িলুন নবুওয়াত, হাদীস-৮২; সুয়ুতি, আল খাসায়িসুল কুবরা ১/৮৭-৮৮; তারীখ তাবারি ২/১৬৬-১৬৮; যাহাবি, তারীখুল ইসলাম ১/৩২-৩৪। যাহাবি, ইবন আসাকির হাদীসটিকে মুনকার গরীব বলেছেন। -সম্পাদক

[৩২৪]. সূরা নিসা, ১৭৪ আয়াত।

[৩২৫]. সূরা: (৬৪) তাগাবুন, ৮ আয়াত।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

ﷺ-এর খিলাফতকালে তথায় গিয়েছেন এবং তা অধিকার করেন। সাহাবিদের পরে অধিকাংশ সময় এ সকল দেশ মুসলিম শাসনের অধীন ছিল। অবশেষে ওসমানি তুর্কি সুলতানেরা তা অধিকার করেছেন এবং এখন পর্যন্ত তা তাদেরই অধিকারে রয়েছে। মহান আল্লাহ তাদের অধিকার চিরস্থায়ী করুন। এতে প্রামাণিত হল যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীটি সুস্পষ্টতই মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিষয়ে কথিত হয়েছে।'

গ্রন্থকার বলেন, সম্মানিত ভারতীয় আলিম আব্বাস আলী জাজমাবি ত্রিত্ববাদী খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে একটি বৃহদাকার পুস্তক রচনা করেন। তিনি পুস্তকটির নামকরণ করেন, 'সাওলাতুদ দাইগাম আলা আদায়ি ইবনি মারইয়াম' (মরিয়ম পুত্রের শত্রুদের বিরুদ্ধে সিংহের আক্রমণ)। এরপর তিনি (আল্লাহ তাঁকে রহমত করেন) ভারতের কানপুর শহরে ওয়েট ও উইলিয়াম নামক দুজন পাদরির সাথে প্রকাশ্যে বিতর্ক অনুষ্ঠানে অংশ নেন। তিনি তাদেরকে পরাজিত ও লা-জওয়াব করে দেন। অতঃপর তিনি পূর্বোক্ত পুস্তকটির সারসংক্ষেপ পৃথকভাবে সংকলন করে পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করেন এবং পুস্তিকাটির নাম দেন 'খুলাসাতু সাওলাতিদ দাইগাম' (সিংহের আক্রমণের সারসংক্ষেপ)। আল্লামা আব্বাস আলী জাজমাবির বিতর্কটি সংঘটিত হয়েছিল মীযানুল হক গ্রন্থের প্রণেতার সাথে আকবারাবাদে (আগ্রায়) আমার বিতর্ক-অনুষ্ঠানের ২২ বছর আগে।[৩২৬]

মুহাম্মাদ ﷺ বিষয়ক অষ্টাদশ ভবিষ্যদ্বাণী

এই ভবিষ্যদ্বাণীটি যোহনলিখিত সুসমাচারের শেষ অধ্যায়গুলোতে বিদ্যমান। আমি ১৮২১, ১৮৩১ ও ১৮৪৪ সালে লন্ডনে প্রকাশিত আরবি অনুবাদ থেকে তা উদ্ধৃত করব। যোহনের সুসমাচারের ১৪ অধ্যায়ে রয়েছে, "১৫ তোমরা যদি আমাকে প্রেম কর, তবে আমার আজ্ঞা সকল পালন করিবে। ১৬ আর আমি পিতার নিকটে নিবেদন করিব, এবং তিনি আর এক ফারাক্লিত (another Paraclete)[৩২৭] তোমাদিগকে দিবেন, যেন তিনি

[৩২৬]. আল্লামা রাহমাতুল্লাহ কিরানবির বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে। এ থেকে বোঝা যায় যে, আল্লামা আব্বাস আলী জাজমাবির কানপুরের বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৩২/১৮৩৩ সালের দিকে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, বৃটিশ দখলের সেই কঠিন দিনগুলোতেও ভারতীয় আলিমগণ খ্রিস্টান মিশনারিদের চ্যালেঞ্জ মুকাবিলায় মোটেও পিছপা হননি।

[৩২৭]. গ্রন্থাকার প্রদত্ত আরবি পাঠে 'ফারাক্লিত' শব্দটিই ব্যবহার করা হয়েছে। বাংলা অনুবাদে 'সহায়' বা 'সাহায্যকারী' লেখা হয়েছে। ইংরেজিতে 'Comforter' বা 'Counselor' লেখা হয়েছে। আমরা দেখেছি যে, যিশু তাঁর শিষ্যদের সাথে গ্রিক ভাষায় কথা বলতেন না, বরং হিব্রু বা আরামাইক ভাষায় কথা বলেছেন। যিশুর ভাষায় এখানে যিশু কী বলেছিলেন তা জানার কোনো উপায় নেই। যিশুর শিষ্যগণ বা প্রথম যুগের খ্রিস্টানগণ যিশুর কথাটির অনুবাদের মূলত কোন

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকেন; ১৭ তিনি সত্যের আত্মা (the Spirit of truth), জগৎ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, কেননা সে তাঁহাকে দেখে না, তাঁহাকে জানেও না; তোমরা তাঁহাকে জান, কারণ তিনি তোমাদের নিকটে অবস্থিতি করেন ও তোমাদের অন্তরে থাকিবেন (he dwelleth with you, and shall be in you)।... ২৬ কিন্তু সেই সহায়, পবিত্র আত্মা (But the Comforter, which is the Holy Ghost=KJV, But the Counselor, the Holy Spirit=RSV) যাঁহাকে পিতা আমার নামে পাঠাইয়া দিবেন, তিনি সকল বিষয়ে তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন, এবং আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিয়াছি, সেই সকল স্মরণ করাইয়া দিবেন।... ৩০ (২৯) আর এখন, ঘটিবার পূর্বে, আমি তোমাদিগকে বলিলাম, যেন ঘটিলে পর তোমরা বিশ্বাস কর।"

যোহনের সুসামাচারের ১৫ অধ্যায়ে রয়েছে, "২৬ যাঁহাকে আমি পিতার নিকট হইতে তোমাদের কাছে পাঠাইয়া দিব, সত্যের সেই আত্মা (the Spirit of truth), যিনি পিতার নিকট হইতে বাহির হইয়া আইসেন, যখন সেই সহায় (ফারাক্লিত/ the Comforter) আসিবেন, তিনিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন। ২৭ আর তোমরাও সাক্ষী (And ye also shall bear witness), কারণ তোমরা প্রথম হইতে আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ।"

যোহনের সুসমাচারের ১৬ অধ্যায়ে রয়েছে, "৭ তথাপি আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভালো, কারণ আমি না গেলে, সেই সহায় (ফারাক্লিত/ the Comforter/the Counselor) তোমাদের নিকটে আসিবেন না; কিন্তু আমি যদি যাই, তবে তোমাদের নিকটে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব। ৮ আর তিনি আসিয়া পাপের সম্বন্ধে, ধার্মিকতার সম্বন্ধে ও বিচারের সম্বন্ধে জগৎকে দোষী (ভর্ৎসনা বা তিরস্কার) করিবেন (reprove)। ৯ পাপের সম্বন্ধে, কেননা তাহারা আমাতে বিশ্বাস করে না; ১০ ধার্মিকতার সম্বন্ধে, কেননা আমি পিতার নিকটে যাইতেছি, ও তোমরা আর আমাকে দেখিতে পাইতেছ না; ১১ বিচারের সম্বন্ধে, কেননা

গ্রিক শব্দ ব্যবহার করেছিলেন তাও জানার উপায় নেই। কারণ প্রথম কয়েক শতাব্দীর কোনো প্রাচীন গ্রিক পাণ্ডুলিপিও সংরক্ষিত নেই। প্রচলিত গ্রিক অনুবাদে 'Paracletos' শব্দটি ব্যবহৃত। এর অর্থ এডভোকেট, সুপারিশকারী, কারো সাহায্যে আহ্বানকৃত ব্যক্তি, দয়ালু বন্ধু ইত্যাদি। গবেষকগণ মনে করেন যে, প্রচলিত গ্রিক 'Paracletos' শব্দটি অন্য গ্রিক শব্দ 'Periclytos' থেকে গৃহীত, যার অর্থ প্রশংসিত ব্যক্তি। Periclytos (প্রশংসিত) শব্দটি ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত বিকৃতির মাধ্যমে Paracletos (এডভোকেট) রূপ ধারণ করে। তবে প্রশংসিত বা এডভোকেট উভয় অর্থেই এই ভবিষ্যদ্বাণীটি কেবলমাত্র মুহাম্মাদ ﷺ-এর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এ বিষয়ে বাইবেলের বিভিন্ন বক্তব্য প্রমাণ করে যে, পবিত্র আত্মাকে এডভোকেট, সহায় বা পরামর্শক বলা ভিত্তিহীন।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

এই জগতের আরকোন (أركون)[৩২৮] অধিপতি বিচারিত হইয়াছে। ১২ তোমাদিগকে বলিবার আমার আরও অনেক কথা আছে, কিন্তু তোমরা এখন সেই সকল সহ্য করিতে পার না। ১৩ পরন্তু তিনি, সত্যের আত্মা (the Spirit of truth), যখন আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন; কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা যাহা শুনেন, তাহাই বলিবেন, এবং আগামী ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন। ১৪ তিনি আমাকে মহিমান্বিত করিবেন; কেননা যাহা আমার, তাহাই লইয়া তোমাদিগকে জানাইবেন। ১৫ পিতার যাহা যাহা আছে, সকলই আমার; এই জন্য বলিলাম, যাহা আমার, তিনি তাহাই লইবেন[৩২৯] ও তোমাদিগকে জানাইবেন।"

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিগুলোকে মুহাম্মাদ ﷺ-এর আগমন বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে প্রমাণ করার আগে আমি দুটি বিষয় পেশ করতে চাই।

প্রথম বিষয়: ইতোপূর্বে সপ্তম বিষয়ের আলোচনা থেকে পাঠক জেনেছেন যে, অতীত ও বর্তমান সকল যুগের খ্রিস্টান ধর্মগুরু ও পণ্ডিতদের অভ্যাস যে, তারা অধিকাংশ সময় নামসমূহের অনুবাদ করেন। পাঠক আরো জেনেছেন যে, যিশুখ্রিস্ট গ্রিক ভাষায় কথা বলেননি, বরং তিনি হিব্রু ভাষায় কথা বলতেন। এ থেকে সন্দেহাতীতভবে জানা যায় যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীতে প্রতিশ্রুত আগন্তুককে যিশুখ্রিস্ট হিব্রু ভাষায় যে নাম দিয়েছিলেন যোহনের সুসমাচারে সেই হিব্রু নামটিকে গ্রিক ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। এরপর আরবি অনুবাদকগণ সেই গ্রিক শব্দের আরবি লিখেছেন 'ফারাক্লিত'।

জনৈক পাদরি রচিত উর্দু ভাষার একটি পুস্তিকা আমার হস্তগত হয়েছে। ১২৬৮ হিজরিতে (১৮৫২ খ্রি.) পুস্তিকাটি প্রকাশিত। 'ফারাক্লিত' শব্দের বিশ্লেষণের জন্য পুস্তিকাটি রচিত। লেখক পাদরি মহাশয় দাবি করেছেন যে, মুসলিমগণ কীভাবে 'ফারাক্লিত' শব্দের বিষয়ে বিভ্রান্তির মধ্যে

[৩২৮]. গ্রন্থকার প্রদত্ত আরবি পাঠে এভাবে 'আরকোন' শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। এর ব্যাখ্যায় টীকায় লেখা হয়েছে 'শয়তান'। বাংলা বাইবেলে এখানে 'এই জগতের অধিপতি' বলা হয়েছে। ইংরেজিতে 'the prince of this world' বলা হয়েছে। অন্যত্র যিশু বলেছেন, "আমি তোমাদের সহিত আর অধিক কথা বলিব না; কারণ জগতের অধিপতি আসিতেছে, আর আমাতে তাহার কিছুই নাই বা আমার উপরে তাহার কোনো ক্ষমতা নাই: (the prince of this world cometh, and hath nothing in me=KJV/the ruler of this world is coming, he has no power over me=RSV)...।" যোহন ১৪/৩০-৩১।

[৩২৯]. এখানে কেরির বাংলা বাইবেলে 'লইয়া থাকেন' বলা হয়েছে। আরবি ও ইংরেজি বাইবেলে ভবিষ্যতের ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে। কিং জেমস ভার্শনে বলা হয়েছে: he shall take of mine, and shall shew it unto you। রিভাইজড স্টান্ডার্ড ভার্শনে বলা হয়েছে: he will take what is mine, and declare it to you। আমরা জানি না, কী জন্য ভবিষ্যতের ক্রিয়াকে বাংলায় বর্তমানের অর্থ করা হয়েছে!

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

নিপতিত হয়েছে তা তাদেরকে বোঝানোই তার উদ্দেশ্য। তার বক্তব্যের সার সংক্ষেপ এই যে, 'ফারাক্লিত' শব্দটি মূল গ্রিক শব্দের আরবি রূপ। যদি আমরা বলি যে, মূল গ্রিক শব্দটি ছিল 'পারাক্লিটোস (Paracletos) তাহলে এর অর্থ হয় সান্ত্বনাদানকারী, সাহায্যকারী বা উকিল। আর যদি আমরা বলি যে, এর মূল ছিল পেরিক্লিটোস (Periclytos), তবে এর অর্থ হয় 'মুহাম্মাদ' বা 'আহমাদ' শব্দের অর্থের কাছাকাছি। যে সকল মুসলিম আলিম দাবি করেছেন যে, 'ফারাক্লিত' বলতে মুহাম্মাদ ﷺ-কে বোঝানো হয়েছে, তারা ধারণা করেন যে, শব্দটি পেরিক্লিটোস (Periclytos) শব্দ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, আর এর অর্থ মুহাম্মাদ বা আহমাদ শব্দের অর্থের কাছাকাছি। এজন্য তারা দাবি করেন যে, যিশু মুহাম্মাদ বা আহমাদ ﷺ-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। কিন্তু সঠিক তথ্য এই যে, মূল গ্রিকে পারাক্লিটোস (Paracletos) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

এক্ষেত্রে আমার কথা এই যে, দুটি শব্দের মধ্যে পার্থক্য খুবই সামান্য। এছাড়া গ্রিক বর্ণগুলোর একটির সাথে অন্যটির মিল খুব বেশি। অনেক বর্ণই দেখতে প্রায় একই রকম। কাজেই দু একটি পাণ্ডুলিপিতে পেরিক্লিটোস (Periclytos) শব্দটি বিকৃত হয়ে পারাক্লিটোস (Paracletos) হয়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক ও যুক্তিগ্রাহ্য বিষয়। এরপর ত্রিত্ববাদী খ্রিস্টান ধর্মগুরুগণ এই বিকৃত শব্দের পাণ্ডুলিপিকেই অন্যান্য পাণ্ডুলিপির উপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং এর উপরেই নির্ভর করেছেন। এই পুস্তকের ২য় অধ্যায় যদি কেউ ভালো করে চিন্তা করেন এবং ৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদের ৭ম বিষয়টি নিরপেক্ষতার সাথে বিশ্লেষণ করেন তবে তিনি নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করবেন যে, এরূপ বিকৃতি ও বিকৃতিকে গ্রহণ করা ধার্মিক খ্রিস্টানদের জন্য খুবই স্বাভাবিক। শুধু স্বাভাবিকই নয়, বরং তা নেককর্ম বলে গণ্য হওয়াও অস্বাভাবিক নয়।

দ্বিতীয় বিষয়: মুহাম্মাদ ﷺ-এর পূর্বেও কেউ কেউ দাবি করেছেন যে, তাঁরাই প্রতিশ্রুত 'ফারাক্লিত'। যেমন ২য় খ্রিস্টীয় শতকের খ্রিস্টান যাজক মন্টানাস (Montanus) নিজেকে ফারাক্লিত বলে দাবি করেন।[৩৩০] তিনি অত্যন্ত কঠোর নীতিমালা, সততা ও কৃচ্ছ্রতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। ১৭৭ খ্রিস্টাব্দের দিকে এশিয়া মাইনরে তিনি ভাববাদিত্ব দাবি করেন। তিনি বলেন যে, তিনিই প্রতিশ্রুত ফারাক্লিত, যিশুখ্রিস্ট যার আগমনের কথা জানিয়েছেন। অনেক মানুষ তার দাবি মেনে নিয়ে তার অনুসারী হয়।[৩৩১]

[৩৩০]. তৃতীয় খ্রিস্টীয় শতকের ধর্মপ্রচারক মানিও (Mani) নিজেকে ফারাক্লিত বলে দাবি করেন।

[৩৩১]. দ্বিতীয়-তৃতীয় খ্রিস্টীয় শতকের সুপ্রসিদ্ধ খ্রিস্টান ধর্মগুরু ও ধর্মবেত্তা (theologian) টার্টুলিয়ান (Tertullian) মন্টানাসের মত গ্রহণ করেন এবং তাকে ফারাক্লিত বলে স্বীকার করেন। খ্রিস্টধর্মের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাদানে টার্টুলিয়ানকে সেই যুগের ও সর্বযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মতাত্ত্বিক বলে গণ্য করা হয়। তার লিখিত গ্রন্থাবলি এখনো খ্রিস্টধর্মের অন্যতম উৎস বলে গণ্য।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

উইলিয়াম মুর তার ইতিহাস গ্রন্থের, ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত উর্দু সংস্করণের, ২য় অংশের ৩য় অধ্যায়ে মন্টানাস ও তার অনুসারীদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, "কেউ কেউ বলেছেন, তিনি নিজেকে ফারাক্লিত, অর্থাৎ সান্ত্বনাদাতা পবিত্র আত্মা বলে দাবি করেন। তিনি কঠোর নীতিমালা, ধার্মিকতা ও কৃচ্ছ্রতার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এজন্য মানুষদের মধ্যে তিনি অত্যন্ত বেশি গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেন।"

এ থেকে জানা গেল যে, প্রথম খ্রিস্টীয় শতাব্দীগুলোতে খ্রিস্টানগণ 'ফারাক্লিতে'র আবির্ভাবের অপেক্ষায় ছিলেন। এজন্যই অনেকে দাবি করতে পেরেছেন যে, তারাই ফারাক্লিত, এবং খ্রিস্টানগণও তাদের দাবি সত্য বলে মেনে নিয়েছেন।

'লুব্বুত তাওয়ারীখ' (ইতিহাসের সার) গ্রন্থের (খ্রিস্টান ধর্মগুরু) লেখক লিখেছেন, "মুহাম্মাদ ﷺ-এর সমসাময়িক ইয়াহুদি ও খ্রিস্টানগণ একজন প্রতিশ্রুত ভাববাদীর আগমনের অপেক্ষা করতেন। এ বিষয়টি দ্বারা মুহাম্মাদ ﷺ বিশেষভাবে উপকৃত হন। কারণ তিনি দাবি করেন যে, তিনিই সেই প্রতিশ্রুত ভাববাদী।"

তার কথা থেকেও জানা যাচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে ইয়াহুদি-খ্রিস্টান সকলেই প্রতিশ্রুত ভাববাদীর আগমনের অপেক্ষায় ছিলেন। এই ছিল প্রকৃত বাস্তবতা। ইথিওপিয়ার সম্রাট নাজাশির (Negus) নিকট যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্র পৌঁছায় তখন তিনি বলেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, ইয়াহুদি-খ্রিস্টানগণ যে ভাববাদীর জন্য অপেক্ষা করছে তিনিই সেই ভাববাদী।' তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্রের উত্তর পাঠান। উত্তরে তিনি লিখেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর সত্যবাদী ও সত্য-প্রমাণিত রাসূল। আমি আপনার আনুগত্যের শপথ (বাইআত) গ্রহণ করলাম। আমি আপনার চাচাতো ভাইয়ের (জা'ফার ইবন আবী তালিব) কাছে শপথ গ্রহণ করলাম এবং তাঁর হাতে হাত রেখে জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ (ইসলাম গ্রহণ) করলাম'। এই নাজাশি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে খ্রিস্টান ছিলেন।

মিসরের কপ্টিক শাসক মুকাওকিস রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্রের উত্তরে লিখেন, "মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহর প্রতি, কপ্টিকদের শাসক মুকাওকিসের পক্ষ থেকে। আপনার উপর শান্তি হোক। আপনার চিঠি পাঠ করেছি এবং আপনি যা বলেছেন এবং যে জন্য আহ্বান করেছেন তা বুঝতে পেরেছি। আমি জানতাম যে, একজন ভাববাদীর আগমন বাকি আছে। আমি ধারণা

টার্টুলিয়ানের মাধ্যমে উত্তর আফ্রিকায় মন্টানাসের ধর্মমত প্রসার লাভ করে এবং প্রায় ৯ম শতাব্দী পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

করতাম যে, তিনি সিরিয়ায় (ফিলিস্তিন বা যিরূশালেম) আগমন করবেন। আমি আপনার দূতকে সম্মান করেছি।" এই মুকাওকিস যদিও ইসলাম গ্রহণ করেননি তবে তার পত্রে স্বীকার করেন যে, আমি জানি যে, একজন ভাববাদীর আগমন এখনো বাকি আছে, আর তিনিও ছিলেন একজন খ্রিস্টান।

এই দুই সম্রাট পত্রপ্রাপ্তির সময়ে (৭ম হিজরিতে) মুহাম্মাদ ﷺ-কে তাঁর জাগতিক ক্ষমতার কারণে ভয় করতেন না।

প্রসিদ্ধ আরবীয় খ্রিস্টান গোত্রপতি জারূদ ইবনুল আলা তার গোত্রের (আব্দ কাইস) মানুষদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করেন। তিনি বলেন, "আল্লাহর শপথ, আপনি সত্যসহ আগমন করেছেন এবং সত্যই উচ্চারণ করেছেন। যিনি আপনাকে সত্যসহ নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ করে বলছি, আমি ইঞ্জিলের (সুসমাচারের) মধ্যে আপনার বর্ণনা পেয়েছি এবং মরিয়ম তনয় আপনার আগমনের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। কাজেই দীর্ঘ সালাম আপনার জন্য। আর আপনাকে যিনি সম্মানিত করেছেন তাঁর জন্য কৃতজ্ঞতা। দর্শনের পরে আর চিহ্ন লাগে না এবং বিশ্বাসের পরে আর সন্দেহ থাকে না। আপনার হাত বাড়িয়ে দিন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং আপনি মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।" এরপর তাঁর গোত্রের মানুষেরা ইসলাম গ্রহণ করেন।[৩৩২]

এই জারূদ একজন খ্রিস্টান ধর্মগুরু ও পণ্ডিত ছিলেন। তিনি স্বীকার করছেন যে, মরিয়ম তনয়, অর্থাৎ যিশু মুহাম্মাদ ﷺ-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। এ থেকে জানা গেল যে, খ্রিস্টানগণ একজন নবীর আগমনের অপেক্ষা করছিলেন, যার আগমন সম্পর্কে স্বয়ং যিশু ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।

উপরের বিষয়দ্বয়ের আলোকে 'ফারাক্লিত' বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণীগুলো যে মুহাম্মাদ ﷺ-এর জন্যই বলা হয়েছে তা আমরা আলোচনা করব। আমরা জানি যে, যিশু এখানে যে হিব্রু শব্দটি বলেছিলেন তা হারিয়ে গিয়েছে। বর্তমানে সুসমাচারে ব্যবহৃত মূল হিব্রু শব্দের গ্রিক অনুবাদ মাত্র। তবে আমি মূল হিব্রু শব্দের সন্ধানে যাচ্ছি না। বরং গ্রিক অনুবাদে ব্যবহৃত শব্দের মধ্যেই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব। যদি এই শব্দটি মূলত পেরিক্লিটোস (Periclytos) হয়ে থাকে তবে তো বিষয়টি খুবই সুস্পষ্ট। এতে প্রমাণিত হবে যে, যিশু মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে গিয়ে

[৩৩২]. বাইহাকি, দালায়িলুন নুবুওয়াত ২/১০৬-১০৭; খারকুশি, শারফুল মুস্তাফা ১/২১৮। -সম্পাদক

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

এমন একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন যার অর্থও মুহাম্মাদ ও আহমাদ ﷺ নামের অর্থের কাছাকাছি। আমরা দেখেছি যে, বাহ্যত শব্দটির পেরিক্লিটোস (Periclytos) থেকে পরিবর্তিত হয়ে পারাক্লিটোস (Paracletos) হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি এবং খ্রিস্টান ধর্মগুরুদের সুপরিচিত অভ্যাসের কথা চিন্তা করলে এই সম্ভাবনার উপরেই নির্ভর করতে হয়। তবে আমি এই যৌক্তিক ও বাস্তবসম্মত সম্ভাবনাটিও বাতিল করে দিচ্ছি। কারণ খ্রিস্টান পণ্ডিতগণ এই সম্ভাবনা মানতে বাধ্য নন। এজন্য আমি ধরে নিচ্ছি যে, ফারাক্লিত শব্দটি মূল গ্রিক পারাক্লিটোস শব্দ থেকে গৃহীত; কারণ এতে এই ভবিষ্যদ্বাণীটি মুহাম্মাদ ﷺ-এর জন্য কথিত বলে প্রমাণ করার কোনো অসুবিধা হয় না। জনৈক পাদরি মহাশয় তার পুস্তিকায় যে বর্ণনা দিয়েছেন তদনুসারে ফারাক্লিত শব্দটির অর্থ 'সান্ত্বনাদাতা' (comforter),[৩৩৩] সাহায্যকারী অথবা উকিল। ১৮১৬ সালে প্রকাশিত আরবি বাইবেলে ফারাক্লিত অর্থ 'শাফি' (الشافع) 'সুপারিশকারী' (Intercessor) লেখা হয়েছে। এই অর্থগুলো সবই মুহাম্মাদ ﷺ-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আমি এখানে দুটি বিষয় আলোচনা করব।

প্রথমত, প্রেরিতদের কার্যবিবরণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যে, পঞ্চাশত্তমীর দিন উপস্থিত হলে যিশুর প্রেরিতগণ সকলে একস্থানে সমবেত হন এবং তখন তাদের উপর আত্মা অবতীর্ণ হয়। আমি প্রমাণ করব যে, 'ফারাক্লিত' বলতে এই আত্মা বোঝানো হয়নি, বরং 'ফারাক্লিত' বলতে মুহাম্মাদ ﷺ-কেই বোঝানো হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, এ বিষয়ে খ্রিস্টান ধর্মগুরু ও পণ্ডিতগণের সন্দেহ ও আপত্তি আমি উল্লেখ করে সেগুলোর উত্তর প্রদান করব।

AS-SUNNAH TRUST

প্রথম বিষয়: 'প্রেরিতদের নিকট আগমনকারী আত্মা' নয়, বরং মুহাম্মাদ-ই ﷺ ফারাক্লিত

এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়:

(১) যিশু প্রথমে বলেছেন, 'তোমরা যদি আমাকে প্রেম কর, তবে আমার আজ্ঞা সকল পালন করিবে'। এরপর তিনি 'ফারাক্লিত' সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করেন। কারণ তাঁর উদ্দেশ্য এই যে, তিনি ফারাক্লিত সম্পর্কে তাদেরকে যাকিছু বলবেন সেগুলো অত্যন্ত জরুরি এবং এ বিষয়ে তাঁর আজ্ঞাগুলো অবশ্য পালনীয়। ফারাক্লিত বলতে যদি প্রেরিতদের উপর অবতরণকারী আত্মাকে বোঝাতেন তাহলে প্রথমেই আজ্ঞাত সকল পালন

[৩৩৩]. পরবর্তী আরবি বাইবেলগুলোতে এই অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

করার কথা বলে শুরু করতেন না। কারণ একথা ধারণা করার কোনো কারণ ছিল না যে, যে পবিত্র আত্মা দ্বারা তারা ইতোপূর্বেই পূর্ণ হয়েছিলেন সেই পবিত্র আত্মা তাদের উপর অবতরণ করলে তারা তা অস্বীকার করবেন। শুধু তাই নয়, আত্মার অবতরণ অস্বীকার করার কোনো প্রশ্নই উঠে না। কারণ কারো হৃদয়ের উপরে আত্মা অবতরণ করলে এবং তার মধ্যে প্রবেশ করলে তার উপরে সুস্পষ্টভাবে তার প্রভাব প্রকাশিত হবেই। কাজেই একথা চিন্তা করা যায় না যে, কারো উপরে আত্মা অবতরণ করবে অথচ সে নিজেই আত্মার অবতরণের কথা অস্বীকার করবে। আত্মা তো এমনভাবে অবতরণ করেন না যে, তাকে অস্বীকার করা যেতে পারে। এ থেকে বোঝা যায় যে, এখানে যিশু একজন ভাববাদীর আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করছেন। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা ও নবুয়াতের জ্যেতি দ্বারা জানতে পেরেছিলেন যে, এই প্রতিশ্রুত ফারাক্লিত যখন আবির্ভূত হবেন তখন তাঁর অনুসারীদের অনেকেই তাঁকে অস্বীকার করবে। এজন্যই তিনি তাঁর বিষয়ে বলার আগে এ বিষয়ে তাঁর আজ্ঞা সকল পালন করার বিষয়ে বিশেষভাবে তাকিদ প্রদান করেন। এরপর তাঁর আগমন সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করেন।

(২) খ্রিস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে পিতা ও পবিত্র আত্মা এক এবং অভিন্ন। অনুরূপভাবে পুত্রের ঈশ্বরত্বের দিক থেকে পবিত্র আত্মা ও পুত্র মূলত একই সত্তা। কাজেই পবিত্র আত্মাকে পুত্র থেকে পৃথকভাবে 'আরেক ফারাক্লিত' বলা যায় না। পক্ষান্তরে অন্য একজন ভাববাদীকে কোনোরূপ কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা ছাড়াই 'আরেক ফারাক্লিত' বলা যায়।

(৩) সুপারিশ করা বা উকিল হওয়া ভাববাদিত্বের দায়িত্বের সাথে খাপ খায়। পবিত্র আত্মা তো নিজেই ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের সাথে একীভূত। কাজেই আত্মা কীভাবে সুপারিশ করবে বা উকিল হবে? কাজেই আত্মাকে 'ফারাক্লিত' বা 'সুপারিশকারী' বলা যায় না। পক্ষান্তরে প্রতিশ্রুত একজন ভাববাদীকে কোনোরূপ কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা ছাড়াই 'সুপারিশকারী' বলা যায়।

(৪) ফারাক্লিতের বিষয়ে যিশু বলেছেন, 'আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিয়াছি, সেই সকল স্মরণ করাইয়া দিবেন'। নতুন নিয়মের কোনো পুস্তক বা পত্র থেকে প্রমাণিত হয়নি যে, যিশু যাকিছু বলেছিলেন তা প্রেরিতগণ ভুলে গিয়েছিলেন এবং পঞ্চাশত্তমীর দিন তাদের উপর অবতরণকারী এই আত্মা তাদেরকে তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

(৫) যিশু বলেছেন, 'আর এখন, ঘটিবার পূর্বে, আমি তোমাদিগকে বলিলাম, যেন ঘটিলে পর তোমরা বিশ্বাস কর'।

একথা সুস্পষ্টত প্রমাণ করে যে, এখানে ফারাক্লিত বলতে আত্মাকে

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

বোঝানো হয়নি। কারণ প্রথম বিষয়ের আলোচনায় পাঠক দেখেছেন যে, আত্মার অবতরণের সময় শিষ্যগণ তা অবিশ্বাস করবেন বলে ধারণা করার কোনো কারণ ছিল না, বরং এরূপ অবিশ্বাসের কোনো উপায়ই ছিল না। কাজেই ফারাক্লিত বলতে যিশু যদি আত্মা বোঝাতেন, তাহলে শেষের এই কথাটি বলার কোনো প্রয়োজনই থাকত না। একজন ভাববাদী তো দূরের কথা, একজন জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান মানুষ এমন কোনো কথা বলেন না যা একেবারে নিষ্প্রয়োজন। পক্ষান্তরে ফারাক্লিত বলতে যদি একজন প্রতিশ্রুত ভাববাদীকে বোঝানো হয় তবে শেষের এই কথাটি সার্থক ও যথাযথ বলে গণ্য হয়। উপরন্তু নতুন ভাববাদীকে অবিশ্বাস করার প্রবণতার দিকে লক্ষ্য করলে একথাটি অত্যন্ত মূল্যবান বলে গণ্য হয়। প্রথমেই প্রতিশ্রুত ভাববাদীকে গ্রহণ করার যে আজ্ঞা রয়েছে, একথার মাধ্যমে শেষে আবার তার তাকিদ দেওয়া হল।

(৬) যিশু বলেছেন, 'তিনিই আমার বিষয়ে (আরবি বাইবেলে: তিনি আমার জন্য) সাক্ষ্য দিবেন (he shall testify of me)'। প্রেরিতদের উপর অবতীর্ণ আত্মা কারো সামনে যিশুর জন্য সাক্ষ্য দেননি। যাদের উপর আত্মা অবতীর্ণ হয়েছিল, সেই শিষ্যগণের জন্য নতুন কোনো সাক্ষ্যের প্রয়োজন ছিল না। কারণ আত্মা অবতরণের পূর্ব থেকেই তারা যিশুকে পরিপূর্ণভাবে জানতেন ও চিনতেন। কাজেই তাদের কাছে অন্য কেউ এসে যিশুর বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়ার কোনো অর্থ হয় না। যিশুকে যারা অস্বীকার ও অবিশ্বাস করেছিল তাদের সামনে যিশুর বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া ছিল অতীব প্রয়োজনীয়। অথচ এই আত্মা কোনো অবিশ্বাসীর সামনে গিয়ে যিশুর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়নি। পক্ষান্তরে মুহাম্মাদ ﷺ যিশুর বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি তাঁর সত্যতার সাক্ষ্য দিয়েছেন। যিশুর বিরুদ্ধে যত ঘৃণ্য অপবাদ দেওয়া হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে ঘৃণ্যতম ঈশ্বরবিরোধী (blasphemous) অপবাদ ছিল যে, তিনি নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করেছিলেন। এই জঘন্য মিথ্যা ঈশ্বরবিরোধিতার (blasphemy) অপবাদ থেকে যিশুর পবিত্রতার সাক্ষ্য তিনি দিয়েছেন। তাঁর মাতার বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া হয়েছিল। তিনি সেই অপবাদ খণ্ডন করে তাঁর পবিত্রতার সাক্ষ্য দিয়েছেন। কুরআনের অনেক স্থানে যিশু ও তাঁর মাতার পবিত্রতার পক্ষে এরূপ সাক্ষ্য প্রদান করা হয়েছে।[৩৩৪] এছাড়া অগণিত হাদীসে এরূপ সাক্ষ্য প্রদান করেছেন তিনি।

(৭) যিশু বলেছেন, 'আর তোমরাও সাক্ষী (And ye also shall bear witness), কারণ তোমরা প্রথম হইতে আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ'।

[৩৩৪]. উদাহরণ হিসেবে দেখুন: সূরা আল ইমরান, ৩৩-৬৩; সূরা নিসা, ১৫৫-১৭৩; সূরা মায়িদা, ৭২-৭৫, ১১০-১১৮; সূরা মরিয়ম ১৬-৩৬; সুরা মুমিনূন, ৫০ ও সূরা তাহরীম, ১২ আয়াত।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

১৮২১, ১৮৩১ ও ১৮৪৪ সালে ইংল্যান্ডে মুদ্রিত আরবি বাইবেলে, যেগুলো থেকে আমি উপরের উদ্ধৃতিগুলো উল্লেখ করেছি, এখানে (ও/also/أيضاً) শব্দটি নেই। কিন্তু ১৮১৬ সালে প্রকাশিত আরবি বাইবেলে কথাটি রয়েছে। অনুরূপভাবে ১৮২৫ ও ১৮৬০ সালে মুদ্রিত আরবি বাইবেলেও তা রয়েছে। এভাবে বাইবেলের এই তিনটি আরবি সংস্করণে (ও/also/أيضاً) শব্দটি বিদ্যমান। অনুরূপভাবে ১৮১৬, ১৮২৮ ও ১৮৪১ সালে প্রকাশিত ফারসি বাইবেলে ও ১৮১৪ সালে মুদ্রিত উর্দু বাইবেলেও শব্দটি বিদ্যমান।[৩৩৫] এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আমি প্রথমে যে সংস্করণগুলো থেকে যোহনের কথাগুলো উদ্ধৃত করেছি সেই সংস্করণগুলোতে ইচ্ছায় বা ভুলে (ও/also/أيْضًا) শব্দটি বাদ পড়েছে।

যিশুর এই বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, যিশুর শিষ্যগণ বা প্রেরিতগণের সাক্ষ্য ও 'ফারাক্লিতে'র সাক্ষ্য সম্পূর্ণ পৃথক ও ভিন্ন। যদি 'ফারাক্লিত' বলতে পঞ্চাশত্তমীর দিন প্রেরিতদের উপর অবতীর্ণ আত্মাকে বোঝানো হয় তবে ফারাক্লিতের সাক্ষ্য ও শিষ্যদের সাক্ষ্যের মধ্যে এই ভিন্নতা আর থাকে না। কারণ এই আত্মা কখনো প্রেরিতদের সাক্ষ্যের বাইরে ভিন্নভাবে কোনো সাক্ষ্য প্রদান করেননি। বরং প্রেরিতদের সাক্ষ্যই ছিল তার সাক্ষ্য বা তার সাক্ষ্যই ছিল প্রেরিতদের সাক্ষ্য। খ্রিস্টানগণ যদিও বিশ্বাস করেন যে, পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের সত্তার অবিচ্ছেদ্য ও অবিভাজ্য অংশ, যা অবতরণ, চলাচল ও অন্যান্য মানবীয় বৈশিষ্ট্য ও কর্মাবলি থেকে পবিত্র, তবুও আমরা বাইবেলের বর্ণনা থেকে দেখছি যে, এই আত্মা 'আকাশ থেকে প্রচণ্ড বায়ু'র মতো অবতরণ করেন, 'অংশ অংশ হইয়া পড়িতেছে এমন অনেক অগ্নিবৎ জিহ্বা'র মতো প্রকাশিত হন এবং প্রেরিতদের সকলে উপর বসেন। কাজেই তাদের অবস্থা ছিল ভুতগ্রস্ত মানুষের মতো। ভুতগ্রস্ত থাকা অবস্থায় ভুতগ্রস্ত মানুষের মুখেই ভুত বা জিন কথা বলে এবং ভুতের কথাই ভুতগ্রস্তের কথা বা ভুতগ্রস্তের মুখের কথাই ভুতের কথা বলে গণ্য হয়। তেমনি আত্মাবিষ্ট প্রেরিতদের মুখের কথাই আত্মার কথা বা আত্মার কথাই আত্মাবিষ্টদের কথা। কাজেই আত্মার সাক্ষ্য ও প্রেরিতদের সাক্ষ্যের ভিন্নতা থাকে না। পক্ষান্তরে 'ফারাক্লিত' বলতে প্রতিশ্রুত ভাববাদীকে বোঝানো হলে বাইবেলের বাক্যের সত্যতা প্রমাণিত হয়। কারণ প্রতিশ্রুত ভাববাদীর সাক্ষ্য প্রেরিতগণের সাক্ষ্য থেকে ভিন্ন ও পৃথক।

[৩৩৫]. ইংরেজি কিং জেমস ভার্শন (KJV/AV) এবং রিভাইজড স্টান্ডার্ড ভার্শনেও (RSV) এই 'ধষংড়' শব্দটি বিদ্যমান। বাংলা বাইবেলেও তা রয়েছে। এ ছাড়া ১৮২৫, ১৮২৬, ১৮৬৫, ১৯৭০, ১৯১৭, ১৯৭৬, ১৯৮৩, ১৯৮৫ সালে ও পরবর্তী সময়ে মুদ্রিত সকল আরবি সংস্করণে শব্দটি বিদ্যমান।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(৮) যিশু বলেছেন, 'আমি না গেলে, সেই সহায় (ফারাক্লিত) তোমাদের নিকটে আসিবেন না; কিন্তু আমি যদি যাই, তবে তোমাদের নিকটে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব'। এভাবে যিশু তাঁর প্রস্থানকে ফারাক্লিতের আগমনের পূর্বশর্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, ফারাক্লিত বলতে কখনোই পবিত্র আত্মাকে বোঝানো হয়নি। কারণ পবিত্র আত্মার আগমনের জন্য যিশুর তিরোধান কখনোই পূর্বশর্ত ছিল না। যিশু বিদ্যমান থাকা অবস্থাতেই পবিত্র আত্মা তাদের কাছে এসেছেন। তিনি যখন তাদেরকে ইসরায়েলের দেশসমূহে প্রচার করতে পাঠালেন তখনও পবিত্র আত্মা তাদের উপর অবতরণ করেছিলেন।[৩৩৬] কাজেই পবিত্র আত্মা হতে পারেন না। বরং ফারাক্লিত বলতে এমন একব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে যার সাথে প্রেরিতগণ যিশুর স্বর্গারোহণের পূর্বে পরিচিত হননি বা যিশুর স্বর্গারোহণের পূর্বে তিনি কোনোভাবে পৃথিবীতে আসেননি। তাঁর আগমনের পূর্বশর্ত ছিল যিশুর প্রস্থান। মুহাম্মাদ ﷺ এরূপই ছিলেন। তিনি যিশুর গমনের পরেই আগমন করেছেন। যিশুর প্রস্থান ছিল তাঁর আগমনের পূর্বশর্ত। কারণ দুটি পৃথক ব্যবস্থাসহ দুজন ভাববাদী একই সময়ে থাকতে পারেন না। তবে যদি একজন ভাববাদী অন্য ভাববাদীর ব্যবস্থার অধীন ও অনুসারী হন, অথবা দুজনেই তৃতীয় কোনো ভাববাদীর ব্যবস্থার অধীন হন তাহলে একই সময়ে ও একই স্থানে দুই বা ততোধিক ভাববাদী বিদ্যমান থাকতে পারেন। মোশি থেকে যিশু পর্যন্ত সময়কালে অনুরূপ ঘটেছে।

(৯) যিশু ফারাক্লিতের বিষয়ে বলেছেন, 'তিনি... জগতকে দোষী (তিরস্কার, ভর্ৎসনা) করিবেন (reprove)'। একথাটি দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করছে যে, এখানে ফারাক্লিত বলতে মুহাম্মাদ ﷺ-কে বোঝানো হয়েছে। কারণ তিনিই জগতকে, বিশেষত ইয়াহুদিদেরকে তিরস্কার করেছেন এবং ভর্ৎসনা করেছেন যিশুকে অবিশ্বাস করার কারণে। একমাত্র অন্ধ ও গায়ের জোরে সত্য অস্বীকারকারী ব্যক্তি ছাড়া কেউ একথা অস্বীকার করতে পারেন না যে, মুহাম্মাদ ﷺ এ বিষয়ে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও জোরালোভাবে ইয়াহুদিদের অপরাধ বর্ণনা করেছেন এবং নিন্দা করেছেন। অনুরূপভাবে মুহাম্মাদ ﷺ-এর বংশধর মুহাম্মাদ মাহদি দাজ্জাল (antichirst) ও তার অনুসারীদের হত্যার সময়ে যিশুর সাথে থাকবেন। পক্ষান্তরে শিষ্যদের উপর অবতীর্ণ আত্মা কখনোই জগতকে দোষী করেননি। এমনকি আত্মায় পরিপূর্ণ হওয়ার পরেও প্রেরিতগণও কাউকে তিরস্কার করেননি বা ভর্ৎসনা করেননি। কারণ তারা তিরস্কার বা ভর্ৎসনা করে ধর্ম প্রচার করতেন না, বরং উপদেশ প্রদানের মাধ্যমে ধর্ম প্রচার করতেন।

[৩৩৬]. যোহন ২০/২২।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

উপরে উল্লেখিত (খুলাসাতু সাওলাতিদ দাইগাম : সিংহের আক্রমণের সারসংক্ষেপ) পুস্তকের প্রতিবাদে র‍্যাঙ্কিন নামক জনৈক পাদরি উর্দু ভাষায় 'দাফিউল বুহতান' (অপবাদ রোধ) নামে একটি পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তকে পাদরি র‍্যাঙ্কিন লিখেছেন, "ভর্ৎসনা করিবেন বা তিরস্কার করিবেন (reprove)' কথাটি সুসমাচারের মধ্যে নেই। সুসমাচারের কোনো অনুবাদেও এই শব্দটি নেই। 'সাওলাতুদ দাইগাম বা সিংহের আক্রমণ' গ্রন্থের লেখক বাইবেলের বক্তব্যের মধ্যে ভর্ৎসনা বা তিরস্কার (reprove) করার কথাটি যোগ করেছেন। এই অতিরিক্ত কথাটুকু থাকলে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, মুহাম্মাদই এই ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্দেশ্য; কারণ তিনি অনেককে তিরস্কার করেছেন এবং ভয় দেখিয়েছেন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি এই কথাটি এখানে সংযোজন করেছেন। তবে যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করেন এবং আল্লাহর শাস্তির ভয় করেন তাদের জন্য এরূপ বিকৃতি ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা শোভা পায় না।"

র‍্যাঙ্কিন সাহেবের এই কথাটি সুস্পষ্টভাবেই বাতিল ও মিথ্যা। এই পাদরি হয় মূর্খ ও বিভ্রান্ত ছিলেন। অথবা তিনি জেনেশুনে মিথ্যা বলেছেন ও বিভ্রান্তি প্রচার করেছেন। এতে বোঝা যায় তিনি আল্লাহকে বিশ্বাস করতেন না এবং আল্লাহর শাস্তির ভয় করতেন না। আরবি বাইবেলের যে সকল সংস্করণ থেকে আমি উপরের যোহনের বক্তব্যটি উদ্ধৃত করেছি সেগুলোতে 'ভর্ৎসনা করবেন' (আরবি يوبخ) কথাটি বিদ্যমান। ১৬৭১ সালে রোমে মুদ্রিত আরবি অনুবাদেও কথাটি রয়েছে। ১৮৬০ সালে বৈরুতে মুদ্রিত আরবি বাইবেলে এই কথাটি নিম্নরূপে লেখা হয়েছে, "যখন তিনি আসিবেন, তিনি বিশ্বকে নিন্দা করবেন (আরবি يُبَكِّتُ: ইংরেজি: censure, blame) পাপের কারণে..."। ১৮১৬ ও ১৮২৫ সালে মুদ্রিত আরবি অনুবাদ এবং ১৮১৬, ১৮২৮ ও ১৮৪১ সালে মুদ্রিত ফারসি অনুবাদে এখানে দমন করবেন বা বাধ্য করবেন (আরবি: إلزام), ইংরেজি coerce, compel, force) বলা হয়েছে। নিন্দা করা, ভর্ৎসনা করা, দমন করা, দোষী করা সব কাছাকাছি অর্থ বহন করে।

তবে র‍্যাঙ্কিন সাহেবের কথার জন্য আমি তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করছি না। কারণ এরূপ বিকৃতি ও বিভ্রান্তি প্রচার করা প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতদের সুপরিচিত অভ্যাস। এজন্যই বাইবেলের ফারসি ও উর্দু অনুবাদকগণ 'ফারাক্লিত' শব্দটি বাদ দিয়েছেন। কারণ মুসলিমদের মধ্যে সুপরিচিত ও প্রসিদ্ধ যে 'ফারাক্লিত' শব্দটি মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিষয়ে বলা হয়েছে। ১৮৩৯ সালে প্রকাশিত উর্দু সংস্করণের অনুবাদক তার পূর্ববর্তীদেরকে

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

ছাড়িয়ে এককাঠি এগিয়ে গিয়েছেন। তিনি 'আত্মা'র বিষয়ে ব্যবহৃত শব্দগুলোতে স্ত্রীলিঙ্গের সর্বনাম বা ক্রিয়া ব্যবহার করেছেন; যেন সাধারণ মানুষ ধারণা করে যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীতে যার কথা বলা হয়েছে, তিনি নারী, পুরুষ নন।

(১০) যিশু বলেছেন, 'তিনি... জগতকে দোষী (ভর্ৎসনা, নিন্দা বা তিরস্কার) করিবেন (reprove)। পাপের সম্বন্ধে, কেননা তাহারা আমাতে বিশ্বাস করে না...'। একথা থেকে বোঝা যায় যে, যিশুকে যারা অবিশ্বাস করেছে প্রতিশ্রুত এই ফারাক্লিত তাদের সামনে প্রকাশিত হবেন এবং তাদেরকে তাদের অবিশ্বাসের কারণে ভর্ৎসনা করতে সক্ষম হবেন। পঞ্চাশত্তমীর দিন শিষ্যদের উপর যে আত্মা অবতরণ করেন তিনি মানুষদের সামনে প্রকাশিত হননি, যিশুকে অবিশ্বাস করার কারণে মানুষদের সামনে প্রকাশিত হয়ে তাদের ভর্ৎসনা করেননি।

(১১) যিশু বলেছেন, 'তোমাদিগকে বলিবার আমার আরও অনেক কথা আছে, কিন্তু তোমরা এখন সেই সকল সহ্য করিতে পার না'। একথা প্রমাণ করে যে, এখানে শিষ্যগণের উপর অবতীর্ণ আত্মা বোঝানো হয়নি। কারণ যিশু যে বিধানাবলি প্রদান করেছিলেন বা যে কথা বলে গিয়েছিলেন তার অতিরিক্ত কোনো কিছুই এই আত্মা প্রদান করেননি। ত্রিত্ববাদী খ্রিস্টানগণ দাবি করেন যে, যিশু নিজেই তাঁর প্রেরিতদেরকে 'ত্রিত্ববাদ' শিক্ষা দেন এবং সারা বিশ্বে তা প্রচার করতে নির্দেশ দেন। তাহলে এই আত্মা এসে তাদেরকে অতিরিক্ত কী শিক্ষা দিলেন? যিশু স্বর্গারোহণের পূর্বে শিখিয়ে যাননি এমন নতুন কী বিধান তিনি প্রদান করলেন?

হ্যাঁ, এই আত্মার অবতরণের পরে তারা তোরাহ বা পুরাতন নিয়মের সকল বিধিবিধান বাতিল ও অকার্যকর করে দেন। কেবলমাত্র যাত্রা পুস্তকের ২০ অধ্যায়ে উল্লেখিত ১০ আজ্ঞার দুয়েকটি আজ্ঞা তারা বহাল রাখেন। অনুরূপভাবে তারা সকল নিষিদ্ধ বিষয়গুলো বৈধ করে দেন। বিধিবিধান বাতিল করার বিষয়ে একথা বলা চলে না যে, তোমরা এখন তা সহ্য করতে পারবে না।[৩৩৭] বিশেষত তোরাহ বা পুরাতন নিয়মের বিধিবিধানের মধ্যে সবচেয়ে মহান ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিধান শনিবারের সম্মান করার বিধান। এই বিধান লঙ্ঘন করার কারণেই ইয়াহুদিগণ যিশুকে প্রতিশ্রুত খ্রিস্ট বলে বিশ্বাস করতে অস্বীকার করে। যিশু এই বিধান বাতিল করে দেন এবং তাঁর প্রেরিতগণ ও শিষ্যগণ তা সহ্য করতে সক্ষম হন। কাজেই পুরাতন নিয়মের

[৩৩৭]. বিধিবিধান তুলে দেওয়া ও অবৈধ বিষয়গুলোকে বৈধ করা মানবীয় প্রবৃত্তির নিকট খুব সহজে গ্রহণযোগ্য বিষয়, কাজেই এরূপ বিষয় সম্পর্কে বলা চলে না যে, তোমরা সেগুলো সহ্য করতে পারবে না।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

অন্য সকল বিধান বাতিল করা তাদের জন্য কোনোভাবেই 'অসহ্য' ছিল না, বরং তা সহ্য করা তাদের জন্য আরো বেশি সহজ ছিল।

তবে, হ্যাঁ, প্রটেস্ট্যান্ট পাদরিগণ স্বীকার করেন যে, যিশুর স্বর্গারোহণের সময় পর্যন্ত যিশুর শিষ্যদের ও প্রেরিতদের বিশ্বাস দুর্বল ছিল এবং তাদের শক্তিও ছিল কম। এজন্য যিশু যদি নতুন নতুন বিধিবিধান সে সময়ে তাদের বলতেন তবে বিশ্বাসের দুর্বলতার কারণে এবং অক্ষমতার কারণে তারা তা সহ্য করতে পারতেন না। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ফারাক্লিত বলতে আগত একজন ভাববাদীকে বোঝানো হয়েছে, যার ব্যবস্থায় যিশুর ব্যবস্থার অতিরিক্ত বিধিবিধান থাকবে, যেগুলো সহ্য করা দুর্বল ঈমান মানুষদের জন্য কষ্টকর হবে। আর এই ভাববাদীই হলেন মুহাম্মাদ ﷺ।

(১২) যিশু বলেছেন, 'কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা যাহা শুনেন, তাহাই বলিবেন'।

একথা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ফারাক্লিত এমন ব্যক্তি হবেন, যার কথাকে নিজের বানোয়াট কথা মনে করে তাকে মিথ্যাবাদী বা ভণ্ড বলে প্রত্যাখ্যান করার সুযোগ থাকবে বা অনুরূপ সুযোগ নিয়ে ইয়াহুদিরা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করবে। এজন্য যিশুকে তাঁর সত্যবাদিতা সম্পর্কে নিশ্চয়তা প্রদান করতে হল। সমাবেশের দিনে শিষ্যদের উপর অবতীর্ণ আত্মার কথা বা শিক্ষাকে বানোয়াট বা তার নিজের মনগড়া কথা বলে প্রত্যাখ্যান করার কোনো সুযোগ বা সম্ভাবনাই ছিল না। সর্বোপরি, খ্রিস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে পবিত্র আত্মাই ঈশ্বর; এজন্য পবিত্র আত্মার ক্ষেত্রে 'যাহা যাহা শুনেন তাহাই বলিবেন' কথাটি অর্থহীন। কাজেই আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, যিশু মুহাম্মাদ ﷺ-এর কথাই এখানে বলেছেন।[৩৩৮] তাঁর ক্ষেত্রে তাঁর কথাকে মনগড়া বলে প্রত্যাখ্যান করার সুযোগ ছিল। আর তিনি ঈশ্বর ছিলেন না বা ঈশ্বরের সত্তার অংশ ছিলেন না (কাজেই তাঁকে কিছু বলতে হলে ঈশ্বরের

[৩৩৮]. খ্রিস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে 'পবিত্র আত্মা'ই ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের তিন অংশের এক অংশ বা ঈশ্বরের কোনো বিশেষ গুণের বহির্প্রকাশ। তাহলে কি কল্পনা করা যায় যে, পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের বা পিতা ঈশ্বরের অনুমতি বা সম্মতির বাইরে নিজে বানিয়ে কিছু বলতে পারেন বা বলার সম্ভাবনা তার ক্ষেত্রে থাকে? অথবা তিনি কি ঈশ্বরের থেকে এমনভাবে বিচ্ছিন্ন যে, কোনো কিছু বলতে হলে ঈশ্বরের নিকট থেকে তা শুনে আসতে হয়? অথবা তিনি কি এরূপ যে, তিনি কিছু কথা নিজের থেকেও বলতে পারেন এবং কিছু কথা ঈশ্বর থেকেও শুনে বলতে পারেন? যদি তা না হয় তাহলে যিশুর একথার অর্থ বা প্রয়োজনীয়তা কী? এখানে আরো লক্ষণীয় যে, মুহাম্মাদ ﷺ বিষয়ক প্রথম ভবিষ্যদ্বাণীর আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, উক্ত প্রতিশ্রুত ভাববাদীর বিষয়ে বলা হয়েছে, "তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব; আর আমি তাঁহাকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিব, তাহা তিনি উহাদিগকে বলিবেন।" আর এখানে বলা হয়েছে, "কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা যাহা শুনেন, তাহাই বলিবেন"। উভয় কথার অর্থ একই। এতে প্রমাণিত হয় যে, সদাপ্রভু মোশির কাছে যে ভাববাদীর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাঁরই আগমন বার্তা শুনিয়েছেন যিশু।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

নিকট থেকে শ্রবণ করার দরকার ছিল)। আর তিনি ওহি বা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে 'যাহা যাহা শুনিতেন তাহাই বলিতেন'। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ۝٣ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ۝٤﴾

"সে মনগড়া কথা বলে না। (সে যা বলে) তা তো ওহি, যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।"[৩৩৯] তাঁর বিষয়ে মহান আল্লাহ আরো বলেছেন:

﴿إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ﴾

"(নবী বলেন) আমি তো কেবল আমার নিকট অবতীর্ণ ওহির অনুসরণ করি।"[৩৪০] তিনি আরো বলেন:

﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِيْ أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِيْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ﴾

"(হে নবী,) বলে দিন, একে নিজের পক্ষ থেকে পরিবর্তন করা আমার কাজ নয়, আমি কেবল আমার নিকট অবতীর্ণ ওহির অনুসরণ করি।"[৩৪১]

(১৩) যিশু বলেছেন, 'যাহা আমার, তাহাই তিনি লইবেন (he shall receive of mine=KJV/ he will take what is mine=RSV)'। এই কথাটি পবিত্র আত্মার ক্ষেত্রে কোনোভাবেই প্রযোজ্য নয়। কারণ ত্রিত্ববাদীদের বিশ্বাস অনুসারে পবিত্র আত্মাই ঈশ্বর। পবিত্র আত্মা সৃষ্ট নন, বরং স্রষ্টা। তিনি অনাদি ও সর্বশক্তিমান। নতুন কোনো পূর্ণতা তার ক্ষেত্রে কল্পনাতীত। বরং অনাদি থেকেই তিনি সকল পূর্ণতার গুণাবলিতে পরিপূর্ণ। কাজেই পবিত্র আত্মা যিশু থেকে কিছু গ্রহণ করবেন এরূপ কল্পনা করার কোনো অবকাশ নেই। বরং একথাটিও মুহাম্মাদ ﷺ-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তিনি যিশুর থেকে কিছু গ্রহণ করতে পারেন।

এখানে লক্ষণীয় যে, 'যাহা আমার তাহাই তিনি লইবেন' কথা থেকে মনে হতে পারে যে, ফারাক্লিত যিশুর ব্যবস্থার বাইরে যাবেন না বা তাঁর ব্যবস্থার পরিপূর্ণ অনুসরণ করবেন। এই ভুল ধারণাটি দূর করার জন্য যিশু আবার বলেন, 'পিতার যাহা যাহা আছে, সকলই আমার; এই জন্য বলিলাম, যাহা আমার, তিনি তাহাই লইবেন (All things that the Father hath are mine: therefore said I, that he shall take of mine)'। এই ব্যাখ্যার মাধ্যমে যিশু স্পষ্ট করে বোঝালেন যে, 'যাহা আমার তিনি তাহাই

[৩৩৯]. সূরা: (৫৩) নাজম, ৩-৪ আয়াত।
[৩৪০]. সূরা: (৬) আনআম, ৫০ আয়াত।
[৩৪১]. সূরা: (১০) ইউনুস, ১৫ আয়াত।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

লইবেন' অর্থ এই নয় যে, আমি যা বলে যাচ্ছি শুধু তাই তিনি নিবেন; বরং এর অর্থ হল, যাকিছু ঈশ্বর তাঁকে দিবেন তাই তিনি নিবেন, তবে যেহেতু যাকিছু ঈশ্বরের তাই মূলত আমার, এজন্যই আমি বললাম যে, ঈশ্বরের পক্ষ থেকে যাকিছু তিনি গ্রহণ করে তোমাদেরকে শিক্ষা দেবেন সবই তোমরা আমারই শিক্ষা হিসেবে গণ্য করবে।[৩৪২]

দ্বিতীয় বিষয়: মুহাম্মাদ ﷺ-কেই ফারাক্লিত বলার বিষয়ে প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণের আপত্তিসমূহ

প্রথম আপত্তি: ফারাক্লিত বিষয়ক বক্তব্যের মধ্যে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে যে, ফারাক্লিত পবিত্র আত্মা বা সত্যের আত্মা। (কিন্তু সেই সহায়, পবিত্র আত্মা: But the Comforter, which is the Holy Ghost=KJV, But the Counselor, the Holy Spirit=RSV)।"[৩৪৩] 'পবিত্র আত্মা' ও সত্যের আত্মা বলতে 'ঈশ্বরের তৃতীয় ব্যক্তিত্ব' বা 'ঈশ্বরের সত্তার তৃতীয় অংশকে' বোঝানো হয়। কাজেই মুহাম্মাদকে কীভাবে ফারাক্লিত বলা যায়?

এই আপত্তির জবাবে আমার বক্তব্য এই যে, মীযানুল হক পুস্তকের রচয়িতা (ড. ফানডার) তার পুস্তকাবলিতে দাবি করেছেন যে, 'ঈশ্বরের আত্মা', 'পবিত্র আত্মা', 'সত্যের আত্মা', 'সততার আত্মা', 'ঈশ্বরের মুখের আত্মা' সবই এক অর্থে ব্যবহৃত। তিনি ১৮৫০ সালে মুদ্রিত 'মিফতাহুল আসরার' (রহস্যের চাবি) নামক পুস্তকের ফারসি সংস্করণের ৫৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "ঈশ্বরের আত্মা' এবং 'পবিত্র আত্মা' নতুন ও পুরাতন নিয়মে একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।" এভাবে তিনি দাবি করলেন যে, শব্দদ্বয় সমার্থক।

হাল্লুল ইশকাল ফী জাওয়াবি কাশফিল আসতার (পর্দা-উন্মোচনের উত্তরে সম্যসার সমাধান) নামক পুস্তকে তিনি বলেছেন, "বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়ম সম্পর্কে যার সামান্যতম ধারণা আছে তিনিই জানেন যে, 'পবিত্র আত্মা', 'সত্যের আত্মা', 'ঈশ্বরের মুখের আত্মা' ও অন্যান্য শব্দ সবই 'ঈশ্বরের আত্মা' অর্থে ব্যবহৃত। এজন্য আমি বিষয়টি প্রমাণ করা প্রয়োজনীয় বলে মনে করছি না।"

এভাবে পাঠক জানতে পারলেন যে, তার দাবি অনুসারে এগুলো সবই

[৩৪২]. ইতোপূর্বে যিশু উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তাঁর সব শিক্ষা জানিয়ে যেতে পারলেন না, বরং ফারাক্লিত এসে বাকি সকল শিক্ষা জানাবেন।

[৩৪৩]. বাইবেলের পাঠ থেকে সুস্পষ্ট যে, 'which is the Holy Ghost' কথাটি যিশুর মূল বক্তব্যের অংশ নয়, বরং তা পরবর্তী কোনো লিপিকারের সংযোজিত ব্যাখ্যা। এরূপ ব্যাখ্যা বাইবেলে বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়, যেগুলো সাধারণত ব্রাকেট বা বন্ধনীর মধ্যে থাকে। তবে এখানে বাইবেল লেখক ও প্রকাশকগণ কথাটি বন্ধনীর মধ্যে রাখতে রাযি হননি।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

সমার্থক শব্দ। তার দাবি সঠিক না বেঠিক তা আমরা আলোচনা করব না। বরং আমরা তার দাবি অনুসারে ধরে নিচ্ছি যে, এগুলো সবই সমার্থক শব্দ। কিন্তু আমরা মোটেও স্বীকার করি না যে, এ সকল শব্দ বাইবেলের নতুন ও পুরাতন নিয়মের সর্বত্র কেবলমাত্র 'ঈশ্বরের তৃতীয় ব্যক্তিত্বে'র অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি যেভাবে বলেছেন সেভাবে তারই ভাষায় আমরা বলব, বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়ম সম্পর্কে যার সামান্যতম ধারণা আছে তিনিই জানেন যে, এ সকল শব্দ বাইবেলের অনেক স্থানে 'ঈশ্বরের তৃতীয় ব্যক্তিত্ব' ছাড়াও অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

যিহিষ্কেলের পুস্তকের ৩৭ অধ্যায়ের ১৪ আয়াতে ঈশ্বর বলেছেন, "আর আমি তোমাদের মধ্যে আপন আত্মা দিব (And shall put my spirit in you)।" এখানে 'আমার আত্মা' বলতে 'মানবীয় আত্মা' বা জীবন বোঝানো হয়েছে। 'ঈশ্বরের তৃতীয় ব্যক্তিত্ব' বোঝানো হয়নি, ত্রিত্ববাদী বিশ্বাস অনুসারে যিনিই স্বয়ং ঈশ্বর।

১৮৬০ সালে প্রকাশিত আরবি বাইবেলের ভাষ্য অনুসারে যোহনের প্রথম পত্রের ৪র্থ অধ্যায়ে রয়েছে, "১ প্রিয়তমেরা, তোমরা সকল আত্মাকে বিশ্বাস করিও না, বরং আত্মা সকলের পরীক্ষা করিয়া দেখ, তাহারা ঈশ্বর হইতে (ঈশ্বরের আত্মা) কি না (but try the spirits whether they are of God); কারণ অনেক ভাক্ত ভাববাদী (false prophets) জগতে বাহির হইয়াছে। ২ ইহাতে তোমরা ঈশ্বরের আত্মাকে জানিতে পার; যে কোন আত্মা যিশুখ্রিস্টকে মাংসে আগত বলিয়া স্বীকার করে, সে ঈশ্বর হইতে (ঈশ্বরের আত্মা) (Hereby know ye the Spirit of God: Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God)।... ৬ আমরা ঈশ্বর হইতে; ঈশ্বরকে যে জানে, সে আমাদের কথা শুনে; যে ঈশ্বর হইতে নয়, সে আমাদের কথা শুনে না। ইহাতেই আমরা সত্যের আত্মাকে ও ভ্রান্তির আত্মাকে জানিতে পারি (We are of God: he that knoweth God heareth us; he that is not of God heareth not us. Hereby know we the spirit of truth, and the spirit of error)"।

২ আয়াতে 'ইহাতে তোমরা ঈশ্বরের আত্মাকে জানিতে পার' কথাটি অন্যান্য সংস্করণে নিম্নরূপ। ১৮২১ সালে প্রকাশিত আরবি অনুবাদ, "ইহাতে ঈশ্বরের আত্মা জানা যাইবে।" ১৮২৫ সালে প্রকাশিত আরবি অনুবাদ, "ইহাতে তোমরা ঈশ্বরের আত্মাকে পৃথক করিতে পারিবে।"

২ আয়াতে 'ঈশ্বরের আত্মা' ও ৬ আয়াতে 'সত্যের আত্মা' বলতে

সত্যবাদী ও সত্যপন্থী প্রচারক বা ভাববাদীকে বোঝানো হয়েছে; ঈশ্বরের তৃতীয় অংশকে বোঝানো হয়নি। এজন্যই ১৮৪৪ সালে মুদ্রিত উর্দু বাইবেলে নিম্নরূপ অনুবাদ করা হয়েছে; ১ আয়াতে 'সকল আত্মা'র স্থলে 'সকল প্রচারক' এবং 'আত্মা সকলকে' স্থলে 'প্রচারক সকলকে' বলা হয়েছে। ৬ আয়াতে 'সত্যের আত্মাকে' স্থলে 'সত্যবাদী প্রচারক' ও 'ভ্রান্তির আত্মাকে' স্থলে 'বিভ্রান্তকারী প্রচারক' বলা হয়েছে।

একথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, এখানে ঈশ্বরের আত্মা ও সত্যের আত্মা বলতে ঈশ্বরের তৃতীয় অংশকে বোঝানো হয়নি, ত্রিত্ববাদীদের বিশ্বাস অনুসারে যে আত্মাই স্বয়ং ঈশ্বর। কাজেই ফারাক্লিতকে 'পবিত্র আত্মা' বা 'সত্যের আত্মা' বলে ব্যাখ্যা করাতে কোনো অসুবিধা নেই; কারণ 'পবিত্র আত্মা' বা সত্যের আত্মা বলতে সত্যবাদী প্রচারক বা সত্যবাদী ভাববাদী বোঝানো হয়েছে, যেভাবে যোহনের পত্রে 'ঈশ্বরের আত্মা' ও 'সত্যের আত্মা' বলতে 'সত্যবাদী প্রচারক' বোঝানো হয়েছে।[৩৪৪]

দ্বিতীয় আপত্তি: যিশু তাঁর বক্তব্যে প্রেরিতদের উদ্দেশ্য করে কথাগুলো বলেছেন এবং 'তোমাদিগকে' 'তোমাদের' এবং 'তোমরা' শব্দাবলি ব্যবহার করেছেন। এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফারাক্লিত প্রেরিতদের যুগেই আবির্ভূত হবেন। আর মুহাম্মাদ ﷺ তো প্রেরিতদের যুগে আবির্ভূত হননি (কাজেই তাঁকে ফারাক্লিত বলে দাবি করা যায় না)।

এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, এই আপত্তিটি একেবারেই ভিত্তিহীন অন্তসারশূন্য কথা। এ দাবির ভিত্তি এই যে, কথা বলার সময় যারা উপস্থিত থাকবেন, 'তুমি, তোমরা, তোমাদের বা তোমাদিগকে' বলতে শুধু তাদেরকেই বোঝাতে হবে, অন্য কাউকে বোঝানো যাবে না। একথা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য ও গ্রহণযোগ্য নয়। মথিলিখিত সুসমাচারের ২৬ অধ্যায়ের ৬৪ আয়াতে মহাযাজক কায়াফা, অধ্যাপকবৃন্দ, প্রাচীনবর্গকে ও উপস্থিত মানুষদেরকে সম্বোধন করে যিশু বলেন, "আরও আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, এখন অবধি তোমরা মনুষ্যপুত্রকে পরাক্রমের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া থাকিতে এবং আকাশের মেঘরথে আসিতে দেখিবে (shall ye (you will=RSV) see the Son of man sitting on the right hand of power, and coming in

[৩৪৪]. যোহনের কথা থেকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, 'ঈশ্বরের আত্মা' ও 'সত্যের আত্মা' বলতে তিনি 'সত্যবাদী ভাববাদী' বোঝাচ্ছেন। তার কথার স্পষ্ট অর্থ এই যে, অনেক ভাক্ত ভাববাদী বের হয়েছে। কাজেই তোমরা সকল ভাববাদীকে বিশ্বাস কোরো না। বরং তাদেরকে পরীক্ষা করে নিশ্চিত হবে যে, সে ঈশ্বরের আত্মা বা ঈশ্বরের ভাববাদী কি না। ঈশ্বরের আত্মা বা ঈশ্বরের সত্য ভাববাদীকে চেনার উপায় হল, যে সকল ভাববাদী যিশুখ্রিস্টকে মাংসে আগত বলে স্বীকার করে তারা সকলেই ঈশ্বরের আত্মা বা ঈশ্বরের ভাববাদী ও সত্যের আত্মা বা সত্যের ভাববাদী।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

the clouds of heaven)।" এখানে 'তোমরা' বলে যাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছিল বা সম্বোধনের সময় যারা উপস্থিত ছিলেন তারা সকলেই মৃত্যুবরণ করেছেন। তাদের মৃত্যুর পরে ১৮০০ বছরেরও বেশি সময় অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু এখন অবধি তারা তাঁকে আকাশের মেঘরথে আসতে দেখেননি। এ থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, এখানে 'তোমরা' বলতে তাদের সম্প্রদায়ের যে সকল মানুষ যিশুর পুনরাগমনের সময় বিদ্যমান থাকবেন তাদেরকে বোঝানো হয়েছে। অনুরূপভাবে ফারাক্লিত বিষয়ক বাক্যগুলোতেও 'তোমরা, তোমাদের, তোমাদিগকে' ইত্যাদি বলতে ফারাক্লিতের আগমনের সময় তাদের উত্তরসূরিরা যারা বিদ্যমান থাকবেন তাদেরকে বোঝানো হয়েছে।

তৃতীয় আপত্তি: ফারাক্লিতের বিষয়ে যিশু বলেছেন, 'জগৎ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, কেননা সে তাঁহাকে দেখে না, তাঁহাকে জানেও না; তোমরা তাঁহাকে জান (whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him: but ye know him)।" এই কথাটি মুহাম্মাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়; কারণ জগৎ তাঁকে দেখেছে এবং জেনেছে।

এখানে আমার বক্তব্য এই যে, এ আপত্তিটিও অন্তসারশূন্য। একথ াটির ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন আমাদের চেয়ে তাদের বেশি। কারণ এখানে বলা হয়েছে, 'জগৎ তাকে জানে না'। পবিত্র আত্মার ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য নয়। ত্রিত্ববাদী বিশ্বাস অনুসারে পবিত্র আত্মাই ঈশ্বর। আর জগৎ ঈশ্বরকে জানে। জগৎ মুহাম্মাদ ﷺ-কে যতটুকু জানে তার চেয়েও বেশি জানে ঈশ্বরকে। এজন্য তারা বলতে বাধ্য যে এখানে 'জানে না' অর্থ সত্যিকারের পরিপূর্ণ পরিচয় জানে না। আর এই ব্যাখ্যা করার পরে এই কথাটি মুহাম্মাদ ﷺ-এর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে কোনো আপত্তি বা সন্দেহ থাকে না। এই ব্যাখ্যা অনুসারে একথার অর্থ এই যে, জগৎ ফারাক্লিত, অর্থাৎ মুহাম্মাদ ﷺ-কে প্রকৃতভাবে ও পরিপূর্ণভাবে জানে না; কিন্তু তোমরা তাঁর পরিচয় ও মর্যাদা সম্পর্কে পরিপূর্ণরূপে অবগত আছ। এখানে দেখা বলতে হৃদয়ের দেখা বা জানা বোঝানো হয়েছে। এজন্য যিশু পরের বারে আর দেখার কথা উল্লেখ করেননি, বরং শুধু জানার কথাই বলেছেন।

এখানে 'দেখে না' বলতে যদি দৃষ্টি দিয়ে দেখা বোঝানো হয় তবে এর ব্যাখ্যা হবে বাইবেলের নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যার ন্যায়। ১৮১৬ ও ১৮২৫ সালে প্রকাশিত আরবি বাইবেলের ভাষ্য অনুসারে মথির সুসমাচারের ১৩ অধ্যায়ে রয়েছে, "১৩ এই জন্য আমি তাহাদিগকে দৃষ্টান্ত দ্বারা কথা বলিতেছি,

কারণ তাহারা দৃষ্টিপাত করে কিন্তু দেখে না, শ্রবণ করে কিন্তু শুনে না,[৩৪৫] এবং বোঝেও না। ১৪ আর তাহাদের সম্বন্ধে যিশাইয়ের এই ভাববাণী পূর্ণ হইতেছে, 'তোমরা শ্রবণে শুনিবে, কিন্তু কোনো মতে বুঝিবে না; আর দৃষ্টিতে দেখিবে, কিন্তু কোনো মতে জানিবে না (seeing ye shall see, and shall not perceive=KJV/: you shall indeed see but never perceive=RSV)"।

এখানে যিশু 'দৃষ্টিপাত করে না দেখা' বলতে যা বুঝিয়েছেন, উপরে ফারাক্লিতের বিষয়েও না দেখা বলতে তাই বোঝানো হয়েছে। এই ব্যাখ্যার পরে আর মুহাম্মাদ ﷺ-কে ফারাক্লিত বলতে কোনো আপত্তি থাকে না।

দেখা, জানা ইত্যাদি শব্দের এরূপ ব্যবহার মূলত রূপক ব্যবহার। তবে তা ব্যবহারিকভাবে প্রকৃত ব্যবহারে পরিণত হয়েছে। যিশুর বক্তব্যে এরূপ ব্যবহার অনেক পাওয়া যায়।

মথিলিখিত সুসমাচারের ১১ অধ্যায়ের ২৭ আয়াতে রয়েছে, "আর পুত্রকে কেহ জানে না, কেবল পিতা জানেন; এবং পিতাকে কেহ জানে না, কেবল পুত্র জানেন, এবং পুত্র যাহার নিকটে তাঁহাকে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন, সে জানে।"

যোহনের সুসমাচারের ৭ অধ্যায়ের ২৮ (ও ২৯) আয়াতে যিশু বলেছেন, "যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তিনি সত্যময়; তোমরা তাঁহাকে জান না।"

যোহনের সুসমাচারের ১৭ অধ্যায়ের ২৫ আয়াতে যিশু বলেন, "ধর্মময় পিতঃ, জগৎ তোমাকে জানে নাই, কিন্তু আমি তোমাকে জানি।"

যোহনের সুসমাচারের ১৪ অধ্যায়ে রয়েছে, "৭ যদি তোমরা আমাকে জানিতে, তবে আমার পিতাকেও জানিতে; এখন অবধি তাঁহাকে জানিতেছ এবং দেখিয়াছ (and from henceforth ye know him, and have seen him)। ৮ ফিলিপ তাঁহাকে কহিলেন, প্রভু, পিতাকে আমাদের দেখাউন, তাহাই আমাদের যথেষ্ট। যিশু তাঁহাকে বলিলেন, ফিলিপ, এতদিন আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি, তথাপি তুমি আমাকে কি জান না? যে আমাকে দেখিয়াছে, সে পিতাকে দেখিয়াছে; তুমি কেমন করিয়া বলিতেছ, পিতাকে আমাদের দেখাউন?"

যিশুর এ সকল বক্তব্যে 'জানা' অর্থ পরিপূর্ণভাবে বা সত্যিকারভাবে জানা এবং 'দেখা' অর্থ 'জানা'। এরূপ ব্যাখ্যা না করলে যিশুর কথাগুলো

[৩৪৫]. বাংলা বাইবেলে: দেখিয়াও দেখে না, শুনিয়াও শুনে না। ইংরেজি: because they seeing see not; and hearing they hear not=KJV/seeing they do not see, hearing they do not hear=RSV.

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

সবই ভুল ও অর্থহীন হয়ে যায়। কারণ ইয়াহুদি সমাজপতি, যাজক, প্রাচীনবর্গের ও প্রেরিতগণ তো যিশুকে জানতেনই উপরন্তু সাধারণ মানুষেরাও যিশুকে জানত (কাজেই পিতা ছাড়া কেউ পুত্রকে জানে না কথাটির অর্থ থাকে না। আর তারা সকলেই ঈশ্বরকে জানত, কাজেই যিশু ছাড়া কেউ ঈশ্বরকে জানে না একথা বলা চলে না)। অনুরূপভাবে ত্রিত্ববাদী খ্রিস্টানগণও বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বরকে পৃথিবীতে দেখা যায় না (কাজেই 'এখন অবধি তোমরা তাঁকে দেখেছ' বা 'যে আমাকে দেখেছে সে পিতাকে দেখেছে' কথা উপর্যুক্তভাবে ব্যাখ্যা না করলে অর্থহীন প্রলাপে পরিণত হয়)।

চতুর্থ আপত্তি: ফারাক্লিতের বিষয়ে বলা হয়েছে, 'তিনি তোমাদের নিকটে অবস্থিতি করেন ও তোমাদের অন্তরে থাকিবেন (he dwelleth with you, and shall be in you)'। একথা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যিশু যখন একথা বলেছিলেন তখনই ফারাক্লিত প্রেরিতদের সাথে অবস্থান করছিলেন এবং তাদের মধ্যেই ছিলেন। কাজেই মুহাম্মাদ ﷺ-এর ক্ষেত্রে একথা কীভাবে প্রযোজ্য হতে পারে?

এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, বাইবেলের বিভিন্ন সংস্করণে এ কথাটির অনুবাদ নিম্নরূপ, ১৮১৬ ও ১৮২৫ সালের আরবি অনুবাদ, "কারণ তিনি তোমাদের সাথে স্থিত ও তোমাদের মধ্যে থাকিবেন।" ১৮১৬, ১৮২৮ ও ১৮৪১ সালের ফারসি অনুবাদ এবং ১৮১৪ ও ১৮৩৯ সালের উর্দু অনুবাদও একইরূপ। ১৮৬০ সালের আরবি অনুবাদ, "তোমাদের মধ্যে স্থিত ও তোমাদের মধ্যে থাকবেন।"

এ সকল অনুবাদ থেকে বোঝা যায় যে, এখানে ভবিষ্যতের অবস্থান ও স্থিতি বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তিনি তোমাদের মধ্যে স্থিত হবেন এবং তোমাদের মধ্যে থাকবেন। এখন শুধু প্রশ্ন থাকল প্রথম বাক্যটি বর্তমান কালের কেন? (এ থেকে তো বোঝা যায় যে, ফারাক্লিত যিশুর কথার সময়েই তাদের সাথে অবস্থান করছিলেন)।

এ বিষয়ে আমি বলব যে, এই কথাটিকে বর্তমানের অর্থে গ্রহণ করে যিশুর বক্তব্যের সময় ফারাক্লিত প্রেরিতদের সাথে অবস্থান করছিলেন বলে মনে করলে তা যিশুর অন্যান্য বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক বলে প্রমাণিত হবে। ফারাক্লিতের বিষয়ে যিশু বলেছেন, 'আর আমি পিতার নিকটে নিবেদন করিব, এবং তিনি আর এক ফারাক্লিত তোমাদিগকে দিবেন'। তিনি আরো বলেছেন, 'আর এখন, ঘটিবার পূর্বে, আমি তোমাদিগকে বলিলাম, যেন ঘটিলে পর তোমরা বিশ্বাস কর'। তিনি আরো বলেছেন, 'কারণ আমি না গেলে, সেই সহায় (ফারাক্লিত) তোমাদের নিকটে আসিবেন না'।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

এ থেকে বোঝা যায় যে, প্রথম বাক্যের 'বর্তমান কাল' ভবিষ্যতের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতীয় বাক্যটিতে যেমন সুস্পষ্ট ভবিষ্যতের ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে, তেমনি প্রথম বাক্যটির অর্থও ভবিষ্যতকাল। এর অর্থ তিনি ভবিষ্যতে তোমাদের মধ্যে অবস্থান করবেন। আর এই অর্থ মুহাম্মাদ ﷺ তাদের সাথে অবস্থান করেছেন এবং করছেন।

ভবিষ্যতকালের সুনিশ্চিত ক্রিয়ার জন্য বর্তমান বা অতীত কালের ক্রিয়া ব্যবহার বাইবেলের উভয় নিয়মেই ব্যাপক। যিহিষ্কেল ভাববাদীর পুস্তকের ৩৯ অধ্যায়ের শুরুতে তিনি ইয়াজুজ-মাজুজ বা গগ-ম্যাগগ (Gog and Magog)-এর আবির্ভাব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। এরা ভবিষ্যতে আবির্ভূত হবে এবং ইস্রায়েলের পর্বতসমূহে এসে তারা ধ্বংস হবে বলে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন। এরপর তিনি ৮ আয়াতে বলেন, "দেখ, ইহা আসিল এবং সিদ্ধ হইল[৩৪৬] (Behold, it is come, and it is done), ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন; এ সেই দিন, যে দিনের কথা আমি বলিয়াছি।"

এভাবে এখানে অতীতকালের ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে, 'আসিল এবং সিদ্ধ হইল'। ১৮৩৯ সালের ফারসি অনুবাদেও এখানে অতীতকালের ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে। ঘটনাটি নিশ্চিত ঘটবেই তা বোঝানোর জন্য এভাবে ভবিষ্যতের ঘটনাকে অতীতকালের ক্রিয়া দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। অতীতকালের ক্রিয়া দিয়ে এই ভবিষ্যদ্বাণী বলার পরে ২৪৫০ বছরেরও বেশি সময় অতিবাহিত হয়েছে, এখনো গগ-ম্যাগগদের প্রতিশ্রুত আবির্ভাব ঘটেনি।

যোহনের সুসমাচারের ৫ অধ্যায়ের ২৫ আয়াতে রয়েছে, "সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, এমন সময় আসিতেছে, এবং তা এখন উপস্থিত,[৩৪৭] যখন মৃতেরা ঈশ্বরের পুত্রের রব শুনিতেছে,[৩৪৮] এবং যাহারা শুনিবে, তাহারা জীবিত হইবে (The hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God: and they that hear shall live)।"

পাঠক লক্ষ্য করুন, যিশু বললেন 'তা এখন উপস্থিত'। তাঁর একথা বলার পরে ১৮০০ বছরেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু এই সময় এখনো উপস্থিত হয়নি। এখন পর্যন্ত এই সময় অজ্ঞাত। কেউই জানে না

[৩৪৬]. আরবি বাইবেলে উভয় ক্রিয়াই অতীতকালের, 'আসিল ও সিদ্ধ হইল'। বাংলা বাইবেলে, 'ইহা আসিতেছে ও সিদ্ধ হইবে'। ইংরেজি কিং জেমস ভার্শনে উভয় ক্রিয়াই অতীতকালের। কিন্তু রিভাইজড স্টান্ডার্ড ভার্শনে উভয় ক্রিয়াকেই ভবিষ্যতের ব্যবহার করা হয়েছে।

[৩৪৭]. গ্রন্থকার প্রদত্ত আরবি পাঠের হুবহু অনুবাদ। বাংলা বাইবেলে, 'বরং এখন উপস্থিত'।

[৩৪৮]. গ্রন্থকার প্রদত্ত আরবি পাঠের হুবহু অনুবাদ। বাংলা বাইবেলে, 'শুনিবে'।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

কখন সে সময় আসবে।

পঞ্চম আপত্তি: প্রেরিতদের কার্যবিবরণের ১ম অধ্যায়ে বলা হয়েছে, "আর তিনি (যিশু) তাঁহাদের সঙ্গে সমবেত হইয়া এই আজ্ঞা দিলেন, তোমরা যিরূশালেম হইতে প্রস্থান করিও না, কিন্তু পিতার অঙ্গীকারের জন্য অপেক্ষায় থাক, যাহার কথা আমার কাছে শুনিয়াছ (wait for the promise of the Father, , which, saith he, ye have heard of me)।[৩৪৯] ৫ কেননা যোহন জলে বাপ্তাইজ করিতেন বটে, কিন্তু তোমরা পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজিত হইবে, বেশি দিন পরে নয়।

এখানে 'পিতার অঙ্গীকার' বলতে ফারাক্লিত সম্পর্কে তাঁর প্রতিশ্রুতি বোঝানো হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, পঞ্চাশত্তমীর দিনে প্রেরিতদের উপরে যে আত্মা অবতরণ করেন তিনিই প্রতিশ্রুত ফারাক্লিত।

এখানে আমার বক্তব্য এই যে, 'পিতার অঙ্গীকার' বলতে ফারাক্লিতকে বোঝানো হয়েছে বলে দাবি করা ভিত্তিহীন ও প্রমাণবিহীন দাবি মাত্র। বরং দাবিটি সন্দেহাতীতভাবে ভুল। উপরের ১৩টি বিষয় প্রমাণ করে যে, প্রেরিতদের উপর অবতীর্ণ আত্মাকে ফারাক্লিত বলা সম্ভব নয়। সত্য কথা এই যে, ফারাক্লিত বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী এক বিষয় আর শিষ্যদের উপর আরেকবার আত্মার অবতরণের প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণ অন্য বিষয়। দুটি সম্পূর্ণ পৃথক প্রতিশ্রুতি এবং আল্লাহ উভয় প্রতিশ্রুতিই পূর্ণ করেছেন। প্রথম প্রতিশ্রুতিকে ফারাক্লিতের আগমন বলে উল্লেখ করেছেন। আর দ্বিতীয় বিষয়কে 'পিতার অঙ্গীকার' বলে উল্লেখ করেছেন।

যে বিষয়টি অস্পষ্টতা সৃষ্টি করেছে তা হল, ফারাক্লিত বিষয়ক প্রতিশ্রুতি কেবলমাত্র যোহন উল্লেখ করেছেন, বাকি তিন সুসমাচার লেখক তা উল্লেখ করেননি। আর পিতার অঙ্গীকার কেবলমাত্র লুক উল্লেখ করেছেন, যোহন এই বিষয়টি উল্লেখ করেননি। আর সুসমাচার লেখকদের এ কোনো অস্বাভাবিক বিষয় নয়।

অনেক সময় অনেক অতি সাধারণ বিষয় চার সুমাচার লেখক সকলেই উল্লেখ করেছেন। যেমন যিরূশালেমে গমনের সময় যিশুর গাধার পিঠে আরোহণ করার কথাটি চার সুসমাচার লেখকই উল্লেখ করেছেন।[৩৫০]

আবার অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্ণনার ক্ষেত্রে তারা একমত হননি। কেউ তা বর্ণনা করেছেন এবং কেউ করেননি। যেমন নায়িন নামক নগরে

[৩৪৯]. বাংলা বাইবেলে, 'পিতার অঙ্গীকৃত যে দানের কথা আমার কাছে শুনিয়াছ, তাহার অপেক্ষায় থাক'।

[৩৫০]. মথি ২১/১-১১; মার্ক ১১/১-১০; লুক ১৯/২৮-৩৬; যোহন ১২/১২-১৬।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

বিধবার পুত্রকে জীবিত করার কথা,[৩৫১] যিশু কর্তৃক ৭০জন শিষ্যকে প্রেরণের কথা[৩৫২] এবং ১০জন কুষ্ঠরোগীকে শুচি করার[৩৫৩] বিষয় লুক ছাড়া কেউ উল্লেখ করেননি। অন্য তিন সুসমাচার লেখক বিষয়গুলো উল্লেখ করেননি, অথচ বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ।

কেবলমাত্র যোহন যে বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন, অন্য কেউ করেননি সেগুলোর মধ্যে রয়েছে, গালিলের কান্না নগরে বিবাহের অনুষ্ঠানের ঘটনা, যে ঘটনায় যিশু পানিকে মদে রূপান্তরিত করার অলৌকিক চিহ্ন প্রদর্শন করেন। এই ছিল তাঁর প্রথম চিহ্নকার্য এবং এর মাধ্যমে তাঁর মহিমা প্রকাশ পায় এবং শিষ্যরা তাঁকে বিশ্বাস করেন।[৩৫৪] অনুরূপভাবে যিরূশালেমের বৈথেস্‌দা পুকুরে একজন রোগীকে সুস্থ করার ঘটনাও কেবলমাত্র যোহন উল্লেখ করেছেন।[৩৫৫] এই ঘটনাটিও অনেক বড় ও গুরুত্বপূর্ণ অলৌকিক কার্য ছিল। যে রোগীকে তিনি সুস্থ করেন সে ৩৮ বছর যাবৎ অসুস্থ ছিল।

ব্যভিচারের জন্য ধৃত স্ত্রীলোকটির কাহিনীও শুধু যোহনই উল্লেখ করেছেন।[৩৫৬] জন্মান্ধকে সুস্থ করা ও দৃষ্টিশক্তি দানের ঘটনাও কেবলমাত্র যোহনই উল্লেখ করেছেন। এটিও যিশুর শ্রেষ্ঠ অলৌকিক চিহ্নকার্যসমূহের অন্যতম। যোহনের ৯ অধ্যায়ে তা রয়েছে।[৩৫৭] মৃত লাসারকে জীবন দানের কাহিনীও একমাত্র যোহনই উল্লেখ করেছেন। অন্য কোনো সুসমাচার লেখক তা উল্লেখ করেননি, অথচ ঘটনাটি যিশুর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অলৌকিক কার্যসমূহের অন্যতম। অনুরূপভাবে মথি ও মার্কও কিছু অলৌকিক কার্য ও অন্যান্য ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন যেগুলো তারা ছাড়া অন্য কেউ উল্লেখ করেননি।

মুহাম্মাদ ﷺ বিষয়ক বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের আলোচনা অনেক লম্বা হয়ে গেল। এজন্য আমি এ বিষয়ক আলোচনা এখানেই শেষ করছি। উপরের ভবিষ্যদ্বাণীগুলো সবই আমাদের যুগের খ্রিস্টানদের নিকট স্বীকৃত পুস্তকাদিতে বিদ্যমান।[৩৫৮] বাইবেলের অন্যান্য পুস্তক, যেগুলোকে খ্রিস্টানগণ

[৩৫১]. লুক ৭/১১-১৭।
[৩৫২]. লুক ১০/১-১৭।
[৩৫৩]. লুক ১৭/১১-১৯।
[৩৫৪]. যোহন ২/১-১১।
[৩৫৫]. যোহন ৫/১-৯।
[৩৫৬]. যোহন ৮/২-১১।
[৩৫৭]. যোহন ৯/১-৩৮।
[৩৫৮]. মুহাম্মাদ ﷺ বিষয়ক আরো অনেক ভবিষ্যদ্বাণী বাইবেলের বিভিন্ন পুস্তকে বিদ্যমান। কিছু ভবিষ্যদ্বাণী অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন। যিশাইয়র পুস্তকের ২১ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, "১৩ আরব দেশের উপরে দায়িত্ব The burden upon Arabia (বাংলা বাইবেলে: আরব বিষয়ক

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

ভারবাণী)। হে দদানীয় (Dedanim) পথিক দলসমূহ, তোমরা আরবে বনের মধ্যে রাত্রি যাপন করিবে। ১৪ তোমরা তৃষিতের কাছে জল আন; হে টেমা-দেশবাসীরা (Tema), তোমরা অন্ন লইয়া পলাতকদের সহিত সাক্ষাৎ কর। ১৫ কেননা তাহারা খড়্গের সম্মুখ হইতে, নিষ্কোষিত খড়্গের, আকর্ষিত ধনুর ও ভারী যুদ্ধের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিল। ১৬ বস্তুতঃ প্রভু আমাকে এই কথা কহিলেন, বেতনজীবীর বৎসরের ন্যায় আর এক বৎসর কাল মধ্যে কেদরের (Kedar) সমস্ত প্রতাপ লুপ্ত হইবে; ১৭ আর কেদর-বংশীয় বীরগণের মধ্যে অল্প ধনুর্ধর মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, কারণ সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এই কথা বলিয়াছেন।"

একটি ভবিষ্যদ্বাণী যতটুকু স্পষ্ট হতে পারে তার চেয়েও স্পষ্টতর এই ভবিষ্যদ্বাণী। এখানে স্পষ্টভাবেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হিজরত ও বদরের যুদ্ধে কুরাইশদের পরাজয়ের কথা বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ উন্মুক্ত নিষ্কোষিত তরবারির সম্মুখ থেকে পলায়ন করেন। পথিমধ্যে তাইমা/তিহামার উম্মু মা'বাদের নিকট থেকে পানি, দুগ্ধ ইত্যাদি গ্রহণ করেন। পরবর্তী এক বছরের মধ্যে বদরের যুদ্ধে কেদারের বা আরবের প্রতাপ লুপ্ত হয়। তাদের অধিকাংশ প্রসিদ্ধ যোদ্ধা এই যুদ্ধে নিহত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হিজরত ও বদরের যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রয়োগ সম্ভব নয়।

যিশাইয়র পুস্তকের ৬০ অধ্যায়ে রয়েছে, "১ উঠ, দীপ্তিমতী হও, কেননা তোমার দীপ্তি উপস্থিত। সদাপ্রভুর প্রতাপ তোমার উপরে উদিত হইল।... ৬ তোমাকে আবৃত করিবে উষ্ট্রযূথ, মিদিয়নের ও ঐফার দ্রুতগামী উষ্ট্রগণ; শিবা দেশ হইতে সকলেই আসিবে; তাহারা সুবর্ণ ও কুন্দুরু আনিবে, এবং সদাপ্রভুর প্রশংসার সুসমাচার প্রচার করিবে। ৭ কেদরের সমস্ত মেষপাল তোমার নিকটে একত্রীকৃত হইবে, নবায়োতের মেষগণ তোমার পরিচর্যা করিবে; তাহারা আমার যজ্ঞবেদির উপরে উৎসৃষ্ট হইয়া গ্রাহ্য হইবে, আর আমি আপনার ভূষণস্বরূপ গৃহ বিভূষিত করিব। (All the flocks of Kedar shall be gathered together unto thee, the rams of Nebaioth shall minister unto thee: they shall come up with acceptance on mine altar, and I will glorify the house of my glory)"।

এখানেও স্পষ্টত মক্কাকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং মুহাম্মাদ ﷺ-এর মাধ্যমে মক্কার পবিত্র ঘরের বিশ্বব্যাপী মর্যাদা লাভ ও বিশ্বের সর্বত্র থেকে মানুষের হজ্জে আগমনের কথা বলা হয়েছে। একমাত্র মক্কার 'আপনার ভূষণস্বরূপ গ্রহ' (the house of my glory) পবিত্র কাবাঘর ছাড়া অন্য কোথাও কেদরের সমস্ত মেষপাল একত্রীকৃত হয়নি। যিরূশালেমের ধর্মধামেও না, খ্রিস্টানদের মহাচার্চ, ভ্যাটিকান বা অন্য কোথাও নয়। সবচেয়ে মজার ব্যাপার যে, একমাত্র কেদরের সমস্ত মেষপালই সম্পূর্ণভবে খ্রিস্টীয় চার্চের প্রভাব থেকে মুক্ত থেকেছে।

হবক্কুকের পুস্তকের তৃতীয় অধ্যায়ের বক্তব্য, "৩ ঈশ্বর তৈমন হইতে আসিতেছেন, পারণ পর্বত হইতে পবিত্রতম আসিতেছেন। আকাশমণ্ডল তাঁহার প্রভায় সমাচ্ছন্ন, পৃথিবী তাঁহার প্রশংসায় (হাম্‌দ) পরিপূর্ণ। (God came from Teman, and the Holy One from mount Paran. Selah. His glory covered the heavens, and the earth was full of his praise)"।

আমরা দেখেছি যে, পারণ পর্বত ও পারণ প্রান্তর মক্কার প্রান্তর, যেখানে ইসমাঈল ﷺ ও তাঁর বংশধর বসতি করেন। এখানে পারণের পবিত্রতম বলতে স্পষ্টতই মুহাম্মাদ ﷺ-কে বোঝানো হয়েছে। বিশেষত পরের বাক্যে 'পৃথিবী তাঁহার প্রশংসায় পরিপূর্ণ' বলে স্পষ্টতই তাঁর নাম 'মুহাম্মাদ' বা প্রশংসিত বোঝানো হয়েছে।

গীতসংহিতার ৭২ গীতে বলা হয়েছে, "৮ তিনি এক সমুদ্র অবধি অপর সমুদ্র পর্যন্ত, ঐ নদী অবধি পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত কর্তৃত্ব করিবেন। ৯ তাঁহার সম্মুখে মরুনিবাসীরা নত হইবে, তাঁহার শত্রুগণ ধুলা চাটিবে। ১০ তর্শীশ ও দ্বীপগণের রাজগণ নৈবেদ্য আনিবেন; শিবা ও সবার রাজগণ উপহার দিবেন। ১১ হাঁ, সমুদয় রাজা তাঁহার কাছে প্রণিপাত করিবেন; সমুদয় জাতি তাঁহার দাস হইবে। ১২ কেননা তিনি আর্তনাদকারী দরিদ্রকে এবং দুঃখী ও নিঃসহায়কে উদ্ধার করিবেন। ১৩ তিনি দীনহীন ও দরিদ্রের প্রতি দয়া করিবেন, তিনি দরিদ্রগণের প্রাণ নিস্তার করিবেন। ১৪ তিনি চাতুরী ও দৌরাত্ম্য হইতে তাহাদের প্রাণ মুক্ত করিবেন, তাঁহার দৃষ্টিতে তাহাদের রক্ত বহুমূল্য হইবে; ১৫ আর তাহারা জীবিত থাকিবে; ও তাঁহাকে শিবার সুবর্ণ দান করা যাইবে,

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

লোকে তাঁহার নিমিত্ত নিরন্তর প্রার্থনা করিবে, সমস্ত দিন তাঁহার ধন্যবাদ করিবে (prayer also shall be made for him continually; and daily shall he be praised)।"

একথাগুলোও স্পষ্টত মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিষয়ে বলা হয়েছে। তিনি ও তাঁর উম্মাতই সমুদ্র থেকে সমুদ্র পর্যন্ত ও পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত রাজত্ব লাভ করেন। একমাত্র তাঁর সামনেই মরুনিবাসীরা নত হয় এবং বিভিন্ন রাজ্যের রাজার বশ্যতা স্বীকার করে। তিনিই দরিদ্র ও অসহায়দের রক্ষার জন্য সর্বজনীন আইন প্রদান করেন ও কল্যাণমুখি রাষ্ট্র প্রতিষ্টা করেন। কেবলমাত্র ইসলাম ধর্মেই নিয়মিত ও আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর উপর সালাত-সালাম পাঠের ব্যবস্থা রয়েছে। সর্বোপরি একমাত্র তিনিই সর্বত্র 'প্রশংসিত' (মুহাম্মাদ)।

যিশাইয়র পুস্তকের ৫ অধ্যায়ের ২৬ আয়াতে রয়েছে, "তিনি দূরস্থ জাতিগণের প্রতি পতাকা তুলিবেন, পৃথিবীর প্রান্তবাসীদের জন্য শিস দিবেন; আর দেখ, তাহারা দ্রুতগমনে সত্বর আসিবে।" বাহ্যত এখানে হজ্জের বিষয়ে বলা হয়েছে।

যিশাইয়র পুস্তকের ২১ অধ্যায়ে রয়েছে, "৬ বস্তুতঃ প্রভু আমাকে এই কথা কহিলেন, যাও, একজন প্রহরী নিযুক্ত কর; সে যাহা যাহা দেখিবে, তাহার সংবাদ দিউক। ৭ এবং সে দেখিল দুইজন করিয়া অশ্বারোহীসহ একটি রথ, গর্দভের একটি রথ এবং উষ্ট্রের একটি রথ, এবং সে যথাসাধ্য সাবধানে কর্ণপাত করিল: And he saw a chariot with a couple of horsemen, a chariot of asses, and a chariot of camels; and he hearkened diligently with much heed (বাংলা বাইবেলে, "যখন সে দল দেখে, দুই দুই জন করিয়া অশ্বারোহীদিগকে, গর্দভের দল, উষ্ট্রের দল দেখে তখন সে যথাসাধ্য সাবধানে কর্ণপাত করিবে।")... ৯ আর দেখ, একদল লোক আসিল; অশ্বারোহীরা দুই দুই জন করিয়া আসিল। আর সে প্রত্যুত্তর করিয়া কহিল, 'পড়িল, বাবিল পড়িল, এবং তাহার দেবগণের সমস্ত ক্ষোদিত প্রতিমা ভাঙ্গিয়া ভূমিসাৎ হইল। (Babylon is fallen, is fallen; and all the graven images of her gods he hath broken unto the ground)। এখানেও বাহ্যত গর্দভের রথ বলতে যিশুকে এবং উটের রথ বলতে মুহাম্মাদ ﷺ-কে বোঝানো হয়েছে। মুহাম্মাদ ﷺ-এর আগমনের পরে তাঁরই সাহাবিদের হাতে বাবিলের পতন ঘটে এবং তথাকার প্রতিমাগুলো ভূমিসাৎ হয়।

হগয় ভাববাদীর পুস্তকের ২ অধ্যায়ের ৭ আয়াতে বলা হয়েছে, "৭ আর আমি সর্বজাতিকে কম্পান্বিত করিব; এবং সর্বজাতির মনোরঞ্জন বস্তু সকল আসিবে (And I will shake all nations, and the desire of all nations shall come)।"

রেভারেন্ড প্রফেসর ডেভিড বেঞ্জামিন ছিলেন ছিলেন আরমেনীয়ার একজন বিশপ ছিলেন। তিনি খ্রিস্টধর্মের উপরে সর্বোচ্চ লেখাপড়া করেন এবং গ্রিক, ল্যাটিন, সিরিয়ান, আরামাইক, হিব্রু, কালডীয়ান ইত্যাদি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ১৯০০ সালের দিকে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর রচিত অনেকগুলো মূল্যবান পুস্তকের একটি 'Muhammad in the Bibble'। এই পুস্তকে তিনি হিব্রু, আরামাইক ও অন্যান্য ভাষার পাণ্ডুলিপি থেকে প্রমাণ করেছেন যে, এখানে 'desire' বা মনোরঞ্জন শব্দের স্থলে মূলত 'হামদা' বা 'আহমাদ' শব্দ রয়েছে। তিনি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি ও ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার মাধ্যমে আরো অনেক ভবিষ্যদ্বাণী প্রমাণ করেছেন।

গীতসংহিতার ৯৬ গীতের ৪ আয়াতে বলা হয়েছে, "কেননা সদাপ্রভু মহান ও অতি কীর্তনীয় (For the LORD is great, and greatly to be praised)।" এই আয়াতের প্রাচীন আরবি অনুবাদে 'মুহাম্মাদ' শব্দটি স্পষ্টত উল্লেখ করা হয়েছে বলে হিজরি অষ্টম শতকের প্রসিদ্ধ আলিম ইবন তাইমিয়া (৭২৮হি./১৩২৮খ্রি.) উল্লেখ করেছেন। লক্ষণীয় যে, তৎকালীন সময়ে ১৪শ খ্রিস্টীয় শতকে সিরিয়ান ও কালদীয় খ্রিস্টানদের মধ্যে যে বাইবেল প্রচলিত ছিল তিনি এবং তৎকালীন মুসলিম আলিমগণ সেগুলোর উপরেই নির্ভর করতেন। তাদের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সে সময়ে বাইবেলের পুস্তকগুলোকে অধ্যায় ও পঙ্‌ক্তিতে ভাগ করার নিয়ম প্রচলিত হয়নি। এজন্য তিনি শুধু পুস্তকের নাম উল্লেখ করেছেন, অধ্যায় ও পঙ্‌ক্তির নাম্বার উল্লেখ করেননি। এছাড়া তিনি বাইবেল থেকে আরো কয়েকটি উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন, যেগুলোতে মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। কিন্তু উদ্ধৃতিগুলো বর্তমান প্রচলিত বাইবেলের মধ্যে পাওয়া যায় না। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তকের একটি আয়াতে বলা

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

বিশুদ্ধ বলে স্বীকার করেন না, সেগুলোর মধ্যেও মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিষয়ে আরো অনেক ভবিষ্যদ্বাণী ও সুসংবাদ বিদ্যমান। আমি সেগুলো থেকে উপরে কোনো উদ্ধৃতি প্রদান করিনি। এখানে আলোচনার শেষে আমি এরূপ একটি উদ্ধৃতি প্রদান করছি।

পাদরি জর্জ সেল (George Sale) তার প্রণীত কুরআনের ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকায় বার্নাবাসের[৩৫৯] ইঞ্জিল[৩৬০] থেকে মুহাম্মাদ ﷺ বিষয়ক

হয়েছে, "হে ঈশ্বরের পবিত্র, মুহাম্মাদ, তোমার নাম চিরস্থায়ী।" এই পুস্তকের অন্য আয়াতে রয়েছে, "হে ঈশ্বরের পবিত্রতম, মুহাম্মাদ, আমি তোমার বিষয় জানিয়েছি।" অন্য আয়াতে রয়েছে, "আমার প্রিয় ও আমার পুত্র আহমাদ।" অন্য আয়াতে রয়েছে, "আমরা পৃথিবীর প্রান্ত থেকে মুহাম্মাদের রব শুনিলাম।" তিনি যহিষ্কেল ভাববাদীর পুস্তক থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ কেদারের সন্তানগণকে একটি পুস্তক দান করবেন এবং তাদেরকে ইয়াহুদিদের উপর প্রাধান্য দান করবেন। বর্তমান প্রচলিত বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান যিশাইয় ও যিহিষ্কেল ভাববাদীর পুস্তকদ্বয়ে এই আয়াতগুলো পাওয়া যায় না।

[৩৫৯]. বার্নাবাস (Barnabas:Joses/Joseph The Levite) যিশুর একজন শিষ্য ছিলেন। যিশুর তিরোধানের পরে কিছুদিন তিনি পৌলের সাথে প্রচারকার্য করেন। পরবর্তীতে পৌলের সাথে তার মতভেদ হয় এবং তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। দেখুন: প্রেরিত ১৩ থেকে ১৫ অধ্যায় এবং প্রেরিত ৪/৩৬-৩৭, ৯/২৭, ১১/১৯-৩০, ১২/২৫, ১ করিন্থীয় ৯/৬। কোনো কোনো প্রাচীন সূত্র থেকে জানা যায় যে, বার্নাবাসের মূল নাম ছিল মাথাই (Matthai) বা মাথিয়াস (Matthias) এবং তিনি যিশুর ১২ শিষ্যের একজন ছিলেন। প্রচলিত ৪ গসপেলে দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে তার নাম নেই, তবে দ্বাদশ শিষ্যের নাম বর্ণনায় গসপেলগুলোর মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে।

[৩৬০]. বার্নাবাসের ইঞ্জিল (The Gospel of Barnabas) খ্রিস্টানদের নিকট অস্বীকৃত (non-canonical) গসপেলগুলোর অন্যতম। ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও বিরুদ্ধবাদীগণের উপর নির্মম অত্যাচার খ্রিস্টীয় চার্চের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেদিন থেকে রোমান সম্রাট কন্সটান্টাইন খ্রিস্টধর্মকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেন সেদিন থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত যেখানেই খ্রিস্টীয় চার্চ সামান্য ক্ষমতা পেয়েছে সেখানেই বিরুদ্ধ মতাবলম্বীকে নির্মমভাবে অত্যাচার করেছে, হত্যা করেছে বা জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে। সর্বোপরি বিরুদ্ধবাদীদের লেখা বই, পুস্তক বা তাদের মতের পক্ষের সকল লেখনী পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন ও নির্মূল করেছে। এজন্য ৩য়/৪র্থ/৫ম শতকের বা তার পরের যুগের চার্চের বিরোধী খ্রিস্টানদের লেখা, পাণ্ডুলিপি বা পত্র কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। এ কারণেই অন্যান্য 'অস্বীকৃত ইঞ্জিলে'র ন্যায় বার্নাবাসের ইঞ্জিলেরও প্রাচীন ইতিহাস খুঁজে পাওয়া কষ্টকর। যতটুকু জানা যায়, ৩২৫ সালে নিকীয় মহাসম্মেলনের পূর্ব পর্যন্ত বার্নাবাসের ইঞ্জিল আলেকজেন্দ্রীয় চার্চে 'স্বীকৃত ইঞ্জিল' হিসেবে গণ্য ছিল। দ্বিতীয় শতকের খ্রিস্টান ধর্মগুরু আরিনাউস (Irenaeus) এই গসপেল থেকে অনেক উদ্ধৃতি দিয়েছেন বলে জানা যায়। নিকীয় মহাসম্মেলনে একে 'বাতিল' ইঞ্জিল বলে ঘোষণা করা হয় এবং এর পাণ্ডুলিপিগুলো ক্রমান্বয়ে নির্মূল করা হয়। ১৬শ শতকে এর একটি পাণ্ডুলিপি পোপের ব্যক্তিগত পাঠাগার থেকে বের করা হয়। ফ্রাও ম্যারিনো নামে পোপ পঞ্চম সিক্সটাসের (Sixtus V: 1585-1590) একজন বন্ধু ছিলেন। একদিন পোপের ব্যক্তিগত পাঠাগারে তিনি 'বার্নাবাসের সুসমাচারে'র একটি ল্যাটিন পাণ্ডুলিপি দেখতে পান। আরিনাউসের লেখনীতে 'বার্নাবাসের সুসমাচারে'র উদ্ধৃতি পড়ে তার সুসমাচারটির বিষয়ে কৌতূহল ছিল। এজন্য তিনি পোপের অজান্তে পাণ্ডুলিপিটি চুরি করে নিয়ে যান। পরবর্তীকালে পাণ্ডুলিপিটি বিভিন্ন প্রসিদ্ধ বই সংগ্রাহকদের হাতে পড়ে। অবশেষে ১৭৩৮ সাল থেকে তা ভিয়েনার লাইব্রেরিতে স্থিতি পেয়েছে। অষ্টাদশ শতকে বার্নাবাসের সুসমাচারের আরেকটি 'স্প্যানিশ পাণ্ডুলিপি' পাওয়া যায়, কিন্তু তা যে কোনোভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অষ্টাদশ শতকে প্রসিদ্ধ পাদরি ও প্রাচ্যবিদ জর্জ সেল এবং অক্সফোর্ডের প্রফেসর ড. মেনকহাউসের মাধ্যমে সুসমাচারটির ইংরেজি অনুবাদ করা হয়। ১৯০৭ সালে ইংরেজি অনুবাদটি প্রকাশ করা হয়। তবে অদ্ভুতভাবে তা বাজার থেকে

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

নিম্নোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীটি উল্লেখ করেছেন। "হে বার্নাবাস, জেনে রাখো যে, পাপ ছোট হলেও ঈশ্বর তার প্রতিফল দান করেন। কারণ ঈশ্বর পাপের প্রতি সন্তুষ্ট নন। যেহেতু আমার মাতা ও আমার শিষ্যগণ আমাকে জাগতিক কারণে ভালোবেসেছে এ কারণে ঈশ্বর তাদের উপরে ক্রোধান্বিত হয়েছেন। তিনি তাঁর ন্যায়পরায়ণতার কারণে সিদ্ধান্ত নেন যে, এই অন্যায় বিশ্বাসের কারণে তাদেরকে এই জগতে শাস্তি দান করবেন। যেন সেই জগতে তাদেরকে নরকের অগ্নিতে শাস্তিভোগ থেকে মুক্তিদান করেন এবং তাদেরকে তথায় কষ্ট পেতে না হয়। আর আমি নিরপরাধ হলেও কিছু মানুষ আমার বিষয়ে বলেছে যে, তিনিই ঈশ্বর বা ঈশ্বরের পুত্র। ঈশ্বর এই কথা অপছন্দ করেছেন। তিনি ইচ্ছা করেছেন যে, পুনরুত্থানের দিনে শয়তানগণ যেন আমাকে নিয়ে উপহাস করতে বা হাসাহাসি করতে না পারে। এজন্য তিনি করুণা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, যিহুদার মৃত্যুর মাধ্যমে যেন এই উপহাস ও হাসাহাসি আমি এই জগতে লাভ করি; কারণ সকল মানুষই ধারণা করেছে যে, আমিই ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মরেছি। তবে এই উপহাস ও হাসাহাসি ঈশ্বরের ভাববাদী মুহাম্মাদ ﷺ-এর আগমন পর্যন্ত চলতে থাকবে। তিনি যখন পৃথিবীতে আগমন করবেন তখন সকল বিশ্বাসীকে এই ভুলটি বুঝিয়ে দেবেন; ফলে মানুষের হৃদয় থেকে এই বিভ্রান্তি অপসারিত হবে।" জর্জ সেলের অনুবাদ এখানেই শেষ।[৩৬১]

এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী। খ্রিস্টান পণ্ডিতগণ হয়ত আপত্তি করে বলবেন যে, আমাদের পূর্ববর্তী ধর্মগুরুগণ তাদের সম্মেলনগুলোতে এই ইঞ্জিলটিকে বাতিল বলে বাদ দিয়েছেন। সেক্ষেত্রে আমি বলব যে, তাদের এ সকল মহাসম্মেলনের বাতিল করা ও গ্রহণ করার কোনোরূপ মূল্য নেই। ইতোপূর্বে প্রথম অধ্যায়ে পাঠক এ বিষয়ে বিস্তারিত জেনেছেন, যে বিষয়ে নতুন কিছু বলার অবকাশ বা প্রয়োজন নেই। এই ইঞ্জিলটি প্রাচীন ইঞ্জিলগুলোর অন্যতম। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে লিখিত পুস্তকাবলিতে এই ইঞ্জিলের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইঞ্জিলটি মুহাম্মাদ ﷺ-এর আবির্ভাবের কয়েকশত বছর পূর্বে রচিত। ইলহাম বা ঐশ্বরিক প্রেরণা ছাড়া কেউ এরূপ একটি বিষয় তা সংঘটিত হওয়ার কয়েকশত বছর পূর্বে এভাবে বলতে পারে না। এতে প্রমাণিত হয় যে, একথাটি যিশুই বলেছেন।

উধাও হয়ে যায়। শুধু ব্রিটিশ মিউজিয়াম ও কংগ্রেস লাইব্রেরিতে দুটি কপি থেকে যায়। পরবর্তীকালে এই দুটি কপি থেকে কোনো কোনো দেশে মুসলিম গবেষকগণ তা পুনর্মুদ্রণ করেছেন।

[৩৬১]. বার্নাবাসের সুসমাচার (The Gospel of Barnabas) ২২০ অধ্যায়। এছাড়া এই সুসমাচারের আরো কয়েকটি স্থানে যিশু 'মুহাম্মাদ' (ব) এর নাম উল্লেখ করে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। দেখুন: ১১২, ১৩৬ ও ১৬৩ অধ্যায়।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

যদি তারা দাবি করেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ-এর আবির্ভাবের পরে কোনো মুসলিম বার্নাবাসের ইঞ্জিলের মধ্যে একথা সংযোজন করেছেন, তবে আমি বলব যে, এ সম্ভাবনা বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে। কারণ মুসলিমগণ খ্রিস্টানদের প্রসিদ্ধ ৪ সুসমাচারের প্রতিই ভ্রুক্ষেপ করেননি। কাজেই বার্নাবাসের সুসমাচার বিকৃতি করতে যাবেন তারা কেন?

এছাড়া যদি কোনো মুসলিম তার নিকট সংরক্ষিত একটি পাণ্ডুলিপি বিকৃত করেনই তবে তাতে কি খ্রিস্টানদের নিকট সংরক্ষিত সবগুলো পাণ্ডুলিপিই বিকৃত হয়ে যাবে? এটি একেবারেই অবাস্তব কথা। খ্রিস্টান পণ্ডিতগণ দাবি করেন যে, যে সকল ইয়াহুদি ও খ্রিস্টান পণ্ডিত ও ধর্মগুরু ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তারা বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মের মুহাম্মাদ ﷺ বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণীগুলোকে বিকৃত করেছিলেন। খ্রিস্টান পণ্ডিতদের দাবি অনুসারেই বলব, ইসলামগ্রহণকারী এ সকল ধর্মগুরুদের বিকৃতির কারণে ইয়াহুদি-খ্রিস্টানদের নিকট সংরক্ষিত কপিগুলোর মধ্যে সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলোর কোনোরূপ বিকৃতি ঘটেনি। তাহলে কোনো মুসলিম যদি বার্নাবাসের সুসাচারের মধ্যে কিছু পরিবর্তন করেই তবে তাতে খ্রিস্টানদের নিকট সংরক্ষিত কপি বিকৃত হবে কীভাবে? এভাবে আমরা দেখছি যে, এই সম্ভাবনা অত্যন্ত দুর্বল, অযৌক্তিক ও অগ্রাহ্য।[৩৬২]

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ ১৮৫০ সালে প্রকাশিত জর্জ সেল প্রণীত কুরআনের ইংরেজি অনুবাদ থেকে বার্নাবাসের এই উদ্ধৃতিটি আমি প্রথমে আমার লেখা 'আল ই'জাযুল ঈসাবি' (যিশুর অলৌকিকত্ব) নামক (উর্দু) পুস্তকে উল্লেখ

[৩৬২]. কোনো কোনো খ্রিস্টান পণ্ডিত দাবি করেন যে, কোনো মুসলিম এই গসপেলটি লিখে বার্নাবাসের নামে চালিয়েছে। তাদের এই দাবি একেবারেই ভিত্তিহীন। বার্নাবাসের ইঞ্জিলে বাইবেলের পুরাতন নিয়ম, ইয়াহুদি রীতিনীতি ও যিশুর সমসাময়িক বিষয়াবলির যে সকল বিবরণ রয়েছে তা প্রমাণিত করে যে, ইঞ্জিলটির লেখক অত্যন্ত প্রাজ্ঞ পুরাতন নিয়মের গভীর জ্ঞানধারী ইয়াহুদি ছিলেন। এছাড়া এর ভাষাশৈলী, পরিভাষা ইত্যাদি প্রমাণ করে যে, তা প্রথম খ্রিস্টীয় শতকেই লিখিত। সর্বোপরি কোনো মুসলিম পণ্ডিত যদি এই গ্রন্থটির রচনার সাথে জড়িত থাকতেন তবে অবশ্যই তা মুসলিমদেরকে সাহায্য করার জন্যই করতেন এবং সেক্ষেত্রে তিনি বইটির বিষয়ে মুসলিমদেরকে জানাতেন এবং এর বিষয়বস্তুকে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতেন। কিন্তু বাস্তবতা প্রমাণ করে যে, বিংশ শতাব্দীতে ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ার আগে কোনো মুসলিম আলিম বইটির কথা জানতেনই না। ৭ম/৮ম খ্রিস্টীয় শতক থেকে ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত শতশত মুসলিম পণ্ডিত খ্রিস্টধর্মের আলোচনা, সমালোচনা ও বাইবেলের আলোকে মুহাম্মাদ ﷺ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। কেউই কখনো 'বার্নাবাসের ইঞ্জিলে'র উদ্ধৃতি দেননি বা এর বিষয়বস্তুও উল্লেখ করেননি। আল্লামা রাহমাতুল্লাহর আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, একমাত্র জর্জ সেলের এই উদ্ধৃতি ছাড়া কোথাও তিনি এই ইঞ্জিলের কথা জানতে পারেননি। এতে প্রমাণিত হয় যে, এটি মূলতই বার্নাবাসের রচিত গসপেল। খ্রিস্টান চার্চ তা নির্মূল করার ও গুপ্ত রাখার চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। [মরহুম কবি আফজাল চৌধুরী কর্তৃক 'বার্নাবাসের গসপেলে'র বাংলা অনুবাদ বাংলাদেশ বুক কো-অপারেটিভ সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়েছে।]

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

করি। আমার এই পুস্তকটি ১২৭১ হিজরি সালে, মোতাবেক ১৮৫৪ সালে প্রকাশিত হয় এবং ভারতের সকল অঞ্চলে প্রসিদ্ধি লাভ করে। খ্রিস্টান পণ্ডিতদের অনুবাদ ও গ্রন্থাদি প্রত্যেক সংস্করণে পরিবর্তিত হয়। পূর্ববর্তী সংস্করণের সাথে পরবর্তী সংস্করণের বিভিন্ন অমিল থাকে। বিষয়টি আমি ইতোপূর্বে এই গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছি। যদি কোনো পাঠক দেখেন যে, আমি জর্জ সেলের পুস্তকের যে সংস্করণ থেকে এই উদ্ধৃতিটি দিয়েছি সে সংস্করণ ছাড়া অন্য কোনো সংস্করণে, বিশেষত, ১৮৫০ সালের পরবর্তী কোনো সংস্করণে বার্নাবাসের এই উদ্ধৃতিটি নেই তবে তিনি যেন আমার উদ্ধৃতির বিশুদ্ধতার বিষয়ে সন্দেহ পোষণ না করেন। কারণ প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণের সুপরিচিত অভ্যাস যে, তারা তাদের সুবিধা অনুসারে তাদের প্রকাশিত বইপুস্তকের মধ্যে বিকৃতি ও পরির্তন করেন। তাদের কাছে এটি অত্যন্ত স্বাভাবিক বিষয়। কাজেই তারা যদি জর্জ সেলের পুস্তকের পুনর্মুদ্রণের সময় এই ভবিষ্যদ্বাণীটি ফেলে দেন তবে তাতে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

খ্রিস্টান মিশনারিদের অপপ্রচারের প্রতিবাদে হায়দার আলী কোরেশি নামক প্রসিদ্ধ ভারতীয় আলিম 'খুলাসাতু সাইফিল মুসলিমীন' (মুসলিমদের খড়্গের সারসংক্ষেপ) নামক একটি উর্দু পুস্তক রচনা করেন। উক্ত পুস্তকের ৬৩ ও ৬৪ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, "আরমেনীয় পাদরি ওসকান ১৬৬৬ সালে আরমেনীয় ভাষায় যিশাইয়র পুস্তক অনুবাদ করেন। ১৭৩৩ খ্রিস্টাব্দে এন্টনিপোর্টলি প্রেসে তা মুদ্রিত হয়। এই অনুবাদে যিশাইয়র পুস্তকের ৪২ অধ্যায়ে নিম্নের আয়াতটি রয়েছে, "তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে নূতন গীত গাও। তাঁহার প্রতাপের চিহ্ন তাঁহার পৃষ্ঠদেশে[৩৬৩] এবং তাঁহার নাম আহমাদ।"[৩৬৪] এই অনুবাদটি আরমেনীয় খ্রিস্টানদের নিকট এখনো বিদ্যমান। কেউ ইচ্ছা করলে তা দেখতে পারেন।" হায়দার আলী কোরেশির বক্তব্য এখানেই শেষ।

গ্রন্থকার বলেন, এই অনুবাদটি আমার হস্তগত হয়নি এবং আমি তা পাঠ করতে পারিনি। কোরেশি সাহেব সম্ভবত তা দেখেছেন এবং পাঠ করেছেন। নিঃসন্দেহে যিশাইয়র এই বক্তব্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যদিও প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মগুরুগণ এই অনুবাদের বিশুদ্ধতা স্বীকার করবেন না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগমনের সময় থেকে অগণিত ইয়াহুদি-খ্রিস্টান পণ্ডিত ও ধর্মগুরু ইসলাম গ্রহণ করেছেন, যারা সকলেই একবাক্যে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মের মধ্যে মুহাম্মাদ ﷺ

[৩৬৩]. মুহাম্মাদ ﷺ-এর পৃষ্ঠদেশের মোহরে নবুয়াতের কথা বলা হয়েছে।
[৩৬৪]. দেখুন: যিশাইয় ৪২/১০-১১। প্রচলিত অনুবাদে অনেক পরিবর্তন করা হয়েছে।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

বিষয়ক অনেক সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান। এদের মধ্যে রয়েছেন আব্দুল্লাহ ইবন সালাম, সা'লাবা ইবন সা'ইয়া, আসাদ ইবন সা'ইয়া, বিনইয়ামীন, মুখাইরিক, কা'ব আল-আহবার ও অন্যান্য অনেক ইয়াহুদি পণ্ডিত। অনুরূপভাবে এদের মধ্যে ছিলেন বুহাইরা, নিসতুরা হাবাশি, দাগাতির নামক রোমান বিশপ (যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে দেহিয়া কালবির হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং এ কারণে রোমানরা তাঁকে হত্যা করে) জারূদ, ইথিওপিয়ার নাজাশি, জা'ফর ইবন আবু তালিবের সাথে ইথিওপিয়া থেকে আগত পাদরি ও সন্যাসীগণ ও অন্যান্য খ্রিস্টান পণ্ডিত। অন্য অনেকে মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুয়াতের সত্যতা ও সর্বজনীনতা স্বীকার করেছেন, কিন্তু জাগতিক কারণে ইসলাম গ্রহণ করেননি। যেমন রোমান সম্রাট হেরাক্লিয়াস, মিসরের শাসক মুকাওকিস, ইবন সুরিয়া, হুয়াই ইবন আখতাব, আবু ইয়াসির ইবন আখতাব ও অন্য অনেকে তাঁর নবুয়াত ও বিশ্বজনীনতা স্বীকার করলেও হিংসা তাদেরকে দুর্ভাগ্যের পথে ঠেলে দিয়েছে এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করেননি।

নাজরান থেকে আগত খ্রিস্টানদের সামনে দলীল-প্রমাণাদি পেশ করার পরেও যখন তারা সত্যকে স্বীকার করতে অস্বীকার করে তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বলেন, আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা যদি সত্যকে গ্রহণ না কর তবে আমি যেন তোমাদের সাথে একত্রিত হয়ে পারস্পরিক ধ্বংস-প্রার্থনা করি (সকলে একত্রে প্রার্থনা করবেন যে, তাদের মধ্যে যে মিথ্যাচারী তাকে আল্লাহ ধ্বংস করবেন)। তখন তারা বলেন, হে আবুল কাসিম, বরং আমরা ফিরে গিয়ে সকলে একত্রে বসে পরামর্শ করে দেখি আপনার বিষয়ে কী করা উচিত। তারা ফিরে গিয়ে তাদের নেতা আকিবকে বলেন, এ বিষয়ে আপনার মত কী? তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ, তোমরা তো তাঁর নবুয়াতের সত্যতা উপলব্ধি করতে পেরেছ। যিশুখ্রিস্টের বিষয়ে তিনি সুস্পষ্ট সত্য পেশ করেছেন। আল্লাহর শপথ, কোনো সম্প্রদায় কোনো নবীর সাথে ধ্বংস-প্রার্থনায় লিপ্ত হলে তারা ধ্বংস হয়। তোমরা যদি তোমাদের ধর্মের মায়া ছাড়তে না পার তবে এই ব্যক্তির সাথে সন্ধি করে দেশে ফিরে চলো।

এই পরামর্শের ভিত্তিতে পরদিন তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হন। তখন তিনি হাসান ও হুসাইনের হাত ধরে বেরিয়ে আসেন। ফাতিমা ﵂ তাঁর পিছে হাঁটছিলেন। আলী ﵁ ছিলেন ফাতিমা ﵂-এর পেছনে। রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসান, হুসাইন, আলী ও ফাতিমা ﵃-কে বলেন, আমি যখন দুআ করব তখন তোমরা 'আমীন' বলবে। তখন নাজরান প্রতিনিধিদলের সদস্য নাজরানের বিশপ বলেন, হে খ্রিস্টানগণ, আমি এমন

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

কিছু মুখ দেখতে পাচ্ছি যারা আল্লাহর কাছে কোনো পর্বত স্থানান্তরের জন্য প্রার্থনা করলেও আল্লাহ তা কবুল করবেন। কাজেই তোমরা পারস্পরিক ধ্বংস-প্রার্থনায় যোগদান করবে না; কারণ এতে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। তখন নাজরানের প্রতিনিধিরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অধীনতা স্বীকার করে তাঁকে কর প্রদান করতে সম্মত হয়। তারা কর হিসেবে দুই হাজার জোড়া মূল্যবান লাল পোশাক এবং ত্রিশটি লৌহ বর্ম প্রদান করতে চুক্তিবদ্ধ হন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তারা যদি 'পারস্পরিক ধ্বংস-প্রার্থনায়' রত হত তবে তাদেরকে শূকর ও বানরে রূপান্তরিত করা হত, তাদের নিম্নভূমিগুলোতে আগুন জ্বলত এবং আল্লাহ নাজরানবাসীদেরকে নির্মূল করতেন, এমনকি বৃক্ষের পাখিরা পর্যন্ত।[৩৬৫]

এই ঘটনায় দুইভাবে মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুয়াতের সত্যতা প্রমাণিত হয়।

প্রথমত, তিনি নাজরানবাসীদেরকে ভয়প্রদর্শন করেন যে, তারা তাঁর সাথে পারস্পরিক ধ্বংস প্রার্থনায় যোগ দিলে তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি নেমে আসবে। তিনি যদি তাঁর নবুয়াতের ব্যাপারে পরিপূর্ণ নিশ্চিত না হতেন তবে কখনোই তিনি এরূপ ভয় দেখাতেন না। পরিপূর্ণ নিশ্চিত না হয়ে এরূপ ভয় দেখানোর অর্থ হল নিজের মিথ্যাচারিতা প্রকাশের ব্যবস্থা করা। কারণ যদি তারা তাঁর সাথে 'ধ্বংস-প্রার্থনা'য় অংশগহণ করত এবং তারপরও তাদের উপর শাস্তি না আসত তবে তাঁর মিথ্যাচার প্রকাশিত হয়ে যেত। একথা সকলেই স্বীকার করেন যে, তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান মানুষ ছিলেন। তাঁর মতো একজন বুদ্ধিমান মানুষ কখনোই নিজেকে মিথ্যাবাদী বলে প্রমাণ করার মতো 'ঝুঁকি' নিবেন না। এজন্য যখন আমরা দেখি যে, তিনি নাজরান প্রতিনিধিদের সাথে 'ধ্বংস-প্রার্থনা'য় অংশগ্রহণের বিষয়ে বদ্ধপরিকর ছিলেন, তখন আমরা নিশ্চিত হই যে, তিনি নিজের নবুয়াতের বিষয়ে পরিপূর্ণ আস্থাশীল ও বিশ্বাসী ছিলেন।

দ্বিতীয়ত, নাজরানের খ্রিস্টানগণ ও অন্যান্য অমুসলিমগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরোধিতায় ও তাঁর প্রতিরোধের জন্য নিজেদের জীবন ত্যাগ করছিলেন। নাজরানবাসীগণ বিপুল পরিমাণের অর্থ কর দিতে রাযি হলেন। অথচ তারা তাঁর সাথে 'পারস্পরিক ধ্বংস-প্রার্থনা'য় যোগদান করতে রাযি হলেন না। এরূপ একটি প্রার্থনা সভায় যোগদান করলেই তারা জীবন ও সম্পদের ক্ষতি থেকে চিরদিনের মতো রক্ষা পেতেন। এ থেকে আমরা

[৩৬৫]. রাযি, আত তাফসীরুল কাবীর ৮/২৪৭; বাইযাবি, আনওয়ারুত তানযীল ২/২০-২১; ইসমায়ীল হাক্কি, রূহুল বায়ান ২/৪৪-৪৫। -সম্পাদক

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

বুঝতে পারি যে, তারা তাঁর নবুয়াতের সত্যতার বিষয়টি পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর সাথে এরূপ প্রার্থনায় অংশ নিতে অসম্মত হন।

AS-SUNNAH TRUST

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুয়াতের বিষয়ে বিভ্রান্তি অপনোদন

প্রিয় পাঠক, মহান আল্লাহ আপনাকে উভয় জগতে সুপথে পরিচালিত করুন, আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, খ্রিস্টান পণ্ডিতগণ দাবি করেন, ঈশ্বরের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত ভাববাণী বা প্রেরণা অর্থাৎ ওহি বা ইলহাম (divine inspiration /revelation) প্রচারের ক্ষেত্রে ভাববাদীগণ বা নবী-রাসূলগণ মা'সূম (infallible) বা অভ্রান্ত ও ভুলভ্রান্তির উর্ধ্বে। কেবলমাত্র এই প্রচারের ক্ষেত্রে ছাড়া জীবনের কোনো ক্ষেত্রে তাঁরা অভ্রান্ত বা নিষ্পাপ নন। নবুয়াত বা ভাববাদিত্ব লাভের পূর্বে বা পরে কখনোই তাঁরা নিষ্পাপ, নির্ভুল বা অভ্রান্ত নন। নবুয়াত লাভের পরেও তাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবে পাপে লিপ্ত হতে পারেন, ভুলভ্রান্তি ও অনিচ্ছাকৃত পাপের তো কথাই নেই। খ্রিস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে একজন ভাববাদী দ্বারা বিবাহ-অবৈধ নিকটতম আত্মীয়াদের সাথেও ব্যভিচারের মতো মহাপাপও সংঘটিত হতে পারে, অনাত্মীয় মহিলাদের তো কোনো কথাই নেই। তাদের বিশ্বাস অনুসারে মূর্তিপূজা এবং মূর্তিপূজার জন্য মন্দির ও যজ্ঞবেদি তৈরি করা মতো মহাপাপেও ভাববাদীরা লিপ্ত হতে পারেন। তাদের বিশ্বাস অনুসারে অবরাহাম থেকে যোহন বাপ্তাইজক পর্যন্ত সকল ভাববাদীই হয় ব্যভিচারী অথবা ব্যভিচারের ফসল। ভাববাদীগণের বিষয়ে এরূপ ঘৃণ্য বিশ্বাস পোষণ করা থেকে মহান আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন!

এই পুস্তকের ভূমিকার ৭ম বিষয়, প্রথম অধ্যায়ের ৩য় ও ৪র্থ পরিচ্ছেদ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদ থেকে পাঠক জেনেছেন যে, ওহি বা ভাববাণী প্রচারের ক্ষেত্রে ভাববাদীগণের অভ্রান্ততা ও নিষ্পাপত্বের দাবিও খ্রিস্টানদের ধর্মীয় মূলনীতি ও বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে ভিত্তিহীন ও বাতিল। সাধারণ মানুষদেরকে ধোঁকা দেওয়ার জন্যই তারা প্রচারের ক্ষেত্রে ভাববাদীগণের অভ্রান্ততা ও নিষ্পাপত্বের এই ভিত্তিহীন দাবি প্রচার করেন। মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিষয়ে যে সকল অপবাদ ও আপত্তি তারা প্রচার করেন

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

তাদের বিশ্বাস অনুসারেই সেগুলো তাঁর নবুয়াত বা ভাববাদিত্বের কোনো ক্ষতি করে না (খ্রিস্টান পাদরিগণ মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিষয়ে যে সকল কল্পিত অন্যায়ের কথা বলেন, সেগুলো বাইবেলে বর্ণিত অন্যান্য ভাববাদীর অগণিত মহাপাপের তুলনায় কিছুই নয়। কাজেই এ সকল কারণে কারো ভাববাদিত্বের দাবি মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয় না)।

ইয়াহুদি-খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থে বা বাইবেলে ভাববাদীগণ বা নবী-রাসূলগণের নামে যত নোংরা পাপের কাহিনী ও মিথ্যা কুফুরি কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর আলোচনা আমার নিকট অত্যন্ত অপছন্দীয়। এমনকি খ্রিস্টানদেরকে বিতর্কে পরাজিত করার জন্যও এ সকল ঘৃণ্য কাহিনী আলোচনা আমি পছন্দ করি না। আমি কখনোই বিশ্বাস করি না যে, ভাববাদীগণ কখনো এরূপ পাপে লিপ্ত হয়েছিলেন। কখনোই তা বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। কিন্তু আমি দেখলাম যে, প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণ মুহাম্মাদ ﷺ-এর ক্ষেত্রে অতি সামান্য বিষয় নিয়ে অনেক নোংরা ও ঘৃণ্য কথা বলেছেন এবং তিলকে তাল বানিয়েছেন। বাইবেল সম্পর্কে অজ্ঞ সাধারণ মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য তারা এরূপ ঘৃণ্য অপপ্রচার চালান। সাধারণ সাদাসিদে কোনো মুসলিম হয়ত তাদের এ সকল বাতিল প্রচারণার ফাঁদে পড়ে যেতে পারে। এজন্য খ্রিস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে ভাববাদীগণের অবস্থা জানানোর জন্য এবং এ বিষয়ে খ্রিস্টান পাদরিগণকে নির্বাক করার জন্য আমি এখানে বাইবেলে ভাববাদীগণের বিষয়ে সে সকল পাপের কথা বলা হয়েছে তা থেকে কিছু নমুনা উল্লেখ করব।

আমি হাজার মুখে ঘোষণা করছি যে, ভাববাদীগণের বিষয়ে এ সকল নোংরা কথা আমি বিশ্বাস করি না এবং কেউ বিশ্বাস করবেন না। আমি মূলত ইয়াহুদি-খ্রিস্টানদের কুফুরি কথাগুলো এখানে উদ্ধৃতি করেছি মাত্র। কারো কুফুরি কথা উদ্ধৃত করা কুফুরি নয়। মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিষয়ে খ্রিস্টান পাদরিগণের অপবাদগুলো ও সেগুলোর উত্তর প্রদানের আগে ভূমিকা হিসেবে প্রথমে খ্রিস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে ভাববাদীগণের পাপকর্মের কিছু নমুনা উল্লেখ করব।

(১) আদম ﷺ-এর কাহিনী খ্রিস্টানদের নিকট প্রসিদ্ধ। আদিপুস্তকের তৃতীয় অধ্যায়ে তা লিপিবদ্ধ। তারা স্বীকার করেন যে, আদম ইচ্ছাকৃতভাবে এই 'পাপে' লিপ্ত হয়েছিলেন। তারা আরো দাবি করেন যে, ঈশ্বর যখন তাঁকে এই পাপের জন্য অনুতপ্ত হতে আদেশ দেন তখন আদম অনুতাপ করতে ও অন্তর পরিবর্তন করতে অসম্মত হন। শেষ জীবন পর্যন্ত আদম তাঁর এই পাপের জন্য অনুতপ্ত হননি বা তাওবা করেননি বলে তারা মনে করেন।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

পাদরি উইলিয়াম স্মিথ উর্দু ভাষায় লেখা 'তরীকুল আউলিয়া' (ওলিগণের পথ) নামক পুস্তকের ২৩ পৃষ্ঠায় আদমের বিষয়ে লিখেছেন, "হায় আফসোস! তাঁর তাওবা বা অনুতাপ প্রমাণিত হয়নি! একবারের জন্যও তিনি তাঁর এই পাপের কারণে ক্ষমা প্রার্থনা করেননি।"

(২) আদিপুস্তকের ৯ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, "১৮ নোহের যে পুত্রেরা জাহাজ হইতে বাহির হইলেন, তাঁহাদের নাম শেম, হাম ও যেফৎ; আর সেই হাম কনানের পিতা;... ২০ পরে নোহ কৃষিকর্মে প্রবৃত্ত হইয়া দ্রাক্ষাক্ষেত্র করিলেন। ২১ আর তিনি মদ (wine: দ্রাক্ষারস) পান করিয়া মত্ত হইলেন এবং তাম্বুর মধ্যে বিবস্ত্র হইয়া পড়িলেন। ২২ তখন কনানের পিতা হাম আপন পিতার উলঙ্গতা দেখিয়া বাহিরে আপন দুই ভ্রাতাকে সমাচার দিল। ২৩ তাহাতে শেম ও যেফৎ বস্ত্র লইয়া আপনাদের স্কন্ধে রাখিয়া পশ্চাৎ হাঁটিয়া পিতার উলঙ্গতা আচ্ছাদন করিলেন; পশ্চাৎ দিকে মুখ থাকাতে তাঁহারা পিতার উলঙ্গতা দেখিলেন না। ২৪ পরে নোহ মদের (wine: দ্রাক্ষারস) নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া আপনার প্রতি কনিষ্ঠ পুত্রের আচরণ অবগত হইলেন। ২৫ আর তিনি কহিলেন, কনান অভিশপ্ত হউক, সে আপন ভ্রাতাদের দাসদের দাস হইবে।"

এখানে স্পষ্টতই বলা হয়েছে যে, নোহ মদপান করে মাতাল হয়েছেন এবং উলঙ্গ হয়েছেন। সবচেয়ে আশ্চর্য বিষয় হল, পিতার নগ্নতা দেখে অপরাধ করলেন কনানের পিতা হাম, আর শাস্তি হিসেবে অভিশাপ লাভ করলেন পুত্র কনান!! পিতার অপরাধে পুত্রকে শাস্তিদান বে-ইনসাফি ও যুলুম।

যিহিষ্কেল ভাববাদীর পুস্তকের ১৮ অধ্যায়ের ২০ আয়াতে তিনি বলেছেন, "যে প্রাণি পাপ করে, সেই মরিবে; পিতার অপরাধ পুত্র বহন করিবে না; ও পুত্রের অপরাধ পিতা বহন করিবে না; ধার্মিকের ধার্মিকতা তাহার উপরে বর্তিবে ও দুষ্টের দুষ্টতা তাহার উপরে বর্তিবে।"

এরপরেও যদি আমরা ধরে নিই যে, বে-ইনসাফি করে পিতার অপরাধে পুত্রকে শাস্তি প্রদান করা হল, তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায়। আদিপুস্তকের ১০ অধ্যায়ে স্পষ্টতই বলা হয়েছে যে, হামের চারটি পুত্র ছিল: কুশ, মিসর, পুট ও কনান।[৩৬৬] তাহলে তাদের মধ্য থেকে শাস্তির জন্য কেবলমাত্র কনানকে বেছে নেওয়ার কারণটিই বা কী?

(৩) পাদরি উইলিয়াম স্মিথের 'তরীকুল আউলিয়া' গ্রন্থের ৭৪ পৃষ্ঠায় অবরাহামের বিষয়ে পাদরি মহোদয় লিখেছেন, "৭০ বছর পর্যন্ত অবরাহামের

[৩৬৬]. আদিপুস্তক ১০/৬।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

কী অবস্থা ছিল তা জানা যায় না। তিনি পৌত্তলিকদের মধ্যে বড় হন। তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময়ই তিনি পৌত্তলিক মূর্তিপূজক সম্প্রদায়ের মধ্যে কাটান। একথা জানা যায় যে, তাঁর পিতামাতা সত্য ঈশ্বরকে চিনতেন না। সম্ভবত অবরাহামও তদ্রূপই মূর্তিপূজা করতেন। সদাপ্রভূ ঈশ্বর তাঁর নিকট প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি মূর্তিপূজা করতেন বলেই মনে হয়। এরপর ঈশ্বর তাঁর নিকট প্রকাশিত হন, বিশ্বের মানুষদের মধ্য থেকে তাঁকে নির্বাচিত করেন এবং তাঁকে বিশেষ বান্দা হিসেবে মনোনীত করেন।"

এ থেকে জানা যায় যে, খ্রিস্টানদের ধারণায় ৭০ বছর পর্যন্ত অবরাহাম মূর্তিপূজা করতেন। বস্তুত, খ্রিস্টানদের মূলনীতি অনুসারে ৭০ বছর পর্যন্ত অবরাহামের মূর্তিপূজা করার বিষয়টি প্রায় সুনিশ্চিত। কেননা তাদের বিশ্বাস অনুসারে বিশ্বের সকল মানুষ সে সময়ে পৌত্তলিক ছিল। অবরাহাম তাদের মধ্যেই লালিত পালিত ও বড় হয়েছেন। তাঁর পিতামাতও অন্য সকলের মতো পৌত্তলিক ছিলেন। এই ৭০ বছর পর্যন্ত ঈশ্বর তাঁর নিকট প্রকাশিত হননি। আর খ্রিস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে ভাববাদীর জন্য ভাববাদিত্ব লাভের পরেও মূর্তিপূজা থেকে মুক্ত হওয়া জরুরি নয়। আর ভাববাদিত্ব লাভের আগে তো মূর্তিপূজা করলে কোনো অসুবিধাই নেই। এ ছিল সকল ভাববাদীর পিতা অবরাহামের অবস্থা নবুয়াত লাভের আগে ৭০ বছর পর্যন্ত। এখন আমি নবুয়াত লাভের পরে তাঁর কী অবস্থা ছিল তা উদ্ধৃত করছি।

(৪) আদিপুস্তকের ১২ অধ্যায়ে রয়েছে, "১১ আর অব্রাম যখন মিসরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হন, তখন আপন স্ত্রী সারাকে কহিলেন, দেখ, আমি জানি, তুমি দেখিতে সুন্দরী; ১২ এই কারণ মিসরীয়েরা যখন তোমাকে দেখিবে, তখন তুমি আমার স্ত্রী বলিয়া আমাকে বধ করিবে, আর তোমাকে জীবিত রাখিবে। ১৩ বিনয় করি, এই কথা বলিও যে, তুমি আমার ভগিনী; যেন তোমার অনুরোধে আমার মঙ্গল হয় ও তোমার জন্য আমার প্রাণ বাঁচে।"

অবরাহামের এই মিথ্যাচারের কারণ শুধু ভয় নয়, বরং উপরন্তু মঙ্গল লাভের আশা। বরং মঙ্গল লাভের আশাই এই মিথ্যাচারের মূল কারণ বলে বাইবেলের বর্ণনা থেকে বাহ্যত বোঝা যায়। এজন্য অবরাহাম প্রথমেই মঙ্গল লাভের আশাটি ব্যক্ত করে বলেছেন, 'যেন তোমার অনুরোধে আমার মঙ্গল হয় ও তোমার জন্য আমার প্রাণ বাঁচে'। অবরাহাম প্রকৃতই তাঁর স্ত্রীর এই মিথ্যাচারের মাধ্যমে মঙ্গল বা সম্পদ লাভ করেন। পরবর্তী ১৬ আয়াতে তা স্পষ্টত বলা হয়েছে।[৩৬৭] এখানে আরো লক্ষণীয় যে, মঙ্গল লাভের আশা

[৩৬৭]. আর তাঁহার অনুরোধে তিনি অব্রামকে আদর করিলেন; তাহাতে অব্রাম মেষ, গরু, গর্দভ, এবং দাস-দাসী, গর্দভী ও উষ্ট্র পাইলেন।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

ছিল বাস্তবসম্মত, আর প্রাণের ভয় ছিল অমূলক ধারণা মাত্র। বিশেষত তিনি তো তাঁর স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতেই প্রস্তুত ছিলেন, আর এজন্য প্রকৃতপক্ষে জীবনের কোনো আশঙ্কাই ছিল না। কিন্তু কীভাবে অবরাহাম নিজের স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে এবং বিনা বাধায় সম্রাটের হাতে তাকে সমর্পণ করতে রাযি হলেন? কোনো মানুষের জ্ঞান ও বিবেক কি অবরাহামের মতো মানুষের ক্ষেত্রে একথা বিশ্বাস করতে পারে? অতি সাধারণ যে মানুষটির সামান্য আত্মমর্যাদাবোধ রয়েছে সেও তো এরূপ কর্ম করতে রাযি হবে না? তাহলে অবরাহামের মতো একজন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষ কীভাবে সামান্য লাভের আশায় নিজের স্ত্রীকে বিনা বাধায় সম্রাটের হাতে সমর্পণ করতে রাযি হলেন?

(৫) আদিপুস্তকের ২০ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, "১ আর অব্রাহাম তথা হইতে দক্ষিণ দেশে যাত্রা করিয়া কাদেশ ও শুরের মধ্যস্থানে থাকিলেন, ও গরারে প্রবাস করিলেন। ২ আর অব্রাহাম আপন স্ত্রী সারার বিষয়ে কহিলেন, এ আমার ভগিনী; তাহাতে গরারের রাজা অবিমেলক লোক পাঠাইয়া সারাকে গ্রহণ করিলেন। ৩ কিন্তু রাত্রিতে ঈশ্বর স্বপ্নযোগে অবিমেলকের নিকটে আসিয়া কহিলেন, দেখ, ঐ যে নারীকে গ্রহণ করিয়াছ, তাহার জন্য তুমি মৃত্যুর পাত্র, কেননা সে এক ব্যক্তির স্ত্রী। ৪ তখনও অবিমেলক তাঁহার কাছে যান নাই; তাই তিনি কহিলেন, হে প্রভু, যে জাতি নির্দোষ, তাহাকেও কি আপনি বধ করিবেন? ৫ সেই ব্যক্তি কি আমাকে বলে নাই, এ আমার ভগিনী? এবং সেই স্ত্রীও কি বলে নাই, এ আমার ভ্রাতা?...।"

এখানে অবরাহাম ও সারা দ্বিতীয়বার মিথ্যা বললেন। সম্ভবত এখানেও প্রাণের আশঙ্কার পাশাপাশি পূর্বের মতোই জাগতিক কিছু সম্পদ লাভের আশাই এই মিথ্যাচারের মূল উদ্দেশ্য। এখানেও তিনি মিথ্যাচারের মাধ্যমে জাগতিক ধনসম্পদ লাভ করতে সক্ষম হন। পরবর্তী ১৪ আয়াতে তা স্পষ্টত বলা হয়েছে।[৩৬৮] সর্বোপরি, অবরাহাম যখন বিনা বাধায় স্ত্রীকে রাজার নিকট সমর্পণের ইচ্ছা পোষণ করছিলেন, তখন আবার প্রাণের ভয় কী? বস্তুত এমতাবস্থায় ভয় অমূলক।

'তরীকুল আউলিয়া' পুস্তকের ৯৯ পৃষ্ঠায় পাদরি স্মিথ মহোদয় লিখেছেন, "অবরাহাম যখন প্রথমবার স্ত্রীকে অস্বীকার করেন তখন সম্ভবত তাঁর মনে হয়েছিল যে, তিনি আর এরূপ পাপে নিপতিত হবেন না। কিন্তু গাফলতির কারণে তিনি আবারো শয়তানের খপ্পরে পড়লেন।"

(৬) তরীকুল আউলিয়া পুস্তকের ২৯ ও ৯৩ পৃষ্ঠায় পাদরি সাহেব লিখেছেন, "হাগারকে বিবাহ করে অবরাহাম পাপী হয়েছিলেন। তিনি এই

[৩৬৮]. তখন অবিমেলক মেষ, গরু ও দাস-দাসী আনাইয়া অব্রাহামকে দান করিলেন...।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

বিবাহের দ্বারা পাপী হননি একথা বলা সম্ভব নয়। কারণ যিশুখ্রিস্ট কী বলেছেন তিনি তা ভালো করেই জানতেন। যিশুখ্রিস্টের বাণী সুসমাচারে লিপিবদ্ধ রয়েছে, 'সৃষ্টিকর্তা আদিতে পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে নির্মাণ করিয়াছিলেন, আর বলিয়াছিলেন, এই কারণ মনুষ্য পিতা ও মাতাকে ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে, এবং সেই দুইজন একাঙ্গ হইবে।"[৩৬৯]

আমার বক্তব্য এই যে, হাগারকে বিবাহ করে যেমন অবরাহাম পাপী হয়েছিলেন, অনুরূপভাবে সারাকে বিবাহ করেও তিনি পাপ করেছিলেন। সারাকে বিবাহ করে তিনি পাপী হননি তা বলা সম্ভব নয়, কারণ (সারাহ তাঁর বৈমাত্রেয় বোন ছিলেন এবং বৈমাত্রেয় বোনের বিবাহের বিষয়ে) মোশি কী বলেছেন তা তিনি ভালো করেই জানতেন। মোশির কথা তোরাহে লিপিবদ্ধ রয়েছে, "তোমার ভগিনী, তোমার পিতৃকন্যা কিম্বা তোমার মাতৃকন্যা, গৃহজাতা কিম্বা অন্যত্র জাতা হউক, তাহাদের আবরণীয় অনাবৃত করিও না।"[৩৭০]

তিনি আরো বলেছেন, "আর যদি কেহ আপন ভগিনীকে, পিতৃ কন্যাকে কিম্বা মাতৃকন্যাকে, গ্রহণ করে, ও উভয়ে উভয়ের আবরণীয় দেখে, তবে তাহা লজ্জাকর বিষয়; তাহারা আপন জাতির সন্তানদের সাক্ষাতে উচ্ছিন্ন হইবে; আপন ভগিনীর আবরণীয় অনাবৃত করাতে সে আপন অপরাধ বহন করিবে।"[৩৭১]

তিনি আরো বলেছেন, "যে কেহ আপন ভগিনীর সহিত, অর্থাৎ পিতৃ কন্যার কিম্বা মাতৃকন্যার সহিত শয়ন করে, সে শাপগ্রস্ত। তখন সমস্ত লোক বলিবে, আমেন।"[৩৭২]

এই পুস্তকের তৃতীয় অধ্যায়ে বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে।[৩৭৩]

প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণের মাতানুসারে এরূপ বিবাহ ব্যভিচার বলে গণ্য। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাদের মতানুসারে অবরাহাম ভাববাদিত্ব লাভের পূর্বে এবং পরে ব্যভিচারী ছিলেন (নাউযু বিল্লাহ!) আর সারার গর্ভে

[৩৬৯]. মথি ১৯/৪-৬; মার্ক ১০/৬-৮।
[৩৭০]. লেবীয় ১৮/৯।
[৩৭১]. লেবীয় ২০/১৭।
[৩৭২]. দ্বিতীয় বিবরণ ২৭/২২
[৩৭৩]. তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচনা থেকে আমরা দেখেছি যে, অবরাহামের স্ত্রী সারা অবরাহামের বৈমাত্রেয় ভগ্নি ছিলেন। আদিপুস্তকের ২০ অধ্যায়ের ১২ আয়াতে বলা হয়েছে, "আর সে প্রকৃতই আমার ভগিনী (আর সে আমার ভগিনী, ইহাও সত্য বটে); কেননা সে আমার পিতৃকন্যা, কিন্তু মাতৃকন্যা নহে, পরে সে আমার ভার্যা হইল (And yet indeed she is my sister; she is the daughter of my father, but not the daughter of my mother; and she became my wife)।"

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

অবরাহামের যত সন্তান জন্মেছিলেন সকলেই ছিলেন জারজ সন্তান। যদি 'রাহিতকরণ' মেনে নেওয়া হয় এবং স্বীকার করা হয় যে, মোশির ব্যবস্থায় নিষিদ্ধ হলেও অবরাহামের ব্যবস্থায় বৈমাত্রেয় বোনকে বিবাহ করা বৈধ ছিল, তাহলে একথাও স্বীকার করতে হবে যে, একাধিক বিবাহও তাঁর ব্যবস্থায় বৈধ ছিল। কাজেই হাগারকে বিবাহ করার কারণে অবরাহামের উপর কোনো আপত্তি আসতে পারে না। আমরা এরূপই বিশ্বাস করি। তবে প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণ যেহেতু 'রহিতকরণ' মানেন না, সেহেতু তাদের মূলনীতি অনুসারে তাদেরকে স্বীকার করতে হবে যে, সকল বাইবেলীয় ভাববাদীর পিতা ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাববাদী অবরাহাম মিথ্যাবাদী ছিলেন এবং এবং জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি ব্যভিচারী ছিলেন। অথচ তিনিই ছিলেন ঈশ্বরের প্রিয়তম ও প্রিয়ভাজন। ঈশ্বরের প্রিয়ভাজন কী এরূপই হন?

(৭) আদিপুস্তকের ১৯ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, "৩০ পরে লোট ও তাঁহার দুইটি কন্যা সোয়র হইতে পর্বতে উঠিয়া গিয়া তথায় থাকিলেন; কেননা তিনি সোয়রে বাস করিতে ভয় করিলেন, আর তিনি ও তাঁহার সেই দুই কন্যা গুহার মধ্যে বসতি করিলেন। ৩১ পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা কনিষ্ঠাকে কহিল, আমাদের পিতা বৃদ্ধ, এবং জগৎ সংসারের ব্যবহার অনুসারে আমাদিগকে বিবাহ করিতে এই দেশে কোনো পুরুষ নাই; ৩২ আইস, আমরা পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাইয়া তাঁহার সহিত শয়ন করি, এইরূপে পিতার বংশ রক্ষা করিব। ৩৩ তাহাতে তাহারা সেই রাত্রিতে আপনাদের পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাইল, পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা পিতার সহিত শয়ন করিতে গেল; কিন্তু তাহার শয়ন ও উঠিয়া যাওয়া লোট টের পাইলেন না। ৩৪ আর পরদিন জ্যেষ্ঠা কন্যা কনিষ্ঠা কন্যাকে কহিল, দেখ, গত রাত্রিতে আমি পিতার সহিত শয়ন করিয়াছিলাম; আইস, আমরা অদ্য রাত্রিতেও পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাই; পরে তুমি গিয়া তাঁহার সহিত শয়ন কর, এইরূপে পিতার বংশ রক্ষা করিব। ৩৫ এইরূপে তাহারা সেই রাত্রিতেও পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাইল; পরে কনিষ্ঠা উঠিয়া তাঁহার সহিত শয়ন করিল; কিন্তু তাহার শয়ন ও উঠিয়া যাওয়া লোট টের পাইলেন না। ৩৬ এইরূপে লোটের দুই কন্যাই আপনাদের পিতা হইতে গর্ভবতী হইল। ৩৭ পরে জ্যেষ্ঠা কন্যা পুত্র প্রসব করিয়া তাহার নাম মোয়াব রাখিল; সে এখনকার মোয়াবীয়দের আদিপিতা। ৩৮ আর কনিষ্ঠা কন্যাও পুত্র প্রসব করিয়া তাহার নাম বিন্-অম্মি রাখিল, সে এখনকার অম্মোন-সন্তানদের আদিপিতা।"

'তরীকুল আউলিয়া' পুস্তকের ১২৮ পৃষ্ঠায় পাদরি স্মিথ মহাশয়

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

লোটের এই ঘটনা উল্লেখ করার পরে লিখেছেন, "লোটের এই অবস্থা দেখে ক্রন্দন করা ছাড়া উপায় নেই! আমরা বেদনা প্রকাশ করছি এবং আমাদের নিজেদের সম্পর্কে ভীতি ও আশঙ্কা বোধ করছি। তবে সবচেয়ে অবাক বিষয় যে, ইনিই কি সেই লোট যিনি সদোমের সকল পাপ ও অন্যায় থেকে পবিত্র থাকলেন? ঈশ্বরের রাস্তায় তিনি বিশ্বস্ততা ও দৃঢ়তার সাথে প্রতিষ্ঠিত থ াকলেন? সে দেশের সকল অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকলেন? অথচ যখন বেরিয়ে প্রান্তরে চলে গেলেন তখন এভাবে পাপের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে গেলেন? তাহলে শহরে বা প্রান্তরে বা গুহার মধ্যে কোথাও কি কারো পাপ থেকে নিরাপদ থাকা সম্ভব?"

যেহেতু মাননীয় পাদরিগণই লোটের জন্য ক্রন্দনে রত হয়েছেন, সেহেতু আমাদের আর এ বিষয়ে লম্বা কথা বলার প্রয়োজন নেই। তাদের ক্রন্দনই যথেষ্ট। তবে আমার বক্তব্য এই যে, এভাবে পিতার সাথে ব্যভিচারের মাধ্যমে যে সন্তানদ্বয়ের জন্ম হল, সেই মোয়াব ও বিন-অম্মিকে ঈশ্বর বিনষ্ট করেননি বা মেরে ফেলেননি। কিন্তু উরিয়ের স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করে ভাববাদী দাউদ যে পুত্রসন্তানটি লাভ করেছিলেন ঈশ্বর তাকে হত্যা করেছিলেন।[৩৭৪] সম্ভবত খ্রিস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে নিজ কন্যার সাথে ব্যভিচার করার চেয়ে পরস্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা অধিক অপরাধ! এজন্যই তাদের ঈশ্বর পরস্ত্রীর সাথে ব্যভিচারের ফসলকে হত্যা করলেন, অথচ নিজ কন্যার সাথে ব্যভিচারের ফসল মোয়াব ও বিন-অম্মিকে হত্যা করেননি। উপরন্তু এরা দুজন ঈশ্বরের নিকট গ্রহণযোগ্য বা ভালো ছিলেন।

মোয়াব যে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ভালো ছিলেন তা নিম্নের বিষয় থেকে জানা যায়। মথিলিখিত সুসমাচারের প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দাউদের দাদা ওবেদের মাতার নাম ছিল রুত।[৩৭৫] এই রুত ছিলেন মোয়াবীয়া বা মোয়াবের বংশধর।[৩৭৬] এভাবে আমরা দেখছি যে মোয়াব বংশীয়া নারী রুত ছিলেন দাউদ, শলোমন ও যিশুর পিতামহীদের একজন। আর খ্রিস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে দাউদ ঈশ্বরের প্রথমজাত পুত্র (firstborn)[৩৭৭], শলোমনও ঈশ্বরের পুত্র[৩৭৮] আর যিশু ঈশ্বরের একমাত্র

[৩৭৪]. ২ শমুয়েল ১২/১-২৩।
[৩৭৫]. মথি ১/৫-৬।
[৩৭৬]. দাউদের দাদা ওবেদের পিতা বোয়াস মোয়াব বংশীয়া এই রূতকে বিবাহ করেন। বিস্তারিত দেখুন: রুতের বিবরণ।
[৩৭৭]. গীতসংহিতা ৮৯/২৭।
[৩৭৮]. ২ শমুয়েল ৭/১৪।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

পুত্র,[৩৭৯] বরং তাদের বিশ্বাস অনুসারে তিনিই ঈশ্বর।[৩৮০]

আর বিন-আম্মির ঈশ্বরের প্রিয়ভাজন হওয়ার বিষয়টি নিম্নের তথ্যাদি থেকে প্রমাণিত হয়। মথির সুসমাচারে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শলোমনের পুত্র রহবিয়াম যিশুর একজন পূর্বপুরুষ।[৩৮১] আর এই রহবিয়ামের মাতা ছিলেন বিন-আম্মির বংশধর বা অম্মোন বংশীয়। ১ রাজাবলির ১৪ অধ্যায়ে তা উল্লেখ করা হয়েছে।[৩৮২] এভাবে আমরা দেখছি যে, খ্রিস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে অম্মোনীয়া হওয়ার কারণে তিনি ঈশ্বরের পুত্রের দাদি, বরং স্বয়ং ঈশ্বরের দাদি হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করলেন।

দ্বিতীয় বিবরণের ২ অধ্যায়ের ১৯ আয়াত নিম্নরূপ, "যখন তুমি অম্মোন-সন্তানগণের সম্মুখে উপস্থিত হও, তখন তাহাদিগকে ক্লেশ দিও না, তাহাদের সহিত বিরোধ করিও না; কারণ আমি তোমাকে অধিকারার্থে অম্মোন সন্তানদের দেশের অংশ দিব না, কেননা আমি লোটের সন্তানগণকে তাহা অধিকার করিতে দিয়াছি।"

তাহলে এই দুই জারজ সন্তান মোয়াব ও বিন-আম্মি বা অম্মোনের জন্য এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কী হতে পারে? প্রথম জারজ সন্তানের সন্তানদের কেউ কেউ ঈশ্বরের পুত্রগণের, বরং স্বয়ং ঈশ্বরের মহাগৌরবান্বিতা পিতামহী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করলেন। অন্য জারজ সন্তানের সন্তানদের কেউ কেউ ঈশ্বরের একমাত্র পুত্রের, বরং স্বয়ং ঈশ্বরের মহাগৌরবান্বিতা পিতামহী হওয়ার মহাগৌরব অর্জন করলেন। তোরাহ স্পষ্টত ঘোষণা করেছে যে, ইস্রায়েল সন্তানগণ ঈশ্বরের পুত্র। ঈশ্বরের পুত্রগণকে ঈশ্বর এ সকল জারজ-বংশীয়ের (অম্মোন-সন্তানদের) দেশ দখল করতে নিষেধ করলেন।

তবে এখানে একটি ছোট্ট সমস্যা থেকে যাচ্ছে। উপরের আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, এই দুই মহাগৌরবান্বিতা পিতামহীর সূত্রে যিশু মোয়াব ও আম্মোন-বংশীয়। আর বাইবেল প্রমাণ করে যে, মোয়াব ও আম্মোন-বংশীয় কেউ কখনোই সদাপ্রভুর সমাজে প্রবেশ করতে পারবে না। দ্বিতীয় বিবরণের ২৩ অধ্যায়ের ৩ আয়াতে বলা হয়েছে, "অম্মোনীয় কিম্বা মোয়াবীয় কেহ সদাপ্রভুর সমাজে প্রবেশ করিতে পাইবে না; দশম পুরুষ পর্যন্ত তাহাদের কেহ সদাপ্রভুর সমাজে কখনও প্রবেশ করিতে পাইবে না

[৩৭৯]. যোহন ৩/১৬-১৮; ১ যোহন ৪/৯।

[৩৮০]. এভাবে প্রমাণিত হয় যে, মোয়াব ঈশ্বরের প্রিয়ভাজন ছিলেন এবং ঈশ্বরের পুত্র হতে হলে জারজ সন্তানের বংশধর হওয়া, বিশেষত কন্যার সাথে পিতার ব্যভিচারজাত জারজ সন্তানের বংশধর হওয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

[৩৮১]. মথি ১/৭-১৭।

[৩৮২]. ১ রাজাবলি ১৪/২১, ৩১।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(An Ammonite or Moabite shall not enter into the congregation of the LORD; even to his tenth generation shall he not enter into the congregation of the LORD)।"

তাহলে যিশু একজন অম্মোনীয় এবং মোয়াবীয় হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে সদাপ্রভুর সমাজে প্রবেশ করলেন? শুধু তাই নয়, তিনি সদাপ্রভুর সমাজের নেতা হলেন? শুধু তাই নয়, খ্রিস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে তিনি স্বয়ং সদাপ্রভুর পুত্রও হলেন?

খ্রিস্টান পাদরিগণ হয়ত বলবেন যে, বংশ ধরা হয় পিতার মাধ্যমে, মাতা বা পিতামহীদের মাধ্যমে নয়। আর পিতার দিক থেকে তো যিশু অম্মোনীয় বা মোয়াবীয় ছিলেন না। সেক্ষেত্রে আমি বলব যে, যদি পিতার দিক থেকেই বংশ নির্ধারণ করা হয়, তবে যিশুর 'খ্রিস্টত্বে'র দাবি মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়। কারণ খ্রিস্টের জন্য ইস্রায়েলীয় হওয়া, যিহুদার বংশধর হওয়া, দাউদের বংশধর হওয়া এবং শলোমনের বংশধর হওয়া জরুরি। আর যিশুর ইস্রায়েলীয়ত্ব, যিহুদীয়ত্ব, দাউদ-বংশীয়ত্ব ও শলোমান-বংশীয়ত্ব সবই মাতার সূত্রে, কোনোটিই পিতার সূত্রে নয়। আর যদি দাবি করা হয় যে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মাতার সূত্রে বংশ ধরা হবে এবং প্রথম ক্ষেত্রে তা ধরা হবে না তবে তা ভিত্তিহীন অযৌক্তিক দাবি বলে গণ্য হবে।

পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা দেখেছি যে, রুতের বংশধর হিসেবে দাউদ ও শলোমানও মোয়াব বংশীয় ছিলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁরাও সদাপ্রভুর সমাজে প্রবেশ করতে পারবেন না। তবে আমি এ বিষয়ে আলোচনা দীর্ঘায়িত না করে মূল আলোচনায় ফিরে যাচ্ছি।

আমরা দেখেছি যে, পাদরি মহোদয়গণের দৃষ্টিতে লোটের অবস্থা ছিল ক্রন্দনযোগ্য। আর বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে তিনি ঈশ্বরের একজন পবিত্র ভাববাদী ও সাধুপুরুষ ছিলেন। খ্রিস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে এই জঘন্য কর্মের কারণে তাঁর সাধুত্বের, মহাপুরুষত্বের বা ভাববাদিত্বের কোনোরূপ ক্ষতি হয়নি বা তাঁর পদমর্যাদা দুর্বল হয়নি। অথচ কর্মটি এত জঘন্য ও নোংরা যে, সমাজের সবচেয়ে ঘৃণিত পাঁড় মাতালরাও কখনো এরূপ ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত হয় না। তারা অধিকাংশ সময় মাতাল হয়ে থাকলেও মাতাল অবস্থাতেই কন্যা ও অনাত্মীয়া মহিলাদের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। আর যখন কেউ এমন মাতাল হয় যে, কে কন্যা এবং কে অনাত্মীয়া তাও চিনতে পারে না, তখন তার আর যৌন-সঙ্গমের ক্ষমতা থাকে না। মদপানে অত্যন্ত আসক্ত ব্যক্তিগণ একথার সাক্ষ্য দিয়েছেন। ভারতের কোনো পাঁড় মাতাল অস্পৃশ্য নিম্নশ্রেণির মানুষও কখনো মাতাল অবস্থায় তার মায়ের বা মেয়ের

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

সাথে এরূপ ঘৃণ্য আচরণ করেছে বলে আমরা অদ্যাবধি শুনিনি।

আর যদি সত্যই মাতলামির কারণে মানুষ কন্যার সাথে ব্যভিচারের মতো অবস্থায় পৌঁছায়, তবে ইউরোপীয় খ্রিস্টানগণের নারীদের জন্য আমাদের ক্রন্দন করা ছাড়া উপায় নেই। ইউরোপের খ্রিস্টান নারী ও পুরুষগণ অধিকাংশ সময়েই মাতাল থাকেন। কাজেই তাদের সমাজের ভগ্নি, মাতা ও কন্যাগণ কীভাবে তাদের ভ্রাতা, পিতা ও পুত্রগণের হাত থেকে রক্ষা পাবেন? কোনো উপায় নেই! বিশেষত তাদের সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষদের অবস্থা যে কী হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়!

অবাক বিষয় যে, এই পবিত্র সাধুপুরুষ প্রথম রাতে এই ঘৃণ্য পাপে নিপতিত হলেন এবং দ্বিতীয় রাতেও একইভাবে পাপের মধ্যে পতিত হলেন! (একরাতের পাপে সতর্ক হতে পারলেন না!) তবে এই ঘৃণ্য ঘটনাটির একটি ব্যখ্যা দেওয়া যায়। এখানে বলা যায় যে, লোটের কন্যাদ্বয়ের বংশে যেন ঈশ্বরের পুত্রদের এবং স্বয়ং ঈশ্বরের জন্ম হয় এবং লোট নিজেও যেন ঈশ্বরের একমাত্র পুত্রের বংশতালিকায় প্রবেশ করতে পারেন এজন্যই ঈশ্বর এরূপ ব্যভিচারের ব্যবস্থা করেছিলেন! যদি কোনো অতি সাধারণ মানুষও এরূপ জঘন্য ঘৃণ্য অপরাধে লিপ্ত হয় তবে দুঃখ ও বেদনায় তিনি এমনভাবে মুহ্যমান হবেন যেন তার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে! অথচ লোটের ক্ষেত্রে এরূপ কিছুই ঘটল না! (বরং একরাতের পরে আবার দ্বিতীয় রাতেও একই ঘটনা ঘটল!!) আমি এ সকল অবাস্তব গল্প কাহিনী থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং ঘোষণা করছি যে, লোটের বিষয়ে বাইবেলের এই কাহিনী মিথ্যা ও বানোয়াট।

পিতরের দ্বিতীয় পত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে, "৭ আর সেই ধার্মিক লোটকে উদ্ধার করিলেন, যিনি ধর্মহীনদের স্বৈরাচারে ক্লিষ্ট হইতেন। ৮ কেননা সেই ধার্মিক ব্যক্তি তাহাদের মধ্যে বাস করিতে করিতে, দেখিয়া শুনিয়া তাহাদের অধর্মকার্য প্রযুক্ত দিনদিন আপন ধর্মশীল প্রাণকে যাতনা দিতেন।" এভাবে তিনি লোটকে ধার্মিক বলে উল্লেখ করেছেন এবং প্রশংসা করেছেন। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি সত্যই ধার্মিক ছিলেন এবং ইয়াহুদি-খ্রিস্টানগণ তাঁর নামে যে মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে সেগুলো থেকে তিনি পবিত্র ছিলেন।

(৮) আদিপুস্তকের ২৬ অধ্যায়ে রয়েছে, "৬ পরে ইসহাক গরারে বাস করিলেন। ৭ আর সেই স্থানের লোকেরা তাঁহার স্ত্রীর বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন, উনি আমার ভগিনী; কারণ, এ আমার স্ত্রী, এই কথা বলিতে তিনি ভীত হইলেন, ভাবিলেন কি জানি এই স্থানের লোকেরা রিবিকার

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

নিমিত্তে আমাকে বধ করিবে; কেননা তিনি দেখিতে সুন্দরী ছিলেন।”

এভাবে ইসহাকও তাঁর পিতার ন্যায় ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বললেন এবং নিজের স্ত্রীকে ‘আমার ভগিনী’ বললেন। ‘তরীকুল আউলিয়া’ পুস্তকের লেখক পাদরি স্মিথ মহাশয় তার পুস্তকের ১৬৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, “ইসহাকের বিশ্বাসও নষ্ট হল; কারণ তিনি তাঁর স্ত্রী বিষয়ে বললেন যে, তিনি তাঁর ভগিনী।” এরপর ১৬৯ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, “আফসোস! আফসোস!! কোনো একজন আদম সন্তানের মধ্যেও পূর্ণতা পাওয়া যায় না; কেবলমাত্র অতুলনীয় একজন বাদে।[৩৮৩] আশ্চর্য যে, শয়তানের যে জালে অবরাহাম আবদ্ধ হয়েছিলেন ইসহাকও সেই জালেই জড়িয়ে পড়লেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে ‘ভগিনী’ বলে উল্লেখ করলেন। হায় আফসোস! ঈশ্বরের এরূপ প্রিয় ব্যক্তিদেরও ওয়ায-নসীহতের প্রয়োজন।”

ইসহাকের ঈমানের বিচ্যুতিতে, তাঁর মধ্যে পূর্ণতা না থাকার কারণে, শয়তানের যে জালে অবরাহাম জাড়িয়ে পড়েছিলেন সেই জালে তাঁর জড়িয়ে পড়ার কারণে এবং তাঁর নিজেরই ওয়াজ-নসীহতের প্রয়োজন হওয়ার কারণে পাদরিগণ এভাবে বিলাপ করলেন! তাদের এরূপ বিলাপের পরে আমাদের আর কথা বাড়ানোর দরকার নেই।

(৯) আদিপুস্তকের ২৫ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, “২৯ একদিন যাকোব ডাল পাক করিয়াছেন, এমন সময়ে এষৌ ক্লান্ত হইয়া প্রান্তর হইতে আসিয়া

[৩৮৩]. খ্রিস্টান পাদরিগণ দাবি করেন যে, যিশুই একমাত্র আদম সন্তান যার মধ্যে পূর্ণতা ছিল ও তিনি পাপমুক্ত ছিলেন। এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়: প্রথমত, খ্রিস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে যিশু আদম সন্তান নন, বরং তিনি ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র। কাজেই তাঁকে একমাত্র পূর্ণ মানব বলে দাবি করা তাদের নিজেদের বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক। যিশুর মধ্যে ‘দ্বিসত্তা’র আবিষ্কার বাইবেলের বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিক ও সকল যুক্তি ও বিবেকের অগম্য। ঈশ্বরের মধ্যে তো পূর্ণতা থাকবেই। ‘ঈশ্বরের মধ্যে পূর্ণতা রয়েছে কাজেই তিনি আদম সন্তানদের চেয়ে ভালো’ এরূপ কথার যে কোনো অর্থ হয় না, তা আমরা সকলেই বুঝতে পারি। দ্বিতীয়ত, ইয়াহুদিদের গ্রন্থাদি থেকে যিশুর অনেক অপরাধের কথা জানা যায়। তৃতীয়ত, কোনো ব্যক্তির অনুসারীগণ তাকে ভালো বলবেন এবং প্রতিপক্ষরা তাকে খারাপ বলবেন এটাই স্বাভাবিক। নিরপেক্ষভাবে বিচার করার জন্য ইতিহাসের সাহায্য নিতে হয়। আর যিশুর ঐতিহাসিক অস্তিত্বই প্রমাণিত নয়। এজন্য অনেক ঐতিহাসিক যিশুর অস্তিত্বই অস্বীকার করেছেন এবং তাঁকে পৌল ও অন্যান্যদের বানানো একটি কাল্পনিক ব্যক্তিত্ব বলে মনে করেছেন। ইতিহাসের আলোকে যিশুকে বিচার করার কোনো সুযোগ নেই। ইয়াহুদিদের ধর্মীয় তথ্যাবলিও গ্রহণ করা যায় না। আর বাইবেলে যিশুর জীবনের অতি সামান্য দিকই বলা হয়েছে। তাও ভক্তের চক্ষু দিয়ে। চতুর্থত, সর্বোপরি বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে যিশুর মধ্যে পূর্ণতা ছিল না; বরং তিনি দুর্বলতা ও অন্যায়ের মধ্যে নিপতিত ছিলেন। তিনি শত্রুভয়ে ভীত ছিলেন, তিনি প্রতিপক্ষকে নোংরাভাবে গালাগালি করতেন, তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে নিজের শিষ্যদেরকে নোংরা ভাষায় গালাগালি করতেন, তিনি নিরপরাধ বৃক্ষলতাকে পর্যন্ত অভিশাপ দিয়ে বিনষ্ট করেছেন। তিনি জাতি, গোষ্ঠী ও বর্ণ বিচার করে মানুষের মধ্যে পার্থক্য করতেন। তিনি অ-ইয়াহুদিদেরকে কুকুরের সাথে তুলনা করতেন।... কাজেই বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে যিশুকে ত্রুটিমুক্ত বলার উপায় নেই।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

যাকোবকে কহিলেন, আমি ক্লান্ত হইয়াছি, ৩০ বিনয় করি, ঐ রাঙ্গা, ঐ রাঙ্গা দ্বারা আমার উদর পূর্ণ কর। এই জন্য তাঁহার নাম ইদোম [রাঙ্গা] খ্যাত হইল। ৩১ তখন যাকোব কহিলেন, অদ্য তোমার জ্যেষ্ঠাধিকার আমার কাছে বিক্রয় কর। ৩২ এষৌ কহিলেন, দেখ, আমি মৃতপ্রায়, জ্যেষ্ঠাধিকারে আমার কি লাভ? ৩৩ যাকোব কহিলেন, তুমি অদ্য আমার কাছে দিব্য কর। তাহাতে তিনি তাঁহার কাছে দিব্য করিলেন। এইরূপে তিনি আপন জ্যেষ্ঠাধিকার যাকোবের কাছে বিক্রয় করিলেন। ৩৪ আর যাকোব এষৌকে রুটি ও মসূরের রান্না করা ডাল দিলেন; এবং তিনি ভোজন পান করিলেন, পরে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। এইরূপে এষৌ আপন জ্যেষ্ঠাধিকার তুচ্ছ করিলেন।"

এষৌ ছিলেন ইসহাকের জ্যেষ্ঠ পুত্র। সেই এষৌয়ের ধার্মিকতার নমুনা দেখুন! যে জ্যেষ্ঠাধিকারের কারণে তিনি ঈশ্বরের ভাববাদিত্ব, সকল বরকত ও কল্যাণ লাভ করতেন, সেই অধিকার তিনি এভাবে সামান্য রুটি আর ডালের বিনিময়ে বিক্রয় করে দিলেন! সম্ভবত ভাববাদিত্ব, বরকত, কল্যাণ ইত্যাদি বিষয় তাঁর নিকট এই রুটি ও ডালের চেয়ে কম দামি ছিল!!

এরপর যাকোবের ভ্রাতৃপ্রেম ও দানশীলতার নমুনা দেখুন! ক্ষুধার্ত ও ক্লান্ত বড় ভাইকে তিনি সামান্য খাদ্যও বিনিময় ছাড়া দিলেন না! ভ্রাতৃপ্রেম ও করুণার কোনো বালাই নেই! সবকিছুই ক্রয় ও বিক্রয়!!

(১০) আদিপুস্তকের ২৭ অধ্যায় পাঠ করলে পাঠক সুনিশ্চিতরূপে জানতে পারবেন যে, যাকোব তিনবার মিথ্যাকথা বলেছেন এবং তাঁর পিতাকে (ইসহাককে) ধোঁকা দিয়েছেন।[৩৮৪] যাকোবের প্রবঞ্চনায় ইসহাক যেমন

[৩৮৪]. আদিপুস্তকের ২৭ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, বৃদ্ধ বয়সে ইসহাক দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে অন্ধ হয়ে যান। তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র এষৌকে ডেকে বলেন, তুমি প্রান্তর থেকে আমার জন্য মৃগ শিকার করে এনে আমার জন্য সুস্বাদু করে খাদ্য প্রস্তুত কর, আমি ভোজন করব, 'যেন মৃত্যুর পূর্বে আমার প্রাণ তোমাকে আশীর্বাদ করে।' এষৌ মৃগ শিকারের জন্য প্রান্তরে গমন করলে ইসহাকের স্ত্রী রিবিকা কনিষ্ঠ পুত্র যাকোবের সাথে মিলে ষড়যন্ত্র করে বাড়ির পাল থেকে দুটি ছাগ-বৎস জবাই করে সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করেন। যাকোব এষৌয়ের কাপড়গুলো পরিধান করেন। এষৌ লোমষ ছিলেন এবং যাকোব লোমষ ছিলেন না, এজন্য রিবিকা যাকোবের হাতে ও গলায় উক্ত জবাইকৃত ছাগ-বৎসদ্বয়ের চামড়া জড়িয়ে দেন। এরপর যাকোব পিতার নিকট গিয়ে তাঁকে ডাকেন। তিনি বলেন, "বৎস, তুমি কে? যাকোব আপন পিতাকে কহিলেন, আমি আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র এষৌ;... তখন ইসহাক আপন পুত্রকে কহিলেন, বৎস কেমন করিয়া এত শীঘ্র উহা পাইলে? তিনি কহিলেন, আপনার ঈশ্বর সদাপ্রভু আমার সম্মুখে তা উপস্থিত করিলেন (Because the LORD thy God brought it to me.)। ইসহাক যাকোবকে কহিলেন, বৎস, নিকটে আইস; আমি তোমাকে স্পর্শ করিয়া বুঝি, তুমি নিশ্চয় আমার পুত্র এষৌ কিনা। তখন যাকোব তাঁহার পিতা ইসহাকের নিকটে গেলে তিনি তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলেন, স্বর ত যাকোবের স্বর, কিন্তু হস্ত এষৌর হস্ত। বাস্তবিক তিনি তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না, কারণ ভ্রাতা এষৌর হস্তের ন্যায় তাঁহার হস্ত লোমযুক্ত ছিল; অতএব তিনি তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন। তিনি কহিলেন, তুমি কি নিশ্চয়ই আমার পুত্র এষৌ? তিনি কহিলেন, হাঁ।" ইসহাক যাকোবকে এষৌ বলে নিশ্চিত হওয়ার পরে তাঁর দেওয়া খাদ্য ভক্ষণ করেন এবং তাঁকে (এষৌকে) আশীর্বাদ

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

প্রবঞ্চিত হয়েছেন, তেমনিভাবে স্বয়ং ঈশ্বরও প্রবঞ্চিত হয়েছেন। কারণ ইসহাক তাঁর অন্তরের অন্তস্তল থেকে আশীর্বাদ করেন এষৌয়ের জন্য, তিনি যাকোবের জন্য কোনো আশীর্বাদ করেননি। তবে তিনি অন্ধ হওয়ার কারণে আশীর্বাদ করার সময় কে যাকোব এবং কে এষৌ তা বুঝতে পারেননি। অনুরূপভাবে স্বয়ং ঈশ্বরও আশীর্বাদ কার্যকর করার সময় কে যাকোব আর কে এষৌ তা চিনতে পারলেন না। বড় অবাক বিষয়! খ্রিস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে এভাবেই প্রবঞ্চনার মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রেম, আশীর্বাদ, ধার্মিকতা ও ভাববাদিত্ব লাভ করা যায়!

যাকোবের এই কাহিনী উল্লেখ করতে গিয়ে আমার একটি প্রাসঙ্গিক গল্প মনে পড়ল। ভারতের 'বানোয়া' সম্প্রদায়ের এক ভণ্ড এক গাধাওয়ালার কাছে তার নিজের ঘোড়ার জন্য কিছু খড় চায়। গাধাওয়ালা তাকে খড় দিতে অস্বীকার করে। তখন সেই ভণ্ড বলে, তুমি যদি আমাকে খড় না দাও, তবে আমি তোমার গাধার জন্য বদ দুআ করব যেন গাধাটি আজ রাতেই মারা যায়। একথা বলে উক্ত ভণ্ড চলে যায়। ঘটনাক্রমে রাত্রিতে তার নিজের ঘোড়াটিই মারা যায়। ঘুম থেকে উঠে সকালে সে দেখে যে, তার ঘোড়াটি মরে পড়ে আছে। তখন সে অবাক বিস্ময়ে মাথা নেড়ে বলতে থাকে, কোটিকোটি বছর যাবৎ আমাদের প্রভু ঈশ্বর তার ঈশ্বরত্বের পদে রয়েছেন, এখন পর্যন্ত তিনি গাধা আর ঘোড়ার মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন না! বদ দুআ করলাম গাধাওয়ালার গাধার জন্য, আর তিনি আমার নিজের ঘোড়াটিকে মেরে ফেললেন!!

এই যদি হয় সকল ইস্রায়েলীয় ভাববাদীর পিতা যাকোবের ধার্মিকতার হালচাল এবং এই যদি হয় সদাপ্রভু ঈশ্বরের জ্ঞানবুদ্ধির অবস্থা, তবে একজন অবিশ্বাসী তো দাবি করতে পারেন যে, সম্ভবত যিশু সদাপ্রভু ঈশ্বরের কাছে প্রতিশ্রুতি করেন যে, আপনি যদি আমাকে অলৌকিক ক্ষমতা দান করেন তবে আমি আপনার একত্ববাদ ও আপনার প্রভুত্বের কথা প্রচার করব। যিশু কি সত্য বলছেন না মিথ্যা বলছেন তা সদাপ্রভু ঈশ্বর বুঝতে পারেননি, ফলে তিনি যিশুকে অলৌকিক ক্ষমতা প্রদান করেন। ক্ষমতা পাওয়ার পরে যিশু নিজেই ঈশ্বর সেজে যান। তিনি নিজের ঈশ্বরত্বের কথা প্রচার করেন এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন!! এইরূপ ভিত্তিহীন বিষয়াদি থেকে আমি আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করছি।

পাদরি স্মিথ মহাশয়ের 'তরীকুল আউলিয়া' গ্রন্থের ১৭৯, ১৮০ ও ১৮১ পৃষ্ঠা থেকে (যাকোবের এই ঘটনার বিষয়ে) তার কিছু বক্তব্য এখানে উদ্ধৃত করছি। তিনি প্রথমে বলেন, "এ খুবই ভয়ের স্থান! তাঁর মতো একজন

করেন।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

মানুষ একের পর এক মিথ্যা বললেন!! উপরন্তু তাঁর প্রবঞ্চনার মধ্যে ঈশ্বরের নামকে জড়িয়ে নিলেন!!"

অতঃপর তিনি বলেন, "যাকোব যে কথা বলেছেন তা ঈশ্বর নিন্দা বা অবিশ্বাসের (Blasphemy) চূড়ান্ত; কারণ তিনি (তাঁর মিথ্যার সাথে ঈশ্বরের নামে সংযুক্ত করে) বলেন, "আপনার ঈশ্বর সদাপ্রভু আমার সম্মুখে তা উপস্থিত করিলেন (Because the LORD thy God brought it to me) " ।[৩৮৫]

তৃতীয় স্থানে পাদরি মহাশয় বলেন, "আমরা এ বিষয়ে যাকোবের পক্ষ থেকে কোনো প্রকারের ওযরখাহি বা যুক্তি পেশ করছি না। সকল ধার্মিক মানুষের উচিত এরূপ কর্মকে ঘৃণা করা এবং এরূপ কর্ম থেকে দূরে থাকা।"

চতুর্থত তিনি বলেন, "সকল কথার সারসংক্ষেপ এই যে, তিনি কল্যাণ লাভের জন্য অন্যায়ে লিপ্ত হয়েছিলেন। আর ইঞ্জিলে বলা হয়েছে যে, এরূপ কর্মের জন্য শাস্তি প্রাপ্য হয়।"

পঞ্চমত তিনি বলেন, "যাকোব যেমন পাপে লিপ্ত হয়েছিলেন, তেমনি তাঁর মাতা তাঁর চেয়েও বেশি পাপী ছিলেন; কারণ তিনি এই পাপ-প্রবঞ্চনার পরিকল্পনা ও রূপদান করেছিলেন। তিনিই যাকোবকে এরূপ প্রবঞ্চনার আশ্রয় গ্রহণের নির্দেশ দেন।"

(১১) আদিপুস্তকের ২৯ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, "১৫ পরে লাবন[৩৮৬] যাকোবকে কহিলেন, তুমি কুটুম্ব বলিয়া কি বিনা বেতনে আমার দাস্যকর্ম করিবে? বল দেখি, কি বেতন লইবে? ১৬ লাবনের দুই কন্যা ছিলেন; জ্যেষ্ঠার নাম লেয়া ও কনিষ্ঠার নাম রাহেল। ১৭ লেয়া মৃদুলোচনা, কিন্তু রাহেল রূপবতী ও সুন্দরী ছিলেন। ১৮ আর যাকোব রাহেলকে ভালোবাসিতেন, এই জন্য তিনি উত্তর করিলেন, আপনার কনিষ্ঠা কন্যা রাহেলের জন্য আমি সাত বৎসর আপনার দাস্যকর্ম করিব। ১৯ লাবন কহিলেন, অন্য পাত্রকে দান করা অপেক্ষা তোমাকে দান করা উত্তম বটে; আমার নিকটে থাক। ২০ এইরূপে যাকোব রাহেলের জন্য সাত বৎসর দাস্যকর্ম করিলেন; রাহেলের প্রতি তাঁহার অনুরাগ প্রযুক্ত এক এক বৎসর তাঁহার কাছে এক এক দিন মনে হইল। ২১ পরে যাকোব লাবনকে কহিলেন, আমার নিয়মিত কাল সম্পূর্ণ হইল, এখন আমার স্ত্রী আমাকে দিউন, আমি তাহার কাছে গমন করিব। ২২ তখন লাবন ঐ স্থানের সকল লোককে একত্র করিয়া ভোজ প্রস্তুত করিলেন।

[৩৮৫]. আদিপুস্তক ২৭/২০। এখানে কেরির বাংলা বাইবেলে অনুবাদে একটু হেরফের করা হয়েছে। ইংরেজি: Because the LORD thy God brought it to me. অনুবাদে বলা হয়েছে: 'আপনার ঈশ্বর সদাপ্রভু আমার সম্মুখে শুভফল উপস্থিত করিলেন'।

[৩৮৬]. যাকোবের মামা।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

২৩ আর সন্ধ্যাকালে তিনি আপন কন্যা লেয়াকে লইয়া তাঁহার নিকট আনিয়া দিলেন, আর যাকোব তাঁহার কাছে গমন করিলেন। ২৪ আর লাবন সিল্পা নাম্মী আপন দাসীকে আপন কন্যা লেয়ার দাসী বলিয়া তাঁহাকে দিলেন। ২৫ আর প্রভাত হইলে, দেখ, তিনি লেয়া। তাহাতে যাকোব লাবনকে কহিলেন, আপনি আমার সহিত এ কি ব্যবহার করিলেন? আমি কি রাহেলের জন্য আপনার দাস্যকর্ম করি নাই? তবে কেন আমাকে প্রবঞ্চনা করিলেন? ২৬ তখন লাবন কহিলেন, জ্যেষ্ঠার অগ্রে কনিষ্ঠাকে দান করা আমাদের এই স্থানে অকর্তব্য। ২৭ তুমি ইহার সপ্তাহ পূর্ণ কর; পরে আরও সাত বৎসর আমার দাস্যকর্ম স্বীকার করিবে, সেই জন্য আমরা উহাকেও তোমাকে দান করিব। ২৮ তাহাতে যাকোব সেই প্রকার করিলেন, তাঁহার সপ্তাহ পূর্ণ করিলেন; পরে লাবন তাঁহার সহিত আপন কন্যা রাহেলের বিবাহ দিলেন। ২৯ আর লাবন বিল্‌হা নাম্মী আপন দাসীকে রাহেলের দাসী বলিয়া তাঁহাকে দিলেন। ৩০ তখন তিনি রাহেলের কাছেও গমন করিলেন, এবং লেয়া অপেক্ষা রাহেলকে অধিক ভালোবাসিলেন; এবং আর সাত বৎসর লাবনের নিকট দাস্যকর্ম করিলেন।”

এখানে তিনটি আপত্তি উত্থাপিত হয়।

প্রথমত, যাকোব তাঁর মামা লাবনে বাড়িতেই থাকতেন ও দাস্যকর্ম করতেন। তিনি তাঁর কন্যাদ্বয়কে সর্বদাই দেখতেন এবং খুব ভালো করেই চিনতেন। তিনি তাদের দেহের আকৃতি, গড়ন, মুখের আকৃতি ও কণ্ঠস্বরের পার্থক্যও ভালোভাবেই জানতেন। আর লেয়া ছিলেন মৃদুলোচনা (tender eyed), কাজেই লেয়াকে রাহেল থেকে পৃথক করে চিনতে কোনোরূপ অসুবিধাই ছিল না। কাজেই অত্যন্ত অবাক বিষয় যে, সারা রাত লেয়া যাকোবের বিছানায় থাকলেন, যাকোব তাঁকে সারারাত ধরে দেখলেন, কাছে নিয়ে শুয়ে থাকলেন, স্পর্শ করলেন, কিন্তু তাকে চিনতে পারলেন না!!

তবে হ্যাঁ, খ্রিস্টান পাদরিগণ যদি দাবি করেন যে, সারারাত যাকোবও লোটের ন্যায় পাড় মাতাল ছিলেন। এ কারণে লোট যেমন তাঁর কন্যাদেরকে চিনতে পারেননি, তেমনি যাকোবও কে লেয়া ও কে রাহেল তা বুঝতে পারেননি।

দ্বিতীয়ত, যাকোব রাহেলকে ভালোবাসতেন। এই প্রেমের মাশুল দিতে তিনি ৭ বছর দাস্যকর্ম করলেন। আর প্রেমও এতই গভীর ছিল যে প্রেমের আকর্ষণে ৭ বছর ৭ দিনের মতো মনে হল তাঁর কাছে! যখন তাঁর মামা লাবন ধোঁকা দিয়ে তাঁর সাথে বড় মেয়ের বিবাহ দিলেন তখন তিনি তাঁর প্রেমিকার জন্য পুনরায় ৭ বছর দাস্যকর্ম করতে রাযি হয়ে গেলেন! আর

খ্রিস্টান পাদরিগণের মতানুসারে এ সকল বিষয়- নারীর প্রতি আসক্তি, প্রেম, প্রেমিকাকে পেতে এরূপ দাস্যকর্ম সবই অন্যায় এবং ভাববাদীর মর্যাদার সাথে সাংঘর্ষিক। যাকোব যেভাবে তাঁর পিতাকে প্রবঞ্চনা করেছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে তাঁর শ্বশুর তাঁকে প্রবঞ্চনা করেন।

তৃতীয়ত, যাকোব একটি স্ত্রী গ্রহণ করে তৃপ্ত হলেন না। খ্রিস্টান ধর্মগুরুদের মতে একাধিক নারীকে একত্রে বিবাহ করা বৈধ নয়। আর দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা তো কখনোই বৈধ নয়। অথচ যাকোব সেই অবৈধ কাজই করলেন!! তরীকুল আউলিয়া গ্রন্থের লেখক পাদরি স্মিথ মহাশয় এ বিষয়ে ওযরখাহি করে তার পুস্তকের ১৮৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "বাহ্যত যাকোব লাবন কর্তৃক প্রবঞ্চিত না হলে রাহেল ছাড়া আর কাউকে বিবাহ করতেন না। এই ঘটনা দ্বারা একাধিক বিবাহ বৈধ প্রমাণ করা যায় না; কারণ তা ঈশ্বরের নির্দেশে হয়নি এবং যাকোবের সন্তুষ্টিতেও হয়নি।"

পাদরি মহাশয়ের এই যুক্তি ও ওযর খুবই ঠাণ্ডা ও অর্থহীন। এ ওযর দ্বারা যাকোব অবৈধ ও নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত হওয়ার পাপ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারবেন না। কারণ তিনি তো দ্বিতীয় বিবাহ করতে বাধ্য ছিলেন না বা কেউ তাঁকে সেজন্য জবরদস্তি করেনি। তাঁর দায়িত্ব ছিল এক স্ত্রী নিয়েই পরিতৃপ্ত থাকা।

এই পাদরি মহাশয় অবরাহামকে পাপী ঘোষণা করে যেরূপ বলেছেন, তাঁরই ভাষায় আমি বলতে চাই যে, যিশুখ্রিস্ট কী বলেছেন যাকোব তা ভালো করেই জানতেন। যিশুখ্রিস্টের বাণী সুসমাচারে লিপিবদ্ধ রয়েছে, "সৃষ্টিকর্তা আদিতে পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে নির্মাণ করিয়াছিলেন, ...সেই দুইজন একাঙ্গ হইবে।"[৩৮৭] অনুরূপভাবে মোশি কী বলেছেন তা যাকোব জানতেন। মোশি উল্লেখ করেছেন যে, দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা সুনিশ্চিতরূপে নিষিদ্ধ ও অবৈধ।[৩৮৮] তৃতীয় অধ্যায়ে পাঠক তা জেনেছেন। এভাবে আমরা দেখছি যে, যাকোবের দুই বিবাহের একটি বিবাহ অবৈধ। আর যে স্ত্রীর বিবাহ অবৈধ ছিল তার সন্তান ও সন্তানের সন্তানগণ সকলেই জারজ ও অবৈধ সন্তান। এতে প্রমাণিত হয় যে, অনেক ইস্রায়েলীয় ভাববাদী এরূপ জারজ সন্তান ছিলেন। নাউযু বিল্লাহ!

খ্রিস্টান ধর্মগুরুদের ধার্মিকতার অবস্থা দেখুন! তাঁদের বাতিল ও ভিত্তিহীন ধর্মতত্ত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য কীভাবে ভাববাদীগণকে পাপী বলে অভিহিত করছেন এবং নানান প্রকারের অন্যায়ের অভিযোগে তাঁদেরকে

[৩৮৭]. মথি ১৯/৪-৬; মার্ক ১০/৬-৮।
[৩৮৮]. লেবীয় ১৮/১৮।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

অভিযুক্ত করছেন।

বিষয়টি এখানেই শেষ নয়। যাকোব দুই বোনকে বিবাহ করেই ক্ষান্ত হননি। তিনি লেয়া ও রাহেল দুই বোনের পরামর্শে তাঁদের দাসী দুজন সিল্পা ও বিল্‌হাকেও বিবাহ করেন। আদিপুস্তকের ৩০ অধ্যায়ে তা উল্লেখ করা হয়েছে।[৩৮৯] তরীকুল আউলিয়া পুস্তকের লেখক পাদরি মহাশয়ের ওযরখাহি অনুসারে জানা গেল যে, শ্বশুর কর্তৃক প্রবঞ্চিত হয়ে যাকোব দ্বিতীয় বিবাহ করেন। কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ বিবাহের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ সিল্পা ও বিল্‌হাকে বিবাহ করার ক্ষেত্রে তো এই ওযর চলে না! এভাবে আমরা দেখছি যে, খ্রিস্টান ধর্মগুরুদের ধর্মতত্ত্ব অনুসারে এই দুই স্ত্রীর গর্ভজাত যাকোবের সকল সন্তান ব্যভিচার-জাত সন্তান বা জারজ সন্তান ছিলেন!

(১২) আদিপুস্তকের ৩১ অধ্যায়ে রয়েছে, "১৯ তৎকালে লাবন মেষলোম ছেদন করিতে গিয়াছিলেন; তখন রাহেল আপন পিতার ঠাকুরগুলোকে হরণ করিলেন। ২০ আর যাকোব আপন পলায়নের কোনো সংবাদ না দিয়া অরামীয় লাবনকে বঞ্চনা করিলেন। ২১ তিনি আপনার সর্বস্ব লইয়া পলায়ন করিলেন, এবং উঠিয়া [ফরাৎ] নদী পার হইয়া গিলিয়দ পর্বত সম্মুখে রাখিয়া চলিলেন। ২২ পরে তৃতীয় দিনে লাবন যাকোবের ২৩ পলায়নের সংবাদ পাইলেন, এবং আপন কুটুম্বদিগকে সঙ্গে লইয়া সাত দিনের পথ তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন, ও গিলিয়দ পর্বতে তাঁহার দেখা পাইলেন।... ২৬ পরে লাবন যাকোবকে কহিলেন, তুমি কেন এমন কর্ম করিলে? আমাকে প্রবঞ্চনা করিয়া আমার কন্যাদিগকে কেন খড়্গধৃত বন্দিগণের ন্যায় লইয়া আসিলে?... ৩০ এখন পিত্রালয়ে যাইবার আকাঙ্ক্ষায় ম্লানবদন হওয়াতে তুমি যাত্রা করিলে বটে; কিন্তু আমার দেবতাদিগকে কেন চুরি করিলে? ৩১ যাকোব লাবনকে উত্তর করিলেন,... ৩২ আপনি যাহার নিকটে আপনার দেবতাদিগকে পাইবেন, সে বাঁচিবে না। আমাদের কুটুম্বদের সাক্ষাতে[৩৯০] অন্বেষণ করিয়া আমার কাছে আপনার যাহা আছে, তাহা লউন। বাস্তবিক যাকোব জানিতেন না যে, রাহেল সেইগুলো চুরি করিয়াছেন। ৩৩ তখন লাবন যাকোবের তাম্বুতে ও লেয়ার তাম্বুতে ও দুই দাসীর তাম্বুতে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু পাইলেন না। পরে তিনি লেয়ার তাম্বু হইতে রাহেলের তাম্বুতে প্রবেশ করিলেন। ৩৪ কিন্তু রাহেল সেই ঠাকুরগুলোকে লইয়া উষ্ট্রের গদির ভিতরে রাখিয়া তাহাদের উপরে বসিয়াছিলেন; সেই জন্য লাবন তাঁহার তাম্বুর সকল স্থান হাঁতড়াইলেও তাহাদিগকে পাইলেন না। ৩৫ তখন রাহেল

[৩৮৯]. আদিপুস্তক ৩০/১-১৩।

[৩৯০]. গ্রন্থকার উল্লেখিত আরবি বাইবেলের ভাষ্য এখানে নিম্নরূপ, "আপনি যাহার নিকটে আপনার দেবতাদিগকে পাইবেন সে আমাদের কুটুম্বদিগের সাক্ষাতে হত্যাকৃত হইবে"।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

পিতাকে কহিলেন, কর্তা, আপনার সাক্ষাতে আমি উঠিতে পারিলাম না, ইহাতে বিরক্ত হইবেন না, কেননা আমি স্ত্রীধর্মিণী আছি। এইরূপে তিনি অন্বেষণ করিলেও সেই ঠাকুরগুলোকে পাইলেন না।"

এখানে দেখুন, কীভাবে রাহেল তার পিতার ঠাকুরগুলোকে চুরি করলেন এবং কীভাবে মিথ্যাকথা বললেন! বাহ্যত তিনি তার পিতার ঠাকুরগুলোকে চুরি করেছিলেন সেগুলোর পূজা করার জন্যই। আদিপুস্তকের ৩৫ অধ্যায়ের বক্তব্য থেকে তা স্পষ্টত বোঝা যায়। পাঠক একটু পরেই পরবর্তী প্রমাণে উল্লেখিত বাইবেলের বক্তব্য থেকে তা জানতে পারবেন। এছাড়া রাহেল ছিলেন মূর্তিপূজক পরিবারের সন্তান। তাঁর পিতা প্রতিমাপূজক বহুশ্বেরবাদী ছিলেন বলে ৩০ ও ৩২ আয়াতদ্বয় থেকে জানা যায়। তাহলে আমরা দেখছি যে, যাকোবের প্রেমিকা ও প্রিয়তমা স্ত্রী ছিলেন চোর, মিথ্যাবাদী ও প্রতিমার উপাসক।

(১৩) আদিপুস্তকের ৩৫ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, "২ তখন যাকোব আপন পরিজন ও সঙ্গী লোক সকলকে কহিলেন, তোমাদের কাছে যে সকল ইতর দেবতা (strange gods) আছে তাহাদিগকে দূর কর এবং শুচি হও, ও অন্য বস্ত্র পর।... ৪ তাহাতে তাহারা আপনাদের হস্তগত ইতর দেবতা ও কর্ণকুণ্ডল সকল যাকোবকে দিল, এবং তিনি ঐ সকল শিখিমের নিকটবর্তী এলা বৃক্ষের তলে পুঁতিয়া রাখিলেন।"

এখানে স্পষ্ট যে, যাকোবের পরিবার-পরিজন ও সঙ্গী লোক সকল এতদিন পর্যন্ত এ সকল ইতর দেবদেবীর মূর্তি পূজা করতেন। যাকোবের পরিবারের জন্য তা খুবই নিন্দনীয় ও কঠিন অন্যায়। এতদিন তিনি তাদেরকে প্রতিমা পূজা করতে নিষেধ করলেন না।

(১৪) আদিপুস্তকের ৩৪ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, "১ আর লেয়ার কন্যা দীনা, যাহাকে তিনি যাকোবের জন্য প্রসব করিয়াছিলেন, সেই দেশের কন্যাদের সঙ্গে দেখা করিতে বাহিরে গেল। ২ আর হিব্রীয় হমোর নামক দেশাধিপতির পুত্র শিখিম তাহাকে দেখিতে পাইল, এবং তাহাকে হরণ করিয়া তাহার সহিত শয়ন করিল, তাহাকে ভ্রষ্ট করিল। ৩ আর যাকোবের কন্যা দীনার প্রতি তাহার প্রাণ অনুরক্ত হওয়াতে সে সেই যুবতীকে প্রেম করিল ও তাহাকে মিষ্ট কথা বলিল। (যে কথা দীনার হৃদয় স্পর্শ করিল)[৩৯১] ৪ পরে শিখিম তাঁহার পিতা হমোরকে কহিল, তুমি আমার সহিত বিবাহ দিবার জন্য এই কন্যাকে গ্রহণ কর।... ৮ তখন হমোর তাহাদের সহিত কথোপকথন করিয়া কহিল,... ১৩ কিন্তু... যাকোবের পুত্রগণ... শিখিমকে ও তাহার পিতা

[৩৯১]. বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখিত বাক্যটি গ্রন্থকার প্রদত্ত আরবি পাঠে রয়েছে, বাংলা বাইবেলে তা নেই।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

হামোরকে উত্তর দিল; ১৪ তাহারা তাহাদিগকে কহিল, অচ্ছিন্নত্বক লোককে যে আমাদের ভগিনী দিই, এমন কর্ম আমরা করিতে পারি না; করিলে আমাদের দুর্নাম হইবে। ১৫ কেবল এই কর্মটি করিলে আমরা তোমাদের কথায় সম্মত হইব; আমাদের ন্যায় তোমরা প্রত্যেক পুরুষ যদি ছিন্নত্বক হও... ২৪ তখন হমোরের ও তাহার পুত্র শিখিমের কথায় তাহার নগরের দ্বার দিয়া যে সকল লোক বাহিরে যাইত তাহারা সম্মত হইল, আর তাহার নগরদ্বার দিয়া যে সকল পুরুষ বাহিরে যাইত, তাহাদের ত্বকছেদ করা হইল। ২৫ পরে তৃতীয় দিবসে তাহারা পীড়িত হইলে দীনার সহোদর শিমিয়োন ও লেবি, যাকোবের এই দুইপুত্র আপন আপন খড়্গ গ্রহণ করিয়া নির্ভয়ে নগর আক্রমণ করতঃ সকল পুরুষকে বধ করিল। ২৬ এবং হমোর ও তাহার পুত্র শিখিমকে খড়্গাঘাতে বধ করিয়া শিখিমের বাটী হইতে দীনাকে লইয়া চলিয়া আসিল। ২৭ উহারা তাহাদের ভগিনীকে ভ্রষ্ট করিয়াছিল, এই জন্য যাকোবের পুত্রগণ হত লোকদের নিকটে গিয়া নগর লুট করিল। ২৮ তাহারা উহাদের মেষ, গরু ও গর্দভ সকল এবং নগরস্থ ও ক্ষেত্রস্থ যাবতীয় দ্রব্য হরণ করিল; ২৯ আর উহাদের শিশু ও স্ত্রীগণকে বন্দি করিয়া উহাদের সমস্ত ধন ও গৃহের সর্বস্ব লুট করিল।"

এখানে দেখুন যাকোবের কন্যা দীনার পবিত্রতার অবস্থা। শিমিখের মিষ্ট কথা তার হৃদয় স্পর্শ করেছিল। এ থেকে বোঝা যায় যে, তার সাথে যে ব্যভিচার করল তাকেই তিনি ভালোবাসলেন।

আর যাকোবের পুত্রগণের যুলুম-অত্যাচারের অবস্থাও দেখুন! তারা দেশের সকল পুরুষকে বধ করল, তাদের শিশু ও স্ত্রীগণকে বন্দি করল এবং তাদের ধনসম্পদ লুট করল। এখানে যাকোবের পুত্রগণের যুলুম ও অন্যায় সুস্পষ্ট। আর যাকোবের অন্যায় এই যে, তিনি তাদেরকে এই ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত হওয়ার আগেই বাধা দিলেন না বা নিষেধ করলেন না। এরপর এরূপ হত্যাযজ্ঞে লিপ্ত হওয়ার পরে তাদেরকে ঈশ্বরের বিধান মোতাবেক শাস্তিও দিলেন না। তিনি অন্যায়ভাবে লুণ্ঠিত মালসম্পদ ও বন্দিকৃত শিশু ও নারীদেরকে ফেরতও দিলেন না। যদি মনে করা হয় যে, তিনি তাঁর পুত্রদের সামনে অসহায় ছিলেন, সে কারণে তিনি তাদেরকে বাধা দিতে পারেননি এবং লুণ্ঠিত দ্রব্য ফেরত দিতে পারেননি, তবে সেক্ষেত্রেও তাঁর কর্তব্য ছিল অন্তত এ সকল যালিমদের সাহচর্য পরিত্যাগ করা।

এখানে আরো লক্ষণীয় যে, বাইবেলের এই গল্পটিই বাহ্যত ভিত্তিহীন। কারণ শহরের মানুষ যতই অসুস্থ বা পীড়িত হোক, মাত্র দুজন মানুষ পুরো একটি শহরের সকল পুরুষকে হত্যা করে ফেলবে একথা কল্পনা করা যায়

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

না।

(১৫) আদিপুস্তকের ৩৫ অধ্যায়ে রয়েছে, "রুবেন গিয়া তাঁহার পিতার বিল্‌হা নাম্নী উপপত্নীর সহিত শয়ন করিল এবং ইস্রায়েল তাহা শুনিতে পাইলেন।"[৩৯২]

এখানে যাকোবের জ্যেষ্ঠ পুত্র রুবেনের অবস্থা দেখুন! নিজের পিতার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলেন! আবার যাকোবের অবস্থাও দেখুন! তিনি তাঁর এই পুত্রকে বা তাঁর এই স্ত্রীকে ব্যভিচারের জন্য কোনোরূপ শাস্তি প্রদান করলেন না। বাইবেলের বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, এ সময়ে ব্যভিচারের শাস্তি ছিল ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীকে জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে মারা। আদিপুস্তকের ৩৮ অধ্যায়ের ২৪ আয়াত থেকে একথা জানা যায়। তিনি কেবলমাত্র শেষ জীবনে এই ব্যভিচারী পুত্রের জন্য বদ-দুআ করেছিলেন। আদিপুস্তকের ৪৯ অধ্যায়ে একথা উল্লেখ করা হয়েছে।[৩৯৩]

(১৬) আদিপুস্তকের ৩৮ অধ্যায়ে রয়েছে, "৬ পরে যিহূদা তামর নাম্নী একটি কন্যাকে আনিয়া আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র এরের সঙ্গে বিবাহ দিল। ৭ কিন্তু যিহূদার জ্যেষ্ঠ পুত্র এর সদাপ্রভুর সাক্ষাতে দুষ্ট হওয়াতে সদাপ্রভু তাহাকে মারিয়া ফেলিলেন। ৮ তাহাতে যিহূদা ওননকে কহিল, তুমি আপন ভ্রাতার স্ত্রীর কাছে গমন কর, ও তাহার প্রতি দেবরের কর্তব্য সাধন করিয়া নিজ ভ্রাতার জন্য বংশ উৎপন্ন কর। ৯ কিন্তু ঐ বংশ নিজের হইবে না, ইহা বুঝিয়া ওনন ভ্রাতৃজায়ার নিকটে গমন করিলেও ভ্রাতৃবংশ উৎপন্ন করিবার অনিচ্ছাতে ভূমিতে রেতঃপাত করিল। ১০ তাহার সেই কার্য সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে মন্দ হওয়াতে তিনি তাহাকেও বধ করিলেন। ১১ তখন যিহূদা পুত্রবধূ তামরকে কহিল, যে পর্যন্ত আমার পুত্র শেলা বড় না হয়, তাবৎ পর্যন্ত তুমি আপন পিত্রালয়ে গিয়া বিধবাই থাক।... ১৩ তখন কেহ তামরকে বলিল, দেখ, তোমার শ্বশুর আপন মেষগণের লোম কাটিতে তিম্নায় যাইতেছেন। ১৪ তখন সে বৈধব্য বস্ত্র ত্যাগ করিয়া আবরণ দ্বারা আপনাকে আচ্ছাদন করিল, ও গায়ে কাপড় দিয়া তিম্নার পথের পার্শ্বস্থিত ঐনয়িমের প্রবেশস্থানে বসিয়া রহিল;... ১৫ পরে যিহূদা তাহাকে দেখিয়া বেশ্যা মনে করিল, কেননা সে মুখ আচ্ছাদন করিয়াছিল। ১৬ অতএব সে পুত্রবধূকে চিনিতে না পারাতে পথের পার্শ্বে তাহার নিকটে গিয়া কহিল, আইস, আমি তোমার কাছে গমন করি। তামর কহিল, আমার কাছে আসিবার জন্য আমাকে কি দিবে? ১৭ সে কহিল, পাল হইতে একটি ছাগবৎস পাঠাইয়া দিব। তামর কহিল, যাবৎ তাহা না পাঠাও তাবৎ আমার কাছে কি কিছু বন্ধক রাখিবে? ১৮ সে কহিল, কি

[৩৯২]. আদিপুস্তক ৩৫/২২।
[৩৯৩]. আদিপুস্তক ৪৯/৪।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

বন্ধক রাখিব? তামর কহিল, তোমার এই মোহর ও সূত্র ও হস্তের যষ্ঠি। তখন সে তাহাকে সেইগুলো দিয়া তাহার কাছে গমন করিল; তাহাতে সে তাহা হইতে গর্ভবতী হইল। ১৯ পরে সে উঠিয়া চলিয়া গেল এবং সেই আবরণ ত্যাগ করিয়া আপনার বৈধব্য বস্ত্র পরিধান করিল।... ২৪ প্রায় তিনমাস পরে কেহ যিহুদাকে কহিল, তোমার পুত্রবধূ তামর ব্যভিচারিণী হইয়াছে, আরও দেখ, ব্যভিচারহেতু তাহার গর্ভ হইয়াছে। তখন যিহুদা কহিল, তাহাকে বাহিরে আনিয়া পোড়াইয়া দেও। ২৫ পরে বাহিরে আনিত হইবার সময়ে সে শ্বশুরকে বলিয়া পাঠাইল, যাহার এই সকল বস্তু, সেই পুরুষ হইতে আমার গর্ভ হইয়াছে। সে আরও বলিল, এই মোহর, সূত্র ও যষ্ঠি কাহার? চিনিয়া দেখ। ২৬ তখন যিহুদা সেইগুলো চিনিয়া কহিল, সে আমা হইতেও অধিক ধার্মিকা, কেননা আমি তাহাকে আপন পুত্র শেলাকে দিই নাই। আর যিহুদা তাহাতে আর উপগত হইল না। ২৭ পরে তামরের প্রসবকাল উপস্থিত হইল, আর দেখ, তাহার উদরে যমজ সন্তান। ২৮ তাহার প্রসব কালে একটি বালক হস্ত বাহির করিল; তাহাতে ধাত্রী সেই হস্ত ধরিয়া রক্তবর্ণ সূত্র বাঁধিয়া কহিল, এ প্রথমে ভূমিষ্ঠ হইল। ২৯ কিন্তু সে আপন হস্ত টানিয়া লইলে দেখ, তাহার ভ্রাতা ভূমিষ্ঠ হইল; তখন ধাত্রী কহিল, তুমি কি প্রকারে আপনার জন্য ভেদ করিয়া আসিলে? অতএব তাহার নাম পেরস [ভেদ] হইল। ৩০ পরে হস্তে রক্তবর্ণ সূত্রবদ্ধ তাহার ভ্রাতা ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার নাম সেরহ হইল।"

এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়:

প্রথমত, এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যিহুদার জ্যেষ্ঠ পুত্র 'এর' দুষ্ট হওয়াতে সদাপ্রভু তাহাকে মেরে ফেললেন। 'এরে'র দুষ্টত্বের কোনো বিবরণ এখানে দেওয়া হয়নি। এখানে প্রশ্ন হল, তার দুষ্টত্ব কি তার বড় চাচার দুষ্টত্বের চেয়ে মারাত্মক ছিল? তাঁর বড় চাচা (রুবেন) তো তার নিজের পিতার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করেছিলেন! তার দুষ্টত্ব কি তার অন্য দুই চাচা শিমিয়োন ও লেবির দুষ্টত্বের চেয়েও অধিক ঘৃণ্য ছিল? তার এই দুই চাচা তো অন্যায়ভাবে পুরো একটি শহরের সকল পুরুষকে হত্যা করেন! তার দুষ্টত্ব কি তার পিতা (যিহুদা) ও তার অন্যান্য ভাইয়ের দুষ্টত্বের চেয়েও খারাপ ছিল? তারা তো উপর্যুক্ত শহরের নিহত মানুষদের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করেন এবং শিশু ও স্ত্রীগণকে বন্দি করেন! তার দুষ্টত্ব কি তার পিতার দুষ্টত্বের চেয়েও ভয়ঙ্কর ছিল? তিনি তো 'এরে'র মৃত্যুর পরে তার বিধবা স্ত্রী সাথে ব্যভিচার করেছিলেন! এরা সকলেই তো ঈশ্বরের দয়া ও ক্ষমা লাভ করার যোগ্য বলে বিবেচিত হলেন আর 'এর' ক্ষমার অযোগ্য বলে গণ্য হলেন, যার ফলে তাকে সদাপ্রভু হত্যা করলেন!

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

দ্বিতীয়ত, এখানে আরো অবাক কাণ্ড যে, সদাপ্রভু ঈশ্বর ওননকে মেরে ফেললেন; কারণ সে ভূমিতে রেতঃপাত করেছিল। অথচ তাঁর পিতা ও পিতৃব্যগণকে উপরের অপরাধগুলোর কারণে হত্যা করলেন না! তাহলে কি ভূমিতে রেতঃপাত করা গণহত্যা, লুণ্ঠন, পিতার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার, পুত্রবধূর সাথে ব্যভিচার ইত্যাদি সকল পাপের চেয়েও ভয়ঙ্কর?

তৃতীয়ত, যিহুদা তার পুত্রবধুর সাথে ব্যভিচার করার কারণে তার পিতা ইস্রায়েল (যাকোব) তাকে কোনোরূপ শাস্তি প্রদান করলেন না। শুধু তাই নয়, এই অধ্যায় বা অন্য কোনো অধ্যায় থেকে জানা যায় না যে, যাকোব যিহুদার প্রতি এই ভয়ঙ্কর পাপের কারণে কোনোরূপ বিরক্ত হয়েছিলেন বা রাগ করেছিলেন। আদিপুস্তকের ৪৯ অধ্যায় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, যিহুদার ব্যভিচারের কারণে যাকোব কোনোরূপ বিরক্ত হননি। এ অধ্যায়ে যাকোব রুবেন, শিমিয়োন ও লেবিকে তাদের উপর্যুক্ত কর্মকাণ্ডের কারণে নিন্দা করেছেন। কিন্তু তিনি যিহুদাকে তার কর্মকাণ্ডের জন্য কোনোরূপ নিন্দা করেননি। তিনি তার অপরাধের বিষয়ে নীরব থেকেছেন এবং তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। উপরন্তু তিনি তার জন্য আশীর্বাদ ও প্রার্থনা করেছেন এবং তাকে তার ভাইদের উপরে প্রাধান্য দিয়েছেন।

চতুর্থত, যিহুদা তার পুত্রবধূ তামরের বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, সে ধার্মিকা ছিল। উপরন্তু তিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, সে তার নিজের চেয়েও বেশি ধার্মিক ছিল। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি! সত্যিকারের ধার্মিক পুরুষ এই শ্বশুর! আর সত্যিকারের ধার্মিকা এই পুত্রবধূ যে ধার্মিকতায় শ্বশুরকেও হার মানিয়েছে! কারণ সে তার গুপ্তাঙ্গকে স্বামীর পিতা ছাড়া আর কারো কাছে অনাবৃত করেনি এবং শ্বশুর ছাড়া আর কারো সাথে ব্যভিচার করেনি! আর এই এক ব্যভিচারের পুরস্কার হিসেবে তিনি দুটি পুত্র লাভ করলেন!!

পঞ্চমত, দাউদ, শলোমন ও যিশু সকলেই এই ব্যভিচার-জাত জারজ সন্তান পেরসের বংশধর। মথিলিখিত সুসমাচারের ১ম অধ্যায়ে তা স্পষ্টত উল্লেখ করা হয়েছে।

ষষ্ঠত, পেরস ও সেরহ উভয়ে ব্যভিচার-জাত জারজ সন্তান। কিন্তু সে কারণে সদাপ্রভু ঈশ্বর তাদেরকে হত্যা করেননি। বরং তিনি তাদেরকে জীবিত রেখেছেন, যেমনভাবে তিনি লোটের দুই কন্যার গর্ভে জন্মলাভকারী দুই জারজ পুত্রকে জীবিত রেখেছেন। দাউদের সাথে উরিয়ের স্ত্রীর ব্যভিচারের মাধ্যমে জন্মলাভ করেছিল যে পুত্র সন্তান তাকে ঈশ্বর ব্যভিচার-জাত হওয়ার

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

কারণে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু এদেরকে সেভাবে হত্যা করেননি। সম্ভবত পরস্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা নিজের পুত্রবধূর সাথে (এবং নিজের কন্যার সাথে) ব্যভিচার করার চেয়ে বেশি কঠিন অপরাধ!

(১৭) যাত্রাপুস্তকের ৩২ অধ্যায়ে রয়েছে, "১ পর্বত হইতে নামিতে মোশির বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া লোকেরা হারোণের নিকটে একত্র হইয়া তাঁহাকে কহিল, উঠুন, আমাদের অগ্রগামী হইবার জন্য আমাদের নিমিত্ত দেবতা নির্মাণ করুন, কেননা যে মোশি মিসর দেশ হইতে আমাদিগকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন, সেই ব্যক্তির কি হইল, তাহা আমরা জানি না। ২ তখন হারোণ তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা আপন আপন স্ত্রী ও পুত্রকণ্যাগণের কর্ণের সুবর্ণ কুণ্ডল খুলিয়া আমার কাছে আন। ৩ তাহাতে সমস্ত লোক তাহাদের কর্ণ হইতে সুবর্ণ কুণ্ডল সকল খুলিয়া হারোণের নিকটে আনিল। ৪ তখন তিনি তাহাদের হস্ত হইতে তাহা গ্রহণ করিয়া শিল্পাস্ত্রে গঠন করিলেন এবং একটি ছাঁচে ঢালা গোবৎস নির্মাণ করিলেন। তখন লোকেরা বলিতে লাগিল, হে ইস্রায়েল, এই তোমার দেবতা, যিনি মিসর দেশ হইতে তোমাকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন। ৫ আর হারোণ তাহা দেখিয়া তাহার সম্মুখে এক বেদি নির্মাণ করিলেন, এবং হারোণ ঘোষণা করিয়া দিলেন, বলিলেন, কল্য সদাপ্রভুর উদ্দেশে উৎসব হইবে। ৬ আর লোকেরা পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া হোমবলি উৎসর্গ করিল এবং মঙ্গলার্থক নৈবেদ্য আনিল; আর লোকেরা ভোজন পান করিতে বসিল, পরে ক্রীড়া করিতে উঠিল।"

এই বক্তব্য থেকে আমরা সুস্পষ্টরূপে জানতে পারি যে, হারোণ গোবৎস নির্মাণ করেন, উক্ত গোবৎসের পূজার নিমিত্ত তিনি তাঁর সম্মুখে একটি বেদি নির্মাণ করেন এবং তিনি ঘোষণা করেন যে, কল্য সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে উৎসব হবে। এভাবে তিনি নিজে গোবৎস পূজা করেন এবং ইস্রায়েল-সন্তানগণকে গোবৎস পূজা করতে নির্দেশ দেন। তারা হোমবলি উৎসর্গ করে এবং মঙ্গলার্থক নৈবেদ্য আনে। যে হারোণ এ সকল ঘৃণ্যতম কাজগুলো করলেন বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে তিনি নিঃসন্দেহে ঈশ্বরের একজন ভাববাদী ও প্রেরিত ছিলেন।

পাদরি স্মিথ মহাশয় ১৮৪২ সালে প্রকাশিত 'তাহকীকু দীনিল হক' (সত্য ধর্মের অন্বেষণ) নামক গ্রন্থের প্রথম অংশের ৪২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "তাদের (ইস্রায়েল সন্তানগণের) মধ্যে যেমন কোনো শাসক বা রাজা ছিল না, তেমনি মোশি, হারোণ ও ৭০জন সহযোগী ছাড়া তাদের মধ্যে কোনো ভাববাদীও ছিল না।"

অতঃপর তিনি লিখেছেন, "মোশি, হারোণ এবং ৭০ জন সহযোগী

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

ছাড়া তাদের মধ্যে কোনো ভাববাদী ছিলেন না।"

পাদরি মহাশয়ের বক্তব্য থেকে একথা স্পষ্ট যে, খ্রিস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে হারোণ ভাববাদী ছিলেন।

এখানে পাঠকের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, পাদরি স্মিথ মহাশয়ের গ্রন্থের উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিদ্বয় আমি ১৮৪২ সালে প্রকাশিত তার পুস্তক থেকে উল্লেখ করেছি। আমি এই পুস্তকের মিথ্যাচার ও অপপ্রচার খণ্ডন করে 'তাকলীবুল মাতায়িন' (অভিযোগের প্রত্যুত্তর) নামে একটি পুস্তক রচনা করি। এছাড়া 'আল-ইসতিফসার' গ্রন্থের রচয়িতা (শাইখ মুহাম্মাদ আল হাসান মোহানি (১২৮৭হি./১৮৭০খ্রি.) এই পুস্তকের প্রত্যুত্তরে পুস্তক রচনা করেন। আমি শুনেছি যে, পাদরি স্মিথ মহাশয় এ সকল প্রত্যুত্তরের পরে তার গ্রন্থটির মধ্যে অনেক পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধন করেছেন। তিনি কোনো কোনো স্থানে কিছু কথা সংযোজন করেছেন, কোথাও কিছু বিয়োজন করেছেন এবং অন্যান্য স্থানে পরিবর্তন করেছেন। মীযানুল হক গ্রন্থের প্রণেতা মি. ফানডারও মীযানুল হকের ক্ষেত্রে এরূপ করেছিলেন। আমি জানি না, পাদরি স্মিথ মহাশয় তাঁর পুস্তকের পরিবর্তিত বা বিকৃত সংস্করণে উপরে উদ্ধৃত বাক্যদ্বয় রেখেছেন না বাদ দিয়েছেন।

সর্বাবস্থায় পুরাতন নিয়মের বিভিন্ন বক্তব্য সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, হারোণ ভাববাদী ছিলেন। একথা ঠিক যে, তিনি মোশির ব্যবস্থার অনুসরণ করতেন। তবে এ বিষয়টি তাঁর ভাববাদিত্বের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। যিহোশুয়, দাউদ, যিশাইয়, যিরমিয়, যিহিষ্কেল ও অন্যান্য সকল ভাববাদী, যারা মোশির পর থেকে যিশু পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন তাঁরা সকলেই মোশির ব্যবস্থার অধীন ছিলেন। কিন্তু এতে তাঁদের ভাববাদিত্ব অপ্রমাণিত হয় না।

যাত্রাপুস্তকের ৪ অধ্যায়ের ২৭ আয়াতে বলা হয়েছে, "আর সদাপ্রভু হারোণকে বলিলেন, তুমি মোশির সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রান্তরে যাও। তাহাতে তিনি গিয়া ঈশ্বরের পর্বতে তাঁহার দেখা পাইলেন, ও তাঁহাকে চুম্বন করিলেন।"

গণনাপুস্তকের ১২ অধ্যায়ে রয়েছে, "১ তখন সদাপ্রভু হারোণকে কহিলেন... ৮ আর সদাপ্রভু হারোণকে কহিলেন... ২০ পরে সদাপ্রভু হারোণকে কহিলেন...।"

এই অধ্যায়ে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সদাপ্রভু ঈশ্বর সরাসরি হারোণের সাথে কথা বলেছেন এবং তাঁকে ভাববাণী প্রদান করেছেন।

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

গণনাপুস্তকের ২, ৪, ১৪, ১৬ ও ১৯ অধ্যায়ে ৬ স্থানে বলা হয়েছে, "আর সদাপ্রভু মোশি ও হারোণের সাথে কথা বলিলেন এবং কহিলেন[৩৯৪] (And the LORD spake unto Moses and unto Aaron, saying)"।

যাত্রা পুস্তকের ৬ অধ্যায়ের ১৩ আয়াতে রয়েছে, "আর সদাপ্রভু মোশির ও হারোণের সহিত আলাপ করিলেন এবং ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে মিসর দেশ হইতে বাহির করিয়া আনিবার জন্য ইস্রায়েল-সন্তানদের নিকটে, এবং মিসর-রাজ ফরৌণের নিকটে যাহা বক্তব্য, তাঁহাদিগকে আদেশ করিলেন।"

বাইবেলের উপর্যুক্ত বক্তব্যগুলো থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, সদাপ্রভু ঈশ্বর হারোণকে এককভাবে এবং পৃথকভাবে ঐশ্বরিক প্রেরণা, ওহি বা ভাববাণী প্রদান করেছেন। এছাড়া মোশির সাথে যৌথভাবেও তাঁর প্রতি ওহি বা ভাববাণী প্রদান করেছেন। তিনি মোশির ন্যায় হরোণকেও ভাববাদী ও প্রেরিত হিসেবে (নবী ও রাসূল) হিসেবে ফরৌণ এবং ইস্রায়েল-সন্তানদের নিকট প্রেরণ করেছিলেন। যাত্রাপুস্তক ভালো করে পাঠ করলে পাঠক জানতে পারবেন যে, ফরৌণের বিরুদ্ধে অলৌকিক চিহ্নসমূহের অধিকাংশই হারোণের হাতে বা হারোণের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়া মোশি ও হারোণের বোন মরিয়মও ভাববাদিনী ছিলেন বলে যাত্রাপুস্তকের ১৫ অধ্যায়ের ২০ আয়াতে স্পষ্টত উল্লেখ করা হয়েছে। এই আয়াতে বলা হয়েছে, "পরে হারোণের ভগিনী মরিয়ম ভাববাদিনী হস্তে মৃদঙ্গ লইলেন...।"

গীতসংহিতার ১০৫ গীতের ২৬ আয়াত নিম্নরূপ, "২৬ তিনি পাঠাইলেন আপন দাস মোশিকে ও হারোণকে, যাঁহাকে তিনি মনোনীত করিয়াছিলেন।"

গীতসংহিতার ১০৬ গীতের ১৬ আয়াত নিম্নরূপ, "১৬ আরও তাহারা শিবিরের মধ্যে মোশির প্রতি, ও সদাপ্রভুর পবিত্র লোক হারোণের (Aaron the saint of the LORD) প্রতি ঈর্ষা করিল।"

মীযানুল হক গ্রন্থের প্রণেতা মি. ফানডার ১৮৪৭ সালে মুদ্রিত তার 'হাল্লুল ইশকাল' (আপত্তির নিরসন) গ্রন্থের ১০৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন যে, হারোণ ভাববাদী ছিলেন না। বাইবেলের উপর্যুক্ত আয়াতগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, তার এই বক্তব্যটি ভিত্তিহীন, বাতুল ও অসার।

(১৮) যাত্রাপুস্তকের ২য় অধ্যায়ে রয়েছে, "১১ সেকালে একটি ঘটনা ঘটিল; মোশি বড় হইলে পর একদিন আপন ভ্রাতৃগণের নিকটে গিয়া তাহাদের ভার বহন দেখিতে লাগিলেন। আর দেখিলেন, একজন মিসরীয়

[৩৯৪]. বাংলা বাইবেলে, 'আর সদাপ্রভু মোশি ও হারোণকে কহিলেন'।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

একজন ইব্রীয়কে, তাঁহার ভ্রাতৃগণের মধ্যে একজনকে মারিতেছে। ১২ তখন তিনি এদিক ওদিক চাহিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাওয়াতে ঐ মিসরীয়কে বধ করিয়া বালির মধ্যে পুতিয়া রাখিলেন।"

এখানে মোশি বংশীয় ও গোত্রীয় হিংসার কারণে এই মিশরীয় লোকটিকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করলেন।

(১৯) যাত্রাপুস্তকের ৪ অধ্যায়ে রয়েছে, "১০ পরে মোশি সদাপ্রভুকে কহিলেন, হায় প্রভু! আমি বাক্‌পটু নহি, ইহার পূর্বেও ছিলাম না, বা এই দাসের সহিত তোমার আলাপ করিবার পরেও নহি; কারণ আমি জড়মুখ জড়জিহ্বা। ১১ সদাপ্রভু তাঁহাকে কহিলেন, মনুষ্যের মুখ কে নির্মাণ করিয়াছে? আর বোবা, বধির, চক্ষুষ্মান বা অন্ধকে কে নির্মাণ করে? আমি সদাপ্রভুই কি করি না? ১২ এখন তুমি যাও; আমি তোমার মুখের সহবর্তী হইব, ও কি বলিতে হইবে, তোমাকে জানাইব। ১৩ তিনি কহিলেন, হে আমার প্রভু, বিনয় করি, যাহার হাতে পাঠাইতে চাও, পাঠাও। ১৪ তখন মোশির প্রতি সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল...।"

এখানে আমরা দেখছি যে, সদাপ্রভু ঈশ্বর অনেক কথা বলে মোশিকে সান্ত্বনা দিলেন এবং সাহায্যের নিশ্চয়তা দিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও মোশি ভাববাদিত্বের দায়িত্ব গ্রহণে অসম্মতি জানিয়ে ঈশ্বরের কাছে অব্যহতি প্রার্থনা করলেন। এতে তাঁর উপর ঈশ্বরের ক্রোধ প্রজ্বলিত হল।

(২০) যাত্রাপুস্তকের ৩২ অধ্যায়ের ১৯ আয়াতে রয়েছে, "পরে মোশি শিবিরের নিকটবর্তী হইলে ঐ গোবৎস এবং নৃত্য দেখিলেন। তাহাতে তিনি ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া পর্বতের তলে আপন হস্ত হইতে সেই দুইখানা প্রস্তরফলক নিক্ষেপ করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন।"

এই প্রস্তরফলক দুটি ছিল স্বয়ং ঈশ্বরের নির্মিত ও ঈশ্বরের নিজের লেখা। একথা এই অধ্যায়ে স্পষ্টতই উল্লেখ করা হয়েছে।[৩৯৫] কাজেই এ দুটিকে ভেঙ্গে ফেলা মোশির অন্যায় ও পাপ। এর বিনিময়ে তিনি আর এরূপ ফলক পাননি। কারণ পরবর্তীতে যে দুটি প্রস্তরফলক দেওয়া হয় সে দুটি ছিল মোশির নিজের নির্মিত ও নিজের হাতে লেখা। যাত্রাপুস্তকের ৩৪ অধ্যায়ে তা উল্লেখ করা হয়েছে।[৩৯৬]

(২১) গণনাপুস্তকের ২০ অধ্যায়ের ১২ আয়াতে রয়েছে, "পরে সদাপ্রভু মোশি ও হারোণকে কহিলেন, তোমরা ইস্রায়েল-সন্তানগণের

[৩৯৫]. সেই প্রস্তরফলক ঈশ্বরের নির্মিত, এবং সেই লেখা ঈশ্বরের লেখা, ফলকে খোদিত। যাত্রাপুস্তক ৩২/১৬।

[৩৯৬]. যাত্রাপুস্তক ৩৪/ ১ ও ২৮।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

সাক্ষাতে আমাকে পবিত্র বলিয়া মান্য করিতে আমার বাক্যে বিশ্বাস করিলে না (And the LORD spake unto Moses and Aaron, Because ye believed me not, to sanctify me in the eyes of the children of Israel) এই জন্য আমি তাহাদিগকে যে দেশ দিয়াছি, সেই দেশে তোমরা এই মণ্ডলীকে প্রবেশ করাইবে না।"

দ্বিতীয় বিবরণের ৩২ অধ্যায়ে রয়েছে, "৪৮ সেই দিবসে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ৪৯ তুমি এই অবারিম পর্বতে, অর্থাৎ যিরিহোর সম্মুখে অবস্থিত মোয়াব দেশস্থ নবো পর্বতে উঠ, এবং আমি অধিকারার্থে ইস্রায়েল-সন্তানগণকে যে দেশ দিতেছি, সেই কনান দেশ দর্শন কর। ৫০ আর তোমার ভ্রাতা হারোণ যেমন হোর পর্বতে মরিয়া আপন লোকদের নিকট সংগৃহীত হইল, তদ্রূপ তুমি যে পর্বতে উঠিবে, তোমাকে তথায় মরিয়া আপন লোকদের নিকটে সংগৃহীত হইতে হইবে; ৫১ কেননা সিন প্রান্তরে কাদেশস্থ মরিবা জলের নিকটে তোমরা ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে আমার বিরুদ্ধে সত্য লঙ্ঘন করিয়াছিলে,[৩৯৭] ফলতঃ ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে আমাকে পবিত্র বলিয়া মান্য কর নাই (Because ye trespassed against me among the children of Israel ...because ye sanctified me not in the midst of the children of Israel.)। ৫২ তুমি আপনার সম্মুখে দেশ দেখিবে, কিন্তু আমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে যে দেশ দিতেছি, তথায় প্রবেশ করিতে পাইবে না।"

এ দুটি স্থানে স্পষ্টতই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মোশি ও হারোণ উভয়েই এরূপ অপরাধ ও অন্যায়ে লিপ্ত হয়েছিলেন যে পবিত্রভূমিতে প্রবেশের সুযোগ থেকে তাঁদেরকে বঞ্চিত করা হয়। ঈশ্বর স্পষ্টতই বলেছেন যে, মোশি ও হারোণ অবিশ্বাস করেছিলেন, অবাধ্যতা করেছিলেন, সত্য লঙ্ঘন করেছিলেন, বিশ্বাস ভঙ্গ করেছিলেন এবং ঈশ্বরকে পবিত্র বলে মান্য করেননি।

(২২) শিমশোন একজন মহাবলবান ইস্রায়েলীয় বিচারকর্তা ও ভাববাদী ছিলেন। তিনি ঘসাতে একজন বেশ্যার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হন। তৎপরে তিনি সোরেক উপত্যকার দলিলা নাম্মী একজন মহিলার প্রেমে আসক্ত হয়ে পড়েন। তিনি দলিলার নিকট গমনাগমন করতে থাকেন। কাফির পলেস্টীয়গণ দলিলাকে বলেন, "তুমি তাহাকে ফুস্‌লাইয়া দেখ, কিসে তাহার এমন মহাবল হয়, ও কিসে আমরা তাহাকে জয় করিয়া ক্লেশ দিবার জন্য

[৩৯৭]. গ্রন্থকার উদ্ধৃত আরবি বাইবেলের পাঠে, 'আমার অবাধ্যতা করেছিলে'। ইংরেজি 'Revised Standard Version'র ভাষ্য: '(Because You broke faith with me) তোমরা আমার সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করেছিলে...'।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

রাখিতে পারিব; তাহাতে আমরা প্রত্যেকে তোমাকে এগার শত রৌপ্য মুদ্রা দিব।" দলিলা তাকে প্রেমের ফাঁদে বেধে এভাবে তার শক্তির উৎস ও তাকে পরাজিত করার কৌশল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। শিমশোন তিনবার তাকে মিথ্যা বলেন। তখন এই পাপাচারিণী তাঁকে বলে, "তুমি কি প্রকারে বলিতে পার যে, তুমি আমাকে ভালোবাস? তোমার মন তো আমাতে নাই; এই তিনবার তুমি আমাকে উপহাস করিলে; কিসে তোমার এমন মহাবল হয়, তাহা আমাকে কহিলে না।" এভাবে সে প্রতিদিন শিমশোনকে পীড়াপীড়ি করে ব্যস্ত করে তুলে। তখন তিনি প্রকৃত সত্য তাকে বলে দেন। তিনি বলেন, "আমার মস্তকে কখনও ক্ষুর উঠে নাই, কেননা মাতার গর্ভ হইতে আমি ঈশ্বরের উদ্দেশে নাসরীয়; ক্ষৌরি হইলে আমার বল আমাকে ছাড়িয়া যাইবে এবং আমি দুর্বল হইয়া অন্য সকল লোকের সমান হইব।"

যখন দালিলা বুঝতে পারল যে, শিমশোন সঠিক তথ্য তাকে প্রদান করেছেন, তখন সে পলেস্টীয়দের নেতৃবৃন্দকে ডেকে আনে। সে প্রেম করে শিমশোনকে নিজ জানুর উপরে ঘুম পাড়ায়। এরপর একজনকে ডাকিয়ে তার মস্তকের সাতগুচ্ছ কেশ ক্ষৌরি করায়। এতে তার বল তাকে ছেড়ে যায়। তখন পলেস্টীয়গণ তাকে বন্দি করে, তার দুইচক্ষু উৎপাটন করে এবং তাকে কারাগারে আবদ্ধ রেখে নানা প্রকারের অত্যাচার করতে থাকে। পরবর্তীতে তিনি নিহত হন।

শিমশোনের কাহিনী বিচারকর্তৃগণের বিবরণের ১৬ অধ্যায়ে রয়েছে। আর তিনি যে ভাববাদী ছিলেন তা বাইবেলের বিভিন্ন বক্তব্য থেকে প্রমাণিত। বিচারকর্তৃগণের বিবরণের ১৩ অধ্যায়ের ৫ ও ২৫ আয়াত, ১৪ অধ্যায়ের ৬ ও ৯ আয়াত, ১৫ অধ্যায়ের ১৪, ১৮ ও ১৯ আয়াত এবং ইব্রীয়দের প্রতি পত্রের ১১ অধ্যায় থেকে জানা যায় যে তিনি ঈশ্বরের ভাববাদী ছিলেন।

(২৩) ইস্রায়েলের রাজা শৌলের ভয়ে ভীত হয়ে দাউদ পলায়ন করেন এবং নোবে যাজক অহিমেলকের নিকট গমন করেন। এই ঘটনার বর্ণনায় ১ শমুয়েলের ২১ অধ্যায়ে রয়েছে, "১ পরে দাউদ নোবে অহিমেলক যাজকের নিকটে উপস্থিত হইলেন; আর অহিমেলক কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া দাউদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও তাঁহাকে কহিলেন, আপনি একা কেন? আপনার সঙ্গে কেহ নাই কেন? ২ দাউদ অহিমেলক যাজককে কহিলেন, রাজা একটি কর্মের ভার দিয়া আমাকে বলিয়াছেন, আমি তোমাকে যে কার্যে প্রেরণ করিলাম ও যাহা আদেশ করিলাম, তাহার কিছুই যেন কেহ না জানে; আর আমি নিজের সঙ্গী যুবকদিগকে অমুক অমুক স্থানে আসিতে বলিয়াছি। ৩ এখন আপনার কাছে কি আছে? পাঁচখানি রুটি হউক, কিম্বা যাহা থাকে,

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

আমার হাতে দিউন।... ৬ তখন যাজক তাঁহাকে পবিত্র রুটি দিলেন...। ৮ পরে দাউদ অহিমেলককে কহিলেন, এই স্থানে আপনার কাছে কি বর্শা বা খড়্গ নাই? কেননা রাজকার্যের তাড়াতাড়িতে আমি আপন খড়্গ বা অস্ত্র সঙ্গে আনি নাই।"

এখানে দাউদ যাকিছু বলেছেন সবই মিথ্যা। দাউদ একের পর এক মিথ্যাকথা বলেছেন যাজক অহিমেলককে। এই মিথ্যার ফলাফল ছিল বড় মর্মান্তিক। এই মিথ্যার কারণে ইস্রায়েলের রক্তপিপাসু রাজা শৌল নোবে নির্বিচার গণহত্যা করেন। তিনি তথাকার সকল নারী, পুরুষ, শিশু এবং গরু, ছাগল, মেষ, গাধা ইত্যাদি সকল প্রাণি হত্যা করেন। এই ঘটনায় ৮৫ জন যাজক নিহত হন। অহিমেলকের পুত্র অবিয়াথর রক্ষা পান। তিনি পালিয়ে দাউদের নিকট গমন করেন। দাউদ তার কাছে স্বীকার করেন যে, তিনিই তার পরিবারের সকলের এই হত্যা ও ধ্বংসের কারণ। এ সকল বিষয় ১ শমুয়েলের ২২ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।[৩৯৮]

(২৪) ২ শমুয়েলের ১১ অধ্যায়ে রয়েছে, "১ পরে বৎসর ফিরিয়া আসিলে রাজবর্গের যুদ্ধে গমনের সময়ে দাউদ যোয়াবকে, তাঁহার সহিত আপন দাসদিগকে ও সমস্ত ইস্রায়েলকে পাঠাইলেন; তাহারা গিয়া অম্মোন-সন্তানদিগকে সংহার করিয়া রব্বা নগর অবরোধ করিল; কিন্তু দাউদ যিরূশালেমে থাকিলেন। ২ একদা বৈকালে দাউদ শয্যা হইতে উঠিয়া রাজবাটীর ছাদে বেড়াইতেছিলেন, আর ছাদ হইতে দেখিতে পাইলেন যে, একজন স্ত্রীলোক স্নান করিতেছে; স্ত্রীলোকটি দেখিতে বড়ই সুন্দরী ছিল। ৩ দাউদ তাহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লোক পাঠাইলেন। একজন কহিল, এ কি ইলিয়ামের কন্যা, হিত্তীয় উরিয়ের স্ত্রী বৎশেবা নয়? ৪ তখন দাউদ দূত পাঠাইয়া তাহাকে আনাইলেন, এবং সে তাঁহার নিকটে আসিলে দাউদ তাহার সহিত শয়ন করিলেন; সেই স্ত্রীলোকটি ঋতুস্নান করিয়া শুচি হইয়াছিল। পরে সে আপন গৃহে ফিরিয়া গেল। ৫ পরে সেই স্ত্রী গর্ভবতী হইল; আর লোক পাঠাইয়া দাউদকে এই সমাচার দিল, আমার গর্ভ হইয়াছে। ৬ তখন দাউদ যোয়াবের নিকট লোক পাঠাইয়া এই আজ্ঞা করিলেন, হিত্তীয় উরিয়কে আমার নিকটে পাঠাইয়া দেও। তাহাতে যোয়াব দাউদের নিকটে উরিয়কে পাঠাইলেন। ৭ উরিয় তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলে দাউদ তাহাকে যোয়াবের কুশল, লোকদের কুশল ও যুদ্ধের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ৮ পরে দাউদ উরিয়কে কহিলেন, তুমি আপন বাটীতে গিয়া পা ধোও। তখন উরিয় রাজবাটী হইতে বাহির হইল, আর রাজার নিকট হইতে তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে ভেট গেল। ৯ কিন্তু উরিয় আপন প্রভুর দাসগণের সঙ্গে রাজবাটীর দ্বারে শয়ন

[৩৯৮]. ১ শমুয়েল ২২/১-২৩।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

করিল, গৃহে গেল না। ১০ পরে এই কথা দাউদকে বলা হইল যে, ঊরিয় গৃহে যায় নাই। দাউদ ঊরিয়কে কহিলেন, তুমি কি পথভ্রমণ করিয়া আইস নাই? তবে কেন বাটীতে গেলে না? ১১ ঊরিয় দাউদকে কহিল, সিন্দুক, ইস্রায়েল ও যিহূদা কুটিরে বাস করিতেছে, এবং আমার প্রভু যোয়াব ও আমার প্রভুর দাসগণ খোলা মাঠে ছাউনি করিয়া আছেন; তবে আমি কি ভোজন পান করিতে ও স্ত্রীর সহিত শয়ন করিতে আপন গৃহে যাইতে পারি? আপনার জীবনের ও আপনার জীবিত প্রাণের দিব্য, আমি এমন কর্ম করিব না। ১২ তখন দাউদ ঊরিয়কে কহিলেন, অদ্যও তুমি এই স্থানে থাক, কল্য তোমাকে বিদায় করিব। তাহাতে ঊরিয় সেই দিবস ও পরদিবস যিরূশালেমে রহিল। ১৩ আর দাউদ তাহাকে নিমন্ত্রণ করিলে সে তাঁহার সাক্ষাতে ভোজন পান করিল; আর তিনি তাহাকে মত্ত করিলেন; কিন্তু সে সন্ধ্যাকালে আপন প্রভুর দাসগণের সঙ্গে আপন শয্যায় শয়ন করিবার জন্য বাহিরে গেল, গৃহে গেল না। ১৪ প্রাতঃকালে দাউদ যোয়াবের নিকটে এক পত্র লিখিয়া ঊরিয়ের হাতে দিয়া পাঠাইলেন। ১৫ পত্র খানিতে তিনি লিখিয়াছিলেন, তোমরা এই ঊরিয়কে তুমুল যুদ্ধের সম্মুখে নিযুক্ত কর, পরে ইহার পশ্চাৎ হইতে সরিয়া যাও, যেন এ আহত হইয়া মারা পড়ে। ১৬ পরে কোন স্থানে বিক্রমশালী লোক আছে, তাহা জানাতে যোয়াব নগর অবরোধকালে সেই স্থানে ঊরিয়কে নিযুক্ত করিলেন। ১৭ পরে নগরস্থ লোকেরা বাহির হইয়া যোয়াবের সহিত যুদ্ধ করিলে কয়েক জন লোক, দাউদের দাসদের মধ্যে কয়েক জন, পতিত হইল, বিশেষতঃ হিত্তীয় ঊরিয়ও মারা পড়িল। ১৮ পরে যোয়াব লোক পাঠাইয়া যুদ্ধের সমস্ত বৃত্তান্ত দাউদকে জানাইলেন।... ২৬ আর ঊরিয়ের স্ত্রী আপন স্বামী ঊরিয়ের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া স্বামীর জন্য শোক করিল। ২৭ পরে শোক অতীত হইলে দাউদ লোক পাঠাইয়া তাহাকে আপন বাটীতে আনাইলেন, তাহাতে সে তাঁহার স্ত্রী হইল, ও তাঁহার জন্য পুত্র প্রসব করিল। কিন্তু দাউদের কৃত এই কর্ম সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে মন্দ হইল।”

২ শমুয়েলের ১২ অধ্যায়ে দাউদের বিষয়ে সদাপ্রভুর নির্দেশ ও বিধান নাথন ভাববাদীর মুখে বর্ণিত হয়েছে। সদাপ্রভুর নির্দেশ ও বিধান নিম্নরূপ, “৯ তুমি কেন সদাপ্রভুর বাক্য তুচ্ছ করিয়া, তাঁহার দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহাই করিয়াছ? তুমি হিত্তীয় ঊরিয়কে খড়্গ দ্বারা আঘাত করাইয়াছ ও তাহার স্ত্রীকে লইয়া আপনার স্ত্রী করিয়াছ, অম্মোন-সন্তানদের খড়্গ দ্বারা ঊরিয়কে মারিয়া ফেলিয়াছ।... ১৪ কিন্তু এই কর্ম দ্বারা আপনি সদাপ্রভুর শত্রুগণকে নিন্দা করিবার বড় সুযোগ দিয়াছেন, এই জন্য আপনার নবজাত পুত্রটি অবশ্য মরিবে।”

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

এখানে দাউদ ৮টি পাপে লিপ্ত হয়েছেন।

প্রথম পাপ: তিনি পরনারীর প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাত করেছেন। আর যিশু বলেছেন, "যে কেহ কোনো স্ত্রীলোকের প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাত করে, সে তখনই মনেমনে তাহার সহিত ব্যভিচার করিল।" মথিলিখিত সুসমাচারের ৫ অধ্যায়ে একথা উদ্ধৃত করা হয়েছে।[৩৯৯]

দ্বিতীয় পাপ: দাউদ দৃষ্টির পাপেই পরিতৃপ্ত থাকেননি। তিনি মহিলাকে ডেকে আনিয়ে তার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হন। ব্যভিচার সন্দেহাতীতভাবে মহাপাপ। তোরাহের প্রসিদ্ধ দশআজ্ঞার মধ্যে সদাপ্রভু ঈশ্বর বলেন, "ব্যভিচার করিও না।"[৪০০]

তৃতীয় পাপ: দাউদ প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিলেন। এ প্রকারের ব্যভিচার সকল প্রকারের ব্যভিচারের মধ্যে ঘৃণ্যতম এবং পৃথক পাপ বলে গণ্য। প্রসিদ্ধ দশআজ্ঞার মধ্যে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

চতুর্থ পাপ: ব্যভিচারের শাস্তি প্রদান করা ছিল তাঁর দায়িত্ব। তিনি এই দায়িত্ব অমান্য করে পাপ করলেন। তিনি নিজেকে বা উক্ত মহিলাকে শাস্তি প্রদান করলেন না। লেবীয় পুস্তকের ২০ অধ্যায়ের ১০ আয়াত নিম্নরূপ, "আর যে ব্যক্তি পরের স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করে, যে ব্যক্তি প্রতিবাসীর স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করে, সেই ব্যভিচারী ও সেই ব্যভিচারিণী, উভয়ের প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে।"

দ্বিতীয় বিবরণের ২২ অধ্যায়ের ২২ আয়াত নিম্নরূপ, "কোনো পুরুষ যদি পরস্ত্রীর সহিত শয়নকালে ধরা পড়ে, তবে পরস্ত্রীর সহিত শয়নকারী সেই পুরুষ ও সেই স্ত্রী উভয়ে হত হইবে; এইরূপে তুমি ইস্রায়েলের মধ্য হইতে দুষ্টাচার লোপ করিবে।"

পঞ্চম পাপ: দাউদ উরিয়কে সেনাবাহিনী থেকে ডেকে পাঠান এবং তাকে স্বগৃহে গমন করতে নির্দেশ দেন। এক্ষেত্রে দাউদের মূল উদ্দেশ্য যে, তার অপরাধটি গোপন হয়ে যাক এবং উরিয়ের স্ত্রীর গর্ভ উরিয়ের কারণেই হয়েছে বলে প্রচারিত হোক। উরিয় তার ধার্মিকতা ও বিশ্বস্ততার কারণে গৃহে গমন বা স্ত্রীর সাথে শয়ন থেকে বিরত থাকেন এবং শপথ করেন যে, তিনি গৃহে গমন করবেন না। তখন দাউদ দ্বিতীয় দিনের জন্য তাকে তাঁর নিকট অবস্থানের নির্দেশ দেন এবং অতিরিক্ত মদ পান করিয়ে তাকে মাতাল করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যে, পাঁড় মাতাল অবস্থায় উরিয় স্বগৃহে গিয়ে স্ত্রীর নিকট শয়ন করবেন। কিন্তু এ অবস্থাতেও উরিয় তার নৈতিক চিন্তা ও ধার্মিকতার

[৩৯৯]. মথি ৫/২৮।
[৪০০]. যাত্রাপুস্তক ২০/১৪; দ্বিতীয় বিবরণ ৫/১৮।

AS-SUNNAH TRUST

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

কারণে তার স্ত্রীর নিকট গমন করেননি। তিনি তার সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি ভ্রুক্ষেপও করেননি, অথচ ধর্মীয় ব্যবস্থায়, সামাজিক শিষ্টাচারে ও জ্ঞান-বিবেকের নির্দেশনা অনুসারে স্ত্রীর নিকট গমন তার জন্য বৈধ ছিল।

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি! ইয়াহুদি-খ্রিস্টানগণের সাধারণ মানুষদের ধার্মিকতা আর ভাববাদীগণের ধার্মিকতার তুলনা করুন! সাধারণ একজন ধার্মিক মানুষ নিজের বৈধ আনন্দ উপভোগ থেকে বিরত থাকছেন সেনাপতি ও সহযোদ্ধাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের ধর্মীয় অনুভূতির কারণে। পক্ষান্তরে ইস্রায়েলীয় ভাববাদী ভয়ঙ্করতম পাপের মধ্যে লিপ্ত হচ্ছেন এবং এরপর সেই পাপ গোপন করতে বিভিন্ন প্রকারের পাপে লিপ্ত হচ্ছে নির্বিকার চিত্তে।

ষষ্ঠ পাপ: উরিয়কে মাতাল করেও যখন দাউদ নিজের উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারলেন না, তখন তিনি তাকে হত্যা করতে সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি কৌশলে অম্মোন-সন্তানদের খড়্গ দ্বারা উরিয়কে হত্যা করলেন। যাত্রাপুস্তকের ২৩ অধ্যায়ের ৭ আয়াতে ঈশ্বর নির্দেশ দিয়েছেন, "নির্দোষের কি ধার্মিকের প্রাণ নষ্ট করিও না।"

সপ্তম পাপ: নাথন ভাববাদী কর্তৃক তিরস্কৃত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত দাউদ তাঁর পাপের জন্য কোনোরূপ অনুশোচনা করেননি বা সতর্ক হননি।

অষ্টম পাপ: তাঁর এই পাপের বিষয়ে সদাপ্রভুর নির্দেশ ও বিধান তিনি জানতে পারলেন। ঈশ্বর বিধান দিলেন যে, তাঁর এই পাপের ফসল ব্যভিচারজাত পুত্রটি মৃত্যু বরণ করবে। ঈশ্বরের নির্দেশ জানার পরেও তিনি সেই পুত্রের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করলেন, বিনতি করলেন, উপবাস করলেন এবং ভূমিতে পড়ে থাকলেন।[৪০১]

(২৫) ২ শমুয়েলের ১৩ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দাউদের জ্যেষ্ঠ পুত্র অম্নোন (নিজের বৈমাত্রেয় ভগ্নি) দাউদের কন্যা তামরকে প্রতারণা এবং বলপূর্বক ধর্ষণ করে। এরপর তাকে ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। উক্ত ধর্ষিতা অসহায় ভগ্নি ঘর থেকে বের হতে আপত্তি করলে অম্নোন তার পরিচারককে নির্দেশ দেন তাকে বের করে দেওয়ার। তার নির্দেশে পরিচারক তামরকে বের করে দ্বারে হুড়কো লাগিয়ে দেয়। ধর্ষিতা তামর ক্রন্দন করতে করতে বেরিয়ে যান। দাউদ বিষয়টি জানতে পারেন এবং ক্রুদ্ধ হন। কিন্তু তিনি অম্নোনকে ভালোবাসতেন, এজন্য তিনি তাকে কিছুই বললেন না। তিনি তামরকেও কিছু বললেন না। এই তামর ছিল দাউদের পুত্র অবশালোমের সহোদরা। নিজের সহোদরাকে ধর্ষণ করার

[৪০১]. ২ শমুয়েল ১২/১৪-২৩।

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

কারণে অবশালোম অম্নোনকে ঘৃণা করে এবং তাকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। পরবর্তী সময়ে যখনই সে সুযোগ পায় তখনই অম্নোনকে হত্যা করে।

(২৬) (দাউদের জীবদ্দশাতেই অবশালোম বিদ্রোহ করে দাউদের প্রাসাদ দখল করেন এবং সকল মানুষকে দেখিয়ে তিনি দাউদের স্ত্রীদের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হন।) ২ শমুয়েলের ২২ অধ্যায়ের ১৬ আয়াত নিম্নরূপ, "পরে লোকেরা অবশালোমের নিমিত্ত প্রাসাদের ছাদে একটা তাম্বু স্থাপন করিল, তাহাতে অবশালোম সমস্ত ইস্রায়েলের সাক্ষাতে আপন পিতার উপপত্নীদের কাছে গমন করিল।"

এরপর অবশালোম তার পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকেন। এই যুদ্ধে ইস্রায়েল বংশের ২০০০০ (বিশ হাজার) মানুষ নিহত হয়। ২ শমুয়েলের ১৮ অধ্যায়ে তা উল্লেখ করা হয়েছে।[৪০২]

এখানে আমরা দেখছি যে, দাউদপুত্র অবশালোম যাকোবের জ্যেষ্ঠ পুত্র রুবেনের চেয়েও উপরে উঠেছেন। তিনদিক থেকে অবশালোম রুবেনকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন-

প্রথমত: অবশালোম তার পিতা দাউদের সকল উপপত্নীর সাথে ব্যভিচার করেছেন; পক্ষান্তরে রুবেন তাঁর পিতা যাকোবের একটি মাত্র উপপত্নীর সাথে ব্যভিচার করেন।

দ্বিতীয়ত: অবশালোম ইস্রায়েল বংশের সকল মানুষের দৃষ্টির সামনে পিতার পত্নীদের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হন, অথচ রুবেন গোপনে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিলেন।

তৃতীয়ত: অবশালোম তার পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন এবং ইস্রায়েল বংশের বিশহাজার মানুষকে হত্যা করতে পেরেছেন।

অবাধ্য ও পাপী পুত্রের এতসব অপরাধের পরেও দাউদ তাকে হত্যা না করার জন্য তাঁর সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দেন। কিন্তু যোয়াব তার নির্দেশ অমান্য করে অবশালোমকে হত্যা করেন। যখন দাউদ হত্যার সংবাদ জানতে পারলেন তখন তিনি অত্যন্ত ব্যকুল হয়ে কাঁদাকাটা করতে থাকেন।[৪০৩]

এ সকল ঘটনায় আমি অবাক হই না। কোনো ভাববাদীর (নবী-রাসূল) বা ভাববাদীগণের সন্তানদের এরূপ কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়া খ্রিস্টানদের পবিত্র পুস্তকের আলোকে কোনো আশ্চর্য বিষয় নয়। তবে আমি আশ্চর্য হই এ জন্য যে, অবশালোম কর্তৃক সকল মানুষের চোখের সামনে নিজ পিতার পত্নিগণের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া ঐশ্বরিক ন্যায়বিচারের বিধান অনুসারে (!)

[৪০২]. ২ শমুয়েল ১৮/১-৭।
[৪০৩]. ২ শমুয়েল ১৮/৮-৩৩।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

হয়েছিল। ঈশ্বরই এই ব্যভিচারীকে এরূপ ব্যভিচারের জন্য প্ররোচিত করেছিলেন! কারণ দাউদ যখন উরিয়ের স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হন তখন ঈশ্বর তাঁর ভাববাদী নাথনের মুখে দাউদকে এরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিলেন। ২ শমুয়েলের ১২ অধ্যায়ে এ বিষয়ে বলা হয়েছে, "১১ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি তোমার কুল হইতেই তোমার বিরুদ্ধে অমঙ্গল উৎপন্ন করিব, এবং তোমার সাক্ষাতে তোমার স্ত্রীগণকে লইয়া তোমার আত্মীয়কে দিব; তাহাতে সে এই সূর্যের সাক্ষাতে তোমার স্ত্রীগণের সহিত শয়ন করিবে। ১২ বস্তুতঃ তুমি গোপনে এই কর্ম করিয়াছ, কিন্তু আমি সমস্ত ইস্রায়েলের সাক্ষাতে ও সূর্যের সাক্ষাতে এই কার্য করিব।"

ঈশ্বর আপন প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন!

(২৭) ১ রাজাবলির ১১ অধ্যায়ে রয়েছে, "১ শলোমন রাজা ফরৌণের কন্যা ব্যতিরেকে আরও অনেক বিদেশীয়া রমণীকে, অর্থাৎ মোয়াবীয়া, অম্মোনীয়া, ইদোমীয়া, সিদোনীয়া ও হিত্তীয়া রমণীকে প্রেম করিতেন। ২ যে জাতিগণের বিষয়ে সদাপ্রভু ইস্রায়েল-সন্তানগণকে বলিয়াছিলেন, তোমরা তাহাদের কাছে যাইও না এবং তাহাদিগকে আপনাদের কাছে আসিতে দিও না, কেননা তাহারা অবশ্য তোমাদের হৃদয়কে আপনাদের দেবগণের অনুগমনে বিপথগামী করিবে, শলোমন তাহাদেরই প্রতি প্রেমাসক্ত হইলেন। ৩ সাতশত রমণী তাঁহার পত্নী, ও তিনশত তাঁহার উপপত্নী ছিল; তাঁহার সেই স্ত্রীরা তাঁহার হৃদয়কে বিপথগামী করিল। ৪ ফলে এইরূপ ঘটিল, শলোমনের বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার স্ত্রীরা তাঁহার হৃদয়কে অন্য দেবগণের অনুগমনে বিপথগামী করিল; তাঁহার পিতা দাউদের অন্তঃকরণ যেমন ছিল, তাঁহার অন্তঃকরণ তেমনি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর ভক্তিতে একাগ্র ছিল না। ৫ কিন্তু শলোমন সিদোনীয়দের দেবী অষ্টোরতের ও অম্মোনীয়দের ঘৃণার্হ দেবতা মিল্‌কমের অনুগামী হইলেন। ৬ এইরূপে শলোমন সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ তাহাই করিলেন; আপন পিতা দাউদের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে সদাপ্রভুর অনুগামী হইলেন না। ৭ সেই সময়ে শলোমন যিরূশালেমের সম্মুখস্থ পর্বতে মোয়াবের ঘৃণার্হ বস্তু কমোশের জন্য ও অম্মোন-সন্তানদের ঘৃণার্হ বস্তু মোলকের জন্য উচ্চস্থলী নির্মাণ করিলেন। ৮ তাঁহার যত বিদেশীয়া স্ত্রী আপন আপন দেবতার উদ্দেশে ধূপ জ্বালাইত ও বলিদান করিত, সেই সকলের জন্য তিনি তদ্রূপ করিলেন। ৯ অতএব সদাপ্রভু শলোমনের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন; কেননা তাঁহার অন্তঃকরণ ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু হইতে বিপথগামী হইয়াছিল, যিনি দুইবার তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন, ১০ এবং এই বিষয় তাঁহাকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, যেন তিনি অন্য দেবগণের অনুগামী না হন; কিন্তু সদাপ্রভু যাহা আজ্ঞা দিয়াছিলেন,

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

তাহা তিনি পালন করিলেন না। ১১ অতএব সদাপ্রভু শলোমনকে কহিলেন, তোমার তো এই ব্যবহার, তুমি আমার নিয়ম ও আমার আদিষ্ট বিধি সকল পালন কর নাই; এই কারণ আমি অবশ্য তোমা হইতে রাজ্য চিরিয়া লইয়া তোমার দাসকে দিব।"

এখানে শলোমন পাঁচ প্রকার পাপে লিপ্ত হয়েছেন।

প্রথম পাপ এবং সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ও কঠিন পাপ এই যে, তিনি ধর্মত্যাগ করেছেন। শেষ বয়সে যখন মানুষ বেশিবেশি ঈশ্বরের উপাসনার দিকে মনোযোগ প্রদান করবে, সে সময়ে তিনি ধর্মান্তরিত হয়ে পৌত্তলিক ধর্ম গ্রহণ করলেন। আর মোশির ব্যবস্থায় ধর্মত্যাগীর শাস্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা। ধর্মত্যাগী যদি অলৌকিক চিহ্নধারী ও অলৌকিক কার্যাদি সম্পন্নকারী ভাববাদীও হন তবুও তাকে এই শাস্তি প্রদান করতে হবে। দ্বিতীয় বিবরণের ১৩ ও ১৭ অধ্যায়ে তা উল্লেখ করা হয়েছে।[৪০৪] তোরাহের কোনো একটি আয়াত থেকেও জানা যায় না যে, ধর্মত্যাগীর তাওবা করলে বা অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসলে তার সেই তাওবা বা ফিরে আসা গ্রহণযোগ্য হবে। ধর্মত্যাগীর তাওবা যদি গৃহীত হত তবে মোশি গোবৎস উপাসকদের হত্যার নির্দেশ দিতেন না। গোবৎস উপাসনার পাপের কারণে মোশি ২৩ হাজার মানুষকে হত্যা করেছিলেন।[৪০৫]

দ্বিতীয় পাপঃ তিনি প্রতিমা পূজার জন্য যিরূশালেমের সম্মুখস্থ পর্বতে উচ্চস্থলী বা মন্দির ও বেদি নির্মাণ করলেন। এই প্রতিমামন্দির ও বেদীগুলো পরবর্তী শতশত বছর তথায় স্থায়ী ছিল। অবশেষে শলোমনের মৃত্যুর ৩৩০ বছরেরও অধিককাল পরে যিহুদা রাজ্যের রাজা যোশিয় বিন আমোন (আমোনের পুত্র যোশিয় রাজা) তার রাজত্বকালে এ সকল মন্দির ও উচ্চস্থলী অশুচি করেন এবং প্রতিমাগুলো ভেঙ্গে ফেলেন। ২ রাজাবলির ২৩ অধ্যায়ে তা উল্লেখ করা হয়েছে।[৪০৬]

তৃতীয় পাপঃ যে জাতিগণের নিকটবর্তী হতে সদাপ্রভু ঈশ্বর নিষেধ করেছিলেন তিনি সে সকল জাতির নারীদেরকে বিবাহ করেন। দ্বিতীয় বিবরণের ৭ অধ্যায়ে রয়েছে, "আর তাহাদের সহিত বিবাহসম্বন্ধ করিবে না; তুমি তাহার পুত্রকে আপনার কন্যা দিবে না ও আপন পুত্রের জন্য তাহার কন্যা গ্রহণ করিবে না।"[৪০৭]

[৪০৪]. দ্বিতীয় বিবরণ ১৩/১-১১ ও ১৭/২-৭।

[৪০৫]. ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত আরবি বাইবেলের ভাষ্য অনুসারে ২৩ হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়। পরবর্তী সংস্করণগুলোর ভাষ্য অনুসারে এই সংখ্যা ছিল ৩ হাজার। যাত্রাপুস্তক ৩২/২৮।

[৪০৬]. ২ রাজাবলি ২৩/১-২০।

[৪০৭]. দ্বিতীয় বিবরণ ৭/৩।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

চতুর্থ পাপঃ তিনি একহাজার স্ত্রী গ্রহণ করেন। ইস্রায়েলীদের মধ্যে যারা শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করবেন তাদের জন্য অনেক স্ত্রী গ্রহণ করা নিষিদ্ধ ছিল। দ্বিতীয় বিবরণের ১৭ অধ্যায়ের ১৭ আয়াতে বলা হয়েছে, "আর সে (রাজা) অনেক স্ত্রী গ্রহণ করিবে না, পাছে তাহার হৃদয় বিপথগামী হয়।"

পঞ্চম পাপঃ শলোমনের স্ত্রীগণ আপন আপন প্রতিমা ও দেবতার উদ্দেশে ধূপ জ্বালাত ও বলিদান করত। আর যাত্রাপুস্তকের ২২ অধ্যায়ে স্পষ্টত বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তি প্রতিমা-দেবতার জন্য বলিদান করবে তাকে হত্যা করিতে হইবে।"[৪০৮] এই নির্দেশের ভিত্তিতে এ সকল স্ত্রীকে হত্যা করা শলোমনের অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় দায়িত্ব ছিল। উপরন্তু এ সকল স্ত্রী তাঁকে ঈশ্বর ভিন্ন অন্য দেবতার সেবা করতে প্ররোচিত করেছিল। এজন্য শলোমনের ঈশ্বর নির্দেশিত অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব ছিল যে, তিনি এদেরকে প্রস্তরাঘাতে বধ করবেন। দ্বিতীয় বিবরণের ১৩ অধ্যায়ে এ বিষয়ে অলঙ্ঘণীয় নির্দেশ দান করা হয়েছে।[৪০৯]

শলোমন মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কখনোই তাঁর এই দুটি অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব পালন করেননি।

অবাক বিষয় যে, দাউদ ও শলোমন তোরাহ নির্দেশিত এ সকল বিধান তাঁদের নিজেদের উপর এবং পরিবারের সদস্যদের উপর প্রয়োগ করলেন না। ধর্ম নিয়ে তামাশা ও বিকৃতি এর চেয়ে বেশি আর কী হতে পারে? এ সকল শাস্তি ও বিধান কি ঈশ্বর শুধু দরিদ্র, অসহায় ও দুর্বল মানুষদের উপর প্রয়োগ করার জন্য দিয়েছেন?

পুরাতন নিয়মের কোনো একটি স্থান থেকেও বোঝা যায় না যে, শলোমন তাঁর এই মহাপাপ থেকে তাওবা করেছিলেন বা এই মহাপাপ পরিত্যাগ করেছিলেন। বরং পুরাতন নিয়মের বিবরণ অনুসারে একথা স্পষ্ট হয় যে, তিনি কখনোই এই মহাপাপ ত্যাগ করেননি বা স্বধর্মে ফিরে আসেননি। তিনি যদি তাওবা করতেন বা স্বধর্মে ফিরে আসতেন তবে অবশ্যই তিনি এ সকল মন্দির বা উচ্চস্থলী ভেঙ্গে ফেলতেন, এ সকল মন্দিরে যে সকল দেবতা ও প্রতিমা স্থাপন করেছিলেন সেগুলো বিনষ্ট করতেন এবং

[৪০৮]. গ্রন্থকার প্রদত্ত আরবি পাঠের অনুবাদ। এখানে বাংলা বাইবেলে বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তি কেবল সদাপ্রভু ব্যতিরেকে কোনো দেবতার কাছে বলিদান করে, সে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইবে।"

[৪০৯]. "তোমার ভ্রাতা... কিম্বা তোমার বক্ষের স্ত্রী... যদি গাপনে তোমাকে প্রবৃত্তি দিয়া বলে, আইস, আমরা গিয়া অন্য দেবতাদের সেবা করি,... তবে তুমি সেই ব্যক্তির প্রস্তাবে সম্মত হইও না, তাহার কথায় কর্ণপাত করিও না; তোমার চক্ষু তাহার প্রতি দয়া করিবে না, তাহাকে কৃপা করিবে না, তাহাকে লুকাইয়া রাখিবে না। কিন্তু অবশ্য তুমি তাহাকে বধ করিবে; তাহাকে বধ করিবার জন্য প্রথমে তুমিই তাহার উপরে হস্তার্পণ করিবে, পরে সমস্ত লোক হস্তার্পণ করিবে। তুমি তাহাকে প্রস্তরাঘাত করিবে, যেন সে মরিয়া যায়...।" দ্বিতীয় বিবরণ ১৩/১৬-১১।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

এ সকল স্ত্রীকে তিনি প্রস্তরাঘাতে বধ করতেন। তবে তোরাহের বিধান অনুসারে মুরতাদ বা ধর্মত্যাগীর তাওবার কোনো মূল্য নেই। তোরাহের বিধানানুসারে ধর্মত্যাগীর জন্য প্রস্তরাঘাতে হত্যা ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প নেই। মীযানুল হক গ্রন্থের প্রণেতা মি. ফানডার ১৮৪৭ সালে প্রকাশিত তাঁর 'তরীকুল হায়াত' (জীবনের পথ) নামক পুস্তকের ৫৫ পৃষ্ঠায় দাবি করেছেন যে, আদম ও শলোমন তাওবা করেছিলেন। তার এই দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন দাবি ছাড়া কিছুই নয়।

(২৮) এই পুস্তকের ভূমিকায় ৭ম বিষয় থেকে পাঠক জেনেছেন যে, বৈথেলে বসবাসরত একজন ভাববাদী ঈশ্বরের ভাববাণী প্রচারের নামে মিথ্যা বলেন এবং এভাবে ঈশ্বরের নামে মিথ্যাকথা বলে তিনি নিরীহ একজন ঈশ্বরের লোককে প্রতারিত করেন, তাকে ঈশ্বরের ক্রোধের মধ্যে নিক্ষিপ্ত করেন এবং তাকে বিনষ্ট করেন।[৪১০]

(২৯) ১ শমুয়েলের ১০ অধ্যায়ে ইস্রায়েলের প্রসিদ্ধ রক্তপিপাসু রাজা শৌল সম্পকে বলা হয়েছে, "১০ তাঁহারা সেখানে, সেই পর্বতে, উপস্থিত হইলে, দেখ, একদল ভাববাদী তাঁহার সম্মুখে পড়িলেন; এবং ঈশ্বরের আত্মা সবলে তাঁহার উপরে আসিলেন, ও তাঁহাদের মধ্যে তিনি ভাবোক্তি প্রচার করিতে লাগিলেন (a company of prophets met him; and the Spirit of God came upon him, and he prophesied among them)। ১১ আর যাহারা পূর্বে তাঁহাকে জানিত, তাহারা সকলে যখন দেখিল, দেখ, তিনি ভাববাদীদের সহিত ভাবোক্তি প্রচার করিতেছেন, তখন লোকেরা পরস্পর কহিল, কিশের পুত্রের কি হইল? শৌলও কি ভাববাদীগণের মধ্যে একজন (Is Saul also among the prophets)? ১২ তাহাতে তথাকার একজন উত্তর করিল, ভালো, উহাদের পিতা কে? এইরূপে, 'শৌলও কি ভাববাদীগণের মধ্যে একজন?' এই কথা প্রবাদ হইয়া উঠিল। ১৩ পরে তিনি ভাবোক্তি প্রচার সাঙ্গ করিয়া উচ্চস্থলীতে গেলেন।"

১ শমুয়েলের ১১ অধ্যায়ের ৬ আয়াত নিম্নরূপ, "৬ ঐ কথা শুনিলে পর ঈশ্বরের আত্মা শৌলের উপরে সবলে আসিলেন, এবং তাঁহার ক্রোধ অতিশয় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।"

উপরের বক্তব্যগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, শৌল ঈশ্বরের আত্মায় বা পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ ছিলেন এবং ভবিষ্যতের বিষয়ে ভাববাণী করতেন (অর্থাৎ তিনি একজন ভাববাদী বা নবী ছিলেন)।

এই পুস্তকেরই ১৬ অধ্যায়ে রয়েছে, "তখন সদাপ্রভুর আত্মা শৌলকে

[৪১০]. বিস্তারিত দেখুন: ১ রাজাবলি ১৩/১১-২৯।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

ত্যাগ করিয়াছিলেন, আর সদাপ্রভু হইতে এক দুষ্ট আত্মা আসিয়া তাঁহাকে উদ্বিগ্ন করিতে লাগিল (But the Spirit of the LORD departed from Saul, and an evil spirit from the LORD troubled him)" ।[৪১১]

এই আয়াত থেকে জানা যায় যে, এই ভাববাদী বা নবী তাঁর ভাববাদিত্বের পদ হারিয়ে ফেলেন। ঈশ্বরের আত্মা তাঁকে পরিত্যাগ করে এবং ঈশ্বরের পক্ষ থেকে দুষ্ট আত্মা বা শয়তানের আত্মা তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করে।

এই পুস্তকেরই ১৯ অধ্যায়ে রয়েছে, "২৩ তখন শৌল রামাস্থিত নায়োতে গেলেন। আর ঈশ্বরের আত্মা তাঁহার উপরেও আসিলেন, তাহাতে তিনি রামাস্থিত নায়োতে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত যাইতে যাইতে ভাবোক্তি প্রচার করিলেন। ২৪ আর তিনিও আপন বস্ত্র খুলিয়া ফেলিলেন, এবং তিনিও শমুয়েলের সম্মুখে ভাবোক্তি প্রচার করিলেন, আর সমস্ত দিবারাত্রি বিবস্ত্র হইয়া পড়িয়া রহিলেন। এই জন্য লোকে বলে, শৌলও কি ভাববাদীদের মধ্যে একজন?"

এভাবে এই পদচ্যুত ভাববাদী পুনরায় ভাববাদিত্বের সুউচ্চ শিখরে আরোহণ করলেন। পবিত্র আত্মা এমন শক্তিতে তাঁর উপর আগমন করলেন যে, তিনি তাঁর সকল পোশাক খুলে ফেলে উলঙ্গ হয়ে পড়লেন। আর (পবিত্র আত্মার মহান প্রভাবে ও শক্তিতে) তিনি পুরো একদিন ও একরাত এভাবে উলঙ্গ হয়েই থাকলেন। এই ভাববাদী পবিত্র আত্মা ও শয়তানের আত্মার (ঈশ্বরের পক্ষ থেকে দুষ্ট আত্মার) মধ্যে এমন অপূর্ব সমন্বয় করেছিলেন যা সত্যই এক অবাক বিষয়! পাঠক যদি এই মহান ভাববাদীর যুলুম, অবাধ্যতা ও অনাচার সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চান তবে শমুয়েল ভাববাদীর এই পুস্তকটি পাঠ করুন।

(৩০) যিশুর বারোজন প্রেরিত ভাববাদীর একজন ছিলেন ঈষ্করিয়োতীয় যিহুদা (Judas Iscariot)। তিনি ছিলেন পবিত্র আত্মাময় এবং আত্মায় পরিপূর্ণ এবং তিনি ছিলেন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। মথিলিখিত সুসমাচারের ১০ অধ্যায়ে তা উল্লেখ করা হয়েছে।[৪১২] এই মহান ভাববাদী পার্থিব স্বার্থের জন্য তার পরকালীন মুক্তি বিক্রয় করে দেন। তিনি মাত্র ৩০টি

[৪১১]. ১ শমুয়েল ১৬/১৪। আরো দেখুন ১৯/৯।

[৪১২]. যিশু যিহুদাসহ এই বারোজনকে মৃতকে জীবিত করাসহ সকল প্রকার অলৌকিক ক্ষমতা প্রদান করেন। "পরে তিনি আপনার বারোজন শিষ্যকে নিকটে ডাকিয়া তাঁহাদিগকে অশুচি আত্মাদের উপরে ক্ষমতা দিলেন, যেন তাঁহারা তাহাদিগকে ছাড়াইতে, এবং সর্বপ্রকার রোগ ও ব্যাধি আরোগ্য করিতে পারেন।... পীড়িতদিগকে সুস্থ করিও, মৃতদিগকে উত্থাপন করিও, কুষ্ঠীদিগকে শুচি করিও, ভূতদিগকে ছাড়াইও...। মথি ১০/১-৮।

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে যিশুকে ইয়াহুদিদের হাতে সমর্পণ করেন। এরপর গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন। মথিলিখিত সুসমাচারের ২৭ অধ্যায়ে তা উল্লেখ করা হয়েছে।[৪১৩] সুসমাচার লেখক যোহন তার সুসমাচারের ১২ অধ্যায়ে[৪১৪] সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, যিশুর প্রেরিত এই মহান ভাববাদী চোর ছিলেন। তার নিকটে টাকার থলি থাকত আর তার মধ্যে যা রাখা হত সবই তিনি হরণ করতেন। ভাববাদী ও প্রেরিতগণ কি এরূপই চোর হন? তাঁরা কি এভাবেই পার্থিব স্বার্থের জন্য পারলৌকিক মুক্তি বিক্রয় করে দেন?

(৩১) খ্রিস্টানগণ বিশ্বাস করেন যে, যিশুর বারোজন প্রেরিত শিষ্যের মর্যাদা মোশি ও অন্য সকল ইস্রায়েলীয় ভাববাদীর চেয়ে বেশি। যে রাতে ইয়াহুদিরা যিশুকে গ্রেফতার করল সে রাতে এই মহামর্যাদাবান প্রেরিতগণ যিশুকে শত্রুর হাতে ছেড়ে দিয়ে পালিয়েছিলেন।[৪১৫] এর চেয়ে বড় পাপ আর কী হতে পারে!

খ্রিস্টান পাদরিগণ হয়ত দাবি করবেন যে, তাদের কাপুরুষতা বা ভীরুতার (cowardice) কারণে তারা এরূপ করেছিলেন। আর কাপুরুষতা, ভয় বা দুর্বলতা একটি প্রাকৃতিক ও জন্মগত বিষয়, এজন্য কাউকে দোষ দেওয়া যায় না বা অপরাধী বলা যায় না। তাদের এই দাবি মেনে নিলেও প্রেরিতগণের অন্য একটি কর্মের জন্য কোনো কৈফিয়ত বা ওযর পাওয়া যায় না। কর্মটি ছিল আরো সহজ। সেই রাতে যিশু অত্যন্ত দুঃখার্ত ও ব্যাকুল ছিলেন। তিনি শিষ্যদেরকে বলেন, আমার প্রাণ অত্যন্ত দুঃখার্ত,[৪১৬] তোমরা এখানে থাকো এবং আমার সাথে জেগে থাকো। পরে তিনি কিঞ্চিত অগ্রসর হয়ে উবুড় হয়ে (সাজদা করে) প্রার্থনা করেন (সালাত আদায় করেন)। পরে তিনি শিষ্যদের নিকটে এসে দেখেন যে, তারা ঘুমিয়ে পড়েছেন। তখন তিনি পিতরকে বললেন, এ কি? একঘণ্টাও কি আমার সঙ্গে জেগে থাকতে তোমাদের শক্তি হল না? জেগে থাকো ও প্রার্থনা করো। এরপর তিনি দ্বিতীয় বার গিয়ে আবার প্রার্থনা করলেন। পরে তিনি আবার এসে দেখেন যে, তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েছেন। তখন তিনি তাদেরকে ছেড়ে গিয়ে আবার প্রার্থনা করেন। এরপর তিনি শিষ্যদের নিকটে এসে বলেন, এখন তোমরা নিদ্রা যাও, বিশ্রাম করো। মথিলিখিত সুসমাচারের ২৬ অধ্যায়ে এ ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে।[৪১৭]

যিশুর প্রতি যদি শিষ্যদের সামান্যতম ভালোবাসাও থাকত তবে তারা

[৪১৩]. মথি ২৬/১৪-১৬; ৪৭-৫০; ২৭/৩-৫।
[৪১৪]. যোহন ১২/৪-৬।
[৪১৫]. মথি ২৬/৫৬।
[৪১৬]. আমার প্রাণ মরণ পর্যন্ত দুঃখার্ত হইয়াছে। মথি ২৬/৩৮।
[৪১৭]. মথি ২৬/৩৬-৪৬।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

কখনোই এরূপ করতে পারতেন না। পৃথিবীর সাধারণ পাপী মানুষদের দিকে তাকান। যদি তাদের কোনো নেতা বা কোনো আপনজন অত্যন্ত দুঃখার্ত ও অস্থির থাকেন, অথবা অসুস্থ থাকেন তবে তারা সে রাতে ঘুমাতে পারেন না। জগতের সবচেয়ে পাপী মানুষটিও এরূপ অবস্থায় ঘুমাতে পারবেন না।[৪১৮]

(৩২) যিশুর বারো প্রেরিত শিষ্যের একজন পিতর। ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের দাবি অনুসারে যিশুর তিরোধানের পরে তিনিই ছিলেন যিশুর স্থলাভিষিক্ত ও খ্রিস্টান জাতির কর্ণধার। তিনি ছিলেন প্রেরিতগণের প্রধান। অন্য শিষ্যদের মতোই তিনি যিশুকে দুঃখার্ত ও ব্যাকুল দেখেও শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েন এবং তাঁকে শত্রুর হাতে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যান। এ বিষয়ে তিনি অন্যান্যদের মতোই ছিলেন। তবে (প্রেরিতগণের নেতা ও কর্ণধার হিসেবে) এক্ষেত্রে তিনি অতিরিক্ত একটি কর্ম করার মর্যাদা লাভ করেছিলেন। যখন যিশুকে গ্রেফতারকারীরা তাকে নিয়ে মহাযাজক কায়াফার কাছে যায় তখন পিতর দূরে থেকে তাঁর পিছেপিছে মহাযাজকের প্রাঙ্গন পর্যন্ত গমন করেন এবং বাইরে প্রাঙ্গনে বসে থাকেন।

তখন একজন দাসী তার নিকটে এসে বলেন, তুমিও সেই গালিলীয় যিশুর সঙ্গে ছিলে। কিন্তু তিনি সকলের সাক্ষাতে যিশুর সাথে তার সম্পর্কের কথা অস্বীকার করেন। এরপর অন্য একজন দাসী তাকে দেখে সেই স্থানের লোকজনকে বলে, এই ব্যক্তি সেই নাসরতীয় যিশুর সঙ্গে ছিল। তিনি আবার অস্বীকার করেন এবং শপথ করে বলেন যে, যিশুকে তিনি চিনেনই না। কিছুক্ষণ পরে যারা নিকটে দাঁড়িয়েছিল, তারা এসে পিতরকে বলে, সত্যই তুমিও তাহাদের একজন। তখন পিতর (যিশুকে) অভিশাপ দিতে শুরু করেন এবং শপথ করে বলতে থাকেন যে, তিনি তাঁকে চিনেনই না। তখনই মোরগ ডেকে ওঠে। তাতে পিতরের মনে পড়ে যে, যিশু তাকে বলেছিলেন, 'মোরগ ডাকিবার পূর্বে তুমি তিনবার আমাকে অস্বীকার করিবে'।[৪১৯] মথিলিখিত সুসমাচারের ২৬ অধ্যায়ে এ কাহিনী লিপিবদ্ধ রয়েছে।[৪২০]

পিতরের বিষয়ে যিশু আরো বলেছিলেন, "আমার সম্মুখ হইতে দূর হও, শয়তান, তুমি আমার বিঘ্নস্বরূপ; কেননা যাহা ঈশ্বরের, তাহা নয়, কিন্তু যাহা মনুষ্যের, তাহাই তুমি ভাবিতেছ।" মথিলিখিত সুসমাচারের ১৬ অধ্যায়ে

[৪১৮]. বাইবেলের বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, একান্তই জাগতিক লোভে শিষ্যগণ যিশুর পিছেপিছে ঘুরতেন। যিশু তাদেরকে রাজত্ব, মন্ত্রিত্ব ও বহুগুণ ধনসম্পদ লাভের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেই লোভেই তারা ঘুরতেন বলে তাদের কথাবার্তা ও আচরণ থেকে বোঝা যায়।

[৪১৯]. মথি ২৬/৩৪।

[৪২০]. মথি ২৬/৬৯-৭৫।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

একথা রয়েছে।[৪২১]

খ্রিস্টানদের পবিত্র পুরুষ সাধু পৌল গালাতীয়দের প্রতি প্রেরিত পত্রের ২য় অধ্যায়ে লিখেছেন, "১১ কিন্তু পিতর (কৈফা) যখন আন্তিয়খিয়ায় আসিলেন, তখন আমি মুখের উপরেই তাঁহার প্রতিরোধ করিলাম, কারণ তিনি দোষী হইয়াছিলেন। ১২ ফলতঃ যাকোবের নিকট হইতে কয়েক জনের আসিবার পূর্বে তিনি পরজাতীয়দের সহিত আহার ব্যবহার করিতেন, কিন্তু উহারা আসিলে পর তিনি ছিন্নত্বক্‌দের ভয়ে পিছাইয়া পড়িতে ও আপনাকে পৃথক রাখিতে লাগিলেন। ১৩ আর তাঁহার সহিত অন্য সকল যিহুদিও কপট ব্যবহার করিল; এমন কি, বার্ণবাও তাঁহাদের কাপট্যের টানে আকর্ষিত হইলেন। ১৪ কিন্তু আমি যখন দেখিলাম, তাঁহারা সুসমাচারের সত্য অনুসারে সরল পথে চলেন না, তখন আমি সকলের সাক্ষাতে কৈফাকে (পিতরকে) কহিলাম, তুমি নিজে যিহুদি হইয়া যদি যিহুদিদের মতো নয়, কিন্তু পরজাতিগণের মতো আচরণ কর, তবে কেন পরজাতিগণকে যিহুদিদের মতো আচরণ করিতে বাধ্য করিতেছ?"

পিতর বা কৈফা কথায় প্রেরিতগণের আগে থাকতেন, কিন্তু অনেক সময় তিনি কী বলতেন তা নিজেই বুঝতেন না। লুকলিখিত সুসমাচারের ৯ অধ্যায়ের ৩৩ আয়াতে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রসিদ্ধ আরব প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টান ধর্মগুরু ইসহাক বরদকান সংকলিত ১৮৪৯ সালে বৈরুতে প্রকাশিত 'আস-সালাস আশারাতা রিসালা' (পুস্তিকা ত্রয়োদশ) নামক আরবি সংকলন গ্রন্থের ২য় পুস্তিকার ৬০ পৃষ্ঠায় রয়েছে, "কারণ পূর্ববর্তী চার্চ-ফাদারদের একজন (স্বর্ণমুখি যোহন: ৩৪৫-৪০৭ খ্রি.[৪২২]) বলেছেন, তিনি (পিতর) অহঙ্কার ও বিরোধিতার রোগে জঘন্যভাবে আক্রান্ত ছিলেন।"

এরপর ৬১ পৃষ্ঠায় লেখক বলেন, "স্বর্ণমুখি যোহন বলেছেন, তার (পিতরের) জ্ঞানবুদ্ধি ছিল দুর্বল ও অসংলগ্ন। পিতরের সম্পর্কে সাধু অগাস্টিন (৩৫৪-৪৩০খ্রি.)[৪২৩] বলেছেন, তিনি অস্থিরচিত্ত ছিলেন। কারণ কখনো তিনি বিশ্বাস করতেন এবং কখনো সন্দেহ পোষণ করতেন। কখনো স্বীকার করতেন যে, খ্রিস্ট মরবেন না, আবার কখনো ভয় করতেন যে, তিনি

[৪২১]. মথি ১৬/২৩।

[৪২২]. 'স্বর্ণমুখি যোহন' নামে পরিচিত যোহন ক্রেসিসটেম ৩৯৮-৪০৪ খ্রিস্টাব্দে কন্সট্যান্টিনেপোলের প্রধান যাজক (Patriarch) ছিলেন।

[৪২৩]. হিপ্পোর সেন্ট অগাস্টিন (Augustine, Saint/ ল্যাটিন: Augustinus) ৩৯৬ থেকে ৪৩০ পর্যন্ত হিপ্পোর বিশপ ছিলেন। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার ভাষ্য অনুসারে সেন্ট পলের পরে খ্রিস্টীয় চার্চের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মতত্ত্ববিদ ও চিন্তাবিদ ছিলেন। খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্বের উপরে তিনি অনেক বইপুস্তক লিখেছেন।

AS-SUNNAH TRUST

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

মৃত্যুবরণ করবেন। খ্রিস্ট তার বিষয়ে কখনো বলেছেন, 'ধন্য তুমি', এবং কখনো তাকে বলেছেন, 'দূর হও, শয়তান।"

এই পিতরই খ্রিস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে মোশি এবং অন্যান্য সকল ইস্রায়েলীয় ভাববাদীর থেকে উত্তম ও অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। সবচেয়ে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন ভাববাদী পিতরের যদি এই অবস্থা হয়, তবে অধিকতর কম মর্যাদাসম্পন্ন বাকি ভাববাদীগণের অবস্থা কী হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়!!

(৩৩) ইয়াহুদি মহাযাজক কায়াফা (Caiaphas)[৪২৪] একজন ভাববাদী (prophet) ছিলেন বলে সুসমাচার লেখক যোহন সাক্ষ্য দিয়েছেন। যোহনলিখিত সুসমাচারের ১১ অধ্যায়ের ৫১ আয়াতে এই কায়াফার বিষয়ে- ১৮৩১ ও ১৮৪৪ সালে প্রকাশিত আরবি বাইবেলের ভাষ্য অনুসারে[৪২৫]- যোহন বলেছেন, "এই কথা যে তিনি আপনা হইতে বলিলেন, তাহা নয়, কিন্তু সেই বৎসরের মহাযাজক হওয়াতে তিনি এই ভাববাণী বলিলেন (prophesied) যে, জাতির জন্য যিশু মরিবেন।"

'ভাববাণী বলিলেন (prophesied)' কথা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি ঈশ্বরের ভাববাদী (prophet) বা নবী ছিলেন। ঈশ্বরের এই ভাববাদী যিশুকে মিথ্যাবাদী বলে ঘোষণা করেন, তাঁকে অবিশ্বাসী বলে ঘোষণা করেন, তাঁকে লাঞ্ছিত করেন এবং তাঁকে হত্যা করার রায় প্রদান করেন।[৪২৬] কায়াফা যদি এ সকল সিদ্ধান্ত ঈশ্বরের পক্ষ থেকে ভাববাণীর বা ঐশ্বরিক প্রেরণার ভিত্তিতে প্রদান করে থাকেন, তবে যিশুর ক্ষেত্রে তাঁর এ সকল সিদ্ধান্ত ঐশ্বরিক বলে গণ্য হবে এবং যিশু সত্যই মিথ্যাবাদী, অবিশ্বাসী ও হত্যার যোগ্য ছিলেন বলে প্রমাণিত হবে। নাউযু বিল্লাহ! আর যদি কায়াফার এ সকল কর্ম ও সিদ্ধান্ত শয়তানের প্ররোচনায় ঘটে থাকে তবে এর চেয়ে বড় পাপ আর কী হতে পারে!

বাইবেলীয় ভাববাদীদের পাপাচার সম্পর্কে আমার আলোচনা এখানেই শেষ করছি। আমার বক্তব্য এই যে, এ সকল পাপ এবং অনুরূপ অন্যান্য

[৪২৪]. কায়াফা ২৭ থেকে ৩৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইয়াহুদিদের মহাযাজক ও প্রধান ধর্মগুরু ছিলেন। এই পদটি মূলত আমৃত্যু হত। তবে রোমান শাসকগণ ইয়াহুদিদের মহাযাজক নিয়োগে ও অপসারণে হস্তক্ষেপ করত। যিশুকে বন্দি করা হলে কায়াফার নেতৃত্বে ইয়াহুদি যাজকগণ একবাক্যে তাঁর মৃত্যুদণ্ডের বিচার করেন। কিন্তু রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার ক্ষমতা তাদের ছিল না। এজন্য যিরূশালেম ও যিহুদার রাজ্যের রোমান গভর্নর পিলাতের নিকট তাঁকে নিয়ে যান, যেন তিনি তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে মৃত্যুদণ্ড প্রদানে সম্মত হন। এই মহাযাজক কায়াফাই পরবর্তী কালে যিশু শিষ্য যোহন ও পিতরের বিচার করেছিলেন ও শাস্তি প্রদান করেছিলেন।

[৪২৫]. অনুবাদে বাংলা বাইবেলের ভাষ্য গ্রহণ করা হয়েছে।

[৪২৬]. মথি ২৬/৫৭-৬৮; মার্ক ১৪/৫৩-৬৫; লুক ২২/৫৪-৭১; যোহন ১৮/১২-২৪।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

পাপের কথা বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মের পুস্তকাদিতে স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে, অথচ এ সকল পাপের কারণে তাঁদের ভাববাদীগণের ভাববাদিত্ব নষ্ট হয়নি বা ভাববাদিত্বের মর্যাদার কোনো ঘাটতি হয়নি। তাহলে মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিষয়ে সামান্য খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আপত্তি উত্থাপন করতে তাদের লজ্জা করে না?

সুপ্রিয় পাঠক,

উপরের বিষয়গুলো আপনি বুঝতে পেরেছেন। এখন আমি মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিষয়ে খ্রিস্টান পাদরিগণের আপত্তিগুলো উল্লেখ করে সেগুলো খণ্ডন করব।

(১) জিহাদ বিষয়ক অভিযোগ

খ্রিস্টান পাদরিদের মতে, ইসলাম ও মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিরুদ্ধে এটিই সবচেয়ে বড় অভিযোগ, আপত্তি ও নিন্দনীয় বিষয়। তারা তাদের পুস্তিকাগুলোতে এ বিষয়ে অনেক বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা লিখেন। এ সকল কথাবার্তার উৎস অযৌক্তিক গোঁয়ার্তুমি ছাড়া কিছুই নয়। আমি এই অভিযোগের উত্তর প্রদানের পূর্বে ভূমিকা হিসেবে পাঁচটি বিষয় উল্লেখ করব।

প্রথম বিষয়: অবিশ্বাসী ও অবাধ্যদের জন্য ঐশ্বরিক শাস্তি

নিঃসন্দেহে আল্লাহ কুফুরি বা অবিশ্বাস ঘৃণা করেন এবং একথা সুনিশ্চিত যে, তিনি পরকালে কাফির বা অবিশ্বাসীদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন। এছাড়া তিনি অবাধ্যতা ও পাপ ঘৃণা করেন। তিনি কখনো কখনো অবিশ্বাসী ও পাপীদেরকে পৃথিবীতেও শাস্তি প্রদান করেন। বিভিন্নভাবে তিনি অবিশ্বাসীদেরকে পৃথিবীতে শাস্তি প্রদান করেন।

কখনো তিনি ঢালাওভাবে সবাইকে ডুবিয়ে মেরে অবিশ্বাসীদের শাস্তি প্রদান করেন। নোহের সময়ে তিনি এরূপ করেছিলেন। তিনি জলপ্লাবনের মাধ্যমে 'ভূচর যাবতীয় প্রাণি- পক্ষী, গৃহপালিত ও বন্যপশু, ভূচর সরীসৃপ সকল এবং মনুষ্য সকল হত্যা করেন। স্থলচর যত প্রাণির নাসিকাতে প্রাণবায়ুর সঞ্চার ছিল, সকলকে হত্যা করেন। এইরূপে ভূমণ্ডল-নিবাসী সমস্ত প্রাণি- মনুষ্য, পশু, সরীসৃপ জীব ও আকাশের পক্ষী সকল পৃথিবী হইতে উচ্ছিন্ন করেন, কেবল নোহ ও তাঁহার সঙ্গী জাহাজস্থ প্রাণিরা বাঁচলেন'।[৪২৭]

কখনো তিনি বিশেষভাবে অবিশ্বাসীদেরকে ডুবিয়ে মেরে শাস্তি প্রদান করেন। যেমন মোশির সময়ে ফরৌণ এবং তার সেনাবাহিনীকে পানিতে

[৪২৭]. আদিপুস্তক ৭/১০-২৪।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

ডুবিয়ে ধ্বংস করেন।[৪২৮]

কখনো তিনি হঠাৎ করে ধ্বংস ও হত্যা করেন। যেমন যে রাতে ইস্রায়েল সন্তানগণ মিসর ত্যাগ করেছিল সেই রাতের মধ্যভাগে হঠাৎ করে 'সদাপ্রভু সিংহাসনে উপবিষ্ট ফরৌণের প্রথমজাত সন্তান অবধি কারাকূপস্থ বন্দির প্রথমজাত সন্তান পর্যন্ত মিসর দেশস্থ সমস্ত প্রথমজাত সন্তানকে ও পশুদের প্রথমজাত শাবকগণকে নিহনন করিলেন'।[৪২৯]

কখনো তিনি গগন হতে গন্ধক ও অগ্নি বর্ষিয়ে এবং ভূমি উৎপাটন করে অবিশ্বাসীদেরকে হত্যা ও ধ্বংস করেন। লোটের সময়ে এরূপ ঘটেছে। সদাপ্রভু তখন সদোমের ও ঘমোরার সমুদয় নগর ও সমস্ত অঞ্চল-নিবাসী সকল মানুষকে গগন হতে গন্ধক ও অগ্নি বর্ষিয়ে ও সেই ভূমিতে জাত সমস্ত কিছু উৎপাটন করে শাস্তি প্রদান করেন।[৪৩০]

কখনো তিনি বিভিন্ন রোগব্যাধি দ্বারা অবিশ্বাসীদেরকে ধ্বংস করেন। যেমন (দাউদদের যুগে) সদাপ্রভু অস্‌দোদীয়দেরকে স্ফোটক দ্বারা আঘাত করেন এবং সংহার করেন।[৪৩১]

কখনো তিনি ফিরিশতা বা দূত প্রেরণ করে অবিশ্বাসী বা কাফিরদেরকে হত্যা ও ধ্বংস করেন। অশুরীয়দের ক্ষেত্রে তিনি এরূপ করেছিলেন। তিনি একজন দূত (ফিরিশতা) প্রেরণ করেন, তিনি অশুরীয়দের শিবিরে একলক্ষ পঁচাশি সহস্র লোককে বধ করেন। ২ রাজাবলির ১৯ অধ্যায়ে তা উল্লেখ করা হয়েছে।[৪৩২]

কখনো তিনি ভাববাদীগণ এবং তাঁদের অনুসারীদের দ্বারা পরিচালিত জিহাদের মাধ্যমে অবিশ্বাসীদের শাস্তি প্রদান করেন। দ্বিতীয় বিষয়ের আলোচনায় পাঠক তার বিস্তারিত বিবরণ জানতে পারবেন।

অনুরূপভাবে তিনি পাপী ও অবাধ্যদেরকেও শাস্তি প্রদান করেন। কখনো তিনি ভূমিধ্বস ও অগ্নি দ্বারা তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন। যেমন তিনি কোরহ (কারুন), দাথন, অবিরাম ও অন্যান্যদেরকে শাস্তি প্রদান করেন। তারা যখন মোশির বিরুদ্ধাচরণ করল তখন 'তাহাদের অধঃস্থিত ভূমি বিদীর্ণ হইল, আর পৃথিবী আপন মুখ বিস্তার করিয়া কোরহ, দাথন ও অবিরামকে, তাহাদের পরিজনগণকে ও কোরহের সপক্ষ সমস্ত লোককে

[৪২৮]. যাত্রাপুস্তক ১৪/২১-৩১।
[৪২৯]. যাত্রাপুস্তক ১২/২৯-৩৩।
[৪৩০]. আদিপুস্তক ১৯/২৩-২৯।
[৪৩১]. ১ শমুয়েল ৫/৬-১২।
[৪৩২]. ২ রাজাবলি ১৯/৩৫।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

এবং তাহাদের সকল সম্পত্তি গ্রাস করিল।... আর সদাপ্রভু হইতে অগ্নি নির্গত হইয়া যাহারা ধূপ নিবেদন করিয়াছিল, সেই দুইশত পঞ্চাশ জন লোককেগ্রাস করিল।' গণনাপুস্তকের ১৬ অধ্যায়ে এই ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।[৪৩৩]

কখনো তিনি এরূপ অবাধ্য ও পাপীদেরকে মহামারি ইত্যাদির মাধ্যমে হঠাৎ ধ্বংস করে শাস্তি প্রদান করেন। কোরহ ও তার সাথিদের ধ্বংসের পরদিন যখন ইস্রায়েলীয়গণ হারোণের সাথে বসচা করে তখন সদাপ্রভু এরূপ হঠাৎ মহামারিরূপ শাস্তি দিয়ে ইস্রায়েলীদের মধ্য থেকে চৌদ্দ হাজার সাতশত লোক ধ্বংস করেন। যদি এ সময়ে হারোণ মৃত ও জীবিত লোকদের মধ্যে না দাঁড়াতেন এবং ইস্রায়েলীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করতেন তবে সেদিন সদাপ্রভুর ক্রোধে ইস্রায়েলীয়গণ সকলেই ধ্বংস হয়ে যেত। গণনাপুস্তকের উপরের অধ্যায়েই ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে।[৪৩৪]

অনুরূপভাবে বৈৎশেমসের লোকেরা সদাপ্রভুর সিন্দুকে দৃষ্টিপাত করায় তিনি হঠাৎ আঘাত করে ৫০ হাজার ৭০ জনকে হত্যা করেন। ১ শমুয়েলের ৬ অধ্যায়ে ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে।[৪৩৫]

কখনো তিনি বিষধর সর্পের দ্বারা অবাধ্যদেরকে শাস্তি প্রদান করেন। যেমন অন্য একবার ইস্রায়েল সন্তানগণ মোশির অবাধ্যতা করলে সদাপ্রভু লোকদের মধ্যে জ্বালাদায়ী সর্প প্রেরণ করেন, তারা লোকদের দংশন করলে ইস্রায়েলীয়দের অনেক লোক মারা পড়ে। গণনাপুস্তকের ২১ অধ্যায়ে তা উল্লেখ করা হয়েছে।[৪৩৬]

কখনো তিনি দূত (ফিরিশতা) প্রেরণ করে অবাধ্যদেরকে ধ্বংস করেন। যেমন ঘটেছিল দাউদের সময়ে। দাউদ ইস্রায়েল-সন্তানদের গণনা করলে সদাপ্রভু ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁর এই মহাপাপের শাস্তি হিসেবে দূত প্রেরণ করে মহামারির মাধ্যমে ৭০ হাজার মানুষ ধ্বংস করেন। ২ শমুয়েলের ২৪ অধ্যায়ে এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।[৪৩৭]

কখনো কখনো তিনি অবিশ্বাসী ও অবাধ্যদেরকে পৃথিবীতে কোনোরূপ শাস্তি প্রদান করেন না। পাঠক জেনেছেন যে, খ্রিস্টানগণের বিশ্বাস অনুসারে যিশুর প্রেরিতগণ মোশি ও অন্যান্য সকল ইস্রায়েলীয় ভাববাদীর চেয়ে অধিক মর্যাদাবান এবং তারা ঈশ্বরের সিন্দুকের অন্তর্ভুক্ত। এ কারণে প্রেরিতের হত্যাকারীগণ খ্রিস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে নোহ, লোট ও মোশির যুগের

[৪৩৩]. গণনাপুস্তক ১৬/২০-৩৫।
[৪৩৪]. গণনাপুস্তক ১৬/৪১-৫০।
[৪৩৫]. ১ শমুয়েলের ৬/১৯।
[৪৩৬]. গণনাপুস্তক ২১/৬-৯।
[৪৩৭]. ২ শমুয়েল ২৪/১-১৫।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

কাফির বা অবিশ্বাসীদের চেয়েও খারাপ। প্রসিদ্ধ অত্যাচারী অবিশ্বাসী পৌত্তলিক রোমান সম্রাট নিরো (রাজত্ব: ৫৪-৬৮খ্রি.) যিশুর প্রেরিত শিষ্য পিতর, তাঁর স্ত্রী, পৌল ও আরো অনেক খ্রিস্টানকে কঠিনতম শাস্তি দিয়ে হত্যা করেন। অনুরূপভাবে অবিশ্বাসীরা প্রেরিতদের এবং তাদের অনুসারীদের অনেককে হত্যা করে। কিন্তু ঈশ্বর তাদেরকে কোনোরূপ শাস্তি প্রদান করেননি। তিনি তাদেরকে পানিতে ডুবিয়ে, গন্ধক ও অগ্নি বর্ষণ করে, ভূমি উল্টিয়ে, প্রথমজাত সন্তানদের হত্যা করে, রোগব্যাধি দিয়ে, দূত প্রেরণ করে, সর্প প্রেরণ করে বা অন্য কোনোভাবে কোনো শাস্তি প্রদান করেননি।

দ্বিতীয় বিষয়: অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে ভাববাদীগণের যুদ্ধ-জিহাদ

পূর্ববর্তী ভাববাদীগণ অবিশ্বাসী, বিধর্মী বা কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, তাদের হত্যা করেছেন, তাদের সন্তান ও স্ত্রীগণকে বন্দি করেছেন এবং তাদের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করেছেন। কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিষয়টি মুহাম্মাদ ﷺ-এর ব্যবস্থার একক বৈশিষ্ট্য নয়; বরং পূর্ববর্তী সকল ভাববাদীর এবং সকল ব্যবস্থার বিধান। বাইবেলের পুরাতন এবং নতুন নিয়ম পাঠ করলেই তা পাঠক জানতে পারবেন। এ বিষয়ে বাইবেলে অগণিত প্রমাণ রয়েছে। আমি এখানে অল্পকিছু প্রমাণ উল্লেখ করছি।

(১) দ্বিতীয় বিবরণের ২০ অধ্যায়ে রয়েছে, "১০ যখন তুমি কোনো নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে তাহার নিকটে উপস্থিত হইবে, তখন তাহার কাছে সন্ধির কথা ঘোষণা করিবে। ১১ তাহাতে যদি সে সন্ধি করিতে সম্মত হইয়া তোমার জন্য দ্বার খুলিয়া দেয়, তবে সেই নগরে যে সমস্ত লোক পাওয়া যায়, তাহারা তোমাকে কর দিবে ও তোমার দাস হইবে। ১২ কিন্তু যদি সে সন্ধি না করিয়া তোমার সহিত যুদ্ধ করে, তবে তুমি সেই নগর অবরোধ করিবে। ১৩ পরে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তাহা তোমার হস্তগত করিলে তুমি তাহার সমস্ত পুরুষকে খড়্গধারে আঘাত করিবে, ১৪ কিন্তু স্ত্রীলোক, বালক-বালিকা ও পশুগণ প্রভৃতি নগরের সর্বস্ব, সমস্ত লুটদ্রব্য আপনার জন্য লুট-স্বরূপে গ্রহণ করিবে, আর তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর দত্ত শত্রুদের লুট ভোগ করিবে। ১৫ এই নিকটবর্তী জাতিদের নগর ব্যতিরেকে যে সকল নগর তোমা হইতে অতিদূরে আছে, তাহাদেরই প্রতি এইরূপ করিবে। ১৬ কিন্তু এই জাতিদের যে সকল নগর তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু অধিকারার্থে তোমাকে দিবেন, সেই সকলের মধ্যে শ্বাসবিশিষ্ট কাহাকেও জীবিত রাখিবে না; ১৭ তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর আজ্ঞা অনুসারে তাহাদিগকে- হিত্তীয়, ইমোরীয়, কনানীয়, পরিষীয়, হিব্রীয় ও যিবুষীয়দিগকে, নিঃশেষে বিনষ্ট করিবে।"

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

উপরের বক্তব্য থেকে জানা গেল যে, হিত্তীয়, ইমোরীয়, কনানীয়, পরিষীয়, হিব্রীয় ও যিবুষীয় এই ছয়টি জাতির ক্ষেত্রে সদাপ্রভু ঈশ্বরের নির্দেশ এই যে, এদের মধ্যকার নারী, পুরুষ, শিশু নির্বিশেষে সকল শ্বাসবিশিষ্ট প্রাণিকে খড়্গাঘাতে হত্যা করতে হবে। অন্যান্য সকল জাতির ক্ষেত্রে ঈশ্বরের নির্দেশ এই যে, তাদেরকে প্রথমে সন্ধির জন্য আহ্বান করতে হবে। যদি তারা সন্ধি করতে, অধীনতা স্বীকার করতে এবং কর প্রদান করতে রাযি হয় তবে ভালো। আর যদি তারা সন্ধি করতে রাযি না হয় তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারলে বিজিত জাতির সকল পুরুষকে খড়্গাঘাতে হত্যা করতে হবে, তাদের সন্তান ও স্ত্রীগণকে ক্রীতদাসরূপে বন্দি করতে হবে এবং তাদের পশুসম্পদ ও অন্যান্য সকল ধনসম্পদ লুণ্ঠন করতে হবে। বন্দিকৃত ও লুণ্ঠিত নারী, শিশু ও সম্পদ সদাপ্রভুর দত্ত লুট হিসেবে মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে, যা তারা ভোগ করবে। ইস্রায়েলীয়দের দেশ থেকে দূরবর্তী সকল জনপদের ক্ষেত্রে এরূপ করতে হবে।

খ্রিস্টান পাদরিগণ ইসলামের জিহাদের বিরুদ্ধে যাকিছু ভিত্তিহীন অপপ্রচার চালান সবকিছুর খণ্ডনে বাইবেলের এই একটি বক্তব্যই যথেষ্ট। অতীতে ও বর্তমানে মুসলিম পণ্ডিতগণ খ্রিস্টানদের অপপ্রচারের প্রত্যুত্তরে বাইবেলের এই বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু পাদরিগণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব থাকেন। মনে হয় তারা প্রতিপক্ষের বক্তব্যের মধ্যে এ উদ্ধৃতিটি দেখতেই পাননি। তারা এ বিষয়ে কিছুই বলেন না। এ বক্তব্যকে স্বীকারও করেন না বা এর ব্যাখ্যাও দেন না।[৪৩৮]

(২) যাত্রাপুস্তকের ২৩ অধ্যায়ে রয়েছে, "২৩ কেননা আমার দূত তোমার অগ্রেঅগ্রে যাইবেন, এবং ইমোরীয়, হিত্তীয়, পরিষীয়, কনানীয়, হিব্রীয় ও যিবুষীয়ের দেশে তোমাকে প্রবেশ করাইবেন; আর আমি তাহাদিগকে উচ্ছিন্ন করিব। ২৪ তুমি তাহাদের দেবগণের কাছে প্রণিপাত করিও না, এবং তাহাদের সেবা করিও না ও তাহাদের ক্রিয়ার ন্যায় ক্রিয়া করিও না; কিন্তু

[৪৩৮]. খ্রিস্টানদের ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে অজ্ঞ অখ্রিস্টান বা সাধারণ খ্রিস্টানদেরকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য কোনো কোনো পাদরি বোঝান যে, জিহাদের এ বিধান ও অনুরূপ বিধানাদি পুরাতন নিয়মের বিধান, যা ইয়াহুদিদের জন্য খ্রিস্টানদের জন্য নয়। যিশু এরূপ বিধান দেননি। প্রকারান্তে তারা বোঝাতে চান যে, পুরাতন নিয়মের বিধানাবলি যিশুর মাধ্যমে পরিবর্তিত ও রহিত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আমরা দেখেছি যে, একথা প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়। তারা অসুবিধা দেখলে পুরাতন নিয়মের বিধানাবলি রহিত বলে বোঝাতে চান এবং সুবিধা দেখলে পুরাতন নিয়মের বক্তব্যকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন। মূলত খ্রিস্টান ধর্মতত্ত্বে রহিতকরণ বলে কিছু নেই। তাদের বিশ্বাস অনুসারে পুরাতন নিয়মের সকল নির্দেশ ও বিধানই খ্রিস্টানদের জন্য প্রযোজ্য ও ঐশ্বরিক নির্দেশ হিসেবে মান্য। যিশু নিজেই ঘোষণা করেছেন যে, তিনি পুরাতন নিয়মকে রহিত করতে বা পরিবর্তিত করতে আগমন করেননি, বরং তা পালন ও পূর্ণ করতে আগমন করেছেন।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

তাহাদিগকে সমূলে উৎপাটন করিও, এবং তাহাদের স্তম্ভ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিও।"

(৩) যাত্রাপুস্তকের ২৪ অধ্যায়ে উপর্যুক্ত ছয়জাতি সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, "১২ সাবধান, যে দেশে তুমি যাইতেছ, সেই দেশনিবাসীদের সহিত নিয়ম স্থির করিও না, পাছে তাহা তোমার মধ্যবর্তী ফাঁদস্বরূপ হয়। ১৩ কিন্তু তোমরা তাহাদের বেদি সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, তাহাদের স্তম্ভ সকল খণ্ড খণ্ড করিবে, ও তথাকার আশেরা-মূর্তি সকল কাটিয়া ফেলিবে।"

(৪) গণনাপুস্তকের ৩৩ অধ্যায়ে নিম্নরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, "৫১ তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে কহ, তাহাদিগকে বল, তোমরা যখন যর্দন পার হইয়া কনান দেশে উপস্থিত হইবে, ৫২ তখন তোমাদের সম্মুখ হইতে সেই দেশনিবাসী সকলকে নির্মূল[৪৩৯] করিবে, এবং তাহাদের সমস্ত প্রতিমা ভগ্ন করিবে, সমস্ত ছাঁচে ঢালা বিগ্রহ বিনষ্ট করিবে, ও সমস্ত উচ্চস্থলী উচ্ছিন্ন করিবে।... ৫৫ কিন্তু যদি তোমরা আপনাদের সম্মুখ হইতে সেই দেশনিবাসীদিগকে নির্মূল (অধিকারচ্যুত) না কর, তবে যাহাদিগকে অবশিষ্ট রাখিবে তাহারা তোমাদের চক্ষে কণ্টক ও তোমাদের কক্ষে অঙ্কুশস্বরূপ হইবে এবং তোমাদের সেই নিবাসদেশে তোমাদিগকে ক্লেশ দিবে। ৫৬ আর আমি তাহাদের প্রতি যাহা করিতে মনস্থ করিয়াছিলাম, তাহা তোমাদের প্রতি করিব।"

(৫) দ্বিতীয় বিবরণের ৭ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, "১ তুমি যে দেশ অধিকার করিতে যাইতেছ, সেই দেশে যখন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে লইয়া যাইবেন, ও তোমার সম্মুখ হইতে অনেক জাতিকে, হিত্তীয়, গির্গাশীয়, ইমোরীয়, কনানীয়, পরিষীয়, হিব্রীয় ও যিবুষীয়, তোমা হইতে বৃহৎ ও বলবান (greater and mightier than thou) এই সাত জাতিকে দূর করিবেন; ২ আর তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু যখন তোমার সম্মুখে তাহাদিগকে সমর্পণ করিবেন, এবং তুমি তাহাদিগকে আঘাত করিবে, তখন তাহাদিগকে নিঃশেষে বিনষ্ট করিবে; তাহাদের সহিত কোনো নিয়ম করিবে না, বা তাহাদের প্রতি দয়া করিবে না।... ৫ কিন্তু তোমরা তাহাদের প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিবে; তাহাদের যজ্ঞবেদি সকল উৎপাটন করিবে, তাহাদের স্তম্ভ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, তাহাদের আশেরা-মূর্তি সকল ছেদন করিবে, এবং তাহাদের ক্ষোদিত প্রতিমা সকল অগ্নিতে পোড়াইয়া দিবে।"

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিগুলো থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, এই সাত

[৪৩৯]. গ্রন্থকার প্রদত্ত আরবি পাঠে এখানে 'নির্মূল' বা 'সমূলে বিনষ্ট' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বাংলা বাইবেলে 'অধিকারচ্যুত' বলা হয়েছে।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

জাতির ক্ষেত্রে সদাপ্রভু ঈশ্বরের নির্দেশ এই যে, নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে এদের সকল শ্বাসবিশিষ্ট প্রাণিকে হত্যা করতে হবে, তাদের প্রতি কোনোরূপ করুণা প্রদর্শন করা যাবে না, তাদের সাথে কোনো সন্ধি বা শান্তিচুক্তি করা যাবে না, তাদের যজ্ঞবেদি বা ধর্মীয় উপাসনালয়গুলো বিনষ্ট করতে হবে, তাদের প্রতিমা বা স্তম্ভগুলো ভেঙ্গে ফেলতে হবে, তাদের ক্ষোদিত প্রতিমা আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে এবং তাদের উচ্চস্থলীগুলো উচ্ছিন্ন করতে হবে। সর্বোপরি এই নির্বিচার গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ সম্পর্কে ঈশ্বরের আগ্রহ এত বেশি যে, তিনি এ বিষয়ে কোনোরূপ ঢিলেমি করার ব্যাপারে কঠিনভাবে সতর্ক করে বলেছেন যে, তোমরা যদি এভাবে তাদেরকে নির্মূল না কর তবে 'আমি তাহাদের প্রতি যাহা করিতে মনস্থ করিয়াছিলাম, তাহা তোমাদের প্রতি করিব'।

এই সাত জাতির বিষয়ে বাইবেলের সুস্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে তারা 'তোমা হইতে বৃহৎ ও বলবান (greater and mightier than thou)', অর্থাৎ এই সাত জাতি জনসংখ্যা ও শক্তিতে ইস্রায়েলীয়দের চেয়ে বেশি ছিলেন। গণনাপুস্তকের ১ম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইস্রায়েল সন্তানগণের দ্বাদশ বংশের মধ্যে লেবীয় বংশ বাদ দিয়ে অন্য একাদশ বংশের ২০ বছরের অধিক বয়স হয়েছে যুদ্ধ করতে সক্ষম এরূপ পুরুষের সংখ্যা ছিল ৬০৩৫৫০ (ছয়লক্ষ তিনহাজার পাঁচশত পঞ্চাশ) জন। লেবীয়দের নারী-পুরুষ কাউকেই এই গণনার মধ্যে ধরা হয়নি। এছাড়া অন্য একাদশ বংশের নারীগণকে এই গণনায় ধরা হয়নি। অনুরূপভাবে এই একাদশ বংশের ২০ বছরের কম বয়সের শিশু, কিশোর ও যুবকদেরকে এই গণনায় ধরা হয়নি।[৪৪০] এখন আমরা যদি গণনা থেকে বাদ দেওয়াদের ধরে হিসাব করি, অর্থাৎ লেবীয় বংশের সকল নারী-পুরুষ, অন্যান্য বংশের সকল নারী ও ২০ বছরের কম বয়স্ক পুরুষদের ধরে ইস্রায়েলীদের জনসংখ্যা নির্ধারণ করি, তবে তা কোনো অবস্থাতেই আড়াই মিলিয়নের, অর্থাৎ ২৫ লক্ষের কম হবে না। আর এই সাত জাতির মানুষেরা যেহেতু জনসংখ্যায় ইস্রায়েলীদের চেয়ে অধিক ছিল, সেহেতু তাদের সংখ্যা এর চেয়ে বেশি ছিল বলে আমরা বুঝতে পারি।

পাদরি ড. কিথ ইংরেজি ভাষায় একটি পুস্তক রচনা করেন। পুস্তকটির বিষয়বস্তু বাইবেলে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে সেগুলোর সত্যতা প্রমাণ করা। অন্য একজন পাদরি মি. মিররিক এই পুস্তকটি ফারসি ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি ফারসি অনুবাদের নাম রাখেন 'কাশফুল আসার ফী কাসাসি আনবিয়ায়ি বানী ইসরাঈল' (ইস্রায়েল-সন্তানদের নবীগণের কাহিনী

[৪৪০]. গণনাপুস্তক ১/৪৫-৪৯।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

বর্ণনা)। এই অনুবাদটি ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে, মোতাবেক ১২৬২ হিজরিতে এডিনবার্গে মুদ্রিত হয়। এই পুস্তকের ৬৬ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, "প্রাচীন পুস্তকাদি থেকে জানা যায় যে, ইয়াহুদিদের দেশগুলোতে তাদের অনুপ্রবেশ বা আগমনের ৫৫০ বছর পূর্বে ৮ কোটি (অর্থাৎ ৮০ মিলিয়ন) মানুষ বাস করত।"

অর্থাৎ মোশির নেতৃত্বে ইস্রায়েলীয়দের মিসর ত্যাগের সাড়ে পাঁচশত বছর পূর্বেই ফিলিস্তিনের এ সকল অঞ্চলে ৮ কোটি মানুষ বসবাস করত। তাহলে সাড়ে পাঁচশত বছর পরে যখন মোশি মিসর ছেড়ে আসলেন তখন তাদের সংখ্যা ৮ কোটি বা তার বেশি ছিল। সদাপ্রভু ঈশ্বর আট কোটি বা তার চেয়েও বেশি সংখ্যক মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করে নির্মূল করার নির্দেশ দিলেন।

(৬) যাত্রাপুস্তকের ২২ অধ্যায়ের ২০ আয়াত নিম্নরূপ, "যে ব্যক্তি কেবল সদাপ্রভু ব্যতিরেকে কোনো দেবতার কাছে বলিদান করে, তাকে হত্যা করতে হবে"।[৪৪১]

(৭) দ্বিতীয় বিবরণের ১৩ অধ্যায় পাঠ করলে পাঠক জানতে পারবেন যে, যদি কেউ সদাপ্রভু ঈশ্বর ছাড়া অন্য কোনো দেবতার পূজা, উপাসনা বা সেবা করার প্ররোচনা দেয় তবে তাকে হত্যা করা অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় দায়িত্ব। এমনকি কোনো অলৌকিক চিহ্নবিশিষ্ট ও অলৌকিক ক্ষমতাধারী ভাববাদীও যদি এরূপ কোনো দেবতার সেবা করতে প্ররোচিত করে তাকেও এভাবে হত্যা করতে হবে। আর যদি কেউ মূর্তি বা প্রতিমা পূজার দিকে আহ্বান করে বা প্ররোচনা দেয় তবে তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় দায়িত্ব। যদি কোনো আত্মীয়, বন্ধু বা আপনজনও এরূপ প্ররোচনা দেয় তবে তাকেও এভাবে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে হবে। কোনো গ্রাম বা জনপদবাসী যদি ঈশ্বর ছাড়া অন্য কোনো দেবতার পূজা বা সেবা করে তবে সেই জনপদের সকল মানুষকে এবং তাদের সকল পশুকে খড়্গাঘাতে হত্যা করতে হবে। এরপর সেই গ্রাম বা জনপদকে তার সকল সম্পদ, ঘরবাড়ি ও গাছপালাসহ আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিতে হবে। এই অগ্নিদগ্ধ গ্রামকে একটি পতিত টিলা হিসেবে ফেলে রাখতে হবে, পুনরায় তা আর আবাদ করা বা পুনর্নির্মাণ করা যাবে না।[৪৪২]

[৪৪১]. গ্রন্থকার প্রদত্ত আরবি পাঠের অনুবাদ। বাংলা বাইবেলের ভাষ্য, 'সে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইবে'। ইংরেজি: he shall be utterly destroyed.

[৪৪২]. ১ তোমার মধ্যে কোনো ভাববাদী কিম্বা স্বপ্নদর্শক উঠিয়া যদি তোমার জন্য কোনো চিহ্ন কিম্বা অদ্ভুত লক্ষণ নিরূপণ করে; ২ এবং সেই চিহ্ন কিম্বা অদ্ভুত লক্ষণ সফল হয়, যাহার সম্বন্ধে সে তোমার অজ্ঞাত অন্য দেবতাদের বিষয়ে তোমাদিগকে বলিয়াছিল, আইস, আমরা তাহাদের অনুগামী হই ও তাহাদের সেবা করি তবে তুমি সেই ভাববাদীর কিম্বা সেই স্বপ্নদর্শকের বাক্যে

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(৮) দ্বিতীয় বিবরণের ১৭ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, "২ তোমার মধ্যে, তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে সকল নগর দিবেন, তাহার কোনো নগরের দ্বারের ভিতরে যদি এমন কোনো পুরুষ কিম্বা স্ত্রীলোক পাওয়া যায়, যে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর নিয়ম লঙ্ঘন দ্বারা তাঁহার দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহাই করিয়াছে; ৩ গিয়া অন্য দেবতাদের সেবা করিয়াছে, ও আমার আজ্ঞার বিরুদ্ধে তাহাদের নিকটে অথবা সূর্যের বা চন্দ্রের কিম্বা আকাশবাহিনীর কাহারও নিকটে প্রণিপাত করিয়াছে; ৪ আর তোমাকে তাহা বলা হইয়াছে ও তুমি শুনিয়াছ, তবে যত্নপূর্বক অনুসন্ধান করিবে, আর দেখ, যদি ইহা সত্য ও নিশ্চিত হয় যে, ইস্রায়েলের মধ্যে এইরূপ ঘৃণার্হ কার্য হইয়াছে, ৫ তবে তুমি সেই দুষ্কর্মকারী পুরুষ কিম্বা স্ত্রীলোককে বাহির করিয়া আপন নগর-দ্বারের সমীপে আনিবে; পুরুষ হউক বা স্ত্রীলোক হউক, তুমি প্রস্তরাঘাত দ্বারা তাহার প্রাণদণ্ড করিবে।"

(৯) যাত্রাপুস্তকের ৩ অধ্যায়ে রয়েছে, "২১ আর আমি মিসরীয়দের দৃষ্টিতে এই লোকদিগকে অনুগ্রহের পাত্র করিব; তাহাতে তোমরা যাত্রাকালে রিক্ত হস্তে যাইবে না; ২২ কিন্তু প্রত্যেক স্ত্রী আপন আপন প্রতিবাসিনী কিম্বা গৃহে প্রবাসিনী স্ত্রীর কাছে রৌপ্যালংকার, স্বর্ণালংকার ও বস্ত্র চাহিবে; এবং তোমরা তাহা আপন আপন পুত্রদের ও কন্যাদের গাত্রে পরাইবে; এইরূপে তোমরা মিসরীয়দের দ্রব্য হরণ করিবে।"

এরপর এই পুস্তকের ১১ অধ্যায়ে ইশ্বর মোশিকে বলেন, "২ তুমি লোকদের কর্ণগোচরে বল, আর প্রত্যেক পুরুষ আপন আপন প্রতিবাসী হইতে ও প্রত্যেক স্ত্রী আপন আপন প্রতিবাসিনী হইতে রৌপ্যালংকার ও স্বর্ণালংকার চাহিয়া লউক। ৩ আর সদাপ্রভু মিসরীয়দের দৃষ্টিতে লোকদিগকে

কর্ণপাত করিও না; ...আর সেই ভাববাদীর কিম্বা সেই স্বপ্নদর্শকের প্রাণদণ্ড করিতে হইবে... তোমার ভ্রাতা, তোমার সহোদর কিম্বা তোমার পুত্র কি কন্যা কিম্বা তোমার বক্ষের স্ত্রী কিম্বা তোমার প্রাণতুল্য মিত্র যদি গোপনে তোমাকে প্রবৃত্তি দিয়া বলে, আইস, আমরা গিয়া অন্য দেবতাদের সেবা করি... তবে তুমি সেই ব্যক্তির প্রস্তাবে সম্মত হইও না, তাহার কথায় কর্ণপাত করিও না; তোমার চক্ষু তাহার প্রতি দয়া করিবে না, তাহাকে কৃপা করিবে না, তাহাকে লুকাইয়া রাখিবে না। ৯ কিন্তু অবশ্য তুমি তাহাকে বধ করিবে; তাহাকে বধ করিবার জন্য প্রথমে তুমিই তাহার উপরে হস্তার্পণ করিবে, পরে সমস্ত লোক হস্তার্পণ করিবে। ১০ তুমি তাহাকে প্রস্তরাঘাত করিবে, যেন সে মরিয়া যায়... তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে যে নিবাস-নগর দিবেন, তাহার কোনো নগর সম্বন্ধে যদি শুনিতে পাও যে, কতকগুলো পাষণ্ড তোমার মধ্য হইতে নির্গত হইয়া এই কথা বলিয়া আপন নগরবাসীদিগকে ভ্রষ্ট করিয়াছে, আইস, আমরা গিয়া অন্য দেবতাদের সেবা করি... তবে তুমি খড়্গধারে সেই নগরের নিবাসীদিগকে আঘাত করিবে, এবং নগর ও তাহার মধ্যস্থিত পশুসুদ্ধ সকলই খড়্গধারে নিঃশেষে বিনষ্ট করিবে; ১৬ আর তাহার লুণ্ঠিত দ্রব্য সকল তাহার চকের মধ্যে সংগ্রহ করিয়া সেই নগর ও সেই সকল দ্রব্য সর্বতোভাবে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিতে পোড়াইয়া দিবে; তাহাতে সেই নগর চিরকালীন ঢিবি হইয়া থাকিবে, তাহা পুনর্বার নির্মিত হইবে না।" গণনাপুস্তক ১৩/১-১৬।

AS-SUNNAH TRUST

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

অনুগ্রহের পাত্র করিলেন।"

এরপর এই পুস্তকের ১২ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, "৩৫ আর ইস্রায়েল-সন্তানেরা মোশির কথা অনুসারে কার্য করিল; ফলে তাহারা মিসরীয়দের কাছে রৌপ্যালংকার, স্বর্ণালংকার ও বস্ত্র চাহিল। ৩৬ আর সদাপ্রভু মিসরীয়দের দৃষ্টিতে তাহাদিগকে অনুগ্রহের পাত্র করিলেন, তাই তাহারা যাহা চাহিল, মিসরীয়েরা তাহাদিগকে তাহাই দিল। এইরূপে তাহারা মিসরীয়দের ধন হরণ করিল।"

পাঠক ইতোপূর্বে দেখেছেন যে, ইস্রায়েলীদের জনসংখ্যা ছিল ২৫ লক্ষের কাছাকাছি। এই বিপুল সংখ্যক নারী ও পুরুষ সকলেই এভাবে মিসরীয়দের নিকট থেকে অপরিমেয় স্বর্ণ, রৌপ্য ও বস্ত্র ধার হিসেবে গ্রহণ করলেন। প্রথমে ঈশ্বর তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তারা মিসরীয়দের দ্রব্য হরণ করবে। এরপর সংবাদ দিলেন যে, তারা বাস্তবিকই মিসরীয়দের ধন হরণ করল। কিন্তু এই হরণ-প্রক্রিয়াটি ছিল সুস্পষ্টত মিথ্যা, প্রবঞ্চনা ও বিশ্বাসভঙ্গের মাধ্যমে। ঈশ্বর তাদেরকে এরূপ অবৈধ প্রক্রিয়ায় মিসরীয়দের দ্রব্য হরণ করার অনুমতি প্রদান করলেন।

(১০) যাত্রাপুস্তকের ৩২ অধ্যায়ে প্রতিমাপূজা বা গোবৎস পূজায় লিপ্ত ইস্রায়েলীয়দের বিষয়ে বলা হয়েছে, "২৫ পরে মোশি দেখিলেন, লোকেরা স্বেচ্ছাচারী হইয়াছে, কেননা হারোণ শত্রুদের মধ্যে বিদ্রূপের জন্য তাহাদিগকে স্বেচ্ছাচারী হইতে দিয়াছিলেন। ২৬ তখন মোশি শিবিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া কহিলেন, সদাপ্রভুর পক্ষে কে? সে আমার নিকটে আইসুক। তাহাতে লেবির সন্তানেরা সকলে তাঁহার নিকটে একত্র হইল। ২৭ তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এই কথা কহেন, তোমরা প্রত্যেক জন আপন আপন উরুতে খড়্গ বাঁধ ও শিবিরের মধ্য দিয়া এক দ্বার অবধি অন্য দ্বার পর্যন্ত যাতায়াত কর, এবং প্রতিজন আপন আপন ভ্রাতা, মিত্র ও প্রতিবাসীকে বধ কর। ২৮ তাহাতে লেবির সন্তানেরা মোশির বাক্যানুসারে তদ্রূপ করিল, আর সেই দিন লোকদের মধ্যে কমপক্ষে তেইশ সহস্র লোক মারা পড়িল।"

এভাবে মোশি গোবৎস পূজা করার কারণে ২৩ হাজার মানুষকে হত্যা করলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৮৩১, ১৮৪৪ ও ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত আরবি বাইবেল থেকে আমি উপর্যুক্ত উদ্ধৃতি প্রদান করেছি, যেখানে নিহতদের সংখ্যা 'তেইশ সহস্র' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। (অন্য অনেক সংস্করণে তেইশের পরিবর্তে 'তিন সহস্র' বলা হয়েছে।)

(১১) গণনাপুস্তকের ২৫ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইস্রায়েল

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

সন্তানগণ যখন মোয়াবের কন্যাদের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় এবং তাদের দেবগণের কাছে প্রণিপাত করে তখন মোশি তাদের মধ্য থেকে ২৪০০০ (চব্বিশ হাজার) মানুষকে হত্যা করেন।[৪৪৩]

(১২) গণনাপুস্তকের ৩১ অধ্যায় পাঠ করলে পাঠক নিম্নের কাহিনীটি জানতে পারবেন। মোশি ইলিয়াসর যাজকের পুত্র পিনহসের নেতৃত্বে মিদিয়নীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বারোহাজার মানুষের একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। এই বাহিনী মিদিয়নীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিজয় লাভ করে, মিদিয়নের পাঁচজন রাজাকে বধ করে, বিলিয়মকেও খড়্গ দ্বারা বধ করে এবং মিদিয়নের সমস্ত পুরুষকে বধ করে। 'তাঁরা মিদিয়নের সকল স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাদিগকে বন্দি করে নিয়ে যায় এবং তাদের সমস্ত পশু, সমস্ত মেষপাল ও সমস্ত সম্পত্তি লুণ্ঠন করে নেয় এবং তাদের সমস্ত নিবাস-নগর ও সমস্ত ছাউনি পুড়িয়ে দেয়'। যখন তারা মোশির নিকট ফিরে যায় তখন মোশি তাদের উপর ক্রুদ্ধ হন। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন, তোমরা কেন সমস্ত স্ত্রীলোককে জীবিত রেখেছ? এরপর তিনি নির্দেশ দেন 'তোমরা এখন বালক-বালিকাদের মধ্যে সমস্ত বালককে বধ করো, এবং শয়নে পুরুষের পরিচয়প্রাপ্ত সমস্ত স্ত্রীলোককেও বধ করো; কিন্তু যে বালিকারা শয়নে পুরুষের পরিচয় পায় নাই, তাহাদিগকে আপনাদের জন্য জীবিত রাখো'। তাঁর নির্দেশানুসারে এভাবে শিশু, কিশোর ও বালকদেরকে এবং 'পুরুষের পরিচয়প্রাপ্ত' নারীদেরকে হত্যা করা হয়।

যুদ্ধে লুণ্ঠিত ও ধৃত মানুষ ও জীবগণের সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ, মেষ: ৬৭৫০০০, গরু: ৭২০০০, গাধা: ৬১০০০ এবং শয়নে পুরুষের পরিচয় পায়নি এমন কুমারী বালিকাদের সংখ্যা ৩২০০০। ধৃত মানুষ ও জীবগণ ছাড়া যেসব সম্পদ মুজাহিদগণ লুণ্ঠন করেছিলেন সেগুলো লুণ্ঠনকারীদের মালিকানায় চলে যায়। এরূপ লুণ্ঠিত দ্রব্যের হিসাব বাইবেলে প্রদান করা হয়নি। তবে সেনাবাহিনীর শতপতি ও সহস্রপতি নেতাগণ (the captains of thousands and the captains of hundreds) তাদের লুণ্ঠিত সম্পদের সামান্য কিছু অংশ মোশি ও ইলিয়াসর যাজককে হাদিয়া হিসেবে প্রদান করেন। মোশি ও ইলিয়াসরকে দেওয়া তাদের এই হাদিয়ার পরিমাণ ছিল ষোল হাজার সাতশত পঞ্চাশ শেকল।

সর্বাবস্থায় আমরা দেখলাম যে, ইস্রায়েলীয়গণ সকল বয়স্ক পুরুষ, বালক, শিশু এবং 'শয়নে পুরুষের পরিচয়প্রাপ্ত' মহিলা ও বালিকাকে হত্যা করে কেবলমাত্র কুমারী বালিকাদেরকে জীবিত রাখে এবং এরূপ কুমারীদের

[৪৪৩]. গণনাপুস্তক ২৫/১-১০।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

সংখ্যা ছিল ৩২ হাজার। তাহলে নিহত পুরুষ, বালক, শিশু ও নারীর সংখ্যা কত হতে পারে?

(১৩) তোরাহের ঈশ্বর যুদ্ধের নামে যে নির্বিচার গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের নির্দেশ দিয়েছেন মোশির মৃত্যুর পরে যিহোশুয় সে বিধান অনুসারে কাজ করতে থাকেন এবং এ সকল বিধান পালনের জন্য তিনি লক্ষকোটি মানুষকে হত্যা করেন। যে কোনো পাঠক একটু কষ্ট করে যিহোশুয়ের পুস্তকের ১ম অধ্যায় থেকে ১১ অধ্যায় পর্যন্ত পাঠ করলেই বিষয়টি জানতে পারবেন। যিহোশুয় নিজেই তাঁর পুস্তকের ১২ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি মোট ৩১ জন বিধর্মী রাজাকে হত্যা করেছেন এবং ইস্রায়েল সন্তানগণ তাদের রাজ্য দখল করেছে।

(১৪) বিচারকর্তৃগণের বিবরণের ১৫ অধ্যায়ে ভাববাদী ও বিচারক শিমশোন সম্পর্কে বলা হয়েছে, "পরে তিনি একটি গর্দভের কাঁচা হনূ (new jawbone) দেখিতে পাইয়া হস্ত বিস্তারপূর্বক তাহা লইয়া তদ্দ্বারা সহস্র লোককে আঘাত (হত্যা) করিলেন (slew a thousand men)।"

(১৫) ১ শমুয়েলের ২৭ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, "৮ ঐ সময়ে দাউদ ও তাঁহার লোকেরা গিয়া গশুরীয়, গির্যীয় ও অমালেকীয়দিগকে আক্রমণ করিতেন, কেননা শূরের সন্নিকট ও মিসর পর্যন্ত যে দেশ, তথায় পুরাকাল হইতে সেই জাতিরা বাস করিত। ৯ আর দাউদ সেই দেশগুলো ধ্বংস করিতেন,[৪৪৪] পুরুষ কি স্ত্রী কাহাকেও জীবিত রাখিতেন না; মেষ, গরু, গর্দভ, উষ্ট্র ও বস্ত্র লুণ্ঠন করিতেন, পরে আখিশের নিকটে ফিরিয়া আসিতেন।"

এখানে দাউদের কর্মকাণ্ড লক্ষ্য করুন। তিনি কীভাবে জনপদগুলো ধ্বংস করতেন, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে গশুরীয়, গির্যীয় ও অমালেকীয়দের সকল মানুষ হত্যা করতেন এবং তাদের মালসম্পদ লুণ্ঠন করতেন।

(১৬) ২ শমুয়েলের ৮ অধ্যায়ে দাউদের বিষয়ে বলা হয়েছে, "২ আর তিনি মোয়াবীয়দিগকে আঘাত করিয়া রজ্জুতে মাপিলেন, ভূমিতে শয়ন করাইয়া বধ করণার্থে দুই রজ্জু এবং জীবিত রাখিবার জন্য সম্পূর্ণ এক রজ্জু দিয়া মাপিলেন; তাহাতে মোয়াবীয়েরা দাউদের দাস হইয়া উপঢৌকন আনিল। ৩ আর... সোবার রাজা রহোবের পুত্র হদদেষর... দাউদ তাঁহাকে আঘাত করেন। ৪ দাউদ তাঁহার নিকট হইতে সতেরো শত অশ্বারোহী ও বিশ সহস্র পদাতিক সৈন্য হস্তগত করিলেন... ৫ পরে দম্মেশকের অরামীয়েরা সোবার হদদেষর রাজার সাহায্য করিতে আসিলে দাউদ সেই অরামীয়দের

[৪৪৪]. গ্রন্থকার প্রদত্ত বাইবেলের আরবি পাঠ। ইংরেজিতে 'David smote the land'; বাংলা বাইবেলে: 'দাউদ সেই দেশবাসীদিগকে আঘাত করিতেন...'।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

মধ্যে বাইশ সহস্র জনকে হত্যা (slew)[৪৪৫] করিলেন।"

এখানে দাউদের কর্মকাণ্ড দেখুন, তিনি কীভাবে মোয়াবীয়দের, হদদেষর ও সৈন্যদের এবং অরামীয়দের হত্যা করলেন!

(১৭) ২ শমুয়েলেল ১০ অধ্যায়ের ১৮ আয়াত নিম্নরূপ, "আর অরামীয়েরা ইস্রায়েলের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিল; আর দাউদ অরামীয়দের সাতশত রথারোহী ও চল্লিশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য বধ করিলেন এবং তাহাদের দলের সেনাপতি শোবককেও আঘাত করিলেন, তাহাতে তিনি সেই স্থানে মারা পড়িলেন।"

(১৮) ২ শমুয়েলের ১২ অধ্যায়ে রয়েছে, "২৯ তখন দাউদ সমস্ত লোককে একত্র করিলেন, ও রব্বাতে গিয়া তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাহা হস্তগত করিলেন। ৩০ আর তিনি তথাকার রাজার মস্তক হইতে তাঁহার মুকুট লইলেন; তাহাতে এক তালন্ত পরিমাণ স্বর্ণ ও মণি ছিল; আর তাহা দাউদের মস্তকে অর্পিত হইল; এবং তিনি ঐ নগর হইতে অতি প্রচুর লুটদ্রব্য বাহির করিয়া আনিলেন। ৩১ আর দাউদ তথাকার লোকদিগকে বাহির করিয়া আনিয়া করাতের দ্বারা কাটিলেন, লৌহের মইর দ্বারা দলিত করিলেন, ছুরি দ্বারা কাটিলেন এবং ইটের পাঁজার মধ্যে গমন করাইলেন।[৪৪৬] তিনি অম্মোন-সন্তানদের সমস্ত নগরের প্রতি এইরূপ করিলেন। পরে দাউদ ও সমস্ত লোক যিরূশালেমে ফিরিয়া গেলেন।"

আমি ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত আরবি বাইবেল থেকে উপরের বক্তব্যটি আক্ষরিকভাবে উদ্ধৃত করেছি।[৪৪৭] তাহলে দেখুন, কীরূপ বর্বরতার সাথে অম্মোন-সন্তানদেরকে হত্যা করলেন! কী ভয়ানকভাবে কষ্ট দিয়ে তিনি তাদের হত্যা করলেন! এর চেয়ে বর্বরতর আর কি কিছু হতে পারে?

(১৯) ১ রাজাবলি ১৮ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যারা নিজেদেরকে বাল দেবতার ভাববাদী বলে দাবি করতেন এরূপ ২৫০ ব্যক্তিকে এলিয় ভাববাদী জবাই করেন।[৪৪৮]

(২০) চারজন রাজা একত্রে সদোম ও ঘমোরার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।

[৪৪৫]. বাংলা বাইবেলে: আঘাত করিলেন।

[৪৪৬]. গ্রন্থকার প্রদত্ত আরবি পাঠের অনুবাদ। বাংলা বাইবেলে এখানে বলা হয়েছে, 'করাতের, লৌহের মইর ও লৌহের কুড়ালির মুখে রাখিলেন, এবং ইটের পাঁজার মধ্য দিয়া গমন করাইলেন'।

[৪৪৭]. পরবর্তী সংস্করণগুলোতে অনুবাদে কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে, যেন এই অমানবিক ও বর্বর হত্যাকাণ্ড স্পষ্ট না হয়।

[৪৪৮]. ১ রাজাবলি ১৮/১৭-৪০। এখানে লক্ষণীয় যে, কোনো যুদ্ধের ময়দানে বা যুদ্ধ ঘোষণার মাধ্যমে এদের হত্যা করা হয়নি। একান্তই প্রবঞ্চনার মাধ্যমে এদেরকে হস্তগত করে হত্যা করা হয়।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

তারা সদোম ও ঘমোরার সমস্ত সম্পত্তি ও খাদ্যদ্রব্য লইয়া প্রস্থান করেন। বিশেষত তারা অব্রাহামের ভ্রাতুষ্পুত্র লোটকে ও তাঁর সমস্ত সম্পদ নিয়ে যান। এ সংবাদ অব্রাহামের নিকট পৌঁছালে তিনি লোটকে মুক্ত করার জন্য বের হন। এই ঘটনার বিবরণে আদিপুস্তকের ১৪ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, "১৪ অব্রাম যখন শুনিলেন, তাঁহার জ্ঞাতি ধৃত হইয়াছেন, তখন তিনি আপন গৃহজাত তিনশত আঠারোজন যুদ্ধে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাসকে লইয়া দান পর্যন্ত ধাবমান হইয়া গেলেন। ১৫ পরে রাত্রিকালে আপন দাসদিগকে দুইদল করিয়া তিনি শত্রুগণকে আঘাত করিলেন, এবং দম্মেশকের উত্তরে স্থিত হোবা পর্যন্ত তাড়াইয়া দিলেন। ১৬ এবং সকল সম্পদ, আর আপন জ্ঞাতি লোট ও তাঁহার সমস্ত সম্পদ এবং স্ত্রীলোকদিগকে ও লোক সকলকে ফিরাইয়া আনিলেন। ১৭ অব্রাম কদর্লায়োমরকে ও তাঁহার সঙ্গী রাজগণকে হত্যা[৪৪৯] করিয়া ফিরিয়া আসিলে পর, সদোমের রাজা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে শাবি তলভূমিতে, অর্থাৎ রাজার তলভূমিতে গমন করিলেন।"

(২১) ইব্রীয়দের প্রতি পত্রের ১১ অধ্যায়ে পৌল বলেন, "৩২ আর অধিক কি বলিব? গিদিয়োন, বারক, শিমশোন, যিপ্তহ এবং দাউদ ও শমুয়েল ও ভাববাদীগণ, এই সকলের বৃত্তান্ত বলিতে গেলে সময়ের অকুলান হইবে। ৩৩ বিশ্বাস দ্বারা ইঁহারা নানা রাজ্য পরাজিত করিলেন, ধার্মিকতার অনুষ্ঠান করিলেন, নানা প্রতিজ্ঞার ফল প্রাপ্ত হইলেন, সিংহদের মুখ বন্ধ করিলেন, ৩৪ অগ্নির তেজ নির্বাপিত করিলেন, খড়্গের মুখ এড়াইলেন, দুর্বলতা হইতে বলপ্রাপ্ত হইলেন, যুদ্ধে বিক্রান্ত হইলেন, অন্যজাতীয়দের সৈন্যশ্রেণি তাড়াইয়া দিলেন।"

ত্রিত্ববাদী খ্রিস্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ও খ্রিস্টানদের পবিত্র পুরুষ সাধু পৌলের বক্তব্য থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, এ সকল রাজা ও ভাববাদী যে সকল যুদ্ধ করেছেন, হত্যা করেছেন, যুদ্ধ ও হত্যার মাধ্যমে নানা রাজ্য পরাজিত করেছেন, অগ্নির তেজ নির্বাপিত করেছেন, প্রয়োজনে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছেন, যুদ্ধে বিক্রম দেখিয়ে অন্যজাতীয়দের সৈন্যবাহিনী তাড়িয়ে দিয়েছেন সবকিছুই পুণ্যকর্ম বলে গণ্য এবং কোনো কিছুই পাপ নয়। এগুলো সবই বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও শক্তির কারণে এবং ঈশ্বরের করুণা লাভের কারণে ঘটেছিল, হৃদয়ের কাঠিন্যের কারণে বা যুলুমের কারণে ঘটেনি, যদিও আমরা দেখি যে, এদের এ সকল যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের বর্বরতা, যুলুম, অকারণ গণহত্যা, শিশু ও নারী হত্যার মতো অমানবিক কর্ম রয়েছে।

[৪৪৯]. গ্রন্থকার প্রদত্ত আরবি পাঠের অনুবাদ। ইংরেজিতে (KJV) 'slaughter' বলা হয়েছে। বাংলা বাইবেলে 'জয়' লেখা হয়েছে।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

দাউদ তাঁর এ সকল যুদ্ধ-জিহাদকে নিজের পুণ্যকর্মের অন্যতম বলে গণ্য করেছেন। গীতসংহিতার ১৮ গীতে তিনি বলেন, "২০ সদাপ্রভু আমার ধার্মিকতানুযায়ী পুরস্কার দিলেন, আমার হস্তের শুচিতানুযায়ী ফল দিলেন। ২১ কেননা আমি সদাপ্রভুর পথে চলিয়াছি, দুষ্টতাপূর্বক আমার ঈশ্বরকে ছাড়ি নাই। ২২ কারণ তাঁহার সমস্ত শাসন আমার সম্মুখে ছিল, আমি তাঁহার বিধি আমা হইতে দূর করি নাই। ২৩ আর আমি তাঁহার উদ্দেশে সিদ্ধ ছিলাম, নিজ অপরাধ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতাম। ২৪ তাই সদাপ্রভু আমার ধার্মিকতা অনুসারে ফল দিলেন, তাঁহার সাক্ষাতে আমার হস্তের শুচিতানুসারে দিলেন।"

ঈশ্বর নিজেই দাউদের এ সকল জিহাদ-যুদ্ধ ও অন্যান্য সকল কর্ম পুণ্যকর্ম হিসেবে গৃহীত বলে সাক্ষ্য দিয়েছেন। ১ রাজাবলির ১৪ অধ্যায়ের ৮ আয়াতে ঈশ্বর বলেছেন, "আমার দাস যে দাউদ আমার আজ্ঞা পালন করিত, এবং আমার দৃষ্টিতে যাহা ন্যায্য, তাহাই করিবার জন্য সর্বান্তঃকরণে আমার অনুগামী ছিল।"

মীযানুল হক গ্রন্থের প্রণেতা এবং অন্যান্য প্রটেস্ট্যান্ট পাদরি ও পণ্ডিত বলেন যে, দাউদের জিহাদ ও যুদ্ধ ছিল তাঁর রাজত্বের জন্য।[৪৫০] তাদের এই বক্তব্য তাদের অধার্মিকতা ও মিথ্যাচার প্রমাণ করে। কোনো রাষ্ট্রের রক্ষার জন্য বা সম্প্রসারণের জন্য নারী ও শিশুদের হত্যা করা বা নির্বিচারে একটি দেশের সকল মানুষ হত্যা করা জরুরি নয়।

তবে এ বিষয়টি আমাদের বিবেচ্য নয়। তর্কের খাতিরে যদি স্বীকার করা হয় যে, দাউদ রাজত্ব বিস্তারের জন্য যুদ্ধ করেছিলেন, তবে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, রাজত্বের জন্য এ সকল যুদ্ধ কি (ঈশ্বরের মনোনীত (chosen), ঈশ্বরের মাসীহ বা খ্রিস্ট (The Anointed), ঈশ্বরের পুত্র এবং ঈশ্বরের প্রথমজাত (firstborn) পুত্র) দাউদের[৪৫১] জন্য বৈধ ও ঈশ্বর-অনুমোদিত ছিল? না এগুলো অবৈধ ছিল ও ঈশ্বরের নিকট অপছন্দনীয় ও ঘৃণিত ছিল? এখানে তৃতীয় কোনো বিকল্প নেই।

যদি প্রথম বিকল্প সঠিক হয়, অর্থাৎ রাজত্বের জন্য যুদ্ধ করা ও হত্যা করা বৈধ ও ঈশ্বর অনুমোদিত বলে তারা স্বীকার করে নেন তবে তাতে আমাদের উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যায় (অর্থাৎ যুদ্ধের মূল বৈধতা ও অনুমোদন প্রমাণিত হয়)। আর যদি তারা বলেন যে, দাউদের এ সকল জিহাদ অবৈধ ও ঈশ্বর-ঘৃণিত ছিল তবে তাতে প্রমাণ হবে যে, দাউদ মিথ্যা বলেছেন,

[৪৫০]. বাইবেলের বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দাউদ ও অন্যান্য ভাববাদীদের জিহাদ রাষ্ট্রের জন্য বা ধর্মের জন্য ছিল না, বরং রক্ত পিপাসা চরিতার্থ করা ও নির্বিচারে অসহায় মানুষদেরকে অবর্ণনীয় কষ্ট দিয়ে হত্যা করার বিকৃত আনন্দ লাভের জন্যই তাঁরা যুদ্ধ করেছেন।

[৪৫১]. গীতসংহিতা ৮৯/১৯-২৭।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

খ্রিস্টানদের মহাপুরুষ সাধু পৌল মিথ্যা বলেছেন এবং স্বয়ং ঈশ্বরের সাক্ষ্যও মিথ্যা। সর্বোপরি এতে প্রমাণিত হবে যে, হাজার হাজার নিরপরাধ বা হত্যাযোগ্য অপরাধে অপরাধী নয় এরূপ হাজার হাজার মানুষের রক্তের দায়ভার রয়েছে দাউদের উপর। একজন নিরপরাধের রক্তের দায়ভারই ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট, তাহলে এরূপ হাজার হাজার মানুষের রক্তের দায়ভার কাঁধে নিয়ে (ঈশ্বরের মসীহ ও ঈশ্বরের প্রথমজাত পুত্র) দাউদ কীভাবে পারলৌকিক মুক্তি লাভ করবেন?

যোহনের প্রথম পত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে, "তোমরা জান, অনন্ত জীবন কোনো নরঘাতকের অন্তরে অবস্থিতি করে না।"[৪৫২]

প্রকাশিত বাক্যের ২১ অধ্যায়ে রয়েছে, "কিন্তু যাহারা ভীরু, বা অবিশ্বাসী, বা ঘৃণার্হ, বা নরঘাতক, বা বেশ্যাগামী, বা মায়াবী, বা প্রতিমাপূজক, তাহাদের এবং সমস্ত মিথ্যাবাদীর অংশ অগ্নি ও গন্ধকে প্রজ্বলিত হ্রদে হইবে; ইহাই দ্বিতীয় মৃত্যু।" নাউযু বিল্লাহ! মহান আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করছি!

দীর্ঘসূত্রিতার ভয়ে এ আলোচনা এখানেই শেষ করছি।

তৃতীয় বিষয়: ব্যবহারিক ব্যবস্থার বিবর্তন বনাম যুলুম ও অমানবিকতা

পূর্ববর্তী ব্যবস্থা বা শরীআতের ব্যবহারিক বিধিবিধান পরবর্তী শরীআতে হুবহু একইরূপে বিদ্যমান থাকা জরুরি নয়। বরং একই ব্যবস্থা বা শরীআতে একটি বিধান প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একইরূপ থাকা জরুরি নয়। ব্যবহারিক বিধান ও ব্যবস্থা জনস্বার্থ, যুগের প্রয়োজন ও সংশ্লিষ্ট মানুষদের চাহিদার ভিত্তিতে পরিবর্তিত হতে পারে। এই পুস্তকের তৃতীয় অধ্যায়ে 'নাসখ' বা 'রহিতকরণ' বিষয়ক আলোচনায় পাঠক তা সবিস্তারে জানতে পেরেছেন।

মোশির ব্যবস্থায় (শরীআতে) যে পদ্ধতির জিহাদ বা যুদ্ধের বিধান রয়েছে তা নাস্তিক বা নবুয়াত অস্বীকারকারীদের দৃষ্টিতে জঘন্যতম বর্বরতা ও যুলুম। যিশুর ব্যবস্থায় জিহাদের এরূপ বিধান থাকে না।[৪৫৩] ইস্রায়েল

[৪৫২]. ১ যোহন ৩/১৫।

[৪৫৩]. যিশু জিহাদের বিধান বা মোশির ব্যবস্থার কোনো কিছুই রহিত বা পরিবর্তন করেননি। আমরা দেখেছি যে খ্রিস্টানগণ 'রহিতকরণে' বিশ্বাস করেন না। তাদের বিশ্বাস অনুসারে ঈশ্বরের কোনো বিধান পরিবর্তিত বা রহিত হতে পারে না। পুরাতন নিয়মে বা মোশির ব্যবস্থায় যাকিছু বিধান রয়েছে সবই চিরস্থায়ী এবং বাইবেল বিশ্বাসী সকলের জন্য অলঙ্ঘনীয় বিধান। যুগেযুগে খ্রিস্টান পোপগণ পুরাতন নিয়মের জিহাদ সংক্রান্ত বিধানাবালির উপর নির্ভর করেই অখ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে বর্বর যুদ্ধ, গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছেন। পরবর্তী অনুচ্ছেদে আমরা এ বিষয়ক কিছু নমুনা দেখতে পাব।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

সন্তানগণ মিসর থেকে বেরিয়ে আসার আগে তাদের জন্য জিহাদ করার নির্দেশ ছিল না, কিন্তু মিসর থেকে বেরিয়ে আসার পর তাদেরকে জিহাদ বা যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়। (যিশু তাঁর নিজের জীবদ্দশায় জিহাদ করেননি, কারণ জিহাদের পরিবেশ বা অবস্থা তিনি পাননি।) পুনরাগমনের পরে যিশু জিহাদ করবেন। পুনরাগমনের পরে তিনি দাজ্জাল বা খ্রিস্টারি (antichrist) ও তার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন এবং তাদেরকে হত্যা করবেন। থিষলনিকীয়দের প্রতি প্রেরিত ২য় পত্রের ২ অধ্যায় থেকে এবং প্রকাশিত বাক্যের ১৯ অধ্যায় থেকে তা জানা যায়।[৪৫৪]

অনুরূপভাবে পাপী ও অবিশ্বাসীদের সতর্কীকরণ ও শাস্তি প্রদানের পদ্ধতিও সকল যুগে একই প্রকার হওয়া জরুরি নয়। প্রথম বিষয়ের আলোচনা থেকে পাঠক তা জানতে পেরেছেন।

এজন্য আস্তিক বা নবুয়াত ও ওহি বা ঐশ্বরিক প্রেরণায় বিশ্বাস করেন এমন কোনো মানুষের উচিত নয়, এরূপ বিষয়কে ভিত্তি করে কোনো শরীআত বা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করা। এজন্য আস্তিক বা ধর্মে বিশ্বাসী কোনো মানুষ বলতে পারেন না যে, জলপ্লাবনের সময় নোহের নৌকার প্রাণিগুলো ছাড়া বিশ্বের সকল মানুষ ও প্রাণি ধ্বংস করা, লোটের সময়ে সদোমের ও ঘমোরার সমুদয় নগর ও সমস্ত অঞ্চল-নিবাসী সকল মানুষকে গগন হতে গন্ধক ও অগ্নি বর্ষিয়ে ধ্বংস করা এবং মোশির সময়ে যে রাতে ইস্রায়েল সন্তানগণ মিসর ত্যাগ করেছিল সেই রাতের মধ্যভাগে সিংহাসনে উপবিষ্ট ফরৌণের প্রথমজাত সন্তান অবধি কারাকূপস্থ বন্দির প্রথমজাত সন্তান পর্যন্ত মিসর দেশস্থ সমস্ত প্রথমজাত সন্তানকে ও পশুদের প্রথমজাত শাবকগণকে হত্যা করা যুলুম ছিল। বিশেষত নোহের জলপ্লাবনে হাজার হাজার প্রাণির জীবন নাশ এবং পরবর্তী দুটি ঘটনায় হাজার হাজার মানব শিশু ও হাজার হাজার পশু শাবক হত্যা করা খুবই বিবেক বিরুদ্ধ কর্ম; কারণ এরা তো কোনোরূপ কোনো অপরাধে জড়িত হয়নি।

অনুরূপভাবে তিনি বলতে পারেন না যে, বাইবেলের নির্দেশ অনুসারে উপর্যুক্ত ৭ জাতির লক্ষলক্ষ মানুষকে নির্মমভাবে নির্মূল করা যুলুম ছিল, বিশেষত সম্পূর্ণ নিরপরাধ শিশুদেরকে হত্যা করা, যাদের কোনো অপরাধই ছিল না।

আমরা দেখেছি যে, সদাপ্রভু ঈশ্বরের নির্দেশে উপর্যুক্ত ৭ জাতি ছাড়া অন্যান্য জাতির ক্ষেত্রে ইস্রায়েলীয় ভাববাদীগণ সকল পুরুষকে হত্যা করেছেন, সন্তান-সন্ততি ও নারীদেরকে বন্দি করেছেন, সম্পদ লুটপাট

[৪৫৪]. ২ থিষলনীকীয় ২/৮-৯; প্রকাশিত বাক্য ১৯/২০-২১।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

করেছেন, মোশির নির্দেশে মিদিয়নীয় যুদ্ধবন্দিদের মধ্য থেকে দুগ্ধপোষ্য শিশুসহ সকল পুরুষকে এবং শয়নে পুরুষের পরিচয়প্রাপ্ত সকল মহিলাকে হত্যা করা হয়েছে এবং কুমারী বালিকাদের ভোগের জন্য বন্দি করা হয়েছে, তাদের ধনসম্পদ ও পশুপাল লুণ্ঠন করা হয়েছে। এখন ভাববাদীগণে বিশ্বাসী কেউ বলতে পারেন না যে এগুলো সব অমানবিক যুলুম ও বর্বরতা ছিল।

অনুরূপভাবে তিনি বলতে পারেন না যে, দাউদের জিহাদ ও অন্যান্য সকল বাইবেলীয় ভাববাদীর জিহাদ, এলিয় ভাববাদী কর্তৃক বাল দেবতার ২৫০ জন ভাববাদীকে জবাই করে হত্যা করা অথবা যিশুর পুনরাগমনের পরে ভাক্ত ভাববাদী বা খ্রিস্টারি ও তার বাহিনীকে হত্যা করা অমানবিক যুলুম। ভাববাদীগণে বিশ্বাসী কেউ বলতে পারেন না যে, উপরের এ সকল কর্ম কোনোটিই জ্ঞান ও বিবেকের দৃষ্টিতে বৈধ নয় এবং ঈশ্বর এরূপ যুলুম অত্যাচারের নির্দেশ দিতে পারেন না।

অনুরূপভাবে তার জন্য একথা বলা বৈধ নয় যে, মূর্তি বা প্রতিমার উদ্দেশে বলিদানকারীকে হত্যা করা, ঈশ্বর ছাড়া অন্য দেবতার উপাসনা বা সেবার জন্য প্ররোচনা দানকারীকে হত্যা করা, কোনো গ্রামের মানুষেরা এরূপ করলে সেই গ্রামের সকল মানুষকে হত্যা করা, গোবৎস পূজার কারণে মোশি কর্তৃক ২৩ হাজার মানুষকে হত্যা করা, মোয়াবীয় নারীদের সাথে ব্যভিচার করার কারণে ও তাদের দেবতাদের উদ্দেশে প্রণিপাত করার কারণে মোশি কর্তৃক ২৪ হাজার মানুষকে হত্যা করা অত্যন্ত জঘন্য ও বর্বর যুলুম। এ সকল বিধানের উদ্দেশ্য হত্যা ও প্রস্তরাঘাতে হত্যার ভয় দেখিয়ে মানুষদেরকে মোশির ব্যবস্থার উপর টিকিয়ে রাখা। একথা সুস্পষ্ট যে, হৃদয়ের বিশ্বাস তো জোর-জবরদস্তির মাধ্যমে অর্জন করা যায় না। বরং জোরজবরদস্তি করে ঈশ্বরের প্রেম অর্জন একেবারেই অসম্ভব বিষয়। কাজেই এরূপ বিধান কখনোই ঈশ্বরের পক্ষ থেকে হতে পারে না।

হ্যাঁ, যে ব্যক্তি ঈশ্বর ও ভাববাদীগণে বিশ্বাস করেন না, বরং ধর্মহীন বা নাস্তিক তিনি বাইবেলের উপর্যুক্ত বিধিবিধান অস্বীকার করতে পারেন এবং এগুলোকে অমানবিক বলে অভিহিত করতে পারেন। তার থেকে এরূপ মতামত অবাস্তব কিছু নয়। কিন্তু আমরা এই পুস্তকে নাস্তিকদের সাথে আলোচনা করছি না, বরং এ পুস্তকে আমরা আলোচনা করছি সাধারণভাবে সকল খ্রিস্টানের সাথে এবং বিশেষভাবে প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতদের সাথে।

চতুর্থ বিষয়: খ্রিস্টান ধর্মগুরুদের তরবারি ও জবরদস্তি

প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা দাবি করেন যে, ইসলাম ধর্ম তরবারির মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে। তাদের এই দাবি যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

মিথ্যা প্রচারণা মাত্র, তা ইতোপূর্বে এই পুস্তকের ভূমিকার ৭ম বিষয়ে পাঠক দেখতে পেয়েছেন। আর এ বিষয়ে খ্রিস্টান পণ্ডিতগণের মুখের কথা তাদের কর্মের সম্পূর্ণ বিপরীত। বর্তমান যুগের খ্রিস্টান ধর্মগুরুগণ এবং পূর্ব যুগের তাদের ত্রিত্ববাদী পূর্বসূরিগণ সকলেই যখনই কোনো দেশ বা জাতির উপর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করতে পেরেছেন, তখনই সেখানে সকল ভিন্নমতাবলম্বী বা ভিন্নধর্মাবলম্বীকে মুছে দেওয়ার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন।[৪৫৫] আমি তাদেরই গ্রন্থাদি ও পুস্তিকাদি থেকে এর কিছু নমুনা উল্লেখ করছি। প্রথমত, ইয়াহুদিদের প্রতি খ্রিস্টানদের আচরণের কিছু নমুনা উল্লেখ করছি। খ্রিস্টান পাদরিদের রচিত 'কাশফুল আসার ফী কাসাসি আনবিয়ায়ি বানী ইসরাঈল' (ইস্রায়েল সন্তানদের ভাববাদীগণের কাহিনীর পর্দা উন্মোচন) গ্রন্থের বিষয়ে পাঠক ইতোপূর্বে দ্বিতীয় বিষয়ের আলোচনায় জানতে পেরেছেন। আমি এই পুস্তক থেকে ইয়াহুদিদের সাথে তাদের আচরণের কিছু নমুনা উল্লেখ করব।

গ্রন্থকার তার পুস্তকের ২৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "বাইজেন্টাইন সম্রাট মহান কনস্টান্টাইন (Constantine the Great), যিনি হিজরতের প্রায় তিনশত বছর পূর্বে রাজত্ব করেন (রাজত্বকাল ৩১২-৩৩৭খ্রি.), ইয়াহুদিদের কর্ণ কর্তন করার এবং তাদেরকে দেশের বিভিন্ন দূরবর্তী এলাকায় নির্বাসিত করার নির্দেশ দেন।

মিসরের আলেকজান্দ্রিয়াতে দীর্ঘদিন যাবৎ ইয়াহুদিরা বসবাস করে আসছিলেন। তারা বিভিন্ন এলাকা থেকে সেখানে আগমন করে তথায় নির্বিঘ্নে বসবাস করতেন। পঞ্চম খ্রিস্টীয় শতকে রোমান সম্রাট তাদেরকে আলেকজান্দ্রিয়া থেকে বহিস্কার করার নির্দেশ দেন। তিনি তাদের ধর্মগৃহ বা সিনাগগগুলো (synagogue) ধ্বংস করার নির্দেশ দেন। তিনি তাদের উপাসনা ও ধর্মানুষ্ঠান নিষিদ্ধ করেন এবং তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ নিষিদ্ধ করেন। তিনি নির্দেশ দেন যে, যদি ইয়াহুদিদের কেউ তার সম্পদ কাউকে প্রদানের জন্য ওসীয়ত বা উইল করে তবে তা গৃহীত হবে না। যখন ইয়াহুদিগণ এ সকল নির্দেশের বিরুদ্ধে সামান্য আপত্তি ও বিদ্রোহ প্রকাশ করে, তখন তিনি তাদের সকল সম্পদ অধিগ্রহণের নির্দেশ দেন। তিনি অনেক ইয়াহুদিকে হত্যা করেন এবং এমনভাবে তাদের রক্তপাত করেন ও নির্যাতন করেন যে, এ অঞ্চলের সকল ইয়াহুদি ভয়ে প্রকম্পিত হয়ে পড়ে।"

২৮ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, "(যিশুকে হত্যা করার কারণে) অভিশপ্ত

[৪৫৫]. এর পরবর্তী জ্বলন্ত নমুনা আমেরিকায় প্রাচীন অধিবাসী ও রেড ইন্ডিয়ানদেরকে বিভৎস অত্যাচার ও বর্বর নির্যাতনের মাধ্যমে ধর্মান্তরিত বা হত্যা করা এবং হিটলার কর্তৃক ইয়াহুদিদেরকে নির্মম অত্যাচারের মাধ্যমে হত্যা করা। এগুলো সবই খ্রিস্টান ধর্মগুরুদের সমর্থনে বা প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে ঘটেছে।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

হওয়ার পরে এন্টিয়কের ইয়াহুদিগণ যখন বন্দি হল তখন তাদের অনেকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে ফেলা হয়। অনেককে হত্যা করা হয়। আর অবশিষ্টদের সকলকে বিতাড়িত করা হয়। রোমান সম্রাট তার সাম্রাজ্যের সর্বত্রই এ সকল অসহায় ইয়াহুদিদের উপরে বিভিন্নভাবে কঠিন অত্যাচার ও নিপীড়ন করেন। অবশেষে তিনি তাদেরকে তার সাম্রাজ্য থেকে বহিস্কার করেন। তিনি অন্যান্য রাজ্যের রাজন্যবর্গকেও ইয়াহুদিদের সাথে অনুরূপ আচরণ করতে উৎসাহিত করেন। ফলে ইয়াহুদিদের অবস্থা এরূপ হয় যে, এশিয়া থেকে শুরু করে ইউরোপের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সকল খ্রিস্টান দেশে তারা কঠিন অত্যাচার ও নিপীড়নের শিকার হয়।

এর সামান্য কিছুদিন পরে স্পেনে তাদেরকে তিনটি শর্তের একটি মানতে নির্দেশ দেওয়া হয়- তারা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করবে। যদি তারা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হয় তবে তারা বন্দি থাকবে। যদি তারা উভয় শর্তের কোনোটিই গ্রহণ না করে তবে তাদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত ও বহিষ্কৃত করা হবে।

কিছুদিনের মধ্যেই ফ্রান্সেও তাদের সাথে একইরূপ আচরণ শুরু হয়। এভাবে অসহায় ইয়াহুদিগণ একদেশ থেকে আরেক দেশে চলে গিয়েছে। কোথাও তাদের স্থিতি মেলেনি। এমনকি এশিয়াতেও তারা নিরাপত্তা লাভ করেনি। বরং এশিয়াতেও অনেক সময় তারা নিহত হয়েছে, যেভাবে তারা ইউরোপীয় দেশগুলোতে নিহত হয়েছে।"

অতঃপর ২৯ পৃষ্ঠায় লেখক বলেন, "ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস অনুসারে ইয়াহুদিরা ছিলেন অবিশ্বাসী কাফির। এজন্যই তারা তাদের উপর অত্যাচার-নিপীড়ন চালাতেন। এই ক্যাথলিক ধর্মের মহান ধর্মগুরুগণ এ বিষয়ে পরামর্শ সভা অনুষ্ঠান করেন। পরামর্শের মাধ্যমে তারা ইয়াহুদিদের বিষয়ে নিম্নরূপ ব্যবস্থাদি প্রদান করেন।

প্রথমত, কোনো খ্রিস্টান যদি অন্য খ্রিস্টানের বিরুদ্ধে ইয়াহুদিকে সমর্থন করে বা রক্ষা করে তবে সে বিভ্রান্ত ও ধর্মচ্যুত বলে গণ্য হবে।

দ্বিতীয়ত, কোনো ইয়াহুদিকে কোনো রাষ্ট্রে কোনোরূপ চাকরি বা পদ প্রদান করা যাবে না।

তৃতীয়ত, কোনো খ্রিস্টান যদি কোনো ইয়াহুদির ক্রীতদাস থাকে, তবে সে মুক্ত হয়ে যাবে।

চতুর্থত, কোনো ইয়াহুদির সাথে কেউ পানাহার করতে পারবে না বা কোনোরূপ সামাজিক সম্পর্ক রাখবে না।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

পঞ্চমত, ইয়াহুদিদের সন্তানদেরকে তাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে এবং তাদেরকে খ্রিস্টধর্মের দীক্ষা দিয়ে বড় করতে হবে।

এরূপ আরো অনেক ব্যবস্থা ও নির্দেশ তারা প্রদান করেন।"

নিঃসন্দেহে পঞ্চম নির্দেশটি উপর্যুক্ত নির্দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে অমানবিক ও জবরদস্তিমূলক।

অতঃপর তিনি লিখেছেন, "(দক্ষিণ ফ্রান্সের) টলোয (Toulouse) অঞ্চলের অধিবাসীদের রীতি ছিল যে, নিস্তারপর্বের (easter) সময়ে তারা ইয়াহুদিদের মুখে চড় মারতেন। আর বিযিয়ের (Béziers) নগরের[৪৫৬] অধিবাসীরা পর্বের প্রথম রবিবার থেকে পর্বের শেষদিন পর্যন্ত ইয়াহুদিদেরকে পাথর মারতেন। এভাবে পাথর মেরে অনেক ইয়াহুদিকে হত্যাও করা হত। এই শহরের খ্রিস্টান শাসক জনগণকে এরূপ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন।"

এরপর তিনি ৩০ ও ৩১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "ফ্রান্সের শাসকগণ ইয়াহুদিদের বিষয়ে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তারা ব্যাবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি কর্মের মাধ্যমে ইয়াহুদিদের সম্পদ অর্জনের সুযোগ দিতেন। এরপর তারা তাদের সম্পদ কেড়ে নিতেন। সম্পদের লোভে এই প্রকারের অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে যায়। এরপর যখন ফিলিপ অগাস্টাস (Philip Augustus)[৪৫৭] ফ্রান্সের রাজ্যভার গ্রহণ করেন, তখন তিনি প্রথমে খ্রিস্টানদের নিকট ইয়াহুদিদের যত ঋণ লগ্নি করা ছিল তার মোট পাওনার একপঞ্চমাংশ উসুল করেন এবং বাকি ঋণের দায় থেকে খ্রিস্টান নাগরিকদের মুক্ত করে দেন। আর এই উসুলকৃত একপঞ্চমাংশ থেকে এক পয়সাও তিনি ইয়াহুদিদেরকে দেননি। এরপর তিনি সকল ইয়াহুদিকে তার রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেন। ফিলিপ অগাস্টাসের পরে তদীয় পুত্র সেন্ট লুইস বা অষ্টম লুই (Louis VIII)

[৪৫৬]. পোপ তৃতীয় ইনোসেন্টের নির্দেশে ও নেতৃত্বে দুটি ক্রুসেড পরিচালিত হয়। প্রথমটি পূর্বমুখি চতুর্থ ক্রুসেড (১২০২-১২০৪) যা মূলত বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্ট্যান্টিনোপলের বিরুদ্ধে পরিচালিত ছিল। তা ছিল রোমান ক্যাথলিক চার্চ বা পাশ্চাত্য খ্রিস্টধর্ম (Western church) কর্তৃক গ্রিক অর্থোডক্স চার্চ বা প্রাচ্য খ্রিস্টধর্ম (Eastern church) জবরদস্তিমূলকভাবে নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টা ছিল। দ্বিতীয় ক্রুসেড ছিল পশ্চিমমুখি। তার নির্দেশে ফ্রান্সের তথাকথিত ধর্মচ্যুত খ্রিস্টানদের (French heretics) বিরুদ্ধে ক্রুসেড ঘোষণা করা হয়, যা আলবিজেনসিয়ান ক্রুসেড (the Albigensian Crusade) নামে পরিচিত। ফ্রান্সের এ সকল খ্রিস্টান পোপ ও খ্রিস্টান যাজকতন্ত্রের আধিপত্য অস্বীকার করেন। পোপ তাদেরকে জবরদস্তি ও নিপীড়নের মাধ্যমে স্বমতে আনার বা হত্যা করে নিশ্চিহ্ন করার জন্য ক্রুসেডের আহ্বান করেন। এ ক্রুসেডে অগণিত ইয়াহুদিকেও হত্যা করা হয়। বিশেষত সিমোন ডি মন্টফোর্ট (Simon de Montfort) এই ক্রুসেড অভিযানে দক্ষিণ ফ্রান্সের এই বিযেইর (Béziers) নগর অধিকার করার পরে তথাকার প্রায় সকল ইয়াহুদি অধিবাসীকে নির্মমভাবে হত্যা করেন।

[৪৫৭]. ফ্রান্সের প্রসিদ্ধতম রাজাদের অন্যতম। ১১৮০ থেকে ১২২৩ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

রাজ্যভার গ্রহণ করেন।[৪৫৮] তিনি দুইবার ইয়াহুদিদেরকে তার রাজ্যে আগমনের সুযোগ দেন এবং দুইবার তাদেরকে বিতাড়িত করেন। পরবর্তীকালে যখন ৬ষ্ঠ চার্লস (Charles VI) ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তিনি আবার ইয়াহুদিদেরকে ফ্রান্স থেকে বিতাড়িত করেন। ইতিহাস থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইয়াহুদিগণ ফ্রান্স থেকে ৭ বার বিতাড়িত হয়েছে।

আর স্পেন থেকে বিতাড়িত ইয়াহুদিদের সংখ্যা সবচেয়ে কম করে হিসাব করলেও ১৭০০০০ পরিবারের চেয়ে কম হবে না। অস্ট্রিয়াতে অনেক ইয়াহুদিকে হত্যা করা হয়েছে এবং অন্য অনেককে লুণ্ঠন করা হয়েছে। কেবলমাত্র অল্পসংখ্যক ইয়াহুদি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে হত্যা ও লুণ্ঠনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। উৎপীড়নের হাত থেকে বাঁচতে ইয়াহুদিদের অনেকেই আত্মহননের পথ বেছে নেয়। তারা নিজেদের বাড়ির দরজা বন্ধ করে নিজেদের ধনসম্পদ বিনষ্ট করে, স্ত্রী-সন্তানগণকে হত্যা করে এবং নিজেদেরকেও হত্যা করে। অনেকে সমুদ্রে ডুবে বা আগুনে আত্মহনন করে। ক্রুসেড যুদ্ধের সময়ে অগণিত ইয়াহুদিকে হত্যা করা হয়।

ইয়াহুদিদের নিপীড়নের বিষয়ে ইংরেজরা একমত পোষণ করে। তারা সম্মিলিতভাবে ইয়াহুদিদের উপর এমন সীমাহীন অত্যাচার চালায় যে, মুক্তি থেকে নিরাশ হয়ে ইয়র্ক শহরের ইয়াহুদিরা আত্মহননের পথ বেছে নেয়। তারা একে অপরকে হত্যা করতে থাকে। এভাবে ১৫০০ ইয়াহুদি পুরুষ, নারী ও শিশুকে তারা হত্যা করে। ইংল্যান্ডের সর্বত্র ইয়াহুদিরা অত্যন্ত লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত ছিল। অবস্থা এমন ছিল যে, কোনো সামন্ত শাসক সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে তাদের বিদ্রোহ ও বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য ইয়াহুদিদের হত্যা করত। এভাবে একবারে ৭০০ ইয়াহুদিকে তারা হত্যা করত এবং তাদের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করত।

বৃটিশ সম্রাট সিংহ হৃদয় রিচার্ড (রাজত্বকাল: ১১৮৯-১১৯৯), তার ভ্রাতা রাজা জন (রাজত্বকাল: ১১৯৯-১২১৬) এবং তার পুত্র তৃতীয় হেনরি (রাজত্বকাল: ১২১৬-১২৭২) বারংবার বিভিন্ন অজুহাতে নিপীড়ন করে ইয়াহুদিদের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করেন। বিশেষ করে তৃতীয় হেনরির নিয়মিত অভ্যাসই ছিল বিভিন্নভাবে যুলুম অত্যাচার করে ইয়াহুদিদের ধনসম্পদ কেড়ে নেওয়া ও তাদেরকে নিপীড়ন করা। তিনি এমনভাবে ইয়াহুদিদের উপর অত্যাচার করেন যে, ধনী ইয়াহুদিরা হতদরিদ্রে পরিণত হয় এবং ইংল্যান্ড পরিত্যাগ করতে স্বীকৃত হয়। তারা রাজা তৃতীয় হেনরির কাছে ইংল্যান্ড ত্যাগ করে চলে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে। কিন্তু তিনি তাদেরকে

[৪৫৮]. ১২২৩ থেকে ১২২৬ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

ইংল্যান্ড ছেড়ে চলে যাওয়ার অনুমতি প্রদানে অস্বীকৃতি জানান। এরপর তৃতীয় হেনরির পুত্র প্রথম এডওয়ার্ড (রাজত্বকাল: ১২৭২-১৩০৭) রাজ্যভার গ্রহণ করার পরে ইয়াহুদিদের সকল ধনসম্পর্দ কেড়ে নেন এবং তারপর ইয়াহুদিদেরকে তার রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেন। তিনি ১৫০০০ (পনের হাজার)-এরও বেশি ইয়াহুদিকে অত্যন্ত করুণ অবস্থায় তার দেশ থেকে বহিষ্কার করেন।"

অতঃপর তিনি ৩২ পৃষ্ঠায় বলেন, "সুথি নামক একজন পর্যটক ৫০ বছর পূর্বের[৪৫৯] পর্তুগালের মানুষদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, তারা ইয়াহুদিদের ধরে আগুনে পোড়াত। পর্বের দিনে যেমন মানুষ আনন্দ উল্লাসে একত্রিত হয়, তেমনিভাবে তারা ইয়াহুদি পোড়ানোর দিনে নারী-পুরুষ সকলে সমবেত হয়। এ সময়ে তারা আনন্দ উল্লাস প্রকাশ করে এবং ইয়াহুদিকে পোড়ানোর সময় উল্লাসে মেয়েরা চিৎকার করতে থাকে।"

অতঃপর তিনি ৩৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু পোপ ইয়াহুদিদের বিষয়ে অনেক কঠিন আইন ও বিধান প্রণয়ন করেছেন।" 'কাশফুল আসরার ফী কাসাসি আনবিয়ায়ি বনী ইসরাঈল' গ্রন্থের বক্তব্য এখানেই শেষ।

'সিয়ারুল মুতাকাদ্দিমীন' (পূর্ববর্তীদের জীবনী) গ্রন্থের লেখক বলেন, "রোমান সম্রাট প্রথম কনস্টান্টাইনের পরের ৬ষ্ঠ সম্রাট[৪৬০] তার রাজ্যের নেতৃবৃন্দের পরামর্শের ভিত্তিতে ৩৭৯ সালে নির্দেশ জারি করেন যে, রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে বসবাসকারী সকল নাগরিককে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করতে হবে এবং খ্রিস্টধর্ম গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীকে হত্যা করা হবে।"

এর চেয়ে কঠিনতর জবরদাস্তি আর কী হতে পারে!?

টমাস নিউটন নামক একজন বাইবেল বিশারদ বাইবেলের মধ্যে উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর ব্যাখ্যা করে একটি পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তকটি ১৮০৩ সালে লন্ডনে মুদ্রিত হয়েছে। তিনি এই পুস্তকের দ্বিতীয়

[৪৫৯]. অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে, ১৭৮০-১৮০০ সালের দিকে।

[৪৬০]. সম্ভবত প্রসিদ্ধ রোমান সম্রাট প্রথম থিওডোসিয়াস বা মহান থিওডোসিয়াসের (Theodosius I/ Theodosius The Great/ Flavius Theodosius) কথা বলছেন। তিনি ৩৭৯ থেকে ৩৯৫ পর্যন্ত রোমের সম্রাট ছিলেন। প্রথমে পূর্ব রোমের পরে পূর্ব ও পশ্চিম সমগ্র রোমান সাম্রাজ্যের অধিপতি হন। তিনি ৩২৫ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম যাজকীয় মহাসম্মেলন, নিসীয় কাউন্সিলের (Council of Nicaea) ত্রিত্ববাদী খ্রিস্টান ধর্ম সকল নাগরিকে উপর জবরদাস্তিমূলকভাবে চাপিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। একেশ্বরবাদী খ্রিস্টান, আরিউসের অনুসারীগণ, অখ্রিস্টান প্যাগান ও অন্যদেরকে কঠিনভাবে নিপীড়ন করেন। ৩৮১ খ্রিস্টাব্দে কনস্টান্টিনোপলে দ্বিতীয় যাজকীয় মহাসম্মেলনের আয়োজন করে সেই সম্মেলনের মাধ্যমে তার এই জবরদস্তি ধর্মান্তরকে আইনগত রূপ দেন।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

খণ্ডের ৬৫ পৃষ্ঠায় ক্রুসেড যুদ্ধের মাধ্যমে ত্রিত্ববাদী খ্রিস্টানগণ কীভাবে যিরূশালেম দখল করে তার বিবরণ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "পাঁচ সপ্তাহব্যাপী অবরোধের পর ১০৯৯ সালের জুলাই মাসে ক্রুসেডারগণ যিরূশালেম অধিকার করেন। তারা তথাকার সকল অখৃস্টানকে হত্যা করেন।[৪৬১] এভাবে তারা ৭০ হাজারেরও বেশি মুসলিমকে হত্যা করেন। আর তারা ইয়াহুদিদেরকে সমবেত করে তাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে মারেন।[৪৬২] তারা মসজিদের মধ্যে অনেক ধনসম্পদ লাভ করেন।"

উপরের সামান্য নমুনাগুলো থেকে পাঠক জানতে পারলেন, কীভাবে খ্রিস্টানগণ সাধারণভাবে সকল অখ্রিস্টান নাগরিক ও জনগণের উপর এবং বিশেষভাবে ইয়াহুদিদের উপর যুলুম-অত্যাচার ও জবরদাস্তি করেছে। অনুরূপভাবে ক্রুসেড যুদ্ধের সময় যিরূশালেম অধিকার করে কীভাবে তারা গণহত্যা করেছে তাও পাঠক জানতে পারলেন। এখন আমি ক্যাথলিকগণ অন্যান্য খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের উপর কীরূপ অত্যাচার করেছে তার কিছু নমুনা উল্লেখ করব। প্রসিদ্ধ আরব প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টান ধর্মগুরু ইসহাক বরদকান সংকলিত ১৮৪৯ সালে প্রকাশিত 'আস-সালাস আশারাতা রিসালা' (পুস্তিকা ত্রয়োদশ) নামক আরবি সংকলন গ্রন্থ থেকে আমি এ সকল ঘটনা উদ্ধৃত করব।

উক্ত পুস্তকের ১৫ ও ১৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে, "ইউরোপের দেশগুলোতে রোমান ক্যাথলিক চার্চ ঈশ্বরের সাক্ষী বা শহীদ প্রটেস্ট্যান্টদের বিরুদ্ধে অগণিতবার যন্ত্রণাদায়ক নিপীড়ন ও বিতাড়নের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তারা জীবন্ত আগুনে নিক্ষেপ করে যাদেরকে হত্যা করেছে তাদের সংখ্যা সর্বনিম্ন ২৩০০০০ (দুইলক্ষ ত্রিশ হাজারের) কম হবে না বলে মনে করা হয়। পোপকে বাদ দিয়ে শুধু যিশুখ্রিস্টে বিশ্বাস করার অপরাধে এবং শুধু বাইবেলকে নিজেদের বিশ্বাস ও কর্মের পথপ্রদর্শক বলে বিশ্বাস করার কারণে তাদেরকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। এছাড়াও হাজার হাজার প্রটেস্ট্যান্টকে তারা হত্যা করেছে অস্ত্রের আঘাতে, সৈন্যবাহিনীর মাধ্যমে, কাল্লটিন[৪৬৩] নামক যন্ত্রের মাধ্যমে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ টেনে ছিড়ে এবং অন্যান্য আরো বিভিন্ন প্রকারের অবর্ণনীয় বর্বরতম অত্যাচারের মাধ্যমে। ফ্রান্সে এক দিনেই ত্রিশ হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়। সেন্ট বর্থলময়ের (St. Bartholomew)

[৪৬১]. বস্তুত এরা হত্যা ছাড়া কিছুই বুঝতেন না এবং এখনো বোঝেন না।

[৪৬২]. আগুনে পুড়িয়ে মারা খ্রিস্টান ধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য। খ্রিস্টান ধর্মগুরুগণ এতে খুবই আনন্দলাভ করেন। আর যিশুর হত্যাকারীদেরকে হত্য করার জন্য তরবারির ধার কমিয়ে কী লাভ!

[৪৬৩]. সম্ভবত গিলোটিন (guillotine) বা অনুরূপ কোনো যন্ত্র বোঝাচ্ছেন।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

পর্বের দিনে এই হত্যাযজ্ঞ ঘটে।[৪৬৪] এভাবেই রোমান ক্যাথলিক চার্চের ইতিহাস সাধু ও পবিত্রগণের রক্তে রঞ্জিত।" 'ত্রয়োদশ পুস্তিকা' গ্রন্থের বক্তব্য আক্ষরিকভাবেই উদ্ধৃত করা হল।

উক্ত সংকলন গ্রন্থের ৩৩৮ পৃষ্ঠায় ১৩ নং পুস্তিকায় রয়েছে, "স্পেনের টলেডো রাজ্যের পরিষদে একটি আইন পাশ করা হয়। আইনে বলা হয়েছে, আমরা আইন প্রণয়ন করছি যে, ভবিষ্যতে এই রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করতে হলে তাকে আগে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, অক্যাথলিক কোনো মানুষকে সে তার রাজ্যে বসবাস করার অনুমতি দেবে না। ক্ষমতা গ্রহণের পরে যদি সে তার এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে তবে সে অনন্ত ঈশ্বরের সম্মুখ থেকে বিতাড়িত হবে এবং অনন্ত নরকের চিরস্থায়ী খোরাক হবে।"

"ল্যাটারান কাউন্সিল (Lateran Council)[৪৬৫] ঘোষণা করে, 'সকল রাজা, শাসক, প্রশাসক ও ক্ষমতাবানের অবশ্যই শপথ করতে হবে যে, চার্চ তাদের যে সকল নাগরিককে বিভ্রান্ত (heretic) বলে ফয়সালা দিবে, তারা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে সে সকল নাগরিককে নির্মূল করবেন। এরূপ বিভ্রান্ত একজনকেও তারা তাদের এলাকায় বসবাস রাখবেন না। তারা যদি এই শপথ রক্ষা না করেন তবে তাদের জনগণ তাদের আনুগত্যের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন।

"কন্সটান্স মহাসম্মেলনও (Council of Constance)[৪৬৬] এই আইন বলবৎ রয়েছে। এছাড়া পোপ পঞ্চম মার্টিনিউসের[৪৬৭] নির্দেশমালাতেও রয়েছে। পোপ তৃতীয় পলের (Paul) নেতৃত্বে ১৫৫১ খ্রিস্টাব্দে বিশপগণ যে শপথ গ্রহণ করেন তাতে রয়েছে, 'বিভ্রান্তগণ (heretics), বিচ্ছিন্নগণ এবং

[৪৬৪]. ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দের ২৪/২৫ আগস্ট এই নারকীয় হত্যাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনানুসারে ২/৩ দিনে ৭০ হাজার প্রটেস্ট্যান্ট নরনারীকে চরম নির্মমতার সাথে হত্যা করা হয়। রোমান ক্যাথলিক নেতাগণ এই হত্যাযজ্ঞ পরিচালনা করেন। এই নারকীয় হত্যাযজ্ঞে ক্যাথলিক ধর্মগুরু রোমের পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরি (Pope Gregory XIII) এত খুশি হন যে, তিনি এই দিবস উদযাপনের জন্য একটি মেডেল প্রদান করেন। (Pope Gregory XIII had a medal struck to celebrate the event)। বিস্তারিত দেখুন: এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, আর্টিকেল 'Saint Bartholomew's Day, Massacre of'.

[৪৬৫]. রোমান ক্যাথলিক চার্চের কেন্দ্রীয় যে যাজকীয় মহাসম্মেলনগুলো রোমের ল্যাটারান প্রাসাদে অনুষ্ঠিত হয় সেগুলোকে ল্যাটারান কাউন্সিল বলে। ১১২৩ থেকে ১৫১৭ পর্যন্ত পাঁচটি মহাসম্মেলন তথায় অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম ল্যাটারান মহাসম্মেলনের সিদ্ধাগুলোর অন্যতম ছিল, পাদরি বা যাজকদের (clerics) জন্য বিবাহ নিষিদ্ধ করা। দ্বিতীয় সম্মেলন হয় ১১৩৯ সালে। এর মূল আলোচ্য বিষয় ছিল পোপ বিরোধী বা ক্যাথলিক ধর্মমত বিরোধীদেরকে শায়েস্তা করা। ১২১৫ সালে অনুষ্ঠিত চতুর্থ মহাসম্মেলনে ইয়াহুদি ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে নিপীড়নমূলক বিভিন্ন আইন পাশ করা হয়।

[৪৬৬]. ১৪১৪-১৪১৮ সালে অনুষ্ঠিত।

[৪৬৭]. সম্ভবত পোপ পঞ্চম মার্টিনকে বোঝাচ্ছেন। তিনি ১৪১৭-১৪৩১ পোপ ছিলেন।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

মহামান্য পোপ ও তাঁর প্রতিনিধিদের অবাধ্য সকল মানুষকে আমি সর্বশক্তি দিয়ে বিতাড়িত করব এবং নির্মূল করব।'

"ল্যাটারান কাউন্সিল ও কন্সটান্স কাউন্সিল উভয়ই বলছে, 'যদি কেউ কোনো বিভ্রান্তকে (heretic) আটক করতে পারে, তবে তার জন্য অনুমতি আছে এবং তার অধিকার আছে যে, সে তার (আটককৃত বিভ্রান্ত ব্যক্তির) সমস্ত ধনসম্পদ কেড়ে নেবে এবং সে উক্ত ব্যক্তিকে নিজের অধীনে (দাস হিসেবে) কাজে লাগাবে। এ বিষয়ে কারো কোনো আপত্তি থাকবে না।'

পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট (Innocent III)[৪৬৮] বলেন, 'বিভ্রান্তদের মৃত্যুদণ্ড প্রদান করার এ নির্দেশ আমরা প্রদান করছি সকল রাজা, সম্রাট ও শাসককে। চার্চের দণ্ডাবলির অধীনে তা কার্যকর করা তাদের জন্য আবশ্যকীয় দায়িত্ব।

"১৭২৪ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের সম্রাট পঞ্চদশ লুই (Louis XV)[৪৬৯] ১৮টি আইন জারি করেন। সেগুলোর মধ্যে প্রথম আইনটি নিম্নরূপ, 'আমরা আদেশ প্রদান করছি যে, একমাত্র ক্যাথলিক ধর্মই আমাদের রাজত্বে অনুমদিত থ াকবে। অতএব যারা ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাস ছাড়া অন্য কোনো ধর্মবিশ্বাসের অনুসরণ করবে তাদেরকে যাবজ্জীবন কারাগারে আবদ্ধ থাকতে হবে। অক্যাথলিক নারীদের চুল কেটে দিতে হবে এবং তাদেরকে আমৃত্যু আটক রাখতে হবে।'

"দ্বিতীয় আইনটি নিম্নরূপ, 'আমরা নির্দেশ প্রদান করছি যে, যে সকল ধর্মপ্রচারক ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসের বাইরে কোনো ধর্মসম্প্রদায় গঠন করেছেন এবং যারা ক্যাথলিক রীতির বাইরে কোনো উপাসনা বা রীতি শিক্ষা দিয়েছেন বা পালন করেছেন তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করতে হবে।'

"১৭৬৫ সালে স্পেনের সম্রাটকে সম্বোধন করে বিশপগণ বলেন, 'আইনকে তার সম্পূর্ণ শক্তি প্রদান করুন এবং ধর্মকে তার পূর্ণ মর্যাদা প্রদান করুন। যেন একথার মাধ্যমে আমরা ১৭২৪ সালের (উপর্যুক্ত) আইনগুলো নবায়ন করতে পারি।'

---

[৪৬৮]. ১১৬১ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১১৯৮ থেকে ১২১৬ পর্যন্ত পোপ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তার সময়ে মধ্যযুগীয় পোপতন্ত্র ক্ষমতা ও মর্যাদার শীর্ষে আরোহণ করে। তিনি মুসলিমদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড (চতুর্থ ক্রুসেড) ছাড়াও ফ্রান্সের খ্রিস্টান ভিন্নমতাবলম্বীদের ও হেরেটিকদের বিরুদ্ধে আলবিজেনসিয়ান ক্রুসেড (Albigensian Crusade)-এর সংগঠক ও নেতা ছিলেন। তিনি ১২১৫ সালে চতুর্থ ল্যাটারান কাউন্সিল আহ্বান করেন।

[৪৬৯]. মূলপাঠে 'একাদশ লুই' রয়েছে। বাহ্যত তা ভুল। কারণ একাদশ লুই (Louis XI) ১৪২৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৪৬১ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের রাজ্যভার গ্রহণ করেন এবং ১৪৮৩ সালে মৃত্যু পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ১৭২৪ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের সম্রাট ছিলেন ১৫শ লুই (Louis XV)। তিনি ১৭১০ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭১৫ থেকে ১৭৭৪ পর্যন্ত ফ্রান্সের সিংহাসনে ছিলেন।

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

"ইংল্যান্ড যখন পোপের অধীন ছিল তখন তথাকার অন্যতম বিধান ছিল যে, যে কোনো মানুষ যদি বলে যে, প্রতিমা বা প্রতিমূর্তিকে (icon) সাজদা করা যাবে না (মূর্তিপূজা করা যাবে না) তবে তাকে কঠিন কারাগারে আবদ্ধ রাখা হবে, যতক্ষণ না সে প্রতিজ্ঞা করে ঘোষণা করে যে, সে মূর্তির সামনে সাজদা বা প্রণিপাত করবে। বিশপ বা গির্জার বিচারকের অধিকার রয়েছে যে, যাকেই তিনি বিভ্রান্ত (heretic) বলে সন্দেহ করবেন, তাকেই তিনি সমন দিয়ে নিজের কাছে উপস্থিত করাবেন বা তাকে কারাগারে আবদ্ধ রাখবেন। আর অবাধ্য বিভ্রান্তকে (heretic) জনগণের সামনে আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলতে হবে। সকল সম্রাট ও শাসককে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, তারা গির্জার বিচারকদেরকে সহযোগিতা করবেন বিভ্রান্ত বা হেরেটিকদেরকে সমূলে বিনাশ করতে। যখনই কোনো ব্যক্তি থেকে কোনোরূপ বিভ্রান্তি প্রকাশ পাবে তখনই তারা তার সকল ধনসম্পদ কেড়ে নিয়ে তাকে গির্জার বিচারকের নিকট সমর্পণ করবেন। আগুনের প্রজ্জ্বলিত শিখার মাধ্যমে তার পাপরাশি মুছে ফেলা হবে (তাকে জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে মেরে পাপমুক্ত করা হবে)।

"বার্নিউস বলেন, স্পেনের সম্রাট পঞ্চম চার্লস (Charles V)[৪৭০] মিথ্যা ও ভিত্তিহীনভাবে দাবি করতেন যে, তিনি তরবারি দ্বারা নয়, বরং মুখের দ্বারা হেরেটিক বা বিভ্রান্তদের নির্মূল করবেন। রোমে মুদ্রিত ল্যাটিন ও আরবি বাইবেলের নির্দেশিকা বা নির্ঘণ্টে (index) 'হা' (H) অক্ষরের মধ্যে রয়েছে, হেরেটিকদের (heretics) ক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্ব যে, আমরা তাদের ধ্বংস ও নির্মূল করব। সেখানে হেরেটিকদের হত্যা ও নির্মূল করার পক্ষে প্রমাণ পেশ করে বলা হয়েছে যে, (ইস্রায়েল রাজ্যের) রাজা যেহু (Jehu the son of Jehoshaphat) মিথ্যা পুরোহিতদেরকে খড়্গ দ্বারা হত্যা করেছিলেন।[৪৭১] এলিয় (Elijah) ভাববাদী বাল দেবতার ভাববাদীগণকে (prophets of Baal) বলিদান করেছিলেন।[৪৭২] এরূপ আরো অনেক প্রমাণ রয়েছে। এগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, গির্জার সন্তানদের দায়িত্ব বিভ্রান্ত বা হেরেটিকদের নির্মূল করা।"

[৪৭০]. ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৫১৬ থেকে ১৫৫৬ পর্যন্ত হোলি রোমান এম্পেরর ও স্পেনের সম্রাট ছিলেন এবং ১৫৫৮ খ্রিস্টব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি হেরেটিক ও প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মমতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। পোপ তৃতীয় পৌল (Paul III) তাকে অর্থ ও জনবল দিয়ে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন।

[৪৭১]. রাজা যেহু প্রবঞ্চনার মাধ্যমে বাল দেবতার পূজক ও যাজকদেরকে একত্রিত করে অতর্কিতে নির্মমভাবে হত্যা করেন। বিস্তারিত দেখুন ২ রাজাবলি ১০/১৮-২৮।

[৪৭২]. এলিয় ভাববাদী বাল দেবতার চারশত পঞ্চাশজন ভাববাদীকে ধরে আটক করেন এবং তাদেরকে কিশোন স্রোতমার্গে নিয়ে সেখানে বধ করেন বা জবাই করেন। বিস্তারিত দেখুন: ১ রাজাবালি ১৮/৪০।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

অতঃপর (পুস্তিকা ত্রয়োদশের) ৩৪৭ ও ৩৪৮ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার লিখেছেন, "ক্রেমলিনীয়দের নেতৃস্থানীয় প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মিনটওয়ান ও অন্যান্য ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, রোডনের টমাস[৪৭৩] নামক এক বাইবেল প্রচারককে পোপ আগুনে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করেন, কারণ তিনি রোমান ক্যাথলিক চার্চের দুর্নীতি ও অনাচারের বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন। ঐতিহাসিকগণ তাকে সাধু ও খ্রিস্টের জন্য প্রকৃত শহীদ বলে গণ্য করেন।"

৩৫০ থেকে ৩৫৫ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, "স্পেনের আরাগন রাজ্যের (kingdom of Aragon) রাজা আলফনসো (Alfonso II) তার রাজ্য থেকে আলবিজেনসিয়ান (Albigensian) খ্রিস্টানদেরকে বিতাড়িত করার নির্দেশ দেন; কারণ তারা ছিল বিভ্রান্ত বা হেরেটিক। টোলোসের শাসক (count of Toulouse) রেমন্ডের (Raymond VI)[৪৭৪] আপত্তি সত্ত্বেও ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে পোপ তার রাজ্যে চার্চীয় অনুসন্ধানকারীগণকে (Inquisitor) প্রেরণ করেন; কারণ কাউন্ট রেমন্ড এ সকল আলবিজেনসিয়ান হেরেটিকদের বহিষ্কার করতে অস্বীকার করেছিলেন। এর কিছু পরে পোপ, অথবা পোপের নির্দেশে ফ্রান্সের সম্রাট টোলোস শহর ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় তিনলক্ষ সৈন্যের এক বিশাল ক্রুসেডার বাহিনী প্রেরণ করেন। এই বাহিনী কাউন্ট রেমন্ডকে তার শহরে অবরুদ্ধ করে। তিনি প্রাণপণে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন এবং অস্ত্রের বলে অস্ত্রবল প্রতিরোধের চেষ্টা করেন। এই যুদ্ধে ১০ লক্ষ মানুষ নিহত হয়। অবশেষে রেমন্ডের বাহিনী পরাজিত হয়। তাদের উপর নেমে আসে সর্বপ্রকারের লাঞ্ছনা, শাস্তি ও অপমান। এই যুদ্ধের পরিচালনায় পোপ তার নিজের বাহিনীর মানুষদেরকে বলতেন, 'আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি এবং তোমাদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব হিসেবে ঘোষণা করছি যে,

[৪৭৩]. মূল গ্রন্থের আরবি পাঠ থেকে নামটি এরূপই প্রতিভাত হয়। এই নামে কোনো প্রসিদ্ধ ব্যক্তির বিষয়ে আমি জানতে পারিনি। তবে আরনালডো (Arnold of Brescia/ Arnaldo da Brescia) দ্বাদশ খ্রিস্টীয় শতকের একজন প্রসিদ্ধ ধর্মযাজক ও সংস্কারক ছিলেন। তিনি ১১০০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১১৫৫ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত হন। তিনি পোপ ও কার্ডিনালদের অনাচার ও অবৈধ সম্পদের বিরুদ্ধে সস্পষ্ট বক্তব্য রাখতেন এবং চার্চের সংস্কারের চেষ্টা করেন। একাধিকবার তিনি পোপ কর্তৃক ধর্মচ্যুত বা ধর্মদ্রোহী বলে নিন্দিত হন। সর্বশেষ পোপ চতুর্থ আড্রিয়ান (Adrian IV) নির্দেশে তিনি ধৃত হন এবং যাজকীয় ট্রাইবুনাল (ecclesiastical tribunal) কর্তৃক তার বিচার হয়। বিচারে তাকে বিভ্রান্তির (heresy) জন্য দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। তার দেহ পোড়ানো হয় এবং ছাই টাইবার নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। পোপের বিরোধিতার কারণে ধার্মিক খ্রিস্টানদেরকে পুড়িয়ে মারার এরূপ অনেক ঘটনা চার্চের ইতিহাসে রয়েছে।

[৪৭৪]. ১১৫৬ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২২২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি হেরেটিক বা ধর্মীয় ভিন্নমতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে কিছুটা সহনশীল ছিলেন। এজন্য তাকে পোপ ও তার অনুসারী রাজন্যবর্গের কোপের মুখে পড়তে হয়। চার্চ কর্তৃক বহিষ্কৃত (excommunicated) হওয়ার কারণে তাকে মৃত্যুর পরে খ্রিস্টীয় কায়দার কবর দিতে বাধা দেওয়া হয়।

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

তোমরা এ সকল ঘৃণ্য হেরেটিক বা বিভ্রান্ত আলবিজেনসিয়ানদের নির্মূল করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করবে এবং কঠিন হাতে তাদেরকে বিতাড়িত করবে। সারাগোসাবাসীদের (স্পেনীয় মুসলিমদের) বিরুদ্ধে তোমরা যে কাঠিন্য প্রদর্শন করেছ তার চেয়েও বেশি কঠিন হবে এদের সাথে।

"১৪০০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষে পোপের বাহিনী অতর্কিতভাবে পিডমন্ট (Piedmont) উপত্যাকায় (সার্ডিনিয়া (Sardinia) রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত) আলবিজেনসিয়ানদের উপর আক্রমণ করে। তারা বিনা যুদ্ধে তাদের সম্মুখ থেকে পালিয়ে যায়। কিন্তু তাদের অনেককেই খড়্গাঘাতে হত্যা করা হয়। অনেকেই বরফের মধ্যে মৃত্যুবরণ করে।

"এই ঘটনার ৮৭ বছর পরে পোপ ক্রিমোনা (Cremona) শহরে আলব্রেটস এরশিডিয়া কোনসকে নির্দেশ দেন ফ্রান্সের প্রান্তসীমায় এবং পিডমন্ট উপত্যাকায় বসবাসরত আলবিজেনসিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য, যারা ১৪০০ সালের যুদ্ধের পরে আবার তথায় ফিরে এসে বসবাস শুরু করেছিল। এই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ ১৮০০০ সৈন্যের বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকেন। এই যুদ্ধ প্রায় ত্রিশ বছর চলতে থাকে। এই যুদ্ধ ছিল সে সকল খ্রিস্টানের বিরুদ্ধে যারা বলেন, আমরা সর্বদা সম্রাটকে ভক্তি-সম্মান করি, তার সকল কর প্রদান করি, তবে যে ধর্মবিশ্বাস এবং যে ভূসম্পত্তি আমরা পূর্বপুরুষদের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছি তা আমরা পরিত্যাগ করতে চাই না।

"ইটালির কালাবরিয়া (Calabria) প্রদেশে ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দে হাজার হাজার প্রটেস্ট্যান্টকে হত্যা করা হয়। তাদের অনেককে সৈন্যরা হত্যা করে। অন্য অনেককে ধর্মীয় অনুসন্ধানকারী বা পরিদর্শকগণ (Inquisitor) হত্যা করেন। একজন রোমান গুরু বলেছেন, আমি আতঙ্কে প্রকম্পিত হতে থাকি, যখন আমি স্মরণ করি সেই জল্লাদের কথা, যার দাঁতের মধ্যে রয়েছে রক্তাক্ত খড়্গ, তার হাতের রুমাল থেকে রক্ত টপটপ করে পড়ছে, তার হস্তদ্বয় কনুই পর্যন্ত রক্তে রঞ্জিত এবং সে একের পর এক মানুষকে কারাগার থেকে বের করে আনছে, যেমন করে কসাই তার ছাগলগুলো বের করে আনে।

"১৬০১ খ্রিস্টাব্দে স্যাভয়ের ডিউক (duke of Savoy) ৫০০ আলবিজেনসিয়ান পরিবারকে বিতাড়িত করেন। এছাড়া ১৬৫৫ সালে ও ১৬৮৬ সালে পিডমন্ট উপত্যাকায় আবার তাদের উপর অত্যাচার শুরু হয়। কারণ পোপের নির্দেশে সম্রাট ১৪শ লুই (Louis XIV)[৪৭৫] দশসহস্রাধিক

[৪৭৫]. ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৬৪৩-১৭১৫ ফ্রান্সের সিংহাসনে ছিলেন। ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠতম

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র ও শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসরত এ সকল মানুষের উপর আক্রমণ চালান। তার বাহিনী এদের অনেককে জবাই করে। আর দশ সহস্রের বেশি মানুষকে আটক করা হয়। এদের অনেকেই ভিড় ও ক্ষুধার কারণে মৃত্যুবরণ করে। আর যারা বেঁচে ছিলেন তাদেরকে দেশত্যাগের নির্দেশ দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। তখন ছিল কঠিন শীতের সময়। সমস্ত অঞ্চল বরফে আবৃত ছিল। এজন্য প্রচণ্ড শীতে অনেক মা এবং তাদের কোলের সন্তান রাস্তার পাশে মরে পড়ে থাকে।

"পোপের মতের ভিত্তিতে স্পেনের সম্রাট পঞ্চম চার্লস (Charles V) ১৫২১ খ্রিস্টাব্দে স্পেনের ফ্লামাঙ্ক অঞ্চল থেকে প্রটেস্ট্যান্টদের বিতাড়ন করার নির্দেশ দেন। এর ফলে পাঁচলক্ষ মানুষ নিহত হয়। চার্লসের পরে তার পুত্র ফিলিপ (Philip II) রাজ্যভার গ্রহণ করেন । ১৫৫৯ সালে যখন তিনি স্পেনে গমন করেন তখন তিনি আলবার ডিউককে (the Duke of Alba) প্রটেস্ট্যান্ট বিতাড়নের দায়িত্ব প্রদান করেন। তিনি কয়েক মাসের মধ্যে রাষ্ট্রীয়-ধর্মীয় জল্লাদের হাতে ১৮০০০ মানুষকে হত্যা করেন। তিনি পরবর্তীকালে গৌরব করতেন যে, তিনি তার সমগ্র রাজ্যে ৩৬০০০ মানুষকে (প্রটেস্ট্যান্টকে) হত্যা করেছেন।

"উপরে পাদরি কিনের বক্তব্যে সেন্ট বর্থলময়ের (St. Bartholomew) পর্বের দিনের যে হত্যাকাণ্ডের কথা বলা হয়েছে তার বিবরণ নিম্নরূপ, ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে আগস্ট সেন্ট বর্থলময়ের পর্বের দিনে পরিপূর্ণ শান্তিপূর্ণ অবস্থায় এই হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়। ফ্রান্সের সম্রাট (নবম চার্লস: Charles IX) তাঁর ভগ্নিকে (মার্গারেট: Margaret of France/ Marguerite de Valois) নাভারের যুবরাজের (Henry of Navarre) সাথে বিবাহের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। নাভারের যুবরাজ ছিলেন ফ্রান্সের প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিত ও নেতৃবৃন্দের অন্যতম। বিবাহের প্রতিশ্রুতি ও আনুষ্ঠানিকতা পূর্ণ করার জন্য তার বন্ধুবান্ধব প্রটেস্ট্যান্ট নেতৃবৃন্দ সকলে প্যারিসে সমবেত হন। যখন প্রভাতি প্রার্থনার জন্য গির্জায় ঘণ্টা বাজতে শুরু করে তখনই এই গণহত্যা শুরু হয়। (রাজমাতা ক্যাথেরিন (Catherine de Médicis) ও রাজা পঞ্চম চার্লসের) পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে তারা যুবরাজ, তার সকল প্রটেস্ট্যান্ট সাথি এবং প্যারিসের সকল প্রটেস্ট্যান্টের উপরে আক্রমণ চালায়। এ

সম্রাট বলে গণ্য। তাকে 'Louis The Great, Louis The Grand Monarch, The Sun King' ইত্যাদি বলা হয়। তিনি প্রটেস্ট্যান্টদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। জোরপূর্বক তাদের ক্যাথলিক ধর্মে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করেন। এরপর তিনি প্রটেস্ট্যান্টদের ধর্মপালনের অধিকার সম্বলিত ফরাসি আইন (Edict of Nantes) বাতিল ঘোষণা করেন। কয়েক বছরের মধ্যে চার লক্ষেরও বেশি প্রটেস্ট্যান্ট ফ্রান্স ত্যাগ করে ইংল্যান্ড, প্রুশিয়া, হল্যান্ড, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে প্রস্থান করতে বাধ্য হন।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

সময়েই তারা ১০ হাজার মানুষ জবাই করে। একইরূপ গণহত্যা চালানো হয় রোয়েন (Rouen), লিয়োন (Lyon) ও ফ্রান্সের অধিকাংশ এলাকায়। এমনকি কোনো কোনো ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন যে, এই গণহত্যায় প্রায় ৬০ হাজার মানুষ হত্যা করা হয়। প্রটেস্ট্যান্টদের উপর এই যুলুম-অত্যাচার ত্রিশ বছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে; কারণ প্রটেস্ট্যান্টগণ শক্তিকে শক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করার জন্য অস্ত্র হাতে তুলে নেন। এই ত্রিশ বছর ব্যাপী ক্যাথলিক-প্রটেস্ট্যান্ট যুদ্ধে তাদের (প্রটেস্ট্যান্টদের) মধ্য থেকে ৯ লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করে। সেন্ট বর্থলময়ের পর্বের দিবসে ফ্রান্স-সম্রাটের এই কর্মের কথা যখন (ক্যাথলিকদের রাজধানী) রোমের মানুষেরা শুনলেন, তখন তাদের দুর্গগুলোর টাওয়ার থেকে কামানের গোলা ছুড়ে আনন্দ প্রকাশ করেন। পোপ (ত্রয়োদশ গ্রেগরি: Gregory XIII) তার কার্ডিনালদের নিয়ে (ক্যাথলিকদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় গির্জা ও বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ গির্জা) সেন্ট পিটার্স গির্জায় (Saint Peter's Basilica) ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করেন। উপরন্তু তিনি ফ্রান্সের সম্রাটকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ও সম্মাননা প্রদান করে পত্র লিখেন। তিনি তার এই গণহত্যার মাধ্যমে রোমান ক্যাথলিক চার্চের যে মহান খেদমত করলেন তার জন্য পোপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

"এরপর যখন সম্রাট চতুর্থ হেনরি ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তিনি ১৫৯৩ খ্রিস্টাব্দে প্রটেস্ট্যান্টদের উপর নিপীড়ন অত্যাচার বন্ধ করে দেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই (১৬১০ খ্রিস্টাব্দে) তিনি নিহত হন এবং মনে করা হয় যে, ধর্মের কারণে অত্যাচার ও লুণ্ঠন করতে অস্বীকৃতির কারণেই তিনি নিহত হন।

অতঃপর ১৬৮৫ খ্রিস্টাব্দে আবার নতুন করে নিপীড়ন শুরু হয় এবং অনেক মানুষ নিহত হন। ঐতিহাসিকগণ বলেন, মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার জন্য ৫০ হাজার মানুষ দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।"

পুস্তিকা ত্রয়োদশের বক্তব্য এখানেই শেষ। আমি উক্ত পুস্তকের দ্বাদশ পুস্তিকা থেকে উপরের কথাগুলো আক্ষরিকভাবে উদ্ধৃত করেছি।

এ হল প্রটেস্ট্যান্টদের উপর ক্যাথলিকদের নিপীড়ন ও অত্যাচারের কিছু ঘটনা। ক্যাথলিকদের উপর প্রটেস্ট্যান্টদের নিপীড়নের অবস্থাও প্রায় একই রকমের। আমি এখানে 'মিরআতুস সিদক' (সত্যের দর্পণ) নামক গ্রন্থ থেকে এ বিষয়ক কিছু কথা উদ্ধৃত করছি। গ্রন্থটিকে ইংরেজি থেকে উর্দুতে অনুবাদ করেছেন টমাস এঙ্গেলস নামক একজন ক্যাথলিক পণ্ডিত। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে উর্দু অনুবাদটি প্রকাশিত হয়েছে। ভারতের ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

খ্রিস্টানদের নিকট গ্রন্থটি বহুল পরিচিত ও প্রচারিত।

এই গ্রন্থের ৪১ ও ৪২ পৃষ্ঠায় রয়েছে, "শুরুতেই প্রটেস্ট্যান্টগণ ৬৪৫টি মঠ, ৯০টি পাঠশালা, ২৩৭৬টি গির্জা ও ১১০টি হাসপাতাল জবরদখল ও লুণ্ঠন করে। তারা এগুলোকে সামান্য মূল্যে বিক্রয় করে বা তাদের নেতৃবৃন্দ তা নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেয়। এ সকল স্থান থেকে হাজার হাজার অসহায় দুর্দশাগ্রস্ত মানুষকে তারা বিবস্ত্র-নগ্ন অবস্থা বিতাড়িত করে।"

অতঃপর ৪৫ পৃষ্ঠায় লেখক বলেন, "তাদের লালসার হাত এমন লম্বা হয়েছিল যে, মৃতেরা পর্যন্ত রেহাই পায়নি। তারা মৃতদেহগুলোকেও কষ্ট দেয় এবং তাদের কাফন লুণ্ঠন করে।"

অতঃপর ৪৮ ও ৪৯ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, "এ সকল লুণ্ঠিত দ্রব্যের মধ্যে হারিয়ে যায় অনেক পাঠাগার-পুস্তকভাণ্ডার। জি. বেল সেগুলোর বিষয়ে দুঃখপ্রকাশ করে লিখেছেন, তারা অগণিত পুস্তক লুণ্ঠন করে। এ সকল পুস্তকের পৃষ্ঠা তারা রান্নার আগুন জ্বালানোর জন্য, মোমদানি পরিষ্কার করার জন্য ও জুতা পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহার করে। কিছুকিছু বই পুস্তক তারা মুদিখানার দোকানদার বা সাবান বিক্রেতাদের নিকট বিক্রয় করে। অনেক বই তারা বই বাঁধাইকারীদের মাধ্যমে সাগরের ওপারে বিক্রয় করে। এ সকল পুস্তকের সংখ্যা ১০০ বা ৫০ ছিল না, বরং গাড়ির পর গাড়ি বোঝাই পুস্তক তারা এভাবে বিনষ্ট করেছে। তাদের এরূপ কর্মে অন্যান্য জাতির মানুষেরা অবাক হয়ে গিয়েছে। আমি একজন ব্যবসায়ীকে জানি যিনি এরূপ দুটি পাঠাগার ক্রয় করেছেন, প্রতিটি পাঠাগার মাত্র ২০ টাকার বিনিময়ে। এরূপ অত্যাচার করার পরে তারা গির্জার ভাণ্ডারে নগ্ন দেওয়ালগুলো ছাড়া আর কিছুই রেখে যায়নি। এরপরও তারা মনে করে যে, তারা মর্যাদাবান মানুষ। তারা তাদের ধর্মের মানুষ দিয়ে গির্জাগুলো ভরে ফেলেছে।"

অতঃপর ৫২ থেকে ৫৬ পৃষ্ঠায় তিনি বলেন, "বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রটেস্ট্যান্টগণ ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কত রকমের যুলুম-অত্যাচার করেছে তা আমরা এখন একটু পর্যালোচনা করি। অত্যাচার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তারা একশতেরও বেশি আইন প্রণয়ন করেছে, যেগুলো সবই ন্যায়নীতি ও করুণার পরিপন্থী। এ সকল অন্যায় আইনের কতিপয় আইন আমরা এখানে উল্লেখ করছি।

১. ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী তার পিতামাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করবে না।

২. কোনো ক্যাথলিক ১৮ বছর বয়স হওয়ার পরে কোনো ভূসম্পত্তি

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

ক্রয় করতে পারবে না। কেবলমাত্র প্রটেস্ট্যান্ট ধর্ম গ্রহণ করলেই সে ভূসম্পত্তি ক্রয়ের অধিকার লাভ করবে।

৩. ক্যাথলিকদের কোনো কার্যালয় থাকবে না।

৪. কোনো ক্যাথলিক শিক্ষা খাতে কর্ম করতে পারবে না। যদি কেউ এই নির্দেশ লঙ্ঘন করে তবে সে স্থায়ীভাবে কারারুদ্ধ হবে।

৫. ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী সাধারণের চেয়ে দ্বিগুণ কর প্রদান করবে।

৬. যদি কোনো ক্যাথলিক পাদরি-যাজক প্রার্থনা করে, তবে তাকে তার নিজের সম্পদ থেকে ৩৩০ মুদ্রা প্রদান করতে হবে। আর যাজক নয় এমন কোনো ক্যাথলিক যদি প্রার্থনা করে তবে তাকে ৭০০ মুদ্রা প্রদান করতে হবে এবং তার এক বছরের জেল হবে।

৭. যদি কোনো ক্যাথলিক তার সন্তানকে ইংল্যান্ডের বাইরে কোথাও লেখাপড়া করতে পাঠায় তবে উক্ত পিতা ও সন্তান উভয়কে হত্যা করা হবে এবং তার সকল সম্পত্তি ও পালিতপশু বাজেয়াপ্ত করা হবে।

৮. ক্যাথলিকগণ কোনো রাষ্ট্রীয় পদ লাভ করতে পারবেন না।

৯. যে ক্যাথলিক রবিবার অথবা পর্বের দিনে প্রটেস্ট্যান্ট চার্চে উপস্থিত হবে না, তার নিকট থেকে প্রতি মাসে ২০০ মুদ্রা (recusancy fines) গ্রহণ করা হবে এবং সে সমাজচ্যুত বলে গণ্য হবে। তাকে কোনো রাষ্ট্রীয় পদ প্রদান করা হবে না।

১০. কোনো ক্যাথলিক লন্ডন থেকে পাঁচ মাইল দূরত্বে কোথাও গমন করলে তার নিকট থেকে জরিমানা হিসেবে ১০০০ মুদ্রা গ্রহণ করা হবে।

১১. কোনো ক্যাথলিক কোনো শাসক বা বিচারকের নিকট প্রচলিত আইনে বিচার প্রার্থনা করলে তার প্রার্থনায় কর্ণপাত করা হবে না।

১২. নিজ সম্পদ লুণ্ঠিত হবে ভয়ে কোনো ক্যাথলিক পাঁচ মাইলের বেশি দূরে কোথাও গমন করতেন না এবং ১০০০ মুদ্রা জারিমানার ভয়ে কোনো ক্যাথলিক কোনো বিষয়ে প্রশাসক বা বিচারকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতে পারতেন না।

১৩. ইংলিশ (প্রটেস্ট্যান্ট) চার্চের পদ্ধতিতে সম্পন্ন না হলে ক্যাথ লিকদের বিবাহ কার্যকর করা হবে না, তাদের মৃতদের সৎকারের ব্যবস্থা করা হবে না, তাদের সমাধিস্থ করা হবে না এবং তাদের সন্তানদেরকে বাপ্তাইজ করা হবে না।

১৪. যদি ক্যাথলিক ধর্মের কোনো মহিলা বিবাহ করেন তবে রাষ্ট্র তার

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

যৌতুক থেকে দুই-তৃতীয়াংশ গ্রহণ করবে। আর এই মহিলা তার স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করবেন না। তার স্বামী তার জন্য তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে কোনো কিছুর ওসিয়তও করতে পারবে না। ক্যাথলিকদের স্ত্রীদের স্বামীরা প্রতি মাসে ১০ মুদ্রা করে প্রদান না করলে, অথবা তাদের ভূসম্পত্তির একতৃতীয়াংশ রাষ্ট্রকে প্রদান না করলে তাদেরকে আটকে রাখা হত।

১৫. অতঃপর চূড়ান্ত বিধান প্রদান করা হয়, যদি তারা সকলেই প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মমত গ্রহণ না করে তবে তাদেরকে আটক করা হবে এবং সারা জীবনের জন্য তাদেরকে দেশান্তর করা হবে। যদি তারা এই নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করে, অথবা বিতাড়নের পরে বিনা অনুমতিতে আবার দেশে ফিরে আসে, তবে তাদের জন্য ভয়ঙ্করতম পরিণতি অপেক্ষা করত।

১৬. ক্যাথলিকদের হত্যার সময়, মৃতদেহ সমাধিস্থ ও সৎকারের সময় কোনো যাজক উপস্থিত থাকবেন না।

১৭. কোনো ক্যাথলিকের বাড়িতে কোনো অস্ত্র থাকবে না।

১৮. কোনো ক্যাথলিক ৫ মুদ্রার চেয়ে বেশি দামি কোনো ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করতে পারবে না।

১৯. কোনো ক্যাথলিক যাজক যদি তার যাজকীয় কোনো কর্ম পালন করেন তবে তাকে স্থায়ীভাবে কারারুদ্ধ করা হবে।

২০. ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণকারী কোনো যাজক-পাদরি যদি প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মানুসারী না হয় এবং তিনদিনের বেশি ইংল্যান্ডে অবস্থান করেন তবে তাকে বিশ্বাসঘাতক বলে গণ্য করা হবে ও হত্যা করা হবে।

২১. কোনো ব্যক্তি অনুরূপ কোনো যাজককে তার বাড়িতে স্থান দিলে তাকেও হত্যা করা হবে।

২২. বিচারালয়ে কোনো ক্যাথলিকের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।

উপর্যুক্ত আইনগুলোর ভিত্তিতে রাণী এলিজাবেথের (Elizabeth I)[৪৭৬] শাসনামলে ২০৪ ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়। এদের মধ্যে ১০৪ জন ছিলেন পাদরি বা যাজক। অবশিষ্ট ১০০ জন ছিলেন সম্পদশালী মানুষ। একটি মাত্র অপরাধেই এদের হত্যা করা হয়, তা হল, তারা স্বীকার করেন যে, তারা ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসের অনুসারী। অন্য আরো ৯০ জন যাজক ও মহান ব্যক্তি কারাগারের অভ্যন্তরে মৃত্যু বরণ করেন। ১০৫ ব্যক্তিকে আজীবনের জন্য

[৪৭৬]. রাজা অষ্টম হেনরির কন্যা। ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৫৫৮ থেকে ১৬০৩ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু পর্যন্ত ইংল্যান্ডের সিংহাসনে ছিলেন।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

দেশ থেকে নির্বাসন দেওয়া হয়। এদের অনেককে বেত্রাঘাত করা হয়, ধনসম্পদ ক্রোক করা হয় এবং তাদের সকল সম্পদ থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হয়। এভাবে তাদের পরিবারগুলো ধ্বংস হয়ে যায়। স্কটল্যান্ডের রাণী[৪৭৭] মেরিকে হত্যা করা হয়। তিনি ছিলেন রাণী এলিজাবেথের খালাতো বোন। ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী হওয়ার কারণে তাকে হত্যা করা হয়।"

অতঃপর ৬১-৬৬ পৃষ্ঠায় লেখক বলেন, "রাণী এলিজাবেথের নির্দেশে অনেক ক্যাথলিক সাধু, পাদরি ও পণ্ডিতকে জাহাজে করে সমুদ্রে নিয়ে যাওয়া হয় এবং এরপর তাদেরকে সমুদ্রে ডুবিয়ে মারা হয়। আয়ারল্যান্ডের ক্যাথলিক জনগণকে জোরপূর্বক প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মে দীক্ষিত করার জন্য ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী আয়ারল্যন্ডে আগমন করে। তারা ক্যাথলিকদের গির্জাগুলো পুড়িয়ে দেয় এবং তাদের ধর্মগুরু ও পণ্ডিতদের হত্যা করে। জঙ্গলের বন্যপশু শিকার করার মতোই তারা ক্যাথলিক ধর্মগুরুদের শিকার করত। তারা কাউকেই নিরাপত্তা প্রদান করত না। কাউকে নিরাপত্তা প্রদান করলেও এরপর তারা তাকে হত্যা করত। স্মর্ক দুর্গে যে সেনাবাহিনী ছিল তারা তাদেরকে হত্যা করে। তারা গ্রামের পর গ্রাম ও জনপদ পুড়িয়ে দেয়। তারা ফসল ও পশুপাল বিনষ্ট করে এবং বয়স ও সামাজিক মর্যাদার কোনোরূপ তোয়াক্কা না করে নাগরিকদেরকে বিতাড়িত করে। এরপর ১৬৪৩ ও ১৬৪৪ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট জমিদারদের প্রেরণ করে ক্যাথলিকদের সকল সম্পদ ও ভূমি অধিগ্রহণ করার জন্য। কোনোরূপ পার্থক্য না করে তারা সকল ক্যাথলিকের সম্পত্তি অধিগ্রহণ করে। এভাবে ক্যাথলিকদের উপর বিভিন্ন প্রকারের অত্যাচার-নিপীড়ন অব্যাহত থাকে রাজা প্রথম জেমস[৪৭৮] পর্যন্ত, তিনি

[৪৭৭]. স্কটল্যান্ডের রাজা ৫ম জেমসের একমাত্র কন্যা মেরি স্টুয়ার্ট (Mary Stuart or Mary Stewart)। ১৫৪২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার জন্মের মাত্র ৬ দিন পরে তার পিতার মৃত্যু হয়। ফলে ১৫৪২ সালেই তিনি সিংহাসন লাভ করেন। ১৫৬৭ পর্যন্ত স্কটল্যান্ডের রাণী ছিলেন। স্কটল্যান্ড থেকে বিতাড়িত হয়ে ইংল্যান্ডে প্রায় ২০ বছর বন্দিদশায় থাকার পর ১৫৮৭ সালে তার শিরোচ্ছেদ করা হয়। ৫ বছর বয়সে মেরির মাতা মেরিকে ফ্রান্সের রাজ পরিবারে প্রেরণ করেন। তথায় তিনি ক্যাথলিক ধর্মমতের উপর লালিত হন। ১৫৬১ সালে মেরি স্কটল্যান্ডে ফিরে আসেন। ইতোমধ্যে তার অনুপস্থিতির সময়ে প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মমত স্কটল্যান্ডের রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে গৃহীত হয়। ১৫৬৭ সালে মেরি স্কটল্যান্ড ত্যাগ করতে বাধ্য হন। তিনি ইংল্যান্ডে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইংল্যান্ডের ক্যাথলিকগণ প্রটেস্ট্যান্ট এলিজাবেথকে অপসারণ করে ক্যাথলিক মেরিকে সিংহাসনে বসাতে আগ্রহী ছিলেন। ১৫৭০ সালে পোপ পঞ্চম পাইয়াস (Pius V) এলিজাবেথকে ধর্মচ্যুত করেন এবং ঘোষণা করেন যে, ইংল্যান্ডের নাগরিকগণ এলিজাবেথকে প্রদত্ত আনুগত্যের শপথ পালন করতে বাধ্য নয়। তিনি তাদেরকে আনুগত্যের সকল দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দেন। ১৫৮০ সালে পরবর্তী পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরি ফাতোয়া প্রদান করেন যে, এলিজাবেথের মতো একজন বিভ্রান্তকে (heretic) হত্যা করে বিশ্বকে পবিত্র করলে হত্যাকারীর কোনো পাপ হবে না। এমতাবস্থায় ১৫৮৭ সালে এলিজাবেথের নির্দেশে মেরিকে হত্যা করা হয়।

[৪৭৮]. রাজা প্রথম জেমস (James I)। জন্ম ১৫৬৬, মৃত্যু ১৬২৫। স্কটল্যান্ডের বিতাড়ির রাণী মেরির একমাত্র পুত্র। জেমসের জন্মের পরের ১৫৬৭ সালে মেরি স্কটল্যান্ডের সিংহাসন পরিত্যাগ করে

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

যুলুম-অত্যাচার কিছুটা হালকা করেন।

১৭৭৮ সালে ইংল্যান্ডের রাজা ক্যাথলিকদের উপর করুণা করে অত্যাচারমূলক আইনগুলোর অবসান ঘটান।[৪৭৯] কিন্তু এতে প্রটেস্ট্যান্টগণ তার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। ১৭৮০ সালের ২রা মে ৪৪ হাজার প্রটেস্ট্যান্টের স্বাক্ষরিত এক আবেদন রাজার নিকট জমা দেন। এতে তারা দাবি করেন যে, পার্লামেন্ট যেন ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে নিপীড়নমূলক আইনগুলো আগের মতোই বলবৎ রাখে। কিন্তু পার্লামেন্ট তাদের দাবির প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। তখন একলক্ষ প্রটেস্ট্যান্ট লন্ডনে সমবেত হয়ে বিভিন্ন গির্জায় অগ্নি সংযোগ করে এবং এবং ক্যাথলিকদের বাড়িঘর ধ্বংস করে। এক স্থানের আগুনই ৩৬ স্থানে দৃশ্যমান ছিল। এই রায়ট ৬ দিন পর্যন্ত চলে। এরপর ১৭৯১ সালে রাজা অন্য এক আইনের মাধ্যমে ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বীদেরকে অধিকার প্রদান করেন। এখন পর্যন্ত তারা এ সকল অধিকার ভোগ করছে।"

অতঃপর ৭৩ ও ৭৪ পৃষ্ঠায় তিনি বলেন, "আয়ারল্যান্ডের চার্টারস্কুলের (Charter School) অবস্থা কি আপনার শোনেননি? একথা তো নিশ্চিত যে, প্রটেস্ট্যান্টগণ প্রতি বছর ২ লক্ষ ৫০ হাজার পাউন্ড সংগ্রহ করেন এবং সবচেয়ে বড় স্থানগুলো ভাড়া নেন। তারা এই অর্থ দিয়ে দরিদ্র ও অসহায় ক্যাথলিকদের সন্তানদের ক্রয় করেন। এরপর তাদেরকে গাড়িতে করে গোপনে অন্য এলাকায় প্রেরণ করেন; যেন তাদের পিতামাতারা তা দেখতে না পায়। অনেক সময় এরূপ ঘটে যে, এ সকল হতভাগারা যখন তাদের দেশে ফিরে আসে তখন তারা পরিচয় না জানার কারণে নিজেদের ভাই, বোন, পিতা বা মাতার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়।" ক্যাথলিকদের 'মিরআতুস সিদক' (সত্যের দর্পণ) গ্রন্থের বক্তব্য এখানেই শেষ।

প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের একদল আরেক দলের উপর কীরূপ অত্যাচার ও নিপীড়ন চালিয়েছে সে বিষয়ে আমি কিছু লেখছি না; কারণ এতে আলোচনার কলেবর বৃদ্ধি পাবে বলে ভয় পাচ্ছি। এজন্য খ্রিস্টানদের সহিংসতা বিষয়ক আলোচনা এখানেই শেষ করছি। এখন পাঠক বিবেচনা

ইংল্যান্ডে আশ্রয় নেন। জেমস ১ বছর বয়সে স্কটল্যান্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৬০৩ সালে প্রথম এলিজাবেথের মৃত্যুর পরে তিনি ইংল্যান্ডের সিংহাসনও লাভ করেন এবং ১৬২৫ সাল পর্যন্ত 'গ্রেট ব্রিটেনে'র রাজত্ব করেন। তার নির্দেশে ও নেতৃত্বে ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে বাইবেলের প্রথম প্রটেস্ট্যান্ট অনুবাদ কিং জেমস ভার্শন বা অথোরাইজড ভার্শন প্রকাশিত হয়।

[৪৭৯]. ইংল্যান্ডের রাজা তৃতীয় জর্জের (George III: George William Frederick) সময়ে (১৭৬০-১৮২০) রোমান ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে প্রবর্তিত কঠোর নিপীড়নমূলক আইনসমূহ ক্রমান্বয়ে বাতিল করা হয় এবং ক্রমান্বয়ে ক্যাথলিকদের সম্পত্তি ক্রয়ের অধিকার, রাষ্ট্রীয় ও সামরিক চাকরির অধিকার, ভোটাধিকার, বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার অধিকার ইত্যাদি প্রদান করা হয়। এই প্রক্রিয়া 'Catholic Emancipation' নামে পরিচিত। ১৭৭৮ সালে The first Relief Act-এর মাধ্যমে ক্যাথলিকদের ভূসম্পত্তি ক্রয়ের অধিকার প্রদান করা হয়।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

করুন! এরাই মুসলিমদের বা ইসলাম ধর্মের নিন্দা করে!! দেখুন কীভাবে এরা যুলুম, নিপীড়ন ও জবরদস্তির মাধ্যমে তাদের ধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেছে!!

পঞ্চম বিষয়: ইসলামের জিহাদ ব্যবস্থা

ইসলামে জিহাদের বিধান নিম্নরূপ:[৪৮০] কাফির বা অবিশ্বাসীগণকে

[৪৮০]. ইসলামের জিহাদ রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ বৈ কিছুই নয়। রাষ্ট্র থাকলেই যুদ্ধের বৈধতা থাকতে হবে। আর যুদ্ধের পরিস্থিতি আসলে যুদ্ধের জন্য ত্যাগের মানসিকতা তৈরি করতে হবে। 'জিহাদ' অর্থ প্রচেষ্টা, সংগ্রাম, পরিশ্রম, কষ্ট ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় জিহাদ অর্থ 'মুসলিম রাষ্ট্রের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'। স্বভাবতই মুসলিম রাষ্ট্রের শত্রু অমুসলিম রাষ্ট্র। এজন্যই রাষ্ট্রীয় শত্রুদেরকে কাফির বা অবিশ্বাসী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে কখনোই যুদ্ধের ময়দান ছাড়া অন্য কোনোভাবে কোনো অযোদ্ধাকে হত্যা করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। বরং জিহাদের বৈধতার জন্য অনেক শর্ত আরোপ করা হয়েছে। সেগুলোর অন্যতম (১) রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রপ্রধানের নির্দেশ, (২) শত্রুরাষ্ট্র কর্তৃক আক্রান্ত হওয়া বা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব হুমকির সম্মুখীন হওয়া, (৩) সন্ধি ও শান্তির যে কোনো সুযোগ গ্রহণ করা ও (৪) শুধু যোদ্ধাদের সাথেই যুদ্ধ করা। মদীনায় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগে ইসলামে জিহাদ বৈধ করা হয়নি। মক্কায় অবিশ্বাসীদের দ্বারা অত্যাচারিত শতশত মুসলিম অনেকবারই সশস্ত্র প্রতিরোধ ও মক্কার সমাজপতিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমতি প্রার্থনা করেছেন। কোনো অবস্থাতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে সশস্ত্র প্রতিরোধ বা যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করেননি। শান্তিপূর্ণ দাওয়াত ও প্রচারের মাধ্যমে মদীনার মানুষেরা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মদীনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। মদীনার মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকগণ যখন শত্রুগণ দ্বারা আক্রান্ত হলেন তখন তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে, "যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হল তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে।" (সূরা: [২২] হজ্জ, আয়াত ৩৯) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "রাষ্টপ্রধান ঢাল, যাকে সামনে রেখে কিতাল বা যুদ্ধ পরিচালিত হবে।" (বুখারি ও মুসলিম) অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সন্ধির নির্দেশ দিয়ে কুরআন কারীমে বলা হয়েছে, "যদি তারা সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে তবে তুমিও সন্ধির দিকে ঝুঁকবে ও আল্লাহর প্রতি নির্ভর করবে।" (সূরা: [৮] আনফাল, ৬১ আয়াত) কুরআনে অন্যত্র বলা হয়েছে, "তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করো তাদের সাথে যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করছে। কিন্তু সীমালঙ্ঘন করবে না, আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীগণকে ভালোবাসেন না।" (সূরা: [২] বাকারা, আয়াত ১৯০) এই নির্দেশের মাধ্যমে ইসলাম রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও যুদ্ধের নামে অযোদ্ধা লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করা, অযোদ্ধা মানুষদেরকে হত্যা করা ইত্যাদি সন্ত্রাসের পথ রোধ করেছে। যোদ্ধা ছাড়া কারো সাথে যুদ্ধ করা যাবে না এবং যুদ্ধের ক্ষেত্রেও সীমালঙ্ঘন, আগ্রাসন ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ বিষয়ে হাদীসের নির্দেশ হল, যুদ্ধে তোমরা ধোঁকার আশ্রয় নেবে না, চুক্তিভঙ্গ করবে না, কোনো মানুষ বা প্রাণির মৃতদেহ বিকৃত করবে না বা অসম্মান করবে না, কোনো শিশু-কিশোরকে হত্যা করবে না, কোনো মহিলাকে হত্যা করবে না, কোনো সন্ন্যাসী বা ধর্মযাজককে হত্যা করবে না, কোনো বৃদ্ধকে হত্যা করবে না, কোনো অসুস্থ মানুষকে হত্যা করবে না, কোনো জনপদ ধ্বংস করবে না, খাদ্যের প্রয়োজন ছাড়া গরু, উট বা কোনো প্রাণি বধ করবে না, যুদ্ধের প্রয়োজন ছাড়া কোনো গাছ কাটবে না...। তোমরা দয়া ও কল্যাণ করবে, কারণ আল্লাহ দয়াকারী-কল্যাণকারীদেরকে ভালোবাসেন। (আবু দাউদ ও বাইহাকি) বাইবেলের গণহত্যার নির্দেশের সাথে কুরআন ও হাদীসের এই নির্দেশের তুলনা করলে যে কোনো ধর্মের যে কোনো পাঠক পার্থক্য অনুভব করবেন। অনেকে স্বীকার করবেন যে, ইসলাম যুদ্ধকে সবচেয়ে মানবিক ও সবচেয়ে কম সহিংস করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে। রাষ্ট্র থাকবে অথচ যুদ্ধের অনুমতি থাকবে না, অন্যরাষ্ট্র কর্তৃক আক্রান্ত হলে বা রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও নাগরিকদের নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হলেও 'ডানগালে

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

প্রথমে সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে ইসলামের দিকে আহ্বান করতে হবে। যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করেন তবে তারা সকল বিষয়ে অন্যান্য মুসলিমের মতোই অধিকার ও মর্যাদা লাভ করবেন। আর যদি তারা ইসলাম গ্রহণ না করেন তবে আরব উপদ্বীপের মানুষ ও অন্যান্য মানুষের ক্ষেত্রে দুটি পৃথক বিধান রয়েছে। আরব উপদ্বীপের বাসিন্দাদের ক্ষেত্রে বিধান যে, তারা ইসলাম গ্রহণ না করলে তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। মোশির ব্যবস্থায় ৭ জাতির ক্ষেত্রে এবং ধর্মত্যাগী, প্রতিমাপূজক এবং ঈশ্বর ছাড়া অন্য দেবতার সেবায় প্ররোচনা দানকারীর ক্ষেত্রে যে বিধান দেওয়া হয়েছিল ইসলামে আরবদের ক্ষেত্রে অনেকটা তদ্রূপ বিধান দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য সকল রাষ্ট্র ও দেশের ক্ষেত্রে বিধান এই যে, যদি যুদ্ধ শুরু হয় বা যুদ্ধ পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তবে তাদেরকে সন্ধি করতে বা করপ্রদান ও রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের স্বীকৃতি প্রদান করতে আহ্বান করা হবে। যদি তারা তাতে রাযি হন তবে তারা তাদের জীবন, ধর্ম ও সম্পদের পরিপূর্ণ নিরাপত্তা ও পরিপূর্ণ নাগরিক অধিকার লাভ করবেন। অধিকার ও মর্যাদায় তাদের রক্ত ও সম্পদ মুসলিমদের রক্ত ও সম্পদের সাথে সমমর্যাদার বলে গণ্য হবে। আর যদি তারা সন্ধি বা কর প্রদানে অসম্মত হন তবে তাদের সাথে যুদ্ধ করা যাবে।

চড় খেয়ে বামগাল এগিয়ে দেওয়া'র নীতি অনুসরণ করতে হবে বলে যদি কেউ দাবি করেন তবে তাকে পাগল বা ভণ্ড বলা ছাড়া উপায় থাকে না। যুদ্ধের সম্ভাবনা স্বীকার করে, প্রয়োজনে যুদ্ধের অনুমতি প্রদানসহ ইসলামে সকল প্রকার সীমালঙ্ঘন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বাইবেলীয় ভাববাদীগণের যুদ্ধের সাথে মুহাম্মাদ ﷺ-এর যুদ্ধগুলো তুলনা করে দেখলে যে কোনো পাঠক বুঝতে পারবেন যে, তিনি কীভাবে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন যুদ্ধকে কম ধ্বংসাত্মক করার। শুধু মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিক ও যোদ্ধাদের জীবনই নয়, উপরন্তু তিনি শত্রুপক্ষের নাগরিক ও যোদ্ধাদেরও প্রাণহানি কমাতে চেয়েছেন। ইসলাম ধর্মীয় বিদ্বেষ, হানাহানি ও জবরদস্তি কঠিনভাবে নিষেধ করেছে। অন্য ধর্মাবলম্বীদের পূজনীয় ব্যক্তি বা বস্তুকে গালি দিতে নিষেধ করা হয়েছে। ধর্মীয় আলোচনা বা বিতর্কে সর্বোচ্চ শালীনতা ও ভদ্রতা বজায় রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে, "আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে তারা ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না।" (সূরা: [৬] আনআম, ১০৮ আয়াত) অন্যত্র বলা হয়েছে, "তোমরা উত্তম পন্থায় ছাড়া অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের অনুসারীদের সাথে বিতর্ক করবে না।" (সূরা: [২৯] আনকাবূত, ৪৬ আয়াত) অন্যত্র ঘোষণা করা হয়েছে, "ধর্মে কোনো জবরদস্তি নেই।" (সূরা; [২] বাকারা, ২৫৬ আয়াত) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মদীনায় আগমনের পূর্বে মদীনাবাসীদের অনেকের সন্তান ইয়াহুদি ধর্ম গ্রহণ করেছিল। এ সকল মানুষ ইসলাম গ্রহণের পরে তাদের সন্তানদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্য চাপ প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে এরূপ চাপ প্রয়োগ থেকে নিষেধ করেন এবং তাদেরকে তাদের পছন্দের ধর্ম পালনের অধিকার প্রদান করেন (তাবারি, ইবন কাসীর, ইবন হিব্বান)। মুসলিমমানস এমনভাবেই তৈরি যে, সে কখনোই অন্য মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার বা কাউকে জোর পূর্বক ধর্মান্তরিত করার কথা চিন্তাও করতে পারে না। খ্রিস্টধর্মের ইতিহাসই ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি অমানবিক অত্যাচার ও জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করার ইতিহাস। খ্রিস্টান পোপ, চার্চ ও শাসকদের হাতে কোটিকোটি ইয়াহুদি, মুসলিম, তথাকথিত ডাইনি (Witch), তথাকথিত ধর্মদ্রোহী (heretic), বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, দার্শনিক বা চিন্তাবিদ নির্মমভাবে নিহত বা অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন। ইসলামের ইতিহাসে এরূপ একটি ঘটনাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

তবে সেক্ষেত্রে যুদ্ধের জন্য ইসলামে যে সকল শর্ত আরোপ করা হয়েছে সেগুলো রক্ষা করতে হবে। ইসলামি ফিকহের পুস্তকগুলোতে এ সকল শর্ত বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ইসলামে জিহাদ বা যুদ্ধনীতির বিষয়ে প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মগুরুগণ যে সকল ভিত্তিহীন আজগুবি তথ্য পেশ করেন তা হয় সম্পূর্ণ বানোয়াট গালগল্প অথবা অসংলগ্ন প্রলাপ মাত্র। আমি এখানে পারস্যের সেনাপতির কাছে প্রেরিত মুসলিম সেনাপতি খালিদ ইবন ওয়ালীদ ﵁-এর পত্র এবং সিরিয়ার খ্রিস্টানদেরকে দেওয়া দ্বিতীয় খলীফা উমার ইবনুল খাত্তাব ﵁-এর পত্র উদ্ধৃত করছি; যেন জ্ঞানী পাঠক যুদ্ধ বিষয়ে মুসলিমদের নীতি বুঝতে পারেন।

খালিদ ইবন ওয়ালীদ ﵁-এর পত্র

"করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। খালিদ ইবন ওয়ালীদের পক্ষ থেকে পারস্যের জনগণের সাথে রুস্তম ও মিহরানের প্রতি। যারা সত্যপথের অনুসরণ করেন তাদের প্রতি শান্তি। অতঃপর, আমরা আপনাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করছি। যদি আপনারা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন তবে আপনারা বশ্যতা স্বীকার করে কর প্রদান করুন। যদি আপনারা তাও অস্বীকার করেন, তবে জেনে রাখুন, আমার সাথে এমন কিছু মানুষ রয়েছেন যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হতে ভালোবাসেন। পারস্যবাসীগণ যেমন মদ ভালোবাসেন তেমনি এরা আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যু ভালোবাসেন। আর যারা সত্যপথের অনুসারী তাদের প্রতি শান্তি।"[৪৮১]

উমার ইবনুল খাত্তাব ﵁-এর পত্র

করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। আল্লাহর দাস বিশ্বাসীদের প্রধান (মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান) উমারের পক্ষ থেকে ইলিয়াবাসীদের (যিরূশালেম-ফিলিস্তিনবাসীদের) প্রতি এই নিরাপত্তা প্রদান করা হচ্ছে। আমরা নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করছি তাদের জীবনের, তাদের গীর্জা-চার্চ ও উপাসনালয়সমূহের, তাদের ক্রুশসমূহের, তাদের অসুস্থদের এবং তাদের সুস্থদের; আমরা এই মর্মে নিরাপত্তা প্রদান করছি যে, তাদের গীর্জা-উপাসনালয়গুলো এবং তাদের ক্রুশসমূহ দখল করা হবে না, ধ্বংস করা হবে না, সেগুলোর কোনো কমতি করা হবে না, তাদেরকে তাদের ধর্মের বিষয়ে কোনোরূপ জবরদস্তি করা হবে না, তাদের কাউকে কোনোরূপ কষ্ট

[৪৮১]. মুসনাদ ইবনুল জা'দ, হাদীস-২৩০৪; মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-৩৩৭৩৩; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-৫৩০০; তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস-৩৮০৬। হাইসামি বলেন, হাদীসটির সনদ হাসান অথবা সহীহ। -সম্পাদক

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

দেওয়া হবে না এবং যিরূশালেমে কোনো ইয়াহুদি বসবাস করবে না।[৪৮২] যিরূশালেমবাসীর দায়িত্ব যে, অন্যান্য শহরের মানুষেরা যেরূপ কর প্রদান করেন তদ্রূপ কর তারা প্রদান করবেন, তারা তাদের মধ্য থেকে যিরূশালেমের স্থায়ী বাসিন্দা নন এরূপ বহিরাগত রোমানদেরকে (তৎকালীন রোমান সাম্রাজ্যের অধিবাসী, কিন্তু যিরূশালেমের স্থায়ী বাসিন্দা নয়) এবং চোর-ডাকাত বা অপরিচিতদেরকে বের করে দিবেন। যদি বহিরাগতরা যিরূশালেম ত্যাগ করে চলে যান তবে তাদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছানো পর্যন্ত তাদেরকে তাদের জীবন ও সম্পদের পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদান করা হবে। আর যদি এরূপ বহিরাগতদের কেউ যিরূশালেমে অবস্থান করতে চান তবে তাকেও নাগরিক হিসেবে নিরাপত্তা প্রদান করা হবে, তবে তাকে অন্যান্য যিরূশালেমবাসীর ন্যায় কর প্রদান করতে হবে। আর যিরূশালেমের অধিবাসীদের কেউ যদি তার উপাসনালয় এবং ক্রুশ-মূর্তিগুলো খালি করে তার ধন-সম্পদ নিয়ে রোমানদের সাথে চলে যেতে চান তবে তাকে তার কাঙ্ক্ষিত নিরাপদ স্থানে পৌঁছানো পর্যন্ত তাদের জীবন, সম্পদ, উপাসনালয় ও ক্রুশ-মূর্তিগুলোর পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদান করা হবে। অন্যান্য দেশের যে সকল মানুষ যিরূশালেমে অবস্থান করছেন তারা চাইলে যিরূশালেমে থেকে যেতে পারেন, সেক্ষেত্রে অন্যান্য যিরূশালেমবাসীর মতোই তাকে কর দিতে হবে। আর তারা চাইলে তাদের নিজে দেশে চলে যেতে পারেন। আমরা নিরাপত্তা প্রদান করছি যে, ফসল কেটে ঘরে না তোলা পর্যন্ত যিরূশালেমবাসীর নিকট থেকে কোনো কর গ্রহণ করা হবে না। এই পত্রে ঘোষিত ও প্রতিশ্রুত বিষয়গুলোর জন্য আল্লাহর নিয়ম ও যিম্মাদারি, তাঁর রাসূল ﷺ-এর যিম্মাদারি, মুসলিম শাসকদের যিম্মাদারি ও সকল মুমিনের যিম্মাদারি ঘোষণা করা হল, যতক্ষণ তারা তাদের প্রতিশ্রুত কর প্রদান করবেন। এই চুক্তির সাক্ষী সাহাবিগণের মধ্য থেকে খালিদ ইবন ওয়ালীদ, আমর ইবনুল আস,

[৪৮২]. খ্রিস্টানদের দাবি অনুসারে তাদের ধর্মীয় নিরাপত্তার অংশ হিসেবে উমার ﵁ এই নিরাপত্তা প্রদান করেন। ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি যে, ৭০ খ্রিস্টাব্দের দিকে রোমান সম্রাট টিটাসের সময়ে তৎপুত্র পরবর্তী সম্রাট ভ্যাসপাসিয়ান যিরূশালেম ধ্বংস করেন এবং সেখান থেকে ইয়াহুদিদেরকে বহিষ্কৃত করেন। এরপর ইয়াহুদিদের পুনঃপুন বিদ্রোহের মুখে রোমান সম্রাট হার্ডিয়ান ১৩৬ খ্রিস্টাব্দে যিরূশালেমের ধর্মধাম সম্পূর্ণ বিনষ্ট করে তথায় জুপিটারের মূর্তি ও মন্দির স্থাপন করেন এবং ইয়াহুদিদের জন্য বছরে একটি দিন বাদে অন্য কোনো সময়ে যিরূশালেমে প্রবেশ চিরতরে নিষিদ্ধ করেন। এর প্রায় দুইশত বছর পরে সম্রাট কন্সটান্টাইনের সময়ে খ্রিস্টধর্ম রোমান সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ধর্মে পরিণত হয়। তখন থেকে খ্রিস্টানগণ যিরূশালেমের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তারা ইয়াহুদিদেরকে যিরূশালেমে বসবাস করতে দিতেন না এবং বছরে একটি দিন বাদে অন্য কোনো সময় তাদেরকে তথায় প্রবেশ করতে দিতেন না। এই পরিস্থিতেই উমার ﵁-এর সময়ে ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে (১৫ হিজরিতে) যিরূশালেম ও ফিলিস্তিন মুসলিম রাষ্টের অধীনে আসে। এ সময়ে উমার ﵁ যিরূশালেমের খ্রিস্টানদেরকে এই নিরাপত্তা প্রদান করেন।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

আব্দুর রাহমান ইবন আউফ এবং মুআবিয়া ইবন আবী সুফিয়ান (রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমায়ীন)।"[৪৮৩]

সকল মানুষ স্বীকার করেন যে, আমীরুল মুমিনীন উমার ﵁ ইসলামের বিষয়ে অত্যন্ত কঠিন ও সুদৃঢ় ছিলেন। সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের জিহাদ ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় জিহাদ। তিনি নিজে যিরূশালের অবরোধে উপস্থিত হন। যিরূশালেম অধিকার করার পরে খ্রিস্টানগণ কর প্রদানে রাযি হলে তিনি একজন খ্রিস্টানকেও হত্যা করেননি। কাউকে তিনি ইসলাম গ্রহণের বিষয়ে জবরদস্তি করেননি।[৪৮৪] তিনি অত্যন্ত সম্মানজনক শর্তে তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হন। খ্রিস্টান ঐতিহাসিক ও ব্যাখ্যাকারগণও একথা স্বীকার করেছেন। প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে পাঠক এ বিষয়ে টমাস নিউটনের বক্তব্য দেখেছেন। আর খ্রিস্টানগণ যিরূশালেমের কর্তৃত্ব গ্রহণ করার পরে মুসলিম ও ইয়াহুদিদের বিরুদ্ধে কী বর্বর গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল তাও পাঠক এই পরিচ্ছেদের চতুর্থ বিষয়ের আলোচনায় উক্ত গবেষকের বক্তব্য থেকেই জেনেছেন।

মোশির ব্যবস্থার জিহাদ বা বাইবেলীয় জিহাদ ও মুহাম্মাদ ﷺ-এর ব্যবস্থার (শরীআতের) জিহাদের মধ্যে যে সকল মৌলিক পার্থক্য রয়েছে সেগুলোর অন্যতম:

(১) বাইবেলীয় জিহাদে বিধর্মী বা অবিশ্বাসীদের সংশোধনের বা বাইবেলীয় ধর্ম গ্রহণের কোনো সুযোগ রাখা হয়নি। সংশোধন বা পরিবর্তনের কোনো সুযোগ ছাড়াই বিধর্মীদেরকে বা ধর্মত্যাগীদেরকে হত্যা করতে বাইবেলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে ইসলামে প্রথমে সুন্দর

[৪৮৩]. তারীখ তাবারি ৩/৬০৯।-সম্পাদক

[৪৮৪]. জবরদস্তি তো দূরের কথা ইসলামের ইতিহাসে কোথাও দেখা যায়নি যে, মুসলিমগণ বিজিত দেশের অমুসলিম মানুষদের দ্বারে দ্বারে, জনসমাবেশে ধর্ম প্রচার করছেন বা কৌশলে তাদেরকে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করছেন। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা রক্ষার জন্য তারা যুদ্ধ করেছেন। বিজিত দেশের মানুষদের কর গ্রহণ করেছেন এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তাদের সামগ্রিক নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করেছেন। কাউকে কখনো বিশ্বাসের বিষয়ে ধর্মের বিষয়ে কোনোরূপ বিরক্ত করেননি। কেউ স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে বাধা দেননি। ইসলাম যতটুকু প্রচার লাভ করেছে তা একান্তই ইসলামের নিজের সত্যতার কারণে। মুসলিমদের সংস্পর্শে এসে অমুসলিমগণ ইসলামের আলো অনুভব করে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আজো সেই ধারা অব্যাহত রয়েছে। কোনোরূপ নিয়মতান্ত্রিক বা সুসঙ্গবদ্ধ প্রচার ছাড়াই ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে অগণিত মানুষ ইসলাম গ্রহণ করছেন। পক্ষান্তরে রোমান সম্রাট কন্সটান্টাইন কর্তৃক খ্রিস্টধর্মকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত খ্রিস্টধর্মের ইতিহাসই প্রচারের নামে অন্য ধর্মের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার, সম্ভব হলে জবরদস্তি করে ধর্মান্তর করা, না হলে কৌশলে, প্রতারণা করে বা ধোঁকা দিয়ে ধর্মান্তর করা। ধর্মান্তর করা সম্ভব না হলে ইনকুইজিশনের নামে, ক্রুসেডের নামে, ধর্মীয় আদালতের নামে বা হেরেটিকদের বিচারের নামে ভিন্নধর্মী বা ভিন্নমতাবলম্বীকে হত্যা করা বা আগুনে পুড়িয়ে মারা।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

আলোচনা, উপদেশ ও সংলাপের মাধ্যমে অমুসলিমকে ইসলামের পথে আহ্বান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাইবেলে বিশ্বাসীগণ একথা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, যুদ্ধরত বিধর্মীগণ সংশোধন না হলে যুদ্ধ করা এবং তার আগে তাদেরকে সংশোধনের সুযোগ দেওয়ার মধ্যে কোনো অন্যায় বা আপত্তি থাকতে পারে না। যিহিষ্কেল ভাববাদীর পুস্তকের ৩৩ অধ্যায়ের ১১ আয়াতে রয়েছে, "দুষ্ট লোকের মরণে আমার সন্তোষ নাই; বরং দুষ্ট লোক যে আপন পথ হইতে ফিরিয়া বাঁচে, [ইহাতেই আমার সন্তোষ]।" যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তকের ৫৫ অধ্যায়ের ৭ আয়াতে বলা হয়েছে, "দুষ্ট আপন পথ, অধার্মিক আপন সঙ্কল্প ত্যাগ করুক; এবং সে সদাপ্রভুর প্রতি ফিরিয়া আইসুক, তাহাতে তিনি তাহার প্রতি করুণা করিবেন; আমাদের ঈশ্বরের প্রতি ফিরিয়া আইসুক, কেননা তিনি প্রচুররূপে ক্ষমা করিবেন।"

(২) বাইবেলে নারী ও শিশু হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিশেষত উপর্যুক্ত ৭ জাতির বয়স নির্বিশেষে সকল নারী ও শিশুকে হত্যা করতে বাইবেলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে ইসলামে নারী ও শিশুদের হত্যা সর্বোতভাবে নিষিদ্ধ। এমনকি আরব উপদ্বীপের পৌত্তলিকদের ক্ষেত্রে যেখানে যুদ্ধের বিশেষ নির্দেশ রয়েছে সেখানেও আরব উপদ্বীপের কোনো পৌত্তলিক শিশু বা মহিলাকে হত্যা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বাইবেলের ব্যবস্থায় ৭ জাতি ছাড়া অন্যান্য জাতির ক্ষেত্রে নারী ও শিশুদের বাঁচিয়ে রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।[৪৮৫]

ইসলামের জিহাদ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে খ্রিস্টান পাদরিগণের অপপ্রচার খণ্ডনের পূর্বে উপর্যুক্ত পাঁচটি বিষয় আমি ভূমিকা হিসেবে উল্লেখ করলাম। উপরের আলোচনার ভিত্তিতে আমরা বুঝতে পারছি যে, ঐশ্বরিক নির্দেশনা বা বাইবেলের বিধানের আলোকে ইসলামের জিহাদ ব্যবস্থার মধ্যে কোনোরূপ আপত্তি থাকতে পারে না। অনুরূপভাবে জ্ঞান, বিবেক বা যুক্তির আলোকেও ইসলামের জিহাদ ব্যবস্থার মধ্যে কোনোরূপ আপত্তি থাকতে পারে না। বাইবেলের নির্দেশ বা ঐশ্বরিক প্রেরণা ও নির্দেশের আলোকে ইসলামি জিহাদব্যবস্থার মধ্যে যে কোনোরূপ ত্রুটি বা আপত্তিকর কিছু নেই তা আমরা উপরের আলোচনা থেকে জানতে পেরেছি। এখন আমি জ্ঞান, বিবেক ও যুক্তির আলোকে ইসলামের জিহাদ ব্যবস্থার পর্যালোচনা করব।

[৪৮৫]. পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে আমরা দেখেছি যে, বাইবেলীয় জিহাদ ও ইসলামের জিহাদের মধ্যে আরো অনেক পার্থক্য রয়েছে। বাইবেলে অযোদ্ধাদেরকে হত্যা করার, বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়ার, নির্যাতন করে হত্যা করার, যুদ্ধ ছাড়াই প্রবঞ্চনা ও প্রতিজ্ঞাভঙ্গের মাধ্যমে বিধর্মীদের ধনসম্পদ হরণ করা এবং যুদ্ধ ছাড়াও নিরস্ত্র বিধর্মীদেরকে কৌশলে বা প্রবঞ্চনার মাধ্যমে হত্যা করার নির্দেশ রয়েছে। এ সকল কর্ম সবই ইসলামে কঠিনভাবে নিষিদ্ধ।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

জ্ঞান ও যুক্তির আলোকে সুনিশ্চিতরূপে প্রমাণিত যে, কর্মের জগতে সংস্কারের পূর্বে চিন্তার জগতে সংস্কারের প্রয়োজন। কর্মের সংস্কারের পূর্বে বিশ্বাসকে সংশোধন করতে হয়। সকল ধর্মের সকলের নিকটেই একথা অনস্বীকার্য সত্য। তাদের সকলের মতেই বিশ্বাস ছাড়া শুধু সৎকর্ম বা ধার্মিকতায় কোনো লাভ নেই। খ্রিস্টানগণ আমাদের সাথে এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন না; কারণ তাদের মতে যিশুর প্রতি বিশ্বাস ছাড়া ধার্মিকতা ও সৎকর্ম মুক্তি দিতে পারে না। তাদের বিশ্বাস অনুসারে যিশুতে বিশ্বাসী একজন পাপী, কৃপণ, অহঙ্কারী, যালিম ও পরদ্রব্য লুণ্ঠনকারীর চেয়ে যিশুতে অবিশ্বাসী একজন দানশীল, মানবসেবক ও বিনয়ী ব্যক্তি অধিক দুষ্ট ও অধার্মিক বলে গণ্য।

বিশুদ্ধ মানবীয় অভিজ্ঞতার আলোকে একথাও প্রমাণিত যে, অনেক সময় মানুষ নিজের ভুল ও অন্যায় সম্পর্কে অন্য কেউ সচেতন করলে সচেতন হন। অনুরূপভাবে বিশুদ্ধ মানবীয় অভিজ্ঞতার আলোকে প্রমাণিত যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ সত্যকে অনুভব ও অনুধাবন করার পরেও নিজের বা নিজ দল, গোষ্ঠীর বা জাতির মর্যাদা ও শক্তির কারণে সত্যকে মানেন না। তিনি তার দলের, মতের, জাতির বা গোষ্ঠীর বাইরের কোনো মানুষের কথার প্রতি কর্ণপাত করেন না। তিনি এরূপ ব্যক্তির কথা শুনতেই চান না, বিশেষত যদি সেই কথা তার দল, জাতি বা গোষ্ঠীর প্রকৃতি, প্রচলন বা রীতিনীতির বিরোধী হয় এবং সে সত্য গ্রহণ করলে তাকে দৈহিক উপাসনা ও সম্পদ ব্যয়ের মতো কষ্টের মধ্যে পড়তে হয়। এক্ষেত্রে তিনি সত্যকে অনুধাবন করার পরেও মানবীয় দুর্বলতার কারণে অথবা নিজ দল, গোষ্ঠী বা জাতির অত্যাচার বা তিরস্কারের ভয়ে সত্য গ্রহণ করেন না। কিন্তু যদি সত্যগ্রহণের পথে বাধা দেওয়ার মতো এরূপ শক্তি অপসারিত হয়, তবে সত্য গ্রহণ ও স্বীকার করা মানুষের জন্য সহজতর হয়। এক্ষেত্রে তিনি সত্যকে বিচার করা ও হৃদয়ের সাক্ষ্যকে প্রকাশ্যে গ্রহণ করার মতো পরিবেশ লাভ করেন।

এছাড়া অভিজ্ঞতার আলোকে একথাও প্রমাণিত যে, শত্রু যদি দেখে যে, প্রতিপক্ষ আয়েশি হয়ে পড়েছে অথবা বৈরাগী, 'অতি-শান্তিপ্রিয়' বা 'মহাশান্তিবাদী' হয়ে পড়েছে তখন সে তার রাষ্ট্র দখল করতে উদ্বুদ্ধ হয়ে পড়ে। অতীতের সকল রাষ্ট্রের পতনের এটিই মূল কারণ। আর শত্রুর অধিকারে যাওয়ার পরে সেই রাষ্ট্র বা জাতির ধর্ম, কর্ম ও সামাজিক সকল ক্ষেত্রে প্রভূত ক্ষতি ও অকল্যাণ সাধিত হয়।

আর এ কারণেই প্রচলিত সকল খ্রিস্টান সম্প্রদায় তাদের মধ্যে প্রচলিত ইঞ্জিল বা নতুন নিয়মের 'শান্তির বাণী' পরিত্যাগ করে 'শক্তি'র পথে

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

চলেছেন। ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মানুষেরা বললেন, ব্যাপ্টিজমের মাধ্যমে রোমান ক্যাথলিক চার্চ প্রত্যেক খ্রিস্টানের উপরে প্রকৃত জাগতিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভ করেন এবং ব্যাপ্টিজমের সাথেসাথে সকল খ্রিস্টান চার্চের প্রকৃত প্রজায় পরিণত হন। তাকে রোমান ক্যাথলিক চার্চের অনুগত থাকতে হবে এবং তার নির্দেশ মান্য করতে হবে। চার্চের দায়িত্ব যে, সকল অবাধ্য ও পাপীকে সে চার্চীয় শাস্তি ও দণ্ড প্রদান করবে এবং যারা তাদের বিভ্রান্তি পরিত্যাগ করতে রাযি হবে না এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াবে তাদেরকে রাষ্ট্রীয় শক্তির কাছে সমর্পণ করবে, যেন রাষ্ট্রীয় প্রশাসন সে সকল ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে চার্চ নির্দেশিত মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে। আর এভাবে যে কোনো প্রকারের শাস্তি ও শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ক্যাথলিক বিশ্বাস ও চার্চীয় রীতিনীতি সংরক্ষণ করার অধিকার রোমান ক্যাথলিক চার্চের রয়েছে।

রোমান ক্যাথলিক চার্চের এই বক্তব্য ও মূলনীতি উদ্ধৃত করেছেন প্রসিদ্ধ আরব প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টান ধর্মগুরু ইসহাক বরদকান তার সংকলিত ১৮৪৯ সালে বৈরুতে প্রকাশিত 'আস-সালাস আশারাতা রিসালা' (পুস্তিকা ত্রয়োদশ) নামক আরবি সংকলন গ্রন্থের ১২শ পুস্তিকার ৩৬০ পৃষ্ঠায়।

আর ইংল্যান্ডের প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের ধর্মগুরুগণ বলেন, বৃটেনের মহামান্য রাজা (অথবা রাণী) বৃটিশ যুক্তরাজ্য এবং তার অধীন সকল দেশের সর্বোচ্চ বিধায়ক ও মালিক। সকল অবস্থায় ও ক্ষেত্রে রাজ্যের সকল ধর্মীয় ও জাগতিক বিষয়ের সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের মালিক তিনি। তার রাজত্বের কেউ কোনোভাবে অন্য কারো কর্তৃত্বাধীন হতে পারবে না। রাজা ও শাসকদের নির্দেশে খ্রিস্টানগণ অস্ত্রধারণ করবেন এবং যুদ্ধ করবেন। তাদের ধর্মবিশ্বাসের ৩৭ ধারায় একথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এভাবে আমরা দেখছি যে, উভয় খ্রিস্টান সম্প্রদায়ই যিশুর 'অহিংসতা'র বাণী পরিত্যাগ করলেন। যিশু বলেছেন, "৩৯ তোমরা দুষ্টের প্রতিরোধ করিও না; বরং যে কেহ তোমার দক্ষিণ গালে চড় মারে, অন্য গাল তাহার দিকে ফিরাইয়া দেও। ৪০ আর যে তোমার সহিত বিচার-স্থানে বিবাদ করিয়া তোমার আঙ্‌রাখা লইতে চায়, তাহাকে চোগাও লইতে দেও। ৪১ আর যে কেহ এক ক্রোশ যাইতে তোমাকে পীড়াপীড়ি করে, তাহার সঙ্গে দুই ক্রোশ যাও। ৪২ যে তোমার কাছে যাচঞা করে, তাহাকে দেও।"[৪৮৬]

তারা তাদের ধর্মের বিশ্বাস ও মূলনীতি হিসেবে যা নির্ধারণ করেছেন তা যিশুর এ সকল কথার বিপরীত। (খ্রিস্টানগণ যদি খ্রিস্টের এই নির্দেশ পালন করতেন তবে বিশ্ব অনেক ধ্বংস ও বর্বরতা থেকে রক্ষা পেত)। আমি

[৪৮৬]. মথি ৫/৩৯-৪২। আরো দেখুন: লুক ৬/২৯-৩০।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

বেশি না বলে শুধু এতটুকই বলতে চাই যে, খ্রিস্টানগণ যদি খ্রিস্টের এই নির্দেশ পালন করত তবে ভারতে তাদের রাজত্ব কয়েক দিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যেত। ভারতীয়গণ বিনা কষ্টেই তাদেরকে বের করে দিতেন।[৪৮৭]

একজন প্রাজ্ঞ রসিক পণ্ডিত, আল্লাহ তাঁকে দীর্ঘ জীবন দান করুন,[৪৮৮] বাইবেলে উল্লেখিত যিশুর উপর্যুক্ত বক্তব্যের বিষয়ে বলেন, "এখানে মানুষকে এমন একটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যা পালন করা তার সাধ্যের বাইরে। কোনো রাষ্ট্রের পক্ষেই এই নির্দেশ পালন করা সম্ভব নয়। (যিশুর শিষ্যদের মতো) কিছু জেলে, যাদের কোনো চোগা-ই নেই তাদেরকে হয়ত অবশ্যপালনীয় দায়িত্ব হিসেবে এই নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে। এছাড়া কোনো মানুষকেই এই নির্দেশ পালনে বাধ্য করা সম্ভব নয়।"

এরপর তিনি বলেন, "দুষ্টের প্রতিরোধ না করা এবং একগালে চড় খেলে অন্যগাল বাড়িয়ে দেওয়া বিষয়ক এই খ্রিস্টীয় নির্দেশ সম্পর্কে মার্ক ও যোহনের সুসমাচারে কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। যদিও খ্রিস্টান জগতের সকলেই এ বিধান পালন না করার বিষয়ে একমত, তাদের কেউই এই নির্দেশ কখনোই পালন করেননি বা করেন না, তবুও এই খ্রিস্টীয় নির্দেশ

[৪৮৭]. সবচেয়ে মজার বিষয় এই যে, খ্রিস্টান ধর্মগুরুগণ খ্রিস্টান জনগোষ্ঠীকে ধর্মের নামে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেন, রাজার নির্দেশে যুদ্ধে গমনকে ধর্মীয় দায়িত্ব বলে ঘোষণা করেন, ক্রুসেডের ঘোষণা দেন, কিন্তু যখন খ্রিস্টানগণ কর্তৃক পরদেশ দখল, ধ্বংস, গণহত্যা ইত্যাদির বিষয়ে বলা হয়, তখন বলেন, এগুলো রাজাদের অন্যায়, কোনো রাজা বা রাজ্য খ্রিস্টধর্মের প্রতিনিধিত্ব করে না। খ্রিস্টধর্ম এগুলোর জন্য দায়ি নয়... ইত্যাদি। আমরা দেখেছি যে, শুধু খ্রিস্টান রাজাগণই নয়, খ্রিস্টান চার্চ ও স্বয়ং পোপও ধর্মের নামে যুদ্ধ, সহিংসতা, গণহত্যা ও যুলুম-উৎপীড়নে লিপ্ত হয়েছে। খ্রিস্টানগণ পোপের 'অভ্রান্ততা'য় (infallibility) বিশ্বাস করেন। তাদের বিশ্বাস অনুসারে চার্চ ও পোপ পবিত্র আত্মার প্রেরণায় ধর্মের বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত দেন তা অভ্রান্ত, সকল ভুলের ঊর্ধ্বে এবং ঈশ্বরের নির্দেশ বলেই গণ্য। কিন্তু যখন পোপদের ধর্মযুদ্ধ, ক্রুসেড, গণহত্যা ও ধর্মীয় নিপীড়ন-নির্যাতনের কথা বলা হয় তারা বিভিন্নভাবে পাশ কাটিয়ে বলতে চান, এগুলো পোপদের অন্যায়, তবে খ্রিস্টধর্ম খুব ভালো। খ্রিস্টান রাজাগণ, প্রজাগণ, যাজকগণ, চার্চগুলো ও পোপগণ সকলেই ধর্মের নামে যুদ্ধ, সংঘাত, সহিংসতা, গণহত্যা ও নিপীড়নে লিপ্ত! খ্রিস্টানদের বাইবেল সহিংসতায় ও জাতিগত বৈষম্যের শিক্ষায় পরিপূর্ণ। এরপরও তারা দাবি করবেন, খ্রিস্টধর্ম অহিংস, ঈশ্বরই প্রেম। চার্চের একান্ত অনুগত খ্রিস্টান ছাড়া অন্য কাউকে ঈশ্বর প্রেম করেন বলে চার্চের ইতিহাস থেকে বোঝা যায় না।

[৪৮৮]. এখানে প্রাজ্ঞ রসিক পণ্ডিত বলতে গ্রন্থকার প্রসিদ্ধ আরবীয় পণ্ডিত আহমাদ ফারিস শিদইয়াককে বোঝাচ্ছেন। তিনি উনবিংশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আরবীয় কবি, রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবক ছিলেন। ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি লেবাননের এক প্রসিদ্ধ খ্রিস্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতামাতা তার নাম রাখেন 'ফারিস'। লেবাননে ও মিসরে উচ্চশিক্ষা লাভের পরে তিনি প্রায় তিন দশক খ্রিস্টধর্ম প্রচার, মিশনারি ও যাজকীয় দায়িত্বাদির সাথে সংশ্লিষ্ট থাকেন। ১৮৪৮ সালে লন্ডনের বাইবেল সোসাইটি তাকে আরবিভাষায় বাইবেল অনুবাদের সম্পাদনার দায়িত্ব প্রদান করে। ১৮৫৮ সালে তিনি তিউনিসে গমন করেন এবং সেখানে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন এবং নিজের নাম পরিবর্তন করে 'আহমাদ ফারিস' রাখেন। পরবর্তী প্রায় ৩০ বছর সাহিত্য, কাবিতা, সমাজসেবা ও ইসলাম প্রচারে ব্যাপক অবদান রাখার পরে ১৮৮৭ খিস্টাব্দে প্রায় ৮৩ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। গ্রন্থকার উদ্ধৃত এই বক্তব্যটি তারই।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

নিয়ে তাদের গৌরব ও কথার ফুলঝুরির শেষ নেই। এই নির্দেশটি দিয়ে তারা তাদের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চান। খ্রিস্টের এতবড় একটি নির্দেশ কীভাবে মার্ক ও যোহন অবহেলা করলেন ও এড়িয়ে গেলেন? অথচ তারা দুজনে অন্য দুজনের সাথে সকলে মিলে গর্দভ শাবকের গল্প ঘটা করে লেখলেন?[৪৮৯] এই কি ঐতিহাসিক ও জীবনীকারদের নিয়ম? এভাবেই কি সুসমাচার রচনা করেছেন তাঁরা? একান্তই গুরুত্বহীন ফালতু বিষয়গুলো ঘটা করে লেখলেন অথচ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও গৌরবময় শিক্ষাটি এড়িয়ে গেলেন। বিশেষ করে যিশু তো তাদেরকে লক্ষ্য করেই এই নির্দেশ দিয়েছিলেন। তবে এখানে একটি ব্যাখ্যা পেশ করা যায়। যে দুজন সুসমাচার লেখক যিশুর এই নির্দেশটি উল্লেখ করেছেন তারা অন্যেরা পালন করবে আশাতে উল্লেখ করেছেন। আর যে দুজন তা উল্লেখ করেননি তারা নিজেদের পালনের ভয়ে তা উল্লেখ করা থেকে বিরত থেকেছেন। তারা ভয় পেয়েছিলেন যে, এই নির্দেশ উল্লেখ করলে নিজেদেরকেই তো তা পালন করতে হবে, কাজেই পালন করার ভয়ে তারা তা উল্লেখ করা এড়িয়ে গিয়েছেন।"

কোনো কোনো নাস্তিক পণ্ডিত বলেন, দুষ্টের প্রতিরোধ না করা এবং একগালে চড় খেলে অন্যগাল বাড়িয়ে দেওয়ার বিষয়ে খ্রিস্টের যে নির্দেশগুলো নিয়ে খ্রিস্টানগণ খুব গৌরব প্রকাশ করেন এগুলোর ধর্মীয় অবস্থান আগে চিহ্নিত করতে হবে। এই নির্দেশগুলো হয় ঔচিত্যবোধক উপদেশ বলে গণ্য হবে, অর্থাৎ বিশেষ কোনো কোনো অবস্থায় এরূপ করা ভালো (recomended / desirable) এরূপ বলে গণ্য হবে, অথবা এগুলো অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় বিধান (ফরয / compulsory) বলে গণ্য হবে। যদি এগুলো ঔচিত্যবোধক উপদেশ বলে গণ্য হয় তবে এগুলো ভালো উপদেশ, যা বিশেষ কোনো কোনো পরিস্থিতিতে পালন করা ভালো। তবে এ অর্থে এরূপ নির্দেশ খ্রিস্টধর্মের একক বৈশিষ্ট্য নয়; বরং অন্যান্য ধর্মেও এরূপ নির্দেশনা রয়েছে। আর দুষ্টের প্রতিরোধ না করার ও একগালে চড় খেলে অন্যগাল বাড়িয়ে দেওয়া যদি অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় বিধান হয় তবে নিঃসন্দেহে এই খ্রিস্টীয় নির্দেশের মাধ্যমে সকল অশান্তি ও অকল্যাণের মহাদ্বার উন্মোচিত হবে এবং এর মাধ্যমে রাষ্ট্র, সামাজিক শান্তি, নিরাপত্তা ও উন্নতি ধ্বংস হয়ে যাবে।"

উপরের আলোচনার মাধ্যমে একথা সুস্পষ্ট যে, ইসলাম যে সকল শর্তসহ জিহাদ বা রাষ্ট্রীয় যুদ্ধকে বৈধ করেছে সে সকল শর্তসহ জিহাদের বৈধতা কোনোভাবেই যুক্তি ও বিবেকের বিপরীত নয়।[৪৯০]

[৪৮৯]. মথি ২১/১-৭; মার্ক ১১/১-৭; লুক ১৯/২৯-৩৫; যোহন ১২/১৪-১৫।

[৪৯০]. যুদ্ধের বৈধতা ছাড়া কোনো রাষ্ট্রের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য কখনো কখনো যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সভ্যতার একমাত্র

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

এখানে একটি গল্প মনে পড়ল, যা উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক মনে করছি। ভারতের বৃটিশ শাসনাধীন অঞ্চলের এক মুফতির কার্যালয়ে এক পাদরি এসে বলেন, মাননীয় মুফতি সাহেব, মুসলিমদের কাছে আমার একটি প্রশ্ন আছে, আমি উত্তরদাতাকে এক বছর সময় দেব আমার প্রশ্নের উত্তর তৈরি করার জন্য। তখন মুফতি সাহেব তার বিচারালয়ের তত্ত্বাবধায়ককে ইশারা করেন পাদরি মহাশয়ের প্রশ্নের জবাব দিতে। উক্ত কর্মকর্তা রসিক মানুষ ছিলেন। পাদরি মহাশয়ের সাথে তাঁর নিম্নরূপ কথোপকথন হয়-

তত্ত্বাবধায়ক: পাদরি মহাশয়, আপনার প্রশ্নটি কী?

পাদরি: আপনাদের নবী দাবি করলেন যে, তাঁকে জিহাদ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মোশিকে জিহাদ করার নির্দেশ দেওয়া হল না, যিশুকেও (ঈসাকে) জিহাদ করার নির্দেশ দেওয়া হল না অথচ আপনাদের নবীকে জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হল তার কারণ কী?

তত্ত্বাবধায়ক: আপনি কি এই প্রশ্নের উত্তর প্রদানের জন্য আমাকে এক বছর সময় প্রদান করতে চাচ্ছেন?

পাদরি: হ্যাঁ।

তত্ত্বাবধায়ক: দুটি কারণে আমরা আপনার কাছে সময় চাচ্ছি না, বরং এখনই আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। প্রথম কারণ, আমরা ইংরেজ সরকারের অধীনে কাজ করি, ছুটির দিন ছাড়া আমাদের কোনো অবসর নেই। কাজেই আমাদেরকে এক বছরের ছুটি ও অবসর কে প্রদান করবে? আর দ্বিতীয় কারণ, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে কোনো সময়ের বা চিন্তাভাবনার প্রয়োজনই নেই। একজন নিম্ন-জজের (সহকারী জজের) বিষয়ে আপনি কি বলেন, যদি তার কাছে প্রমাণিত হয় যে, অমুক ব্যক্তি প্রকৃতই হত্যার অপরাধে অপরাধী, তাহলে বৃটিশ আইন অনুসারে কি তিনি হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে পারবেন?

দাবি যে, যুদ্ধকে যথাসম্ভব কম ধ্বংসাত্মক রাখা এবং অযোদ্ধা লক্ষ্যবস্তুকে যুদ্ধের আওতার বাইরে রাখা। শরীআতে মুহাম্মাদিতে এটাই করা হয়েছে। যেখানে বাইবেলীয় যুদ্ধ যথাসম্ভব বেশি রক্তপাত, নির্যাতন ও অপ্রয়োজনীয় গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেখানে ইসলামে যুদ্ধকে যথাসম্ভব কম ধ্বংসাত্মক করার সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া বাইবেলে অযোদ্ধা বা পরাজিত শত্রুকে ধর্মের কারণে জবাই করা বা হত্যা করার ব্যবস্থা রয়েছে। পক্ষান্তরে ইসলামে কাউকে ধর্মের কারণে হত্যা তো দূরের কথা সামন্যতম মানসিক কষ্ট দেওয়া বা তার ধর্ম বা পূজনীয় বিষয়ের প্রতি কটাক্ষ করাও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যুদ্ধের শর্তাবলির পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও খুলাফায়ে রাশিদীনের যুদ্ধের সাথে বাইবেলীয় ভাববাদীগণের যুদ্ধের তুলনা করলেই পাঠক তা জানতে পারবেন। বস্তুত যুদ্ধের মতো ধ্বংসাত্মক কর্মকেও ইসলামে মানবীয় রূপ প্রদান করা হয়েছে। আধুনিক সভ্যতা, জাতিসংঘ এবং জেনেভা কনভেনশন যে যুদ্ধের স্বীকৃতি দেয় তার প্রকৃতরূপ ইসলামের জিহাদ ব্যবস্থার মধ্যেও পাওয়া যায়।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

পাদরি: না। তিনি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে পারবেন না। বরং তিনি এই হত্যাকারীকে তার ঊর্ধ্বতন বিচারক বা সেশন জজের নিকট প্রেরণ করবেন।

তত্ত্বাবধায়ক: এই ঊর্ধ্বতন বা সেশন জজের নিকট যদি প্রমাণিত হয় যে, লোকটি সত্যই খুনি, তবে কি তিনি বৃটিশ আইন অনুসারে উক্ত ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে পারবেন?

পাদরি: না। কারণ তিনি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য অনুমোদন বা নির্দেশ লাভ করেননি। তার পদের দায়িত্ব যে, তিনি দ্বিতীয়বার এ বিষয়ে অনুসন্ধান করবেন এবং তার ঊর্ধ্বতন বিচারককে এ বিষয়ে জানাবেন। এই ঊর্ধ্বতন বিচারক থেকে মৃত্যুদণ্ডের রায় হলে তারপর সেশন জজ তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার নির্দেশ দিবেন।

তত্ত্বাবধায়ক: এরা তিনজনই কি একই বৃটিশ রাজ্যের কর্মকর্তা নন?

পাদরি: হ্যাঁ, তবে পদমর্যাদার পার্থক্যের কারণে তাদের অধিকার ও ক্ষমতার পার্থক্য থাকে।

তত্ত্বাবধায়ক: এখন আপনার প্রশ্নের উত্তর আপনার নিজের কথা থেকেই সুস্পষ্ট হয়েছে। এখন আপনি জেনে রাখুন যে, মোশি ও যিশু প্রথম দুই বিচারকের পর্যায়ের এবং আমাদের নবী তৃতীয় সর্বোচ্চ বিচারকের পর্যায়ের। প্রথম দুই বিচারকের জন্য মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার অনুমোদন না থাকার দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, তৃতীয় সর্বোচ্চ বিচারপতিরও এরূপ অনুমোদন ও ক্ষমতা লাভ করতে পারেন না। তেমনি প্রথম দুই ভাববাদীর জিহাদ করার অনুমতি না থাকা প্রমাণ করে না যে, তৃতীয় ও সর্বশ্রেষ্ঠ ভাববাদীও এরূপ অনুমোদন ও ক্ষমতা লাভ করতে পারেন না।

একথায় পাদরি মহাশয় লা-জওয়াব হয়ে চলে যান।[৪৯১]

নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে উপরের আলোচনা পাঠ করলে এবং অন্ধ উগ্রতা ও অযৌক্তিক গোঁড়ামি বাদ দিয়ে তা বিচার করলে যে কোনো পাঠক স্বীকার করবেন যে, বাইবেলে বা মোশির ব্যবস্থায় জিহাদের জন্য যে পর্যায়ের উগ্রতা, সহিংসতা ও ধর্মত্যাগীকে বা ধর্মত্যাগে উৎসাহ দানকারীকে হত্যা করার যে পর্যায়ের নির্দেশ রয়েছে তা ইসলামের জিহাদ ব্যবস্থার চেয়ে অনেক সহিংস, উগ্র ও ধ্বংসাত্মক। মুহাম্মাদ ﷺ-এর ব্যবস্থায় জিহাদের ক্ষেত্রে এ

[৪৯১]. আমরা দেখেছি যে, মূল প্রশ্নটির ভিত্তিই মিথ্যার উপরে। বাইবেল থেকে আমরা দেখেছি যে, মোশিকে জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং এই নির্দেশ ও বাইবেলের সকল নির্দেশ পালন ও পরিপূর্ণ করার জন্যই যিশুর আগমন বলে তিনি নিজেই ঘোষণা দিয়েছেন। এরপরও যদি প্রকৃতই মোশি ও যিশুর জন্য জিহাদের নির্দেশ না থাকত তবুও মুহাম্মাদ ﷺ-এর জন্য অনুমোদন ও নির্দেশ থাকা আবশ্যক ছিল, তা এ উত্তর থেকে আমরা জানতে পেরেছি।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

সকল উগ্রতা ও অপ্রয়োজনীয় ধ্বংস ও সহিংসতা রোধ করে একান্ত প্রয়োজনীয় যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কাজেই জিহাদের বিষয়ে খ্রিস্টান ধর্মগুরুগণ ইসলামের বা মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপন করেন তা শুধু মিথ্যাই নয়, বরং প্রকৃত সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। বড় অবাক লাগে যে, তারা ইসলামের বিরুদ্ধে বা ইসলামের নবী ﷺ-এর বিরুদ্ধে এরূপ ভিত্তিহীন অভিযোগ ও বিষোদ্গার করেন, অথচ নিজেদের পূর্বসূরিগণ কীভাবে যুলুম, অত্যাচার ও জবরদস্তি করে তাদের ধর্ম প্রচার করেছেন এবং ভিন্নধর্মীদের বিরুদ্ধে কীভাবে নিপীড়নমূলক আইনকানুন তৈরি করেছেন সেগুলো একটু পর্যালোচনা করেন না!

জিহাদ বিষয়ক অভিযোগের প্রত্যুত্তরের আলোচনা অনেক দীর্ঘ হয়ে গেল। এজন্য এ বিষয়ে পাদরি মহোদয়গণের পুস্তকাদিতে যে সকল প্রলাপ রয়েছে তা আর আলোচনা করছি না। উপরে যা লিখেছি তাই তাদের এ সকল প্রলাপের বাতুলতা ও ভিত্তিহীনতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট।

(২) অলৌকিক চিহ্ন বিষয়ক অভিযোগ

খ্রিস্টান পাদরিগণ বলেন, নবুয়াত বা ভাববাদিত্বের অন্যতম শর্ত যে, নবুয়াতের দাবিদার অলৌকিক চিহ্ন বা মু'জিযা প্রদর্শন করবেন। মুহাম্মাদ ﷺ কোনো মু'জিযা বা অলৌকিক চিহ্ন প্রদর্শন করেননি। কুরআনের অনেক আয়াত থেকে তা জানা যায়।

এ বিষয়ে সূরা আনআমে বলা হয়েছে:

﴿مَا عِنْدِيْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّٰهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِيْنَ﴾

"তোমরা যা সত্বর চাচ্ছ তা আমার নিকট নেই; কর্তৃত্ব তো আল্লাহরই, তিনি সত্য বিবৃত করেন এবং ফায়সালাকারীদিগের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ।"[৪৯২]

এই সূরাতেই আরো বলা হয়েছে:

﴿وَأَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُوْنَ﴾

"তারা আল্লাহর নামে কঠিন শপথ করে বলে, তাদের নিকট যদি কোনো নিদর্শন আসত তবে অবশ্যই তারা তাতে বিশ্বাস করত। বলুন, নিদর্শন তো আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত। তাদের নিকট নিদর্শন আসলেও যে

[৪৯২]. সূরা: (৬) আনআম, ৫৭ আয়াত।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

তারা বিশ্বাস করবে না একথা তোমাদেরকে কীভাবে বোধগম্য করানো যাবে?”[৪৯৩]

অনুরূপভাবে সূরা বানী ইসরাঈলে বলা হয়েছে:

﴿وَقَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوْعًا ﴿٩٠﴾ أَوْ تَكُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيْلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيْرًا ﴿٩١﴾ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيْلًا ﴿٩٢﴾ أَوْ يَكُوْنَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُوْلًا ﴿٩٣﴾﴾

“এবং তারা বলে, কখনোই তোমাতে বিশ্বাস করব না যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য ভূমি হতে এক প্রস্রবণ উৎসরিত করবে, অথবা তোমার খেজুরের অথবা আংগুরের এক বাগান হবে যার ফাঁকে ফাঁকে তুমি অজস্র ধারায় প্রবাহিত করে দেবে নদী-নালা, অথবা তুমি যেমন বলে থাক, তদনুযায়ী আকাশকে খণ্ড-বিখণ্ড করে আমাদের উপর ফেলবে, অথবা আল্লাহ ও ফিরিশ্তাগণকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করবে, অথবা তোমার একটি স্বর্ণ নির্মিত গৃহ হবে, অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করবে, কিন্তু তোমার আকাশ আরোহণ আমরা কখনো বিশ্বাস করব না যতক্ষণ তুমি আমাদের প্রতি একটি গ্রন্থ অবতীর্ণ না করবে, যা আমরা পাঠ করব’। বলুন, পবিত্র মহান আমার প্রতিপালক! আমি তো হচ্ছি কেবল একজন মানুষ, একজন রাসূল।”[৪৯৪]

এ অর্থে আরো অনেক আয়াত রয়েছে, যেগুলো থেকে জানা যায় যে, মুহাম্মাদ ﷺ অবিশ্বাসীদের প্রার্থিত অলৌকিক চিহ্নাদি প্রদর্শন করেননি।

অভিযোগের উত্তর

এই অভিযোগের উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, এই অভিযোগে তারা যে তিনটি বিষয় উল্লেখ করেছেন সে তিনটি বিষয়ই ভুল ও বিভ্রান্তিকর প্রচারণা মাত্র। প্রথম বিষয়ে তারা দাবি করেছেন যে, নবুয়াত বা ভাববাদিত্বের অন্যতম শর্ত যে, নবুয়াতের দাবিদার অলৌকিক চিহ্ন বা মু‘জিযা প্রদর্শন করবেন। খ্রিস্টানদের মধ্যে প্রচলিত বাইবেলই প্রমাণ করে যে, ভাববাদীর জন্য অলৌকিকত্ব প্রদর্শন কোনো শর্ত নয়। কাজেই ভাববাদিত্বের দাবিদার কর্তৃক অলৌকিক চিহ্ন প্রদর্শন না করা প্রমাণ করে না যে, তিনি ভাববাদী

[৪৯৩]. সূরা: (৬) আনআম, ১০৯ আয়াত।
[৪৯৪]. সূরা: (১৭) ইসরা (বানী ইসরাঈল), আয়াত ৯০-৯৩।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

নন। যোহনলিখিত সুসমাচারের ১০ অধ্যায়ের ৪১ আয়াত রয়েছে, "তাহাতে অনেকে তাঁহার কাছে আসিল, এবং বলিল, যোহন কোনো চিহ্নকার্য করেন নাই... ।"

আর মথিলিখিত সুসমাচারের ৪১ অধ্যায়ের ২৬ আয়াতে বলা হয়েছে, "সকলের মতেই যোহন ভাববাদী।" ১৮২৫ সালের আরবি বাইবেলে এখানে বলা হয়েছে, "সকলে যোহনকে ভাববাদী বলিয়া মানে (all hold John as a prophet)।"

মথিলিখিত সুসমাচারের ১১ অধ্যায়ে রয়েছে যে, যোহন বাপ্তাইজকের বিষয়ে যিশু বলেছেন তিনি 'ভাববাদী হইতেও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি' (more than a prophet)।[৪৯৫]

এভাবে আমরা দেখছি যে, এই ভাববাদী এবং ভাববাদীগণ থেকেও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কোনো অলৌকিক চিহ্নকার্য প্রদর্শন করেননি। যোহন বাপ্তাইজকের ভাববাদিত্ব খ্রিস্টানগণের নিকট অবশ্য স্বীকৃত, অথচ অনেকের সাক্ষ্য অনুসারে তিনি কোনো অলৌকিক কার্য করেননি।

দ্বিতীয়ত তারা দাবি করেছেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ অলৌকিক কার্য প্রদর্শন করেননি। তাদের একথাটিও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা দাবি। ইতোপূর্বে এই অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে পাঠক দেখেছেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ অগণিত মহান অলৌকিক কার্য করেছেন।[৪৯৬]

তৃতীয়ত তারা দাবি করেছেন যে, কুরআনের এ সকল আয়াত প্রমাণ করে যে, মুহাম্মাদ ﷺ অলৌকিক চিহ্নকার্য করেননি। এখানে তারা হয় ভুল বুঝেছেন অথবা জেনেশুনে মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য একথা বলেছেন। এ সকল আয়াতের অর্থ কাফিরদের দাবিকৃত নির্ধারিত অলৌকিক চিহ্নকার্য করতে অস্বীকৃতি জানানো বা একথা জানানো যে, চিহ্নকার্য বা অলৌকিকত্বের মূল ক্ষমতা আল্লাহর, তাঁর ইচ্ছা ও নির্ধারণ অনুসারেই আমি অলৌকিক কার্য করি, তোমাদের প্রস্তাব অনুসারে নয়।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, 'তোমরা যা সত্বর চাচ্ছ তা আমার নিকট নেই'। এখানে 'যা সত্বর চাচ্ছ' বলতে কাফিরদের নির্দিষ্ট একটি দাবির কথা বোঝানো হয়েছে, যে দাবি অন্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। কাফিরগণ দাবি করেছিল:

---

[৪৯৫]. মথি ১১/৯।

[৪৯৬]. বরং তাঁর অলৌকিক চিহ্নগুলোর কিছু চিরন্তন। কুরআনের অনেক সংবাদের সত্যতা বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের মাধ্যমে সত্য প্রমাণিত হয়েছে এবং মুহাম্মাদ ﷺ-এর অলৌকিকত্বের চিরন্তনতা প্রমাণ করেছে।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

﴿فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾

"আমাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ করো কিংবা আমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দাও।"[৪৯৭] এ আয়াতের অর্থ, তোমাদের দাবিকৃত আযাব সত্বর তোমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া আমার দায়িত্ব বা ক্ষমতা নয়। 'কর্তৃত্ব তো আল্লাহরই', অর্থাৎ শাস্তি সত্বর প্রদান করা অথবা পাওনা শাস্তি পিছিয়ে দেওয়া একমাত্র আল্লাহরই ক্ষমতা। 'তিনি সত্য বিবৃত করেন', অর্থাৎ দ্রুত অথবা বিলম্বিত শাস্তির বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত তিনিই গ্রহণ করেন এবং 'ফায়সালাকারীদিগের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ', অর্থাৎ তিনিই শ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত প্রদানকারী ও নির্ধারক।

এভাবে আমরা দেখছি যে, এ আয়াতের অর্থ, আল্লাহ যখন ইচ্ছা করবেন তখনই তোমাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হবে, সে শাস্তিকে দ্রুত বা বিলম্বিত করার ক্ষমতা আমার নয়। কাফিরদের প্রার্থিত শাস্তি তারা বদর যুদ্ধের দিনেই পেয়েছিল। কাজেই এ আয়াত প্রমাণ করে না যে, মুহাম্মাদ ﷺ কখনোই কোনো অলৌকিক কার্য করেননি।

দ্বিতীয় আয়াতের অর্থ 'তারা আল্লাহর নামে কঠিন শপথ করে বলে, তাদের নিকট যদি কোনো নিদর্শন আসত' অর্থাৎ তাদের প্রস্তাব অনুসারে যদি কোনো নিদর্শন তাদেরকে দেখানো হত, 'তবে অবশ্যই তারা তাতে বিশ্বাস করত। বলুন, নিদর্শন তো আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত', অর্থাৎ তিনি যখন যেভাবে যে নিদর্শন দেখাতে চান সেভাবেই সে নিদর্শন আমি দেখাব, তোমাদের প্রস্তাব অনুসারে নয়। 'তাদের নিকট নিদর্শন আসলেও যে তারা বিশ্বাস করবে না, একথা তোমাদেরকে কীভাবে বোধগম্য করানো যাবে?' অর্থাৎ তাদেরকে চিহ্নকার্য দেখানো হলেও তারা বিশ্বাস করবে না, বরং যাদু ইত্যাদি অভিযোগ তুলে অবিশ্বাসে অটল থাকবে। এতে প্রমাণিত হয় যে, তারা বিশ্বাস করবে না বলেই আল্লাহ তাদের দাবিকৃত বা প্রস্তাবিত নিদর্শন দেখালেন না।

তৃতীয় আয়াতের অর্থ, সত্যকে জেনে বিশ্বাস গ্রহণের মানসে নয়, বরং জিদ ও ঝগড়ার জন্যই শুধু তারা বলে যে, 'কখনোই তোমাতে বিশ্বাস করব না যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য ভূমি হতে' অর্থাৎ মক্কার ভূমিতে, 'এক চিরন্তন, চিরপ্রবাহময় প্রসবণ উৎসরিত করবে অথবা তোমার খেজুরের অথবা আংগুরের এক বাগান হবে যার ফাঁকে ফাঁকে তুমি অজস্র ধারায় প্রবাহিত করে দেবে নদী-নালা'। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে:

[৪৯৭]. সূরা: (৮) আনফাল, ৩২ আয়াত।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

﴿إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ﴾

"আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকেসহ ভূমি ধসিয়ে দিব অথবা তাদের উপর আকাশ খণ্ডের পতন ঘটাব..."[৪৯৮] এই আয়াতের দিকে কটাক্ষ করে তারা বলে, 'অথবা তুমি যেমন বলে থাক, তদনুযায়ী আকাশকে খণ্ড-বিখণ্ড করে আমাদের উপর ফেলবে', 'অথবা আল্লাহ ও ফিরিশতাগণকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করবে' তোমার নবুয়াতের দাবির সত্যতা ও নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য, 'অথবা তোমার একটি স্বর্ণ নির্মিত গৃহ হবে, অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করবে, কিন্তু তোমার আকাশ আরোহণ আমরা কখনো বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ আকাশ থেকে তুমি আমাদের প্রতি একটি গ্রন্থ অবতীর্ণ না করবে, যাতে তোমার দাবির সত্যতা ঘোষণা করা হবে, যা আমরা পাঠ করব'। ইবন আব্বাস ﷺ বলেন,[৪৯৯] আব্দুল্লাহ ইবন আবী উমাইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলে, তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি এই শর্তে যে, তুমি একটি সিড়ি এনে আকাশের সাথে লাগাবে। এরপর আমাদের চোখের সামনে সিড়ি বেয়ে আকাশে উঠে যাবে এবং সেখান থেকে একটি লিখিত নবুয়াতনামা নিয়ে আসবে, সেই নবুয়াতনামার সাথে চারজন ফিরিশতা থাকবেন যারা তোমার নবুয়াতনামার সত্যতার সাক্ষ্য দেবে এবং আমরা তা পাঠ করব।' তোমার বিস্ময় প্রকাশ করে তুমি বল, 'পবিত্র মহান আমার প্রতিপালক! আমি তো হচ্ছি কেবল একজন মানুষ, একজন রাসূল', অন্যান্য রাসূলদের মতোই।

অবিশ্বাসীরা সত্য জানার আগ্রহে এ সকল প্রস্তাব পেশ করেনি। একান্তই ঝগড়া ও বিতর্কের জন্য তারা এসব কথা বলেছে। তাদের প্রস্তাবিত সকল চিহ্ন বা নিদর্শন দেখানো হলেও তারা যাদু বলে সেগুলো প্রত্যাখ্যান করত। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِيْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِأَيْدِيْهِمْ لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِيْنٌ﴾

"যদি তোমার প্রতি কাগজে লিখিত কিতাবও নাযিল করতাম আর তারা যদি তা হস্তদ্বারা স্পর্শও করত তবু কাফিরগণ বলত, এ স্পষ্ট যাদু ব্যতীত আর কিছুই নয়।"[৫০০] অন্যত্র তিনি বলেছেন:

﴿وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوْا فِيْهِ يَعْرُجُوْنَ • لَقَالُوْا

[৪৯৮]. সূরা: (৩৪) সাবা, ৯ আয়াত।
[৪৯৯]. যামাখশারি, আল কাশশাফ ২/৬৯৪; রাযি, আত তাফসীরুল কাবীর ২১/৪০৯। -সম্পাদক
[৫০০]. সূরা: (৬) আনআম, ৭ আয়াত।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ﴾

"যদি তাদের জন্য আকাশের দুয়ার খুলে দিই এবং তারা সারাদিন তাতে আরোহণ করতে থাকে, তবুও তারা বলবে, আমাদের দৃষ্টি সম্মোহিত করা হয়েছে; না, বরং আমরা এক যাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়।"[৫০১]

এভাবে কুরআন কারীমে কোনো কোনো আয়াতে কাফিরদেরকে তাদের প্রস্তাবিত নিদর্শন বা অলৌকিক কার্য প্রদর্শন করতে অস্বীকার করা হয়েছে। এগুলো থেকে বাহ্যিকভাবে কারো কাছে মনে হতে পারে যে, মু'জিযা বা অলৌকিক কার্য প্রদর্শন করতে বোধহয় সম্পূর্ণভাবে অস্বীকৃতি জানানো হয়েছে। বস্তুত এ সকল আয়াতের অর্থ কাফিরদের প্রস্তাবিত অলৌকিক কার্য সম্পন্ন করতে অস্বীকার করা। এ থেকে বোঝা যায় না যে, মুহাম্মাদ ﷺ অন্য সময়ে আল্লাহর নির্দেশ ও ইচ্ছা অনুসারে অন্য কোনো অলৌকিক কার্য বা নিদর্শন প্রদর্শন করেননি।

নবীগণ বা ভাববাদীগণ অবিশ্বাসীদের দাবি বা প্রস্তাব মতো চিহ্ন বা অলৌকিক কার্য সম্পন্ন করতে বাধ্য নন। বরং তাঁরা যখন দেখেন যে, অবিশ্বাসীরা একান্তই পরীক্ষার জন্য, ঝগড়ার জন্য বা উপহাসচ্ছলে অলৌকিক চিহ্ন দাবি করছে, তখন তারা তা প্রদর্শন করতে অস্বীকার করেন। আমি বাইবেলের নতুন নিয়ম থেকে এ বিষয়ক প্রমাণাদি উল্লেখ করছি।

প্রথম প্রমাণ: মার্কলিখিত সুসমাচারের ৮ম অধ্যায়ে রয়েছে, "**১১** পরে ফরিশিরা বাহিরে আসিয়া তাঁহার সহিত বাদানুবাদ করিতে লাগিল, পরীক্ষাভাবে তাঁহার নিকটে আকাশ হইতে এক চিহ্ন দেখিতে চাহিল। **১২** তখন তিনি আত্মায় দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন, এই কালের লোকেরা কেন চিহ্নের অন্বেষণ করে? আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, এই প্রজন্মের (কালের) লোকদিগকে[৫০২] কোনো চিহ্ন দেখানো যাইবে না (There shall no sign be given unto this generation)।"

এখানে ফরিশিরা যিশুর কাছে পরীক্ষামূলকভাবে অলৌকিক কার্য বা চিহ্ন দাবি করেন। যিশু তাদের দাবি অনুসারে চিহ্ন দেখালেন না। এমনি তিনি একথাও বললেন না যে, ইতোপূর্বে আমি অমুক চিহ্ন দেখিয়েছি। তিনি তাদের একথাও বললেন না যে, অমুক সময়ে তোমাদেরকে আমি চিহ্ন দেখাব। বরং তিনি বললেন, 'এই প্রজন্মের লোকদিগকে কোনো চিহ্ন দেখানো যাইবে না (There shall no sign be given unto this

[৫০১]. সূরা: (১৫) হিজর: ১৪-১৫ আয়াত।

[৫০২]. বাংলা বাইবেলে (কেরি): 'এই লোকদিগকে'। গ্রন্থকার প্রদত্ত আরবি পাঠ এবং ইংরেজি কিং জেমস ভার্শন ও রিভাইজড স্টান্ডার্ড ভার্শন উভয় সংস্করণেই রয়েছে, 'এই প্রজন্মের লোকদিগকে'।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

generation)'। এই প্রজন্ম বা এই কালের বলতে যিশুর সময়ে বিদ্যমান সকল মানুষকে বোঝানো হয়েছে। এ থেকে বোঝা গেল যে, যিশুর সমসাময়িক কোনো মানুষকে যিশু কোনো চিহ্ন দেখাননি।

দ্বিতীয় প্রমাণঃ লুকলিখিত সুসমাচারের ২৩ অধ্যায়ে রয়েছে, "৮ যিশুকে দেখিয়া হেরোদ[৫০৩] অতিশয় আনন্দিত হইলেন, কেননা তিনি তাঁহার বিষয় শুনিয়াছিলেন, এই জন্য অনেক দিন হইতে তাঁহাকে দেখিতে বাঞ্ছা করিতেছিলেন, এবং তাঁহার কৃত কোনো চিহ্ন দেখিবার আশা করিতে লাগিলেন (he hoped to have seen some miracle done by him)। ৯ তিনি তাঁহাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু যিশু তাঁহাকে কোনো উত্তর দিলেন না। ১০ আর প্রধান যাজকগণ ও অধ্যাপকেরা দাঁড়াইয়া উগ্রভাবে তাঁহার উপর দোষারোপ করিতেছিল। ১১ আর হেরোদ ও তাঁহার সেনারা তাঁহাকে তুচ্ছ করিলেন, ও বিদ্রূপ করিলেন, এবং জমকাল পোষাক পরাইয়া তাঁহাকে পিলাতের[৫০৪] নিকটে ফিরিয়া পাঠাইলেন।"

[৫০৩]. এখানে হেরোড বলতে Herod Antipas-কে বোঝানো হয়েছে। তার পিতা মহান হেরোড (Herod the Great) ছিলেন রোমান সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত যিরূশালেমের বা যুডিয়া (Judaea) রাজ্যের রাজা। তিনি খ্রিস্টপূর্ব ৩৭ থেকে ৪ সাল পর্যন্ত যুডিয়ার রাজা ছিলেন। তার সময়েই তার রাজত্বের শেষ দিকে (খ্রিস্টপূর্ব ৮/৯ সালে) যিশু জন্মগ্রহণ করেন। তার মৃত্যুর পরে রোমান সম্রাট অগাস্টাস (Caesar Augustus 27 BC-AD 14) ফিলিস্তিনকে তার তিন পুত্রের মধ্যে ভাগ করে দেন। তাদের মধ্যে একজন হেরোড এনটিপাস (Herod Antipas)। তিনি গালিলি (Galilee) ও পেরেয়ার (Peraea) রাজা (tetrarch) নিযুক্ত হন। তিনি খ্রিস্টপূর্ব ২১ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং খ্রিস্টপূর্ব ৪ সাল থেকে ৩৯ খ্রিস্টাব্দে তার মৃত্যু পর্যন্ত গালিলি ও পেরেয়ার গভর্নর ছিলেন। বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে তার সময়েই যিশুকে ক্রুশে চড়ানো হয়।

[৫০৪]. পিলাত (Pilate, Pontius)। রোমান সম্রাট টিবেরিয়াস (Tiberius Caesar Augustus: 14-37 AD)-এর সময়ে ২৬ থেকে ৩৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যুডিয়া রাজ্যের রোমান নাইট ও গভর্নর (prefect/ procurator) ছিলেন। ৩৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে ইয়াহুদিগণ যিশুকে গ্রেফতার করার পরে রোমান গভর্নর পিলাতের কাছে সমর্পণ করেন। পিলাত জানতে পারলেন যে, এ সময়ে নিস্তারপর্ব (Passover) উদযাপন উপলক্ষে রাজা হেরোদ যিরূশালেমে অবস্থান করছেন। যেহেতু যিশু হেরোদের রাজ্য গালিলির অধিবাসী ছিলেন, সেহেতু পিলাত বিচারের জন্য যিশুকে হেরোদের নিকট প্রেরণ করেন। বাইবেলের বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, হেরোদ যিশুর বিষয়ে বিশেষ ভক্তি ও আগ্রহ পোষণ করতেন। তিনি যিশুর সাথে কথা বলতে চেষ্টা করেন এবং আন্তরিক ভক্তির সাথেই তিনি যিশুর থেকে কিছু অলৌকিক চিহ্ন দেখার আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু যিশু কোনো কথা না বলায় তার ভক্তি উবে যায়। তিনি অবজ্ঞাভরে তাঁকে আবার পিলাতের কাছে প্রেরণ করেন। পিলাত যিশুর ক্রুশবিদ্ধ করে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দেন। এ বিষয়ে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় একটি বিশেষ তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, ঐতিহাসিক তথ্যাদি অনুসারে, বিশেষত সমসাময়িক ইয়াহুদি ঐতিহাসিক জোসেফাসের (Josephus) বর্ণনা অনুসারে পিলাত অত্যন্ত দৃঢ়চেতা, বুদ্ধিমান ও ধীশক্তিসম্পন্ন শাসক ও বিচারক ছিলেন। পক্ষান্তরে বাইবেলের নতুন নিয়মে তাকে একজন দুর্বল ও অথর্ব ব্যক্তিত্বের মানুষরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। উপস্থিত কিছু জনতার চাপে তিনি একজন প্রকৃত অপরাধীকে মুক্ত করে তার দৃষ্টিতেই নিশ্চিতভাবে নিরপরাধ একজন মানুষকে ক্রুশে চড়িয়ে প্রাণদণ্ড দেবেন একথা পিলাতের মতো একজন দৃঢ়চেতা বিচারকের পক্ষে খুবই অবাস্তব বলে প্রতীয়মান হয়।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

এখানে যিশু হেরোদের আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ সত্ত্বেও কোনো অলৌকিক চিহ্ন দেখালেন না। বাইবেলের ভাষা থেকে সুস্পষ্ট যে, হেরোদ পরীক্ষামূলকভাবে বা কুটতর্কের উদ্দেশ্যে চিহ্ন দেখতে চাননি। বরং নিজের ভক্তিকে সুদৃঢ় করতেই আন্তরিকভাবে চিহ্ন দেখতে চেয়েছেন। বাহ্যত বোঝা যায় যে, যদি যিশু এ সময়ে চিহ্ন দেখাতেন, তবে হেরোদ তাঁর সত্যতায় বিশ্বাস করতেন, ইয়াহুদিদেরকে তাদের মিথ্যা অভিযোগের কারণে অভিযুক্ত করতেন এবং তিনি ও তার সেনারা তাঁকে তুচ্ছ ও বিদ্রূপ করতেন না (এমনকি ইতোপূর্বে তিনি কোনো চিহ্ন দেখিয়েছেন, তাও বললেন না। ভবিষ্যতে দেখাবেন এমন প্রতিশ্রুতিও দিলেন না)।

তৃতীয় প্রমাণ: লুকলিখিত সুসমাচারের ২২ অধ্যায়ে রয়েছে, "৬৩ আর যে লোকেরা যিশুকে ধরিয়াছিল, তাহারা তাঁহাকে বিদ্রূপ ও প্রহার করিতে লাগিল। ৬৪ আর তাঁহার চক্ষু ঢাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভাববাণী বল দেখি, কে তোকে মারিল? ৬৫ আর তাহারা নিন্দা করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে আরও অনেক কথা কহিতে লাগিল।"

এখানে ইয়াহুদিগণ চিহ্ন দেখতে চেয়েছিল। কিন্তু যেহেতু তারা তাঁকে বিদ্রূপ ও উপহাস করে এরূপ প্রশ্ন করেছিল; এজন্য তিনি তাদেরকে উত্তর দেননি (অতীতে তিনি কোনো চিহ্ন দেখিয়েছেন বা ভবিষ্যতে দেখাবেন সেকথাও বলেন নি)।

চতুর্থ প্রমাণ: মথিলিখিত সুসামাচারের ২৭ অধ্যায়ে রয়েছে, "৩৯ তখন যে সকল লোক সেই পথ দিয়া যাতায়াত করিতেছিল, তাহারা মাথা নাড়িতে নাড়িতে তাঁহার নিন্দা করিয়া কহিল, ৪০ ওহে, তুমি না মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেল, আর তিনদিনের মধ্যে গাঁথিয়া তুল! আপনাকে রক্ষা কর; যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, ক্রুশ হইতে নামিয়া আইস। ৪১ আর সেইরূপ প্রধান যাজকেরা অধ্যাপকগণের ও প্রাচীনবর্গের সহিত বিদ্রূপ করিয়া কহিল, ৪২ ঐ ব্যক্তি অন্য অন্য লোককে রক্ষা করিত, আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না; ও তো ইস্রায়েলের রাজা! এখন ক্রুশ হইতে নামিয়া আইসুক; ৪৩ তাহা হইলে আমরা উহার উপরে বিশ্বাস করিব; ও ঈশ্বরে ভরসা রাখে, এখন তিনি নিস্তার করুন, যদি উহাকে চান; কেননা ও বলিয়াছে, আমি ঈশ্বরের পুত্র; ৪৪ আর যে দুইজন দস্যু তাঁহার সঙ্গে ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াছিল, তাহারাও সেইরূপে তাঁহাকে তিরস্কার করিল।"

এখানে এরা সকলেই চিহ্ন দেখতে চেয়েছিল। কিন্তু যিশু চিহ্ন দেখাননি। তিনি এ সময়ে নিজেকে রক্ষা করেননি বা ক্রুশ থেকে নেমে আসেননি, যদিও পথচারীগণ, প্রধান যাজকেরা, অধ্যাপকগণ, প্রাচীনবর্গ ও

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

চোরদ্বয় তাঁকে তিরস্কার করে এবং চিহ্ন দেখতে চায় (অতীতে তিনি কোনো চিহ্ন দেখিয়েছেন বা ভবিষ্যতে দেখাবেন সেকথাও তিনি বলেন নি)।

প্রধান যাজকগণ, অধ্যাপকগণ ও প্রাচীনবর্গ বলেছিলেন, যদি তিনি ক্রুশ হতে নেমে আসেন তবে তারা তাঁর উপরে বিশ্বাস করবে। কাজেই এ সময়ে তো তাঁর দায়িত্ব ছিল যে, তাঁর অবমাননা দূর করতে এবং ইয়াহুদিদের অবিশ্বাস ও মিথ্যাচার প্রমাণ করতে অন্তত একবার ক্রুশ থেকে নেমে আসবেন। এরপর আবার ক্রুশে উঠে জীবনত্যাগ করবেন। কিন্তু যেহেতু ইয়াহুদিদের চিহ্ন প্রার্থনা ছিল মূলত উপহাস ও অবিশ্বাসের কারণে এজন্য তিনি তা করেননি।[৫০৫]

পঞ্চম প্রমাণঃ মথিলিখিত সুসমাচারের ১২ অধ্যায়ে রয়েছে, "৩৮ তখন কয়েক জন অধ্যাপক ও ফরিশি তাঁহাকে বলিল, হে গুরু, আমরা আপনার কাছে কোনো চিহ্নকার্য দেখিতে ইচ্ছা করি। ৩৯ তিনি উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, এই কালের দুষ্ট ও ব্যভিচারী লোকে চিহ্নের অন্বেষণ করে, কিন্তু যোনা ভাববাদীর চিহ্ন ছাড়া আর কোনো চিহ্ন ইহাদিগকে দেওয়া যাইবে না। ৪০ কারণ যোনা যেমন তিন দিবারাত্র (three days and three nights) বৃহৎ মৎস্যের উদরে ছিলেন, তেমনি মনুষ্যপত্রও তিন দিবারাত্র (three days and three nights) পৃথিবীর গর্ভে থাকিবেন।"

অধ্যাপক ও ফরিশিগণ তাঁর কাছে চিহ্নকার্য দেখতে চান। কিন্তু যিশু এ সময়ে তাদেরকে কোনো চিহ্ন দেখাননি। ইতোপূর্বে কোনো চিহ্নকার্য তিনি করেছেন তাও তিনি বলেননি। বরং তিনি তাদেরকে গালাগালি করলেন এবং দুষ্ট ও ব্যভিচারী বলে অভিহিত করলেন। তিনি তাঁদেরকে একটি চিহ্ন দেখানোর প্রতিশ্রুতি দিলেন যা তিনি তাদেরকে কোনোদিনই দেখাননি। তিনি বললেন, 'যোনা যেমন তিন দিবারাত্র বৃহৎ মৎস্যের উদরে ছিলেন, তেমনি মনুষ্যপুত্রও তিন দিবারাত্র পৃথিবীর গর্ভে থাকিবেন'। একথাটি সন্দেহাতীতভাবে ভুল। যিশু কখনোই তিন দিবারাত্র পৃথিবীর গর্ভে ছিলেন না। (বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে তিনি মাত্র দুইরাত ও একদিন পৃথিবীর গর্ভে ছিলেন। শুক্রবার দিবাগত রাতে যিশুকে কবরস্থ করা হয়। এরপর রবিবার প্রত্যুষে সূর্যোদয়ের পূর্বেই এই দেহটি কবর থেকে অদৃশ্য হয়। যোহনের সুসমাচারে তা স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে[৫০৬])। ইতোপূর্বে প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে পাঠক তা বিস্তারিত জেনেছেন।

তবে এই বক্তব্যটির অশুদ্ধতা ছাড়াও এখানে অন্য একটি বিষয়

[৫০৫]. এ সময়ে যদি যিশু এ সকল চিহ্ন দেখাতেন তবে সকল ইয়াহুদি ও বিশ্বের অগণিত মানুষ তাঁর আত্মত্যাগে বিশ্বাস করে মুক্তি লাভ করতে পারত। অথচ তিনি তা দেখালেন না!

[৫০৬]. যোহন ২০/১-১৮। আরো দেখুন: মথি ২৮/১-১০; মার্ক ১৬/১-১১; লুক ২৪/১-১২।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

লক্ষণীয়। যিশু তাঁর প্রতিশ্রুতি মতো পৃথিবীর গর্ভ থেকে পুনরুত্থানের চিহ্নটি অধ্যাপক ও ফরিশিদেরকে দেখাননি। তারা স্বচক্ষে যিশুর পুনরুত্থান দেখেননি। যিশু যদি সত্যই মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হতেন তবে তাঁর দায়িত্ব হত যে, এ সকল অবিশ্বাসীকে, যাদেরকে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাদের সামনে প্রতিশ্রুতি অনুসারে নিজেকে প্রকাশিত করবেন। এতে প্রতিশ্রুতি পালিত হত এবং এ সকল অবিশ্বাসীদের অবিশ্বাসের পক্ষে আর কোনো প্রমাণ থাকত না। কিন্তু তিনি নিজেকে এদের সামনে বা অন্য কোনো ইয়াহুদির সামনে একটিবারের জন্যও প্রকাশ করেননি। এজন্যই ইয়াহুদিরা যিশুর পুনরুত্থানে বিশ্বাস করেন না। সেই যুগ থেকে আজ পর্যন্ত ইয়াহুদিরা বলেন যে, যিশুর শিষ্যগণ রাত্রিবেলায় যিশুর মৃতদেহ চুরি করেছিলেন।

ষষ্ঠ প্রমাণঃ মথিলিখিত সুসমাচারের ৪র্থ অধ্যায়ে দিয়াবল কর্তৃক যিশুকে পরীক্ষা করার বিষয়ে বলা হয়েছে, "৩ তখন পরীক্ষক নিকটে আসিয়া তাঁহাকে কহিল, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে বল, যেন এই পাথরগুলো রুটি হইয়া যায়। ৪ কিন্তু তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, লেখা আছে, 'মনুষ্য কেবল রুটিতে বাঁচিবে না, কিন্তু ঈশ্বরের মুখ হইতে যে প্রত্যেক বাক্য নির্গত হয়, তাহাতেই বাঁচিবে। ৫ তখন দিয়াবল তাঁহাকে পবিত্র নগরে লইয়া গেল এবং ধর্মধামের চূড়ার উপরে দাঁড় করাইল, ৬ আর তাঁহাকে কহিল, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে নিচে ঝাঁপ দিয়া পড়, কেননা লেখা আছে, 'তিনি আপন দূতগণকে তোমার বিষয়ে আজ্ঞা দিবেন, আর তাঁহারা তোমাকে হস্তে করিয়া তুলিয়া লইবেন, পাছে তোমার চরণে প্রস্তরের আঘাত লাগে।' ৭ যিশু তাহাকে কহিলেন, আবার লেখা আছে, 'তুমি আপন ঈশ্বর প্রভুর পরীক্ষা করিও না।"

এখানে দিয়াবল পরীক্ষার জন্য যিশুর নিকট থেকে দুটি চিহ্ন দাবি করে। যিশু একটিও প্রদর্শন করতে রাযি হননি। দ্বিতীয় বারে তিনি স্বীকার করেছেন যে, ঈশ্বরের কোনো সৃষ্টি ও উপাসকের উচিত নয় নিজ উপাস্য ঈশ্বরকে পরীক্ষা করা; বরং সৃষ্টি ও উপাস্যের দায়িত্ব প্রভুর সাথে আদব রক্ষা করা ও কোনোরূপ পরীক্ষা ছাড়াই বিশ্বাস স্থাপন করা।

সপ্তম প্রমাণঃ যোহনলিখিত সুসমাচারের ৬ অধ্যায়ে রয়েছে, "২৯ যিশু উত্তর করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, ঈশ্বরের কার্য এই, যেন তাঁহাতে তোমরা বিশ্বাস কর, যাঁহাকে তিনি প্রেরণ করিয়াছেন। ৩০ তাহারা তাঁহাকে কহিল, ভালো, আপনি এমন কি চিহ্নকার্য করিতেছেন, যাহা দেখিয়া আমরা আপনাকে বিশ্বাস করিব? আপনি কি কার্য করিতেছেন? ৩১ আমাদের পিতৃপুরুষেরা প্রান্তরে মান্না খাইয়াছিলেন, যেমন লেখা আছে, 'তিনি ভোজনের জন্য

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

তাহাদিগকে স্বর্গ হইতে খাদ্য দিলেন।"

এখানে ইয়াহুদিগণ যিশুর নিকট চিহ্ন দাবি করেন। তিনি তাদেরকে চিহ্ন দেখালেন না। ইতোপূর্বে তিনি কখনো কোনো চিহ্ন দেখিয়েছেন বলেও উল্লেখ করলেন না। বরং এমন এক অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য উত্তর তিনি তাদেরকে প্রদান করলেন যে, অধিকাংশ শ্রোতাই তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলেন না।[৫০৭] বরং এই কথার কারণে তাঁর শিষ্যদের অনেকেই ধর্মত্যাগ করে চলে যায়। এই অধ্যায়ের ৬৬ আয়াতে তা স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে। ১৮৬০ সালের আরবি অনুবাদ অনুসারে এই আয়াতে বলা হয়েছে, "এই সময় থেকে তাঁহার অনেক শিষ্য পশ্চাতে ফিরিয়া গেল, তাঁহার সঙ্গে আর যাতায়াত করিল না।" ১৮২৫ সালের আরবি বাইবেলে এখানে বলা হয়েছে, "৬৬ ইহাতে তাঁহার অনেক শিষ্য ধর্মত্যাগ করিয়া পিছাইয়া পড়িল, তাঁহার সঙ্গে আর কখনোই যাতায়াত করিল না।"[৫০৮]

অষ্টম প্রমাণ: ১ করিন্থীয়র ১ অধ্যায়ে রয়েছে, "২২ কেননা যিহুদিরা চিহ্ন চায় এবং গ্রিকেরা জ্ঞানের অন্বেষণ করে; ২৩ কিন্তু আমরা ক্রুশে হত খ্রিস্টকে প্রচার করি; তিনি যিহুদিদের কাছে বিঘ্ন ও পরজাতিদের কাছে মূর্খতাস্বরূপ।"

এখানে আমরা দেখছি যে, ইয়াহুদিগণ যিশুর নিকট থেকে যেমন চিহ্ন দাবি করত, তেমনিভাবে তারা প্রেরিতগণের নিকটও চিহ্ন দাবি করত। খ্রিস্টানদের পবিত্র পুরুষ সাধু পৌল স্বীকার করলেন যে, ইয়াহুদিরা চিহ্ন দাবি করত কিন্তু প্রেরিতগণ চিহ্ন প্রদর্শন না করে শুধু যিশুর নামে প্রচার করতেন।[৫০৯]

বাইবেলের নতুন নিয়ম থেকে উদ্ধৃত উপরের বক্তব্যগুলো প্রমাণ করে

[৫০৭]. "৩২ যিশু তাহাদিগকে কহিলেন, সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, মোশি তোমাদিগকে স্বর্গ হইতে সেই খাদ্য দেন নাই, কিন্তু আমার পিতাই তোমাদিগকে স্বর্গ হইতে প্রকৃত খাদ্য দেন। ৩৩ কেননা ঈশ্বরীয় খাদ্য তাহাই, যাহা স্বর্গ হইতে নামিয়া আইসে ও জগৎকে জীবন দান করে। ৩৪ তখন তাহারা তাঁহাকে কহিল, প্রভু, চিরকাল সেই খাদ্য আমাদিগকে দিউন। ৩৫ যিশু তাহাদিগকে বলিলেন, আমিই সেই জীবন-খাদ্য... ৬০ তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে অনেকে এই কথা শুনিয়া বলিল, এ কঠিন কথা, কে ইহা শুনিতে পারে? ৬১ কিন্তু তাঁহার শিষ্যেরা এই বিষয়ে বচসা করিতেছে, যিশু তাহা অন্তরে জ্ঞাত হইয়া তাহাদিগকে বলিলেন, এই কথায় কি তোমাদের বিঘ্ন জন্মে?..."

[৫০৮]. বাংলা বাইবেলে (কেরি): 'ইহাতে তাঁহার অনেক শিষ্য পিছাইয়া পড়িল, তাঁহার সঙ্গে আর যাতায়াত করিল না।' ইংরেজি (KJV): "From that time many of his disciples went back, and walked no more with him".

[৫০৯]. এই প্রচারের সাথে কোনো চিহ্ন না থাকার কারণে ইয়াহুদিরা একে বিভ্রান্তি ও বিঘ্ন মনে করত। পক্ষান্তরে এই বিশ্বাসের মধ্যে জ্ঞান ও দর্শনের কিছু না থাকাতে গ্রিকরা একে মূর্খতা বলে মনে করত।

AS-SUNNAH TRUST

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

যে, যারা চিহ্ন দাবি করতেন তাদের সামনে যিশু নিজে এবং তাঁর প্রেরিতগণ চিহ্ন প্রদর্শন করতেন না। এমনকি তাঁরা ইতোপূর্বে কোথাও কোনো চিহ্ন দেখিয়েছেন বলেও তাদের কাছে বলতেন না।

এখন উপরের বক্তব্যগুলোর ভিত্তিতে একজন দাবি করতে পারেন যে, যিশু এবং তাঁর প্রেরিতগণ কখনো কোনো অলৌকিক কার্য বা চিহ্ন প্রদর্শন করেননি। কোনো অলৌকিক কার্য বা চিহ্নকার্য সাধন করার কোনো ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। যদি তাঁদের এরূপ কোনো ক্ষমতা থাকত তবে তাঁরা অবিশ্বাসীদের দাবি অনুসারে এ সকল সময়ে তা প্রদর্শন করতেন। অথবা অন্তত বলতেন যে, অমুক সময়ে অমুক স্থানে আমি অমুক চিহ্নকার্য প্রদর্শন করেছি, তোমরা খোঁজ নিয়ে দেখো। তাঁরা চিহ্ন দেখাননি এবং পূর্বে দেখিয়েছেন বলেও দাবি করেননি। এতে প্রমাণিত হয় যে, চিহ্নকার্য প্রদর্শনের কোনো ক্ষমতাই তাঁদের ছিল না।

যদি কেউ নতুন নিয়মের এ সকল আয়াতের ভিত্তিতে এরূপ দাবি করেন তবে পাদরি মহাশয়গণ সমস্বরে বলবেন যে, এই দাবি অন্যায় ও সত্যের বিকৃতি। কুরআনের কয়েকটি আয়াতের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে মুহাম্মাদ ﷺ কোনো অলৌকিক চিহ্ন দেখাননি বলে পাদরিগণ যে দাবি করেন তাও আমাদের মতে অনুরূপ অন্যায় ও সত্যের বিকৃতি। বিশেষত কুরআনের অনেক স্থানে ও অগণিত সহীহ হাদীসে সুস্পষ্টভাবে মুহাম্মাদ ﷺ-এর অনেক অলৌকিক কার্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এরপরও কয়েকটি আয়াতের অপব্যাখ্যা করে এরূপ দাবি করা নিঃসন্দেহে মিথ্যার বেসাতি দিয়ে সত্য গোপনের অপচেষ্টা।

ইতোপূর্বে এই অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে পাঠক মুহাম্মাদ ﷺ-এর কিছু অলৌকিক কার্যের কথা জানতে পেরেছেন। কুরআন কারীমে আরো অনেক স্থানে সাধারণভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুহাম্মাদ ﷺ কাফিরদেরকে অলৌকিক চিহ্নাদি প্রদর্শন করতেন, কিন্তু তারা তা যাদু বলে উড়িয়ে দিত এবং উপহাস করত। এ সকল আয়াতের মধ্যে রয়েছে:

(১) সূরা সাফ্ফাতে বলা হয়েছে:

﴿وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ﴿١٤﴾ وَقَالُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾﴾

"তারা কোনো চিহ্নকার্য দেখলে উপহাস করে এবং বলে, এ তো এক সুস্পষ্ট যাদু ব্যতীত আর কিছুই নয়।"[৫১০]

তাফসীরে কাশ্ফাফে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, "যখন তারা

[৫১০]. সূরা: (৩৭) সাফফাত, ১৪-১৫ আয়াত।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

চন্দ্র দিখণ্ডিত হওয়া বা অনুরূপ কোনো চিহ্নকার্য দর্শন করে, তখন তারা অত্যন্ত জঘন্যভাবে সে বিষয় নিয়ে উপহাস করে বা একে অপরকে উপহাস করতে উৎসাহ প্রদান করে।"

তাফসীরে কাবীরে আল্লামা রাযি বলেন, "আল্লাহ তাআলা অবিশ্বাসীদের চতুর্থ যে কর্মটি বর্ণনা করেছেন তা হল যে, তারা কোনো অলৌকিক কার্য দেখলে বলে, 'এ তো এক সুস্পষ্ট যাদু ব্যতীত আর কিছুই নয়'। এভাবে তারা কোনো চিহ্ন দর্শন করলে তা নিয়ে উপহাস করে। তাদের উপহাসের কারণ তারা মনে করে যে, যাদুর মাধ্যমেই এই চিহ্ন প্রদর্শন করা হয়েছে। এজন্য তারা একে 'সুস্পষ্ট যাদু' বলত। অর্থাৎ তাদের মতে, এ সকল চিহ্ন যে যাদু তা দিনের আলোর মতোই সুস্পষ্ট, যার যাদুত্ব বুঝতে কারো কষ্ট হয় না।"

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম বাইযাবি বলেন, "যখন তারা কোনো চিহ্নকার্য দেখে, অর্থাৎ কোনো মু'জিযা দেখতে পায়, তখন তারা এই মু'জিযা নিয়ে কঠিনভাবে উপহাস-বিদ্রূপে লিপ্ত হয়, একে অপরকে উপহাস করতে উৎসাহিত করে এবং বলে যে, এ যাদু মাত্র, যার যাদুত্ব খুবই স্পষ্ট।"

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে জালালাইনে বলা হয়েছে, "তারা চন্দ্র দিখণ্ডিত করার মতো কোনো চিহ্নকার্য দেখলে উপহাস করে এবং বলে, এ তো এক সুস্পষ্ট যাদু ব্যতীত আর কিছুই নয়।"

(২) সূরা কামারে বলা হয়েছে:

﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ۝١ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ ۝٢﴾

"চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। তারা কোনো চিহ্ন দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, 'এ তো চিরাচরিত যাদু'।"[৫১১] এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পাঠক প্রথম পরিচ্ছেদে জানতে পেরেছেন।

(৩) সূরা আল ইমরানে রয়েছে:

﴿كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْا أَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾

"ঈমান আনয়নের পর ও রাসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্যদানের পর এবং তাদের নিকট সুস্পষ্ট চিহ্নসমূহ (নিদর্শনসমূহ) আগমন করার পর যে সম্প্রদায় সত্য প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে আল্লাহ কীরূপে সৎপথে পরিচালিত

[৫১১]. সূরা: (৫৪) কামার, ১-২ আয়াত।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

করবেন?”[৫১২]

এখানে ‘বাইয়িনাত’ বা ‘সুস্পষ্টসমূহ’ শব্দের ব্যাখ্যায় তাফসীরে কাশ্‌শাফে বলা হয়েছে, “কুরআনের প্রমাণাদি এবং অন্যান্য সকল অলৌকিক চিহ্নসমূহ, যেগুলোর দ্বারা নবুয়াত বা ভাববাদিত্ব প্রমাণিত হয়।”

কুরআন কারীমে অনেক স্থানে মাওসূফ বা বিষেশিত বিশেষ্যকে উল্লেখ না করে শুধু বিশেষণ হিসেবে ‘বাইয়িনাত’ বা ‘সুস্পষ্টসমূহ’ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সাধারণত আমরা দেখতে পাই যে, এক্ষেত্রে ‘সুস্পষ্টসমূহ’ বলতে ‘সুস্পষ্ট অলৌকিক চিহ্নসমূহ’ বোঝানো হয়েছে। এর ব্যতিক্রম ব্যবহার খুবই কম। কাজেই এই শব্দকে এই সাধারণ অর্থে ব্যবহার না করে অন্য অপ্রসিদ্ধ অর্থে ব্যবহার করা যাবে না। নিম্নের আয়াতগুলোতে শব্দটিকে এই অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে।

সূরা বাকারায় বলা হয়েছে:

﴿وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ﴾

“মরিয়ম-তনয় ঈসাকে সুস্পষ্টসমূহ (সুস্পষ্ট চিহ্নসমূহ) প্রদান করেছি।”[৫১৩]

সূরা নিসায় বলা হয়েছে:

﴿ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾

“অতঃপর তাদের কাছে সুস্পস্টসমূহ (সুস্পষ্ট চিহ্নসমূহ) প্রকাশ পাওয়ার পরেও তারা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে।”[৫১৪]

সূরা মায়িদায় বলা ঈসা ﷺ-এর বিষয়ে বলা হয়েছে:

﴿إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾

“যখন তুমি তাদের নিকট সুস্পষ্টসমূহ (সুস্পষ্ট অলৌকিক চিহ্নসমূহ) নিয়ে আগমন করলে।”[৫১৫]

সূরা আ’রাফে বলা হয়েছে:

﴿وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾

“তাদের নিকট তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্টসমূহ (সুস্পষ্ট চিহ্নসমূহ)-সহ

[৫১২]. সূরা: (৩) আল-ইমরান, ৮৬ আয়াত।
[৫১৩]. সূরা: (২) বাকারা, ৮৭ ও ২৩৫ আয়াত।
[৫১৪]. সূরা: (৪) নিসা, ১৫৩ আয়াত।
[৫১৫]. সূরা: (৫) মায়িদা, ১১০ আয়াত।

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

আগমন করেছিলেন।[৫১৬]

সূরা ইউনুসে বলা হয়েছে:

﴿وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾

"সুস্পষ্টসমূহ (চিহ্নসমূহ)-সহ তাদের নিকট তাদের রাসূলগণ আগমন করেন।"[৫১৭]

এই সূরাতেই বলা হয়েছে:

﴿فَجَاءُوْهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾

"তারা তাদের নিকট সুস্পষ্টসমূহ (চিহ্নসমূহ)-সহ আগমন করেছিলেন।"[৫১৮]

সূরা নাহলে বলা হয়েছে:

﴿بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ﴾

"প্রেরণ করেছিলাম সুস্পষ্টসমূহ (চিহ্নসমূহ) ও গ্রন্থাবলিসহ"[৫১৯]

সূরা তাহায় বলা হয়েছে:

﴿لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ﴾

"আমাদের নিকট যে সুস্পষ্টগুলো (চিহ্নগুলো) এসেছে সেগুলোর উপরে তোমাকে আমরা কিছুতেই প্রাধান্য দেব না।"[৫২০]

সূরা মুমিনে বলা হয়েছে:

﴿وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ﴾

"অথচ সে তোমাদের প্রভুর নিকট থেকে সুস্পষ্টসমূহ (চিহ্নসমূহ) নিয়ে তোমাদের নিকট এসেছে।"[৫২১]

সূরা হাদীদে বলা হয়েছে:

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ﴾

[৫১৬]. সূরা: (৭) আ'রাফ, ১০১ আয়াত।
[৫১৭]. সূরা: (১০) ইউনুস, ১৩ আয়াত।
[৫১৮]. সূরা: (১০) ইউনুস, ৭৪ আয়াত।
[৫১৯]. সূরা: (১৬) নাহল, ৪৪ আয়াত।
[৫২০]. সূরা: (২০) তাহা, ৭২ আয়াত।
[৫২১]. সূরা: (৪০) মুমিন, ২৮ আয়াত।

AS-SUNNAH TRUST

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

"নিশ্চয় আমি প্রেরণ করেছি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্টসমূহসহ (সুস্পষ্ট চিহ্নসমূহসহ) ।"[৫২২]

সূরা তাগাবূনে বলা হয়েছে:

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾

"তা এ জন্য যে, তাদের নিকট তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্টসমূহসহ (সুস্পষ্ট চিহ্নসমূহসহ) আগমন করতেন।"[৫২৩]

এভাবে আরো অনেক স্থানে 'বাইয়িনাত' বা 'সুস্পষ্টসমূহ' শব্দটি 'সুস্পষ্ট অলৌকিক চিহ্নসমূহ' অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

(১) সূরা আনআমে বলা হয়েছে:

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾

"যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্মন্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁর চিহ্নসমূহ প্রত্যাখ্যান করে তার চেয়ে অধিক যালিম আর কে? যালিমগণ আদৌ সফলকাম হবে না।"[৫২৪]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে বাইযাবিতে বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে, যেমন ফিরিশতাগণকে আল্লাহর কন্যা বলে দাবি করা, তাদের উপাসকদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে বলে দাবি করা ইত্যাদি, অথবা তাঁর চিহ্নসমূহ প্রত্যাখ্যান করে, যেমন কুরআনকে এবং অন্যান্য অলৌকিক চিহ্নসমূহকে প্রত্যাখ্যান করে এবং সেগুলোকে যাদু বলে আখ্যায়িত করে- তার চেয়ে অধিক যালিম আর কেউ হতে পারে না।

এখানে দুটি বিষয়ের মধ্যে 'অথবা' বলা হয়েছে, যেন বোঝা যায় যে, উভয় বিষয়ের প্রত্যেকটিই নিজের আত্মার উপর কঠিনতম যুলুম ও ভয়ঙ্করতম অন্যায়। আর অবিশ্বাসীরা অনেক সময় দুটি অন্যায়ের মধ্যে একত্রে নিপতিত হয়।"

এ বিষয়ে তাফসীরে কাশ্‌শাফে বলা হয়েছে, "এভাবে অবিশ্বাসীগণ দুটি পরস্পর বিরোধী অন্যায়কে একত্রিত করত। একদিকে তারা কোনো প্রমাণ ছাড়াই আল্লাহর নামে মিথ্যাকথা বলত। অপরদিকে তারা

[৫২২]. সূরা: (৫৭) হাদীদ, ২৫ আয়াত।
[৫২৩]. সূরা: (৬৪) তাগাবূন, ৬ আয়াত।
[৫২৪]. সূরা: (৬) আনআম, ২১ আয়াত।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

সন্দেহাতীতভাবে যুক্তি, বিবেক ও অলৌকিক চিহ্নসমূহ দ্বারা প্রমাণিত বিষয় অস্বীকার করত। তারা কোনোরূপ তথ্য ও প্রমাণ ছাড়া যে সকল ভিত্তিহীন মিথ্যাকথা আল্লাহর বিষয়ে বলত সেগুলোর মধ্যে অন্যতম, তাদের অবিশ্বাস ও অংশীবাদিতার দায়ভার আল্লাহর উপরে চাপানো। তারা বলত:

﴿لَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا﴾

'যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তবে আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষগণ শিরক করতাম না'।[৫২৫]

অনুরূপভাবে তারা ধর্মের নামে নানান গর্হিত ও অশ্লীল কাজ করে দাবি করত যে আল্লাহ আমাদেরকে এরূপ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন:

﴿وَإِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللهُ أَمَرَنَا بِهَا﴾

'যখন তারা কোনো অশ্লীল আচরণ করে তখন বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের তা করতে দেখেছি এবং আল্লাহও আমাদেরকে এর নির্দেশ দিয়েছেন'।[৫২৬] এছাড়া তারা ফিরিশতাগণের বিষয়ে দাবি করত যে, তারা আল্লাহর কন্যা।[৫২৭] তারা ফিরিশতাগণের নামে মানত, সাজদা, জবাই ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের পূজা করত এবং দাবি করত যে:

﴿هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللهِ﴾

'এরা আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য সুপারিশকারী'।[৫২৮]

পৌত্তলিক আরবগণ তাদের পশু প্রতিমার নামে ছেড়ে দিত। কখনো পশুর কান কেটে তাকে ছেড়ে দিত। এগুলোকে 'বাহীরাহ' বলা হত। কখনো অনেকগুলো বাচ্চা হলে বা বিশেষ কোনো বিপদমুক্তির কারণে তারা উট প্রতিমার নামে ছেড়ে দিত। এগুলোকে 'সায়িবা' বলা হত। তারা বলত যে, এ সকল পশুর ব্যবহার বা মাংস ভক্ষণ হারাম। তারা আল্লাহর নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে দাবি করত যে, আল্লাহই এগুলোর ব্যবহার বা মাংস ভক্ষণ হারাম করে দিয়েছেন।[৫২৯]

---

[৫২৫]. সূরা: (৬) আনআম, ১৪৮ আয়াত।
[৫২৬]. সূরা: (৭) আ'রাফ, ২৮ আয়াত।
[৫২৭]. অনেক আয়াতে অবিশ্বাসীদের এই বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। দেখুন: সূরা আনআম: ১০০ আয়াত; সূরা নাহল: ৫৭ আয়াত; সূরা সাফফাত: ১৪৯ ও ১৫৩ আয়াত, সূরা যুখরুফ: ১৬ আয়াত ও সূরা তূর ৩৯ আয়াত।
[৫২৮]. সূরা: (১০) ইউনুস, ১৮ আয়াত।
[৫২৯]. সূরা: (৫) মায়িদা, ১০৩ আয়াত।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

এভাবে তারা কোনোরূপ তথ্য, আসমানি কিতাব, কোনো নবীর বক্তব্য ছাড়াই আল্লাহর নামে মিথ্যাকথা বলত। অপরদিকে কুরআনের সুস্পষ্ট প্রমাণ ও সুস্পষ্ট অলৌকিক চিহ্নসমূহকে অস্বীকার করত এবং এগুলোকে যাদু বলে আখ্যায়িত করত। এভাবে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে অস্বীকার করে।"

তাফসীরে কাবীরে রয়েছে, "অবিশ্বাসীদের ধ্বংস ও ক্ষতির দ্বিতীয় দিক যে, তারা আল্লাহর চিহ্নগুলো অস্বীকার করত। আল্লাহর চিহ্ন অস্বীকার করার অর্থ তারা মুহাম্মাদ ﷺ-এর অলৌকিক কর্মগুলো বা চিহ্নকার্যগুলো সম্পর্কে আপত্তিকর কথা বলত, এগুলোকে অবিশ্বাস করত এবং কুরআনও যে একটি অলৌকিক প্রমাণ তাও তারা অস্বীকার করত।"

সূরা আনআমের অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

﴿وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوْتِيَ رُسُلُ اللهِ اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ أَجْرَمُوْا صَغَارٌ عِنْدَ اللهِ وَعَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا كَانُوْا يَمْكُرُوْنَ﴾

"যখন তাদের নিকট কোনো চিহ্ন বা নিদর্শন আসে তখন তারা বলে, 'আল্লাহর রাসূলগণকে যা দেওয়া হয়েছিল আমাদেরকে তা না দেওয়া পর্যন্ত আমরা কখনো বিশ্বাস করব না।' আল্লাহ রিসালাতের ভার (রাসূল বা ভাববাদী পদের দায়িত্ব) কার উপর অর্পণ করবেন তা তিনিই ভালো জানেন। যারা অপরাধ করেছে, চক্রান্তের জন্য আল্লাহর নিকট হতে লাঞ্ছনা ও কঠোর শাস্তি তাদের উপর আপতিত হবে।"[৫৩০]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে কাবীরে বলা হয়েছে, "যখন তাদের নিকট কোনো চিহ্ন আসে', অর্থাৎ যখন কোনো অনস্বীকার্য সুস্পষ্ট অলৌকিক চিহ্নকার্য তাদের সামনে প্রকাশিত হয়।"

পোপ আলেকজান্ডার[৫৩১] বিশ্বাস করতেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ ঐশ্বরিক প্রেরণা বা ওহি-ইলহামপ্রাপ্ত, যদিও সেই ওহি-ইলহাম অবশ্য গ্রহণীয় বলে

[৫৩০]. সূরা: (৬) আনআম, ১২৪ আয়াত।

[৫৩১]. সম্ভবত গ্রন্থকার পোপ চতুর্থ আলেকজান্ডারকে (Alexander IV) বোঝাচ্ছেন। তিনি ১১৯৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৬১ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। ১২৫৪ থেকে ১২৬১ পর্যন্ত পোপ ছিলেন। পোপের দায়িত্ব লাভের পরে তিনি তাঁর পূবসূরি পোপ ৪র্থ ইনোসেন্টের নীতি অনুসরণ করতে থাকেন। তিনি সিসিলির রাজা ম্যানফ্রেডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন। এছাড়া ফ্রান্সে ইনকুইজিশন (Inquisition) বা ভিন্নধর্মী ও বিশেষত ইয়াহুদি ও মুসলিমদের এবং খ্রিস্টান ভিন্নমতাবলম্বীদের আগুনে পুড়িয়ে মারার প্রক্রিয়া আরো প্রসারিত করেন। এছাড়া তাতারদের বিরুদ্ধে একটি ক্রুসেডের আয়োজন করার জন্যও তিনি চেষ্টা করেছিলেন।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

তিনি বিশ্বাস করতেন না। তার লেখা 'ডেনসিডি'[৫৩২] নামক গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডে বলেছেন, "হে মুহাম্মাদ, কপোত তোমার কর্ণের নিকটে।" ১৭৯৭ ও ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন থেকে প্রকাশিত তার পুস্তক থেকে আমি একথাটি উদ্ধৃত করেছি। তবে তা ১৭৯৭ সালের মুদ্রণে ২৬৭ পৃষ্ঠায় এবং ১৮০৬ সালের মুদ্রণে ৩০৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে। সম্ভবত পোপ মহাশয় মনে করতেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওহি বা ঐশ্বরিক প্রেরণা কপোতের মাধ্যমেই আসত। কারণ খ্রিস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে ওহি বা ঐশ্বরিক প্রেরণা আসে পবিত্র আত্মার মাধ্যমে। আর যিশু যখন যোহন বাপ্তাইজকের নিকট গিয়ে বাপ্তাইজিত হয়ে জল থেকে উঠলেন তখন পবিত্র আত্মা কপোতের ন্যায় তাঁর উপর নেমে আসেন। মথিলিখিত সুসমাচারের ৩ অধ্যায়ে তা উল্লেখ করা হয়েছে।[৫৩৩] এজন্য পোপ মহাশয় ধারণা করেছিলেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওহিও বোধহয় কপোতের মাধ্যমেই আসত।[৫৩৪]

(৩) নারী বিষয়ক অভিযোগ

পাদরিগণ মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিরুদ্ধে নারী বিষয়ক যে সকল অভিযোগ উত্থাপন করেন সেগুলোর পাঁচটি দিক রয়েছে:

প্রথম বিষয়: সাধারণ মুসলিমদের জন্য ৪টির অধিক স্ত্রী গ্রহণ করা বৈধ নয়, অথচ মুহাম্মাদ ﷺ এই সংখ্যার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি; বরং তিনি নিজের জন্য ৯টি স্ত্রী গ্রহণ করেন। তিনি দাবি করেন যে, আল্লাহ আমাকে চারটির অধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দিয়েছেন।

দ্বিতীয় বিষয়: মুসলিমদের জন্য তাদের স্ত্রীদের মধ্যে সমতা ও ইনসাফ বজায় রাখা ফরয। মুহাম্মাদ ﷺ দাবি করেন, তার বিষয়ে আল্লাহর

[৫৩২]. মূলপাঠে গ্রন্থটির নাম সুস্পষ্ট নয়। অন্য কোনো সূত্র থেকেও গ্রন্থটির নাম যাচাই করতে পারিনি।

[৫৩৩]. মথি ৩/১৬।

[৫৩৪]. এখানে অন্য একটি বিষয় রয়েছে। মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিরুদ্ধে খ্রিস্টান পাদরি ও পোপদের অপপ্রচারের ভিত্তিই ছিল মিথ্যা। অগণিত মিথ্যার মাধ্যমে তারা সাধারণ খ্রিস্টান জনগোষ্ঠীকে প্রতারিত করেছিলেন। এ প্রকারের অনেক মিথ্যার একটি যে, মুহাম্মাদ ﷺ সাধারণ মানুষদের ও তাঁর অনুসারীদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য একটি কপোত প্রতিপালন করেছিলেন এবং প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। তাঁর ইঙ্গিতে কপোতটি তাঁর কানের কাছে এসে বসত। আর তিনি সাধারণ মানুষদের বোঝাতেন যে, কপোতটি পবিত্র আত্মা, যিনি আল্লাহর নিকট থেকে ওহি নিয়ে এসেছেন। মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবনী ও ইতিহাসের সাথে পরিচিত যে কোনো ধর্ম ও মতের মানুষ স্বীকার করবেন যে, এতবড় ভিত্তিহীন মিথ্যাকথা বিশ্বের ইতিহাসে খুব কমই আছে। তাঁর জীবনে একটিবারের জন্যও তিনি কপোতের মাধ্যমে ওহি লাভের দাবি করেননি। অথচ 'অভ্রান্ত' পোপগণ তা প্রচার করতেন। পোপদের এই তত্ত্বটি প্রকৃতপক্ষে কেউ যিশুর ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করতে পারে। একজন অবিশ্বাসী বা খ্রিস্টধর্ম বিরোধী মানুষ দাবি করতে পারে যে, যিশু একটি কপোত পালন করেছিলেন ও প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। বাপ্তাইজিত হওয়ার পরে তাঁর ইঙ্গিতে তা তাঁর কাছে এসেছিল।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

বিশেষ বিধান যে, তাঁর জন্য সমতা ও ইনসাফ বজায় রাখা ফরয নয়।

তৃতীয় বিষয়: তিনি যাইদ ইবন হারিসা ﵁-এর বাড়িতে প্রবেশ করেন। তিনি যখন পর্দা উঠান তখন যাইদের স্ত্রী যাইনাব বিনতু যাহশ ﵂-এর প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়ে। এতে তাঁর অন্তরের মধ্যে যাইনাবের প্রতি প্রেমের উদ্রেক হয়। তিনি বলেন, সুবহানাল্লাহ! যখন যাইদ ﵁ এ বিষয়টি জানতে পারেন তখন তিনি তাঁর স্ত্রী যাইনাবকে তালাক দেন। এরপর মুহাম্মাদ ﷺ যাইনাবকে বিবাহ করেন। তিনি দাবি করেন যে, আল্লাহ আমাকে এই বিবাহের অনুমতি দিয়েছেন।

চতুর্থ বিষয়: তিনি তাঁর স্ত্রী হাফসা ﵂-এর গৃহে অবস্থানের দিনে, তাঁর গৃহে অবস্থানরত অবস্থায় তাঁর মিসরীয় দাসী-স্ত্রী মারিয়া কিবতিয়া ﵂-এর সাথে মিলিত হন। এতে হাফসা ﵂ রেগে যান। তখন মুহাম্মাদ ﷺ বলেন, আমি মারিয়াকে আমার জন্য হারাম করে দিলাম। কিন্তু এরপর তিনি এই হারাম করার সঙ্কল্পে টিকে থাকতে পারেননি। তখন তিনি দাবি করেন যে, আল্লাহ তাঁকে কাফ্ফারা দিয়ে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করার অনুমতি দিয়েছেন।

পঞ্চম বিষয়: মুহাম্মাদ ﷺ-এর অনুসারীদের কেউ মৃত্যুবরণ করলে ইদ্দতের পরে তার বিধবা স্ত্রীকে অন্যরা বিবাহ করতে পারেন। কিন্তু মুহাম্মাদ ﷺ নিজের বিষয়ে দাবি করেন যে, আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর বিধবা স্ত্রীদেরকে কেউ বিবাহ করতে পারবে না।

পাদরি মহাশয়গণ যথাসাধ্য চেষ্টা করে মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে যতকিছু নারীবিষয়ক অভিযোগ উত্থাপন করেন সবই এই পাঁচটি বিষয় কেন্দ্রিক। ইসলামের বিরুদ্ধে রচিত তাদের পুস্তকাদিতে এই বিষয়গুলো সবগুলো একত্রে অথবা এগুলোর কতিপয় বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। মীযানুল হক (সত্যের মাপদণ্ড), তাহকীকু দীনিল হক (সত্য ধর্মের অনুসন্ধান), দাফিউল বুহতান (অপবাদ খণ্ডন), দালাইলু ইসবাতি রিসালাতিল মাসীহ (মাসীহের দায়িত্বের প্রমাণ), দালাইলুন নবুওয়াত (ভাববাদিত্বের প্রমাণ), রাদ্দুল লাগ্‌ও (বাতিলের প্রতিবাদ) ইত্যাদি পাদরিগণের লেখা সকল পুস্তকেই এ সকল বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

অভিযোগ পর্যালোচনা

এই পাঁচটি বিষয়ের বাতুলতা প্রমাণের জন্য আমি ভূমিকা হিসেবে আটটি বিষয় উল্লেখ করব। এই আটটি বিষয়ের আলোকে উপর্যুক্ত পাঁচটি অভিযোগের প্রকৃত অবস্থা পাঠকের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

প্রথম বিষয়ঃ

বাইবেলীয় ব্যবস্থায় বহুবিবাহ ও ভাববাদীগণের বহুভার্যা গ্রহণ

বাইবেলের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, একাধিক স্ত্রী গ্রহণ পূর্ববর্তী ধর্ম-ব্যবস্থাগুলোতে বৈধ ছিল। নিম্নের ঘটনাগুলো লক্ষ্য করুন:

(১) অবরাহাম সারাকে বিবাহ করেন। এরপর সারার জীবদ্দশাতেই তিনি হাগারকে বিবাহ করেন। অবরাহাম ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র ছিলেন। ঈশ্বর সর্বদা তাঁকে ওহি বা প্রেরণা প্রদান করতেন এবং কল্যাণ ও সঠিক বিষয়ের নির্দেশনা প্রদান করতেন। যদি দ্বিতীয় বিবাহ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অবৈধ হত তবে অবশ্যই ঈশ্বর তাঁর প্রিয়পাত্র অবরাহামকে দ্বিতীয় বিবাহ করতে নিষেধ করতেন বা বিবাহ বিচ্ছেদ করতে নির্দেশ দিতেন এবং এর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করতেন।

(২) যাকোব চারটি স্ত্রী গ্রহণ করেছিলেন। তিনি লেয়া, রাহেল, বিলহা ও সিল্পা নামের চারজন মহিলাকে বিবাহ করেন। প্রথম মহিলাদ্বয় যাকোবের মামার কন্যা দুইবোন এবং পরের দুই স্ত্রী দাসী-স্ত্রী ছিলেন। দুইবোনকে একত্রে বিবাহ করা মোশির ব্যবস্থায় কঠিনভাবে ও চিরস্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ। তৃতীয় অধ্যায়ে পাঠক তা জেনেছেন। যদি একাধিক স্ত্রী গ্রহণ অবৈধ হয়, তবে অবশ্যই এ সকল অবৈধ স্ত্রীর সন্তানগণ অবৈধ ও জারজ সন্তান বলে গণ্য হবেন। নাঊযু বিল্লাহ!। ঈশ্বর প্রায়ই যাকোবকে বিভিন্ন বিষয়ে নির্দেশ দিতেন, কোন কর্ম করলে ভালো হবে তা বলে দিতেন এবং কল্যাণের পথের নির্দেশনা দিতেন। কীভাবে কল্পনা করা যায় যে, ঈশ্বর তাঁকে অতি সামান্য বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করলেন, অথচ বিবাহ, ব্যভিচার ও জারজ সন্তানলাভের মতো এতবড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কিছুই বললেন না? ঈশ্বর যাকোবকে চারটি স্ত্রীগ্রহণের বিষয়ে কোনো আপত্তি জানালেন না, এমনকি দুইবোনকে একত্রে বিবাহ করতেও আপত্তি জানালেন না। এতে প্রমাণিত হল যে, যাকোবের শরীআতে বা ব্যবস্থায় এরূপ একাধিক বিবাহ ও দুবোনকে একত্রে বিবাহ বৈধ ছিল।

(৩) যোয়াশের পুত্র গিদিয়োন অনেক স্ত্রী গ্রহণ করেছিলেন। বিচারকর্তৃগণের বিবরণের ৮ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, "৩০ গিদিয়োনের ঔরসজাত সত্তরটি পুত্র ছিল, কেননা তাঁহার অনেক স্ত্রী ছিল। ৩১ আর শিখিমে তাঁহার যে এক উপপত্নী ছিল, সেও তাঁহার জন্য একটি পুত্র প্রসব করিল, আর তিনি তাহার নাম অবিমেলক রাখিলেন।"

বাইবেলের বক্তব্য থেকে সুস্পষ্ট যে, এই গিদিয়োন একজন ভাববাদী

ছিলেন। বিচারকর্তৃগণের ৬ ও ৭ অধ্যায়ের বক্তব্য এবং ইব্রীয়দের প্রতি পত্রের ১১ অধ্যায়ের বক্তব্য থেকে স্পষ্টরূপে জানা যায় যে, তিনি একজন ভাববাদী ছিলেন।

(৪) ঈশ্বরের অন্যতম ভাববাদী দাউদ। তিনি অনেক স্ত্রী গ্রহণ করেছিলেন। তিনি প্রথমে ইয়াহুদিদের রাজা শৌলের (Saul) কন্যা মিখলকে (Michal) বিবাহ করেন। এই বিবাহের পণ বা যৌতুক (dowry) ধার্য করা হয় পলেষ্টীয়দের একশত লিঙ্গাগ্রত্বক (an hundred foreskins of the Philistines)। এই পণের বিনিময়ে রাজা শৌল তার কন্যা মিখলকে দাউদের হাতে সমর্পণ করেন। এই যৌতুক প্রদানের ঘটনা বর্ণনা করে ১ শমুয়েলের ১৮ অধ্যায়ের ২৭ আয়তে বলা হয়েছে, "তখন কাল সম্পূর্ণ হয় নাই; দাউদ আপন লোকদের সহিত উঠিয়া গিয়া পলেষ্টীয়দের দুইশত জনকে বধ করিলেন এবং রাজার জামাতা হইবার জন্য দাউদ পূর্ণ সংখ্যানুসারে তাহাদের লিঙ্গাগ্রত্বক্ আনিয়া রাজাকে দিলেন; পরে শৌল তাঁহার সহিত আপন কন্যা মিখলের বিবাহ দিলেন।"

নাস্তিকগণ এই পণ বা যৌতুকের বিষয়ে উপহাস করেন। (বড় অদ্ভুত যৌতুক! শুধু বিবাহের জন্য অকারণে দুইশত মানুষ হত্যা করে একশত লিঙ্গাগ্রত্বক্ সংগ্রহ করা!) কি উদ্দেশ্যে এতগুলো লিঙ্গাগ্রত্বক সংগ্রহ করলেন শৌল? তিনি কি এগুলোকে একত্রিত করে মূল্যবান উপহার হিসেবে কন্যাকে দিতে মনস্থ করেছিলেন? না অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল তার?

আমি এখানে শৌলের লিঙ্গাগ্রত্বক সংগ্রহের উদ্দেশ্য বিষয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি না। আমরা দাউদের বিবাহের বিষয়ে ফিরে যেতে চাই। যখন দাউদ শৌলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন তখন শৌল তার কন্যা দাউদের স্ত্রী মিখলকে নিয়ে গল্লিম নিবাসী লয়িশের পুত্র পল্টিকে দিলেন। ১ শমুয়েলের ২৫ অধ্যায়ের ৪৪ আয়াতে তা বলা হয়েছে। আর দাউদ অন্য ৬ জন মহিলাকে বিবাহ করলেন। (১) যিষ্রিয়োলীয়া অহিনোয়াম, (২) অবিগল[৫৩৫] (৩) মাখা, গশুরের তল্‌ময় রাজার কন্যা, (৪) হগিত, (৫) অবিটল এবং (৬) ইগ্লা। ২ শমুয়েলের ৩ অধ্যায়ে এ সকল স্ত্রীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[৫৩৬]

এই ছয় স্ত্রীর প্রেম ও সাহচর্য দাউদের পবিত্র অন্তর থেকে প্রথম স্ত্রী মিখলের প্রেম মুছে ফেলতে পারেনি, যদিও মিখল তখন অন্যের অঙ্কশায়িনী। এজন্য রাজা শৌল যখন নিহত হলেন তখন দাউদ শৌলের পুত্র ঈশবোশ্‌তের নিকট দূত পাঠিয়ে বলেন, পলেষ্টীয়দের একশত লিঙ্গাগ্রত্বক্ পণ দিয়ে আমি

[৫৩৫]. অবিগলের স্বামীর মৃত্যু ও দাউদের সাথে তার বিবাহের কাহিনীয় চমৎকার। দেখুন: ১ শমুয়েল ২৫ অধ্যায়।

[৫৩৬]. ২ শমুয়েল ৩/২-৫।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

যাকে বিবাহ করেছি, আমার সেই স্ত্রী মিখলকে ফেরত দাও। এতে ঈশ্‌বোশৎ মিখলের দ্বিতীয় স্বামী লয়িশের পুত্র পলটিয়লের নিকট থেকে জোরপূর্বক মিখলকে ছিনিয়ে নিয়ে দাউদের নিকট প্রেরণ করেন। অসহায় পলটিয়ল তার পশ্চাতে রোদন করতে করতে বহুরিম পর্যন্ত তার সঙ্গে যান। ২ শমুয়েলের ৩ অধ্যায়েই একথা বর্ণনা করা হয়েছে।[৫৩৭] দাউদের কাছে ফিরে এসে মিখল আবার তাঁর স্ত্রীতে পরিণত হলেন।[৫৩৮]

এভাবে তাঁর স্ত্রীর সংখ্যা সাতে পরিণত হয়। এরপর দাউদ আরো অনেক স্ত্রী ও দাসী-স্ত্রী (উপপত্নী) গ্রহণ করেন, যাদের সংখ্যা স্পষ্টরূপে পবিত্র পুস্তকগুলোতে উল্লেখ করা হয়নি। ২ শমুয়েলের ৫ অধ্যায়ের ১৩ আয়াতটি নিম্নরূপ, "১৩ আর দাউদ হিব্রোণ হইতে আসিলে পর যিরূশালেমে আরও উপপত্নী ও ভার্যা গ্রহণ করিলেন, তাহাতে দাউদের আরও পুত্র-কন্যা জন্মিল। (And David took him more concubines and wives out of Jerusalem, after he was come from Hebron: and there were yet sons and daughters born to David)"।

এত সংখ্যক স্ত্রী ও উপপত্নী থাকার পরেও দাউদ উরিয়ের স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হন। পরে তিনি কৌশলে ও ষড়যন্ত্র করে স্বামী উরিয়কে হত্যা করেন এবং তার স্ত্রীকে নিজের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন। এই পরিচ্ছেদের শুরুতে পাঠক জেনেছেন যে, ঈশ্বর এই ব্যভিচারের জন্য তাঁকে তিরস্কার করেন। বাইবেল থেকে সুনিশ্চিতভাবে বোঝা যায় যে, এই ব্যভিচার ও ষড়যন্ত্রমূলক বিবাহের কারণে দাউদের পাপ হলেও, অন্যান্য বহুসংখ্যক স্ত্রীকে বিবাহ করে তিনি কোনো পাপ করেননি। যদি এর আগের বহুবিবাহের কারণে কোনো পাপ হত তবে অবশ্যই ঈশ্বর তাঁকে সেজন্য তিরস্কার করতেন, যেমনটি তিনি তাঁকে উরিয়ের স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার ও ষড়যন্ত্রমূলকভাবে তাকে বিবাহ করার কারণে তিরস্কার করেন। ঈশ্বর পূর্বের বহুবিবাহের কারণে দাউদকে তিরস্কার না করে বহুবিবাহের প্রতি তাঁর সন্তুষ্টি ঘোষণা করেছেন এবং তিনি নিজেই দাউদকে এতগুলো স্ত্রী প্রদান করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। ঈশ্বর দাউদকে প্রদত্ত তাঁর করুণার কথা উল্লেখ করে বলেন, "যদি এগুলো অল্প হয় তবে আমি এ সকল স্ত্রীর মতো আরো স্ত্রী, এদের মতো আরো স্ত্রী তোমাকে বৃদ্ধি করে দেব"।

উরিয়ের স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারের পরে নাথন ভাববাদীর মুখে ঈশ্বর দাউদকে যে ভাববাণী পাঠান সেই বাণীতে তিনি একথা বলেন। এই বক্তব্যটি

[৫৩৭]. ২ শমুয়েল ৩/১৪-১৬।

[৫৩৮]. একজনের স্ত্রী ধরে নিয়ে অন্যের কাছে বিবাহ দেওয়া হচ্ছে। আবার তার কাছ থেকে কেড়ে এনে আগের জনকে দেওয়া হচ্ছে। কোনো বিচ্ছেদ, পুনর্বিবাহ, শোক, অবসর কিছুই নেই।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

বিভিন্ন সংস্করণে বিভিন্নভাবে লেখা হয়েছে। ১৬৭১ সালে মহান রোমে প্রকাশিত সংস্করণের ভিত্তিতে ১৮২২, ১৩৮১ ও ১৮৪৪ সালে লন্ডনে মুদ্রিত আরবি বাইবেলে বক্তব্যটি নিম্নরূপ, "আর তোমার প্রভুর বাটী তোমাকে দিয়াছি, ও তোমার প্রভুর স্ত্রীগণকে তোমার বক্ষঃস্থলে দিয়াছি, এবং ইস্রায়েলের ও যিহুদার কুল তোমাকে দিয়াছি; আর তাহা যদি অল্প হইত, তবে তোমাকে এ সকল স্ত্রীর অনুরূপ এবং এ সকল স্ত্রীর অনুরূপ বৃদ্ধি করে দিতাম।"[৫৩৯]

এখানে 'আমি দিয়াছি' এবং 'আমি বৃদ্ধি করে দিতাম তাদের অনুরূপ এবং তাদের অনুরূপ' কথাগুলো থেকে বোঝা যায় যে, ঈশ্বর নিজেই এ সকল স্ত্রী দাউদকে দান করেছেন এবং দাউদের বহুবিবাহে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন।

১৮১১ সালে মুদ্রিত আরবি বাইবেলে বক্তব্যটির শেষাংশ নিম্নরূপ, "আর তোমার দৃষ্টিতে তাহা যদি অল্প হইত, তবে তোমার উচিত ছিল তা আমাকে বলা, তাহলে আমি সে সকল স্ত্রীর অনুরূপ এবং সে সকল স্ত্রীর অনুরূপ তোমাকে বৃদ্ধি করিয়া দিতাম।"[৫৪০]

এরপর দাউদ তাঁর শেষ জীবনে শুনেমীয়া অবিশগ নামের এক কুমারী যুবতীকে বিবাহ করেন। উক্ত যুবতী স্ত্রী অতি সুন্দরী ছিল। ১ রাজাবলির ১ম অধ্যায়ে তা উল্লেখ করা হয়েছে।[৫৪১]

(৫) শলোমন একহাজার রমণীকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে ৭০০ স্ত্রী ছিলেন স্বাধীন মহিলা পার্শ্ববর্তী রাজন্যবর্গের কন্যা। আর ৩০০ জন ছিলেন দাসী-স্ত্রী বা উপপত্নী। এ সকল পত্নী ও উপপত্নীর প্ররোচনায় তিনি শেষ বয়সে ধর্মত্যাগ করে ধর্মদ্রোহী হয়ে যান এবং প্রতিমা পূজার জন্য মন্দির ও উচ্চস্থলী নির্মাণ করেন। ১ রাজাবলির ১১ অধ্যায়ে এ বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।[৫৪২]

তোরাহের কোনো স্থানের কোনো বক্তব্য থেকে বোঝা যায় না যে, একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ বা অবৈধ। মোশি তাঁর ব্যবস্থায় সকল অবৈধ ও নিষিদ্ধ বিষয়, বিশেষ করে বিবাহের ক্ষেত্রে সকল অবৈধ বিষয়, বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। যদি একাধিক বিবাহ অবৈধ হত তবে অবশ্যই মোশি একইভাবে তার অবৈধতার কথা উল্লেখ করতেন এবং এ বিষয়ে অত্যন্ত

[৫৩৯]. ২ শমুয়েল ১২/৮।

[৫৪০]. বাংলা বাইবেলে, "আর তোমার প্রভুর বাটী তোমাকে দিয়াছি, ও তোমার প্রভুর স্ত্রীগণকে তোমার বক্ষঃস্থলে দিয়াছি, এবং ইস্রায়েলের ও যিহুদার কুল তোমাকে দিয়াছি; আর তাহা যদি অল্প হইত, তবে তোমাকে আরও অমুক অমুক বস্তু দিতাম।"

[৫৪১]. ১ রাজাবলি ১/১-৪।

[৫৪২]. ১ রাজাবলি ১১/১-১০।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

কড়াকড়ি করতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। বরং বিভিন্ন স্থানে তাঁর নির্দেশ থেকে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের বৈধতা বোঝা যায়। প্রথম অভিযোগের উত্তর আলোচনায় পাঠক দেখেছেন যে, মোশির নির্দেশে বন্দি বালক-বালিকা ও নারীদের মধ্য থেকে ৩২০০০ কুমারী বালিকাকে মোশির বাহিনীর ভোগের জন্য জীবিত রাখা হয়। এই কুমারী বালিকাদেরকে ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে দাসী-স্ত্রী বা উপপত্নীরূপে বণ্টন করে দেওয়া হয়। বণ্টনের ক্ষেত্রে বিবাহিত ও অবিবাহিতের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। বিবাহিত-অবিবাহিত সকল পুরুষের মধ্যে কুমারী বালিকাদেরকে ভাগ করে দেওয়া হয়। অবিবাহিতদেরকে বিশেষ কোনো অগ্রাধিকার বা সুযোগ দেওয়া হয়েছিল বলে কোনোরূপ উল্লেখ নেই।

দ্বিতীয় বিবরণের ২১ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, "১০ তুমি তোমার শত্রুগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলে যদি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তাহাদিগকে তোমার হস্তে সমর্পণ করেন, ও তুমি তাহাদিগকে বন্দি করিয়া লইয়া যাও; ১১ এবং সেই বন্দিদের মধ্যে কোন সুন্দরী স্ত্রী দেখিয়া প্রেমাসক্ত হইয়া যদি তুমি তাহাকে বিবাহ করিতে চাও; ১২ তবে তাহাকে আপন গৃহমধ্যে আনিবে, এবং সে আপন মস্তক মুণ্ডন করিবে ও নখ কাটিবে; ১৩ আর আপনার বন্দিত্ব দশার বস্ত্র ত্যাগ করিবে; পরে তোমার গৃহে থাকিয়া আপন পিতামাতার জন্য সম্পূর্ণ একমাস বিলাপ করিবে; তাহার পরে তুমি তাহার নিকটে গমন করিতে পারিবে, তুমি তাহার স্বামী হইবে ও সে তোমার স্ত্রী হইবে। ১৪ আর যদি তাহাতে তোমার প্রীতি না হয়, তবে যে স্থানে তাহার ইচ্ছা, সেই স্থানে তাহাকে যাইতে দিবে; কিন্তু কোনো প্রকারে টাকা লইয়া তাহাকে বিক্রয় করিবে না; তাহার প্রতি দাসবৎ ব্যবহার করিবে না, কেননা তুমি তাহাকে মান ভ্রষ্টা করিয়াছ। ১৫ যদি কোনো পুরুষের প্রিয়া অপ্রিয়া দুই স্ত্রী থাকে, এবং প্রিয়া ও অপ্রিয়া উভয়ে তাহার জন্য পুত্র প্রসব করে, আর জ্যেষ্ঠ পুত্র অপ্রিয়ার সন্তান হয়; ১৬ তবে আপন পুত্রদিগকে সর্বস্বের অধিকার দিবার সময়ে অপ্রিয়াজাত জ্যেষ্ঠ পুত্র থাকিতে সে প্রিয়াজাত পুত্রকে জ্যেষ্ঠাধিকার দিতে পারিবে না। ১৭ কিন্তু সে অপ্রিয়ার পুত্রকে জ্যেষ্ঠরূপে স্বীকার করিয়া আপন সর্বস্বের দুই অংশ তাহাকে দিবে; কারণ সে তাহার শক্তির প্রথম ফল, জ্যেষ্ঠাধিকার তাহারই।"

ঈশ্বর বলেছেন, 'সেই বন্দিদের মধ্যে কোনো সুন্দরী স্ত্রী দেখিয়া প্রেমাসক্ত...'। এখানে তিনি যুদ্ধ বন্দিদের মধ্য থেকে স্ত্রী গ্রহণের জন্য ইস্রায়েল সন্তানগণকে ঢালাও অনুমতি প্রদান করেছেন। এই নির্দেশ শুধু অবিবাহিত বা স্ত্রী-বিহীন পুরুষদের জন্য নয়, বরং স্ত্রী-বিহীন ও বিবাহিত

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

সকলের জন্যই উন্মুক্ত। অনুরূপভাবে যুদ্ধ বন্দিদের মধ্য থেকে এভাবে একজন পুরুষ শুধু একজন স্ত্রীকে গ্রহণ করতে পারবেন একথাও এখানে বলা হয়নি। বরং যদি কেউ একাধিক স্ত্রীকে দেখে প্রেমাসক্ত হন তবে সবগুলোকেই গ্রহণ করতে পারবেন বলে এ নির্দেশ থেকে বোঝা যায়। এভাবে ইস্রায়েল সন্তানগণকে বহু স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

উপরন্তু ঈশ্বর বলেছেন, 'যদি কোন পুরুষের প্রিয়া অপ্রিয়া দুই স্ত্রী থাকে, এবং প্রিয়া ও অপ্রিয়া উভয়ে তাহার জন্য পুত্র প্রসব করে...'। এখানে সুস্পষ্টত একাধিক স্ত্রী পরিগ্রহণের বৈধতা উল্লেখ করা হয়েছে। এই অনুমতি এত স্পষ্ট যে ব্যাখ্যার কোনো অবকাশ নেই।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মোশির ব্যবস্থায় বহুবিবাহ বৈধ ছিল। এজন্যই গিদিয়োন, দাউদ ও অন্যান্য ভাববাদী বহুবিবাহ করেছিলেন।

দ্বিতীয় বিষয়:

যাইনাবের বিবাহের বিষয়ে প্রকৃত সত্য ও এ সম্পর্কে বাইবেলের বিধানাবালি

যাইনাব বিনতু জাহশের[৫৪৩] বিবাহের ক্ষেত্রে প্রকৃত ঘটনা নিম্নরূপ।

[৫৪৩]. যাইনাব বিনতু জাহ্শ মুহাম্মাদ ﷺ-এর ফুফু উমাইমার কন্যা। তিনি হিজরতের প্রায় ত্রিশ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুয়াত লাভের প্রথম দিকেই প্রায় ২০ বছর বয়সে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হিজরতের কিছু পূর্বে তিনি তাঁর পরিবারের সাথে মদীনায় হিজরত করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় আগমনের কিছু পরে ৪র্থ হিজরি সালের দিকে তাঁর পালিত পুত্র বলে খ্যাত যাইদ ইবন হারিসার সাথে যাইনাবের বিবাহের প্রস্তাব দেন। যাইদ মূলত ক্রীতদাস ছিলেন। আরবের মানুষদের মধ্যে জাত্যাভিমান খুবই বেশি ছিল। তারা অনারব ও ক্রীতদাসদের অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। এজন্য যাইনাব এই প্রস্তাবে অমত প্রকাশ করেন। তবে পরবর্তীতে তিনি সম্মত হন এবং উভয়ের বিবাহ সম্পন্ন হয়। এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরাইশ বংশের শ্রেষ্ঠ শাখার এক কন্যা নিজের ফুফাতো বোন যাইনাবকে যাইদের সাথে বিবাহ দিয়ে বংশ গৌরব, জাত্যাভিমান এবং জন্মের কারণে মানুষে মানুষে ভেদাভেদে উচ্ছেদে একটি সফল প্রায়োগিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, যা পরবর্তীকালে ইসলামি শরীআতে বিশেষ অবদান রেখেছে। বছর না যেতেই যাইনাবের সাথে যাইদের দাম্পত্য জীবনে সমস্যা দেখা দেয়। পারিবারিক কলহের সময় যাইনাব নিজের বংশ গৌরব ও যাইদের নিম্ন বংশ ইত্যাদি তুলে খোটা দিতেন এবং প্রায়শ কলহ হত। ইতোমধ্যে আল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ-কে অবগত করান যে, যাইদ যাইনাবকে তালাক দিবে এবং এরপর আপনাকে তাঁকে বিবাহ করতে হবে। কারণ আরব দেশের আরেকটি জাহিলি রীতি ছিল পালিত পুত্রকে ঔরশজাত পুত্রের মতোই বিবেচনা করা। এজন্য পালিত পুত্রকে তার পিতার পরিবর্তে পালক পিতার নামে পরিচয় দেওয়া হত এবং উত্তরাধিকার ও বিবাহশাদির বিষয়ে তাকে পুত্র হিসেবেই বিবেচনা করা হত। এ রীতিকে তারা ইবরাহীম ﷺ-এর শরীআত ও দীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করত। এতে বিভিন্ন প্রকারের সামাজিক অনাচার, মূল পিতার অধিকার নষ্ট, সন্তানের পরিচয় নষ্ট, বংশ পরিচয় পরিবর্তনের কারণে ঘনিষ্ট রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ ইত্যাদি পাপ সংঘটিত হত। মহান আল্লাহ এই জাহিলি রীতি বিনষ্ট করার জন্য এরূপ নির্দেশ প্রদান করেন। আমরা জানি যে, সমাজের প্রচলনের বাইরে কোনো কাজ করা খুবই কষ্টকর। সমাজের প্রচলনের বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

যাইনাব রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফুফাতো বোন ছিলেন। তিনি তাঁর আযাদকৃত ক্রীতদাস যাইদ ইবন হারিসার গৃহে ছিলেন। যাইদ তাঁকে তালাক দেন। যখন তালাক পরবর্তী অপেক্ষা-সময় বা ইদ্দত পার হয়ে যায় তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বিবাহ করেন। এ বিষয়ে আল কুরআনের সূরা আহযাবের কিছু আয়াত ও আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে কাবীরের কিছু ভাষ্য আমি এখানে উদ্ধৃত করছি। আল্লাহ বলেছেন:

﴿وَإِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْ أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُوْلًا﴾

"স্মরণ করুন, আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং আপনিও যার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আপনি তাকে বলছিলেন, 'তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে

করার চেয়ে নিজে সেই কর্ম করা অধিকতর কঠিন। বর্ণপ্রথা বা অচ্ছুৎপ্রথা যে সমাজে রয়েছে সেখানে একজন সমাজকর্মী হয়ত এগুলোর বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করতে পারবেন, কিন্তু নিজে একজন অচ্ছুতের সাথে একত্রে খাওয়া বা অচ্ছুৎকে কন্যা দান করা তার জন্য আরো অনেক কঠিন। এক্ষেত্রে তাকে আরো অনেক কঠিন সামাজিক প্রতিরোধ ও ঘৃণার সম্মুখীন হতে হবে। বিধবা বিবাহের একই অবস্থা ছিল অতীতে। সে সময়ে অনেক সমাজ সেবকই বিধবা বিবাহের পক্ষে বলেছেন, কিন্তু নিজে বিধবা বিবাহ করার ক্ষেত্রে অসহায়ত্ব বোধ করেছেন। এ জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ সমাজের তিক্ত সমালোচনার ভয়ে আল্লাহর কাছে এই দায়িত্ব থেকে ক্ষমা চাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় যাইদ তাঁকে যাইনাবের বিষয়ে অভিযোগ করলে তাঁকে মিলেমিশে থাকার উপদেশ দেন। তিনি জানতেন যে, সম্ভবত আল্লাহর পূর্ব নির্ধারণ নড়চড় হবে না, ফলে যাইদ যাইনাবকে তালাক দিবে এবং আমাকে তাঁকে বিবাহ করতে হবে। তবুও বিষয়টি যাইদকে না জানিয়ে তিনি আল্লাহর কাছ থেকে ভিন্ন ফয়সালার আশা করছিলেন। এক পর্যায়ে যাইদ যাইনাবকে তালাক দেন। এরপর আল্লাহর নির্দেশে রাসূলুল্লাহ ﷺ যাইনাবকে বিবাহ করেন। যাইদ ও যাইনাবের বিবাহ প্রায় ১ বছর স্থায়ী হয়েছিল। ৫ হিজরির যুলকাদ মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ যাইনাবকে বিবাহ করেন। এ সময় যাইনাবের বয়স ছিল ৩৫ বছর এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বয়স ছিল প্রায় ৫৮ বছর। এভাবে আমরা দেখছি যে, যাইনাবের মাধ্যমে আল্লাহ দুটি সামাজিক অনাচার দূর করতে প্রায়োগিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। মজার বিষয় যে, আরেকটি সামাজিক অনাচার দূরীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় যাইনাবের বিবাহ কেন্দ্র করে। তা হল ইসলামি হিজাব বা পর্দার প্রচলন। আরবের মেয়েরা আত্মীয়-অনাত্মীয় সকল পুরুষের সামনে মাথা, মুখ, গ্রীবা, হাত, পা, বক্ষের অংশ বিশেষ ইত্যাদি অনাবৃত রেখেই গমনাগমন ও মেলামেশা করতেন। ইসলামের প্রথম দিকে এ বিষয়ে বিশেষ কোনো নির্দেশ দেওয়া হয়নি। মূলত অধিকাংশ প্রায়োগিক ইসলামি বিধিবিধান মদীনায় ইসলামি সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পরেই প্রদান করা হয়। এ সময়ে মদ নিষিদ্ধ করা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যাইনাবের বিবাহের পরে ওলীমা অনুষ্ঠানের পরেই আল্লাহ হিজাব বিষয়ক নির্দেশ নাযিল করেন। সহীহ বুখারিসহ সকল হাদীসগ্রন্থে এ বিষয়ক ঘটনাদি বিস্তারিত সংকলিত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের প্রায় ১০ বছর পরে ২০ বা ২১ হিজরিতে যাইনাব ﷺ ইন্তিকাল করেন। যাইনাবের বিবাহের এই প্রেক্ষাপট আমাদেরকে পরবর্তী বিষয়াদি বুঝতে সাহায্য করবে।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

সম্পর্ক বজায় রাখো এবং আল্লাহকে ভয় করো।' আপনি আপনার অন্তরে যা গোপন করছেন আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন; আপনি লোকভয় করছিলেন, অথচ আল্লাহকেই ভয় করা আপনার পক্ষে অধিকতর সংগত। অতপর যাইদ যখন তার সাথে বিবাহসূত্র ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে আপনার সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করলাম, যাতে মুমিনদের পোষ্যপুত্রগণ নিজ স্ত্রীর সাথে বিবাহসূত্র ছিন্ন করলে, সেই সব রমণীকে বিবাহ করায় মুমিনদিগের কোনো বিঘ্ন না হয়। আল্লাহর আদেশ কার্যকর হয়েই থাকে।"[৫৪৪]

তাফসীরে কাবীরে এই আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে, "স্মরণ করুন, আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং আপনিও যার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন' অর্থাৎ যাইদ ইবন হারিসা। আল্লাহ তাঁকে ইসলামের অনুগ্রহ প্রদান করেছেন এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁকে দাসত্ব থেকে মুক্তি, মর্যাদা ইত্যাদি অনুগ্রহ প্রদান করেছেন।

'আপনি তাকে বলছিলেন, তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখো এবং আল্লাহকে ভয় করো।' যাইদ তাঁর স্ত্রী যাইনাবকে তালাক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বলেন, তুমি স্ত্রীকে তালাক দিও না, বরং তাঁর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখো। স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করার বিষয়ে বা তাঁকে তালাক দেওয়ার বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করো।

'আপনি আপনার অন্তরে যা গোপন করছেন আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন' অর্থাৎ আপনার অন্তরের মধ্যে ছিল যে, আপনি যাইনাবকে বিবাহ করবেন,[৫৪৫] কিন্তু আপনি তা গোপন করছিলেন।

'আপনি লোকভয় করছিলেন',[৫৪৬] অর্থাৎ আপনি ভয় পাচ্ছিলেন যে, মানুষেরা বলবে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর নিজ পুত্রের স্ত্রী বা পুত্রবধুকে বিবাহ

[৫৪৪]. সূরা: (৩৩) আহযাব, ৩৭ আয়াত।

[৫৪৫]. যাইদ যখন যাইনাবের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে আসেন তার আগেই রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর পক্ষ থেকে জানতে পেরেছেন যে, যাইদের বিবাহ টিকবে না এবং বিচ্ছেদের পরে যাইনাবকে আপনাকেই বিবাহ করতে হবে। সমাজের যুগযুগ ধরে লালিত প্রথার বিরোধী এই কঠিন দায়িত্ব পালনের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ খুবই বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি মনেমনে আশা করছিলেন যে, হয়তবা আল্লাহ তাঁর এই নির্দেশ প্রত্যাহার করবেন। এজন্য যাইদ যখন অভিযোগ করতে আসেন তখন তিনি তাঁকে বলেননি যে, তোমার বিবাহ টিকবে না এবং যাইনাবকে পরে আমাকেই বিবাহ করতে হবে। কথাটি তিনি মনের মধ্যে গোপন রেখেছিলেন; এ আশায় যে, অন্য কোনো বিকল্প হয়ত আল্লাহ দেবেন।

[৫৪৬]. লোকের ভয়ে সত্যগোপন করা যিশুর বিশেষ রীতি ছিল। পার্থক্য এই যে, যিশু লোকের ভয়ে বিশ্বাস বিষয়ক মহাসত্যগুলোও গোপন করেছেন, আর মুহাম্মাদ ﷺ বিশ্বাস বা আবশ্যকীয় বিষয়ে সকল ভয় উপেক্ষা করে সত্য বলেছেন। এক্ষেত্রে বিকল্পের আশায় কথাটি গোপন রাখছিলেন, হয়তবা অন্যভাবে আল্লাহ বিষয়টির ব্যবস্থা করবেন। তারপরও আল্লাহ তাঁর এই বিষয়টি প্রকাশ করে দিলেন।

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

করেছে।

'অথচ আল্লাহকেই ভয় করা আপনার পক্ষে অধিকতর সংগত', অর্থাৎ লোকের ভয় হৃদয়ে মোটেও স্থান না দিয়ে শুধু আল্লাহকে ভয় করতে হবে। এখানে আল্লাহ বলেননি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহকে ভয় করেননি, বরং কেবলমাত্র মানুষদেরকেই ভয় করেছেন; বরং আল্লাহ বলেছেন যে, আপনার হৃদয়ে মানুষের সমালোচনার ভয় এসেছিল। কাজেই লোকভয় থেকে আপনার হৃদয়কে সম্পূর্ণ পবিত্র করে কেবলমাত্র আল্লাহর ভয় সেখানে স্থান দিন।

এ বিষয়ে আল্লাহ পরবর্তী আয়াতে বলেছেন:

﴿اَلَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسَالَاتِ اللهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللهَ﴾

'যারা আল্লাহর বাণী প্রচার করে এবং আল্লাহকেই ভয় করে আর আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করে না'।[৫৪৭]

অতপর আল্লাহ বলেন, 'অতপর যাইদ যখন তাঁর সাথে বিবাহসূত্র ছিন্ন করল...'। অর্থাৎ যাইদ যাইনাবকে তালাক দিল এবং তালাক-পরবর্তী ইদ্দত বা অপেক্ষাকাল শেষ হল। বিবাহ যতক্ষণ বহাল থাকে ততক্ষণ স্ত্রী স্বামীর দায়িত্বে থাকেন এবং তার প্রয়োজনাদি মেটান। এভাবে বিবাহসূত্র বহাল থাকে। বিবাহ বিচ্ছেদের পরে ইদ্দত বা অপেক্ষা-সময়েও বিবাহের সূত্র একেবারে ছিন্ন হয় না; কারণ স্ত্রীর গর্ভে স্বামীর সন্তান আছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য অপেক্ষা করতে হয় এবং ভরণপোষণ বা সামাজিক নিরাপত্তার দায়িত্বও রয়ে যায়। ফলে বিবাহসূত্র পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয় না। স্বামীর তালাক দেওয়ার পরে ইদ্দতকাল বা অপেক্ষাকাল যখন শেষ হয়ে যায় তখন সেই বিবাহসূত্রটি পুরোপুরি ছিন্ন হয়ে যায়। এই হচ্ছে শরীআতের বিধান। কারো বিবাহিতা স্ত্রীকে বা তালাকের পরে অপেক্ষারতা স্ত্রীকে বিবাহ করা অবৈধ। এজন্যই আল্লাহ বললেন যে, 'যাইদ যখন বিবাহসূত্র ছিন্ন করল'।

এরপর আল্লাহ বলেন, 'যাতে মুমিনদের পোষ্যপুত্রগণ নিজ স্ত্রীর সাথে বিবাহসূত্র ছিন্ন করলে, সেইসব রমণীকে বিবাহ করায় মুমিনদিগের কোনো বিঘ্ন না হয়' অর্থাৎ পেষ্যপুত্রগণ তাদের স্ত্রীদের তালাক দিলে এবং তালাকের পরে ইদ্দত বা অপেক্ষাকাল অতিক্রান্ত হলে পালক পিতারা প্রয়োজনে সে সকল নারীকে বিবাহ করতে পারবে। এখানে আল্লাহ স্পষ্টতই উল্লেখ করলেন যে, যাইনাবের সাথে মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিবাহ তাঁর নিজের ইচ্ছা, প্রয়োজন

[৫৪৭]. সূরা: (৩৩) আহযাব, ৩৯ আয়াত।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

বা যৌনতা মেটানোর জন্য নয়; বরং একান্তই ইসলামের একটি বিধান প্রতিষ্ঠা করা জন্য। ইসলামের বিধিবিধান যেমনভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখের কথা ও নির্দেশনার মাধ্যমে জানা যায়, তেমনিভাবে তাঁর কর্মের মাধ্যমেও জানা যায়।

এরপর আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহর আদেশ কার্যকর হয়েই থাকে' অর্থাৎ আল্লাহ যা নির্ধারণ করবেন এবং সিদ্ধান্ত নিবেন তা অবশ্যই কার্যকর হবে।

অতঃপর তিনি উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই বিবাহের মাধ্যমে যেমন শরীআতের একটি বিধান প্রচলিত হয়েছে ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, তেমনি এই বিবাহের মধ্যে অন্যান্য কল্যাণময় দিক ছিল এবং এর দ্বারা কোনো অকল্যাণ বা ক্ষতি সাধিত হয়নি।"

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখেছি যে, যাইনাব ﵂ যাইদ ﵁-এর সঙ্গে কলহে লিপ্ত হতেন এবং নিজের বংশমর্যাদার কারণে যাইদের উপরে অহঙ্কার করতেন। এতে দাম্পত্য প্রেম ও শান্তি নষ্ট হয়ে যায়। যাইদ যাইনাবকে তালাক দিতে মনস্থ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে তালাক প্রদান না করতে উৎসাহ দেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাইদ তাঁকে তালাক দেন। পরবর্তীতে শরীআতের বিধান অনুসারে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বিবাহ করেন। তিনি কিছু আগেই এ বিষয়ে আল্লাহর নির্দেশ জানতে পেরেছিলে, তবে আরবদের সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত রীতির বিরোধিতার কারণে মানুষের সমালোচনার ভয় পাচ্ছিলেন। তিনি ভাবছিলেন যে, এরূপ বিষয় নিয়ে সমাজের সুপ্রতিষ্ঠিত রীতির বিরোধিতা করা হয়ত এত প্রয়োজনীয় নাও হতে পারে। এভাবে তিনি নির্দেশটি পালন থেকে অব্যহতি আশা করছিলেন। এ কারণে তিনি প্রথমে বিষয়টি গোপন রেখেছিলেন। তৃতীয় বিষয় থেকে পাঠক জানতে পারবেন যে, এ বিষয়টি কোনো আপত্তিকর বিষয় নয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যাইনাব ﵂-এর বিবাহের বিষয়ে তাফসীরে বাইযাবিতে যে বর্ণনা সংকলন করা হয়েছে তার সূত্র বা সনদ দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য। গবেষক মুহাদ্দিসগণ এর সনদের দুর্বলতা ও অনির্ভরযোগ্যতা প্রমাণ করেছেন। ভারতের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস শাইখ আব্দুল হক দেহলবি (১০৫২হি./১৬৪২খ্রি.) তার কোনো কোনো গ্রন্থে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। শারহুল মাওয়াকিফ গ্রন্থে বলা হয়েছে, "বলা হয়ে থাকে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যাইনাবকে পর্দার আড়াল থেকে দেখতে পেয়ে তাঁকে ভালোবেসে ফেলেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্পর্কে এরূপ গল্প বলা থেকে বিরত থাকা দরকার।"[৫৪৮]

[৫৪৮]. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যাইনাব ﵂-এর বিবাহের বিষয়ে তৃতীয়-চতুর্থ হিজরি শতাব্দী

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

থেকেই কিছু ভিত্তিহীন ও জাল গল্প প্রচারিত হয়েছে। কোনো কোনো তাফসীর লেখক এবং গল্পকার ওয়ায়িযগণ এগুলো বলে আসর জমাতেন। অনেক তাফসীরপ্রণেতা বাছবিচার না করেই সকল গল্পকাহিনী তাফসীরের গ্রন্থে লেখতেন। তাফসীরপ্রণেতাদের এই রীতির বিষয়ে আমি 'হাদীসের নামে জালিয়াতি' নামক গ্রন্থে আলোচনা করেছি। মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন প্রকারের নিরীক্ষার মাধ্যমে হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা বিচার করতেন। আমি উপর্যুক্ত 'হাদীসের নামে জালিয়াতি' গ্রন্থে হাদীস নিরীক্ষা প্রক্রিয়ার বিশদ আলোচনা করেছি। এখানে সংক্ষেপে বলা যায় যে, যে কোনো বর্ণনা বা তথ্যের গ্রহণযোগ্যতা বিচারে পাশ্চাত্য পাণ্ডিতগণ 'form critisim' নামে কেবলমাত্র অর্থগত বা তথ্যগত নিরীক্ষার উপরেই মূলত নির্ভর করেন। সূত্রগত বা সনদের নিরীক্ষা তাদের মধ্যে নেই। কারণ কোনো বর্ণনার সনদই তাদের নিকট সংরক্ষিত নয়। ফলে মিথ্যাবাদী বা জালিয়াতের বর্ণনা এবং সত্যবাদীর বর্ণনা একই মানদণ্ডে রেখে অর্থগত নিরীক্ষা করা হয়। এতে অনেক প্রকার বিভ্রান্তির জন্ম নেয়। মুসলিম উম্মাহর মুহাদ্দিসগণ যে কোনো বর্ণনার বিশুদ্ধতা ও নির্ভরতা বিচারের ক্ষেত্রে দ্বিমুখি পর্যালোচনা করেন। প্রথমত, সূত্রগত নিরীক্ষা এবং দ্বিতীয়ত, অর্থগত বা তথ্যগত নিরীক্ষা। যে কোনো তথ্য গ্রহণ করার আগে প্রথমে তারা বিচার করেন যে, তথ্যটি কে প্রদান করেছে এবং কার সূত্রে তা সংগ্রহ করেছে। সূত্রের ব্যক্তিগণ মোটামুটি নির্ভরযোগ্য হলে তারা তার বর্ণনার অর্থ বিচার করেন। সূত্রগত বিচারে মুহাদ্দিসগণ নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করেছেন যে, যাইনাবের বিবাহ বিষয়ক এই বর্ণনা মিথ্যাবাদী ও অনির্ভরযোগ্য ব্যক্তিগণের রচিত ও বর্ণিত। আমরা সে বিষয়ে আলোচনা করব না। এখানে বর্ণনাটির অর্থগত আলোচনা এর ভিত্তিহীনতা প্রমাণ করবে। এই বর্ণনার মূল বিষয় যে, যাইদের সাথে যাইনাবের বিবাহের পরে একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ যাইদের বাড়ি গমন করেন। পর্দার ফাঁকে হঠাৎ করে যাইনাবের মুখ বা মাথার চুল তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়। এতে যাইনাবের প্রতি তাঁর অন্তরে প্রেমের সঞ্চার হয়। তিনি সুবহানাল্লাহ বলে চলে আসেন। পরবর্তীতে যাইদ স্ত্রী পরিত্যাগ করলে তিনি তাঁকে বিবাহ করেন। এ হল এই বানোয়াট কাহিনীর সারসংক্ষেপ। এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়-

মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর আপন ফুফাতো বোন যাইনাবকে জন্ম থেকেই দেখেছেন। তাঁর সামনেই যাইনাব বড় হয়েছেন। ইসলাম গ্রহণের পরে তিনি তাঁর পারিবারের সাথে সম্পৃক্ত থেকেছেন। মদীনায় এসেও তাঁকে সর্বদা দেখেছেন। কোনো পর্দাব্যবস্থা তৎকালে ছিল না। যাইনাবের প্রতি তাঁর মনের সামান্যতম আগ্রহ থাকলে মদীনায় আগমনের পূর্বে বা পরে তিনি তাঁকে বিবাহ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারতেন। সেক্ষেত্রে যাইনাব নিজে ও তাঁর পরিবার মহাখুশি হতেন এবং এককথায় রাযি হতেন। যাইদের সাথে বিবাহের পূর্বে তারা নিজেরাই তাঁর সাথে যাইনাবকে বিবাহ প্রদানের আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন।

যে মেয়েকে তিনি শিশুকাল থেকে ৩৫ বছর পর্যন্ত সর্বদা দেখেছেন, তাঁকে হঠাৎ পর্দার আড়াল থেকে এক নযর দেখাতে তাঁর মনে প্রেম জন্মাবে, একথা কি কোনো পাগলেও কল্পনা করতে পারে? বিশেষত যখন মেয়েটি যুবতী ছিলেন এবং পুরুষও অপেক্ষাকৃত কম বয়সের ছিলেন, তখন তিনি তাঁকে পর্দা ছাড়াই বারবার দেখে আলোড়িত হলেন না, আর এখন একবারের হঠাৎ দেখায় আলোড়িত হবেন?

যে কোনো জালিয়াত জালিয়াতি করার সময় কিছু ভুল রেখে দেয়। জালিয়াতরা যখন এই গল্পটি বানিয়েছিল তখন পর্দাব্যবস্থা ইসলামি জীবন ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এজন্য পর্দা ব্যবস্থাকে সামনে রেখেই তারা গল্পটি বানিয়েছে। তারা লক্ষ্য করেনি যে, যাইদের সাথে যাইনাবের বিবাহের আগে বা পরে মুসলিম সমাজে পর্দাব্যবস্থা ছিল না। এমনিতেই মহিলারা মাথা, গলা, চুল, মুখমণ্ডল ইত্যাদি অনাবৃত রেখে বাড়িতে ও বাইরে সকলের সামনে চলতেন, কথাবার্তা বলতেন ও মিশতেন। কাজেই রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্দার আড়াল থেকে এক নযর তাঁকে দেখেছিলেন বলে যে কাহিনী বলা হয়েছে তা সবই ভিত্তিহীন।

এই জাল ও মিথ্যা গল্পটিকে সত্য বলে ধরে নিলেও মুহাম্মাদ ﷺ বাইবেলীয় ভাববাদীগণের চেয়ে অনেক বেশি নৈতিক দৃঢ়তা ও ধার্মিকতা দেখিয়েছেন বলে প্রমাণিত হয়। কারণ তিনি ঈশ্বরের মাসীহ ও প্রথমজাত পুত্র দাউদের মতো পরের স্ত্রীকে দেখামাত্র ডেকে এনে ব্যভিচার করেননি,

তৃতীয় বিষয়:

বাইবেলের আলোকে ধর্মীয় ব্যবস্থার পরিবর্তন ও সামাজিক রীতি ও যুক্তির বিরোধিতা

ঐশ্বরিক বিধান বা ধর্মীয় ব্যবস্থা সকল যুগে, সকল সমাজে একরূপ হওয়া জরুরি নয়। অনুরূপভাবে ঐশ্বরিক বিধান বা ধর্মীয় ব্যবস্থা সকল দেশের সকল মানুষের রীতি বা মন-মানসিকতার কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হবে তাও জরুরি নয়। (অনেক সময় সামাজিক লোকাচার, রীতি বা ধর্মীয় আচারকে অপসারিত করতে প্রচারক বা সংস্কারকতে উক্ত রীতিবিরোধী কর্মে লিপ্ত হতে হয়। এজন্য কোনো ধর্মীয় ব্যবস্থা অন্য ধর্মের ব্যবস্থার বিপরীত হলে বা নির্দিষ্ট কোনো দেশ, জাতি বা সম্প্রদায়ের মানুষের রীতি বা মানসিকতার বিরোধী হলেই তাকে 'ঐশ্বরিক নয়' বা 'ঈশ্বর এরূপ বিধান দিতে পারেন না' বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। খ্রিস্টানদের পবিত্র গ্রন্থ বাইবলেই একথা প্রমাণ করে)।

পাঠক ইতোপূর্বে তৃতীয় অধ্যায়ে 'নাসখ' বা রহিতকরণের' আলোচনা থেকে জানতে পেরেছেন যে, ঐশ্বরিক বিধান বা আসমানি শরীআত সকল যুগে ও ধর্মে এক ছিল না। যুগ, সময় ও স্থানের পরিবর্তনের কারণে ঈশ্বরের বিধান বা শরীআতের বিধানাবলিতে পরিবর্তন হয়েছে। এ বিষয়টি উক্ত অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। পাঠক জেনেছেন যে, অবরাহামের স্ত্রী সারা অবরাহামের বৈমাত্রেয় ভগ্নি ছিলেন,[৫৪৯] যাকোব দুইবোনকে একত্রে বিবাহ করেছিলেন[৫৫০] এবং মোশির পিতা অম্রমের (ইমরানে) স্ত্রী যোকেবদ ছিলেন তাঁর আপন পিসি বা ফুফু, অর্থাৎ অম্রম আপন ফুফুকে বিবাহ করেছিলেন।[৫৫১] এই তিনটি বিবাহই মোশির ব্যবস্থায়, যিশুর ব্যবস্থায় এবং মুহাম্মাদ ﷺ-এর ব্যবস্থায় (শরীআতে) নিষিদ্ধ ও ব্যভিচার বলে গণ্য। বিশেষত বৈমাত্রেয় বোনকে বিবাহ করা ও আপন ফুফুকে বিবাহ করা কঠিনভাবে নিষিদ্ধ। ভারতের হিন্দু ধর্মাম্বলীদের দৃষ্টিতে এরূপ বিবাহ ঘৃণ্যতম পাপ ও জঘণ্যতম অনাচার। এরূপ বিবাহকে তারা কঠিনভাবে নিন্দা করে এবং যারা এরূপ বিবাহ করে তাদেরকে তারা অত্যন্ত

তার স্বামীকে কৌশলে তার কাছে পাঠিয়ে জারজ সন্তানের দায়ভার থেকে মুক্ত হতে চেষ্টা করেননি এবং সর্বোপরি তাকে কৌশলে হত্যা করে স্ত্রীকে দখল করেননি। অনুরূপভাবে তিনি ঈশ্বরের অন্য আরেক মাসীহ এবং একমাত্র পুত্র নসরতীয় যিশুর ন্যায় সুপরিচিতা বেশ্যাকে ক্ষমার প্রলোভন দেখিয়ে তাকে চুমু খেতে বা তার নিজের খোলা চুল দিয়ে তার পা মুছে দিতে দেননি এবং বিবাহ ছাড়াই এরূপ মহিলাদেরকে নিয়ে একত্রে ভ্রমণ ও বসবাস করেননি।

[৫৪৯]. আদিপুস্তক ২০/১২; লেবীয় ১৮/৯; ২০/১৭; দ্বিতীয় বিবরণ ২৭/২২।

[৫৫০]. আদিপুস্তক ২৯/১৫-৩০; লেবীয় ১৮/১৮।

[৫৫১]. যাত্রাপুস্তক৬/৩০; গণনাপুস্তক ২৬/৫৯; লেবীয় ১৮/১২; ২০/১৯।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

ঘৃণা ও উপহাসের দৃষ্টিতে দেখে। এরূপ বিবাহের ফলে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে তারা তাদের দৃষ্টিতে সাধারণ ব্যভিচারজাত জারজ সন্তানের চেয়ে অধিক খারাপ।

লুকলিখিত সুসমাচারের ৫ অধ্যায়ে রয়েছে, "২৯ ...এবং অনেক করগ্রাহী ও অন্যান্য লোক তাঁহাদের সঙ্গে ভোজনে বসিয়াছিল। ৩০ তখন ফরিশিরা ও তাহাদের অধ্যাপকেরা তাঁহার শিষ্যদের বিরুদ্ধে বচসা করিয়া কহিতে লাগিল, তোমরা কি কারণে করগ্রাহী ও পাপীদের (publicans and sinners) সঙ্গে ভোজন পান করিতেছ?... ৩৩ পরে তাহারা তাঁহাকে কহিল, (কেন) যোহনের শিষ্যগণ বারবার (অধিকাংশসময়/ প্রায়শ) উপবাস করে ও প্রার্থনা করে, ফরিশিদের শিষ্যেরাও সেইরূপ করে; কিন্তু তোমার শিষ্যেরা ভোজন পান করিয়া থাকে (Why do the disciples of John fast often, and make prayers, and likewise the disciples of the Pharisees; but thine eat and drink)?"

অধ্যাপকগণ ও ফরিশিগণ ছিলেন ইয়াহুদি ধর্মের সর্বোচ্চ মর্যাদার ও সর্বশ্রেষ্ট ধার্মিক মানুষ। তারা যিশুর সমালোচনা করতেন যে, যিশুর শিষ্যগণ পাপীদের এবং করগ্রাহকদের সাথে পানাহার করে এবং তারা পেটুক ও সর্বদা পানাহারে লিপ্ত থাকে, উপবাস (সিয়াম) ও প্রার্থনা (সালাত) আদায় করে না।

লুকের সুসমাচারের ১৫ অধ্যায়ে রয়েছে, "১ আর করগ্রাহী ও পাপীরা সকলে তাঁহার বাক্য শুনিবার জন্য তাঁহার নিকটে আসিতেছিল। ২ তাহাতে ফরিশিরা ও অধ্যাপকেরা বচসা করিয়া বলিতে লাগিল, এই ব্যক্তি পাপীদিগকে গ্রহণ করে ও তাহাদের সহিত আহার-ব্যবহার করে।"

এখানেও আমরা দেখছি যে, ফরিশিগণ ও অধ্যাপকগণ যিশুর নিন্দা ও তিরস্কার করেন এজন্য যে, তিনি পাপীদের সাথে পানাহার করেন এবং তাদের গ্রহণ করেন।

প্রেরিতগণের কার্যবিবরণের ১১ অধ্যায়ে রয়েছে, "২ আর যখন পিতর যিরূশালেমে আসিলেন, তখন ছিন্নত্বক্ লোকেরা তাঁহার সহিত বিবাদ করিয়া কহিলেন, ৩ তুমি অচ্ছিন্নত্বক্ লোকেদের গৃহে প্রবেশ করিয়াছ, ও তাহাদের সহিত আহার করিয়াছ।"

মার্কলিখিত সুসমাচারের ৭ অধ্যায়ে রয়েছে, "১ আর ফরিশিরা ও কয়েকজন অধ্যাপক যিরূশালেম হইতে আসিয়া তাঁহার নিকটে একত্র হইল। ২ তাহারা দেখিল যে, তাঁহার কয়েকজন শিষ্য অশুচি, অর্থাৎ অধৌত হস্তে আহার করিতেছে। (তারা এর নিন্দা করল: they found fault) ৩ ফরিশিগণ

ও যিহুদিরা সকলে প্রাচীনদের পরম্পরাগত বিধি (the tradition of the elders) মান্য করায় ভালো করিয়া হাত না ধুইয়া আহার করে না। ৪ আর বাজার হইতে আসিলে তাহারা স্নান না করিয়া আহার করে না; এবং তাহারা আরও অনেক বিষয় মানিবার আদেশপ্রাপ্ত হইয়াছে, যথা, ঘটি, ঘড়া ও পিত্তলের নানা পাত্র ধৌত করা। ৫ পরে ফরিশিরা ও অধ্যাপকেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার শিষ্যেরা প্রাচীনদের পরম্পরাগত বিধি অনুসারে চলে না, কিন্তু অশুচি হস্তে আহার করে, ইহার কারণ কি?"

ভারতের হিন্দু ব্রাহ্মণদের ধর্মে এবং সাধারণভাবে ভারতীয় হিন্দু ধর্মে ধরা, ছোঁয়া, একত্রে পানাহার ইত্যাদি বিষয়ে অত্যন্ত কঠিন বিধিবিধান রয়েছে। যদি কোনো হিন্দু কোনো মুসলিম, ইয়াহুদি বা খ্রিস্টানের সাথে একত্রে পানাহার করে তবে সে ধর্মচ্যুত বলে বিবেচিত হয়।

পালিত পুত্রের পরিত্যাক্তা স্ত্রীকে বিবাহ করা আরব পৌত্তলিকদের নিকট অত্যন্ত গর্হিত কর্ম বলে গণ্য ছিল। যাইদ ﷺ ছিলেন মুহাম্মাদ ﷺ-এর পালিত পুত্র। তাঁর পরিত্যক্ত স্ত্রীকে বিবাহ করার নির্দেশ পালনে মুহাম্মাদ ﷺ লোকনিন্দার ভয় পেয়েছেন। (তিনি মনে করেছিলেন, এই নির্দেশটি হয়ত অত জরুরি নয় বা বিকল্প কোনো ব্যবস্থায় আল্লাহ এই বিধানটি প্রতিষ্ঠিত করবেন। কাজেই এজন্য লোকনিন্দার মধ্যে নিপতিত হওয়াকে তিনি জরুরি মনে করেন নি)। কিন্তু যখন আল্লাহ তাঁকে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দিলেন তখন তিনি পৌত্তলিকদের রীতির তোয়াক্কা না করে আল্লাহর নির্দেশ বা ব্যবস্থা প্রকাশের জন্য বিবাহ করলেন।[৫৫২]

চতুর্থ বিষয়ঃ

মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিষয়ে পাদারিগণের অভিযোগ বনাম বাইবেলীয় উদ্ভট বিধিবিধান

যে সকল প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিত ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আপত্তি উত্থাপন করেন এবং ইসলামের অমুক বিধান, তমুক বিধান অযৌক্তিক, মুহাম্মাদ ﷺ-এর মনগড়া ইত্যাদি বলে দাবি করেন, তাদেরকে নির্লজ্জ বেহায়া না বলে কোনো উপায় নেই। তারা পরের ধর্মের ভুলভ্রান্তি খুঁজে বেড়ান, অথচ নিজেদের ধর্মগ্রন্থে কী আছে তা একটু ভেবে দেখেন না। তাদের ধর্মগ্রন্থ পবিত্র বাইবেল যে কত প্রকারের অগণিত ভুল, বৈপরীত্য ও উদ্ভট বিধিবিধানে পরিপূর্ণ তা একটুও ভাবেন না বা বলেন না। এই গ্রন্থের ১ম অধ্যায়ে এবং

[৫৫২]. যদি যিশু ইয়াহুদিদের অচ্ছ্যুৎ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কিছু উপদেশ দিতেন এবং নিজে কার্যের মাধ্যমে অচ্ছুৎ ব্যবস্থার বিলোপ না করতেন, তবে কি এই ব্যবস্থাটি এত সহজে খ্রিস্টধর্ম থেকে বিলুপ্ত হত?

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

৫ম অধ্যায়ের ২য় ও ৩য় পরিচ্ছেদে পাঠক বাইবেলের বৈপরীত্য, ভুল ও অযৌক্তিক বিধানাবলি সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছেন। এছাড়া বাইবেলীয় ভাববাদীগের, তাঁদের পরিবারের সদস্যদের এবং সঙ্গীসাথিদের পাপাচার, অনাচার ও ব্যভিচারের বিষয়েও পাঠক জানতে পেরেছেন এই পরিচ্ছেদের শুরুতে। আমি চাচ্ছি না যে, এ বিষয়ক কিছুকথা থেকে আমাদের এই আলোচনা একেবারে শূন্য থাক। আমি বাইবেলের এরূপ কিছু উদ্ভট কথাবার্তা এখানে উল্লেখ করছি, যেন পাঠক এ বিষয়ে আরো কিছু জানতে পারেন। যদিও তিনি ইতোমধ্যেই অনেক কিছু জেনেছেন।

(১) আদিপুস্তকের ৩০ অধ্যায়ে রয়েছে, "৩৭ আর যাকোব লিব্‌নী, লুস ও আর্মোণ বৃক্ষের সরস শাখা কাটিয়া তাহার ছাল খুলিয়া কাষ্ঠের শুক্ল রেখা বাহির করিলেন। ৩৮ পরে যে স্থানে পশুপাল জল পানার্থে আইসে, সেই স্থানে পালের সম্মুখে নিপানের মধ্যে ঐ ত্বকশূন্য রেখাবিশিষ্ট শাখা সকল রাখিতে লাগিলেন; তাহাতে জলপান করিবার সময়ে তাহারা গর্ভধারণ করিত। ৩৯ আর সেই শাখার নিকটে তাহাদের গর্ভধারণ প্রযুক্ত রেখাঙ্কিত, ও বিন্দুচিহ্নিত ও চিত্রাঙ্গ বৎস জন্মিত। ৪০ পরে যাকোব সেই সকল বৎস পৃথক করিতেন, এবং লাবনের রেখাঙ্কিত ও কৃষ্ণবর্ণ মেষের প্রতি মেষীদের দৃষ্টি রাখিতেন; এইরূপে তিনি লাবনের পালের সহিত না রাখিয়া আপন পালকে পৃথক করিতেন। ৪১ আর বলবান পশুগণ যেন শাখার নিকটে গর্ভধারণ করে, এই জন্য নিপানের মধ্যে পশুদের সম্মুখে ঐ শাখা রাখিতেন; ৪২ কিন্তু দুর্বল পশুদের সম্মুখে রাখিতেন না। তাহাতে দুর্বল পশুগণ লাবনের ও বলবান পশু সকল যাকোবের হইত। ৪৩ আর যাকোব অতি বর্ধিষ্ণু হইলেন, এবং তাঁহার পশু ও দাস-দাসী এবং উষ্ট্র ও গর্দভ যথেষ্ট হইল (ছিল)।"

এ বড় উদ্ভুত ও উদ্ভট কথা! সাধারণ নিয়ম যে, পশুর সন্তান তাদের পিতামাতার আকৃতি বা রঙ গ্রহণ করবে। কোনো বুদ্ধিমান একথা কল্পনা করতে পারেন না যে, পশু গর্ভধারণের সময় যে রঙের লাঠি বা শাখা দেখবে সেই রঙের বাচ্চা প্রসব করবে। তাহলে তো বসন্তকালের সকল পশুশাবকই সবুজ রঙের হত।

(২) লেবীয় পুস্তকের ১৩ অধ্যায়ে রয়েছে, "৪৭ আর লোমের বস্ত্রে কিম্বা মসিনার বস্ত্রে যদি কুষ্ঠ রোগের কলঙ্ক হয়, ৪৮ লোমের কিম্বা মসিনার তানাতে বা পড়িয়ানেতে যদি হয়, কিম্বা চর্মে কি চর্মনির্মিত কোনো দ্রব্যে যদি হয়; ৪৯ এবং বস্ত্রে কিম্বা চর্মে কিম্বা তানাতে বা পড়িয়ানেতে কিম্বা চর্মনির্মিত কোনো দ্রব্যে যদি ঈষৎ শ্যামবর্ণ কিম্বা ঈষৎ লোহিতবর্ণ কলঙ্ক হয়, তবে তাহা

AS-SUNNAH TRUST

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

কুষ্ঠরোগের কলঙ্ক; তাহা যাজককে দেখাইতে হইবে; ৫০ পরে যাজক ঐ কলঙ্ক দেখিয়া কলঙ্কযুক্ত বস্তু সাতদিন রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। ৫১ পরে সপ্তম দিনে যাজক ঐ কলঙ্ক দেখিবে, যদি বস্ত্রে কিম্বা তানাতে কিম্বা পড়িয়ানেতে কিম্বা চর্মে কিম্বা চর্মনির্মিত দ্রব্যে সেই কলঙ্ক বাড়িয়া থাকে, তবে তাহা সংহারক কুষ্ঠ; তাহা অশুচি। ৫২ অতএব বস্ত্র কিম্বা লোমকৃত কি মসিনাকৃত তানা বা পড়িয়ান কিম্বা চর্ম নির্মিত দ্রব্য, যাহা কিছুতে সেই কলঙ্ক হয়, তাহা সে পোড়াইয়া দিবে; কারণ তাহা সংহারক কুষ্ঠ, তাহা অগ্নিতে পোড়াইয়া দিতে হইবে। ৫৩ কিন্তু যাজক দেখিবে; আর দেখ, যদি সেই কলঙ্ক বস্ত্রে কিম্বা তানাতে বা পড়িয়ানেতে কিম্বা চর্মের কোনো দ্রব্যে বাড়িয়া না উঠে, ৫৪ তবে যাজক সেই কলঙ্কবিশিষ্ট দ্রব্য ধৌত করিতে আজ্ঞা দিবে, এবং আর সাতদিন তাহা রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। ৫৫ ধৌত হইলে পর যাজক সেই কলঙ্ক দেখিবে; আর দেখ, সেই কলঙ্ক যদি অন্য বর্ণ না হইয়া থাকে ও সেই কলঙ্ক যদি বাড়িয়া না থাকে, তবে তাহা অশুচি, তুমি তাহা অগ্নিতে পোড়াইয়া দিবে; উহা ভিতরে কিম্বা বাহিরে উৎপন্ন ক্ষত। ৫৬ কিন্তু যদি যাজক দেখে, আর দেখ, ধৌত করিবার পরে যাজকের দৃষ্টিতে যদি সেই কলঙ্ক মলিন হয়, তবে সে ঐ বস্ত্র হইতে কিম্বা চর্ম হইতে কিম্বা তানা বা পড়িয়ান হইতে তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিবে। ৫৭ তথাপি যদি সেই বস্ত্রে কিম্বা তানাতে বা পড়িয়ানেতে কিম্বা চর্মনির্মিত কোনো দ্রব্যে তাহা পুনরায় দৃষ্ট হয়, তবে তাহা ব্যাপক কুষ্ঠ; যাহাতে সেই কলঙ্ক থাকে, তাহা তুমি অগ্নিতে পোড়াইয়া দিবে। ৫৮ আর যে বস্ত্র কিম্বা বস্ত্রের তানা বা পড়িয়ান কিম্বা চর্মের যে কোনো দ্রব্য ধৌত করিবে, তাহা হইতে যদি সেই কলঙ্ক দূর হয়, তবে দ্বিতীয় বার তাহা ধৌত করিবে; তাহাতে তাহা শুচি হইবে। ৫৯ লোমের কিম্বা মসিনাকৃত বস্ত্রের কিম্বা তানার বা পড়িয়ানের কিম্বা চর্মনির্মিত কোনো পাত্রের শৌচাশৌচ কথন বিষয়ে কুষ্ঠের জন্য কলঙ্কের এই ব্যবস্থা।”

এই বাইবেলীয় বিধানগুলো একটু ভেবে দেখুন! এগুলো মানবীয় কল্পনা ও কুসংস্কার বৈ কিছুই নয়। চামড়া, পাত্র, কাপড় ইত্যাদি এভাবে পুড়িয়ে নষ্ট করার কোনো বৈজ্ঞানিক বা যৌক্তিক ভিত্তি আছে কি?

(৩) লেবীয় পুস্তকের ১৪ অধ্যায়ে রয়েছে, “৩৪ আমি যে দেশ অধিকারার্থে তোমাদিগকে দিব, সেই কনান দেশে তোমাদের প্রবেশের পর যদি আমি তোমাদের অধিকৃত দেশের কোনো গৃহে কুষ্ঠরোগের কলঙ্ক (plague of leprosy) উৎপন্ন করি, ৩৫ তবে সেই গৃহের মালিক আসিয়া যাজককে এই সংবাদ দিবে, আমার দৃষ্টিতে গৃহে কলঙ্কের মতো দেখা দিতেছে। ৩৬ তৎপরে গৃহের সকল বস্তু যেন অশুচি না হয়, এই নিমিত্তে ঐ

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

কলঙ্ক দেখিবার জন্য যাজকের প্রবেশের পূর্বে গৃহটি শূন্য করিতে যাজক আজ্ঞা করিবে; পরে যাজক গৃহ দেখিতে প্রবেশ করিবে। ৩৭ আর সে সেই কলঙ্ক দেখিবে; আর দেখ, যদি গৃহের দেওয়ালে কলঙ্ক নিম্ন ও ঈষৎ হরিৎ কিম্বা লোহিতবর্ণ হয়, এবং তাহার দৃষ্টিতে দেওয়াল অপেক্ষা নিম্ন বোধ হয়, ৩৮ তবে যাজক গৃহ হইতে বাহির হইয়া গৃহ দ্বারে গিয়া সাতদিন ঐ গৃহ রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। ৩৯ সপ্তম দিনে যাজক পুনর্বার আসিয়া দৃষ্টি করিবে; আর দেখ, গৃহের দেওয়ালে সেই কলঙ্ক যদি বাড়িয়া থাকে, ৪০ তবে যাজক আজ্ঞা করিবে, যেন কলঙ্কবিশিষ্ট প্রস্তর সকল উৎপাটন করিয়া লোকেরা নগরের বাহিরে অশুচি স্থানে নিক্ষেপ করে। ৪১ পরে সে গৃহের ভিতরের চারিদিক ঘর্ষণ করাইবে, ও তাহারা সেই ঘর্ষণের ধুলা নগরের বাহিরে অশুচি স্থানে ফেলিয়া দিবে। ৪২ আর তাহারা অন্য প্রস্তর লইয়া সেই প্রস্তরের স্থানে বসাইবে ও অন্য প্রলেপ লইয়া গৃহ লেপন করিবে। ৪৩ এইরূপে প্রস্তর উৎপাটন এবং গৃহ ঘর্ষণ ও লেপন করিলে পর যদি পুনর্বার কলঙ্ক জন্মিয়া গৃহে বিস্তৃত হয়, তবে যাজক আসিয়া দেখিবে; ৪৪ আর দেখ, যদি ঐ গৃহে কলঙ্ক বাড়িয়া থাকে, তবে সেই গৃহে সংহারক কুষ্ঠ আছে, সেই গৃহ অশুচি। ৪৫ লোকেরা ঐ গৃহ ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, এবং গৃহের প্রস্তর, কাষ্ঠ ও প্রলেপ সকল নগরের বাহিরে অশুচি স্থানে লইয়া যাইবে। ৪৬ আর ঐ গৃহ যাবৎ রুদ্ধ থাকে, তাবৎ যে কেহ তাহার ভিতরে যায়, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকিবে। ৪৭ আর যে কেহ সেই গৃহে শয়ন করে, সে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে, এবং যে কেহ সেই গৃহে আহার করে, সেও আপন বস্ত্র ধৌত করিবে।”

এ বিধানগুলোও মানবীয় কল্পনা ও কুসংস্কার বৈ কিছুই নয়। মাকড়সার ঘরের চেয়ে দুর্বল ভিত্তিহীন এ সকল কুসংস্কার ও কল্পনার ভিত্তিতে বাড়িঘর ভেঙ্গে ফেলতে হবে? ইউরোপের জ্ঞানীগণ কি বিশ্বাস করেন যে, কাপড়, কাপড়ের সুতা, চামড়ার তৈরি কাপড়, বাড়িঘর বা নির্মাণ সামগ্রী কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হতে পারে যে কারণে সেগুলোকে পুড়িয়ে ফেলতে হবে বা ভেঙ্গে ফেলতে হবে?[৫৫৩]

[৫৫৩]. আবার এ সকল অশুচি (unclean) গৃহ শুচি (clean) করার বৈজ্ঞানিক (!) পদ্ধতি দেখুন, “৪৮ আর যদি যাজক প্রবেশ করিয়া দেখে, আর দেখ, সেই গৃহ লেপনের পর কলঙ্ক আর বাড়ে নাই, তবে যাজক সেই গৃহকে শুচি বলিবে, কেননা কলঙ্কের উপশম হইয়াছে। ৪৯ পরে সে ঐ গৃহ শুচি করণার্থে দুইটি পক্ষী, এরসকাষ্ঠ, লোহিতবর্ণ লোম ও এসোব লইবে, ৫০ এবং মাটির পাত্রে স্রোতজলের উপরে একটি পক্ষী হনন করিবে। ৫১ পরে সে ঐ এরসকাষ্ঠ, এসোব, লোহিতবর্ণ লোম ও জীবিত পক্ষী, এই সকল লইয়া হত পক্ষীর রক্তে ও স্রোতজলে ডুবাইয়া সাতবার গৃহে ছিটাইয়া দিবে। ৫২ এইরূপে পক্ষীর রক্ত, স্রোতজল, জীবিত পক্ষী, এরসকাষ্ঠ, এসোব ও লোহিতবর্ণ লোম, এই সকলের দ্বারা সেই গৃহ শুচি করিবে। ৫৩ পরে ঐ জীবিত পক্ষীকে নগরের বাহিরে মাঠের দিকে ছাড়িয়া দিবে এবং গৃহের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে; তাহাতে তাহা শুচি হইবে।”

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

(৪) লেবীয় পুস্তকের ১৫ অধ্যায়ে রয়েছে, পুরুষের শরীরে প্রমেহ (ক্ষত, পুঁজ) হইলে সেই প্রমেহে সে অশুচি হইবে (When any man hath a running issue out of his flesh (RSV: has a discharge from his body), because of his issue he is unclean)... "১২ আর প্রমেহী যে কোনো মাটির পাত্র স্পর্শ করে, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে, ও সকল কাষ্ঠপাত্র জলে ধৌত হইবে।... ১৬ আর যদি কোনো পুরুষের রেতঃপাত হয়, তবে সে আপনার সমস্ত শরীর জলে ধৌত করিবে, এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকিবে।... ২২ আর (যে স্ত্রীর মাসিক হয়) যে কেহ তাহার বসিবার কোনো আসন স্পর্শ করে, সে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে, জলে স্নান করিবে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকিবে।... ২৪ আর অশৌচকালে যে পুরুষ তাহার সহিত শয়ন করে ও তাহার রক্তস্রাব তাহার গাত্রে লাগে, সে সাত দিবস অশুচি থাকিবে; এবং যে কোনো শয্যায় সে শয়ন করিবে, তাহাও অশুচি হইবে।"

এই বিধানগুলো একটু চিন্তা করে দেখুন! মাটির পাত্র ভেঙ্গে ফেলার বিধানটি অকারণে সম্পদ নষ্ট করা ছাড়া কিছুই নয়। একথা তো স্পষ্ট যে, এরূপ ব্যক্তি কোনো একটি পাত্র স্পর্শ করলেই সেই পাত্রের মধ্যে রোগব্যধি বা অপবিত্রতা ছড়িয়ে পড়বে এরূপ চিন্তা করার কোনো ভিত্তি নেই। এরপরও যদি কল্পনা করা হয় যে, উক্ত পাত্রের মধ্যে অসুস্থতা বা অপবিত্রতা ছড়িয়ে পড়েছে, তবে সেক্ষেত্রে তো পাত্রটি ধৌত করলেই হত, যেমনভাবে কাঠের পাত্র ধৌত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ভেঙ্গে ফেলার কী প্রয়োজন?

দ্বিতীয় বিধানটি দেখুন, রেতঃপাতের পরে সমস্ত শরীর জলে ধৌত করার পরেও সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকার অর্থ কী?

তৃতীয় বিধানটিও অদ্ভুত ও উদ্ভট! ঋতুবতী রমণী কোনো কিছুর উপর বসলেই তাতে তার ঋতুস্রাবের রক্ত লেগে যাওয়া জরুরি নয়। এরপর সেই আসন স্পর্শ করলে স্পর্শকারীর দেহের মধ্যে ঋতুস্রাবের রক্ত বা অপবিত্রতা ছড়িয়ে পড়ে বলে চিন্তা করার কি কোনোরূপ ভিত্তি আছে? এরপরও যদি কল্পনা করা হয় যে, স্পর্শকারীর দেহের মধ্যে অপবিত্রতা সঞ্চারিত হয়েছে, তবে স্পর্শকারীর দেহ ও কাপড়চোপড় পুরোপুরি ধৌত করলেই তো হল। দেহ ও পোশাক ধৌত করার পরেও সন্ধ্যা পর্যন্ত তার অশুচি থাকার অর্থ কী? সবচেয়ে মজার বিষয় যে, কোনো পুরুষ যদি স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় বা স্বপ্নে রেতঃপাত করে তবে তাকে তার পোশাক ধৌত করতে হয় না, শুধু নিজে স্নান করলেই হবে। অথচ ঋতুবতীর আসন স্পর্শ করলে তাকে স্নান করা ছাড়াও নিজের পোশাকও ধৌত করতে হবে।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

উপরের তিনটি বিধানের চেয়েও অদ্ভুত ও বিস্ময়কর বিধান চতুর্থ বিধান। ঋতুবতী স্ত্রীর রক্তস্রাব গায়ে লাগার কারণে পুরুষও স্ত্রীর মতো ঋতুবতী বলে গণ্য হবে! এজন্য ঋতুবতী যেমন ৭ দিন অশুচি থাকে এই পুরুষকেও সেভাবে ৭ দিন অশুচি থাকতে হবে?

মাসিক রক্তস্রাব এবং প্রলম্বিত রক্তস্রাবের বিষয়ে লেবীয় পুস্তকের এই অধ্যায়ে আরো অনেক অদ্ভুত ও কঠিন বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র বাইবেলের এ সকল পবিত্র বিধানের আলোকে সুনিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে অশুচি ও অপবিত্র মানুষ হচ্ছেন খ্রিস্টানগণ; কারণ তারা এ সকল বিধান কোনোভাবে পালন করেন না বা তোয়াক্কা করেন না।

(৫) লেবীয় পুস্তকের ১৬ অধ্যায়ে রয়েছে, "৭ পরে সেই দুইটি ছাগ লইয়া সমাগম-তাম্বুর দ্বারসমীপে সদাপ্রভুর সম্মুখে উপস্থিত করিবে। ৮ পরে হারোণ ঐ দুইটি ছাগের বিষয়ে গুলিবাঁট করিবে; একগুলি সদাপ্রভুর নিমিত্তে ও অন্যগুলি আযাযীলের[৫৫৪] নিমিত্তে (for Aza'zel) হইবে।[৫৫৫] ৯ গুলিবাঁট দ্বারা যে ছাগ সদাপ্রভুর নিমিত্তে হয়, হারোণ তাহাকে লইয়া পাপার্থে বলিদান করিবে। ১০ কিন্তু গুলিবাঁট দ্বারা যে ছাগ আযাযীলের নিমিত্তে হয়, তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহাকে জীবিত উপস্থিত করিতে হইবে, এজন্য আযাযীলের নিমিত্তে তাকে প্রান্তরে প্রেরণ করতে হবে।"[৫৫৬]

বড় অদ্ভুত বিধান! আযাযীলের জন্য পশু বলিদান বা পশু উৎসর্গ করার অর্থ কী? সদাপ্রভু ঈশ্বর ছাড়া অন্য কারো জন্য উৎসর্গ করা বা বলিদান করা নিষিদ্ধ। অথচ এখানে আযাযীলের জন্য পশু উৎসর্গ করা নিঃসন্দেহে ঈশ্বর ছাড়া অন্যের জন্য পশু উৎসর্গ করা। আমি ভারতের পৌত্তলিক

[৫৫৪]. ইয়াহুদি-খ্রিস্টান বিশ্বাস অনুসারে শয়তান বা প্রান্তরের শয়তানের নাম আযাযীল

[৫৫৫]. গ্রন্থকার প্রদত্ত বাইবেলের আরবি পাঠের অনুবাদ। ইংরেজি বাইবেলের সর্বশেষ সংস্করণ রিভাইজড স্টান্ডার্ড ভার্শনেও এরূপ বলা হয়েছে, 'one lot for the LORD, and the other lot for Aza'zel'. পূর্ববর্তী ইংরেজি ভার্শন (KJV)-এ বলা হয়েছে, 'one lot for the LORD, and the other lot for the scapegoat'। কেরির বাংলা বাইবেলে, "একগুলি সদাপ্রভুর নিমিত্তে ও অন্যগুলি ত্যাগের নিমিত্তে হইবে।"

[৫৫৬]. গ্রন্থকার প্রদত্ত বাইবেলের আরবি পাঠের অনুবাদ। ইংরেজি বাইবেলের সর্বশেষ সংস্করণ রিভাইজড স্টান্ডার্ড ভার্শনেও এরূপ বলা হয়েছে, 'But the goat, on which the lot fell for Aza'zel shall be presented alive before the LORD, to make an atonement with him, that it may be sent away into the wilderness to Aza'zel'. পূর্ববর্তী ইংরেজি ভার্শন (KJV)-এ বলা হয়েছে, '(But the goat, on which the lot fell to be the scapegoat, shall be presented alive before the LORD, to make an atonement with him, and to let him go for a scapegoat into the wilderness'। কেরির বাংলা বাইবেলে, "কিন্তু গুলিবাঁট দ্বারা যে ছাগ ত্যাগের নিমিত্তে হয়, সে যেন ত্যাগের নিমিত্তে প্রান্তরে প্রেরিত হইতে পারে, তন্নিমিত্ত তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহাকে জীবিত উপস্থিত করিতে হইবে।"

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

হিন্দুদেরকে দেখেছি যে, তারা তাদের দেবতাদের নামে ষাঁড় ছেড়ে দেন। কিন্তু তারা তা ছেড়ে দেন জনপদের মধ্যে, ক্ষুধা ও পিপাসায় মৃত্যুবরণ করার জন্য মরুপ্রান্তরে ছেড়ে দেন না।

(৬) দ্বিতীয় বিবরণের ২৫ অধ্যায়ে রয়েছে, "৫ যদি ভ্রাতৃগণ একত্র হইয়া বাস করে, এবং তাহাদের মধ্যে একজন অপুত্রক হইয়া মরে, তবে সেই মৃত ব্যক্তির স্ত্রী বাহিরের অন্য গোষ্ঠীভুক্ত পুরুষকে বিবাহ করিবে না; তাহার দেবর তাহার কাছে যাইবে, তাহাকে বিবাহ করিবে, এবং তাহার প্রতি দেবরের কর্তব্য সাধন করিবে। ৬ পরে সেই স্ত্রী যে প্রথম পুত্র প্রসব করিবে, সে ঐ মৃত ভ্রাতার নামে উত্তরাধিকারী হইবে; তাহাতে ইস্রায়েল হইতে তাহার নাম লুপ্ত হইবে না। ৭ আর সেই পুরুষ যদি তাহার ভ্রাতৃপত্নীকে গ্রহণ করিতে সম্মত না হয়, তবে সেই ভ্রাতৃপত্নী নগরদ্বারে প্রাচীনবর্গের কাছে গিয়া বলিবে, আমার দেবর ইস্রায়েলের মধ্যে আপন ভ্রাতার নাম রক্ষা করিতে অসম্মত, সে আমার প্রতি দেবরের কর্তব্য সাধন করিতে চাহে না। ৮ তখন তাহার নগরের প্রাচীনবর্গ তাহাকে ডাকিয়া তাহার সঙ্গে কথা বলিবে; যদি সে দাঁড়াইয়া বলে, উহাকে গ্রহণ করিতে আমার ইচ্ছা নাই; ৯ তবে তাহার ভ্রাতৃ পত্নী প্রাচীনবর্গের সাক্ষাতে তাহার নিকটে আসিয়া তাহার পদ হইতে পাদুকা খুলিবে এবং তাহার মুখে থুথু দিবে, আর উত্তমরূপে এই কথা কহিবে, যে কেহ আপন ভ্রাতার কুল রক্ষা না করে, তাহার প্রতি এইরূপ করা যাইবে। ১০ আর ইস্রায়েলের মধ্যে তাহার নাম হইবে, 'মুক্ত পাদুকার কুল'।"

বড় অদ্ভুত বিধান! মৃত ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করতেই হবে! এই স্ত্রী অন্ধ হতে পারে, কানা হতে পারে, খোঁড়া হতে পারে, অসুন্দর হতে পারে, বিকৃত আকৃতির হতে পারে, অসৎ চরিত্রের হতে পারে, দুষ্টা হতে পারে অথবা অন্য কোনো ত্রুটি তার মধ্যে থাকতে পারে। বেচারা দেবরের কি কোনো পছন্দ থাকতে পারে না? একজন মানুষের দৃষ্টিতে ঘৃণ্য কোনো নারীকে বিবাহ করতে তাকে বাধ্য করা হবে! ভাইয়ের বংশ রক্ষার এ এক অদ্ভুত বিধান।

এর চেয়ে অবাক বিষয় যে, প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মগুরুগণ এই মহান ও পবিত্র বিধান পরিত্যাগ করেছেন। তারা বলেছেন, "ভাইয়ের স্ত্রীকে বিবাহ করা কারো জন্য বৈধ নয়।" ১৮৪০ সালে ফালতায় মুদ্রিত ইংলিশ চার্চের সাধারণ প্রার্থনাপুস্তক ও অন্যান্য চার্চীয় নিয়মাবলির মধ্যে এই বিধানটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এখানে লক্ষণীয় যে, বৈধ ও অবৈধতা বিধানাবলি ইঞ্জিল বা সুসমাচারের মধ্যে উল্লেখ করা হয়নি। খ্রিস্টানগণ এগুলো পুরাতন নিয়ম থেকেই গ্রহণ করেছেন।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

পঞ্চম বিষয়ঃ

বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে যিশু ও প্রেরিতগণের মাতলামি ও অশ্লীলতা

যদি কারো উদ্দেশ্য হয় বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা অথবা যে কোনো প্রকারে প্রতিপক্ষের দোষ সন্ধান করা তবে সে বাইবেলের বর্ণনার ভিত্তিতে স্বয়ং যিশু ও প্রেরিতদের বিরুদ্ধেও নৈতিক স্খলন ও অশ্লীলতার অভিযোগ উত্থাপন করতে পারবে। পাদরিগণ যেভাবে মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিরুদ্ধে নারীঘটিত অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তিনিও সেভাবে যিশু ও প্রেরিতদের বিরুদ্ধে নারীঘটিত অভিযোগ উত্থাপন করতে পারবেন।

লুকলিখিত সুসমাচারের ৭ অধ্যায়ে রয়েছে, "৩৩ কারণ যোহন বাপ্তাইজক আসিয়া রুটি খান না, দ্রাক্ষারস (মদ)ও পান করেন না, ৩৪ আর তোমরা বল, সে ভূতগ্রস্ত। মনুষ্যপুত্র আসিয়া ভোজন পান করেন, আর তোমরা বল, ঐ দেখ, একজন পেটুক ও মদ্যপায়ী, করগ্রাহীদের ও পাপীদের বন্ধু।... ৩৬ আর ফরিশিদের মধ্যে একজন তাঁহাকে আপনার সঙ্গে ভোজন করিতে নিমন্ত্রণ করিল। তাহাতে তিনি সেই ফরিশির বাটীতে প্রবেশ করিয়া ভোজনে বসিলেন। ৩৭ আর দেখ, সেই নগরে এক পাপীষ্ঠা স্ত্রীলোক ছিল; সে যখন জানিতে পারিল, তিনি সেই ফরিশির বাটীতে ভোজনে বসিয়াছেন, তখন একটি শ্বেত প্রস্তরের পাত্রে সুগন্ধি তৈল লইয়া আসিল, ৩৮ এবং পশ্চাৎ দিকে তাঁহার চরণের নিকটে দাঁড়াইয়া রোদন করিতে করিতে চক্ষের জলে তাঁহার চরণ ভিজাইতে লাগিল, এবং আপনার মাথার চুল দিয়া তাহা মুছাইয়া দিল, আর তাঁহার চরণ চুম্বন করিতে করিতে সেই সুগন্ধি তৈল মাখাইতে লাগিল। ৩৯ তাহা দেখিয়া, যে ফরিশি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল সে মনেমনে কহিল, এ যদি ভাববাদী হইত, তবে জানিতে পারিত, ইহাকে যে স্পর্শ করিতেছে, সে কে এবং কি প্রকার স্ত্রীলোক, কারণ সে পাপীষ্ঠা।... ৪৪ আর তিনি সেই স্ত্রীলোকের দিকে ফিরিয়া শিমোনকে কহিলেন, এই স্ত্রীলোকটিকে দেখিতেছ? আমি তোমার বাটীতে প্রবেশ করিলাম, তুমি আমার পা ধুইবার জল দিলে না, কিন্তু এই স্ত্রীলোকটি চক্ষের জলে আমার চরণ ভিজাইয়াছে ও নিজের চুল দিয়া তাহা মুছাইয়া দিয়াছে। ৪৫ তুমি আমাকে চুম্বন করিলে না, কিন্তু যে অবধি আমি ভিতরে আসিয়াছি, এ আমার চরণ চুম্বন করিতেছে, ক্ষান্ত হয় নাই। তুমি তৈল দিয়া আমার মস্তক অভিষিক্ত করিলে না, ৪৬ কিন্তু এ সুগন্ধি দ্রব্যে আমার চরণ অভিষিক্ত করিয়াছে। ৪৭ এই জন্য তোমাকে কহিতেছি, ইহার যে বহুপাপ, তাহার ক্ষমা হইয়াছে; কেননা এ অধিক প্রেম করিল; কিন্তু যাহাকে অল্প ক্ষমা করা যায়, সে অল্প

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

প্রেম করে। ৪৮ পরে তিনি সেই স্ত্রীলোককে কহিলেন, তোমার পাপ সকল ক্ষমা হইয়াছে। ৪৯ তখন যাহারা তাঁহার সঙ্গে ভোজনে বসিয়াছিল, তাহারা মনেমনে বলিতে লাগিল, এ কে যে, পাপ ক্ষমাও করে? ৫০ কিন্তু তিনি সেই স্ত্রীলোককে কহিলেন, তোমার বিশ্বাস তোমাকে পরিত্রাণ করিয়াছে; শান্তিতে প্রস্থান কর।"[৫৫৭]

যোহনের সুসমাচারের ১১ অধ্যায়ে রয়েছে, "১ বৈথনিয়ায় একব্যক্তি পীড়িত ছিলেন, তাহার নাম লাসার; তিনি মরিয়ম ও তাঁহার ভগিনী মার্থার গ্রামের লোক। ২ ইনি সেই মরিয়ম, যিনি প্রভুকে সুগন্ধি তৈল মাখাইয়া দেন, এবং আপন কেশ দিয়া তাঁহার চরণ মুছাইয়া দেন; তাঁহারই ভ্রাতা লাসার পীড়িত ছিলেন।... ৫ যিশু মার্থাকে ও তাঁহার ভগিনীকে এবং লাসারকে প্রেম করিতেন।"

যিশুর প্রেমকৃত এই মরিয়মই যিশুকে সুগন্ধি তৈল মাখিয়ে দেন এবং তার নিজের চুল দিয়ে তার পদযুগল মুছে দেন।

যোহনের সুসমাচারের ১৩ অধ্যায়ে রয়েছে, "২১ এই কথা বলিয়া যিশু আত্মাতে উদ্বিগ্ন হইলেন, আর সাক্ষ্য দিয়া কহিলেন, সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমাদের মধ্যে একজন আমাকে সমর্পণ করিবে। ২২ শিষ্যেরা একজন অন্যের দিকে চাহিতে লাগিলেন, স্থির করিতে পারিলেন না, তিনি কাহার বিষয় বলিলেন। ২৩ তখন যিশুর শিষ্যদের একজন, যাঁহাকে যিশু প্রেম করিতেন, তিনি তাঁহার কোলে হেলান দিয়া বসিয়া ছিলেন (there was leaning on Jesus' bosom one of his disciples, whom Jesus loved)। ২৪ তখন শিমোন পিতর তাঁহাকে ইঙ্গিত করিলেন ও কহিলেন, বল, উনি যাহার বিষয় বলিতেছেন, সে কে? ২৫ তাহাতে তিনি সেইরূপ বসিয়া থাকাতে যিশুর বক্ষঃস্থলের দিকে পশ্চাতে হেলিয়া বলিলেন, প্রভু, সে কে? (He then lying on Jesus' breast saith unto him, Lord, who is it?)"।

যিশুর এই শিষ্যের বিষয়ে বাইবেলে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, যিশু তাকে 'প্রেম' করতেন। যোহনলিখিত সুসমাচারের ১৯ অধ্যায়ের ২৬ আয়াতে, ২০ অধ্যায়ের ২ আয়াতে এবং ২১ অধ্যায়ের ৭ ও ২১ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে যিশু উক্ত শিষ্যকে 'প্রেম' করতেন।[৫৫৮]

[৫৫৭]. বিশ্বাস ও অনুতাপ খুবই ভালো বিষয়, কিন্তু সেজন্য একজন নারী একজন যুবক ধর্মগুরুকে চুমু খাবে? নিজের চুল দিয়ে পা মোছাবে? এভাবে ধর্মের নামে বা পাইকারি ক্ষমার নামে নারীদেরকে প্রভাবিত করে কাছে আনার পরে কত রকমের অপরাধে ধর্মগুরু বা পুরোহিতরা জাড়িয়ে পড়েন তা আমাদের অজানা নয়।

[৫৫৮]. এই প্রেমের সাথে উক্ত বসার পদ্ধতির সংযোগ করে খুব খারাপ অর্থ গ্রহণ করার সুযোগ

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

লুকলিখিত সুসমাচারের ৮ অধ্যায়ে রয়েছে, "১ ইহার পরেই তিনি ঘোষণা করিতে করিতে এবং ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিতে করিতে নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিলেন, আর তাঁহার সঙ্গে সেই বারোজন, ২ এবং যাঁহারা দুষ্ট আত্মা কিম্বা রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন, এমন কয়েক জন স্ত্রীলোক ছিলেন, মগ্দলিনি নাম্মী মরিয়ম, যাঁহা হইতে সাতটি ভূত বাহির হইয়াছিল, ৩ যোহানা, যিনি হেরোদের বিষয়াধ্যক্ষ কুষের স্ত্রী, এবং শোশন্না ও অন্য অনেক স্ত্রীলোক ছিলেন; তাঁহারা আপন আপন সম্পত্তি হইতে তাঁহাদের পরিচর্যা করিতেন।"

(উপরের উদ্ধৃতিগুলো থেকে আমরা দেখলাম যে, যিশু ও প্রেরিতগণ মদপানে এত বেশি অভ্যস্ত ছিলেন যে, মানুষেরা তাদেরকে মদ্যপ বলত। এছাড়া আমরা দেখলাম যে, যিশু ও প্রেরিতগণ নারী ও পুরুষদের সাথে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ও ঘনিষ্টভাবে মেলামেশা করতেন। এখন বাইবেলের আলোকে এরূপ আচরণের পরিণাম আলোচনা করব)।

স্পষ্টতই মদ (দ্রাক্ষারস) সকল পাপের জননী এবং ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মন্দ বলে গণ্য। মদ বিভ্রান্তি, অবিশ্বাস, ঈশ্বর-নিন্দা ও ধ্বংসের কারণ। পুণ্যবান ও ধার্মিকগণের জন্য মদপান উচিত নয়। মদপানকারী ভাববাদী হোন আর যেই হোন না কেন মদ তাকে মাতাল করে তার জ্ঞানবুদ্ধি বিলুপ্ত করবেই। আর এজন্যই ঈশ্বর হারোণ ও তাঁর সন্তানদের জন্য সমাগম-তাম্বুতে প্রবেশের সময় মদপান করা নিষিদ্ধ ও অবৈধ বলে ঘোষণা করেছেন। আর এই অবৈধতার বিধান পুরুষানুক্রমে চিরস্থায়ী বিধান বলে ঘোষণা করেছেন।

লেবীয় পুস্তকের ১০ অধ্যায়ে রয়েছে, "৮ পরে সদাপ্রভু হারোণকে কহিলেন, ৯ তোমরা যেন মারা না পড়, এই জন্য যে সময়ে তুমি কিম্বা তোমার পুত্রগণ সমাগম-তাম্বুতে (tabernacle of the congregation) প্রবেশ করিবে, তৎকালে দ্রাক্ষারস কি মদ্য (wine nor strong drink) পান করিও না; ইহা পুরুষানুক্রমে তোমাদের পালনীয় চিরস্থায়ী বিধি।"

আর এজন্যই সদাপ্রভুর দূত (ফিরিশতা) সরা-নিবাসী মানোহ নামক ব্যক্তির স্ত্রীকে গর্ভকালীন সময়ে মদপান করতে এবং অন্য কোনো প্রকারের মাদকদ্রব্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেন; যেন গর্ভস্থ সন্তান পবিত্র ও ধার্মিক হয়। যেন মায়ের পান করা মদের অশুচিতা তার গর্ভস্থ সন্তানকে স্পর্শ না করে। এ বিষয়ে সদাপ্রভুর দূত এই মহিলাকে বিশেষভাবে তাকিদ প্রদান করেন। এ বিষয়ে বিচারকর্তৃগণের বিবরণের ১৩ অধ্যায়ে বলা হয়েছে,

রয়েছে। কোলে হেলান দিয়ে বসা এবং বক্ষঃস্থলের দিকে পশ্চাতে হেলে বসা ইত্যাদি কর্ম থেকে সমকামিতার সাথে জড়িত ব্যক্তিরা নোংরা অর্থ গ্রহণ করতে পারে। গ্রন্থকার পরে এদিকে ইঙ্গিত করবেন।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

"৪ অতএব সাবধান, দ্রাক্ষারস কি সুরা পান করিও না (and drink not wine nor strong drink), এবং কোনো অশুচি বস্তু ভোজন করিও না।... ১৩ সদাপ্রভুর দূত মানোহকে কহিলেন, আমি ঐ স্ত্রীকে যে সমস্ত কথা বলিয়াছি সেই সকল বিষয়ে সে সাবধান থাকুক। ১৪ সে দ্রাক্ষালতাজাত কোনো বস্তু ভোজন করিবে না, দ্রাক্ষারস কি সুরা পান করিবে না, এবং কোনো অশুচি দ্রব্য ভোজন করিবে না; আমি তাহাকে যাহা কিছু আজ্ঞা করিয়াছি, সে তাহা পালন করুক।"

আর এজন্যই যখন প্রভুর দূত (ফিরিশতা) সখরিয়কে (যাকারিয়া ﷺ) যোহন বাপ্তাইজকের (ইয়াইয়া ﷺ) জন্মের সুসংবাদ প্রদান করেন তখন তিনি যোহনের ধার্মিকতার গুণাবলি উল্লেখ করে বলেন যে, তিনি কখনো মদ বা সুরা পান করবেন না। লুকলিখিত সুসমাচারের ১ম অধ্যায়ের ১৫ আয়াত নিম্নরূপ, "কারণ সে প্রভুর সম্মুখে মহান হইবে, এবং দ্রাক্ষারস কি সুরা কিছুই পান করিবে না।"

আর এজন্যই যিশাইয় ভাববাদী মদপানকারীর নিন্দা করেছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে, ভাববাদীগণ ও যাজকগণ মদ ও সুরা পানের কারণে বিভ্রান্ত ও ধর্মচ্যুত হয়েছেন। যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তকের ৫ অধ্যায়ের ২২ আয়াত নিম্নরূপ, "ধিক্ তাহাদিগকে, যাহারা দ্রাক্ষারস পান করিতে শূর, আর সুরা মিশাইতে বলবান (Woe unto them that are mighty to drink wine, and men of strength to mingle strong drink)"।

তাঁর পুস্তকের ২৮ অধ্যায়ের ৭ আয়াত নিম্নরূপ, "কিন্তু ইহারাও দ্রাক্ষারসে ভ্রান্ত ও সুরাপানে টলটলায়মান হইয়াছে; যাজক ও ভাববাদী সুরাপানে ভ্রান্ত হইয়াছে; তাহারা দ্রাক্ষারসে কবলিত ও সুরাপানে টলটলায়মান হয়, তাহারা দর্শনে ভ্রান্ত ও বিচারে বিচলিত হয় (But they also have erred through wine, and through strong drink are out of the way; the priest and the prophet have erred through strong drink, they are swallowed up of wine, they are out of the way through strong drink; they err in vision, they stumble in judgment)।"

এই অধ্যায়ের প্রথম দিকে পাঠক দেখেছেন যে, মদপান করার কারণে নোহ মাতাল হয়ে যান এবং তিনি উলঙ্গ হয়ে পড়েন। অনুরূপভাবে লোট মদপানের ফলে মাতাল হয়ে যান এবং তাঁর নিজ কন্যাদ্বয়ের সাথে এমন কর্মে লিপ্ত হন, যে কর্মে কোনো পাঁড় মাতালও কখনো লিপ্ত হয়েছে বলে শোনা যায় না।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

নিস্তারপর্বের পূর্বে যিশুর মদপান ও মাতলামির বিষয়ে যোহনলিখিত সুসমাচারের ১৩ অধ্যায়ে রয়েছে, "৪ তিনি ভোজ হইতে উঠিলেন, এবং নিজ পোশাকাদি খুলিয়া রাখিলেন আর একখানি গামছা লইয়া লুঙ্গির মতো পরিধান করিলেন।[৫৫৯] ৫ পরে তিনি পাত্রে জল ঢালিলেন ও শিষ্যদের পা ধুইয়া দিতে লাগিলেন, এবং যে গামছা তিনি পরিধান করিয়াছিলেন[৫৬০] তাহা দিয়া মুছাইয়া দিতে লাগিলেন।"

যে সকল পাদরি মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিরুদ্ধে যেভাবে অপ্রাসঙ্গিক আপত্তি ও অভিযোগ উত্থাপন করেন তাদেরকে নির্বাক করতে ইতোপূর্বে উল্লেখিত রসিক সাহিত্যিক আহমাদ ফারিস শিদইয়াক, আল্লাহ তাকে দীর্ঘজীবন দান করুন, এই ঘটনার উল্লেখ করে বলেন, "একথা থেকে মনে হয়, যিশু এ সময়ে এমন মাতাল হয়েছিলেন যে, তিনি কি করছিলেন তা তিনি নিজেই বুঝতে পারছিলেন না। কারণ পা ধোয়ানোর জন্য তো পোশাকাদি খুলে নগ্ন হওয়া লাগে না।"

ঈশ্বরের ভাববাদী ও প্রজ্ঞাময় জ্ঞানী শলোমন তাঁর হিতোপদেশের ২৩ অধ্যায়ে বলেন, "৩১ দ্রাক্ষারসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিও না, যদিও উহা রক্তবর্ণ, যদিও উহা পাত্রে চক্‌মক্‌ করে, যদিও উহা সহজে গলায় নামিয়া যায়; ৩২ অবশেষে উহা সর্পের ন্যায় কামড়ায়, বিষধরের ন্যায় দংশন করে।"

যুবতী বা পরিণত বয়সী নারীদের সাথে পুরুষদের একান্ত সংমিশ্রণও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বিপদজনক বিষয়। বিশেষত এক্ষেত্রে পুরুষ যদি যুবক বা মধ্যবয়সী, অবিবাহিত ও মদ্যপ হন এবং মহিলা যদি ব্যভিচারে অভ্যস্ত হন, যুবকের ভালোবাসার পাত্র হন, তার সাথে সর্বদা একত্রে চলাচল ও রাত্রিযাপন করতে থাকেন এবং নিজের সম্পদ দিয়ে সদাসর্বদা এরূপ যুবকের সেবাযত্ন করতে থাকেন তবে সেক্ষেত্রে ব্যভিচার থেকে আত্মরক্ষার কোনোই আশা থাকে না। পাঠক ইতোপূর্বে ঈশ্বরের প্রথমজাত পুত্র ও ঈশ্বরের মাসীহ দাউদের অবস্থা দেখেছেন। একজন মহিলার প্রতি একবারের দৃষ্টি তাঁকে কোথায় নিয়ে গিয়েছিল! অথচ তিনি ছিলেন বিবাহিত, তাঁর ঘরে ছিল অনেকগুলো সুন্দরী স্ত্রী এবং তাঁর বয়সও ৫০ পার হয়ে গিয়েছিল!

অনুরূপভাবে পাঠক শলোমনের অবস্থাও দেখেছেন। নারীরা কীভাবে তাঁর বুদ্ধি-বিবেক নষ্ট করে ফেলে এবং তাঁকে ধর্মত্যাগী বানিয়ে ফেলে। যুবক

[৫৫৯]. গ্রন্থকার প্রদত্ত আরবি বাইবেলের পাঠের অনুবাদ। ইংরেজিতেও এরূপই বলা হয়েছে: KJV: laid aside his garments; and took a towel, and girded himself. RSV: laid aside his garments; and girded himself with a towel. বাংলা বাইবেলে (কেরি), "উপরের বস্ত্র খুলিয়া রাখিলেন, আর একখানি গামছা লইয়া কটি বন্ধন করিলেন।"

[৫৬০]. গ্রন্থকার প্রদত্ত আরবি পাঠের অনুবাদ। বাংলা বাইবেলে (কেরি), "যে গামছা দ্বারা কটিবন্ধন করিয়াছিলেন।"

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

বয়সে যিনি ছিলেন ঈশ্বরের একজন ধার্মিক ভাববাদী, তিনিই বৃদ্ধ বয়সে ধর্মত্যাগী হয়ে গেলেন।

এভাবে নারীদের সাথে সংমিশ্রণ ও পুরুষের বুদ্ধি বিবেক নষ্ট করায় নারীদের প্রভাবের বিষয়ে শলোমনের তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়। এছাড়া পিতামাতা, ভাইবোনের ও পূর্বপুরুষদের ব্যভিচারের কাহিনীও তাঁর অভিজ্ঞতায় সঞ্চিত হয়। শলোমন ছিলেন উরিয়ের স্ত্রী বৎশেবার সন্তান। নিজের পিতা ও মাতার ব্যভিচারের কাহিনী শলোমন জানতেন। অনুরূপভাবে নিজের বোন তামরের সাথে নিজের ভাই অম্মোনের ব্যভিচারের কথাও তিনি জানতেন। তাঁর পূর্বপুরুষ যিহুদা-পুত্র রুবেন যে তার পিতার স্ত্রীর বিলহার সাথে ব্যভিচার করেছিল তাও তিনি জানতেন। অনুরূপভাবে যিহুদা নিজেও তার পুত্রবধু তামরের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হন। এসব ঘটনা নারী ও ব্যভিচারের বিষয়ে শলোমনের তিক্ত অভিজ্ঞতাকে এমনভাবে জোরদার করেছিল যে, তিনি তাঁর হিতোপদেশে এ বিষয়ে অত্যন্ত কড়াকাড়ি করেছেন।

হিতোপদেশের ৫ অধ্যায়ে তিনি বলেন, "২ নারীর ষড়যন্ত্রে কর্ণপাত করিও না।[৫৬১] ৩ কেননা বেগানা-অনাত্মীয় নারীর (strange woman)[৫৬২] ওষ্ঠ হইতে মধু ক্ষরে, তাহার বাক্য তৈল অপেক্ষাও স্নিগ্ধ; ৪ কিন্তু তাহার শেষ ফল নাগদানার ন্যায় তিক্ত, দ্বিধার খড়্গের ন্যায় তীক্ষ্ণ। ৫ তাহার চরণ মৃত্যুর কাছে নামিয়া যায়, তাহার পদক্ষেপ পাতালে (নরকে : hell) পড়ে। ৬ সে জীবনের সমান পথ পায় না, তাহার পথ সকল চঞ্চল; সে কিছু জানে না। ৭ অতএব বৎসগণ, আমার কথা শুন, আমার মুখের বাক্য হইতে বিমুখ হইওনা।...২০ বৎস, তুমি বেগানা-অনাত্মীয় নারীতে (strange woman)[৫৬৩] কেন মোহিত হইবে? বিজাতীয়ার বক্ষ কেন আলিঙ্গন করিবে?"

এরপর তিনি ৬ অধ্যায়ে বলেন, "২৪ সে তোমাকে রক্ষা করিবে, দুষ্টা স্ত্রী (evil woman) হইতে, বিজাতীয়ার (strange woman) জিহ্বার চাটুবাদ হইতে। ২৫ তুমি হৃদয়ে উহার সৌন্দর্যে লুব্ধ হইও না; উহার আপাঙ্গ-ভঙ্গিতে ধৃত হইও না। ২৬ কেননা ব্যভিচারী নারীর মূল্য এক টুকরা রুটির পরিমাণ।[৫৬৪] পরস্ত্রী (the adulteress/a man's wife) [মনুষ্যের]

[৫৬১]. গ্রন্থকার প্রদত্ত আরবি পাঠের অনুবাদ। বাংলা ও ইংরেজি বাইবেলে এই কথাটুকু নেই।

[৫৬২]. গ্রন্থকার প্রদত্ত আরবি পাঠের অনুবাদ। ইংরেজি কিং জেমস ভার্শনেও 'strange woman' বলা হয়েছে। রিভাইজড স্টান্ডার্ড ভার্শনে 'loose woman' বলা হয়েছে। বাংলায়, 'পরকীয়া স্ত্রী' লেখা হয়েছে।

[৫৬৩]. গ্রন্থকার প্রদত্ত আরবি পাঠের অনুবাদ। ইংরেজি কিং জেমস ভার্শনেও 'strange woman' বলা হয়েছে। রিভাইজড স্টান্ডার্ড ভার্শনে 'loose woman' বলা হয়েছে। বাংলায়, 'পরকীয়া স্ত্রী' লেখা হয়েছে।

[৫৬৪]. গ্রন্থকার প্রদত্ত আরবি পাঠের অনুবাদ। সর্বশেষ ইংরেজি সংস্করণ (RSV)-এও এরূপই বলা

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

মহামূল্য প্রাণ মৃগয়া (শিকার: hunt) করে। ২৭ কেহ যদি বক্ষঃস্থলে অগ্নি রাখে, তবে তাহার বস্ত্র কি পুড়িয়া যাইবে না? ২৮ কেহ যদি জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর দিয়া চলে, তবে তাহার পদতল কি দগ্ধ হইবে না? ২৯ তদ্রূপ যে প্রতিবাসীর স্ত্রীর কাছে গমন করে; যে তাহাকে স্পর্শ করে, সে অদণ্ডিত (নিরপরাধ: innocent) থাকিবে না।"

এরপর ৭ অধ্যায়ে তিনি পরস্ত্রী বা বেগানা রমণীর বিষয়ে বলেন, "২৪ এখন বৎসগণ, আমার বাক্য শুন, আমার মুখের কথায় অবধান কর। ২৫ তোমার চিত্ত উহার (নারীর : her) পথে না যাউক, তুমি উহার (নারীর : her) পথে ভ্রমণ করিও না ২৬ কেননা সে অনেককে আঘাত করিয়া নিপাত করিয়াছে, তাহার নিহত লোকেরা বৃহৎ দল। ২৭ তাহার গৃহ পাতালের (নরকের : hell) পথ, যে পথ মৃত্যুর অন্তঃপুরে নামিয়া যায়।"

এরপর ২৩ অধ্যায়ে তিনি বলেন, "৩৩ তোমার চক্ষু পরকীয়া স্ত্রীদিগকে (strange women) দেখিবে, তোমার চিত্ত কুটিল কথা কহিবে; ৩৪ তুমি তাহার তুল্য হইবে, যে সমুদ্রের মধ্যস্থলে শয়ন করে, যে মাস্তুলের উপরে শয়ন করে।"

কিশোর বা যুবকদের একান্ত সংমিশ্রণও নৈতিক ও চারিত্রিক পদস্খলনের জন্য খুবই আশঙ্কাজনক বিষয়। অনেক সময় তা পুরুষ-মহিলার সংমিশ্রণের চেয়েও খারাপ ফল বহন করে। উপরের বিষয়গুলোর আলোকে আমি নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আমরা দেখেছি যে, যিশু মদপান করতেন। তিনি এমনভাবে মদপান করতেন যে, তাঁর সমসাময়িক মানুষেরা তাঁকে পেটুক ও মদ্যপ বলত। পাশাপাশি তিনি ছিলেন অবিবাহিত যুবক। আমরা দেখেছি যে, মরিয়ম অশ্লীলতায় অভ্যস্ত নারী ছিলেন। তার পাপ ও অশ্লীলতা ছিল সুপরিচিত ও প্রসিদ্ধ। এরূপ একজন মহিলা যখন তার চোখের পানি দিয়ে যিশুর মতো মদপানে অভ্যস্ত অবিবাহিত যুবকের পদযুগল ভিজিয়ে দিচ্ছিল, অনবরত তাঁর পদচুম্বন করেই যাচ্ছিল এবং তার মাথার চুল দিয়ে তাঁর পদযুগল মুছিয়ে দিচ্ছিল, তখন তিনি কীভাবে তাঁর পূর্বপুরুষদের পদস্খলন ও উপদেশের কথা ভুলে গেলেন? তাঁর পূর্বপুরুষ যিহুদা, দাউদ ও শলোমনের কথা তাঁর মনে পড়ল না? কীভাবে তিনি নারীদের বিষয়ে শলোমনের উপদেশাবলি ভুলে গেলেন? তিনি কীভাবে ভুলে গেলেন যে, এই নারীর মূল্য এক টুকরো রুটির

হয়েছে, 'For a harlot may be hired for a loaf of bread'. পূর্বতন ইংরেজি সংস্করণ (KJV)-এ বলা হয়েছে, 'For by means of a whorish woman a man is brought to a piece of bread'। বাংলা বাইবেলের (কেরি) অনুবাদ, "কেননা বারঙ্গনা (whorish woman) দ্বারা অন্নাভাব ঘটে।"

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

সমতূল্য? তিনি কীভাবে ভুলে গেলেন যে, যে তাঁকে স্পর্শ করে সে অদণ্ডিত বা নিরপরাধ থাকতে পারে না, যেমন কেউ বক্ষঃস্থলে অগ্নি রাখলে তার বস্ত্র না পুড়ে পারে না এবং কেউ জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর দিয়ে চললে তার পদতল দগ্ধ না হয়ে পারে না?

তাহলে কীভাবে তিনি এই স্ত্রীকে এভাবে তাঁকে স্পর্শ করতে দিলেন যাতে শেষ পর্যন্ত ফরিশি এসে আপত্তি করল? কীভাবে চিন্তা করা যায় যে, যিশু নিজের কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য ও নারীর প্রতি নিজের আকর্ষণ মেটানোর জন্য এরূপ করেননি? একজন অবিবাহিত অনাত্মীয় যুবককে অনবরত চুমু খাওয়া এবং তার পদযুগল নিজের চুল দিয়ে মুছে দেওয়া কতবড় পুণ্যের কাজ যে তার বিনিময়ে এই পাপী মহিলাকে ক্ষমা করে দেওয়া হল? এই কি ন্যায়বিচার ঈশ্বরের পবিত্র মহান সত্তার প্রজ্ঞার প্রকাশ? এরূপ করাই কি ঈশ্বরের জন্য সমীচীন?

এজন্যই রসিক সাহিত্যিক ও সমালোচক আহমাদ ফারিস শিদইয়াক বলেন, "এই মরিয়ম তখন ছিলেন একজন সুপরিচিতা বেশ্যা, যাকে সবাই ইচ্ছা করলে ভোগ করতে পারত। এখন কল্পনা করুন। একজন সুপরিচিতা বেশ্যা, যে ইতোপূর্বে গোপনে বা প্রকাশ্যে অনুতাপ করেনি, তওবা করেনি বা তার পাপের পথ থেকে ফিরে আসেনি। এরূপ একজন বেশ্যাকে একজন খ্রিস্টান পাদরি বা বিশপ অনুমতি দিলেন যে, তিনি যখন তার কোনো বন্ধুর বাড়িতে অতিথি হবেন তখন সে উপস্থিত সকলের সামনে তাঁর পদযুগল ধুইয়ে দেবে। বিষয়টি কি খুব মানানসই হবে?"

যিশু মরিয়মকে ভালোবাসতেন বা প্রেম করতেন। এই প্রেমকৃত রমণী ও অন্যান্য অনেক নারীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি পথেপথে চলতেন ও রাত্রিযাপন করতেন। এ সকল রমণী তাদের সম্পদ দিয়ে তাঁর সেবাযত্ন করত। তাহলে কীভাবে কল্পনা করা যায় যে, এরূপ অবাধ সংমিশ্রণ, চলাচল ও রাত্রিযাপনের পরেও যিশু ও তাঁর প্রেরিতদের পদস্খলন হয়নি? যেভাবে পদস্খলন ঘটেছিল রুবেনের, ফলে তিনি তার পিতার স্ত্রী বিলহার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিলেন, পদস্খলন ঘটেছিল যিহুদার, ফলে তিনি পুত্রবধুর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিলেন এবং পদস্খলন ঘটেছিল দাউদের, ফলে তিনি উরিয়ের স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিলেন।

এজন্য পূর্বোক্ত রসিক সমালোচক আহমাদ ফারিস শিদইয়াক বলেন, "এর চেয়েও অদ্ভুত বিষয় যা লুক উল্লেখ করেছেন। লুক উল্লেখ করেছেন যে, যিশু ও তাঁর শিষ্যগণ তাদের সাথে মরিয়ম ও অন্য কয়েকজন নারীকে নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন। আর ব্যভিচার ও পাপের বিষয়ে মরিয়মের

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

প্রসিদ্ধি ছিল সুপরিচিত। আপনি জানেন যে, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে, এবং বিশেষকরে গ্রামাঞ্চলে, মানুষেরা আলাদা আলাদা ঘরে পৃথকভাবে শয়ন করতে সক্ষম হন না বা এরূপ ব্যবস্থা বা প্রচলন নেই। এজন্য একথা নিশ্চিত যে ঈশ্বরের এ সকল সাধু পুরুষেরা ঈশ্বরের এ সকল সাধু রমণীদের সাথে একই ঘরে শয়ন করতেন এবং রাত্রি যাপন করতেন।"

এক্ষেত্রে প্রেরিতগণের পদস্খলনের আশঙ্কা অধিকতর। কারণ খ্রিস্টান পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন যে, যিশুর ঊর্ধ্বারোহণের পূর্বে তারা বিশ্বাসের পূর্ণতা লাভ করতে পারেননি। কাজেই তারা এ সময়ে ব্যভিচার থেকে মুক্ত ছিলেন বলে ধারণা করা যায় না। পরবর্তী যুগের খ্রিস্টান সাধু, পাদরি ও বিশপগণের অবস্থা দেখলেই তা বোঝা যায়। ক্যাথলিক বিশপ, পুরোহিত (Deacons), কার্ডিনাল ও পাদরিগণের অনেকেই বিবাহ করতেন না। তারা দাবি করতেন যে, অবিবাহিত থাকা জীবনকে পবিত্র ও যৌনতার কলুষমুক্ত রাখার অপরিহার্য অংশ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা যা করতেন তা সর্বপ্রকার পাপের সুযোগপ্রাপ্ত ধনী বিলাসী পাপাচারীরাও করেন না। প্রকৃতপক্ষে তাদের গীর্জাগুলো বেশ্যালয়ের মতোই ব্যভিচারের কারখানায় পরিণত হয়েছিল।

প্রটেস্ট্যান্ট আরব ধর্মগুরু ইসহাক বরদকান সংকলিত 'আস-সালাসা আশারাতা রিসালা' (পুস্তিকা ত্রয়োদশ) গ্রন্থের ১৪৪ ও ১৪৫ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় পুস্তিকার মধ্যে বলা হয়েছে, "সাধু বার্নার্ডোস (St. Bernard of Clairvaux, d. 1153) বলেন, তারা চার্চ থেকে পবিত্র ও সম্মানিত বিবাহ ও পাপমুক্ত শয়নকে বের করে দিয়েছে। আর এর ফলে তারা চার্চকে ব্যভিচার, সমকামিতা, মাতা ও ভগ্নিগণের সাথে যৌনতা এবং সকল প্রকার অশ্লীলতা ও নোংরামি দিয়ে ভরে ফেলেছে।"

পর্তুগালের সালভা অঞ্চলের বিশপ আলফারোয বিলাগিয়াস ১৩০০ খ্রিস্টাব্দে বলেছেন, "হায়! যদি যাজকগণ অবিবাহিতভাবে পবিত্র থাকার প্রতিজ্ঞা না করত তবে কতই না ভালো হত!! বিশেষত স্পেনের যাজকগণ। কারণ সে দেশে জনগণের বৈধ সন্তানের সংখ্যা যাজকদের অবৈধ সন্তানদের চেয়ে সংখ্যায় তেমন বেশি হবে না!!"

পঞ্চদশ শতকে অস্ট্রিয়ার সালযবুর্গের বিশপ যোহন লিখেছেন যে, "তিনি খুব কম যাজককেই পেয়েছেন, যারা মেয়েদের সাথে ভয়ঙ্করভাবে অশ্লীলতায় অভ্যস্ত নয়। আর সন্ন্যাসিনীদের ধর্মাশ্রম বা মঠগুলো তো ব্যভিচারের জন্য নির্ধারিত বেশ্যালয়ের চেয়েও অপবিত্র।"

এ সকল বিশপ, কার্ডিনাল ও পুরোহিতদের নিষ্পাপতা ও পবিত্রতার বিষয়ে প্রাচীন খ্রিস্টান ধর্মগুরুগণের এ সকল বক্তব্যই যথেষ্ট। কাজেই এর

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

চেয়ে বেশি আর বলার দরকার নেই। বরং আমার মন্তব্য যে, এদের অবস্থা ভারতীয় ভণ্ড হিন্দু সন্ন্যাসীদের মতোই। এরা বিবাহকে তাদের সন্ন্যাসব্রত ও সাধনার জন্য বড় বাধা ও কঠিন অন্যায় বলে দাবি করেন। কিন্তু যৌনতা, ব্যভিচার ও অনাচারের ক্ষেত্রে তারা যত ভয়ঙ্কর পর্যায়ে যায়, ততদূর ধনী, বিলাসী ও পাপাচারী মানুষেরা যেতে পারে না।

এ প্রসঙ্গে আমার একটি গল্প মনে পড়ল। একজন পথিক ভারতের একগ্রামে যাচ্ছিলেন। গ্রামের নিকট গিয়ে তিনি এক যুবতী মেয়েকে গ্রাম থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেন। তিনি বলেন, মেয়ে, তুমি কি এ গ্রামের মেয়ে না এ গ্রামের বধূ? ঐ যুবতী পথিককে উত্তরে বলে, আমি এই গ্রামের মেয়ে, তবে খাহেশ মেটানোয় আমি এ গ্রামের বধূদের চেয়ে ভালো। স্বপ্নে তারা যা না পায় আমি তাও পাই!

এভাবেই বিবাহিতদের চেয়েও এ সকল অবিবাহিতের ভাগ্য অনেক প্রশস্ত। নাস্তিক বা খ্রিস্টধর্ম বিরোধী কেউ বলতে পারেন যে, যিশু ও তাঁর প্রেরিতগণ এ সকল মহিলার মাধ্যমে তাদের বিবাহের প্রয়োজন মিটিয়ে নিয়েছেন। এজন্য যিশুর বিবাহের প্রয়োজন হয়নি এবং প্রেরিতগণের বিবাহ বা বহুবিবাহের প্রয়োজন হয়নি। ঠিক যেভাবে ক্যাথলিক বিশপ ও পুরোহিতগণের বিবাহের প্রয়োজন হয় না এবং ভারতীয় সন্ন্যাসীদেরও বিবাহের প্রয়োজন হয় না।

অনুরূপভাবে যারা সমকামিতার পাপ সর্ম্পকে খোঁজখবর রাখেন তাদের দৃষ্টিতে যিশুর সাথে তাঁর প্রেমকৃত শিষ্যের আচরণ আপত্তিজনক। আমরা দেখেছি যে, সুসমাচার লেখক যোহন যিশুর প্রেমকৃত শিষ্যের বিষয়ে লিখেছেন, "তিনি যিশুর বক্ষঃস্থলের দিকে পশ্চাতে হেলিয়া বলিলেন, প্রভু, সে কে? (He then lying on Jesus' breast saith unto him, Lord, who is it?)"

একথার উপর মন্তব্য করে রসিক সমালোচক আহমাদ ফারিস শিদইয়াক বলেন, "ঠিক যেভাবে রমণী তার প্রেমিককে আদর করে তার থেকে কিছু আদায় করার চেষ্টা করে।"

সুপ্রিয় পাঠক, এখানে এই পঞ্চম বিষয়ের আলোচনায় আমি যাকিছু লিখেছি, সবই তর্কের খাতিরে লিখেছি। খ্রিস্টান পাদরিগণের ধর্মীয় উগ্রতা, পরধর্ম অসহিষ্ণুতা ও পরধর্মের প্রতি বিষোদ্গারের প্রকৃতি ধরিয়ে দিতেই আমি এগুলো লিখেছি। আমি যিশু ও তাঁর সম্মানিত প্রেরিতদের বিষয়ে কখনোই এরূপ বিশ্বাস করি না। আমি এই গ্রন্থের ভূমিকায় এবং অন্যান্য স্থানে একথা উল্লেখ করেছি।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

ষষ্ঠ বিষয়ঃ

ব্যক্তিগত শপথ ও শপথ ভঙ্গের ইসলামি বিধান

মারিয়া কিবতিয়াকে[৫৬৫] হারাম[৫৬৬] করার বিষয়টি শপথ ও শপথ থেকে বিমুক্ত হওয়ার[৫৬৭] বিষয়ে ইসলামি নির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾

"আল্লাহ তোমাদের শপথ হতে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করেছেন।"[৫৬৮] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে জালালাইনে বলা হয়েছে, "স্ত্রী বা দাসী-স্ত্রীকে হারাম ঘোষণা করাও শপথের অন্তর্ভুক্ত।" মারিয়া কিবতিয়ার ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, "আমি মারিয়াকে আমার জন্য হারাম করলাম।"[৫৬৯] এই কথাটি এই প্রকারের একটি ব্যক্তিগত শপথ।

সপ্তম বিষয়ঃ

বাইবেলের আলোকে ঈশ্বর ও ভাববাদীগণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও

[৫৬৫]. হিজরি ৬ সালে হুদাইবিয়ার সন্ধির পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ রোম, পারস্য, বাহরাইন, মিসর, ইথিওপিয়া ইত্যাদি দেশের শাসকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পত্র লিখেন। মিসরের আলেকজান্দ্রিয়ার রোমান শাসনকর্তা মুকাওকিস তাঁর পত্র অত্যন্ত সম্মানের সাথে গ্রহণ করেন এবং তাঁর জন্য কিছু উপঢৌকন প্রেরণ করেন। এর মধ্যে ছিলেন 'মারিয়া' নাম্মী একজন দাসী। ৭ম হিজরি সালে এই হাদিয়া লাভের পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ মারিয়াকে দাসী-স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন। ৮ হিজরির যুলহাজ্জ মাসে তাঁর গর্ভে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পুত্র ইবরাহীম জন্মগ্রহণ করেন। প্রায় ১৮/২০ মাস পরে ১০ হিজরিতে ইবরাহীম ইন্তিকাল করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের প্রায় ৫ বছর পরে খলীফা উমারের সময়ে ১৬ হিজরিতে মারিয়া ইন্তিকাল করেন। বাকি গোরস্তানে তাঁকে দাফন করা হয়।

[৫৬৬]. সূরা তাহরীমের ১ম আয়াতে আল্লাহ বলেন, "হে নবী, আল্লাহ আপনার জন্য যা বৈধ করেছেন আপনি তা নিষিদ্ধ করছেন কেন? আপনি আপনার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাচ্ছেন"। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় দুটি মত মুফাস্সিরগণ উল্লেখ করেছেন। কোনো কোনো তাবিয়ি মুফাস্সির এখানে মারিয়া কিবতিয়ার ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। তাফসীরে জালালাইনে এই মতটিই গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু এই মতটি কোনো বিশুদ্ধ অবিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণিত হয়নি। পক্ষান্তরে সহীহ বুখারি, সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য সকল হাদীস গ্রন্থে সংকলিত হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কয়েকজন স্ত্রীর কথায় তিনি আর কখনো মধু খাবেন না বলে শপথ করেন। তখন আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করেন।

[৫৬৭]. কোনো শপথ যদি ব্যক্তিগত হয় এবং এর সাথে অন্য কারো অধিকার নষ্টের বিষয় সংযুক্ত না থাকে, তবে সেই শপথ থেকে বিমুক্ত হওয়ার জন্য ইসলামে ব্যবস্থা রয়েছে।

[৫৬৮]. সূরা: (৬৬) তাহরীম, ২ আয়াত।

[৫৬৯]. ঘটনাটি তাবারানি উল্লেখ করেছেন। তার সূত্রে ইবন কাসীর উল্লেখ করে বলেন, 'এর সনদে আপত্তি রয়েছে'। সনদের রাবি ইসমায়ীল বাজালি দুর্বল এবং দাহ্হাক ও ইবন আব্বাস ﷺ-এর মাঝে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। -সম্পাদক

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

পরিবর্তন

যদি কোনো ভাববাদী বলেন যে, আমি অমুক কাজ করব না। এরপর কাজটি মূলত বৈধ হওয়ার কারণে, অথবা ঈশ্বরের পক্ষ থেকে নির্দেশের কারণে যদি তিনি সেই কর্ম করেন, তবে তাঁকে পাপী বা অপরাধী বলা যায় না। বরং দ্বিতীয় অবস্থায় তিনি কাজটি না করলেই তাঁকে অবশ্যই ঈশ্বরের নির্দেশ লঙ্ঘন করার কারণে অবাধ্য ও অপরাধী বলতে হবে। ভাববাদীগণ তো দূরের কথা, স্বয়ং সদাপ্রভু ঈশ্বরই অনেক ক্ষেত্রে এরূপ করেছেন বলে খ্রিস্টানদের পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়ম থেকে জানা যায়। এ বিষয়ক অনেক উদাহরণ তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশে উল্লেখ করেছি। এছাড়া পঞ্চম অধ্যায়ের চতুর্থ পরিচ্ছেদে ৫ম বিভ্রান্তির উত্তরেও এ জাতীয় অনেক উদাহরণ উল্লেখ করেছি। এগুলোর পুনরাবৃত্তি বা নতুন উদাহরণ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

নতুন নিয়ম থেকে জানা যায় যে যিশুও এরূপ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতেন। মথিলিখিত সুসমাচারের ১৫ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন কনানীয় স্ত্রীলোক এসে যিশুর কাছে তার ভূতগ্রস্ত কন্যাকে ভূতমুক্ত করার জন্য দয়া প্রার্থনা করে। যিশু তাকে দয়া করতে অস্বীকার করেন। পরে মহিলার কথায় সন্তুষ্ট হয়ে যিশু তার পূর্বের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে তার কন্যার জন্য আশীর্বাদ করেন; ফলে কন্যা সুস্থ হয়ে যায়।[৫৭০]

যোহনলিখিত সুসমাচারের ২ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গালিলের কান্না নগরে এক বিবাহের অনুষ্ঠানে যিশুর মাতা তাঁকে অনুরোধ করেন জলকে দ্রাক্ষারসে পরিণত করতে। যিশু প্রথমে অস্বীকার করে তাঁর মাতাকে বলেন, "হে নারী, আমার সঙ্গে তোমার বিষয় কি? আমার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই।" পরে তিনি কয়েক জালা জল দ্রাক্ষারসে রূপান্তরিত করেন।[৫৭১]

অষ্টম বিষয়:

আল্লাহর প্রিয়গণের জন্য বিশেষ বিধান

বাইবেলের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, আল্লাহর প্রিয় ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহ বিশেষ কিছু বিধান দিতে পারেন, যা সাধারণ বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এজন্য আমরা দেখি যে, সমাগম-তাম্বুর বিষয়ে হারোণের সন্তানদেরকে সদাপ্রভু অনেক বিশেষ বিধান প্রদান করেছেন, যেগুলো অন্যান্য ইস্রায়েলীয়র ক্ষেত্রে তো দূরের কথা, লেবির অন্যান্য

[৫৭০]. মথি ১৫/২১-২৮।
[৫৭১]. যোহন ২/১-১১।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

সন্তানদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য নয়।

বাইবেলীয় ঈশ্বরপুত্র ও ভাববাদীগণের কর্মের সাথে মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তিগুলোর তুলনা

সম্মানিত পাঠক, উপরের আটটি বিষয় থেকে মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিরুদ্ধে পাদরিগণের উত্থাপিত নারী বিষয়ক পাঁচটি অভিযোগেরই উত্তর আপনি জেনে গিয়েছেন। তবে এ সকল পরমত অসহিষ্ণু উগ্র ও ধর্মান্ধ পাদরিদের বিচারবুদ্ধি দেখে আমি সত্যই হতবাক হয়ে যায়। তারা যদি অন্যের ধর্মে এমন কিছু দেখতে পান যা তাদের বিবেকবুদ্ধি অনুসারে ভালো বলে গণ্য নয়, তবে তারা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলে দেন যে, মহাপবিত্র মহাজ্ঞানী ঈশ্বর কখনো এরূপ বিধান দিতে পারেন না বা এরূপ বিধান বা এই বিষয় কখনো ঈশ্বরের পবিত্র ও প্রজ্ঞাময় সত্তার পক্ষ থেকে হতে পারে না। অথবা তারা বলেন, এরূপ কর্ম কখনো কোনো ভাববাদী বা নবীর দ্বারা হতে পারে না বা তা ভাববাদীর মর্যাদার সাথে সাংঘর্ষিক। কিন্তু যদি তাদের ধর্মে এর চেয়েও জঘন্য কোনো কিছু থাকে তবে তা তাঁদের মতে সন্দেহাতীতভাবে ঈশ্বরের বাক্য, মহাপ্রজ্ঞাময় মহাপবিত্র ঈশ্বরের নির্দেশ এবং ভাববাদীর মর্যাদার জন্য খুবই সমীচীন বলে গণ্য।

এজন্যই তাঁদের মতে নিম্নের বিষয়গুলো সবই মহাপবিত্র মহাপ্রজ্ঞাময় ঈশ্বরের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত এবং ভাববাদীগণের মর্যাদার সাথে খুবই সুসমঞ্জস বলে বিবেচিত।

(১) সদাপ্রভু ঈশ্বর যিহিষ্কেল ভাববাদীকে নির্দেশ প্রদান করলেন যে, তিনি তাঁর বাম পার্শ্বের উপর ৩৯০ দিন শুয়ে থাকবেন এবং ইস্রয়েলীয়দের পাপের কষ্ট বহন করবেন। অতঃপর তিনি ডান পার্শ্বের উপর ৪০ দিন শুয়ে থাকবেন এবং যিহুদীয়দের পাপ বহন করবেন।[৫৭২]

(২) তিনি তাঁকে আরো নির্দেশ দিলেন যে, দীর্ঘ ৩৯০ দিন তিনি মানুষের মলদ্বারা পিঠা তৈরি করে তা ভক্ষণ করবেন।[৫৭৩]

(৩) সদাপ্রভু ঈশ্বর যিশাইয় ভাববাদীকে নির্দেশ দিলেন যে, তিনি সজ্ঞানে সচেতন অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও তিন বছর যাবত নিজের গুপ্তাঙ্গ সম্পূর্ণ অনাবৃত করে বিবস্ত্র-উলঙ্গ থাকবেন এবং এভাবেই তিনি নারী ও পুরুষদের মধ্যে চলাফেরা ও ভ্রমণ করবেন।[৫৭৪]

(৪) সদাপ্রভু ঈশ্বর হোশেয় ভাববাদীকে নির্দেশ দিলেন একজন

[৫৭২]. যিহিষ্কেল ৪/৪-১২।
[৫৭৩]. যিহিষ্কেল ৪/৪-১২।
[৫৭৪]. যিশাইয় ২০/২-৪।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

বেশ্যা-ব্যভিচারিণী মেয়েকে বিবাহ করার এবং ব্যভিচারের সন্তানসন্ততি গ্রহণ করার।[৫৭৫]

(৫) সদাপ্রভু ঈশ্বর এই ভাববাদীকেই আরো নির্দেশ দেন এমন একজন ব্যভিচারিণী মেয়ের সাথে প্রেম করতে, যার স্বামী আছে এবং স্বামী তাকে ভালোবাসে, কিন্তু মেয়েটি ব্যভিচারিণী।[৫৭৬]

খ্রিস্টান পাদরিগণের মতে এগুলো সবই মহাপবিত্র মহাপ্রজ্ঞাময় ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বরের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত ঐশ্বরিক নির্দেশ এবং এ সকল মহান ভাববাদীর ভাববাদিত্বের মর্যাদার সাথে অত্যন্ত সুসমঞ্জস ও যৌক্তিক! তবে স্বামী কর্তৃক যাইনাবকে তালাক প্রদান এবং তালাক পরবর্তী ইদ্দত বা অপেক্ষাকাল শেষ হওয়ার পর তাঁকে বিবাহ করার বিষয়ে মুহাম্মাদ ﷺ-কে নির্দেশ দেওয়া কখনোই ঈশ্বরের পক্ষ থেকে হতে পারে না এবং তা মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুয়াতের মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে না!!

অনুরূপভাবে পাদরি মহোদয়গণের মতে নিম্নের কোনো কর্মের জন্যই ঈশ্বরের পুত্রদের পুত্রত্ব বা ভাববাদীগণের ভাববাদিত্ব নষ্ট হয়নি।

(১) তোরাহের সুস্পষ্ট বাণী অনুসারে যাকোব ঈশ্বরের প্রথমজাত পুত্র।[৫৭৭] মামাতো বোন রাহেলকে প্রেম করায়, তাকে বিবাহ করার উদগ্র বাসনায় ১৪টি বছর তার পিতার সেবা করায়, একত্রে ৪টি স্ত্রী গ্রহণ করায় এবং দুইবোনকে একত্রে বিবাহ করার কারণে তাঁর ভাববাদিত্বের মর্যাদা ক্ষুণ্ন বা নষ্ট হয়নি বা তিনি ভাববাদিত্ব হারাননি।[৫৭৮]

(২) গীতসংহিতার সুস্পষ্ট বাণী অনুসারে দাউদ ঈশ্বরের আরেকজন প্রথমজাত পুত্র।[৫৭৯] উরিয়ের স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারের পূর্বেই একত্রে বহুস্ত্রীকে বিবাহ করায় এবং স্ত্রীগণের পাশাপাশি বহু সংখ্যক উপপত্নী গ্রহণ করায় তিনি ভাববাদিত্ব হারাননি বা তাঁর ভাববাদিত্বের মর্যাদা একটুও ক্ষুণ্ন হয়নি। বরং এ সকল পত্নী ও উপপত্নী ঈশ্বরের সন্তুষ্টির দান ও উপহার বলে গণ্য হল। এতগুলো পত্নী ও উপপত্নী গ্রহণের ফলে দাউদের মর্যাদা এত বাড়ল যে, স্বয়ং ঈশ্বর তাঁকে বললেন, "যদি এগুলি অল্প হয় তবে আমি এ সকল স্ত্রীর মতো আরো স্ত্রী, এদের মতো আরো স্ত্রী তোমাকে বৃদ্ধি করে দেব"। ঈশ্বর কোনোভাবে বহুপত্নী গ্রহণের জন্য তাঁকে তিরস্কার করলেন না। কেবলমাত্র উরিয়ের স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ায় ও উরিয়কে ষড়যন্ত্র

[৫৭৫]. হোশেয় ১/২-৩।
[৫৭৬]. হোশেয় ৩/১।
[৫৭৭]. যাত্রাপুস্তক ৪/২২।
[৫৭৮]. আদিপুস্তক ২৯/১৫-১৩।
[৫৭৯]. গীতসংহিতা ৮৮/২৭।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

করে হত্যা করে উক্ত স্ত্রীকে গ্রহণ করায় তিনি দাউদকে তিরস্কার করলেন।[৫৮০]

(৩) পবিত্র বাইবেলের সাক্ষ্য অনুসারে ঈশ্বরের আরেক পুত্র শলোমন।[৫৮১] এক হাজার পত্নী ও উপপত্নী গ্রহণ করায় এবং শেষ জীবনে ধর্মত্যাগ করে ঈশ্বর-নিন্দা ও প্রতিমাপূজায় লিপ্ত হওয়ায় তাঁর ভাববাদিত্বের মর্যাদা (এবং ঈশ্বরের পুত্র হওয়ার মর্যাদা) একটুও ক্ষুণ্ন হল না বা তিনি ভাববাদিত্ব হারালেন না। বরং তাঁর ভাববাদিত্ব চিরস্বীকৃত এবং তাঁর রচিত তিনটি পুস্তক: হিতোপদেশ, উপদেশক ও পরমগীত ঐশ্বরিক পুস্তক ও ঈশ্বরের বাণী হিসেবে চিরস্থায়ী মর্যাদা লাভ করল।

(৪) লোট তাঁর কন্যাদ্বয়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলেন, কিন্তু তাতে তাঁর ভাববাদিত্বের মর্যাদা নষ্ট হল না।

(৫) ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র ও তাঁর মহান শিষ্যগণ পাপী, দুশ্চরিত্রা ও বেশ্যা নারীকে প্রেম করলেন, আবার কোনো কোনো শিষ্যকেও প্রেম করলেন, এরূপ নারীদেরকে সাথে নিয়ে একত্রে দেশেদেশে ঘুরে বেড়ালেন এবং রাত্রিযাপন করলেন, কিন্তু এজন্য তাঁদের ভাববাদিত্বের মর্যাদা নষ্ট হল না। এমনকি মদপান করে, যুবক বয়সে এভাবে প্রেমিক-প্রেমিকাদের সাথে ঘনিষ্ট মেলামেশা ও সংমিশ্রণের জন্য তাঁদেরকে কোনো অভিযোগও করা হল না!

এত কিছুর পরেও এ সকল ভাববাদীর ভাববাদিত্ব নষ্ট হল না এবং তাঁরা ভাববাদিত্ব হারালেন না! কিন্তু বহুস্ত্রী গ্রহণ করার কারণে, যাইদের পরিত্যাক্তা স্ত্রীকে শরীআতসম্মতভাবে বিবাহ করার কারণে এবং তাঁর বৈধ দাসী-স্ত্রীকে হারাম করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরে তা পরিবর্তন করার কারণে মুহাম্মাদ ﷺ ভাববাদী হওয়ার যোগ্যতা হারালেন!!

পাদরি মহোদয়গণের এরূপ বিবেচনার কারণ খুঁজতে গিয়ে কয়েকটি সম্ভাবনার কথা আমার মনে পড়ে। সম্ভবত পাদরি মহোদয়গণ মনে করেন যে, মুসলিমদের ঈশ্বর অকৃত্রিমভাবে এক। কোনো দিক থেকে তাঁর সত্তার মধ্যে সংখ্যাধিক্যের কোনো সুযোগ নেয়। যৌক্তিক বা গাণিতিক দিক থেকে এখানে কোনো গোঁজামিল নেই। কাজেই এই ঈশ্বরের পক্ষে কোনো অযৌক্তিক বা অসমীচীন কাজ করা সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে পাদরি মহোদয়দের ঈশ্বর এক হলেও তাঁর একের মধ্যে রয়েছে পরিপূর্ণ তিনজন ঈশ্বর। ঈশ্বরসত্তার তিনব্যক্তির প্রত্যেক ব্যক্তিই সকল ঐশ্বরিক গুণাবলির পরিপূর্ণতায় ভূষিত এবং একে অপরের থেকে পরিপূর্ণভাবে এবং প্রকৃতভাবে স্বতন্ত্র। এই পরিপূর্ণভাবে স্বতন্ত্র পরিপূর্ণ ঐশ্বরিক গুণাবলির অধিকারী সম্পূর্ণ পৃথক

[৫৮০]. তবে তিরস্কারেই শেষ, এজন্য ভাবাদিত্বের মর্যাদ নষ্ট হল না বা ঈশ্বরের প্রথমজাত পুত্র হওয়ার মর্যাদাও ক্ষুণ্ন হল না। বরং দাউদের রচিত গ্রন্থ ঈশ্বরের বাণী হিসেবেই মর্যাদা পেল।

[৫৮১]. ২ শমুয়েল ৭/১৪।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

তিনব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত এক ঈশ্বরের পক্ষে অশোভন বা অশালীন কাজ করায় কোনো অসুবিধা নেই। (মূল ঐশ্বরিক সত্তাই যেহেতু অযৌক্তিকতার সমন্বয়, সেহেতু তাঁর জন্য অযৌক্তিক কাজ করাতে অসুবিধা নেই)।

প্রকৃত স্বাতন্ত্র্যর অর্থই সংখ্যাধিক্য। পাদরিগণ যদিও সংখ্যাধিক্য স্বীকার করেন না, তবে তিনজন ঐশ্বরিক ব্যক্তি একে অপরের থেকে প্রকৃতভাবে স্বতন্ত্র বলে দাবি করেন। চতুর্থ অধ্যায়ে পাঠক এ বিষয়ে জেনেছেন। এজন্য হয়তবা পাদরিগণ বিশ্বাস করেন যে, মুসলিমদের ঈশ্বরের চেয়ে খ্রিস্টানদের ঈশ্বর অধিক শক্তিশালী। কারণ একের চেয়ে তিন তো অধিক, কাজেই তিনজন পরিপূর্ণ ঈশ্বরের সমন্বয়ে গঠিত ঈশ্বর অবশ্যই একক ব্যক্তিত্ব ও সত্তার অধিকারী ঈশ্বরের চেয়ে অধিক শক্তিশালী।

অথবা তারা হয়ত মনে করেন যে, খ্রিস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে ভাববাদী হওয়ার জন্য নিষ্পাপ হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। প্রতিমাপূজা, প্রতিমার জন্য উৎসর্গ, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যাকথা বলা, ঈশ্বরের নামে মিথ্যা বলা, ঈশ্বরের ভাববাণী প্রচারের নামে মিথ্যা বলা ইত্যাদি সকল প্রকার পাপাই ভাববাদীদের পক্ষে করা সম্ভব। এগুলোর কারণে ভাববাদিত্ব নষ্ট হয় না। কিন্তু মুসলিমদের ভাববাদীর তো এরূপ হওয়া সম্ভব নয়, এজন্য মুসলিমদের ভাববাদীর ক্ষেত্রে তারা অতিরিক্ত সঙ্কীর্ণতা ও কঠোরতা অবলম্বন করেন।

অথবা হয়ত তারা মনে করেন যে, যাকোব, দাউদ, শলোমন এবং যিশু ছিলেন ঈশ্বরের পুত্র। কাজেই তাঁদের অধিকার ছিল তাঁদের পিতার রাজত্বে যা ইচ্ছা তাই করবেন। পক্ষান্তরে মুহাম্মাদ ﷺ ঈশ্বরের একজন বান্দা এবং একজন বান্দার পুত্র। কাজেই তিনি তো তাঁর প্রভুর রাজত্বে যা ইচ্ছা তা করতে পারেন না।

এরূপ নোংরা চিন্তা, পরধর্ম বিদ্বেষ ও অন্ধ গোঁড়ামি থেকে আমরা আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করছি।

(৪) মুহাম্মাদ ﷺ-এর পাপ ও শাফাআত বিষয়ক অভিযোগ

পাদরিগণ দাবি করেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ পাপী ছিলেন এবং কোনো পাপী অন্য পাপীদের জন্য সুপারিশ বা শাফাআত করতে পারেন না।

এই দাবির প্রথম অংশ, মুহাম্মাদ ﷺ-এর পাপী হওয়ার বিষয়ে তারা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন। সূরা মুমিনে বলা হয়েছে:

﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾

"অতএব আপনি ধৈর্য ধারণ করুন; নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, আপনি আপনার পাপের (ত্রুটির) জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং সকাল-সন্ধ্যায় আপনার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন।"[৫৮২]

সূরা মুহাম্মাদে বলা হয়েছে:

﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾

"সুতরাং জেনে রাখুন, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ (উপাস্য) নেই, ক্ষমা প্রার্থনা করুন আপনার জন্য এবং মু'মিন নর-নারীদের জন্য।"[৫৮৩]

সূরা ফাত্হে রয়েছে:

﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِيْنًا ۝١ لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ۝٢﴾

"নিশ্চয়ই আমি আপনাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়। যেন আল্লাহ আপনার অতীত ও ভবিষ্যৎ পাপসমূহ (ত্রুটিসমূহ) মার্জনা করেন।"[৫৮৪]

হাদীসে রয়েছে যে, মুহাম্মাদ ﷺ নিজের পাপের জন্য ক্ষমা চেয়ে বলতেন, "অতএব আপনি ক্ষমা করুন আমার জন্য আমি আগে যা করেছি এবং আমি পরে যা করেছি, আমি গোপনে যা করেছি এবং আমি প্রকাশ্যে যা করেছি এবং যা আপনি আমার চেয়েও বেশি ভালো জানেন। আপনিই অগ্রবর্তী করেন, আপনিই পিছিয়ে দেন। আপনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই।"[৫৮৫]

অন্যান্য হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি এ ধরনের বাক্যের মাধ্যমে পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন।

অভিযোগের উত্তর

এই অভিযোগটি দুটি দাবির সমন্বয়ে গঠিত। প্রথম দাবি- মুহাম্মাদ ﷺ পাপী ছিলেন এবং দ্বিতীয় দাবি- কোনো পাপী অন্য পাপীর জন্য সুপারিশ করতে পারে না। এই দুটি দাবিই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন, কাজেই এই দুই মিথ্যার ভিত্তিতে যা প্রমাণ করা হয়েছে তা স্বভাবতই ভিত্তিহীন ও মিথ্যা। এই

[৫৮২]. সূরা: (৪০) মুমিন (গাফির), ৫৫ আয়াত।
[৫৮৩]. সূরা: (৪৭) মুহাম্মাদ, ১৯ আয়াত।
[৫৮৪]. সূরা: (৪৮) ফাতহ, ১-২ আয়াত।
[৫৮৫]. সহীহ বুখারি, হাদীস-১১২০; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৭৬৯; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৭৭১; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৩৪১৮; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-১৩৫৫। -সম্পাদক

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

দাবিদ্বয়ের ভিত্তিহীনতা প্রমাণের জন্য ভূমিকা হিসেবে আমি পাঁচটি বিষয় উল্লেখ করব।

প্রথম বিষয়ঃ

স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টির বিনয় প্রকাশের ভাষার আক্ষরিক ও প্রায়োগিক অর্থ

মহান আল্লাহ প্রভু, পালনকর্তা ও স্রষ্টা। সকল সৃষ্টজগত তাঁরই সৃষ্টি ও তাঁর দ্বারাই প্রতিপালিত। মহান স্রষ্টা যখন তাঁর কোনো সৃষ্টিকে সম্বোধন করেন তখন তাঁর সম্বোধনের মধ্যে মালিকসুলভ নির্দেশনা থাকাই স্বাভাবিক। অপরদিকে বান্দা যখন তার প্রভুকে সম্বোধন করবে বা প্রভুর বিষয়ে কথা বলবে তখন তার মধ্যে চূড়ান্ত বিনয় ও আকুতি থাকতে হবে। নবী বা ভাববাদীগণ ছিলেন আল্লাহর অত্যন্ত অনুগত বান্দা। কাজেই তাঁদের কথার মধ্যে এই বিনয়, আকুতি ও সমর্পণ সবচেয়ে বেশি থাকাই স্বাভাবিক। কাজেই এ সকল ক্ষেত্রে সকল বক্তব্যকে শাব্দিক অর্থে গ্রহণ করলে তা নিঃসন্দেহে বিভ্রান্তির জন্ম দেবে। বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মের অগণিত বক্তব্য তা প্রমাণ করে। আমি এখানে এ বিষয়ক কয়েকটি উদাহরণ পেশ করছি।

(১) মার্কলিখিত সুসমাচারের ১০ অধ্যায়ে এবং লুকলিখিত সুসমাচারের ১৮ অধ্যায়ে[৫৮৬] রয়েছে, "১৭ পরে তিনি বাহির হইয়া পথে যাইতেছেন, এমন সময়ে একজন দৌড়াইয়া আসিয়া তাঁহার সম্মুখে জানু পাতিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে সদ্‌গুরু (Good Master), অনন্ত জীবনের অধিকারী হইবার জন্য আমি কি করিব? ১৮ যিশু তাহাকে কহিলেন, আমাকে সৎ কেন বলিতেছ? একজন ব্যতিরেকে সৎ আর কেহ নাই, তিনি ঈশ্বর (Why callest thou me good? there is none good but one, that is, God)।" মার্কের ভাষ্য অনুসারে বক্তব্য এখানেই শেষ।[৫৮৭]

এখানে যিশু স্বীকার করলেন যে, তিনি সৎ ছিলেন না এবং একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া কেউই সৎ নয়।

(২) গীতসংহিতার ২২ গীতে রয়েছে, "১ ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছ? আমার রক্ষা হইতে ও আমার আর্তনাদের উক্তি হইতে কেন দূরে থাক? ২ হে আমার ঈশ্বর, আমি দিবসে আহ্বান করি, কিন্তু তুমি উত্তর দেও না; রাত্রিতেও [ডাকি], আমার বিরাম হয়

[৫৮৬]. লুকের ১৮ অধ্যায়ের ১৮ ও ১৯ আয়াত।
[৫৮৭]. লুকের ভাষ্যও প্রায় একই।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

না।"

ত্রিত্ববাদী খ্রিস্টান পণ্ডিতগণের মতানুসারে এই বক্তব্য মূলত যিশুর। তাদের মতে যিশুই একথা বলেছেন।

(৩) মথিলিখিত সুসামাচারের ২৭ অধ্যায়ের ৪৬ আয়াতটি নিম্নরূপ, "আর নয় ঘটিকার সময়ে যিশু উচ্চ রবে চিৎকার করিয়া ডাকিয়া কহিলেন, 'এলী এলী লামা শবক্তানী', অর্থাৎ 'ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ? (My God, my God, why hast thou forsaken me?)।"

(৪) মার্কের সুসমাচারের ১ম অধ্যায়ে রয়েছে, "৪ তদনুসারে যোহন উপস্থিত হইলেন, ও প্রান্তরে বাপ্তাইজ করিতে লাগিলেন, এবং পাপমোচনের জন্য মনপরিবর্তনের বাপ্তিস্ম (baptism of repentance for the remission of sins) প্রচার করিতে লাগিলেন। ৫ তাহাতে সমস্ত যিহুদিয়া দেশ ও যিরূশালেম-নিবাসী সকলে বাহির হইয়া তাঁহার নিকটে যাইতে লাগিল; আর আপন আপন পাপ স্বীকার করিয়া (confessing their sins) যর্দন নদীতে তাঁহার দ্বারা বাপ্তাইজিত হইতে লাগিল।... ৯ সেই সময়ে যিশু গালিলের নাসরৎ হইতে আসিয়া যোহনের দ্বারা যর্দনে বাপ্তাইজিত হইলেন।"

এখানে আমরা দেখছি যে, যোহন বাপ্তাইজকের বাপ্তাইজ ছিল তাওবা (মনপরিবর্তন) ও পাপমোচনের জন্য। মার্ক সে কথা ৪ ও ৫ আয়াতে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছেন।

লুকলিখিত সুসামাচারের ৩ অধ্যায়ের ৩ আয়াত নিম্নরূপ, "তাহাতে তিনি যর্দনের নিকটবর্তী সমস্ত দেশে আসিয়া পাপমোচনের জন্য মন পরিবর্তনের বাপ্তিস্ম প্রচার করিতে লাগিলেন (preaching the baptism of repentance for the remission of sins)।"

মথিলিখিত সুসমাচারের ৩ অধ্যায়ের ১১ আয়াতে রয়েছে, "আমি তোমাদিগকে মন পরিবর্তনের (repentance আরবিতে: তাওবার) নিমিত্ত জলে বাপ্তাইজ করিতেছি।"

প্রেরিতগণের কার্যবিবরণের ১৩ অধ্যায়ের ২৪ আয়াতে রয়েছে, "তাঁহার আগমনের অগ্রে যোহন সমস্ত ইস্রায়েল-জাতির কাছে মনপরিবর্তনের (তাওবার) বাপ্তিস্ম প্রচার করিয়াছিলেন।"

প্রেরিতগণের কার্যবিবরণের ১৯ অধ্যায়ের ৪ আয়াতে রয়েছে, "পৌল কহিলেন, যোহন মন পরিবর্তনের (তাওবার) বাপ্তিস্মে বাপ্তাইজ করিতেন।"

উপরের আয়াতগুলো সবগুলোই প্রমাণ করে যে, যোহন বাপ্তাইজকের

বাপ্তিস্ম ছিল পাপমোচরের জন্য তাওবার বা অনুতাপের বাপ্তিস্ম। আর যিশু এই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলেন বলে স্বীকার করার অর্থই যে যিশু নিজের পাপ স্বীকার করে তাওবা ও পাপমোচনের বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলেন। কারণ এছাড়া যোহনের বাপ্তিস্মের মৌলিক আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না।

মথির সুসমাচারের ৬ অধ্যায়ে যিশু তাঁর শিষ্যদের যে প্রার্থনা শিক্ষা দিয়েছিলেন তার মধ্যে রয়েছে, "আর আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আপন আপন অপরাধীদিগকে ক্ষমা করিয়াছি (forgive us our debts, as we forgive our debtors); আর আমাদিগকে পরীক্ষাতে আনিও না, কিন্তু মন্দ হইতে রক্ষা কর।[৫৮৮]

একথা স্পষ্ট যে, যিশু তাঁর শিষ্যদেরকে যে প্রার্থনা শিক্ষা দিয়েছিলেন তিনি সে প্রার্থনা নিজেও পালন করতেন। কারণ দ্বিতীয় বিষয়ের আলোচনা থেকে পাঠক জানতে পারবেন যে, তিনি বেশিবেশি প্রার্থনা করতেন। আর বাইবেলের কোনো বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় না যে, তিনি তাঁর শেখানো এই প্রার্থনাটি বাদ দিয়ে অন্যান্য প্রার্থনা করতেন। কাজেই বাহ্যত বোঝা যায় যে, 'আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা কর' বলে তিনি বহুবার প্রার্থনা করতেন। হাজার হাজার বার তিনি এভাবে প্রার্থনা করেছেন বলেই বোঝা যায়।

ত্রিত্ববাদী খ্রিস্টানগণ ভাববাদিগণের জন্য নিষ্পাপ হওয়া শর্ত বলে মনে করেন না। তাঁদের মতে ভাববাদী পাপ করতে পারেন বা পাপী ভাববাদী হতে পারেন। তবে তারা যিশুর ক্ষেত্রে নিষ্পাপত্বের দাবি করেন। তারা দাবি করেন যে, মানবীয় ব্যক্তিত্বের দিক থেকেও যিশু নিষ্পাপ ছিলেন।[৫৮৯] তাদের বিশ্বাস অনুসারে যিশু সৎ ছিলেন, ঈশ্বরের নিকট গ্রহণযোগ্য ছিলেন, ঈশ্বর কর্তৃক পরিত্যক্ত ছিলেন না। কিন্তু আমরা দেখছি যে, যিশু বলেছেন:

(১) আমাকে সৎ কেন বলিতেছ...

(২) ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ?

(৩) আমার রক্ষা হইতে ও আমার আর্তনাদের উক্তি হইতে কেন দূরে থাক?

(৪) আমি দিবসে আহ্বান করি, কিন্তু তুমি উত্তর দেও না!

(৫) যোহনের কাছে পাপস্বীকার করে পাপমোচন ও তাওবার বাপ্তিস্ম গ্রহণ।

---

[৫৮৮]. মথি ৬/১২-১৩।

[৫৮৯]. তা কি করে হয়! ধর্মের বা জন্মের কারণে পরজাতির মানুষদেরকে কুকুর বলা, অকারণে সম্পূর্ণ নিরপরাধ একটি বৃক্ষকে অভিশাপ দিয়ে মেরে ফেলা, ক্রোধান্বিত হয়ে মানুষকে শয়তান বলা বা অনুরূপ গালি দেওয়া ইত্যাদি কর্ম তো বাহ্যত পাপ ও অপরাধ বলেই গণ্য।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(৬) আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা করো।

ত্রিত্ববাদী খ্রিস্টান পণ্ডিতগণ স্বীকার করবেন যে, যিশুর এ সকল বক্তব্যের আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করা যায় না; বরং এগুলোকে বিনয় ও দাসত্বের প্রকাশ হিসেবে ধরতে হবে। তারা যদি এ সকল বক্তব্যকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করেন তবে তাদেরকে স্বীকার করতে হবে যে, যিশু সৎ ছিলেন না, তিনি ঈশ্বর-পরিত্যক্ত ছিলেন, তিনি মুক্তি থেকে দূরে ছিলেন, ঈশ্বর তাঁর ডাকে সাড়া দিতেন না বা তাঁর প্রার্থনা কবুল করতে না, তিনি পাপী ছিলেন। তারা যেহেতু তা স্বীকার করবেন না, সেহেতু তারা বলতে বাধ্য হবেন যে, যিশুর মানবীয় সত্তা ঈশ্বরের প্রতি দাসত্বের প্রকাশ, আকুতি ও বিনয় হিসেবে এ সকল কথা বলেছেন।

গীতসংহিতার ৫৩ গীতে রয়েছে, "২ ঈশ্বর স্বর্গ হইতে মনুষ্য-সন্তানদের প্রতি নিরীক্ষণ করিলেন, দেখিতে চাহিলেন, বিবেচক কেহ আছে কিনা, ঈশ্বরের অন্বেষণকারী কেহ আছে কি না। ৩ সকলে বিপথে গিয়াছে, একসঙ্গে বিকারপ্রাপ্ত হইয়াছে; সৎকর্ম করে, এমন কেহ নাই, একজনও নাই।"

যিশাইয়র পুস্তকের ৫৯ অধ্যায়ে রয়েছে, "৯ এই জন্য বিচার আমাদের হইতে দূরে থাকে, ধার্মিকতা আমাদের সঙ্গ ধরিতে পারে না; আমরা দীপ্তির অপেক্ষা করি, কিন্তু দেখ, অন্ধকার; আলোকের অপেক্ষা করি, কিন্তু তিমিরে ভ্রমণ করি।... ১২ কেননা তোমার সাক্ষাতে আমাদের অধর্ম অনেক হইয়াছে, আমাদের পাপসমূহ আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে; ফলে আমাদের অধর্ম সকল আমাদের সঙ্গেসঙ্গে রহিয়াছে, আর আমরা আপনাদের অপরাধ সকল জানি; ১৩ তাহা অধর্ম ও সদাপ্রভুকে অস্বীকার, আপন ঈশ্বরের অনুগমন হইতে বিমুখ হওয়া, উপদ্রবের ও বিদ্রোহের কথাবার্তা, মিথ্যাকথা গর্ভে ধারণ ও হৃদয় হইতে বাহির করণ।"

যিশাইয়র পুস্তকের ৬৪ অধ্যায়ে রয়েছে, "৬ আমরা তো সকলে অশুচি ব্যক্তির সদৃশ হইয়াছি, আমাদের সর্বপ্রকার ধার্মিকতা মলিন বস্ত্রের সমান; আর আমরা সকলে পত্রের ন্যায় জীর্ণ হই, আমাদের অপরাধ সকল বায়ুর ন্যায় আমাদিগকে উড়াইয়া লইয়া যায়। ৭ আবার, কেহ তোমার নামে ডাকে না, তোমাকে ধরিতে উৎসুক হয় না; কেননা তুমি আমাদের হইতে আপন মুখ লুকাইয়াছ, আমাদের অপরাধের হস্তে আমাদিগকে গলিয়া যাইতে দিতেছ।"

নিঃসন্দেহে দাউদের যুগে অনেক সৎ ও ধার্মিক মানুষ বিদ্যমান ছিলেন। নাথন ভাববাদী তাদের একজন। ত্রিত্ববাদী খ্রিস্টানদের মতে ভাববাদীগণের জন্য নিষ্পাপ হওয়া জরুরি নয়। তাদের এই বিশ্বাস অনুসারে

AS-SUNNAH TRUST

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

যদি মনে করা হয় যে নাথন ভাববাদীও নিষ্পাপ ছিলেন না, তবুও তো অন্তত ৫৩ গীতের ৩ আয়াতের আক্ষরিক অর্থ তাঁর ও তাঁর মতো ধার্মিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না।

যিশাইয় ভাববাদীর বক্তব্যে প্রথম পুরুষের সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ যিশাইয় ভাববাদী নিজের ও অন্যান্য মানুষদের কথা এখানে বলেছেন। আমরা জানি যে, যিশাইয় ভাববাদী, তাঁর যুগের অন্যান্য ভাববাদী এবং অন্যান্য অনেক সৎ ও ধার্মিক মানুষ সে সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁরা নিষ্পাপ না হলেও অন্তত একথা নিশ্চিত যে, যিশাইয়র উপর্যুক্ত বক্তব্যদ্বয়ের আক্ষরিক অর্থ তাঁদের উপর প্রয়োগ করা যায় না। কাজেই গীতসংহিতার উপর্যুক্ত বক্তব্য এবং যিশাইয় ভাববাদীর উপর্যুক্ত বক্তব্যদ্বয় কখনোই বাহ্যিক ও আক্ষরিক অর্থে সত্য হতে পারে না বা আক্ষরিক ও বাহ্যিক অর্থে সেগুলোকে দাউদ, নাথন, যিশাইয় ও অন্যান্য ভাববাদীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না। বরং একথা মানতে হবে যে, বান্দার আকুতি, স্রষ্টার প্রতি তার অসহায়ত্ব, দাসত্ব ও বিনয় প্রকাশই এ সকল বাক্যের উদ্দেশ্য।

দানিয়েলের পুস্তকের ৯ অধ্যায়ে,[৫৯০] যিরমিয়ের বিলাপের ৩ ও ৫ অধ্যায়ে[৫৯১] এবং পিতরের প্রথম পত্রের ৪র্থ অধ্যায়েও[৫৯২] অনুরূপ বক্তব্য দেখা যায়।

দ্বিতীয় বিষয়:

ভাববাদীগণের কথা ও কর্মের অন্যতম উদ্দেশ্য অনুসারীদেরকে শিক্ষা প্রদান

অনেক সময় ভাববাদীগণের কর্মের মূল উদ্দেশ্য হয় উম্মাত বা অনুসারীদের শিক্ষা দান করা, যেন তারা ভাববাদীদের এ সকল কর্ম ও কথা অনুসরণ ও অনুকরণ করতে পারে। বস্তুত নিজেদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন না থাকলেও এভাবে এই উদ্দেশ্যে তারা অনেক কর্ম করেন।

মথিলিখিত সুসমাচারের ৪ অধ্যায়ে রয়েছে যে, যিশু ৪০ দিবারাত্র সিয়াম পালন করেন (চল্লিশ দিবারাত্র অনাহারে থাকিয়া শেষে ক্ষুধিত হইলেন)।[৫৯৩]

মার্কলিখিত সুসমাচারের ১ অধ্যায়ের ৩৫ আয়াত নিম্নরূপ, "পরে অতি প্রত্যুষে, রাত্রি পোহাইবার অনেকক্ষণ পূর্বে, তিনি উঠিয়া বাহিরে

[৫৯০]. দানিয়েল ৯/৩-১৯।
[৫৯১]. বিলাপ ৩/১-৪৭; ৫/১-২২।
[৫৯২]. ১ পিতর ৪/১-৪।
[৫৯৩]. মথি ৪/২।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

গেলেন, এবং নির্জন স্থানে গিয়া তথায় প্রার্থনা করিলেন।"

লুকলিখিত সুসমাচারের ৫ অধ্যায়ের ১৬ আয়াত নিম্নরূপ, "কিন্তু তিনি কোনো না কোনো নির্জন স্থানে গিয়া প্রার্থনা করিতেন।"

লুকলিখিত সুসমাচারের ৬ অধ্যায়ের ১২ আয়াত নিম্নরূপ, "সেই সময়ে তিনি একদা প্রার্থনা করণার্থে বাহির হইয়া পর্বতে গেলেন, আর ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতে করিতে সমস্ত রাত্রি যাপন করিলেন।"

ত্রিত্ববাদী খ্রিস্টানগণ বিশ্বাস করেন যে, যিশুর সত্তার সাথে ঈশ্বরের সত্তা মিশ্রিত ও একীভূত হয়ে গিয়েছিল এবং যিশু ঈশ্বরের অবতার (God incarnate) ছিলেন। কাজেই তাঁর জন্য তো এভাবে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ও আকুতি প্রকাশ করে রাতের পর রাত কাটানোর কোনো প্রয়োজনই ছিল না। ঈশ্বর তো তাঁর সত্তার সাথে মিশেই আছেন, আবার নির্জনে গিয়ে প্রার্থনা করার বা উপবাস করার কী প্রয়োজন? এভাবে তাদেরকে স্বীকার করতে হবে যে, অনুসারী ও বিশ্বাসীদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই তিনি এরূপ করেছিলেন।

তৃতীয় বিষয়ঃ

ধর্মীয় শব্দাবালির আভিধানিক অর্থ বনাম পারিভাষিক অর্থ

ধর্মীয় গ্রন্থাবলিতে যে সকল শব্দ ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে যথাসম্ভব ধর্মীয় পরিভাষার মধ্যে ব্যবহার করা অত্যাবশ্যক। একান্ত কোনো কারণে বাধ্য না হলে কোনো ধর্মীয় শব্দকে সাধারণ আভিধানিক অর্থে ব্যবহার করলে বিভ্রান্তির জন্ম নেবে। সালাত, যাকাত, সিয়াম, হজ্জ, নিকাহ, তালাক ইত্যাদি শব্দ ধর্মগ্রন্থের মধ্যে ব্যবহৃত হলে অবশ্যই ধর্মীয় পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ করতে হবে। 'যানব' (পাপ) শব্দটিও একটি ধর্মীয় পরিভাষা। কুরআন বা হাদীসে এই শব্দটি ব্যবহৃত হলে তাকে অবশ্যই ইসলামি পারিভাষিক অর্থে গ্রহণ করতে হবে। ইসলামের পরিভাষায় 'যানব' বা পাপ শব্দটি ভাববাদীগণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলে তার অর্থ হয় 'ভুল' বা 'স্খলন'। যদি কোনো ভাববাদী বা নিষ্পাপ ব্যক্তি কোনো ইবাদত পালন করতে গিয়ে বা কোনো বৈধ কর্ম করতে গিয়ে অসাবধানতায়, অজান্তে বা অজ্ঞাতসারে উক্ত ইবাদত বা বৈধ কর্মের সাথে সম্পৃক্ত একটি পাপের মধ্যে জড়িয়ে পড়েন তবে তাকে 'ভুল' বা 'স্খলন' বলা হয় এবং ইসলামি পরিভাষায় নবীদের ক্ষেত্রে 'যানব' বা পাপ বলতে এরূপ ভুল বা স্খলন বোঝানো হয়। যেমন একজন পথচারীর উদ্দেশ্য পথ ধরে চলে নিজের গন্তব্যে পৌঁছানো। তবে রাস্তার কাদা, পাথর বা অনুরূপ কিছুর কারণে তার পা পিছলে যেতে পারে বা তিনি হোঁচট খেতে পারেন। এছাড়া নবী বা ভাববাদীগণের ক্ষেত্রে 'যান্‌ব' বা

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

পাপ বললে অনেক সময় উত্তম কর্মটি না করে অনুত্তম বৈধ কর্ম করা বোঝানো হয়।

চতুর্থ বিষয়:

আল্লাহ ও ভাববাদীগণের বাক্যে রূপক অর্থের ব্যবহার

আল্লাহর বাণীতে বা ঐশ্বরিক গ্রন্থাবলিতে এবং ভাববাদীগণের কথাবার্তার মধ্যে রূপক অর্থে শব্দের ব্যবহার ব্যাপক। চতুর্থ অধ্যায়ের ভূমিকায় পাঠক এ বিষয়ে বিস্তারিত জেনেছেন, কাজেই এ বিষয়ে আর অধিক আলোচনার প্রয়োজন নেই। এছাড়া ৫ম অধ্যায়ের ৪র্থ পরিচ্ছেদে ৪র্থ বিভ্রান্তির উত্তরে পাঠক জেনেছেন যে, 'মুযাফ' উহ্য রাখা, অর্থাৎ সম্পর্কিত প্রকৃত ব্যক্তিকে উহ্য রেখে অন্যের দিকে সম্পর্ক করে শব্দ ব্যবহার করা বাইবেলের পুস্তকাবলিতে ব্যাপক।

পঞ্চম বিষয়:

শুধু আরাধনা ও দাসত্ব প্রকাশই প্রার্থনার উদ্দেশ্য হতে পারে

প্রার্থনার উদ্দেশ্য শুধু প্রার্থিত বস্তু চাওয়াই নয়, অনেক সময় প্রার্থিত বস্তুর প্রাপ্তি নিশ্চিত থাকলেও বা প্রার্থিত বস্তুর প্রার্থনার প্রয়োজন না থাকলেও কেবলমাত্র দাসত্ব প্রকাশ ও ইবাদতের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করা হয়। যেমন কুরআনে নিম্নের প্রার্থনাটি উল্লেখ করা হয়েছে:

﴿رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ﴾

"হে আমাদের প্রতিপালক, তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদেরকে যা দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তা আমাদেরকে দাও।"[৫৯৪] আল্লাহ যা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তার প্রাপ্তি তো নিশ্চিত, কারণ আল্লাহ তো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। কাজেই আল্লাহর প্রতিশ্রুত বিষয় পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করার নিষ্প্রয়োজন। এখানে প্রার্থনা একমাত্র উদ্দেশ্য প্রার্থনার মাধ্যমে দাসত্ব প্রকাশ করা ও আল্লাহ ইবাদত পালন করা।

অন্যত্র নিম্নের প্রার্থনাটি উল্লেখ করা হয়েছে:

﴿رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ﴾

"হে আমার প্রতিপালক, তুমি ন্যায়ের সাথে ফয়সালা করে দাও।"[৫৯৫] আমরা জানি যে, আল্লাহ কখনোই ন্যায় ছাড়া অন্যায় বিচার করেন না।

[৫৯৪]. সূরা: (৩) আল ইমরান, ১৯৪ আয়াত।
[৫৯৫]. সূরা: (২১) আনবিয়া, ১১২ আয়াত।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

তারপরও এই প্রার্থনার উদ্দেশ্য শুধু আল্লাহর দাসত্ব প্রকাশ করা ও ইবাদত পালন করা।

মুহাম্মাদ ﷺ-এর ক্ষমাপ্রার্থনার অর্থ

সম্মানিত পাঠক,

উপরের পাঁচটি বিষয় আলোচনার পরে আমি এখন পাদরিগণের উল্লেখিত আয়াত ও হাদীসের প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা করব।

আমরা দেখেছি যে, পাদরিগণের উল্লেখিত আয়াত ও হাদীসে 'ক্ষমাপ্রার্থনা'র কথা বলা হয়েছে। এ সকল স্থানে মূল আরবিতে 'ইসতিগফার' (الاستغفار) বা 'গুফরান' (الغفران) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবি 'গুফরান' শব্দের অর্থ আচ্ছাদন করা, আবরণ করা বা আবৃত করা।[৫৯৬] সাধারণভাবে কোনো খারাপ কিছুকে আবৃত বা গোপন করে রাখাকে 'গুফরান' বলা হয়। আর 'ইসতিগফার' অর্থ এই 'গুফরান' প্রার্থনা করা। কোনো ব্যক্তির ত্রুটি, পাপ বা খারাপ দিক আবৃত করা দুভাবে সম্ভব।

প্রথমত, তাকে ত্রুটি, পাপ বা খারাপ কিছু থেকে রক্ষা করা বা নির্ভুল ও নিষ্পাপ হিসেবে তাকে রক্ষা করা। কারণ ত্রুটি ও পাপ থেকে রক্ষা করে নিষ্পাপ রাখার অর্থ মানবীয় দুর্বলতা ও প্রবৃত্তির খারাপ দিক আবৃত ও গোপন রাখার সর্বোত্তম ব্যবস্থা করা।[৫৯৭]

দ্বিতীয়ত, তার থেকে ত্রুটি, পাপ বা খারাপ কিছু সংঘটিত হলে গেলে তা আবৃত করা।

'গুফরান' ও 'ইসতিগফারে'র উপর্যুক্ত দুটি দিকের আলোকে এখন আমরা আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা করব।

প্রথম আয়াতে, অর্থাৎ সূরা মুমিনের ৫৫ আয়াতে, আল্লাহ বলেছেন, 'আপনি আপনার পাপের জন্য গুফরান, অর্থাৎ আবরণ, আচ্ছাদন বা আবৃতি (ক্ষমা) প্রার্থনা করুন'। এবং দ্বিতীয় আয়াতে, অর্থাৎ সূরা মুহাম্মাদের ১৯ আয়াতে, আল্লাহ বলেছেন, 'আবরণ, আচ্ছাদন বা আবৃতি (ক্ষমা) প্রার্থনা করুন আপনার জন্য এবং মু'মিন নর-নারীদের জন্য'।

এই দুই স্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ক্ষেত্রে আবরণ বা আবৃতি বা ক্ষমা প্রার্থনার কয়েক প্রকার অর্থ হতে পারে।

---

[৫৯৬]. আরবিতে 'গাফারা' অর্থ আবৃত করা। এজন্যই মাথায় যে হেলমেট পরা হয় তাকে 'মিগফার' বলা হয়; কারণ তা মাথা আবৃত করে রাখে।

[৫৯৭]. 'ক্ষমা' অর্থও এক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যাকে পাপ থেকে রক্ষা করা হল, তাকে মূলত পাপের মধ্যে নিপতিত হওয়ার কষ্ট, লাঞ্ছনা বা অসম্মান থেকে আবৃত করা হল। যেমন আমরা অনেক সময় বলি, 'ক্ষমা করুন, এমন কাজ করতে আমাকে বলবেন না'।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

(১) এই স্থানদ্বয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ক্ষেত্রে আবৃতি বা ক্ষমা প্রার্থনার অর্থ পাপের মধ্যে নিপতিত হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রার্থনা বা নিষ্পাপত্ব প্রার্থনা করা। অর্থাৎ আপনার পাপ যেন আপনাকে স্পর্শ না করে, বা আপনার থেকে কোনো পাপ যেন সংঘটিত না হয় সে জন্য আপনি প্রার্থনা করুন। আর দ্বিতীয় আয়াতে মুমিন নর-নারীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অর্থ, তাদের থেকে পাপ সংঘটিত হলে তার জন্য আবৃতি বা ক্ষমা প্রার্থনা করা।

ইমাম ফাখরুদ্দীন রাযি ﷺ তার 'তাফসীরে কাবীর' গ্রন্থে দ্বিতীয় আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, "এই আয়াতে একটি সুক্ষ্ম বিষয় রয়েছে। তা এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তিনটি অবস্থা- আল্লাহর সাথে তাঁর অবস্থা, নিজের সাথে তাঁর অবস্থা এবং অন্যান্যদের সাথে তাঁর অবস্থা। আল্লাহর সাথে তাঁর অবস্থার করণীয় আল্লাহর একত্ব ঘোষণা করা। তাঁর নিজের সাথে তাঁর করণীয় পাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে সংরক্ষণ প্রার্থনা করা। আর মুমিনদের সাথে তাঁর অবস্থা এই যে, তিনি সকল মুমিন নর-নারীর জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন।"

(২) অথবা উপর্যুক্ত দুই আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর নিজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ প্রদানের অর্থ এভাবে আল্লাহর দাসত্ব প্রকাশ করা ও ইবাদত পালন করা। প্রকৃতই যে তাঁর পাপ ছিল বা তাঁর ক্ষমা প্রার্থনার প্রয়োজন ছিল তা নয়, বরং একান্তই দাসত্ব প্রকাশের জন্য এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন, 'হে আমাদের প্রতিপালক, তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদেরকে যা দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তা আমাদেরকে দাও', অন্যত্র প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন, 'হে আমার প্রতিপালক, তুমি ন্যায়ের সাথে ফয়সালা করে দাও'। পঞ্চম বিষয়ের আলোচনায় পাঠক তা দেখেছেন।

(৩) অথবা এই দুই স্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ক্ষমা প্রার্থনার উদ্দেশ্য উম্মাতকে শিক্ষা দেওয়া। উম্মতের সকলেই যেন তাঁর এই প্রার্থনা অনুকরণ করে ক্ষমা প্রার্থনা করে, এজন্যই তিনি এরূপ করতে নির্দেশিত হয়েছেন। তাফসীরে জালালাইনে এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষ্পাপ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ক্ষমা প্রার্থনার কারণ হিসেবে কেউ কেউ বলেছেন যে, তাঁর উম্মাত যেন তাঁর আদর্শ অনুকরণ করতে পারে সেজন্য তিনি এরূপ করেছেন।"

(৪) অথবা এই দুই আয়াতেই 'আপনার পাপ' বলতে 'আপনার উম্মাতের পাপ' বা 'আপনার বংশধরের পাপ' বোঝানো হয়েছে। মূল সম্পর্কিত শব্দকে উহ্য রেখে প্রাসঙ্গিক অন্য কোনো শব্দকে সম্পর্কিত হিসেবে

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

উল্লেখ করা আরবি, হিব্রু ইত্যাদি সেমিটিক ভাষাগুলোতে ব্যাপক। চতুর্থ বিষয়ের আলোচনায় পাঠক জেনেছেন যে, এরূপ ব্যবহার বাইবেলের পুস্তকাদিতে ব্যাপক।[৫৯৮] এ ব্যাখ্যা অনুসারে প্রথম আয়াতের অর্থ, 'অতএব আপনি ধৈর্য ধারণ করুন; নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, আপনি আপনার উম্মাতের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন...'।

আর এ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে দ্বিতীয় আয়াতের অর্থ, 'সুতরাং জেনে রাখুন, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ (উপাস্য) নেই, ক্ষমা প্রার্থনা করুন আপনার বংশধর-পরিজনের জন্য এবং মু'মিন নর-নারীদের জন্য যারা আপনার বংশধর বা পরিজন নয়'। পরিবারের সদস্যদের বিশেষভাবে উল্লেখের পরে সাধারণ মুমিন নর-নারীদের কথা উল্লেখ করা কোনো অবাক বিষয় নয়।

(৫) অথবা আয়াতদ্বয়ে 'যানব' বা 'পাপ' বলতে 'ত্রুটি' 'স্খলন' বা 'উত্তম বিষয় পরিত্যাগ করা' বোঝানো হয়েছে।

কোনো কোনো প্রিয়ভাজন ব্যক্তি আমাকে বলেছেন যে, বার্ধক্যে উপনীত জনৈক প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিত[৫৯৯] তার নতুন একগ্রন্থে এই পঞ্চম ব্যাখ্যা খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেছেন, "যদি তর্কের খাতিরে স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, উত্তম বিষয় পরিত্যাগ করা ছাড়া মুহাম্মাদ ﷺ কোনো পাপ করেননি,

[৫৯৮]. যেমন, "অতএব সদাপ্রভু তাহা শুনিয়া ক্রোধান্বিত হইলেন; যাকোবের বিরুদ্ধে অগ্নি প্রজ্বলিত হইল, ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে কোপ উঠিল।" গীতসংহিতা: ৭৮/২১। "যাকোবকে অভিশাপে ও ইস্রায়েলকে বিদ্রূপে সমর্পণ করিলাম।" যিশাইয় ৪৩/২৮। এখানে যাকোব বা ইস্রায়েল বলতে যাকোবের বংশধর বা ইস্রায়েল সন্তানগণ বোঝানো হয়েছে। এরূপ অগণিত উদাহরণ বাইবেলে রয়েছে।

[৫৯৯]. গ্রন্থকারের বংশধরের নিকট সংরক্ষিত মূল পাণ্ডুলিপির টীকায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, এখানে প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিত বলতে গ্রন্থকার ড. ফানডারকেই বোঝাচ্ছেন। ১৮৫৪ সালে আগ্রার প্রকাশ্য বিতর্কে আল্লামা রাহমাতুল্লাহর কাছে পরাজিত হওয়ার পরে ভারতের খ্রিস্টানদের নিকট মি. ফানডারের গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট হয়ে যায়। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি ইউরোপে ফিরে যান। কিছুদিন পরে চার্চ তাকে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য তুরস্কে প্রেরণ করে। ১৮৫৮ সালে তিনি তুরস্কে গমন করেন। তথায় তিনি প্রচার করেন যে, তিনি ভারতের শ্রেষ্ঠ আলিম রাহমাতুল্লাহকে বিতর্কে পরাজিত করে এসেছেন এবং ভারতের মুসলিমগণ দলেদলে খ্রিস্টানধর্ম গ্রহণ করছেন। তুর্কি খলীফার আহ্বানে ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষদিকে (১২৮০ হিজরির রজব মাসে) শাইখ রাহমাতুল্লাহ তুরস্কে পৌঁছান। তার তুরস্কে আগমনের কিছুদিনের মধ্যে ড. ফানডার সবার অগোচরে তুরস্ক ছেড়ে পালিয়ে যান। দুইবছর পরে ১৮৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি লন্ডনে মৃত্যু বরণ করেন। আল্লামা রাহমাতুল্লাহ ১৮৬৪ সালের প্রথমার্ধে 'ইযহারুল হক' পুস্তকটি রচনা করেন। তখনও মি. ফানডার জীবিত ছিলেন। তিনি তার 'মীযানুল হক' গ্রন্থটি সংশোধন ও পরিমার্জন করে তুর্কি ভাষায় অনুবাদ করে তুরস্কে প্রচার করেছিলেন। গ্রন্থকার একাধিক স্থানে এই সংস্করণকে 'নতুন' সংস্করণ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি তুর্কি ভাষা জানতেন না। উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে আমানতদারি ও বিশ্বস্ততা রক্ষার জন্য তিনি স্পষ্টত উল্লেখ করেছেন যে, কোনো কোনো বন্ধুর নিকট থেকে এই তথ্যগুলো তিনি জেনেছেন, সরাসরি পুস্তক পাঠ করে তিনি জানেননি। এজন্যই তিনি সরাসরি তার নাম উল্লেখ এড়িয়ে গিয়েছেন।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

তাহলেও মুহাম্মাদ ﷺ পাপী ছিলেন বলে প্রমাণিত হল। কারণ উত্তম বিষয় বর্জন করাও পাপ। আল্লাহর কালাম, অর্থাৎ তাওরাত ও ইঞ্জিল একথার সাক্ষ্য দেয়। যাকোব তাঁর পত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের ১৭ আয়াতে বলেছেন, 'বস্তুতঃ যে কেহ সৎকর্ম করিতে জানে, অথচ না করে, তাহার পাপ হয় (to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is sin)।"

প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিত মহাশয়ের এই বক্তব্য তার বার্ধক্যজনিত প্রলাপ বৈ কিছুই নয়। কারণ নিঃসন্দেহে মদপান ত্যাগ করা উত্তম কর্ম। এজন্যই ঈশ্বর যোহন বাপ্তাইজককে মদপান না করার জন্য বিশেষ প্রশংসা করেছেন। এছাড়া ভাববাদীগণও মদের বিষয়ে কী বলেছেন তা আমরা দেখেছি। অনুরূপভাবে নিঃসন্দেহে একজন সুপরিচিত বেশ্যাকে নিজের পদযুগল ধৌত করতে এবং নিজের মাথার চুল দিয়ে তা মুছে দিতে সুযোগ না দেওয়াই উত্তম। এছাড়া এরূপ যুবতী অনাত্মীয় পরনারীদের সাথে একান্ত ঘনিষ্টভাবে মেলামেশা, চলাফেরা, মধ্যপ্রাচ্যের গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ানো ও রাত্রিযাপন না করাই উত্তম। বিশেষত অবিবাহিত যুবক পুরুষের জন্য তা করা কখনোই সমীচীন নয়। যিশু এই উত্তম কর্মগুলোর কোনোটিই করেননি, বরং অনুত্তম কর্মগুলোই করেছেন। এমনকি এজন্য মানুষেরা তাঁকে নিন্দাও করেছে। তৃতীয় অভিযোগের উত্তর আলোচনায় পাঠক এসব বিষয় বিস্তারিত জেনেছেন। তাহলে এই প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতের মতানুসারে তার ঈশ্বর স্বয়ং যিশুও পাপী ছিলেন, কারণ তিনি উত্তম বিষয় বর্জন করে অনুত্তম কর্ম করেছিলেন।

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়। এই পণ্ডিত উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহর কালাম তাওরাত ও ইঞ্জিল এ বিষয়ের সাক্ষ্য দেয়। সাধারণ মানুষদেরকে ধোঁকা দেওয়ার জন্যই তিনি 'তাওরাত' কথাটি এখানে সংযোগ করেছেন। মূলত তাওরাতে একথা নেই। তিনি যাকোবের পত্র ছাড়া অন্য কোথাও থেকে এই বক্তব্য উদ্ধৃত করতে পারেননি।

এখানে আরো লক্ষণীয় যে, প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণের গবেষণার আলোকে প্রমাণিত যে, যাকোবের পত্রটি ঐশ্বরিক প্রেরণালব্ধ নয় এবং নতুন নিয়মের অংশ নয়। বিশেষত প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু মি. লুথার এই পত্রের গ্রহণযোগ্যতা কঠিনভাবে অস্বীকার করেছেন। প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ পরিচ্ছেদ থেকে পাঠক তা জেনেছেন। এভাবে আমরা দেখছি যে, এ সকল পণ্ডিতের গবেষণা ও অনুসন্ধানের আলোকে যাকোবের পত্রটি আদৌ আল্লাহর কালাম নয়। কাজেই নিঃসন্দেহে পণ্ডিত মহাশয়ের বক্তব্য একেবারেই বাতিল ও অর্থহীন।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

তৃতীয় আয়াত, অর্থাৎ সূরা ফাত্হের ২ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, 'যেন আল্লাহ আপনার অতীত ও ভবিষ্যৎ পাপসমূহ মার্জনা করেন'।

এখানে সম্পর্কিত মূল শব্দটি উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ আপনার পাপসমুহ বলতে আপনার উম্মাতের পাপসমূহ বোঝানো হয়েছে। অথবা পাপ বলতে উত্তম বিষয় পরিত্যাগ বোঝানো হয়েছে। অথবা মার্জনা বা ক্ষমা করা বলতে পাপ থেকে সংরক্ষণ বা নিষ্পাপ থাকার ক্ষমতা প্রদান করা বোঝানো হয়েছে।

ইমাম সুবকি ও ইবন আতিয়্যাহ বলেন, "এই আয়াতের উদ্দেশ্য এই নয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্বারা প্রকৃতই কোনো পাপ সংঘটিত হয়েছিল এবং আল্লাহ তা ক্ষমা করলেন। বরং এ আয়াতের উদ্দেশ্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মর্যাদা ঘোষণা করা এবং সম্মাননা প্রদান করা। এ সূরার প্রথম থেকেই আল্লাহ তাঁর মর্যাদা ও সম্মান বর্ণনা করছেন। এজন্য প্রথমেই তাঁকে সুস্পষ্ট বিজয় দানের ঘোষণা দিয়েছেন। এরপর উল্লেখ করেছেন যে, এই বিজয়ের চূড়ান্ত লক্ষ্য তাঁর পরিপূর্ণ ক্ষমা, তাঁর জন্য আল্লাহর অনুগ্রহ পূর্ণকরণ, তাঁকে সরল পথে পরিচালনা করা এবং তাঁকে বলিষ্ঠ সাহায্য প্রদান করা। এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দ্বারা কোনো পাপ সংঘটিত হওয়া বোঝাতে গেলে মূল বক্তব্যের সাহিত্যিক ও আলঙ্কারিক গতিশীলতা নষ্ট হয়ে যাবে। পুরো বক্তব্যের উদ্দেশ্য তাঁর সম্মান ও মর্যাদা ঘোষণা। যেমন মনিব তার চাকরের উপর সন্তুষ্ট হলে তার কোনো অপরাধ না থাকলেও বলতে পারেন, 'আমি তোমার আগেপিছের সব অপরাধ ক্ষমা করে দিলাম (তোমার সাতখুন মাফ); কোনো অপরাধের জন্যই আমি তোমাকে শাস্তি দিব না"।

হাদীসে উল্লেখিত মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রার্থনাটির ব্যাখ্যা নিম্নরূপ।

(১) রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন আল্লাহর সর্বোচ্চ মর্যাদাপ্রাপ্ত বান্দা এবং আল্লাহর বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা পূর্ণতমভাবে তিনি লাভ করেছিলেন। তাঁর অন্তর সর্বদা তাঁর প্রভু প্রতিপালকের স্মরণে এবং তাঁরই প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকতে চাইত। অন্য সকল কিছুর চিন্তা থেকে মনকে পরিপূর্ণভাবে খালি করে নিজের সম্পূর্ণ দেহ, মন, আবেগ ও অনুভূতি আল্লাহর প্রতি সমর্পণ করে তারই স্মরণ ও প্রার্থনায় থাকতে তিনি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেন। এ ছিল তাঁর সর্বোচ্চ অবস্থা। কিন্তু কখনো কখনো স্বাভাবিক প্রয়োজনে ধর্মীয় ও জাগতিক অন্যান্য বিষয়ের প্রতি তাঁর মনোনিবেশ করতে হত। এরূপ মনোনিবেশ মূলত কোনো অন্যায় না হলেও তিনি একে নিজের পূর্ণতার জন্য ত্রুটি হিসেবে গণ্য করতেন। এজন্য তিনি এরূপ ত্রুটির দিকে লক্ষ্য করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতেন এবং সর্বোচ্চ অবস্থা প্রার্থনা করতেন। নিজের সর্বোচ্চ অবস্থার ত্রুটি হচ্ছে দেখে অতি প্রয়োজনে জাগতিক বা সামাজিক

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

বিষয়ের দিকে মনোনিবেশও তিনি নিজের জন্য পাপ বলে গণ্য করতেন এবং এজন্য ক্ষমা প্রার্থনা জরুরি বলে করতেন।

(২) এছাড়া দাসত্বের প্রকাশ তো প্রার্থনাতেই। (আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মধ্যকার দাসত্ব ও প্রেমের মধুর সম্পর্ক যারা না বোঝে তারাই শুধু মনে করে যে, পাপ হলেই শুধু ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। পাপ হোক আর না হোক, কি জানি কি ত্রুটি হয়ে গেল, হয়তবা মালিকের সঠিক মর্যাদা রক্ষা করতে ভুল হয়ে গিয়েছে, হয়তবা মালিকের স্মরণ থেকে বেখেয়াল হয়ে গিয়েছিলাম, একথা ভেবে ক্ষমা চাওয়া এবং নিজের অসহায়ত্ব ও প্রভুর অনুগ্রহ লাভের আবেগ প্রকাশে রয়েছে অতুলনীয় আত্মিক তৃপ্তি ও উন্নতি। এ হল দাসত্বের পরিপূর্ণ প্রকাশ)। দাসত্বের এই বিনয় প্রকাশের জন্যই যিশু নিজের জন্য 'সততা'কে অস্বীকার করেছেন। তিনি বাপ্তিস্মর সময় পাপের স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। তিনি 'আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা করো' বলে বারংবার প্রার্থনা করেছেন। এই দাসত্বের প্রকাশের জন্যই তিনি বলেছেন, 'ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ?' তিনি আরো বলেছেন, 'আমার রক্ষা হইতে ও আমার আর্তনাদের উক্তি হইতে কেন দূরে থাক?' 'আমি দিবসে আহ্বান করি, কিন্তু তুমি উত্তর দেও না' ইত্যাদি।

(৩) ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি যে, প্রার্থনা অনেক সময় একান্ত ইবাদত হিসেবেই পালন করা হয়। প্রার্থিত বিষয় অর্জনের জন্য নয়, কেবলমাত্র আল্লাহর দাসত্ব প্রকাশ করা ও ইবাদত পালন করাই প্রার্থনার উদ্দেশ্য হয়।[৬০০] এমনও হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ক্ষমা প্রার্থনার উদ্দেশ্যও ছিল এরূপ ইবাদত পালন।

(৪) আরেকটি জোরালো সম্ভাবনা যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মাতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই এভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন; যেন উম্মাত তাঁর অনুসরণ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরিপূর্ণ ধার্মিকতা অর্জন করতে পারে।

(৫) আরেকটি জোরালো সম্ভাবনা যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ খুঁটিনাটি ত্রুটি বা স্খলনের জন্য এভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। তৃতীয় বিষয়ের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, নবীগণের ক্ষেত্রে সামান্য ত্রুটি ও 'স্খলন'ও পাপ বলে গণ্য। আর এজন্য তিনি অতি সাধারণ ভুলত্রুটি বা উত্তম বর্জনের জন্য

[৬০০]. হাদীস শরীফে এসেছে, নবীজি ﷺ বলেছেন, 'প্রার্থনাই ইবাদত'। দেখুন: সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১৪৭৯; সুনান তিরমিযি, হাদীস-২৯৬৯; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৩৮২৮। হাকিম, ইবনুল আসীর, আলবানি, শুআইব আরনাউত প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। -সম্পাদক

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন।[৬০১]

উপরের পাঁচটি ব্যাখ্যার প্রত্যেকটিই জোরালো এবং গ্রহণযোগ্য। কোনো ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে আপত্তি করার কিছু নেই। যে সকল হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইসতিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনার কথা বর্ণিত হয়েছে সে সকল হাদীসের প্রত্যেকটির ক্ষেত্রেই উপরের পাঁচটি ব্যাখ্যার সবগুলো বা কয়েকটি প্রযোজ্য।

এভাবে আমরা দেখছি যে, পাদরিগণের উদ্ধৃত আয়াত বা হাদীস দ্বারা কোনোভাবেই প্রমাণ করা যায় না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো পাপ করেছিলেন বা তিনি পাপী ছিলেন।[৬০২] এ থেকে প্রমাণিত হল যে, তাদের এই অভিযোগের প্রথম ভিত্তিটি মিথ্যা ও বাতিল।

তাদের এই অভিযোগের দ্বিতীয় দাবি যে, কোনো পাপী অন্যান্য পাপীদের জন্য সুপারিশ করতে পারে না। তাদের এই দাবিটিও মিথ্যা। তাদের এই দাবির ভিত্তি কী? কোনো একটি ভিত্তির উপরে তাদের এই দাবিকে দাঁড় করাতে হবে। হয় তারা তাদের দাবির ভিত্তি রাখবেন তাঁদের মনগড়া কোনো তত্ত্বের উপর, অথবা কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তির উপর অথবা বাইবেলের কোনো বক্তব্যের উপর। যদি তাদের দাবির ভিত্তি হয় তাদের অযৌক্তিক মনগড়া কোনো তত্ত্ব তাহলে এরূপ তত্ত্বের প্রতি আমাদের কোনো আকর্ষণ নেই। ত্রিত্ববাদী খ্রিস্টানগণ এরূপ অনেক অর্থহীন গোলকধাঁধার ন্যায় অযৌক্তিক মনগড়া তত্ত্ব বানিয়েছেন যেগুলো আলোচনারও যোগ্যতা রাখে না। পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে পাঠক এ বিষয়ে কিছু জেনেছেন।

আর যদি তাদের এই দাবির ভিত্তি কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি হয় তবে তারা সে যুক্তি পেশ করুন, আমরা বুদ্ধি ও যুক্তির আলোকে তা বিচার করব। কিন্তু প্রকৃত সত্য যে, তাদের পক্ষে এমন কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি পেশ করা কখনোই সম্ভব নয়। কোনো পাপী মানুষকে যদি আল্লাহ সরাসরি ক্ষমা করে দেন এবং এরপর অন্যান্য মানুষদের বিষয়ে তার সুপারিশ গ্রহণ করেন তবে যুক্তি ও বিবেকের আলোকে তাতে অসুবিধা কোথায়? জ্ঞান, যুক্তি ও বিবেকের

[৬০১]. রাসূলুল্লাহ ﷺ সামান্যতম ত্রুটিকেও 'পাপ' বলে গণ্য করে তাওবা করতেন। কাউকে গালি দিলে বা কারো প্রতি একটি কঠোর কথা বললে তাকে তিনি নিজের জন্য অপরাধ মনে করে তাওবা করতেন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছেও ক্ষমা চাইতেন। এ হল মানবতার চূড়ান্ত রূপ এবং আল্লাহর প্রতি বিনয় ও সমর্পণের সর্বোচ্চ পর্যায়। পক্ষান্তরে বাইবেলের যিশু মানুষকে যাচ্ছেতাই গালি দিয়েছেন, কিন্তু কখনোই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে অথবা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাননি।

[৬০২]. বাইবেলীয় ভাববাদীগণ ও ঈশ্বরের পুত্রগণ সম্পর্কে বাইবেলে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁরা অমুক অমুক পাপের মধ্যে নিপতিত হয়েছিলেন। মুহাম্মাদ ﷺ-এর ক্ষেত্রে এমন কোনো প্রমাণ পাদরিগণ কখনোই দেখাতে পারেন না। কুরআনের আয়াত বা কোনো হাদীস দ্বারা তারা সুনির্ধারিতভাবে প্রমাণ করতে পারবেন না যে, মুহাম্মাদ ﷺ অমুক পাপকর্মে লিপ্ত হয়েছিলেন।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

দাবি তো এই যে, কোনো পাপ বা অপরাধ যতক্ষণ ক্ষমা না হয় ততক্ষণ তা অন্যায় ও খারাপ বলে গণ্য। পাপের ক্ষমা হয়ে যাওয়ার পরে তো আর পাপীকে সেই পাপের কারণে খারাপ বা অপরাধী বলা যায় না। কাজেই ক্ষমা লাভের পরে অকল্যাণ অপসারিত ও দূরীভূত হয়ে যায়।

পাদরিগণ তাদের বাতিল কল্পনার ভিত্তিতে মুহাম্মাদ ﷺ-এর পাপের প্রমাণ হিসেবে সূরা ফাতহের যে আয়াত উল্লেখ করেছেন সে আয়াতে স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে, 'যেন আল্লাহ তোমার অতীত ও ভবিষ্যৎ পাপসমূহ (ত্রুটিসমূহ) মার্জনা করেন'। আর মুহাম্মাদ ﷺ-এর অতীত ও ভবিষ্যৎ সকল পাপ এই পৃথিবীতেই ক্ষমাকৃত হওয়ার পরে তো আর পরকালে অন্যান্য পাপীর জন্য সুপারিশ বা শাফাআত করতে তাঁর কোনো অসুবিধা থাকে না।

আর যদি পাদরিগণ দাবি করেন যে, বাইবেলের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, কোনো পাপী অন্য পাপীর জন্য সুপারিশ করতে পারবেন না, তবে নিঃসন্দেহে তাদের এই দাবি মিথ্যা। বাইবেলের কোথাও এরূপ কোনো কথা বলা হয়নি। বরং বাইবেল থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, এক পাপী অন্য পাপীর জন্য সুপারিশ করতে পারেন এবং ঈশ্বর সেই সুপারিশ গ্রহণও করেন।

ইস্রায়েল সন্তানগণ যখন গোবৎস পূজা করলেন, তখন সদাপ্রভু ঈশ্বর তাদের সকলকেই ধ্বংস ও সংহার করার সিদ্ধান্ত নেন। তখন মোশি ইস্রায়েল সন্তানদের জন্য সুপারিশ করেন। এতে ঈশ্বর সুপারিশ গ্রহণ করেন ও ইস্রায়েলীয়দের সংহার করা থেকে ক্ষান্ত হন।[৬০৩] যাত্রাপুস্তকের ৩২ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।[৬০৪]

এরপর ঈশ্বর মোশিকে ও ইস্রায়েল-সন্তানগণকে কেনান দেশে প্রবেশের নির্দেশ দেন, কিন্তু ঈশ্বর নিজে তাদের সঙ্গে যেতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, "...দুগ্ধমধুপ্রবাহী দেশে যাও; কিন্তু আমি তোমার মধ্যবর্তী হইয়া যাইব না; কেননা তুমি শক্তগ্রীব জাতি; পাছে পথের মধ্যে তোমাকে সংহার করি (I will not go up in the midst of thee; for thou art a stiffnecked people: lest I consume thee in the way)।" তখন মোশি সদাপ্রভুর কাছে সুপারিশ করেন। তাঁর সুপারিশের কারণে ঈশ্বর তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন এবং ইস্রায়েলীদের সঙ্গী হতে রাযি হন। যাত্রাপুস্তকের

[৬০৩]. ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি যে, বাইবেলে মোশির পাপের কথা স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে। আর ঈশ্বর এই পাপী মোশির সুপারিশ গ্রহণ করলেন। অনুরূপভাবে হারোণের গোবৎস-পূজা ও অন্যান্য পাপের কথা বাইবেলে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। অথচ তাঁর সুপারিশও ঈশ্বর গ্রহণ করেছেন বলে আমরা পরবর্তীতে দেখতে পাব।

[৬০৪]. যাত্রাপুস্তক ৩২/৭-১৪।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

৩৩ অধ্যায়ে এ ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।[৬০৫]

এরপর আরেকবার ইস্রায়েলীয়গণ পাপ ও অবাধ্যতায় নিপতিত হলে সদাপ্রভু ঈশ্বর তাদের সকলকে এক নিমিষে সংহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তখন মোশি ও হারোণ তাদের জন্য সুপারিশ করেন। ঈশ্বর তাঁদের দুজনের সুপারিশ গ্রহণ করেন। অন্য আরেক ঘটনায় ইস্রায়েলীয়গণ অবাধ্যতা করলে সদাপ্রভু ঈশ্বর জ্বালাদায়ী সর্প প্রেরণ করেন। তারা লোকদেরকে দংশন করলে ইস্রায়েলের অনেক লোক মারা যায়। তখন মোশি লোকদের জন্য সদাপ্রভুর নিকট সুপারিশ করেন। সদাপ্রভু মোশির সুপারিশ গ্রহণ করে ইস্রায়েলীয়দের বাঁচার ব্যবস্থা করেন। গণনাপুস্তকের ১৬ অধ্যায়ে এবং ২১ অধ্যায়ে এ সকল ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।[৬০৬]

কাজেই জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক ও ধর্মগ্রন্থের নির্দেশনা কোনো দিক থেকেই মুহাম্মাদ ﷺ কর্তৃক পাপীদের জন্য সুপারিশ করার সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না। হে আল্লাহ, আপনি তাঁকে প্রশংসিত সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করুন, যে মর্যাদা দানের জন্য আপনি তাঁকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন। আর পুনরুত্থানের দিবসে তাঁর সুপারিশ লাভের সৌভাগ্য আমাদের প্রদান করুন।

এই অধ্যায়ের এখানেই সমাপ্তি।

আমি এই পুস্তকটি রচনা শুরু করি ১২৮০ হিজরির রজব মাসের ১৬ তারিখে (১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের ২৬/২৭ তারিখে)। আমি পুস্তকটি রচনা সমাপ্ত করি এ বছরেরই যুলহাজ্জ মাসের শেষে (২৯/১২/১২৮০ হি. মোতাবেক ৪/৬/১৮৬৪ খ্রি.)।[৬০৭] জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা।

আরবি বর্ণের সংখ্যা মানের হিসাব অনুসারে এই পুস্তকের রচনাকাল ১২৮০ সালের জন্য নিম্নের বাক্যটি প্রযোজ্য: 'تأييد الحق برحمة الله' আল্লাহর অনুগ্রহে সত্যের সাহায্য': ১২৮০।[৬০৮]

আমি আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করছি সেই হিংসুক থেকে, সমাবেশ-বৈঠকে যার একমাত্র পাওনা নিন্দা ও লাঞ্ছনা, ফিরিশতাদের নিকট থেকে যার

[৬০৫]. যাত্রাপুস্তক ৩৩/১-৩; ১২-২৩।

[৬০৬]. গণনাপুস্তক ১৬/২০-২৪ ও ৪১-৫০; ২১/৪-৯।

[৬০৭]. অর্থাৎ গ্রন্থকার মাত্র ১৬০/১৬১ দিনে বা সাড়ে পাঁচ মাসেরও কম সময়ে পুস্তকটি রচনা করেন। ১৮৬৪ সালের জানুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত ৫ মাসের সাথে ১৮৬৩ সালের ডিসেম্বরের ৫/৬ দিন এবং ১৮৬৪ সালের জুন মাসের ৪/৫ দিন।

[৬০৮]. প্রাচীন আরব, ইয়াহুদি ও অন্যান্য সেমিটিক জাতির মধ্যে প্রচলিত রীতি অনুসারে আরবি বর্ণমালার বর্ণগুলোর সংখ্যামান রয়েছে: আলিফের মান ১, বায়ের মান ২, জীমের মান ৩, দালের মান ৪... ইত্যাদি। এরূপ হিসাব করে গ্রন্থকার উল্লেখিত 'তায়ীদুল হাক্ব বিরাহমাতিল্লাহ' বাক্যটির মধ্যে ব্যবহৃত বর্ণগুলোর সংখ্যামান যোগ করলে যোগফল হয় = ১২৮০।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

একমাত্র পাওনা অভিশাপ ও ঘৃণা, সৃষ্টির নিকট থেকে যার একমাত্র পাওনা দুশ্চিন্তা ও ভয়, মৃত্যুর সময় তার একমাত্র পাওনা যন্ত্রণা ও কষ্ট এবং পুনরুত্থানের দিবসে যার একমাত্র পাওনা কেলেঙ্কারি ও শাস্তি। আমি আমার সকল বিষয় সমর্পণ করছি মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহর কাছে। তিনিই সর্বোত্তম অভিভাবক এবং সর্বোত্তম সাহায্যকারী। আমি আকুতি ও সমর্পণের সাথে বলছি:

﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ﴾

"হে আমাদের প্রতিপালক, যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি, তবে তুমি আমাদেরকে অপরাধী কোরো না। হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলে, আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ কোরো না। হে আমাদের প্রতিপালক, এমন ভার আমাদের উপর অর্পণ কোরো না যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন করো, আমাদেরকে ক্ষমা করো, আমাদের প্রতি দয়া করো, তুমিই আমাদের অভিভাবক; সুতরাং অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে জয়যুক্ত করো।'[৬০৯]

[৬০৯]. সূরা: (২) বাকারা, ২৮৬ আয়াত।

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে